২৬ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা : বৈশাখ, ১৩৮৩

সূচী

বার্ষিক মূল্য—১৫.০০ সম্পাদনা : সত্যব্রত সেন প্রতি সংখ্যা ১.৫০

॥ গ্রন্থাগার পত্রিকায় বিজ্ঞাপন ॥

'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া আপনার পক্ষে লাভ জনক। পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে, গ্রন্থাগারিক এবং গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারানুরাগীদের কাছে পত্রিকা নিয়মিত পৌছায়।

বিজ্ঞাপনের হার

	সাধারণ সংখ্যা	বিশেষ সংখ্যা
মলাটের দ্বিতীয় পূর্ণ পৃষ্ঠা	১৭৫·০০	৩৫০·০০
" " অর্ধ পৃষ্ঠা	১০০·০০	— —
" তৃতীয় পূর্ণ পৃষ্ঠা	২০০·০০	৩৫০·০০
" " অর্ধ পৃষ্ঠা	১২৫·০০	— —
" চতুর্থ পূর্ণ পৃষ্ঠা	২২৫·০০	৪০০·০০
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১২৫·০০	৩০০·০০
" অর্ধ পৃষ্ঠা	৭০·০০	১৭৫·০০
" এক চতুর্থাংশ পৃষ্ঠা	৪০·০০	— —

ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই বিজ্ঞাপন নেওয়া হয়।

বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু পত্রিকা প্রকাশের অন্ততঃ এক সপ্তাহ পূর্বে পরিষদ কার্যালয়ে পৌছানো প্রয়োজন।

একাধিক সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দেওয়া বিষয়ে স্বতন্ত্র কনট্রাক্ট। বিবিধ সর্তাবলীর জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

সম্পাদক 'গ্রন্থাগার'
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পি ১৩৪, সি আই টি স্কীম ৫২
কলিকাতা-৭০০০১৪
ফোন: ৪৪-৮৫৩৩

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

পি-১৩৪, সি. আই. টি. স্কীম ৫২, কলিকাতা-১৪।
(ফোন : ৪৪-৮৫৬৬)

সম্পাদক—সত্যব্রত সেন

সহযোগী সম্পাদিকা—বিনতি চক্রবর্তী

বর্ষ ২৬, সংখ্যা ১	বৈশাখ, ১৩৮৩

সূচী

প্রতি সংখ্যা ১·৫০ বার্ষিক সংখ্যা ১৫·০০।

সম্পাদকীয়

"গ্রন্থাগার" পত্রিকার ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা ১৩৫৮এ যে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছিল তা' পুণর্মূদ্রন করা হল এখানে—শুধুমাত্র দুটি অনুচ্ছেদ ও সামান্য কয়েকটি শব্দ বা পঙক্তি বাদে। আজ পচিশ বৎসর এগিয়ে এসেও দেখতে পাচ্ছি পরিস্থিতির পরিবর্তন খুব সামান্যই। সহৃদয় পাঠক এর তাৎপর্য অনুধাবন করলে বাধিত হব। তখন সম্পাদক ছিলেন প্রমীলচন্দ্র বসু।

আমাদের কথা

"শিক্ষা ও সংস্কৃতির অগ্রগতির সহিত গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রগতি যে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, সর্বদেশ ও সর্বযুগে সভ্যতা ও গ্রন্থাগারের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে ইহা সহজেই স্বীকৃত হইবে। ইতিহাসের এই নিয়মের ব্যতিক্রম আমাদের দেশেও হয় নাই। কাজেই আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক প্রগতির আধুনিক রূপের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া, বর্তমান যুগের গ্রন্থাগার আন্দোলনের স্পন্দন যে এখানেও অনুভূত হইবে, ইহাতে বিস্ময়ের কারণ নেই। এদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছে তাহাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করিয়া গ্রন্থাগারকে অধিকতর বলিষ্ঠ ও সুসংবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করিতে হইলে, উপযুক্ত গ্রন্থাগারে সংঘের প্রয়োজনের তাগিদ হইতে উৎপত্তি হইয়াছে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের। গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যে সাফল্য অর্জনের উদ্দেশ্যে জনসাধারণ ও গ্রন্থাগার পরিষদের মধ্যে সংযোগ সাধনের নিমিত্ত এবং গ্রন্থাগার, গ্রন্থপঞ্জী ও আনুষঙ্গিক সর্ববিষয়ে এদেশও বিদেশের চিন্তা ও কর্মধারার বার্তা জনসাধারণের সমীপে পৌছাইয়া দিবার জন্য একান্তভাবে নিয়োজিত পরিষদের নিজস্ব এক মাধ্যমের বিশেষ প্রয়োজন। মাধ্যমের এই প্রয়োজন সিদ্ধির উদ্দেশ্যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে "গ্রন্থাগারে"র আবির্ভাব। তাহার জন্মদিনে "গ্রন্থাগার" আজ সকলের অকুণ্ঠ শুভ কামনা যাচ্ঞা করিতেছে।

"এদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে পুষ্ট ও শক্তিশালী করিয়া তুলিবার কার্যে 'গ্রন্থাগার'কে সাহায্য করিবার জন্য গ্রন্থাগার আন্দোলনে উৎসাহী ও সহানুভূতি সম্পন্ন ব্যক্তি ও

প্রতিষ্ঠানকে আমরা সাদর আহ্বান জানাইতেছি, তাঁহারা "গ্রন্থাগারে" প্রকাশযোগ্য বার্তা, রচনা ও আলোচনাদি সংক্ষেপে পরিষ্কারভাবে লিখিয়া সম্পাদকের নামে…পাঠাইয়া …সহায়তা করিতে পারেন।

"…দেশে গ্রন্থাগার পরিচালনার বৈজ্ঞানিক প্রথার প্রচলন বাঞ্ছনীয় এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের প্রসারের জন্য দেশীয় ভাষায় ঐ বিজ্ঞানের আলোচনা ও অনুশীলন হওয়া আবশ্যক। বাংলাভাষায় গ্রন্থাগার সংক্রান্ত আলোচনায় এবং কাজের সুবিধার নিমিত্ত, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের প্রসারের জন্য দেশীয় ভাষায় ঐ বিজ্ঞানের আলোচনা ও অনুশীলন হওয়া আবশ্যক। বাংলাভাষায় গ্রন্থাগার সংক্রান্ত আলোচনায় এবং কাজের সুবিধার নিমিত্ত, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সদাসর্বদা ব্যবহৃত কতকগুলি বিশেষ পরিভাষার বাংলা তর্জমা একান্ত প্রয়োজন। পরিভাষার বাংলা তর্জমা প্রণয়ণ করিতে অগ্রসর হইলে এদেশে আধুনিক গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসার কার্যে বিশেষ সহায়তা করিবেন।

"এক সংবাদে প্রকাশ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যসরকার গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রতি সক্রিয়ভাবে কিছু সচেতন হইয়াছেন। তাঁহারা দেড়শত নির্বাচিত গ্রন্থাগারকে ১৬ হাজার টাকা সাহায্য হিসাবে দিবার আয়োজন করিয়াছে [বিঃ দ্রঃ বর্তমানে প্রায় ৭৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন এবং প্রায় দেড় হাজার গ্রন্থাগার অনুবিত্তর সরকারী সাহায্য পেয়ে থাকেন।] গ্রন্থাগার আন্দোলনকে কলপ্রসূ করিতে হইলে রাষ্ট্রীয় শক্তির সাহায্য বিশেষ আবশ্যক। পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার পরিষদের বহু প্রচেষ্টার পর গ্রন্থাগার সম্পর্কে এতদিনে রাজ্য সরকারের আগ্রহশীল সক্রিয় নীতি গ্রহণের সূচনা হিসাবে ইহার মূল্য আছে। গ্রন্থাগার সম্বন্ধে সরকারের এইসব নীতি গ্রহণের জন্য আমরা তাঁহাদিগকে অভিনন্দন জানাইতেছি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগকে ইহাও স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি ভারতের অন্যান্য রাজ্যসরকারের কার্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার এবিষয়ে যথেষ্ট পশ্চাতে পড়িয়া আছেন, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে ইহা বিশেষ পরিতাপের বিষয়। অথচ মাদ্রাজ রাজ্যে ইতিপূর্বেই গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। [বিঃ দ্রঃ অন্ধ্র, মহীশূর ও মহারাষ্ট্রেও গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হয়েছে।] বোম্বাই রাজ্যে গ্রন্থাগারের সুন্দর ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু গ্রন্থাগার সম্পর্কে এপর্যন্ত সরকারী প্রচেষ্টার উল্লেখযোগ্য কোন পরিচয় পশ্চিমবঙ্গে পাওয়া যায় নাই।"

ENGLISH ABSTRACTS

Granthagar, Vol. 26. no. 1, April-May '76

1. **Bankim Prasanga Granthapanji** (Bibliography about Bankim Chandra) by **Sri Asoke Upadhyav, Page 2.**

Sri Upadhyay compiled a bibliography about Bankim Chandra divided into two parts—one, life of Bankim Chandra, and two, memoirs about Bankim Chandra associated with alphabetical Index.

2. **Raja Khitindra Debroy Mahasay O Granthagar Andolan** (Roy Khitindra Debroy Mahasay and library movement) by Ratan Kumar Das. pape 10.

This is an article on Khitindra Debroy Mahasay and his association wit Libray movement.

3. **Granthagarnama** by Tapan Bhattacharji, page 13. This is a Bengali poem on Library.

4. Boier Satru Juge Juge (Enemies of Books in different ages) by Sri Ananda Bakshi, page 26.

Sri Bakshi traced a historical picture of enemies of books who were mostly politically biased. It is a reprint article published earlier in a Bengali journal, Samrat, 7th collection, Kartik 1380 issue.

বঙ্কিম প্রসঙ্গ গ্রন্থপঞ্জী (১)

অশোক উপাধ্যায়, কলিকাতা।

প্রাক্-বাক

বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর ৮২ বছর অতিক্রান্ত হল। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, এই দীর্ঘ সময়কালের মধ্যে তাঁর পূর্ণায়ত কোনও জীবনী লেখা হল না; লেখা হল না শতাধিক বর্ষব্যাপী বঙ্কিম সাহিত্যচর্চার ইতিহাস। এমন কি এই সুদীর্ঘ বঙ্কিমচর্চার ব্যাপক ও বিশদ তথ্যপঞ্জীও এযাবৎ সঙ্কলিত হল না। বঙ্কিম সাহিত্যচর্চার আরম্ভ দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশের [১৮৬৫] অব্যবহিত পরক্ষণ থেকেই। কোনো কোনো আলোচক অবশ্য চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের মৃণ্ময়ী সমালোচনাকেই......প্রকৃত সমালোচনার সূত্রপাত বলে মনে করেন। সে যাই হোক, বাংলা সমালোচনা সাহিত্য পরবর্তী পঁচিশ বছর প্রধানত বঙ্কিম সাহিত্যকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। এই শতাধিক বর্ষব্যাপী বঙ্কিম সমালোচনার ইতিহাস বস্তুত বাঙালী বুদ্ধিজীবীর মানসিক বিবর্তনেরও ইতিহাস। অথচ বিশদ তথ্যের অভাবে এই ইতিহাসের গতি-প্রকৃতির যথার্থ বিশ্লেষণ ও প্রকৃত মূল্যায়ণ এযাবৎ সম্ভব হয়ে ওঠে নি।

যে কোনো প্রকার গবেষণার ভিত্তি হল নির্ভুল তথ্যপঞ্জী, অথচ এইটিই বোধ হয় বাংলা সাহিত্যের সর্বাধিক অবহেলিত শাখা। সাহিত্যিকদের রচনা অল্পবিস্তর পঞ্জীবদ্ধ হয়েছে, কিন্তু তাঁদের সম্পর্কে বা বিশেষ কোন বিষয় সম্পর্কে পঞ্জী হয়নি বললেই চলে। অথচ সত্তর বছর পূর্বেই বিষয়-পঞ্জী রচনার সূত্রপাত করেন অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। তাঁর সম্পাদিত 'বাণী' পত্রিকার [প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৩১১] বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হয় তুলা, কৃষি, আর্টস, কলিকাতা, অশোক, জৈন ও জৈন-ধর্ম, এবং বৌদ্ধ শিল্পাদি [সঙ্কলক সুরেন্দ্রনাথ কুমার] বিষয়ক পঞ্জী।

বঙ্কিম প্রসঙ্গে গ্রন্থপঞ্জী ইতিপূর্বে সঙ্কলন করেছেন ডক্টর জয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত [১৯৩৭], অমরেন্দ্রনাথ রায় [১৯৩৮], ডক্টর শ্রীঅলোক রায় [১৯৬৭, ১৯৭২]। শ্রীঅলোক রায় 'বঙ্কিম গ্রন্থপঞ্জী'র অংশরূপে 'বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধীয়' ২৫০টি রচনার একটি শ্রেণীবদ্ধ তালিকা প্রণয়ণ করেন [সাম্প্রত, বৈশাখ ১৩৭৯], বর্তমান পঞ্জী তার পরিপূরক। পঞ্জী সঙ্কলনের নীতি-নিয়মের ব্যাপারেও উক্ত পঞ্জীর সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

যেক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বা পরবর্তী বিবরণ পাওয়া গেছে সেগুলি বাদে উপর্যুক্ত ২৫০টি উল্লেখ সযত্নে বাদ দেওয়া হয়েছে। স্থূলত তিনটি শ্রেণীতে বর্তমান তালিকাটিকে ভাগ করা হয়েছে [১. বঙ্কিম জীবনী, ২. বঙ্কিম স্মৃতি, ৩ বঙ্কিম ও বঙ্কিমসাহিত্য] এবং তিনটি শ্রেণীরই স্বতন্ত্র নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে। অল্প কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া হয়ত এই শ্রেণীভাগ খুব যথার্থ নয়, তবু ব্যবহারিক উপযোগিতার প্রয়োজনে অন্য উপায় নেই।

তারকাচিহ্নিত রচনাগুলি মিলিয়ে দেখার সুযোগ ঘটেনি। অন্য সব রচনাই যথাসম্ভব এক বা একাধিক বার মিলিয়ে দেখেছি। তা সত্ত্বেও ভুলভ্রান্তি থেকে যেতে পারে। সহৃদয় পাঠক এ বিষয়ে সঙ্কলকের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে সঙ্কলক উপকৃত হবে।

কালক্রম অনুসারে সাজান হয়েছে বর্তমান পঞ্জী, ১৩৭৮ সাল এর সময়সীমা। সাম্প্রতিক বঙ্কিমচর্চা [১৩৭৯-১৩৮২] ভবিষ্যতে পঞ্জীবদ্ধ করার বাসনা রইল।

বঙ্কিম প্রসঙ্গ

এক। প্রসঙ্গ : বঙ্কিম জীবনী

১। (সংবাদ প্রভাকর)—(বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়), (সংবাদ), সংবাদ প্রভাকর, ৩১ বৈশাখ ১২৭১, ১২ মে ১৮৬৪, ২৬ কার্তিক ১২৭১, ৯ নভেম্বর ১৮৬৪। (পুনর্মুদ্রিত, জয়ন্ত কুমার দাশগুপ্ত, সংবাদ প্রভাকরে বাংলার পুরাতনী, ভারতবর্ষ, ভাদ্র ১৩৩৯, পৃ, ৪৪৩; ৪৪৭-৪৪৮।)

সীতারাম বসু—(অভিনন্দন পত্র), সংবাদ প্রভাকর ২৭ ভাদ্র ১২৭২, ১১ সেপ্টেম্বর ১৮৬৫। (পুনর্মুদ্রিত, সংবাদ প্রভাকরে বাংলার পুরাতনী, পৃ, ৪৫৪।)

দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়—শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নব বার্ষিকী, কলিকাতা, ১২৮৪, পৃ, ২৩৮-২৪২

দ্বারকানাথ বসু—(বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়), জীবনীকোষ, কলিকাতা, ১৮৯৪, পৃ, ১৭০-১৭৩।

(জানকীনাথ মুখোপাধ্যায় / বাসনা)—সুবিখ্যাত ঔপন্যাসিক কবিবর ৺রায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুরের জন্মকুণ্ডি, বাসনা, বৈশাখ ১৩০১, পৃ, ২৭-২৮।

মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি—বঙ্কিম-বিলাপ, পুরোহিত, বৈশাখ ১৩০১, পৃ, ৫২-৬২।

হরিসাধন মুখোপাধ্যায়—৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পুরোহিত, জ্যৈষ্ঠ ১৩০১, পৃ, ৬৫-৮৪। (এই প্রবন্ধে বঙ্কিমের দুটি ইংরাজী পত্র প্রকাশিত হয়।)

৮। রাজেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—বঙ্কিমবাবুর কাজির বিচার, ভারতী, কার্তিক ১৩০৬, পৃ, ৬৩৯-৬৪৯। (পুনর্মুদ্রিত, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রভাত গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড, (দ্বিতীয় মুদ্রণ) কলিকাতা, শ্রাবণ ১৩৮১, পৃ, ২২১-২২৯।)

৯। **Buckland, C, E—Rai Bankim Chandra Chatterji Bahadur, Bangal Under Lieutenant-Covernors, Vol. II (2nd edition) Calcutta, 1902, Pp. 078-1079.**

১০। বিহারীলাল সরকার—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত; বঙ্গভাষার লেখক, প্রথম ভাগ, কলিকাতা, (২৯ ভাদ্র) ১৩১১, পৃ, ৪১৫-৪১৮।

১১। **Buckland, C. E.—Chatterji, Bankim Chandra, Dictionary of Indian Biography, London 1906. Pp. 79-80.**

১২। নগেন্দ্রনাথ বসু, সঙ্কলক—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বকোষ, ১৭শ ভাগ, কলিকাতা, ১৩১৩, পৃ, ৩৮৪-৩৮৬।

১৩। উপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, চরিতাভিধান, (প্রথম সংস্করণ জ্যৈষ্ঠ ১৮৩০ শক), কলিকাতা, (আশ্বিন) ১৩১৮, (দ্বিতীয় সংস্করণ), পৃ, ৩০৭-৩০৮।

১৪। শিবরতন মিত্র—স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মানসী, চৈত্র ১৩১৫, পৃ, ৬১-৭২। (পুনর্মুদ্রিত, শিবরতন মিত্র, বঙ্গীয় সাহিত্য সেবক, ৯-১১ খণ্ড, কলিকাতা, ১৩১৫, পৃ, ৪০৬-৪১৭।)

১৫ দিব্যেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়—বঙ্কিম চরিত, বঙ্গদর্শন, আষাঢ় ১৩১৮, পৃ, ১৮৫-১৮৮; শ্রাবণ ১৩১৮, পৃ, ২৫২ ক-২৫২ খ; ভাদ্র ১৩১৮, পৃ, ৩০৮-৩১০; আশ্বিন ১৩১৮, পৃ, ৩৮৯-৩৯০; কার্তিক ১৩১৮, পৃ, ৪২৫-৪২৯।

১৬ যোগেশচন্দ্র বসু—কাঁথিতে বঙ্কিমচন্দ্র, সুরভী, আশ্বিন ১৩১৮, পৃ, ৪-৮; কার্তিক ১৩১৮, পৃ, ২৬-২৮।

১৭। হেমেন্দ্রকুমার রায়—বঙ্কিমযুগের কথা, ভারতী, আশ্বিন ১৩১৮, পৃ, ৫২১-৫২৬; কার্তিক ১৩১৮, পৃ, ৬৬৫-৬৭২; অগ্রহায়ণ ১৩১৮, পৃ, ৮০৫-৮১৪, পৌষ ১৩১৮, পৃ, ৯০৫-৯১৮; মাঘ ১৩১৮, পৃ, ৯৫০-৯৫৫; ফাল্গুন ১৩১৮, পৃ, ১০৭৬-১০৮০; চৈত্র ১৩১৮, পৃ, ১১৮৪-১১৮৮।

১৮। হেমেন্দ্রকুমার রায়—বঙ্কিম-কথা, অর্ঘ্য, আশ্বিন ১৩১৯, পৃ, ৯-১৩।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—বঙ্কিমচন্দ্র—জীবনপঞ্জী, মানসী, চৈত্র ১৩২১, পৃ, ২০৯-২২৬।

২০। তারকনাথ বিশ্বাস—বঙ্কিম প্রসঙ্গ, ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন, কার্তিক ১৩২৩, পৃ, ১৯৭-২০৩; অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩২৩, পৃ, ২৪৬-২৫১; ফাল্গুন-চৈত্র ১৩২৩, পৃ, ৩২১-৩২৬; বৈশাখ ১৩২৪, পৃ, ৩৩-৩৭; জ্যৈষ্ঠ ১৩২৪, পৃ, ৬৮-৭৩; আষাঢ় ১৩২৪, পৃ, ৯১-১০০,

শ্রাবণ ১৩২৪, পৃ, ১৩২-১৩৮ ; ভাদ্র-আশ্বিন ১৩১৮, পৃ, ১৬৮-১৭৫ ; জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫, পৃ, ৫৩-৫৬ ; শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩২৫, পৃ, ১৩০-১৩১ ; মাঘ ১৩২৫, পৃ, ২৩৯-২৪৪ ; ফাল্গুন-চৈত্র ১৩২৫, পৃ, ২৭১-২৭৬। (পুনর্মুদ্রিত, বঙ্কিমবাবুর জীবন-কথা, তারকনাথ গ্রন্থাবলী, তৃতীয় খণ্ড, কলিকাতা, ১৩২৬, পৃ, ২৪১-৩৫২।)

২১। যোগেশচন্দ্র বসু, বিদ্যাবিনোদ—কপালকুণ্ডলার পরিকল্পনা-ক্ষেত্রে, ভারতবর্ষ, আষাঢ়, ১৩৩০, পৃ, ৩৩-৩৮।

২২। মনোমোহন চট্টোপাধ্যায়—বঙ্কিমবাবুর আমগাছ চুরি, মানসী ও মর্মবাণী, শ্রাবণ ১৩৩১, পৃ, ৬০৯-৬১২।

২৩। দিব্যেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়—বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মবৃত্তান্ত, সচিত্র শিশির, ৯ আশ্বিন ১৩৩১, পৃ, ১৪১২-১৪১৩।

২৪ দিব্যেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়-নিশীথ রাক্ষসী, সচিত্র শিশির, ২৫ মাঘ ১৩৩১, পৃ, ৪৪২-৪৫০।

২৫ মন্মথনাথ ঘোষ—বঙ্কিমচন্দ্রের গল্প, গল্পাবলি, আষাঢ় ১৩৩৭, পৃ, ৩৭-৪০।

২৬। মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—সাহিত্যপল্লী-বঙ্কিমচন্দ্র, পঞ্চপুষ্প, ভাদ্র ১৩৩৯, পৃ, ৪০৪-৪১৩।

২৭। জ্যোতিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—বঙ্কিমচন্দ্রের ভবনে বড়লাট মহিষী, পঞ্চপুষ্প চৈত্র ১৩৩৯, পৃ, ৪৫৮-৪৬০।

২৮। হরিহর শেঠ—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা পরিচয়, কলিকাতা, ১৩৪১, পৃ, ৯১।

২৯। হরিহর শেঠ—হুগলী কলেজ ও বঙ্কিমচন্দ্র, The Hoogly College Magazine, January 1937.

৩০। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—বঙ্কিমচন্দ্রের ছাত্রজীবন, শনিবারের চিঠি, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫, পৃ, ১৭০-১৭৬।

৩১। মন্মথনাথ ঘোষ—সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র, আনন্দবাজার পত্রিকা, ১১ আষাঢ় ১৩৪৫।

৩২। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—বঙ্কিমচন্দ্রের কর্মজীবন, শনিবারের চিঠি, আষাঢ় ১৩৪৫, পৃ, ৪৪২-৪৪৮।

৩৩। মতিলাল দাশ—বঙ্কিমচন্দ্রের বহরমপুর জীবন, বঙ্গশ্রী, ফাল্গুন ১৩৪৬, পৃ, ১৮১-১৮৪।

৩৪। মতিলাল দাশ—বঙ্কিম-প্রসঙ্গ, বঙ্গশ্রী, চৈত্র ১৩৪৬, পৃ, ৪০৮-৪১০, আষাঢ় ১৩৪৭, পৃ, ৭৩০-৭৩১।

৩৫। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—বঙ্কিমচন্দ্রের হুগলী কলেজে অধ্যায়ন, শনিবারের চিঠি, বৈশাখ ১৩৪৭, পৃ, ৫৪-৬৭।

৩৬। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যরচনা, শনিবারের চিঠি, মাঘ ১৩৪৭, পৃ, ৪৫৯-৪৭০।

৩৭। শশীভূষণ বিদ্যালঙ্কার—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, জীবনীকোষ, ভারতীয় ঐতিহাসিক, ৫ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৪৭, পৃ, ১৪৮৩-১৪৯৩।

৩৮ মন্মথনাথ ঘোষ—বঙ্কিমকাহিনী, শারদীয়া দীপালী, আশ্বিন ১৩৫৫ পৃ।

৩৯ কালিদাস দত্ত—বারুইপুর ও বঙ্কিমচন্দ্র, প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৬৩, পৃ, ৫৩৭-৫৪৩।

৪০। বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়—বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনের ঘটনাপঞ্জী, অয়ন, আষাঢ় ১৩৭৮, পৃ, ১১৮-১২০।

৪১। সরোজিনী দেবী—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আদর্শ জীবনী, কলিকাতা, পৃ, ১১২-১১৭। [তারিখহীন প্রকাশন]

নির্দেশিকা—১

দুই ॥ প্রসঙ্গ : বঙ্কিম-স্মৃতি

১। বিজয়লাল দত্ত—বঙ্কিমচন্দ্র, ভারতী, আষাঢ় ১৩০১, পৃ, ১৬৬-১৭৪। (পুনর্মুদ্রিত, সোমেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত কাছের মানুষ বঙ্কিমচন্দ্র, কলিকাতা, সেপ্টেম্বর ১৯৬৪, পৃ, ৩৩-৪৩।)

২। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার—বঙ্কিমবাবুর প্রসঙ্গ। প্রথম প্রস্তাব, সাধনা, শ্রাবণ ১৩০১, পৃ, ২৩২-২৫২, দ্বিতীয় প্রস্তাব, প্রদীপ, বৈশাখ ১৩০৬, পৃ, ১৬২-১৭৫; তৃতীয় প্রস্তাব, সমালোচনী, মাঘ ও ফাল্গুন ১৩০৮, পৃ, ৮-১৯। (পুনর্মুদ্রিত, কাছের মানুষ বঙ্কিমচন্দ্র, পৃ, ৩-১৬; ১৭-২৩; ২৪-৩২।)

৩। কালীনাথ দত্ত—বঙ্কিমচন্দ্র, প্রদীপ, আষাঢ় ১৩০৬, পৃ, ২১৮-২২২; শ্রাবণ ১৩০৬, পৃ, ২৬০-২৬৫; ভাদ্র ১৩০৬, পৃ, ৩০৯-৩১৪। (পুনর্মুদ্রিত, কাছের মানুষ বঙ্কিমচন্দ্র, পৃ, ৪৪-৬৭।)

৪। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—বঙ্কিম প্রসঙ্গ, আলো, ভাদ্র ১৩০৬, পৃ, ১৭-২৫।

৫। দিব্যেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়—বঙ্কিমবাবুর প্রসঙ্গ, সমালোচনী, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৯, পৃ, ১৯৭-২০৫।

৬। বঙ্কিম কথা, সমালোচনী, শ্রাবণ ১৩০৯, পৃ, ২৭৫-২৭৯।

৭। ললিতচন্দ্র মিত্র—বঙ্কিমচন্দ্রের পিতৃকাহিনী, মানসী, শ্রাবণ ১৩১৬, পৃ, ২৭৯-২৮৩।

৮। ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়—বঙ্কিমবাবু সম্বন্ধীয় স্মৃতি, সাহিত্য, পৌষ ১৩১৯, পৃ, ৮৯৮-৯১৪।

৯। পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—বঙ্কিম প্রসঙ্গ। কমলাকান্তের 'এস এস বঁধু এস', সাহিত্য, অগ্রহায়ণ ১৩২০, পৃ, ১২৭-১৩৪। (পুনর্মুদ্রিত, পূর্ণচন্দ্র গ্রন্থাবলী, কলিকাতা, ১৩২৪, পৃ, ২৩৫-২৪৪। অপিচ, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সঙ্কলিত বঙ্কিম-প্রসঙ্গ, কলিকাতা, তারিখ নেই, পৃ, ৫৪-৬৪।)

১০। পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকথা (ষাট বৎসর পূর্বের কথা), সাহিত্য, শ্রাবণ ১৩২১, পৃ, ২৫৩-২৫৯। (পুনর্মুদ্রিত, বঙ্কিমচন্দ্র ও কথক ঠাকুর, বঙ্কিম প্রসঙ্গ, পৃ, ২১-৩২।)

১১। বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধু, ভারতী, চৈত্র ১৩২১, পৃ, ১১২০-১১৩৪। (পুনর্মুদ্রিত, কাছের মানুষ বঙ্কিমচন্দ্র, পৃ, ৮০-৯৫।)

১২। যতীন্দ্রমোহন সিংহ—মিথ্যার প্রচার, শাশ্বতী, বৈশাখ ১৩২২, পৃ, ৭০-৭৫। (নারায়ণে প্রকাশিত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্কিম স্মৃতি' (বৈশাখ ১৩২২) প্রবন্ধের প্রতিবাদ।)

১৩। * পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—নারায়ণে বঙ্কিমচন্দ্র, হিতবাদী, ১৭ ভাদ্র ১৩২২। (যাদবেশ্বর তর্করত্নের বঙ্কিমবাবুর পিতৃপ্রসঙ্গ প্রবন্ধের (নারায়ণ, শ্রাবণ ১৩২২) প্রতিবাদ।)

১৪। অশ্বিনীকুমার সেন—স্মৃতিপূজা—বঙ্কিমচন্দ্র, নারায়ণ, কার্তিক ১৩২২, পৃ, ১৩৩২-১৩৩৬। (পুনর্মুদ্রিত, অশ্বিনীকুমার সেন, সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র, স্মৃতি-পূজা, বাগেরহাট (শ্রাবণ ১৩২৮), পৃ, ১-৯।)

১৫। নিখিলনাথ রায়—চূড়ামণি ও বঙ্কিমচন্দ্র, শাশ্বতী, অগ্রহায়ণ ১৩২২, পৃ, ৫১৫-৫৩৪।

১৬। ব্রজেন্দ্রসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়—মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি, আই, ই, ও 'বঙ্কিমবাবু ও উত্তরচরিত'; শ্রীযুক্ত জ্যোতিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ও 'ভাববান পাঠক', মানসী, পৌষ ১৩২২, পৃ, ৫০৬-৫২৬।

১৭। পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—বঙ্কিম প্রসঙ্গ, ভারতী, আষাঢ় ১৩২৩, পৃ, ২৮৫-২৮৯। (পুনর্মুদ্রিত, বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যশিক্ষা, কাছের মানুষ বঙ্কিমচন্দ্র, পৃ, ৯৬-১০১।)

১৮ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—বঙ্কিমচন্দ্র, নারায়ণ, আষাঢ় ১৩২৫, পৃ, ৫৬৩-৫৭০।

১৯ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—বঙ্কিমচন্দ্র, মাসিক বসুমতী, শ্রাবণ ১৩২৯, পৃ, ৪১৭-৪২২; ভাদ্র ১৩২৯, পৃ, ৬০৪-৬০৮। (পুনর্মুদ্রিত, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও অনিলকুমার কাঞ্জিলাল সম্পাদিত, হরপ্রসাদ-রচনাবলী, দ্বিতীয় সম্ভার, কলিকাতা, পৌষ ১৩৬৬, জানুয়ারী ১৯৬০, পৃ, ৫১-৫৭; ৫৮-৬২।)

২০। মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়—বঙ্কিমবাবুর কথা, মানসী ও মর্মবাণী, আশ্বিন ১৩২৯, পৃ, ৯৭-১০৪। (পুনর্মুদ্রিত, আমার দেখা লোক, কলিকাতা, তারিখ নেই, পৃ, ৭০-৮৮। অপিচ, কাছের মানুষ বঙ্কিমচন্দ্র, পৃ, ১৫১-১৬২।)

২১। দিব্যেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়—ফুলকো লুচি, সচিত্র শিশির, ৭ ভাদ্র ১৩৩১, পৃ, ১২৯৫-১৩০৩।

২২। রাখালদাস কাব্যানন্দ—বঙ্কিম-স্মৃতি, মাসিক বসুমতী, বৈশাখ ১৩৩৩, পৃ, ৮৯-৯০।

২৩ পূর্ণচন্দ্র দে—বিদ্যাসাগর মহাশয় ও বঙ্কিমবাবুর 'মৃণালে কণ্টক', পঞ্চপুষ্প, ফাল্গুন ১৩৩৬, পৃ, ১৫২৯-১৫৩৩।

২৪ জ্যোতিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—বঙ্কিমচন্দ্রের একটি বাণী (সেকালে এ কালে তুলনা), পঞ্চপুষ্প, ফাল্গুন ১৩৩৭, পৃ, ৭৫৯-৭৬০।

২৫ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—বঙ্কিম স্মৃতি, প্রবাসী ভাদ্র ১৩৪৫, পৃ, ৬৮২।

২৬। সরলা দেবী—রবীন্দ্র বঙ্কিম বিতর্ক, বঙ্কিম, জীবনের ঝরাপাতা, কলিকাতা, ফাল্গুন ১৮৭৯ শকাব্দ, পৃ, ৩৪-৪৪, ৪৪-৫৮।

নির্দেশিকা—২

রাজা ক্ষিতীন্দ্রদেব রায় মহাশয় ও গ্রন্থাগার আন্দোলন

প্রভাস কুমার দাস

বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন সংঘবদ্ধরূপ পরিগ্রহ করে ১৯২৫ সালে "বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ" প্রতিষ্ঠার পর থেকে। তার প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে যিনি গ্রন্থাগার নিয়ে ভাবনাচিন্তা ও আন্দোলনের সূত্রপাত করেন তিনি হলেন রাজা ক্ষিতীন্দ্রদেব রায় মহাশয়। রাজা ক্ষিতীন্দ্রদেব রায় মহাশয়ের জীবনী আলোচনাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

রাজা ক্ষিতীন্দ্রদেব রায় মহাশয় বাঁশবেড়িয়ার রাজ পরিবারে ৭ই ফাল্গুন ১২৭৯ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। সেই পিরিবারে শক্তি ও বিষ্ণুর উপাসনা প্রচলিত ছিল। সেখানে নয়মিত ধর্মচর্চা ও পাল পার্বণ অনুষ্ঠিত হইত। প্রপিতামহ রাজা নৃসিংহদেব তান্ত্রিক, ধর্মনিষ্ঠ ও যোগী পুরুষ ছিলেন। প্রপিতামহী রাণী শঙ্করী ছিলেন শক্তির উপাসিকা। তিনি নৃসিংহদেবের প্রতিষ্ঠিত হংসেশ্বরী দেবীর মন্দির নির্মাণ সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। তাঁহরে পিতামহী রাণী কাশীশ্বরীও পরম সতী, গুণবতী ও ধার্মিক মহিলা ছিলেন। সুতরাং পবিত্র রাজবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া অহোরাত্র সৎ দৃষ্টান্ত সমূহের মধ্যে থাকিয়া শৈশব হইতেই তাঁহার মন, প্রাণ, প্রবৃত্তিও সেইরূপ ভাবে গঠিত হইতে লাগিল। সাধারন বালকগণ যেরূপ, রাজা ক্ষিতীন্দ্রদেব তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি গম্ভীর-প্রকৃতি, ভাবুক, সাহসী এবং পিতা-মাতা গুরুজনের একান্ত অনুগত। ধনী জমিদার বা রাজবংশে জন্মিলে যেরূপ তাঁহাদের দুলালেরা উচ্ছৃঙ্খল ও উদ্ধত প্রকৃতির হইয়া থাকে, রাজা ক্ষিতীন্দ্রদেবের প্রকৃতি তদনুরূপ না হইয়া বরং উত্তরোত্তর উন্নত হইতে লাগিল। তিনি সরলতা, দয়া, ক্ষমা, সত্যাহিংসা, ন্যায়পরায়ণতা, সংযম প্রভৃতি গুণে বিভূষিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার সহচর বালকেরাও তাঁহার দৃষ্টান্তে প্রণোদিত হইয়া তাঁহার মত উন্নত চরিত্র ও স্বভাব মাধুর্য্যে দিন দিন উন্নত হইতে লাগিল। এইরূপে রাজা ক্ষিতীন্দ্রদেবের বাল্যজীবন বাঁশবেড়িয়ার পল্লীপ্রকৃতিতে বাড়িতে লাগিল।

বাঁশবেড়িয়ার রাজবাটীতে গুরু মহাশয়ের নিকট প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া গ্রামের উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন। পরে তিনি হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুল হতে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হুগলী কলেজে ভর্ত্তি হন। এই সময় তাঁর বুদ্ধি, স্মৃতিশক্তি ও চিন্তাশক্তির পরিচয় প্রকাশ পায়। পরে কলিকাতার লণ্ডন মিশনারী সোসাইটীর ইন্‌ষ্টিটিউশনে ভর্ত্তি হইয়া বি. এ. অধ্যয়ন করিতে থাকেন। এই সময়ে বিদ্বান হইবার আকাঙ্খা ও জ্ঞান লাভের তৃষ্ণা তাঁর এত বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে খেলাও বিশ্রাম পরিত্যাগ করিয়া দিনারাত্র কেবল পুস্তকের মধ্যে মগ্ন থাকিতেন। ঐকান্তিক চেষ্টা মনোযোগ, পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে তিনি কলেজে পড়িবার সময় হইতে জ্ঞানবান হইয়া উঠিলেন। মিশনারীতে বি. এ অধ্যয়নের পর রাজা ক্ষিতীন্দ্রদেব সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্ত্তি হন ও তথায় এম. এ অধ্যয়ন করেন।

রাজা ক্ষিতীন্দ্রদেবের কলেজ জীবন গৌরবময় হইলেও তাঁর বিদ্যা শিক্ষা আর অগ্রসর হইতে পারেনাই। এই সময়ে তাঁর পিতা পরলোক গমন করায়, শিক্ষা জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

এই সময় হতে রাজা ক্ষিতীন্দ্রদেবের কর্মবহুল জীবন আরম্ভ হয়। জমিদারী কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া দেশ ও জনসাধারণের সেবায় তিনি আত্মনিয়োগ করেন। দরিদ্র প্রজাগণ তাঁর মিষ্টভাষিতা, অমায়িক ব্যবহার, তাদের দুঃখ-দুর্দ্দশা ও অভাব মোচনে অক্লান্ত চেষ্টা ও করুণালাভে উৎফুল্ল হইয়া তাঁর দীর্ঘ জীবন ও কল্যাণ কামনা করেন। নিজের জমিদারীতে ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে প্রজা সাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার ও সুচিকিৎসার প্রচার কল্পে স্কুল ও দাতব্য চিকিৎসার প্রতিষ্ঠায় তিনি সহায়তা করিতে থাকেন।

বাঁশবেড়িয়া গ্রামে তিনি ছাত্র-সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৯২ সালের জুলাই মাসে মফঃস্বল শহরের পয়ঃ প্রণালী সমস্যা সম্বন্ধে কন্‌ফারেন্স বসিলে, ছাত্র-সমিতির সম্পাদক

রাজা ক্ষিতীন্দ্রদেব 'Suggestions' প্রেরণ করেন যে, সপ্তগ্রামের নিকটবর্তী সরস্বতী নদী দীর্ঘকাল শুষ্ক অবস্থায় থাকায়-ম্যালেরিয়ার আবাসস্থল হইয়াছে; অতএব উহা খনন করা উচিত। তাঁর এই মন্তব্যের ফলে Drainage Act বা পয়ঃপ্রণালী আইন প্রস্তুত হয়।

১৮৯৯ সালের ২২শে ডিসেম্বর গভর্ণমেন্ট হাউসের 'লেভী'তে রাজা ক্ষিতীন্দ্রদেব ভারতীয় রাজ প্রতিনিধি লর্ড কার্জনের নিকট পরিচিত হন।

১৯০২ সালের ১৮ই মার্চ Governor Woodburn বাঁশবেড়িয়া রাজবাটী পরির্শন করেন। তিনি রাজা ক্ষিতীন্দ্রদেব ও তাঁর পূর্বপুরুষগণের বদান্যতায় তথাকার উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয়, গ্রন্থাগার এবং স্কুল পরিদর্শন করিয়া রাজা ক্ষিতীন্দ্রদেব রায় মহাশয়ের জনসেবায় ভূয়সী প্রশংসা করেন।

১৯০২ সালের ডিসম্বর মাসে তিনি হুগলীর অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট পদে নিযুক্ত হন এবং চৌত্রিশ বছর ঐ পদে নিযুক্ত থাকিয়া অসাধারণ বিচারশক্তির পরিচয় দেন এবং তাঁর প্রশংসনীয় কার্যের জন্য গভর্নমেণ্ট কর্তৃক ধন্যবাদ ও বিশেষ সম্মান প্রাপ্ত হন রাজা ক্ষিতীন্দ্রদেবের রাজভক্তির নিদর্শন স্বরূপ গভর্ণমেণ্ট তাঁকে চারটি সশস্ত্র শরীর রক্ষী রাখিবার ক্ষমতা অর্পন করেন।

রাজা ক্ষিতীন্দ্রদেব 'শ্রীভারত ধর্ম মহামণ্ডল' 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' ও অন্যান্য বহু ধর্ম এবং সাহিত্য-সমাজের কার্যাকরী-সমিতির সদস্য ছিলেন। ১৯০৮ সালের ২৪শে ডিসেম্বর মর্লি-মিণ্টো শাসন-সংস্কারের জন্য যে ডেপুটেশন প্রেরিত হয়, তাহাতে রাজা ক্ষিতীন্দ্রদেব বাংলাদেশের হিন্দুগণের প্রতিনিধিত্ব করেন।

ভারতে গ্রন্থাগার-আন্দোলনের অন্যতম প্রথম পথিকৃৎ রাজা ক্ষিতীন্দ্রদেব রায় মহাশয় শিক্ষার বিস্তারে সবিশেষ উৎসাহী ছিলেন। শিক্ষা ও দেশের সামগ্রিক উন্নতি কল্পে লিখিত তাঁর চিন্তাশীল প্রবন্ধরাজির জন্য এক সময়ে তিনি বিভিন্ন সংবাদ পত্রে তথ্য সমৃদ্ধ প্রবন্ধাদি প্রকাশ করেন। তিনি ১৯০৫ সাল পর্যন্ত বিশেষ কৃতিত্ব সহকারে 'The Eastern voice' নামক ইংরাজী দৈনিক ও 'পূর্ণিমা' নামক মাসিক পত্রিকা পরিচালনা করেন। দেশে শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে রাজা ক্ষিতীন্দ্রদেব সাধারণ লাইব্রেরীর উপযোগিতা অনুভব করিয়া ১৮৯১ সালে গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রচারে অবতীর্ণ হন। তখন তিনি বাঁশবেড়িয়ার ছাত্র-সমিতির সম্পাদক ও তাঁর পিতা রাজা পূর্ণেন্দুদেব রায় মহাশয় সভাপতি ছিলেন। সেই বছরেই ছাত্র-সমিতিতে রাজা মহাশয় 'গ্রন্থাগারের উপকারিতা' সম্বন্ধে প্রথম যে বক্তৃতা দেন, তার পঁয়ত্রিশ বছর পরে ১৯২৫ সালে বাঁশবেড়িয়ার পাবলিক লাইব্রেরী হলে হুগলী জেলার প্রথম যে গ্রন্থাগার সম্মেলন ও প্রদর্শনী হয়, তাহাতে তিনি এক হৃদয় গ্রাহী বক্তৃতা করেন। ভারতে গ্রন্থাগার-আন্দোলন বিস্তারে তিনি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। রাজা মহাশয়ের সেই বক্তৃতা প্রকাশিত হয় ১৯২৫ সালের অক্টোবর সংখ্যার Indian library journal পত্রিকায়।

১৯২৫ সালের ২০শে ডিসেম্বর All Bengal library Association গঠিত হয় এবং সভাপতি হন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ও সম্পাদক হন সুশীল কুমার ঘোষ। গ্রন্থাগারের উপকারিতা সম্বন্ধে ভারতব্যাপী আন্দোলনের সৃষ্টি হইল All India library Association-এর সূত্রপাত হয়, এই রূপে ১৮৯১ সাল হইতে ১৯২৫ সাল পর্যন্ত রাজা ক্ষিতীন্দ্রদেব রায় মহাশয়ের সুদীর্ঘ পয়ত্রিশ বৎসর ব্যাপী প্রয়াস ক্রমবিস্তার লাভ করে। ১৮৯১ সালে রাজা ক্ষিতীন্দ্রদেব গ্রন্থাগার আন্দোলনের যে পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা করিয়াছিলেন তা ক্রমে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের অপরিহার্য পরিপূরক হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে।

১৯২৮ সালের ২১-২২ শে জানুয়ারী ক'লকাতায় অ্যালবার্ট হলে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, তার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন রাজা ক্ষিতীন্দ্রদেব রায় মহাশয়।

১৯৩১ সালের ৫জুলাই হুগলী জেলার গ্রন্থাগার পরিষদের ৪র্থ অধিবেশন বংশবাটীতে অনুষ্ঠিত হয়। আচার্য

প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রধান সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। যাঁরা এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে রাজা ক্ষিতীন্দ্রদেব রায় মহাশয় অন্যতম।

১৯৩১ সালের ১৪ই জুলাই মিঃ চ্যাপম্যানের পর মিঃ আসাদুল্লা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক পদে নিযুক্ত হন। ক্যালকাটা লিটারারী সোসাইটীর পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপনের জন্য অ্যালবার্ট হলে এক সভা আহূত হয়। রাজা ক্ষিতীন্দ্রদেব রায় মহাশয় সভাপতিত্ব করেন।

১৯৩৩ সালের ২৭—৩১ শে জানুয়ারী শ্রীরামপুরের 'রাজা কিশোরীলাল গোস্বামী স্মৃতি হলে' হুগলী জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলনের ৬ষ্ঠ অধিবেশন ও তৎসহ রাজা রাম মোহন রায়ের জন্মসার্ধশতবার্ষিকী উৎসব সম্পন্ন হয়। রাজা ক্ষিতিন্দ্রদেব রায় মহাশয় গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

এসিয়াটিক সোসাইটী গৃহে All India library Association-এর প্রথম অধিবেশনের শেষদিবসে বেজওয়াদার বিখ্যাত ব্যারিষ্টার ও ভূপর্যটক Mr. D. T. Rao রাজা ক্ষিতীন্দ্রদেব রায় মহাশয়কে 'Grand father of library movement in India' বলে অভিহিত করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলনে তাঁহার নিরলস প্রয়াসের ভূয়সী প্রশংসা করেন। পাঞ্জাব হইতে প্রকাশিত ১৯৩৩ সালের অক্টোবর মাসের 'Modern librarian' পত্রিকায় তাঁহার বক্তৃতা প্রতিকৃতি সহ প্রকাশিত হইয়াছিল।

রাজা ক্ষিতীন্দ্রদেব রায় মহাশয় তাঁর জন্মস্থান বাঁশবেড়িয়া গ্রামে সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপনে কিরূপ উৎসাহশীল ছিলেন সে কথা ১৯২৮ সালের ১৩এপ্রিলে Amrita Bazar patrika-য় প্রকাশিত এক রিপোর্ট হইতে বোঝা যায়। ইহাকেই বলে, 'আপনি আচরি ধর্ম অপরে শিখায়'। বাঁশবেড়িয়া গ্রামে গ্রন্থাগার ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের বিবরণ প্রকাশ কালে পত্রিকা লিখিয়াছেন,—'...Raja Kshitindra Deb Rai Mahasai the present Head of the Bansberia Raj and patron of the Hooghly District library conference and the All-Bengal library Association to tea at the historic Dr. Duff's School House on the morning of sunday the 8th instant. Shortly after 11'o clock, the Raja arrived at the pandal where he recieved the Hon'ble Nowab Musharruf Hossain khan Bahadur, Minister, Education Bengal, on the occasion of the laying of the foundation Stone of the Bansberia public library building which was to have been performed by the late Lord Sinha of Raipur.

...at 5.30 p.m. a Social gathering was held under the auspices of the Bansberia pubilc library to meet the Raja who discussed with them the best means of raising subscriptions to the library fund. The Raja had already promised a donation of Rs, 25o/ (first instalment) and his Son Kumar Manabendu Deb also subscribed Rs. 51/ making the total Rs. 300/ The Raja recently presented a number of valuable books in order to encourage religious education among his townmen.

রাজা ক্ষিতীন্দ্রদেবের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া St, Xavier's college Magazine-এর হীরক জয়ন্তী সংখ্যাতে কর্তৃপক্ষ লিখিয়াছেন,—pages from our past

Bansberia, Raja K.D.Rai Mahasai, an enthusiastic 'old Boy'— A man who has brushed shoulders with the great, has been presented to Viceroys and Governors etc, well-known in many literary societies and a public speaker, a staunch advoceate of education since 1902, has held the position of Hony. Magistrate of Bansberia ; the 'grand father' of the library movement,

রাজা মহাশয় grand father of the library movement আখ্যাত হওয়ার Indian Museum Hall-এ স্যার প্রদ্যোত কুমার ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত Academy of Fine Arts চিত্র শিক্ষালয়ে তাঁর উপস্থিতিতে ও আদেশে বিখ্যাত চিত্রশিল্পী মিঃ অতুল বোস কর্তৃক রাজা মহাশয়ের একটি বৃহদাকার প্রতিকৃতি ১৯৩৪ সালের ৯ জানুয়ারী গ্রহণ করা হয়।

১৯৪১ সালের ১১-১২ এপ্রিল হুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়ার সাধারণ পাঠাগারে যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, রাজা ক্ষিতীন্দ্রদেব রায় মহাশয় তাহাতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন।

স্বনামধন্য গ্রন্থাগার দরদী পুরুষ রাজা ক্ষিতীন্দ্রদেব রায় মহাশয় ৩রা চৈত্র ১৩৬৩ বঙ্গাব্দে স্বর্গারোহণ করেন।

গ্রন্থাগারিকের গান

তপন ভট্টাচার্য

এ কক্ষের দ্বারদেশে থেমে যায় কোলাহল ;
নৈশব্দের নিবিড় নিঃশ্বাস…
পৃথিবীর প্রাঙ্গনের সব প্রজ্ঞা
এইখানে জমা আছে—রয়েছে আভাষ
শব্দের সমুদ্র ছেড়ে এই তটে উঠে এসো,
এইখানে নম্র নীরবতা…
অনন্ত অক্ষর হতে শব্দহীন
জেগে ওঠে পৃথিবীর কতো কথকতা।
আসর শব্দের জন্য উপকরণের ডালি
স্তরবদ্ধ রেখেছি সাজিয়ে…
নিপুন নির্মানে তুমি গড়ে তোলো
প্রজ্ঞাপাত্র—এই সব নির্দেশিকা নিয়ে।
সমাহিত স্তব্ধতায় একাগ্র আগ্রহ ঘিরে
জমা হোক সফল সম্ভার…
সহানুভূতির মাঝে একদিন
আমরাও তুলে নেবো প্রাপ্য-পুরস্কার।
এ দেহ উপোসী থাক ; শুধুমাত্র দাবীগুলি
ভেসে যাক ইচ্ছার ইশারে…
প্রখর পোষ্টারগুলি ঝলসাক
মানুষের মনে মনে অসংখ্য আকারে।
প্রজ্ঞার সোপান বেয়ে সার্থকতার তীর্থে
তোমাদের যাত্রা অবসান…
সহের ঐতিহ্য নিয়ে সেইখানে
শুরু হবে গ্রন্থাগারিকের সমগান।

গ্রন্থাগার সংবাদ

"নদীয়া সফরে রাজ্যের উপশিক্ষা অধিকর্তা"

৮ই এপ্রিল '৭৬ তারিখে পশ্চিমবঙ্গের সমাজ শিক্ষার উপশিক্ষা অধিকর্তা ডঃ এস. কে. গুপ্ত মহাশয় নদীয়া সফরে আসেন। কৃষ্ণনগরে জেলা গ্রন্থাগার ও রবীন্দ্রভবন, নবদ্বীপে শহর ও আঞ্চলিক গ্রন্থাগার এবং বামুন পুকুরে গ্রামীণ গ্রন্থাগার পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন কালে নদীয়া জেলা সমাজ শিক্ষা আধিকারীক শ্রী এইচ. ভট্টাচার্য্য মহাশয় এবং হেড কোয়ার্টারের সমাজ শিক্ষার সম্প্রসারণ আধিকারীক শ্রী ডিঃ ঘটক মহাশয় উপস্থিত ছিলেন।

রাজ্যে সুষ্ঠু গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন ও অন্যান্য স্পনসর্ড প্রতিষ্ঠানের মতো স্পনসর্ড লাইব্রেরী কর্মীদের একই বেতন হার ও ভাতাদি চালু করার যে প্রস্তাব শিক্ষা-দপ্তর সুপারিশ করেছেন, তাহা অবিলম্বে কার্যকরী করার জন্য, স্পনসর্ড লাইব্রেরী কর্মী সমিতির জেলা শাখার সম্পাদক শ্রীমদন মোহন মল্লিক, এক লিখিত আবেদন ডঃ গুপ্ত মহাশয়ের কাছে পেশ করেন।

উল্লেখ্য যে, ১৯৭৪ সালে শিক্ষাদপ্তর যে হিসাব তৈরী করেছেন এবং মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় তাতে সম্মতিও দিয়েছেন, তার খরচের পরিমাণ কর্মীসংখ্যা বৃদ্ধি সহ মোট ১২,১০,০০০ টাকার মতো। তন্মধ্যে, সংশোধিত বেতন-হারে ও ভাতাদির জন্য মাত্র ৬,৫২,০০০ টাকা, আর বাকী অর্থ, গ্রন্থাগারের জন্য বর্দ্ধিত হারে—পুস্তক ক্রয়, পরিচালন ব্যয় এবং অতিরিক্ত কর্মীর জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। উল্লিখিত ফাইলটি (SL-24/74 dt 15.6.74) যাহাতে সত্বর মঞ্জুরী লাভ করে, তাহার জন্য ডঃ গুপ্ত মহাশয়কে অনুরোধ জানানো হয়। তিনি এ ব্যাপারে সুব্যবস্থা করবেন বলে আশ্বাসও দেন।

৭ই মার্চ '৭৬ তারিখে কৃষ্ণনগরে সারকিট হাউসে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীমৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জী মহোদয়ের সাথে, সমিতির জেলা শাখার সম্পাদক শ্রীমল্লিক উক্ত ব্যাপারে বিস্তৃত আলোচনাও করেন। তিনি প্রতিকারের প্রতিশ্রুতি ও দেন।

সবুজ গ্রন্থাগার, নিজবলিয়া, পোঃ—পাঁতিহাল।

গত ২৮।৩।৭৬ তারিখে পঃ বঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র নস্কর সবুজ গ্রন্থাগার এবং তৎসংলগ্ন সবুজ গ্রন্থাগার সংগ্রহালয়টি পরিদর্শন করে অতীব প্রীত হয়ে পরিদর্শন বহিতে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করে বলেছেন আমি আপ্রাণ চেষ্টা করবো এ পাঠাগারকে সহযোগিতা করতে।

"নিজবলিয়া সবুজ গ্রন্থাগার পরিদর্শন করে বিশেষভাবে গর্বিত হ'লাম। শ্রদ্ধেয় মান্নাবাবু ও ডঃ মাইতি মহোদয় প্রচেষ্টায় এই পাঠাগার একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। গ্রন্থাগার সমাজের দর্পণ। এর বিকাশ বহুধাবিস্তৃত—তাই একে সর্বগুণান্বিত করা গ্রামবাসীর সবার দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য। সমাজ শিক্ষা ও লোক শিক্ষার ধারক ও বাহক হিসেবে গ্রন্থাগার আমাদের দেশে যথেষ্ট অগ্রণীর ভূমিকা নিয়ে আসছে। এই পাঠাগারের ছবি সংগ্রহ; পুরা-কীর্ত্তি সংগ্রহ এক অনির্বচনীয় বিষয়। এই অশ্রুতপূর্ব পাঠা-গারের অদৃষ্টপূর্ব ব্যবস্থাপনা পঃ বাংলার গ্রন্থাগার প্রেমিক ব্যক্তিদের আকৃষ্ট করবে নিঃসন্দেহে। শিক্ষাদপ্তরের সমাজ শিক্ষা বিভাগ থেকে একে সর্বরূপ সাহায্য করা দরকার।

আশাকরি সবাইএর প্রচেষ্টায় এর কর্ম্ম পরিধি সুদূর প্রসারী হ'বে।"

হাওড়া জেলা সদর সাব-ডিভিশনের অবস্থিত একমাত্র মিউজিয়ম সবুজ গ্রন্থাগার সংগ্রহালয়টিকে যথো-চিতভাবে গড়ে তোলার জন্য পঃ বঃ সরকারের সমাজশিক্ষা বিভাগের নিকট অর্থ সাহায্যের আবেদন করা হয়েছে।

মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র নস্করকে স্বাগত জানান সবুজ গ্রন্থাগার সংগ্রহালয়ের কিউরেটর শ্রীশিবেন্দু মান্না এবং পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন ডঃ অজিত কুমার মাইতি, সর্বশ্রী নির্মলেন্দু মান্না, পঞ্চানন সিংহ, বিমল কুমার মাইতি, মানব মিশ্র, প্রসাদ চন্দ্র ঘড়া, বৃন্দাবন ঘোষ প্রমুখ।

কাশীরাম দাস পাঠাগার

কাশীরাম দাস স্মরণোৎসব, পাঠারের সুবর্ণ জয়ন্তী ও শরৎচন্দ্র জন্ম শতবর্ষ পূর্তি উৎসব :-

সিঙ্গি কাশীরাম দাস পাঠাগার ও কাশীরাম দাস স্মৃতি-রক্ষা সমিতির যৌথ উদ্যোগে ২রা ও ৩রা বৈশাখ, ১৩৮৩ কবিতীর্থ সিঙ্গি গ্রামে মহাসমারোহে কাশীরাম দাস স্মরোণোৎসব, পাঠাগারের সুবর্ণজয়ন্তী ও শরৎচন্দ্র শতবর্ষপূর্তি উৎসব পালন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে প্রভাতফেরী, মহাভারত পাঠ, স্মরণ সভা আঞ্চলিক আবৃত্তি প্রতিযোগিতা বাউল যাত্রা প্রভৃতি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও শরৎ বন্দনা অনুষ্ঠিত হয়। স্মরণসভা ও পাঠাগারের সুবর্ণ-জয়ন্তী অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ ও পাঠাগারের আনুপূর্বিক ইতিহাস বর্ণনা করেন গ্রন্থাগারিক শ্রীবিশ্বনাথ হালদার অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন স্থানীয় বিধান সভা সদস্যা শ্রীমতী নুরুন্নেসা সাত্তার এবং প্রধান অতিথি ও বিশিষ্ট অতিথির আসন গ্রহণ করেন যথাক্রমে কাটোয়ার বিধান সভা সদস্য ও যুবনেতা শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায় এবং বর্ধমান জেলা কং সভাপতি বিধান সভা সদস্য শ্রীপুরঞ্জয় প্রামাণিক। বিশিষ্ট অতিথিবর্গ ও বিভিন্ন বক্তাগণ কবির প্রতি শ্রদ্ধা জানান ও মূল্যবান বক্তব্য রাখেন।

'শরৎ-বন্দনায়' পৌরোহিত্য করেন স্থানীয় বিধান সভা সদস্যা শ্রীমতী নুরুন্নেসা সাত্তার ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন আসান-সোল কেন্দ্রের বিধানসভা সদস্য ও যুব-নেতা শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে মনোগ্রাহী ভাষণে সুধীবৃন্দ মুগ্ধ হন। বিভিন্ন বক্তা শরৎচন্দ্রের জীবনী ও শরৎ সাহিত্যের উপর আলোচনা করেন।

ঐ দুই দিন বহিরাগত বহুসংখ্যক দর্শনার্থী কবিতীর্থ সিঙ্গী গ্রাম দর্শনে আসেন।

চাকদহ বসন্ত স্মৃতি পাঠাগার:
শরৎচন্দ্র জন্ম-শতবার্ষিকী উৎসবের উদ্বোধন অনুষ্ঠান

গত আঠাশে মার্চ রবিবার তারিখে নদীয়া জেলার বিশিষ্ট সাধারণ গ্রন্থাগার চাকদহ বসন্ত স্মৃতি পাঠাগারে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে আয়োজিত পর্যায়ক্রমিক উৎসবের উদ্বোধন অনুষ্ঠান উপযুক্ত মর্যাদা ও গাম্ভীর্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সরকার। শ্রীসুকান্ত ঘোষ চৌধুরী এবং শুভ্রা চৌধুরী যথাক্রমে আবৃত্তি ও সংগীত পরিবেশন করেন।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট বক্তা অধ্যাপক ডঃ ক্ষুদিরাম দাস "শরৎচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ" বিষয়ে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন এবং অধ্যাপক শরণ আচার্য শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য বিষয়ে বহুমুখী আলোচনা করেন। পাঠাগার সম্পাদক শ্রীঅরুণ রায় শরৎ শতবার্ষিকী উৎসবের পর্যায়ক্রমিক কর্মসূচী আলোচনা করে সবার সহযোগিতা কামনা করেন।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগ : বয়স্ক শিক্ষায় গ্রন্থাগারের ভূমিকা সম্পর্কে সেমিনার

গত ২৪শে এপ্রিল ১৯৭৬ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের উদ্যোগে বয়স্ক শিক্ষায় গ্রন্থাগারের ভূমিকার উপর এক আলোচনা চক্রের ব্যবস্থা করা হয়। ঐ বিভাগের প্রধানের আমন্ত্রণে বঙ্গীয় গ্রন্থাগারের পক্ষে সর্বশ্রী দীপক কুমার রায় এবং সমীর বসু উক্ত আলোচনাচক্রে উপস্থিত হয়ে বয়স্ক শিক্ষায় গ্রন্থাগারের ভূমিকার ব্যাপারে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বক্তব্য সকলকে অবহিত করেন। শ্রীদীপক কুমার রায় তাঁর ভাষণে ভারতের মত উন্নতিশীল এবং গণতান্ত্রিক দেশে বয়স্ক শিক্ষায় গ্রন্থাগারের যে একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি একথাও স্মরণ করিয়ে দেন যে গ্রন্থাগারিকের সঙ্গে বয়স্ক শিক্ষায় নিযুক্ত শিক্ষকের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহযোগিতার মনোভাব থাকা দরকার এবং গ্রন্থাগারের মাধ্যমেই কেবল শিক্ষাপ্রাপ্ত বয়স্করা তাদের শিক্ষাকে কাজে লাগাতে পারেবেন। তা না হ'লে শিক্ষাপ্রাপ্ত বয়স্করা আবার অজ্ঞানতার অন্ধকারে তলিয়ে যাবেন। আমাদের মনে রাখতে হবে যে এ দেশের শতকরা ৭৫ ভাগ লোকই

দারিদ্র্য জর্জরিত এবং গ্রামে বাস করে। এদের পক্ষে বই বা পাঠ্য পুস্তক কিনে পড়া সম্ভব নয়। সুতরাং সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থাই তাদের সে অভাব মেটাতে পারে। শ্রীরায় পশ্চিম-বংগে গ্রন্থাগার আইন চালু করার জন্য সরকারের কাছে দাবী জানাতে সকলের কাছে আবেদন করেন এবং ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান অধ্যাপক বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায়কে অনুরোধ করেন যে তিনি যে বর্দ্ধমান জেলার গ্রন্থাগারিকদের একটি সম্মেলন করার জন্য সচেষ্ট হন। পরিশেষে শ্রীরায় গ্রামীণ গ্রন্থাগার (**Rural Library**) গুলির দুরবস্থার কথা সকলকে অবহিত করেন এবং জোরের সঙ্গে বলেন যে গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলির উন্নতি ছাড়া বয়স্ক শিক্ষার কর্মসূচী বাস্তবায়িত হতে পারে না। এ জাতীয় গ্রন্থাগারে **Audio Visual aid** এর মাধ্যমে বয়স্কদের শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। অপর প্রতিনিধি শ্রীসমীর বসু বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে আলোচনা চক্রের উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানান। তিনি শ্রীরায়ের বক্তব্যের সমর্থন করে বলেন যে সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা এবং গ্রন্থাগার আইন ছাড়া বয়স্কদের শিক্ষায় গ্রন্থাগারের যে বিশেষ ভূমিক রয়েছে তা সার্থকভাবে রূপায়িত হতে পারে না। তিনিও অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়কে বর্দ্ধমান জেলায় গ্রন্থাগারিকদের একটি সম্মেলনের আহ্বানের ব্যবস্থা করবার জন্য অনুরোধ করেন। এই সম্মেলনের গুরুত্ব আজকের দিনে যথেষ্ট রয়েছে। আলোচনাচক্রের চেয়ারম্যান হিসবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় গ্রন্থাগারের উপ গ্রন্থাগারিক শ্রীনাগরাজ। অংশ গ্রহণ কারী ছাত্র ছাত্রীরা বয়স্ক শিক্ষার উদ্দেশ্য, কেন গ্রন্থাগারগুলি বয়স্ক শিক্ষার ব্যাপারে আগ্রহী, এ ব্যাপারে গ্রন্থাগারগুলির দায়িত্ব, গ্রন্থাগারের ভূমিকা। শিক্ষক এবং গ্রন্থাগারিকের পরস্পরের কাজের সহযোগিতা এবং বয়স্ক শিক্ষায় ওয়ার্কসপ ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তার উপর নিজ নিজ বক্তব্য উপস্থিত করেন। আলোচনাচক্রের সমাপ্তির পূর্বে উপরোক্ত বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য কতকগুলি সুপারিশ করা হয়। ঐ সুপারিশ এর একটি কপি অনতিবিলম্বে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদে পাঠান হবে।

চিঠিপত্র

মহাশয়,

গ্রন্থাগার পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা খুবই ভাল লেগেছে। সেজন্য ধন্যবাদ জানাই।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভ্য এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, লিব, এস্‌সির ছাত্র হিসাবে ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত বিশেষ সংখ্যার অন্যতম লেখক শ্রীপ্রদীপ কুমার চৌধুরীর প্রবন্ধের কিছু ভুল তথ্য বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আশাকরি পরবর্তী সংখ্যায় ভুলসমূহ সংশোধিত হবে।

৩৪৪-৩৪৫ পৃষ্ঠায় এম, লিব, এস্‌সি কোর্সের সিলেবাস প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে **Library Service for children** কিন্তু হবে **Library Service for children including children's Literature.**

তারপর **literature** এবং **science** এর **an yone of the following** কাথাকটি উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু হবে, **Paper III: (i) literature of the Humanities & Social science, (ii) literature of sciencen Technology**; অর্থাৎ উভয়ই রয়েছে ৫০+৫০ =১০০ নম্বরের।

ঐ প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত চৌধুরী এই এম, লিব, এস্‌সি কোর্সের পাশ নম্বর সম্পর্কেও কিছু তথ্য দিলে ভাল করতেন। দ্বিতীয় শ্রেণীতে এই কোর্স পাশ করতে হলে সর্বমোট ১০০০ নম্বরের মধ্যে ৫০০ নম্বর পেতে হবে, এবং প্রথম শ্রেণীতে পাশ করতে হলে পেতে হবে শতকরা ৬৬ ভাগ। অবশ্য সাধারণ প্রতি পেপারে শতকরা ৩০ এবং **Practical** ৫০ নম্বরের দু'দুটি পেপারে শতকরা ৫০ ভাগ পেতে হয়।

আমার বক্তব্যের যাথার্থ্য বিচার করে যদি আপনি এই চিঠি মারফৎ গ্রন্থাগার পত্রিকার পাঠক সমাজকে জ্ঞাত করেন ভালহয়।

অমলেন্দু রায়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র
গ্রন্থাগারের বার্ষিক নির্ঘণ্ট ১৩৮২

পঞ্চবিংশতি বর্ষ : বৈশাখ-চৈত্র, ১৩৮২

সম্পাদনা :

বৈশাখ-শ্রাবণ : রামকৃষ্ণ সাহা

শ্রাবণ-চৈত্র : সত্যব্রত সেন

সহযোগী সম্পাদিকা : মিনতি চক্রবর্তী

সংকলন :

উষা গুহঠাকুরতা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, কলি-৩২

নির্দেশিকা

১ম অংশ : লেখক - আখ্যাসূচী : বর্ণানুক্রমে সাজানো লেখকের নাম ও প্রকাশিত রচনার আখ্যা সমূহ পৃষ্ঠা সংখ্যা ও বিষয়ের ক্রমিক সংখ্যা সহ নির্দেশিত।

২য় অংশ : বিষয় সূচী : বিষয় শিরোনামায় ব্যবহৃত ক্রমিক সংখ্যা দ্বারা প্রবন্ধের নির্দিষ্ট বিষয় নির্দেশিত। লেখক ও আখ্যা সূচীতে বিষয়ের ক্রমিক সংখ্যা উল্লেখিত হয়েছে।

৩য় অংশ : গ্রন্থাগার পত্রিকার নিয়মিত বিভাগে প্রকাশিত নিবন্ধ ও সংবাদাদি বর্ণানুক্রমে বিন্যাসিত : গ্রন্থাগার সংবাদ, বার্তা বিচিত্রা, সম্পাদকীয়, English Abstract.

৪র্থ অংশ : পরিষদ কথা এবং চিঠি পত্রের কেবলমাত্র পৃষ্ঠা সংখ্যা দেওয়া হল।

প্রথম অংশ : লেখক—আখ্যাসূচী

ক্রমিক সংখ্যা **গ্রন্থাগারের পৃষ্ঠা**

অনুঃ অশোক বসু

বিষয় সূচী :—

সম্পাদকীয়

পৃঃ

বার্তা-বিচিত্রা

পৃঃ

গ্রন্থাগার সংবাদ

সম্প্রতি প্রকাশিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা (১/২)

[অনিবার্য্য কারণে, একমাস বন্ধ থাকার পর, আধুনিক বাংলা গ্রন্থের তালিকা পুনঃ প্রকাশিত হল। বলাবাহুল্য এই তালিকা অসম্পূর্ণ; উপযুক্ত সহযোগিতা ও সময়াভাব, তার অন্যতম কারণ। এই বিভাগের উৎসুক পাঠক আশাকরি এই ত্রুটির জন্য ক্ষমা করবেন।

পরিচালক : **অচিন্ত্য মল্লিক।**]

১। **আশিস ঘোষ ও অতীন্দ্রিয় পাঠক, সম্পাদিত, গল্প এক দশক।** কলকাতা-৯, ‘অব্যয়’, ৪২, গড়পার রোড, মাঘ-১৩৮২ (১৯৭৬), ১৫২ পৃঃ। মূল্য : ৮.০০। [একটি সুসংবদ্ধ গল্প-সংকলন]।

২। **কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। রবীন্দ্র সংগীত : কাব্য ও সুর।** কলকাতা। শঙ্খ প্রকাশন। ১৩৮২ (১৯৭৬)। ২২০ পৃঃ। মূল্য : ১৮.০০। [রবীন্দ্র-সংগীত-এর বিভিন্ন ধারা প্রসঙ্গে বিশ্লেষণাত্মক গ্রন্থ]।

৩। (ডঃ) **গিরীন্দ্রনাথ দাস। বাংলার পীর-সাহিত্যের কথা।** বারাসত, কাজীপাড়া, কোহিদ লাইব্রেরী। ২৪ পরগণা। ১৯৭৬। ৫২৮ পৃঃ। মূল্য : ১৮.০০। [বাংলার মুসলিম লোক সাহিত্যের একটি অনবদ্য গবেষণামূলক গ্রন্থ]।

৪। **চৌধুরী তোফাজ্জল হোসেন। দুর্গম চিত্রল।** কলকাতা। "তুলিকলম"। ১, কলেজ রো। ১৯৭৬। ১৪৮ পৃঃ। মূল্য : ৬.০০। [ভ্রমণ কাহিনী]।

৫। **জয়ন্তী রায়। নোবেল পুরস্কার ও রবীন্দ্র-সম্বর্দ্ধনা।** কলকাতা। টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট। পি-২, লেক রোড। ১৯৭৫। ৮৯ পৃঃ। মূল্য : ৬.০০।

৬। (ডঃ) **ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। পাভলভ-পরিচিতি।** (২য় খণ্ড)। কলকাতা। পাভলভ ইন্স্টিটিউট। ফেব্রু: ১৯৭৬। ১২৮ পৃঃ। মূল্য : ৮.০০।

৭। **নারায়ণ সান্যাল। পথের কাঁটা।** কলকাতা। শংখ প্রকাশন। ১৯৭৬। ৯৯ পৃঃ। মূল্য : ৬.৫০। [উপন্যাস]।

৮। **প্রফুল্ল রায়। নিজেই নায়ক।** কলকাতা। বিশ্ববাণী প্রকাশনী। ১৯৭৬। ১৮২ পৃঃ। মূল্য : ৮.০০। [উপন্যাস]।

৯। **প্রভাত বসু। প্রবাসী মন।** হাওড়া-১, "শতরূপা", ১৪, মাকড়দহ রোড। মার্চ-১৯৭৬। ৬১ পৃঃ। মূল্য : ৫.০০। [কবিতা গ্রন্থ]।

১০। **ফণীশ্বরনাথ রেণু। তিসরী কসম।** অনুবাদক : সুবিমল বসাক। কলকাতা। বিশ্ববাণী প্রকাশনী। ১৯৭৬। ১৮৪ পৃঃ। মূল্য : ১০.০০। [হিন্দী উপন্যাসের বঙ্গানুবাদ]।

১১। **বুদ্ধদেব গুহ। বাবলি।** কলকাতা। বিশ্ববাণী প্রকাশনী। ১৯৭৬। ১৭৯ পৃঃ। মূল্য : ৮.০০। [উপন্যাস]।

১২। **রথীন্দ্র মজুমদার। তোমার নিঃশব্দ তরবারি।** কলকাতা। "শতভিষা", ১-এ, বিজয় মুখার্জী লেন। ১৯৭—। ৫২ পৃঃ। মূল্য : ৩.০০। [কবিতা গ্রন্থ]।

১৩। **রমেন্দ্রনাথ মল্লিক। সন্ধ্যার জ্যোৎস্না সকালের রোদ।** কলকাতা। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স। ১৯৭৬। ২১৬ পৃঃ। মূল্য : ১২.০০। [উপন্যাস]।

১৪। **শংকর সেনগুপ্ত। বাঙালীর খেলাধুলা।** কলকাতা। ইণ্ডিয়ান পাবলিকেশন্স। ৩, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীট। মার্চ-১৯৭৬। ২৪৪ পৃঃ। সচিত্র। মূল্য : ১৮.০০।

১৫। **শিশির কুমার মাইতি। শতাব্দীর আলোকে শরৎচন্দ্র।** হাওড়া। আশাবরী পাবলিকেশন্স। ২৪, ঠাকুর রামকৃষ্ণ লেন। এপ্রিল-১৯৭৬: ১০৪ পৃঃ। মূল্য : ৫.০০। [সমালোচনা-সাহিত্য]।

১৬। **সত্যব্রত সেন ও অজিত দত্ত। গ্রন্থাগার : স্বরূপ ও সংগঠন।** ২য় খণ্ড। কলকাতা। পশ্চিমবঙ্গ

গভর্নমেন্ট প্রেসবর্ড প্রকাশন কর্মী সমিতি। ১৯৭। ৮৫ পৃঃ। মূল্য : ৮.০০।

১৭। যোগেশচন্দ্রনাথ বসু। রামমোহন ও বিরোধী আলোচনা। কলকাতা। টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট। ১৯৭৫। ৭৭ পৃঃ। মূল্য : ৬.০০।

১৮। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। যাত্রী। কলকাতা। জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যাণ্ড পাবলিশার্স। "পরিবর্ধিত সংস্করণ"। কার্তিক—১৩৮২। ২৭৪ পৃঃ। "সচিত্র"। মূল্য : ১৮.০০।

১৯। স্বামী তেজসানন্দ। স্মৃতি-সঞ্চয়ন। বেলুড়, রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ। ফেব্রুঃ ১৯৭৬। ১৪৯ পৃঃ। সচিত্র। মূল্য : ৩.৫০।

২০। ক্ষিতীশ সাঁতরা—সংকলক। কাছের মানুষ। কলকাতা। সজয়কুমার, আনন্দবিহার। ৯১, বালীগঞ্জ প্রেস। মাঘ—১৩৮২ (১৯৭৬)। ৭২ পৃঃ। মূল্য : ৫.৫০। [শরৎচন্দ্রের স্মৃতিতে বিভিন্ন কবির কবিতা-সংকলন]।

বইয়ের শত্রু যুগে যুগে
আনন্দ বক্সী

'যে যতো বেশী পড়ে সে ততো মূর্খ হয়।' অতএব, আগুন জ্বালো। রবীন্দ্র সঙ্গীত নয়। একেবারে ডিজেল, পেট্রোল বা ক্যারোসিন এবং তাতে অগ্নি সংযোগ। এই ছিল বিংশ শতাব্দীর সত্তর দশকের পশ্চিম বাংলার এক শ্রেণীর মানুষের উদাত্ত স্লোগান। শুধু স্লোগান নয়। বাস্তবিকই পশ্চিমবঙ্গের বেশ কিছু স্কুল-কলেজ লাইব্রেরীর বই ভস্মীভূত হয়েছে সত্তরের দশকে। তারপর, ধরুন একাত্তর সনের কথা। বাংলা নামক দেশে পাকিস্তানের জঙ্গী বাহিনী নিশ্চয়ই অসংখ্য লাইব্রেরী ধ্বংস করেছে। বিশেষ করে বাংলা বইয়ের ওপর তাদের ছিল তীব্র আক্রোশ। রবীন্দ্রনাথের বই পেলেতো আর রক্ষে ছিল না। রবীন্দ্রনাথের ছবি পেলেও তাই।

বইয়ের শত্রু অনেক। আগুন, জল, উইপোকা ও ইঁদুর ছাড়াও বইয়ের প্রধান শত্রু হলো মানুষ। বই পোড়ানোর কারণ কখনো রাজনৈতিক, কখনো ধর্মান্ধতা; কখনো বা অজ্ঞতা। প্রাচীনকালে, প্রায়ই বিদেশী শাসকদের বর্বরোচিত আক্রমণের ফলে মূল্যবান লাইব্রেরী ধ্বংস হতো। এমনিভাবেই ধ্বংস হয়েছে তক্ষশীলা, নালন্দা, আলেক-জান্দ্রিয়া, এথেন্স, কনস্টান্টিনোপল ও রোমের সুসমৃদ্ধ লাইব্রেরীগুলি। ধর্মান্ধতার জন্যেই কী কম বই পোড়ানো হয়েছে! বই পোড়ানোর ব্যাপারে গির্জা ও ধর্মযাজকদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। ডিজ্‌রেলি সাহেব বলেছেন, 'The works of the ancients were frequently destroyed at the instigation of the monks'.

অন্য ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ পারসীকরা ক্যেনেনীয় ও মিশরীয়দের অসংখ্য বই ধ্বংস করেছিল। রোমানেরাও কম যায় না। তারা পুড়িয়েছিল ইহুদী ও খৃষ্টানদের বই। দার্শনিকদের বইও ছাড় পায়নি এই ধ্বংসাত্মক অভিযান থেকে। ইহুদীরাই বা ছাড়বে কেন? তারাও পুড়িয়েছিল খৃষ্টানদের বই। খৃষ্টানরা আবার পুড়িয়েছিল ইহুদীদের বই।

সুপ্রাচীনকালে উত্তরভারতের তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি ছিল সুদূরপ্রসারিত। তক্ষশীলা বর্তমান পাকিস্তানের রাওয়ালপিণ্ডির নিকটে অবস্থিত ছিল। স্যার জন মার্শালের মতে, পঞ্চম শতাব্দীতে শ্বেত হূনদের বর্বরোচিত আক্রমণের ফলে প্রাচীন ভারতের সুপ্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় নগরী তক্ষশীলা মারাত্মক রূপে বিধ্বস্ত হয়। এই বর্বর হূনরা আগুন আর তরবারি নিয়ে একের পর এক ধ্বংসাত্মক অভিযান চালিয়ে গেছে। আর, তক্ষ শীলার ধ্বংসস্তূপের মধ্যে হারিয়ে গেছে প্রাচীন ভারতের গণিত, দর্শন ও চিকিৎসাশাস্ত্রের অসংখ্য অমূল্য গ্রন্থ।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুসমৃদ্ধ ও সুসজ্জিত লাইব্রেরী খ্যাতি ছিল সুবিদিত। উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার কেন্দ্র রূপে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের যশ বহুদূর বিস্তৃত হয়েছিল। চীন, জাপান, কোরিয়া, মাঙ্গোলিয়া, তিব্বত, সিংহল প্রভৃতি দেশ থেকে বিদ্যার্থী আসতেন উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার জন্য। দ্বাদশ শতাব্দীতে মুসলিম্ আক্রমণের ফলে এই নগরী প্রচণ্ডরূপে বিধ্বস্ত হয় এবং মধ্যযুগের ভারতীয় বৌদ্ধ শিক্ষা-সংস্কৃতির অন্যতম পীঠস্থান ও তার সুসমৃদ্ধ লাইব্রেরীগুলি বিলুপ্তির গহ্বরে অন্তর্হিত হয়।

খৃষ্টপূর্ব ২৪৬ অব্দে চীনের রাজা হন শি হুয়াঙ টি। তিনি নিজেকে প্রথম সম্রাট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অতীতের পরিচয়বহনকারী সমস্ত বই ধ্বংস করার নির্দেশ দিলেন। তাঁর নির্দেশেই চীনের অতীত ইতিহাসের বই ও কনফুসিয়াসের ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক বেশ কিছু বই ধ্বংস করা হয়েছিল। যাঁরা কিছু প্রিয় বই লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিলেন তাঁদের দেওয়া হয়েছিল জীবন্ত সমাধি।

ইহুদী সম্প্রদায়ের বিখ্যাত গ্রন্থ 'Talmud' পাঠ করা নিষিদ্ধ হয়েছিল বহুবার। যারা নিষিদ্ধ করেছিল তাদের মধ্যে ছিল ফ্রান্স ও স্পেনের বহু রাজা এবং পোপ। সমস্ত

বই পুড়িয়ে দেবার হুকুম দেওয়া হয়েছিল। নির্দেশ অনুযায়ী ধ্বংসের অভিযানও শুরু হয়েছিল। ১৫৩৯ সালে একমাত্র ক্রিমোনাতেই বারো হাজার বই পোড়ানো হয়েছিল। তবে শেষ হয়নি। আজও কলিকাতার কোন কোন লাইব্রেরীতে এই বই দেখতে পাবেন। এই বই সম্পূর্ণ ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা করার জন্য ইহুদীদের আপ্রাণ প্রশংসাই।

এক সময়ে কন্‌স্টান্টিনোপল শিক্ষা-সংস্কৃতির পীঠস্থানে পরিণত হয়েছিল যেমন হয়েছিল আলেকজান্দ্রিয়া। দার্শনিক, বিজ্ঞানী, প্রভৃতি জ্ঞানী-গুণীর সমাবেশ ঘটেছিল এই নগরীতে এবং জ্ঞানচর্চা ও পাণ্ডুলিপি রচনায় প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে তুর্কীর আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়নি এই নগরী, রেহাই পায়নি তার সুসমৃদ্ধ লাইব্রেরী-গুলি। অবশ্য, কিছু জ্ঞানী-গুণী মানুষ কিছু পাণ্ডুলিপি নিয়ে ইতালীতে পালিয়ে গিয়েছিলেন, তাই রক্ষে। নতুবা প্রাচীন সংস্কৃতি ও জ্ঞান-ভাণ্ডারের দ্বার আমাদের কাছে চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যেতো।

আলেকজান্দ্রিয়ার সুসমৃদ্ধ লাইব্রেরীর খ্যাতি যেমন ছিল সুবিদিত, তেমনি এই লাইব্রেরীর ধ্বংসের কাহিনীও কারো অবিদিত নেই। আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট্ এই নগরীর পত্তন করেন। টলেমিদের চেষ্টায় এই নগরী জ্ঞানচর্চা ও পাণ্ডুলিপি রচনার অন্যতম কেন্দ্রে পরিণত হয়: গ্রীক্ পণ্ডিতদের আগমন ঘটে। দর্শনের বিভিন্ন শাখা প্রসার লাভ করে। অসংখ্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। প্রতিষ্ঠিত হয় একটি বিরাট লাইব্রেরী। কিন্তু এর কিছু অংশ ভস্মীভূত হয় জুলিয়াস্ সিজারের আক্রমণের সময়। জুলিয়াস্ সিজার ছিলেন বিখ্যাত রোমান সেনাপতি। তিনি আলেকজান্দ্রিয়া আক্রমণ করেন খৃষ্ট পূর্ব ৪৮ অব্দে। আলেকজান্দ্রিয়ার সুসমৃদ্ধ লাইব্রেরী সম্বন্ধে আরও বিস্ময়কর তথ্য রয়েছে। এক সময়ে এই লাইব্রেরীতে ৭০০,০০০ পাণ্ডুলিপি সঞ্চিত হয়েছিল। কথিত আছে, আরবগণ কর্তৃক এই লাইব্রেরীর সমস্ত বই ভস্মীভূত হয়। সপ্তম শতাব্দীতে আলেকজান্দ্রিয়া অধিকার করার পর আরবদের খলিফা নাকি বলেছিলেন যে, গ্রীকদের লেখাগুলি যদি ঈশ্বরের গ্রন্থের সঙ্গে একমত হয়, তবে সেগুলি রক্ষা করার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই; যদি একমত না হয় তবে সেগুলি ধ্বংস করাই উচিত. কেননা সেগুলি অতীব ক্ষতিকর। অতএব, এই লাইব্রেরীর পাণ্ডুলিপি পুড়িয়ে ছ'মাস ধরে আলেকজান্দ্রিয়ার চারশ' স্নানাগারের জল গরম করা হয়েছিল। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক গিবন্ ও গ্লিম্‌সেস্ অব্ ওয়ার্লড হিস্ট্রি'র লেখক জহরলাল নেহরু অবশ্য এই গল্প বিশ্বাস করতে চান নি। জহরলাল নেহরুর মতে, সম্ভবত কন্‌স্টান্টিনোপলের সম্রাট থিওডসিয়স্ এই ধ্বংসকার্যের জন্য দায়ী। তিনিই নাকি ঐসব বই পুড়িয়ে স্নানের জল গরম করতেন।

পারস্যেও ঘটেছিল এমনি এক ঘটনা। সে প্রায় অনেককাল আগের কথা। তখন খোরাসানের শাসনকর্তা ছিলেন আবদুল্লাহ্। তাঁর নির্দেশে পবিত্র কোরাণ ছাড়া পারস্যের প্রায় সমস্ত বই পোড়ানোর চেষ্টা চলেছিল। এর ফলে; হাফিজ, ফেরদৌসির দেশের অনেক প্রাচীন কবির কবিতাই বেহদিশ হয়েছে।

অথচ, দেখুন পৃথিবীতে যে বহু গ্রন্থ-প্রেমিক নেই তা নয়। অনেক বই-পাগলও আছে বলতে পারেন। বই তাঁদের কাছে মৃতের প্রতীক নয়। জীবন্ত সত্তা। রোমান পণ্ডিত সিসিরো তো বলেছেন, 'বই-শূন্য ঘর আত্মাশূন্য দেহের মত।' মনীষী কারলাইলের মতে, 'A collection of books is a real university'। জন্ মিলটন্ মনে করেন যে. একটি বইয়ের মধ্যে রয়েছে একটি জীবন্ত আত্মা। তাই তিনি বলেন, 'যিনি একজন মানুষকে হত্যা করেন তিনি একটি বুদ্ধিজীবী প্রাণীকে হত্যা করেন—ভগবানের প্রতিচ্ছবি হত্যা করেন, যিনি একখানি ভাল বইকে নষ্ট করেন, তিনি বুদ্ধিকেই মারিয়া ফেলেন—ভগবানের মূর্তিকেই মারিয়া ফেলেন। ...একখানি ভাল বই হইল একটি মহৎ আত্মার বহুমূল্য জীবন-শোণিত, এই জীবনের পরে আর একটি জীবনের উদ্দেশ্যে ইহা চিহ্নিত এবং সংরক্ষিত হইয়া আছে।' (আরিওপ্যাজিটিকা—জন্ মিলটন, অনুবাদক শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত।)

—::—

গ্রন্থ-কথা

বঙ্গদর্শন নির্বাচিত রচনাসংগ্রহ। সম্পাদক ডঃ রবীন্দ্র গুপ্ত, মুখবন্ধ ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য। প্রকাশক চারু প্রকাশ C/o. বিদ্যাসাগর পুস্তক মন্দির। ৭বি, কলেজ রো। দাম ২০ টাকা, গ্রাহক পক্ষে ১৬ টাকা।

এমন একটি গ্রন্থ খুবই প্রয়োজন ছিল। বঙ্গদর্শনের সব কটি অন্যুায় সুলভ নয়। সুতরাং ইচ্ছা থাকলেও পাঠকদের পড়ার সুযোগ নেই। এ্যাডিসন-স্টিলের 'স্পেক্টেটর' পত্রের সার-সংকলন গ্রন্থ আছে। হরিশ মুখোপাধ্যায়ের 'হিন্দুপেট্রিয়ট' পত্রিকা থেকে অনুরূপ একটি সংকলন বেরিয়েছিল। বর্তমান গ্রন্থটি সেই ধরণের। নয়-বছর প্রকাশিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগুলি এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। দশটি বিভাগে সেগুলি স্থান পেয়েছে, যেমন সম্পাদকীয় বিবৃতি, সাহিত্যপ্রসঙ্গ, সামাজিক প্রসঙ্গ, ইতিহাস প্রসঙ্গ, দর্শন প্রসঙ্গ ইত্যাদি।

বঙ্কিমচন্দ্রই বঙ্গদর্শন কে আচ্ছন্ন করেছিলেন তাঁর রচনায় যেমন তিনি উপস্থিত, তেমনি অপরের রচনাতেও। অপরকে উৎসাহ দেওয়া, অপরের রচনাশৈলী মার্জনা করাও সম্পাদকের কাজ। বলাবাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ ছাড়া এই দুরূহ কাজে বঙ্কিমের সমান কেউ বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হন নি। তবু বঙ্গদর্শন কেবল একজন ব্যক্তির কৃতি নয়, কেবল একটি সাহিত্য পত্রিকা নয়, বঙ্গদর্শন একটি যুগের শ্রেষ্ঠ চিত্ত সংঘের মিলন কেন্দ্র। সম্পাদক ঠিকই বলেছেন—'একটি যুগচেতনার ধারক, একটি দৃষ্টি প্রদীপের আলো।'

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলীর একাধিক সংস্করণ আছে। কিন্তু বঙ্গদর্শনের অনামী রচনার ভিড়ে কিছু কি হারিয়ে যায় নি? এই গ্রন্থে এরূপ বঙ্কিমের পাঁচটি হারানো রচনায় (কোমৎ দর্শন, রস, রসিকতা, অশ্লীলতা, জাতিভিন্নত) নিদর্শন আছে।

এ ছাড়া এই প্রথম গ্রন্থাকারে পাওয়া গেল তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের রচনা। তিনি ছিলেন দ্বিতীয় বর্ষের স্নাতক, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের জামাতা এবং পেশায় ম্যাজিস্ট্রেট। ইংরাজী জানালোক হিসেবে তারাপ্রসাদের সেকালে খুব খ্যাতি ছিল। তাঁর স্বচ্ছ দৃষ্টি ও মনীষার পরিচয় আছে 'বঙ্গোন্নয়ন' প্রবন্ধে। প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একালে বিস্মৃতনাম। কিন্তু একসময় তাঁর পাণ্ডিত্য, গবেষণা এবং ব্যক্তিত্বের প্রভূত সমাদর ছিল। এখানে তাঁর 'বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত' থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। একান্ত আধুনিক গবেষণাভঙ্গিতে লেখক রামায়ণ থেকে ইতিহাসের সত্য নিষ্কাশন করেছেন। আজো তাঁর লেখা পাঠকের ভালো লাগবে। প্রফুল্লচন্দ্রই প্রথম কৃত্তিবাস ও কাশীরামের বিশুদ্ধ পাঠ নির্ণয়ে প্রথম উদ্যোগী হন। তাঁর 'গ্রীক ও হিন্দু', 'মণিহারী' একদা খুব সমাদৃত হয়েছিল। বিস্মৃতির অন্ধকার থেকে এই গ্রন্থ অন্তত প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্ণচন্দ্র বসু ও যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষকে এ-কালের আলোয় তুলে ধরেছে। অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'দশমহা বিদ্যা' এবং কমলাকান্তের 'আমার দুর্গোৎসবে'র মধ্যে ঐক্য পাঠকদের নিশ্চয় চমৎকৃত করবে।

এছাড়া শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের 'মেঘনাদ বধ সম্বন্ধে কয়টি কথা', পূর্ণচন্দ্র বসুর 'কুন্দনন্দিনী', রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'চার্বাক দর্শন', হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'কালিদাস ও সেক্সপীয়র' সেকালের প্রথম শ্রেণীর প্রবন্ধের উৎকৃষ্ট মানের পরিচয় দেয়।

আমাদের ধারণা ছিল যে নবপর্যায় বঙ্গদর্শনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আত্মার যোগ ছিল না; রবীন্দ্ররচনাবলীতে কবির নিজের কৈফিয়ৎ পড়েই সে-ধারণা হ'য়েছিল। অপর কারো আদর্শ অনুসরণ করে চলা তাঁর পক্ষে সত্যি কঠিন। কিন্তু এ কৈফিয়ৎ বোধহয় প্রৌঢ় রবীন্দ্রনাথের। যখন তিনি বঙ্গদর্শনের দায়িত্বভার নিয়েছিলেন; তখন বয়স

ছিল অন্য; মনোভাবও ছিল অন্যরকম। সেই মনোভাবটি এই গ্রন্থে ধরা পড়েছে। সম্পাদক শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের বিবৃতির পাশে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য যোগ করে একটি গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন। আমাদের একটি ভ্রান্ত ধারণার নিরসন হয়েছে।

রামদাস সেন, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—তিনজনেই বঙ্গদর্শনের লেখক, তিনজনেরই বিষয় 'কালিদাস'; কিন্তু বিচারভঙ্গী ও সিদ্ধান্ত কত পৃথক। চন্দ্রনাথ বসুর শকুন্তলা নাট্যবিচারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যার সাধর্ম্য বেশ কৌতূহলোদ্দীপক।

রসসাহিত্যের মধ্যে ছোট ইন্দিরা ও ছোট রাজসিংহ এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। বড় ইন্দিরা ও বড় রাজসিংহের সঙ্গে তুলনায় আগ্রহী পাঠক বঙ্কিমের শিল্পী-ব্যক্তিত্বের পরিণতি উপলব্ধি করতে পারবেন। এই দুটি উপন্যাসের পুনর্মুদ্রণে একটি অভাব পূরণ হল।

রচনাগুলি নানা স্বাদের; তাতেও সংগ্রহটি হৃদ্য হয়েছে। জটাধারীর রোজনামচায় আছে রম্যরচনার লঘু চাল, লালমোহন বিদ্যানিধির প্রবন্ধে প্রাচাপন্থী সংস্কার, রাজকৃষ্ণে নির্মোহ তথ্যনিষ্ঠা, আবার অক্ষয় সরকারে সরসতা ও মনোজ্ঞতা। উপসংহারে নয় বৎসরের পূর্ণাঙ্গ রচনাসূচী যুক্ত হওয়ায় বইটি গবেষকদের পক্ষেও রেফারেন্সের জন্য অপরিহার্য। বোর্ড-কভারে রেক্সিন বাঁধাই। সুন্দর জ্যাকেট, লাইনো কেস পাইকা হরফে ছাপা। বইটির বহুল প্রচার কামনা করি।

চিঠিপত্র

সবিনয় নিবেদন,

আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিবেন। আমি "গ্রন্থাগার" পত্রিকাতে প্রকাশের জন্য একখানা সংক্ষিপ্ত পত্র দিতেছি। পত্রটি প্রকাশিত হইলে বিশেষ বাধিত হইব।

সম্প্রতি "রামায়ণ" এর ইতিবৃত্ত, ঐতিহাসিক তথ্যাদি নিয়া জ্ঞানী ও বিদ্বৎ সমাজে নব পর্যায়ে আলোচনার সূত্রপাত হইয়াছে, এতদুপলক্ষে আমার কিছু নিবেদন ছিল।

গ্রন্থাগারিকদের মধ্যে বহু গবেষক, জ্ঞানীগুণী আছেন। তাঁদের মধ্যে কেহ কেহ যদি উদ্যোগী হইয়া "রামায়ণ", "মহাভারত" অবলম্বন করিয়া বঙ্গীয় ও বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষাতে এবং ইউরোপীয় ও বিদেশী ভাষাতে যে সমস্ত পুস্তকাদি রচিত হইয়াছে—মৌলিক গ্রন্থ ও আলোচনা গ্রন্থ ইত্যাদি বিবিধ গ্রন্থের এক সুসংবদ্ধ তালিকা প্রস্তুত করেন, তবে তাহা নিঃসন্দেহে এক মূল্যবান সংকলন হইবে।

আমার অক্ষমতা সত্ত্বেও এ চিন্তা আমার মনকে নাড়া দিয়াছে, তাই "গ্রন্থাগার" পত্রিকা মারফৎ সুধী সমাজের কাছে আমার এ বক্তব্য নিবেদন করিলাম। হয়ত অনুরূপ চিন্তা আরো অনেকের মনে জাগিতে পারে।

এ কাজে অগ্রণী হইবার মত সুধী গবেষক নিশ্চয়ই গ্রন্থাগার জগতে পাওয়া যাইবে।

শুভেচ্ছান্তে—

সুলেখা গুপ্ত
কলিকাতা-৩২

বার্তা বিচিত্রা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের 'পুনর্মিলন' উৎসব

গত ৩০শে এপ্রিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ হলে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র পুনর্মিলন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীবৈদ্যনাথ ব্যানার্জী চৌধুরী প্রধান অতিথি ছিলেন অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক প্রমোদ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানের শুরুতে রক্তগোলাপ ও চন্দনের টিপ দিয়ে সবাইকে স্বাগত জানান বর্তমান বর্ষের ছাত্রছাত্রীরা. উদ্বোধনী ভাষণে শ্রীসুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায় সমাজের প্রতি গ্রন্থাগারিকদের দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দেন। ছাত্রছাত্রীদের তিনি সেবার মনোবৃত্তি নিয়ে আদর্শ গ্রন্থাগারিক হওয়ার আহ্বান জানান। স্বাগত ভাষণ দেন পুনর্মিলন উৎসব কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীবিভূতি ভূষণ মুখোপাধ্যায়। সম্পাদকীয় বিবৃতিতে শ্রীমলয় রায় (যুগ্ম সম্পাদক) ভবিষ্যৎ গ্রন্থাগারিকদের চাকরির সমস্যার কথা উল্লেখ করেন এবং এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রতিটি বিদ্যালয়ে একজন বৃত্তি কুশলী গ্রন্থাগারিকের অধীন একটি সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার চালু করার দাবী জানান। গ্রন্থাগার আইন চালু করার দাবীকে তিনি 'যুগের দাবী' বলে উল্লেখ করেন। শ্রীঅজয় ঘোষ পশ্চিমবঙ্গে এখনও গ্রন্থাগার আইন চালু না হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি গ্রন্থাগার আন্দোলনে জনগনের সহযোগিতা পাবার চেষ্টায় উপস্থিত সবাইকে সচেষ্ট হতে আহ্বান জানান। প্রধান অতিথির ভাষনে শ্রীবন্দোপাধ্যায় পুনর্মিলন উৎসবের বিভিন্ন উপযোগিতা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। সভাপতির ভাষণে শ্রীব্যানার্জী চৌধুরী গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তির উন্নতির জন্য এবং গ্রন্থাগার আন্দোলনে সবাইকে ব্রতী হওয়ার আহ্বান জানান।

এই অনুষ্ঠানে অন্যান্য শিল্পীদের সঙ্গে হীরক চ্যাটার্জী, ধীরেন বসু, সুকুমার মিত্র প্রমুখ অতিথি শিল্পীবৃন্দ সঙ্গীত পরিবেশন করেন। ছাত্রছাত্রীদের 'বেকার বিদ্যালঙ্কার' নাটক সকলের প্রশংসা অর্জন করে। অনুষ্ঠান উপলক্ষে প্রকাশিত ক্রোড়পত্র 'মাধ্যম' সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

অনুষ্ঠান শেষে সকলকে ধন্যবাদ জানান শ্রীরমেশ দাশগুপ্ত।

শ্রীপ্রতুল সরকারের সহযোগিতায় সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনায় দায়িত্বে ছিলেন শ্রীপ্রবীর সরকার।

সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়ের বিদায় সম্বর্ধনা

গত ২৮শে এপ্রিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিভাগীয় প্রধান শ্রীসুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়কে বিদায় সম্বর্ধনা জানান ঐ বিভাগের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রছাত্রীরা এবং অধ্যাপকবৃন্দ (সুবোধবাবু অবসর গ্রহণ করেন গত ৩০শে মার্চ, ১৯৭৫)। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রবীন অধ্যাপক শ্রীনির্মলেন্দু মজুমদার। সুবোধবাবু কর্মময় জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে বক্তব্য রাখেন শ্রীবৈদ্যনাথ ব্যানার্জী চৌধুরী, শ্রীমতি রমলা মজুমদার, শ্রীবিশ্বনাথ বন্দোপাধ্যায়, শ্রীকামাখ্যা গোবিন্দ চোঙদার, শ্রীপীযূষকান্তি মহাপাত্র (বর্তমান বিভাগীয় প্রধান), অমলাংশু সেনগুপ্ত, তুষার কান্তি সান্যাল এবং মলয় রায়, সমীর মজুমদার প্রমুখ বক্তাগণ। শ্রীব্যানার্জী চৌধুরী বলেন, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সুবোধবাবুর অবদানের কথা বিদেশেও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়। শ্রীমতি মজুমদার সুবোধবাবুর বিভিন্ন ব্যক্তিগত চারিত্রিক গুণগুলোর উল্লেখ করেন। শ্রীবিশ্বনাথ বন্দোপাধ্যায় বলেন কর্মী সুবোধবাবুর কাছে অবসর গ্রহণ হচ্ছে নূতন কাজে প্রবেশ করার নামান্তর। শ্রীচোঙদার বলেন, তিনি ছিলেন একজন ছাত্রদরদী আদর্শ শিক্ষক। শ্রীসেনগুপ্ত সহকর্মীদের প্রতি সুবোধবাবুর সহানুভূতির কথা উল্লেখ করেন। শ্রীমহাপাত্র সুবোধবাবুর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে তার অবিস্মরণীয় অবদানের কথা উল্লেখ করেন। শ্রীতুষার সান্যাল গ্রন্থাগার আন্দোলনে

শ্রীর বিশিষ্ট ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। শ্রীমলয় রায় উপস্থিত সকলকে আহ্বান জানিয়ে বলেন আসুন আমরা শপথ গ্রহণ করে বলি, আমরা গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তির উন্নতির জন্য আমাদের নিয়োজিত করব এবং গ্রন্থাগার আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সচেষ্ট থাকব।

অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীমতি গোপা চাটার্জী, অঞ্জলি সরকার, রত্না ধরচৌধুরী ও সুলগ্না সান্তাল। আবৃত্তি করেন অশোক চক্রবর্তী, অনুষ্ঠান শেষে ছাত্রছাত্রীরা সুবোধবাবুর প্রতি তাদের শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ তাঁহাকে একটি টেবিল ঘড়ি উপহার দেন।

তেতাল্লিশ বছর আগে "বিচিত্রা"র বেঙ্গল লাইব্রেরী এসোসিয়েশন

বঙ্গদেশে ব্যাপকভাবে গ্রন্থালয় আন্দোলন চালাবার একান্ত আবশ্যকতা অনুভূত হওয়ায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণকে ও বিদুষীগণকে ল'য়ে এসোসিয়েসনের একটি কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হ'য়েছে। সমিতির কার্য্যালয় উপস্থিত কলিকাতা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে আছে। নিম্নলিখিত কর্মকর্তাগণ নির্বাচিত হ'য়েছেন:—সভাপতি—কুমার মুণীন্দ্রদেব রায় মহাশয়, এম্-এল্-সি; সহ-সভাপতিগণ—মেয়র শ্রীসন্তোষ কুমার বসু, ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রায়বাহাদুর শ্রীউপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, মিঃ কে. এম্ আসাদুল্লা, মিঃ এইচ এ স্টার্ক, মিঃ মোসারফ, জে. সেট ও শ্রীমতী সরলা দেবীচৌধুরাণী; সম্পাদকগণ—শ্রীতিনকড়ি দত্ত, মিঃ এস্-এন্, রুদ্র ও মিঃ এ-এম্ ওয়াহেব; কোষাধ্যক্ষ—শ্রীমণীন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। জেলাবোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটিগুলি হইতে যা'তে পাঠাগারগুলি যথাযথ অর্থ সাহায্য লাভ করে সেজন্য বিশেষভাবে চেষ্টা চলছে। তাছাড়া গ্রন্থাগারিকের শিক্ষার ব্যবস্থা, পাঠাগার পরিচালন সম্বন্ধে উপদেশ দান, সাধারণ পাঠাগার ও শিক্ষালয় সংক্রান্ত পাঠাগারগুলির যাতে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয় সে বিষয়েও এসোসিয়েসন কর্তৃপক্ষগণ চেষ্টা করছেন। যে কেহ বার্ষিক মাত্র ১ টাকা বা এককালীন পঁচিশ টাকা চাঁদা দিয়ে সমিতির সভ্যশ্রেণীভুক্ত হ'য়ে দেশের মধ্যে লাইব্রেরী আন্দোলন সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করবার সহায়তা করতে পারেন। আমরা আশা করি বেঙ্গল লাইব্রেরী এসোসিয়েসন জনসাধারণের সহানুভূতি ও সহযোগিতা লাভ করতে সমর্থ হবেন।

নানা কথা, বিচিত্রা, ৭, ১, ১৩৪০।

বরুণ মুখোপাধ্যায়ের ডি-ফিল উপাধি লাভ

পরিষদের সদস্য, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষক, শ্রীযুক্ত বরুণ মুখোপাধ্যায় "বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থের আদিযুগ (১৬৬৭-১৮৩৪)" বিষয়ে সফল গবেষণার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি-ফিল্ উপাধিতে ভূষিত করেছে। স্মরণ করা যেতে পারে যে তাঁর পিতা শ্রীযুক্ত অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ও পরিষদের প্রথমযুগে অন্যতম গ্রন্থাগার আন্দোলনের কর্মী ছিলেন।

প. ব. গভর্ণমেণ্ট স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির দ্বাদশ বার্ষিক সম্মেলন: কোন্নগরে অনুষ্ঠিত

১৩ই মে, শুক্রবার বেলা ৩টায় কোলাঘাট হাইস্কুল গৃহে, প ব. গভর্ণ. স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির দ্বাদশ বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনেরই অংশ হিসাবে প্রকাশ্য সমাবেশের সূচনা ঘটে শহীদবেদীতে দ্বাদশটি প্রদীপ জ্বালিয়ে। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার তরুণ সদস্য কাশীনাথ মিশ্র ও মহঃ সফিউল্লা শহীদবেদীতে মাল্যদান করেন।

প্রকাশ্য সম্মেলনে **কাশীনাথ মিশ্র সভাপতিত্ব করেন** এবং বলেন, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যার কথা আলোচনা শুধুমাত্র দেড় হাজার গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যার আলোচনা নয়, পশ্চিমবঙ্গের সাড়ে চার কোটি মানুষের শিক্ষার আলোচনা। গ্রন্থাগার কর্মীদের আজকের আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের আন্দোলন। নিরক্ষরতা দূরীকরণ, বয়স্ক শিক্ষার সম্প্রসারণ গ্রন্থাগারের উপরেই নির্ভরশীল। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকার নিরক্ষরতা দূরীকরণে বহু কর্মসূচী গ্রহণ করা সত্ত্বেও উনিশ'শ ছিয়াত্তরেই নিরক্ষরদের সংখ্যা বিপুল,—কারণ একাজ বোধ হয় গ্রন্থাগার ভিত্তিক হয়নি।

তিনি আরও বলেন, গ্রন্থাগার যা পশ্চিমবঙ্গে এই সরকারী আনুকূল্যপুষ্ট, সরকারী ও স্পনসর্ড প্রথায় গড়ে উঠেছে, তার সংখ্যা ৭৫০; নানা স্তরে ঐ গ্রন্থাগারগুলি বিন্যস্ত; কিন্তু আইনভিত্তিতে গড়ে না ওঠায়, এক একটি গ্রন্থাগার এক এক রকম, একেকটি জেলায় একেক রকম। ফলে কোন গ্রন্থাগারের স্বাস্থ্য সুস্থ নহে। সরকার বোধহয় রোগ নির্ণয়ে সংকটাপন্ন। **গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ণ মারফৎ গ্রন্থাগার উন্নয়ণ কর্মসূচী হবে, সুসংবদ্ধ, সুসমন্বিত একটি ব্যবস্থা।** তাতে শুধুমাত্র গ্রন্থাগার কর্মীরাই উপকৃত হবে, তা নয়, জনসাধারণও উপকৃত হবে—লোকেরা পাবে তাদের উপযুক্ত পাঠ্যবস্তু—বৈজ্ঞানিক ভাবে সংগৃহীত—সুবিন্যস্ত। আমরা এই বিষয় আগামী বিধানসভায় তুলবো। তুলবো, যে সব গ্রন্থাগার জনসাধারণ

গড়ে তুলেছেন অথচ সরকারী সাহায্য পান না তাদের ভবিষ্যৎটাই বা কি ভাবে নির্ধারিত হবে সেই প্রসঙ্গও!

তিনি আবেদন জানান, প ব. স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ যেন এই গ্রন্থাগার আইন প্রনয়ণ বিষয়ে—গ্রন্থাগার উন্নয়ণ বিষয়ে আন্দোলনকে জনসাধারণের মধ্যে পৌছে দেবার জন্য নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলন চালিয়ে যান। জননেতা বা বিধানসভার সদস্যরা অবশ্যই সমর্থনে এগিয়ে আসবে।

এই সম্মেলনের প্রধান বক্তা মহঃ সফিউল্লা এম এল. এ. সমবেত গ্রন্থাগার কর্মী ও দরদীদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন. প্রত্যেকেরই জীবিকা ও চাকুরীর নিরাপত্তা স্বীকার করতে হয়—স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের চাকুরীর নিরাপত্তাও অবশ্যই থাকা উচিত; এই স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য কোন সার্ভিস রুল নেই জেনে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন। স্পনসর্ড গ্রন্থাগারগুলোরও তো তা হলে নিশ্চয়তা নেই, অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে গ্রন্থাগাররূপ সেবাকার্য আশানুরূপ হতে পারে না, যে গ্রন্থাগারগুলো ট্রেনিংপ্রাপ্ত কর্মীর দ্বারা পরিচালিত হয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুযায়ী কাজ করবে, চাষীদের জন্য চাষের খবর সমন্বিত বই যোগাবে—শ্রমিকদের জন্য শ্রমমুখী বই পত্র যোগাবে। বিভিন্ন শ্রেণীর জনসাধারণের অভিরুচি অনুযায়ী বইয়ের যোগান দেবার কথা তো, বোধহয় আজও অনেক গ্রন্থাগারে উপলব্ধ হয় না—যার প্রধান কারণ, আমার মনে হয়, এই উভয়েরই অনিশ্চয়তা।

তিনি বলেন, এমন ঘটনা আমি জানি, একজন লোককে শুধুমাত্র পড়ার সুযোগ গ্রন্থাগার দেয়, তা নয়, পূর্ণ শিক্ষিত করে তোলে। তিনি একটি উদাহরণ দিয়ে বলেন, কোন গ্রন্থাগার থেকে এনে একজন নিরক্ষর মহিলাকে পড়ে শোনানো হয়। শুনে বই পড়ার নেশা জাগে। এবং তিনি নিরলস চেষ্টায় সাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন হয়ে ঐ সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারটির সমস্ত বই, যা সংখ্যায় প্রায় দু'হাজারের উপর হবে, তা পড়ে শেষ করেন। তিনি বলেন, **নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজটি যদি গ্রন্থাগার কেন্দ্রিক হতো তা হলো ঐ ধরণের বিস্ময়কর ফল ফলতো।**

মহঃ সফিউল্লা গ্রন্থাগার কর্মীদের আরো সংহত, সংঘবদ্ধ হতে অনুরোধ করেন। গ্রন্থাগার কর্মীদের কথা, গ্রন্থাগারের কথা আরো বহুল প্রচারের ব্যবস্থা করতে বলেন। এ বিষয়ে নিরবচ্ছিন্নতা এবং একাগ্রতাই গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ণকে ত্বরান্বিত করবে। আমরা তো সমর্থন করবোই, সার্বিক জনসাধারণও সামিল হবে, কেননা **গ্রন্থাগার আইন, আমি যতটুকু বুঝেছি, জনস্বার্থের স্বপক্ষের দাবী।** এই সম্মেলনে স্থানীয় অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক **শ্রীজগদীশচন্দ্র গৌড়ী** সকলকে সাদর অভ্যর্থনা জানান এবং গ্রন্থাগার আন্দোলন, গ্রন্থাগার কর্মীর আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদক **শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি সান্যালও** এই সম্মেলনে ভাষণ দেন। তিনি বলেন, রাজ্য শিক্ষা বাজেটের ২.৫ ভাগ গ্রন্থাগার উন্নয়নে ব্যয়ের দাবী খুব ন্যূনতম দাবী, স্কুলে শিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকের ব্যবস্থা—এবং তদসাহায্যে—স্কুলে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার দাবীও সামান্য দাবী। গ্রন্থাগার আইনভিত্তিক গ্রন্থাগার উন্নয়ণ ব্যবস্থার দাবী তো প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের দাবী। অথচ; পশ্চিমবঙ্গ এ বিষয়ে অগ্রসর হয়েছে কোথায়? মাদ্রাজ, অন্ধ্র, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্রেও গ্রন্থাগার হয়ে গেল—অথচ পশ্চিমবঙ্গে এখনও কোন আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে না। বিগত বছরে মাননীয় শিক্ষাসচিব—তথা কমিশনার শ্রীযুক্ত দিলীপ কুমার গুহ এই প্রয়োজনীতার কথা স্বীকার করে চিঠি দিয়েছেন—কিন্তু ইতিমধ্যে কতদূর কি হল জানা গেল না। তিনি উপস্থিত বিধানসভা সদস্যদ্বয়ের কাছে এই বিষয়ে অনুসন্ধান করবার জন্য অনুরোধ জানান।

সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে, গ্রন্থাগার কর্মীর আন্দোলনের প্রতি, গ্রন্থাগার আন্দোলনের সমর্থন জানিয়ে **রাষ্ট্রমন্ত্রী (শিক্ষা) শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র নস্কর** একজন প্রতিনিধি মারফৎ চিটি পাঠিয়েছিলেন। চিঠিটি পাঠ করে শোনান শ্রীযুক্ত কাশীনাথ মিশ্র। শ্রীযুক্ত নস্কর সম্মেলনের উদ্বোধন করবার কথা ছিল। কিন্তু অসুস্থতার জন্য উপস্থিত হতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন ঐ চিঠিতে। প্রকাশ্য সম্মেলনে ধন্যবাদ জানান **রামরঞ্জন ভট্টাচার্য।**

সম্মেলনে দ্বিতীয় ভাগে অনুষ্ঠিত হয় প্রতিনিধি সম্মেলন তথা সভা। সভায় সমিতির নতুন কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়েছে। সভাপতি : সত্যব্রত সেন, কার্যকরী সভাপতি : অনিল কুমার দত্ত, সহঃ সভাপতি : সুশান্ত হাজরা ও অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়, সাঃ সম্পাদক : বিশ্বনাথ কোলে, যুগ্ম-সম্পাদকদ্বয় : মনোরঞ্জন দে ও মদন মল্লিক। কোষাধ্যক্ষের কাজ চালাবেন সুশান্ত হাজরা। এ ছাড়া রয়েছে ৩ জন যোনাল সম্পাদক ও প্রতি জেলা থেকে একজন করে প্রতিনিধি। পৃষ্ঠপোষক নির্বাচিত হয়েছেন, শ্রীযুক্ত ভবানী সিংহরায়, এম. এল. এ., মহঃ সফিউল্লা এম. এল. এ এবং শ্রীযুক্ত কাশীনাথ মিশ্র এম. এল. এ.।

সংকলন : **নিরুক্তি চক্রবর্তী**

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্য তালিকা (৫) ঃ কলিকাতা (আংশিক), কুচবিহার, দার্জিলিং হুগলী (আংশিক)।

CALCUTTA

559, Amalansu Sengupta
Block-S, Flat-3, LIG, Housing Estate
37, Belgachia Road,
Calcutta-37, (1,75)

560, Amita Sengupta
29/2, Miajan Ostagar Lane, Float no-1,
Calcutta-17, (12,75)

561. Anima Sengupta
2/53, Naktala, Calcutta-40,

562, Arun Kumar Sengupta
1., Lake Terrace, Calcutta-29. (3.76)

573. Asoka Sengupta
National Library, Calcutta-27. (L)

564. Bejoy Sengupta
Flat no. 117, Central Govt. Quarter,
Calcutta-27. (7.75)

565. Falguni Sengupta
41, Jyotish Ray Road,
Calcutta-53. (3.76)

566, Manusri Sengupta
Librarian, Gokhale Memorial Girls
College, 1/1, Harish Mukherjee Road,
Calcutta-20. (2.75)

567. Pratima Sengupta
117, Jodhpur Park, Calcutta-68. (1,76)

571, Sunilesh Kumar Sengupta
57-A, Hindusthan Park,
Calcutta-29, (12,75)

572. Tapan Kumar Sengupta
51, Santoshpur Avenue, 2nd Floor,
Flate no. 8, Calcutta-32. (L)

573. Ram Ranjan Sharma
5, Rani Rashmani Road,
Calcutta-13. (1.76)

574. Chitra Sinha (Ray)
10A, Gopal Banerjee Lane,
Calcutta-26.

575. Jaba Sinha
230/3, Raypur Road, Calcutta-47.

576. Mangalprasad Sinha
Jadavpur University Library Science
Dept. Calcutta-32. (L)

577. Naba Kumar Sinha
7, Ramkanai Adhikary Lane,
Calcutta-12. (475.)

578. Smita Sinha Ray
Manikpur, Nabapalli, Calcutta-51

579. Bimal Narayan Sur
75, Bakul Bagan Road,
Calcutta-25.

569. Rudrani Sengupta
35 Kankulia Road, Calcutta-19. (12.75)

570. Samarpita Sengupta
98, Karaya Road, Block-C, Flat-1-2
Calcutta-19. (4.75)

568. Rama Sengupta
51, Santoshpur Avenue, Flat no, 8,
2nd Floor, Calcutta-32. (L)

580. Rabisankar Sur
D/1, Joysree Park, Calcutta-34. (3.76)

581 Ashim Kumar Thakur
41, Chetla Road, Calcutta-27. (2.74)

582. P. N. Venkatachari Central Reference, Library, National Library,
Calcutta-27. (12.75)

COOCHBEHAR

583. Bani Sadan Champala Pathagar
Rural Library,
P. O, Bhangojore,
Dist. Cooch Behar. (6.75)

584. Chilakhana Union Gramin Pathagar
P. O. & Vill-Chilakhana,
Dist. Cooch Behar. (4.75)

585. Netaji Smriti Palli Pathager
P. O. Nazir Hat,
Dist. Cooch Behar. (5.74)

586. Pallisree Granthager
Chhota Boalmari, P O. Petla,
Dist. Cooch Behar. (3.73)

587. Prince Victor Nrityendra Narayan Club
Haldibari, Dist. Cooch Behar. (6.75)

588. Rabindra Palli Pathagar
P. O. & Vill. Marugunge,
Dist. Cooch Behar. (4.75)

589. Suresh Smriti Pathagar
P. O. Baneswar,
Dist. Cooch Behar. (9.74)

590. T. N. Pathagar
Vill. Saldanga, P. O Vaskuti,
Dist. Cooch Behar. (4.75)

591. Bimal Kumar Banerjee
C/O, Dr. B, P. Chakraborty
P. O. Dinhata,
Dist. Coochbehar, (7.75)

592. Arun Kumar Bhattacharya
Libn. Rabindra Pattagar,
Vill. Balarampur, P. O, Balaierhat,
Dist. Cooch Behar. (7.74)

593. Dipen Chanda
C/O, B, B. Sengupta, Nutan Bazar,
Dist. Cooch Behar. (12.75)

694. Manoranjan De
P. O, & Vill. Ghoksardanga,
Dist, Cooch Behar. (7.74)

595. Nitai Chandra Sadhukhan
University B. T. & Evening College,
Keshab Road,
Dist, Cooch Behar. (11,75)

596. Subal Chandra Saha
P. O. Baxirhat,
Dist, Cooch Behar, (4.75)

597. Dinesh Chandra Sen
Libn. Siksha O Sanskriti Sadan,
P. O. Pundibari,
Dist. Cooch Behar. (7.75)

DARJEELING

598. Secretary
Bangiyn Sahitya Parishad
Sub-Divisional Library, P. O, Siliguri,
Dist, Darjeeling. (4.75)

599. Bijanbari Rural Library
P O. Bijanbari,
Dist. Darjeeling. (9.74)

600. Bloomifield Sub-Divisional Library,
P. O. Kerseong, Dist, Darjeeling. (9.74)

601, Chittaranjan High School
Lower Bagdogra, P. O. Bagdogra,
Dist. Darjeeling. (2.74)

602. Secretary
Deshbandhu Distrite Library
P. O. Darjeeling,
Dist. Darjeeling. (9.74)

603. Headmaster
Kharibari High School, P. O, Kharibari,
Dist. Darjeeling. (2 74)

604. Laden Lahatta Rural Library
P. O. Lebong, Dist. Darjeeling. (9.74)

605 Mirik Sarbajanik Sammelan.
Rural Library, P. O. Mirik,
Dist. Darjeeling. (9.74)

606. Premchandra Memorial Rural Library
Vill. Krishnanagar, P. O. Mirik,
Dist. Darjeeling. (9.74)

607. Rabindra Sangha
Rabindra Nagar, P. O. Siliguri,
Dist. Darjeeling. (6.74)

608. Seokbir Area Library
P. O. Kalimpong,
Dist. Darjeeling. (9.74)

609. Siliguri College Library (Govt spon)
P. O. Siliguri, Dist. Darjeeling. (5.74)

610. Soureni Rural Library
P. O, Soureni Bazar,
Dist. Darjeeling (9.74)

611. Swapan Kumar Bagchi
Siliguri College, P. O. Siliguri,
Dist. Darjeeling. (4.75)

612. Tarapaba Banerjee
Simulbari Tea Estate, Siliguri,
Dist. Darjeeling. (D)

613. Binode Bihari Barman
C/O, S. M, Hasi Ray, Hakimpara
P. O. Siliguri, Disi. Darjeeling, (6.74)

614. Dilip Kumar Chakrabarty
Tarai Harasundar Municipal Public
Library, P. O. Siliguri,
Dist, Darjeeling (2.74)

615. Rabindra Mohan Chakrabarty
"Hemanta Kutir", Deshbandhupara,
P. O. Siliguri, Dist, Darjeeling (2,74)

616. Birendra Kumar Chanda
Rabindra Nagar, P. O. Siliguri,
Dist, Darjeeling. (2.74)

617. Bimal Chandra Chatterjee
Transmission Executive,
All India Radio, Silignri,
Dist, Darjeeling, (L)

618. Abanimohan Ghosh
Vill. Gossainpur, P. O. Bagdogra,
Dist. Darjeeling, (2.74)

619. Bishnupada Ghosh
Bagdogra Gramin Granthagar,
P. O. Bagdogra, Dist, Darjeeling, (2.74)

620. Sunil Kumar Ghosh
B. Y. M. S. A. Gramin Granthagar,
P. O, Bagdogra,
Dist, Darjeeling (4,75)

621. Dipak Kumar Guha
Jaldhaka Hydel Project Rural Library,
P. O. Jaldhaka Hydel project,
Dist. Darjeeling, (7.75)

622. Debendra narayan Majumder,
Purbavivekananda palli, Hakimpara,
P. O. Siliguri, Dist Darjeeling. (2.74)

623. Naren Majumder
Taru Kutir, Asrampara, P. O. Siliguri,
Dist. Darjeeling (2.74)

624. Joytirmoy Ray
North Bengal University Library,
Raja Rammononpur
P. O. North Bengal University,
Dist. Darjeeling. (2.74)

625. Prakash Chandra Roy
C/O, P. S. pokhryal, Rabindranagar
P. O. Siliguri. Dist. Darjeeling (5.74)

626. Chitravanu Sen
North Bengal University Library,
Raja Rammohonpur,
P. O. North Bengal University,
Dist. Darjeeling. (8.73)

HOOGHLY

627. Ananda Asar Gramin Granthagar
Sen Hat. P. O. Rajhati Bandar
Dt. Hooghly (5.74)

628. Anandanagar Union Sadharan Pathagar.
Vill. Bainchupota
P. O. Anandanagar
Dt. Hooghly (5.74)

629. Aniya Bankim Public Library
P. O. Aniya
Dt. Hooghly (3.73)

630. Asutosh Smriti Mandir
P. O. Jirat
Dt. Hooghly (4.75)

631. Asutosh Smriti Palli Pathagar
P. O. & Vill. Asalhari
via Arambagh
Dt. Hooghly (9.75)

632. Chinsurah Kishore Pragati Sangha
Panchanontala
Kamar para
Dt. Hooghly (8.73)

633. Deulpara Sabuj Sangha Sadharan Pathagar
P. O. Deulpara
Via- Tarakeswar
Dt. Hooghly (12.75)

634. Digsui Sadharan Sahitya Kutir
P. O, Digsui
Dt. Hooghly (1.76)

635. Garalgacha Public Library
P. O. Garalgacha
Dt. Hooghly (2.76)

636. Gopalnagar Saraswat Pathagar
P. O. Par-Gopalnagar
Dt. Hooghly (3.76)

637. Goswami Malipara Sadharan Granthagar.
P. O. Goswami Malipara.
Dt. Hooghly (6.75)

638. Hemchandra Smriti Pathagar
Rajbalhat
Dt. Hooghly (6.74)

639. Hooghly District Library Association
Kachari Road.
P. O. Chinsurah, Dt. Hooghly (7.74)

640. Hooghly Friends Library
P. O. Hooghly, Dt. Hooghly

গ্রন্থাগার
GRANTHAGAR

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
মাসিক মুখপত্র (২৬ বর্ষ) Monthly Organ (26th year) of
BENGAL LIBRARY ASSOCIATION

P-134, C I T SCHEME 52, CALCUTTA-14, PHONE : 44-8566

সুধি,

পঁচিশ বছর যাবত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র রূপে গ্রন্থাগার পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে আসছে। আজ গ্রন্থাগার কর্মী, গ্রন্থাগার পরিচালক, গ্রন্থব্যবসায়ী, গবেষক ও বিদগ্ধ পাঠক প্রমুখ জনসাধারণ যাঁরা গ্রন্থ-গার, গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান গ্রন্থাগার আন্দোলন বিষয়ে উৎসাহী, তাঁদের মুখপত্র রূপে এই "গ্রন্থাগার" পত্রিকা একটা প্রতিষ্ঠা তথা সুনাম অর্জন করেছে।

আপনাদের কাছে তাই, সনির্বন্ধ অনুরোধ, আপনি এই পত্রিকাটিকে গ্রন্থ-তথ্য, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান, তথা তথ্য ও গ্রন্থাগার আন্দোলন বিষয়ে রচনা পাঠিয়ে পত্রিকাটির মান বজায় রাখতে সাহায্য করুন।

এর গ্রাহক মূল্যও স্বল্প। একটি বা দুটি বিশেষ সংখ্যাও প্রকাশিত হয়ে থাকে। প্রতি সংখ্যার মূল্য মাত্র ১.৫০ টাকা বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ১৫ টাকা মাত্র: আপনি / বা আপনারা ইতিমধ্যে গ্রাহক হয়ে না থাকলে চেক. বা পোস্টাল অর্ডারে টাকা পাঠিয়ে গ্রাহক তালিকাভুক্ত হলে আমরা আনন্দিত হব। অবশ্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্য তালিকাভুক্ত হলেও বিনামূল্যে এই পত্রিকা পাওয়া যায়। সদস্য হয়ে সদস্যদের দায় দায়িত্ব পালনে অসুবিধা যাঁদের রয়েছে তাঁদের পক্ষে গ্রাহক তালিকাভুক্তি পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষায়, গ্রন্থ-গ্রন্থাগার-গ্রন্থাগার বিজ্ঞান-গ্রন্থাগার আন্দোলন বিষয়ে ওয়াকিবহাল থাকার পক্ষে সুবিধাজনক।

বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই যে, কয়েকটি নিয়মিত বিভাগে সহ সম্প্রতি প্রকাশিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা এই গ্রন্থাগার পত্রিকায় একটি বিশেষ আকর্ষণ যা গ্রন্থাগারের পুস্তক নির্বাচনে এবং বাংলাগ্রন্থ প্রকাশক ও বিক্রেতাদের পক্ষে খুবই সহায়ক।

পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশকরা এই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের কাছে গ্রন্থসংবাদ পৌঁছে দিতে পারেন। বিশেষ পরিস্থিতিতে খুব অল্প খরচে কয়েক পৃষ্ঠাব্যাপী প্রকাশকদের গ্রন্থতালিকা মুদ্রণ ও গ্রন্থাগারসমূহে পাঠানোর ব্যবস্থাও এই "গ্রন্থাগার" পত্রিকা করে থাকে। তার জন্য অবশ্য স্বতন্ত্রভাবে যোগাযোগ করতে হবে। আপনাদের সকলের সহযোগিতা একান্তভাবে কামনা করি। বিনীত—

সত্যব্রত সেন
সম্পাদক, গ্রন্থাগার

"গ্রন্থাগার" পত্রিকার বিজ্ঞাপনের

	সাধারণ	বিশেষ সংখ্যা		সাধারণ	বিশেষ সংখ্যা
পূর্ণপৃষ্ঠা (৮×৬)	১২৫ টাঃ	৩০০ টাঃ	ভিতরের ২য় ও ৩য় মলাট, পূর্ণপৃষ্ঠা	২০০ টাঃ	৩৫০ টাঃ
অর্ধ ,, (৪"×৬"/৮×৩")	৭০ টাঃ	১৭৫ টাঃ	চতুর্থ মলাট (৮×৬)	২২৫ টাঃ	৫০০ টাঃ

ইংরাজী ও বাংলা উভয়ই বিজ্ঞাপনের ভাষা

Annual Price Rs. 15.00
Single issue Re. 1·50

Licensed to post without prepayment
LICENCE No. WB/CC-CL-2
Postal Regd No. WB/CC—145/
Regd No. RN/2674/57

Volume 26 : No. : 1

April-May 1976

GRANTHAGAR

(The monthly organ of the Bengal Library Association devoted to the advancement of Library Science & Library Movement in West Bengal)

All payments should be sent to :
The Secretary
Bengal Library Association
Central Library,
Calcutta University
Calcutta-12

All correspondence and papers for publication should be addressed to :
The Editor. Granthagar
Bengal Library Association
P-134, CIT Scheme No. 52
Calcutta-14
Phone : 44-8565

N. B. English Abstracts of Articles published in Vol 26, No. 1. may be found in this issue on page No. 2

Published by : Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University, Cal-12

Printed by : Sourendramohan Gangopadhyay at the Mudranee 131B, Bipin Behari Ganguly Street, Calcutta-12

Edited by : Satyabrata Sen

Associate Editor : Minati Chakrabarti

If undelivered please return to :
Bengal Library Association
P-134, C. I. T. Scheme 52
Calcutta-14.

২৬ বর্ষ, সংখ্যা ২ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৩

সূচী

বার্ষিক মূল্য—১৫·০০ সম্পাদক : সত্যব্রত সেন প্রতি সংখ্যা ১·৫০

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

পি-১৩৪, সি. আই. টি. স্কীম ৫২, কলিকাতা-১৪।
(ফোন : ৪৪-৮৫৬৬)

সম্পাদক—সত্যব্রত সেন

সহযোগী সম্পাদিকা—মিনতি চক্রবর্তী

বর্ষ ২৬, সংখ্যা ২ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৩

সূচী

প্রতি সংখ্যা ১·৫০ বার্ষিক সংখ্যা ১৫·০০

সম্পাদকীয়

বিভিন্ন পুরস্কার প্রদান কমিটিতে গ্রন্থাগারিকদের নেওয়া হোক

আমরা যতদূর জানি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ পর্যন্ত বাংলা-ভাষা ও সাহিত্যের তিনজন দিক্‌পালের স্মৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে তিনটি স্মৃতি পুরস্কার কমিটি গঠন করেছেন। —১৯৫০ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার দিতে শুরু করেন। তারপর ২৫ বছর পর ১৯৭৫ থেকে শুরু হয়েছে বঙ্কিম স্মৃতি পুরস্কার এবং এ বছর (১৯৭৬) থেকে শুরু হলো বিদ্যাসাগর স্মৃতি পুরস্কার। এ বছরে সাহিত্যের ক্ষেত্রে রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কারটি যোগ্য সাহিত্যিকের হাতে পড়েনি বলে জন সাধারণের মধ্যে বিক্ষোভের ঝড় উঠেছে। সাহিত্যের সঠিক মূল্যায়ণ হয়নি বলে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সাহিত্যিক ও সাহিত্য সমালোচকেরাও ক্ষুব্ধ। যে দু' একজন মুষ্টিমেয় পাঠক পুরস্কৃত বইটি ('নাট্যকার') পড়েছেন তাঁরা একে তৃতীয় শ্রেণীর সাহিত্য আখ্যা দিয়েছেন। হাঁ'চাঁড়া বহু পাঠক এখনো বইটির রসাস্বাদনের সুযোগ পান নি। আমরা মনে করি, কোন গ্রন্থের সঠিক মূল্যায়ণ করতে হলে গ্রন্থাগারিকদের-ও ভূমিকা থাকা প্রয়োজন। কোন প্রকাশিত গ্রন্থ পাঠক সমাজকে কতটা আকৃষ্ট করেছে ও কোন ধরণের পাঠককে আকৃষ্ট করেছে এবং রুচিশীল পাঠকের গ্রন্থটি সম্পর্কে কি মতামত—সবই জানতে ও বুঝতে সক্ষম হন একমাত্র গ্রন্থাগারিকরা। যিনি যথার্থ গ্রন্থাগারিক তিনি বহু গ্রন্থের খোঁজ খবরও রাখেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে আমাদের দু'টি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব হল : (১) বাংলাভাষা ও সাহিত্য চর্চা করেন এমন একজন বিশিষ্ট গ্রন্থাগারিককে বিভিন্ন পুরস্কার কমিটিতে নেওয়া হোক ; (২) কোন গ্রন্থের সঠিক মূল্যায়ণ করতে হলে অন্ততঃ তিন বছর পূর্বে প্রকাশিত গ্রন্থ-ই পুরস্কারের জন্য বিবেচনা করা উচিত, কারণ,

ইতিমধ্যে পাঠক সমাজের কষ্টিপাথরে গ্রন্থের উৎকৃষ্টতা কিছুটা যাচাই হয়ে যাবে।

রবীন্দ্র পুরস্কার '৭৬

এবছর পশ্চিমবঙ্গ সরকার তিনটি বিষয়ের জন্য মোট চারজন লেখককে পুরস্কৃত করেছেন। বিষয় তিনটি হলো: (১) বাংলা সাহিত্য, (২) বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ, এবং (৩) বাংলা ভিন্ন অন্য ভাষায় রচিত বাংলা ভাষা, সাহিত্য কিংবা বাংলার শিক্ষা সংস্কৃতি সম্পর্কিত গ্রন্থ। প্রথমটির জন্য পুরস্কার পেলেন 'নাট্যকার' উপন্যাসের লেখক শ্রীসতীকান্ত গুহ, দ্বিতীয়টির জন্য পেলেন ডঃ অরুণরতন ভট্টাচার্য 'প্রাচীন ভারতে জ্যোতির্বিজ্ঞান' গ্রন্থ রচনা করে, এবং তৃতীয়টির জন্য পেলেন দু'জন লেখক—ডঃ শিশির কুমার দাশ The Shadow of the Cross : Christianity and Hinduism in a Colonial Situation ও শ্রীনীলমণি মুখোপাধ্যায় A Bengal Zamindar : Jaykrishna Mukherjee of Uttarpara and His Times লিখে। শেষের তিন জন লেখক সম্পর্কে কোন ঝড় উঠেনি। ঝড় উঠেছে বাংলা সাহিত্যের জন্য পুরস্কৃত গ্রন্থ 'নাট্যকার' উপন্যাসটি মনোনীত হওয়ার জন্য। ১১৬ পৃষ্ঠার ছোট উপন্যাসটি এখনো বাংলার বৃহৎ পাঠক সমাজ চোখে দেখলেন না, বাংলা সাহিত্যের সমালোচকরা আলোচনা করলেন না, সাহিত্যিকরা পড়লেন না—কেবলমাত্র রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার কমিটির বিচারকরা পড়লেন এবং গত পাঁচ বছরের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য হিসেবে পুরস্কৃত করলেন। ভাবতেই কেমন যেন একটা গোলমেলে ব্যাপার মনে হওয়া স্বাভাবিক। বাংলা সাহিত্যের এখনো বেশ কয়েকজন রথী-মহারথীর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে যাঁদের ভাগ্যে রবীন্দ্র পুরস্কার জোটেনি। তাই স্বাভাবিক কারণেই এই ঝড়। আর এই ঝড়ের মুখে পড়ে কমিটির মাননীয় বিচারকরা পরস্পরকে কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি করছেন এবং স্বয়ং চেয়ারম্যান খেদের বলেছেন, 'কেউ কেউ দায়ী নয়, সকলেই দায়ী।' সকলেই যে দায়ী, 'নাট্যকার' যাঁরা পড়েছেন তাঁরা একমত হবেন। নিঃসন্দেহে চিত্তে বিদগ্ধ পাঠকরা 'নাট্যকার'কে তৃতীয় শ্রেণীর সাহিত্য ছাড়া দ্বিতীয় শ্রেণীর সাহিত্য হিসেবে আখ্যা দিতে কুণ্ঠিত হবেন। [illegible] পারে, একজন অপরিচিত কবি 'নাট্যকার'-এর লেখককে গ্যেটে ও টমাস-মানের উত্তরসাধক বললেন কি করে? এবং সরকার নিয়োজিত কমিটির বিদগ্ধ বিচারকরাও বইটিকে পুরস্কৃত করলেন কেমন করে? বর্তমান লেখকের ধারণা, এর একমাত্র কারণ নৈতিক অধঃপতন। তাই বিচারকরা বিবেকের দংশনে জর্জরিত হয়ে নিজেদের মধ্যে কাদা ছোড়াছুড়ি করছেন। বলা বাহুল্য, 'নাট্যকার'-র গ্রন্থকার ধনীব্যক্তি। সর্বভারতীয় লেখক সমিতির সমস্ত খরচ তিনি বহন করেন বলেই কি তিনি সেই সমিতির সভাপতি (!)। তাঁর 'নাট্যকার' বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হবে— এটাও আশা করা যায়। তখন নিশ্চয় কোন অবাঙালী রুচিশীল পাঠক এই বইটি (বাংলা কিংবা অনুবাদ) পড়বেন, এবং বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে তখন তাঁর কী ধারণা হবে? বিশেষতঃ যেখানে আমরা গর্ব করে থাকি ভারতীয় সাহিত্যের মধ্যে বাংলা সাহিত্যের স্থান সর্বোচ্চ বলে। তাই আমাদেরও বাংলা সাহিত্যের অগণিত পাঠক সমাজের সাথে একমত হয়ে বলতে ইচ্ছা করে, এবছরের সাহিত্যের পুরস্কারটি বাংলা সাহিত্যকে কলঙ্কিত করেছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে অনুরোধ করবো, সাহিত্যের পুরস্কারের সিদ্ধান্ত তাঁরা পুনর্বিবেচনা করুন। এবং বর্তমান কমিটি ভেঙে দিয়ে নূতন কমিটি গঠন করা উচিত বলে মনে করি। এর ফলে ভবিষ্যতের বিচারকরাও সচেতন হবেন।

প্রদীপ চৌধুরী
সম্পাদক মণ্ডলীর পক্ষে

গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্র : উন্নয়নশীল দেশে গ্রন্থাগারগুলির সম্ভাব্য ভূমিকা। পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বিবর্তন।

ফণিভূষণ রায়

"গ্রন্থাগার" এর প্রকৃত সংজ্ঞা :

ধাতুগত অর্থ

যে কোনও বস্তুর বা বিষয়ের নামের মুখ্য উদ্দেশ্য বস্তু বা বিষয়টিকে চিহ্নিত বা নির্দিষ্ট করে দেওয়া। নামের একটা শব্দগত অর্থ বস্তু বা বিষয়টিকে চিহ্নিত করার প্রথম যুগে থাকতেও পারে, কিন্তু অধিকাংশ সময়ে সামাজিক বিবর্তনের মধ্যে পড়ে বস্তু বা বিষয়টির আকৃতি বা প্রকৃতিগত পরিবর্তন ঘটে। ফলে নামের সঙ্গে নামী বস্তুর বা বিষয়ের সামঞ্জস্য ব্যাহত হয়। তখনও যদি শব্দগত অর্থ দিয়ে বস্তু বা বিষয়টিকে বোঝবার চেষ্টা করি না তার ব্যবহারিক সীমা নির্দ্ধারণ করতে বসি তাতে চিন্তার ক্ষেত্রে এক অবাঞ্ছিত সঙ্কটের সৃষ্টি হতে পারে।

আমাদের বিষয়ে ইংরাজি Library কথাটি বা বাংলা "গ্রন্থাগার" কথাটি এই নাম বনাম নামী সঙ্কটের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। Libsary কথাটি এসেছে Indo-European base Leuh থেকে যার অর্থ to peel off বা ছাড়িয়ে নেওয়া। তার থেকে Liber কথাটি এসেছে যার মূল অর্থ inner bark or rind of a tree অর্থাৎ গাছের বাকলের ভিতরের অংশ যা লেখবার জন্য ছাড়িয়ে নেওয়া হ'ত। পরে liber কথাটির অর্থ হয়েছে "বই" যা ঐভাবে লিখে তৈরী করা হ'ত। বর্তমানে liber বা বই যা Library কথাটির ধাতুগত অর্থের মূল, তা' আর ঐভাবে লিখে তৈরী করা হয় না। এমন কি বই অন্যতম প্রধান উপাদান হলেও ঐটিই বর্তমান যুগের Libraryর একমাত্র উপাদান নয়। না হলে Record Library, Film Library কথাগুলি অর্থহীন হয়ে পড়তো।

Library কথাটির ক্ষেত্রেও যেমন, গ্রন্থাগার কথাটির ক্ষেত্রেও তেমনি একমাত্র শব্দগত ব্যুৎপত্তি দিয়ে Library বা গ্রন্থাগার বলে যে সামাজিক সংগঠন আছে তার সম্পূর্ণ সংজ্ঞা নির্ণয় করতে যাওয়া বা তার কাজের পরিধি বেঁধে দেওয়ার চেষ্টা করা ভুল।

যে কোনও সামাজিক সংগঠনের প্রকৃত সংজ্ঞা বা কর্ম পরিধি নির্দ্ধারণ করতে সেই সম্বন্ধে সমকালীন সামাজিক উপলব্ধি সর্বাধিক বিবেচ্য।

সামাজিক সংজ্ঞা

Library বা গ্রন্থাগার সম্বন্ধে সমকালীন সামাজিক উপলব্ধিকে লিপিবদ্ধ করতে হলে বলতে হয় যে গ্রন্থাগার মানব সমাজের সামগ্রিক স্মৃতির সংগঠিত বহিঃপ্রকাশ। ব্যক্তিগত মানুষ তার স্মৃতির মধ্যে তার অভিজ্ঞতাকে সঞ্চিত করে রাখে। প্রয়োজনমত সেই সঞ্চিত অভিজ্ঞতা থেকে সাহায্য নিয়ে তার জীবনকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালন করার চেষ্টা করে। গ্রন্থাগার সমগ্র সমাজের ক্ষেত্রে একই ভূমিকা পালন করে। বহু দেশের, বহু কালের, বহু মানবের কাজ-কর্মের বিভিন্ন অভিজ্ঞতাকে গ্রন্থাগার সংগঠিত স্মৃতি হিসাবে সঞ্চিত করে রাখে। প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সেই স্মৃতি তহবিল থেকে সাহায্য নিয়ে মানুষ আপনার জীবনকে, সমাজকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার কল্পনা করে, চেষ্টা করে। গ্রন্থ ছাড়া আরও বহু বিভিন্ন ধরণের বস্তু এই স্মৃতি তহবিল গঠনে সাহায্য করে। তারা সকলেই গ্রন্থাগার গড়ার উপাদান হিসাবে কাজ করে। কাজেই একান্তভাবে গ্রন্থ-কেন্দ্রিকতা গ্রন্থাগারের সামাজিক ভূমিকা পালনের জন্য আবশ্যিক বলা চলে না। এমন কি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে গ্রন্থের ভূমিকা নগণ্য করেই গ্রন্থাগার গড়া চলে এবং তাই গড়া উচিতও হতে পারে।

গ্রন্থাগার বলতে তাই আমরা বর্তমানে এমন সংগঠনকে বুঝি যা বিভিন্ন ধরণের তথ্যাদি সংগ্রহ করে সমাজের সংগঠিত স্মৃতি হিসাবে কাজ করে এবং প্রয়োজনের ক্ষেত্রে এই তথ্যকে সহজলভ্য করে সমাজের সর্বাঙ্গীনের অগ্রগমনে সহায়তা করে।

বর্তমান জগতে গ্রন্থাগারের আবশ্যিক প্রয়োজন

গ্রন্থাগারকে যদি প্রকৃতই সামাজিক স্মৃতি হিসাবে স্বীকার করি তবে এ কথাও স্বীকার করতে হবে যে, যে সমাজ এই সামাজিক স্মৃতিকে সংগঠিত না করে, ব্যবহার না করে বাঁচতে চায় সে সমাজ প্রতিপদে ঠকতে এবং ঠেকে শিখতে বাধ্য এবং তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে পড়তেও বাধ্য। এর কারণ খুবই স্পষ্ট। নিজের পূর্বতন অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে না পারলে, স্মৃতিশক্তি দুর্বল হলে যে কোনও মানুষ যে কোনও ক্ষেত্রেই পিছিয়ে পড়তে বাধ্য। গ্রন্থাগার ব্যবস্থা দুর্বল হলে পূর্বতন অভিজ্ঞতা বা সামাজিক স্মৃতির এই সহায়ক ভূমিকা দুর্বল হতে বাধ্য।

দেশ কাল অতিক্রম করে মানুষের বিভিন্ন ক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা দ্রুত বিবর্ধিত হয়ে চলেছে। তাকে উপযুক্ত দ্রুততায় সংগঠিত না করা এবং ব্যবহার না করাকে সামাজিক মূঢ়তার পরিচায়ক হিসাবেই ধরতে হবে। যে কোনও সমাজের পক্ষেই আজ নিজের বাঁচার স্বার্থে, অগ্রগমনের স্বার্থে, সুষ্ঠু গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পত্তন ও ব্যবহার অত্যাবশ্যক। এর কোনও বিকল্প নেই। এই প্রয়োজন মেটাতে হলে গ্রন্থাগারকে বিভিন্ন ধরণের তথ্য বিতরণের কেন্দ্র হিসাবেই গড়ে তুলতে হবে যাতে প্রয়োজন ঘটলে যে কোনও পূর্বতন অভিজ্ঞতাকে জানা যায় বা কাজে লাগানো যায়। শুধুমাত্র গ্রন্থ লেনদেনের কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তুললে এ ভূমিকা অনেক দুর্বল হয়ে যাবে।

অনুন্নত দেশগুলিতে এ উপলব্ধির অভাব

গ্রন্থাগারের এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে আমরা যথেষ্ট সজাগ নই। তাই গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পত্তনকে আজও আমরা "কল্যাণমূলক" কাজ বলেই জানি। কিন্তু আবশ্যিক বলে বোধ হয় মানি না। অর্থাৎ অর্থনৈতিক প্রাচুর্যের দিনে কিছু অর্থব্যয় করতেও পারি কিন্তু অভাবের সময়ে দাক্ষিণ্য দেখানো সম্ভব হয় না। সমস্ত উন্নয়নশীল দেশেই কম বেশী এই ধরণের মনোভাবই কাজ করতে থাকে। তার প্রধান যে কারণ সকলের কাছেই অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ভাবেই দেখা দেয় তা হোলো শিক্ষার অভাব। যেখানে বিরাট সংখ্যক লোক সাক্ষর নয় এবং গ্রন্থপাঠে সক্ষম নয় সেখানে ব্যাপক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পত্তন কিভাবে কাজে লাগতে পারে তা' অনেকের কাছেই সহজবোধ্য নয়। এ মনোভাবের দ্বিতীয় কারণ এই যে এই বহু অশিক্ষিত এবং অর্ধ শিক্ষিত লোকদের মধ্যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গ্রন্থ লেনদেন ছাড়া অন্য কোন সার্থক কাজ করতে পারে সে সম্বন্ধেও সকলের ধারণা যথেষ্ট পরিষ্কার নয়।

হিসাবের সোজা পথে এঁরা গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে দ্বিতীয় স্তরের প্রয়োজন বলে গণ্য করেন। মনে করেন যে সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা সার্থক হওয়ার পরই গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পত্তন হওয়া সহজ এবং সম্ভব তার জন্য যত দেরীই হোক সহ্য করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। এ চিন্তায় গ্রন্থাগার শিক্ষা ব্যবস্থার অঙ্গজ এবং সেই হিসাবেই তাকে চলতে হবে।

প্রাথমিক শিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষা

এই ধরণের চিন্তার ফলেই উন্নয়নশীল দেশগুলিতে নিরক্ষরতা দূরীকরণ, প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার, বয়স্ক শিক্ষার কর্মসূচী প্রভৃতি গ্রহণ করা হয়। অর্থাৎ অঙ্গজের আবির্ভাবকে সহজ করবার জন্য অগ্রজকে মোটামুটি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ চলতে থাকে। কিন্তু কর্মসূচী গ্রহণ করা এক এবং কাজে সাফল্য লাভ আর। ফলে প্রচেষ্টায় অর্থব্যয় যথেষ্ট হয় কিন্তু ফল লাভে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না।

প্রাথমিক শিক্ষা মূলতঃ শিশুদের নিয়ে যাদের অর্থোপার্জনের ক্ষমতা সীমিত। কাজেই তাদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার কর্মসূচী কম বেশী সফল হওয়া সম্ভব। যদিও সেই সাফল্যের স্থায়ীত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। কিন্তু কোনও দরিদ্র দেশ যেখানে নূতন কোনও অর্থোপার্জনের পথ সব সময়েই মানুষের মনকে আকৃষ্ট করতে থাকে, সেখানে বয়স্ক শিক্ষার কর্মসূচী অর্থোপার্জনের উপায়ের সঙ্গে কম বেশী সাক্ষাৎ ভাবে জড়িত না হলে তা সফল হওয়া বোধ হয় সম্ভব নয়। বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশে জনশিক্ষার বা সাক্ষরতার প্রসারের মন্থর গতিই এ উক্তির যাথার্থ প্রমাণ

করবে। প্রায় কোথাও‌ই এই ধরণের শিক্ষা প্রসার পরিকল্পনাকে অর্থোপার্জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগাযোগ রেখে তৈরী করা হয় নি। কার্যোপযোগী সাক্ষরতা লাভ বা Functional literacy বলে অর্থোপার্জনের সঙ্গে যেটুকু যোগাযোগ রাখা হয় তা খেলাঘরের যোগাযোগের মত। অর্থাৎ বড় হয়েদের যে সব বই তাদের জন্ত লেখানো হয় তার তথ্য শিক্ষার্থীদের অর্থোপার্জনে সাক্ষাৎ এবং সম্পূর্ণ সহায়ক হতে পারে না। যাদের দিয়ে বই লেখানো হয় বা যে সময়ের অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে বই লেখানো হয় দুইই দিনের পর দিন সমকালীন অগ্রসরমান অভিজ্ঞতা থেকে বা চিন্তা থেকে পিছিয়ে পড়ছে দেখা যায়। কাজেই তার সাহায্যে সম্পূর্ণ-রকমের আধুনিক পদ্ধতি গ্রহণ করা সম্ভব নয়। ফলে হয় তা অর্থোপার্জনেচ্ছু কোনও পরিণত মনকে উপযুক্ত ভাবে আকর্ষণ করতে পারে না আর না হলে মনকে টানলেও পিছনের দিকে আটক করে রাখে বা কতকগুলি নির্দিষ্ট বিষয়ে ছকবাঁধা ভাবে আটকে রাখে। উপযুক্ত কর্ম পদ্ধতি গ্রহণ করলে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাই এই কর্তব্যকে সার্থকভাবে এবং সম্পূর্ণ ভাবে পালন করতে পারে। এ উক্তি বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে।

অর্থোপার্জনে তথ্যের প্রয়োজন

সমাজের যে কোন অংশে যে কোনও প্রয়োজনের জন্তই আজ বিভিন্ন ধরণের তথ্যের প্রয়োজন হতে পারে এবং হয়ে থাকে। অর্থোপার্জনের ক্ষেত্রে এ প্রয়োজনে শিক্ষিতে অশিক্ষিতে কোনও ভেদ নেই। সখের জন্ত হোক, কাজের জন্ত হোক, ফসলের জন্য হোক, শিল্পের জন্য হোক, ব্যবসায়ের জন্য হোক, যাতায়াতের জন্য হোক বা অন্য যে কোনও কারণেই হোক বিভিন্ন ধরণের খবরাদি প্রত্যেকেরই প্রয়োজন হয়। এ প্রয়োজন আমরা অনেক সময়ে অভিজ্ঞ প্রতিবেশীর সাহায্যে মেটাই। সুবিধা থাকলে সরকারী প্রশাসন ব্যবস্থার বা গ্রন্থাগারেরও সাহায্য নিই।

তথ্য লাভের বিভিন্ন ক্ষেত্র :

অভিজ্ঞ প্রতিবেশী

আপাতদৃষ্টিতে অভিজ্ঞ প্রতিবেশীর সাহায্যে তথ্য সংগ্রহ সর্বাপেক্ষা সহজ কিন্তু প্রয়োজনের হিসাবে তা সবক্ষেত্রে সহায়ক নাও হতে পারে। কারণ

১। একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তির অভিজ্ঞতা তাঁর নিজের বিষয়েও সীমিত হতে পারে।

২। যে কোন একজনের অভিজ্ঞতা বহু বিষয়ে না হওয়াই সম্ভব অথচ এমন কি একজনের চাহিদাও বহু-বিষয়েরই হয়ে থাকে।

৩। প্রয়োজনের সময়ে অভিজ্ঞ প্রতিবেশীকে হাতের কাছে পাওয়া সব সময়ে সম্ভব নাও হতে পারে।

সরকারী প্রশাসন ব্যবস্থায় তথ্যবিতরণ

সরকারী প্রশাসন ব্যবস্থায় মধ্যেও এ প্রয়োজন মেটাবার ব্যবস্থা আছে বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে নিযুক্ত করে। ব্যক্তি কেন্দ্রিক এই ব্যবস্থায় ও কতকগুলি ত্রুটী আছে।

১। সরকারের তথ্য বিতরণের ক্ষেত্র বহুবিস্তৃত। কাজেই বহু অভিজ্ঞকে নিয়োগ করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে, কিন্তু তা ব্যয় সাপেক্ষ।

২। অল্পসংখ্যক অভিজ্ঞের অভিজ্ঞতা বিতরণের ক্ষেত্র যথেষ্ট ব্যাপক হতে পারে না।

৩। অভিজ্ঞতার চাহিদার মোটামুটি একটা ধরণ বা সাদৃশ্য আছে বলে যদি মেনে নিই তবে এ ব্যবস্থায় বিশেষজ্ঞের শ্রমের অনাবশ্যক অপব্যয় ঘটতে থাকবে একাধিক বার একই ধরণের প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে।

বেতার ব্যবস্থা মাধ্যমে তথ্য বিতরণ

বেতার ব্যবস্থার মাধ্যমে তথ্যবিতরণের কর্মক্ষেত্রকে প্রসারিত করা চলে এবং করা হয়ে থাকে, কিন্তু

১। তথ্য ব্যবহারকারীর প্রয়োজনমত সে তথ্যের সরবরাহ করা সম্ভব নয়।

২। তথ্যকে সঞ্চিত রাখার কোনোও ব্যবস্থা নেই। ফলে একই তথ্যের প্রয়োজনমত একাধিক বার, বিভিন্ন সময়ে ব্যবহার করা সম্ভব নয়।

গ্রন্থাগার মাধ্যমে তথ্য বিতরণ

গ্রন্থাগারকে এই তথ্য বা অভিজ্ঞতা বিতরণের কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করলে একসঙ্গে অনেক ধরণের সুবিধা লাভ সম্ভব।

১। সুষ্ঠু গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মাধ্যমে এই তথ্য পরিবেশনকে যথেষ্ট ব্যাপক করে তোলা চলে।

২। তথ্যকে কাগজপত্রে সঞ্চিত রেখে বার বার ইচ্ছামত ব্যবহার করা চলে।

৩। অভিজ্ঞের বার বার একই কথা বলার শ্রমের অপব্যয় রোধ করে সেই অভিজ্ঞতাকে আরও অধিকসংখ্যক সমস্যার সমাধান নিয়োগ করে ব্যাপক হারে কার্য্যকর করে তোলা চলে।

জনজীবনে প্রবেশের প্রকৃত পথ

জনজীবনে প্রকৃত অর্থে প্রবেশ করতে হলে গ্রন্থাগারকে এই অর্থনৈতিক প্রয়োজনের পথকেই গ্রহণ করতে হবে। যে কোনও অঞ্চলের কৃষি, শিল্প, কুটির শিল্প, খনিজ ও অন্যান্য সম্পদ ও তার ব্যবহারের ভিত্তিতে অঞ্চলস্থ জনসাধারণের তথ্যের চাহিদার স্বরূপ আন্দাজ করা সম্ভব। তার ভিত্তিতে পরিকল্পনা করে অনেক শ্রম, সময় ও অর্থের অপব্যয় লাঘব করে কার্যপদ্ধতি স্থির করা সম্ভব। এই ব্যবস্থায় অনেক কাজ কেন্দ্রীভূত করা সম্ভব বলে খরচের অঙ্কও কমিয়ে রাখা সম্ভব। এ ব্যবস্থা যতটুকু সফল হবে ততটুকুই অর্থনৈতিক প্রতিদান দেবে। অর্থাৎ জীবনের প্রয়োজনে গ্রন্থাগারকে সোজাসুজিই নামতে হবে যোগাযোগের অভিনয় করলে কাজ হবে না।

কেবলমাত্র এই পথেই শিক্ষা জন জীবনে দ্রুত এবং সার্থক প্রবেশের এমটি পথ খুঁজে পাবে। নচেৎ জনশিক্ষার চিরাচরিত পথকে আঁকড়ে থাকলে লক্ষ্যে পৌছতে শতাব্দী অতিক্রম করে যাবে এ উক্তি হতাশার নয়, আপন মুনাফীর হিসাব অনুযায়ী জনশিক্ষার অগ্রগতির এই কথাই বলে থাকে।

তথ্য বিতরণ কেন্দ্রের রূপ

গ্রন্থাগারকে এই ধরণের তথ্য কেন্দ্রে সংগঠিত করতে হলে ব্যয়বহুল পথ গ্রহণ করার প্রয়োজন হয় না। যে কোনও একটি ঘর পেলেই এই সংগঠন গড়ে তোলা চলে, তা প্রাইমারী স্কুলের ঘর হোক, কোনো বারোয়ারী দালান হোক বা যাই হোক। এর সম্পদ কিছু কাগজপত্র কাজেই চুরির ভয় নেই বলা চলে। আসবাবপত্রের প্রয়োজনও যৎসামান্যই হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে একটি আলমারী, খুবই অল্প এবং একান্ত প্রয়োজনীয় কয়েকটি কাগজপত্র, গুছিয়ে রাখার উপযোগী আধুনিক ফাইল, একটি ছোট টেবিল, একটি চেয়ার ও একটি বেঞ্চই যথেষ্ট হতে পারে। একটি বেঞ্চিও পেলে এই তথ্য কেন্দ্রের পরিচালক বেঞ্চিও মাধ্যমে পরিবেশিত প্রয়োজনীয় তথ্যাদি নথীভুক্ত করে রাখতে পারেন যাতে প্রয়োজনমত ব্যবহার করা যায়। সহজ বিষয় শিরোনাম এর ব্যবহার করে সমস্ত কাগজপত্রকে সুসংগঠিত করে রাখা সম্ভব। প্রয়োজন হলে এক একটি প্রয়োজনের বস্তু বা বিষয়কে নিয়ে এক একটি ফাইল গড়ে তোলা সম্ভব। তবে ফাইলের সংখ্যা অত্যধিক বাড়ানো ঠিক হবে না কারণ তাতে কাজ বাধাগ্রস্থ হতে পারে।

প্রশ্ন সংগ্রহ ও তথ্য পরিবেশনে একক গ্রন্থাগারের ভূমিকা

এই ব্যবস্থায় গ্রামের বা সহরের গ্রন্থাগারগুলি প্রশ্ন সংগ্রহ ও তথ্য সরবরাহ কেন্দ্র হিসাবে কাজ করবে। যে প্রশ্নের কোনও উত্তর তৎক্ষণাৎ দেওয়া সম্ভব হলো না তা অঞ্চলস্থ তথ্য সংগঠন কেন্দ্রে বিশেষজ্ঞের কাছে পাঠিয়ে দিতে হবে বা সম্ভব হলে যোগাযোগ করে জেনে নিতে হবে। সংগঠন কেন্দ্র এই সব প্রশ্নের ধরণ দেখে অন্য যে যে কেন্দ্রে সেই ধরণের প্রশ্ন আসতে পারে তাঁদের কাছে উত্তরের নকল পাঠিয়ে দেবেন। এই নকল পাঠান ব্যাপক করলে কাগজের অপব্যয় ঘটতে পারে। কাজেই কয়েকটি সুনির্বাচিত ক্ষেত্রে এই নকল পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

এই ব্যবস্থাকে যথেষ্ট পরিমাণে ফলপ্রসূ কিন্তু অর্থনৈতিক ভারের দিক থেকে কম ভারী করে তুলতে হলে সমস্ত রাজ্যের

তথ্যের চাহিদার একটি সুস্পষ্ট মানচিত্র গড়ে তুলতে হবে। সুচিন্তিত কর্ম পদ্ধতি গ্রহণ করলে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রয়োজন মত তথ্যের যোগান রাখা বা যোগান দেওয়া আদৌ সমস্যার কারণ হবে না।

তথ্য সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার সংগঠনে প্রশাসনের সাহায্য

এই ব্যবস্থাকে কার্যকর করতে হলে গ্রন্থাগারগুলির পক্ষে—

১। বর্তমান প্রশাসন ব্যবস্থার সাহায্য ও সমর্থন সম্পূর্ণভাবে নিতে হবে।

২। প্রশাসন ব্যবস্থায় বিভিন্ন স্তরে যে বিশেষজ্ঞ দল আছেন তাঁদের সাহায্য পুরোপুরিভাবে গ্রহণ করতে হবে।

৩। সবচেয়ে কাছের বিশেষজ্ঞদের সব আগে চিনে রাখতে হবে যাতে প্রয়োজন হলেই তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায় -কারণ তথ্য সরবরাহে সময়ের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী।

৪। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে গবেষণার জন্য বিশেষজ্ঞরা যে কাগজপত্র রাখেন তা সংগ্রহ করে রাখতে হবে ব্যবহার করার জন্য।

তথ্য সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব

এই ধরণের তথ্য সরবরাহকারী গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব আমাদের দেশে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ—

১। তাঁর কর্তব্য হবে তথ্যকে ব্যবহারকারীর উপযোগী করে পরিবেশন করা।

২। ব্যবহারকারী নিরক্ষর হলে তথ্যকে পড়ে বুঝিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব তাঁর উপর বর্তাবে।

৩। তথ্য না থাকলে তা আনিয়ে দেওয়ার দায়িত্বও তাঁর থাকবে।

৪। যে বিষয়ে তথ্যের প্রয়োজন অদূর ভবিষ্যতে হতে পারে তাও পূর্বেই সংগ্রহ করে রাখার দায়িত্ব তাঁর থাকবে।

এই ধরণের কর্তব্য পালন করতে হলে উপযুক্ত মানের শিক্ষাপ্রাপ্ত, সমাজ সচেতন ও দায়িত্ববান কর্মী প্রয়োজন। শুধুমাত্র জনমানসকে সবল করে যেমন ক্ষুধার বিরুদ্ধে, রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা চলে না; শুধুমাত্র সহানুভূতি দিয়ে বা জনমানস দিয়ে তেমনি তথ্যের দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধেও সংগ্রাম করা সম্ভব নয়। এ সমস্যার প্রকৃত সমাধান করতে হলে তাই উপযুক্ত মানের বৃত্তিকুশল শিক্ষিত কর্মী অবশ্য প্রয়োজন।

যদিও এই কর্মধারা ব্যাপক এলাকায় প্রয়োগ করলে অর্থনৈতিক দিক থেকে আপেক্ষিক ভাবে লাভবান হওয়া সম্ভব, তবুও এ কর্মধারা সমগ্র রাজ্যে একই সময়ে চালু করার কোনোও আবশ্যিক প্রয়োজন নেই। কতকগুলি এলাকাকে বেছে নিয়েও এ কর্মধারাকে ধাপে ধাপে রূপায়িত করে তোলা সম্ভব। তাতে অর্থ এবং আহৃত অভিজ্ঞতা উভয়কেই পারম্পর্যভাবে ব্যয় করে ক্রমবর্দ্ধমান ভাবে লাভবান হওয়া চলে।

রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও নূতন কর্মধারা

সমগ্র রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সঙ্গে এই কর্মধারা ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত এই ঠিকই কিন্তু তবুও সামগ্রিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত থাকলে কিছু পরিমাণে ব্যয়ের দিক এড়িয়ে চলা সম্ভব। এই কর্মধারার পরিপূর্ণ সুফল পেতে হলে কর্মীদলকে উপযুক্তভাবে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষিত করে তোলা দরকার। তাঁদের বিভিন্ন সমস্যার জন্য আলোচনার বন্দোবস্ত, প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং গৃহীত কর্মধারার পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধনের ব্যবস্থা থাকা দরকার। কতকগুলি বিচ্ছিন্ন গ্রন্থাগারকে দিয়ে এই ধরণের সম্মিলিত কর্মসূচী গ্রহণের পটুতা বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে। কাজেই রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে একটি সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যে এনে তার সাহায্যে এই কর্মসূচী রূপায়িত করা অনেকাংশে সহজ এবং সার্থক হতে পারে।

তথ্যের সার্থক বিতরণ নূতন সম্পদের সৃষ্টি করে—এ উপলব্ধি দ্রুত আসুক

বর্তমান সমাজ জীবনে তথ্য একটি সম্পদ বিশেষ বা বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ প্রয়োজনে গ্রহণ করে এবং তাকে নিজের অভ্র বস্ত বা চিন্তার সম্পদের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে নতুন সম্পদের সৃষ্টি করে। কাজেই এই তথ্য সম্পদ যত ব্যাপক ভাবে সমাজে ছড়িয়ে যেতে থাকবে সামগ্রিক ভাবে সমাজের নূতন সম্পদ সৃষ্টির ক্ষমতাও ততই বাড়তে থাকবে। প্রত্যেক মানুষই তার নিজের সময় মত, নিজের রুচি বা প্রয়োজন মত এবং নিজের শক্তি বা সাধ্য অনুযায়ী এই তথ্য সম্পদ খুঁজে বেড়াতে থাকে। সমগ্র দেশে ধনী-নির্ধন, শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকলের মধ্যে এই তথ্য বিতরণ ব্যবস্থাকে সার্থক করতে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মত উপযোগী সংগঠন আর নেই। আমাদের সমস্ত পরিকল্পনাকে পরিপূর্ণ জনসহযোগিতার মধ্য দিয়ে সার্থক করে তুলতে হলে এই তথ্য বিতরণ ব্যবস্থা সাধ্যমত ব্যাপক ও ত্রুটিহীন হওয়া দরকার। তথ্য বিতরণে এই ব্যাপকতা ও গভীরতা আনা কোনোও ব্যক্তি কেন্দ্রিক ব্যবস্থার মধ্যে সম্ভব নয়। এ বিষয়ে আমাদের আশু উপলব্ধি হওয়া প্রয়োজন।

॥ ভ্রম সংশোধন ॥

গ্রন্থাগার পত্রিকার বৈশাখ (১৩৮৩) সংখ্যার 'বার্তা বিচিত্রা' বিভাগের ৩১ পৃষ্ঠায় শ্রীকমল মুখোপাধ্যায়ের ডি. ফিল. উপাধি লাভের সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি Ph. D. ডিগ্রী লাভ করেছেন। ভুলবশতঃ 'ডি ফিল.' ছাপানো হয়েছে বলে দুঃখিত। — সম্পাদক

অহীন্দ্র চৌধুরী ও নাট্য পাঠাগার

রবীন্দ্রনাথ বসু

অহীন্দ্র চৌধুরী ট্রাস্ট পরিচালিত নাট্য পাঠাগার সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরীর সম্বন্ধে দু'একটা কথা বলার প্রয়োজন। তাঁকে বাদ দিয়ে পাঠাগার অসম্পূর্ণ; কারণ পাঠাগারের পরিবেশ জুড়েই আছে তাঁর অস্তিত্ব।

নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী বাংলাদেশের শুধুমাত্র একজন স্বনামধন্য অভিনেতা ও শিল্পী নন, তিনি ছিলেন একাধারে নাট্য শিক্ষক, চিন্তাশীল নাট্যপরিচালক ও নাট্যকলা সম্পর্কিত বহু গ্রন্থের রচয়িতা ও অসাধারণ জ্ঞান ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী—তাই নাট্য জগতে তিনি আপন গুণেই বিশেষ সম্মান ও গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেন।

পুস্তক সংগ্রহ ও নিয়মিত পাঠ তাঁর নেশা ছিল। নাটক, অভিনয় ও রঙ্গমঞ্চকে তিনি জীবনের প্রথম থেকেই ভালবেসেছিলেন এবং এই বিষয়গুলির উপর গভীর জ্ঞান সঞ্চয়ের জন্য প্রথম জীবনে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী (বর্তমানে ন্যাশনাল লাইব্রেরী), ইউ. এস. আই. এস লাইব্রেরী, বৃটিশ ইনফরমেশন লাইব্রেরী, এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রভৃতিতে তিনি প্রচুর পড়াশুনা করেছিলেন। তিনি যে শুধু নাটক ও নাট্যাভিনয় সম্পর্কে সারাজীবন বহুবিধ গ্রন্থ সঞ্চয় করেছিলেন তা নয়, সেগুলির প্রত্যেকটি তিনি ভালভাবে পড়েছিলেন এবং তার থেকে গভীর জ্ঞানও সঞ্চয় করেছিলেন। প্রত্যেকটি বইতে তাঁর স্বাক্ষর, তারিখ, লাল-নীল পেন্সিলের দাগ ও টিকা-টিপ্পনী আজও দেখা যায়। নিজের প্রয়োজনে একটি একটি করে নাট্যাভিনয়, নাট্যকলা ও রঙ্গমঞ্চ সম্পর্কিত বহু মূল্যবান বই ও পত্র-পত্রিকা দেশ বিদেশ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন এবং এর থেকেই সৃষ্টি হয়েছে তাঁর এই 'নাট্য পাঠাগার'।

আমাদের দেশে নাটককে একটি 'বিষয়' হিসাবে কোনদিন পড়ান হয়নি বা সে রকম কোন সংস্থা বা পাঠক্রম পূর্বে না থাকায় পশ্চিমবঙ্গের ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় মহাশয়ের ঐকান্তিক অনুরোধে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক শাখার ভার নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁরই অক্লান্ত পরিশ্রমে ও চেষ্টায় তৈরী হয়েছে নাট্য বিষয়ের প্রথম পাঠক্রম।

বহু যুগ ধরেই নাটকের উপর গবেষণা চলেছে। কিন্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য কোন সুষ্ঠু নাট্য পাঠাগার না থাকায় নাট্যানুরাগীরা এর অভাব যথার্থভাবে অনুভব করেন। নটসূর্য বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে নাট্য-চর্চার জন্য একটি নির্দিষ্ট নাট্য-পাঠাগারের প্রয়োজন—যে পাঠাগার হবে বাংলাদেশের তথা ভারতের নাট্য-জ্ঞান-পিপাসু পাঠকদের কাছে নাট্য-চর্চার গবেষণাগার। নাট্যজ্ঞানপিপাসু পাঠকদের এই অভাব পূরণের জন্য নটসূর্য তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহটিকে একটি সাধারণ অবৈতনিক পাঠাগারে রূপান্তরিত করেন।

নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরীকে ও তাঁর ব্যক্তিগত পাঠাগারটিকে একান্তভাবে জানবার বিশেষ সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম যখন তিনি তাঁর সেই সুন্দর নাট্যতত্ত্ব পরিকল্পনার ও পরিচালনার ভার আমার উপর ছেড়ে দিলেন।

পাঁচ কামরা বিশিষ্ট প্রায় এক হাজার স্কোয়ার ফিট স্থান জুড়ে সুন্দর পরিবেশে অবস্থিত তাঁর পাঠাগার। বাংলা ও ইংরাজী উভয় ভাষা মিলে প্রায় চার হাজার বই তাঁর পাঠাগারে আছে। এ ছাড়া, নাটক ও রঙ্গমঞ্চের উপর লেখা বহু দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান ইংরাজী ও বাংলা পত্রিকা ও প্রচারপত্র—যেমন "ছন্দা", "শিশির", "নাচঘর", "থিয়েটার নোটবুক", "স্টার থিয়েটার" "মিনার্ভা থিয়েটার" "নাট্যভারতী" "নাট্যনিকেতন" "রঙমহল" প্রভৃতি রঙ্গমঞ্চের প্রচারপত্র ও বিজ্ঞাপন সুন্দরভাবে বাঁধান আছে এবং মনে হয় এই দুষ্প্রাপ্য সংগ্রহগুলি ভারতের অন্য কোন পাঠাগারে নাই। এই প্রচার পত্রগুলি আজও নটসূর্যের নাট্যাভিনয়ের স্বাক্ষর বহন করে এবং রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস রচনায়—এই উপাদানগুলি অমূল্য সম্পদ। নটসূর্যের সংগৃহীত বই ও পত্রিকার মধ্যে বেশীর ভাগই রঙ্গমঞ্চ ও নাটকের উপর হলেও সব বিষয়ের উপর কিছু না কিছু বই এই নাট্য পাঠাগারে আছে। এই পাঠাগারের সংগ্রহগুলি দেখলে তাঁর পাণ্ডিত্যের ও জ্ঞানের পরিধির পরিচয়

পাওয়া যায়। তাঁর "ডায়েরী" একটি অমূল্য সম্পদ এবং এর'ই মধ্যে আছে তাঁর জীবনের দৈনন্দিন ঘটনা—কোন কিছুকে তিনি তুচ্ছ মনে করে বাদ বা অবহেলা করেন নি। ভারতবর্ষের বিজ্ঞান ভিত্তিক নাট্য পঠন পাঠনের যে পাঠক্রম তিনি রচনা করেছিলেন তার উপর ভিত্তি করে নিজের হাতের লেখা ঐ বিষয়ের তাঁর "লেকচার নোটগুলি" ছাত্র, নাট্যপ্রেমী ও নাট্য-গবেষকদের কাছে অমূল্য সম্পদ।

প্রত্যেকটি বই আধুনিক গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্মতভাবে শ্রেণীবিভাগ ও ক্যাটালগ করা হয়েছে। সমস্ত বিষয়কে Dewey Decimal অনুযায়ী ০০০ থেকে ৯০০ পর্যন্ত মোট দশভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। ক্যাটালগটি দু'ভাগে বিভক্ত করে দুটি ভিন্ন পুস্তকাকারে বাঁধান হয়েছে। প্রথম ভাগে "বিষয়" অনুযায়ী সাজান হয়েছে এবং Dewey Classification নম্বর ব্যবহার করা হয়েছে। বই সম্বন্ধে বিস্তারিত খবর এই অংশে পাওয়া যাবে। দ্বিতীয় ভাগ প্রথম ভাগের সূচী (Index)। লেখক, সম্পাদক, অনুবাদক, বই-এর শিরোনাম ইত্যাদি বর্ণানুক্রমিক সাজান এবং প্রত্যেকের নীচে বই-এর Call No. দেওয়া আছে। নাট্য-পাঠাগারটি যেহেতু একটা বিশেষ ধরণের পাঠাগার, সেজন্য পাঠকবর্গের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখেই এই বিশেষ ধরণের Catalogue তৈরী করা হয়েছে। পাঠাগারের নতুন সংগ্রহগুলি কার্ড ক্যাটালগের মাধ্যমে পাঠকবর্গের কাছে তুলে ধরা হয়েছে। বই ও কার্ড উভয় প্রকার Catalogue থাকায় পাঠকরা পাঠাগারের নতুন সংগ্রহগুলি সম্বন্ধে বিশেষ ওয়াকিবহাল।

দেশের ও জাতির কল্যাণের জন্য ১৯৭০ সালের ২৫শে নভেম্বর নটসূর্য্য তাঁর একক প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত নিজস্ব পাঠাগারটিকে "নাট্যপাঠাগারে" রূপান্তরিত করেন। ঐদিন উদ্বোধনী ভাষণে ন্যাশনাল লাইব্রেরীর ভূতপূর্ব গ্রন্থাগারিক বি. এস কেশবন নাট্য পাঠাগারের সংগ্রহগুলি দেখে অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, "এই নাট্য পাঠাগার একটা অমূল্য জাতীয় সম্পদ"। নটসূর্য্য এই বিরাট নাট্য-পাঠাগারটির পরিচালনার ভার "অহীন্দ্র চৌধুরী ট্রাষ্ট"-এর উপর অর্পণ করেন।

৩৯/১এ, গোপালনগর রোড, কলিকাতা-৭০০০২৭—এই ঠিকানায় অবস্থিত এই নিঃশুল্ক নাট্যপাঠাগারের দ্বার সেই থেকে সকলের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়। প্রত্যহ বিকাল ৫-৩০ মি থেকে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত ইহা খোলা রাখা হয়। ২রা মে ১৯৭৬ থেকে রবিবার দুপুর ২টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত লাইব্রেরী খোলা থাকছে। ট্রাষ্টের মাননীয় সদস্যরা রবিবার ও ছুটির দিনগুলিতে পাঠাগারটি খোলা রেখে পাঠকদের আরও সুযোগ সুবিধা দেওয়ার কথা বিশেষভাবে চিন্তা করছেন।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে এই পাঠাগারটি গড়ে তোলায় ও ইহাকে বাস্তবে রূপদান করার জন্য নটসূর্য্যের সহধর্মিনী শ্রীমতী সুধীরা চৌধুরীর (আমাদের চিরপরিচিতা 'বৌমা') দান অসীম। তাঁর কাছ থেকে আন্তরিক স্নেহ, উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা পাওয়ার জন্যে এই পাঠাগারটিকে একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে বাস্তবে রূপদান করতে পেরেছি বলে নিজেকে ধন্য মনে করি এবং যাঁরা আমাকে এই দায়িত্ব ও সুযোগ দিয়েছেন তাঁদের জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা।

১৯৭৪ সালের ৭ই আগষ্ট নটসূর্য্যের আশীতম পুণ্য জন্মদিনে এই ভবনের তিনতলায় অহীন্দ্র চৌধুরী ট্রাষ্ট জনসাধারণের জন্য "অহীন্দ্র আর্ট মিউজিয়াম" উদ্বোধন করেন এবং সেই থেকে প্রত্যহ বিকাল ৫-৩০ মিঃ থেকে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত (রবিবার দিন ছাড়া) নিয়মিত খোলা রাখা হয়।

নট সূর্য্যের নিজস্ব সংগ্রহগুলির কিছু কিছু জিনিষ নিয়ে তৈরী হয়েছে এই "অহীন্দ্র আর্ট মিউজিয়াম"। এই আর্ট মিউজিয়মে দেখা যায় তাঁর অভিনীত জীবনের বহু মূল্যবান ছবি, বিভিন্ন ধরণের মানপত্র, অভিনন্দন পত্র, কাগজের সমালোচনা বা কাটিং, রঙ্গমঞ্চের বহু পুরাতন প্রচার পত্র, মেডেল, ব্যবহৃত জিনিষপত্র…ইত্যাদি। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে যে সমস্ত Curio বা স্মৃতি তিনি এনেছিলেন তারও কিছু কিছু জিনিষ এই মিউজিয়ামে রাখা হয়েছে। মঞ্চ অভিনয়ের জন্য মূল বই থেকে তিনি নিজের হাতে বই-এর যে সমস্ত লেখা পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেছেন সেগুলিও বিশেষ যত্ন সহকারে এখানে রাখা হয়েছে।

অহীন্দ্র আর্ট মিউজিয়াম ও নাট্য পাঠাগার আমাদের জাতীয় সম্পদ। দেশের ও জাতির কল্যাণের উদ্দেশ্যে তিনি যখন তাঁর ব্যক্তিগত মূল্যবান সম্পদ আমাদের ব্যবহারের জন্য দিয়ে গেছেন সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণ, উন্নতি সাধন ও সদ্ব্যবহার করা আমাদের সকলেরই একান্ত কর্তব্য। দেশের সকল লোক এইগুলির ব্যবহার ও উন্নতির দিকে নজর দিলে তাঁর দান ও ট্রাষ্টের সদস্যদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে বলে মনে করি।

বঙ্কিম প্রসঙ্গ গ্রন্থপঞ্জী (২)

অশোক উপাধ্যায়

তিন। প্রসঙ্গ : বঙ্কিমসাহিত্য ও বঙ্কিমচন্দ্র

১। (ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত)—দুর্গেশনন্দিনী সমালোচনা, সংবাদ প্রভাকর, ৩ বৈশাখ ১২৭২, ১৪ এপ্রিল ১৮৬৫। (পুনর্মুদ্রিত, জয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত, সংবাদ প্রভাকরে বাংলার পুরাতনী, ভারতবর্ষ, ভাদ্র ১৩৩৯, পৃঃ ৪৫৩।)

২। (দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ)—দুর্গেশনন্দিনী (পুস্তক সমালোচনা), সোমপ্রকাশ, ১৩ বৈশাখ ১২৭২। (পুনর্মুদ্রিত, বিনয় ঘোষ সম্পাদিত সাময়িকপত্রে সমাজ চিত্র, চতুর্থ খণ্ড, জুলাই-আগষ্ট ১৯৬৬, পৃঃ ৬৩৬-৬৩৭।)

৩। (রাজেন্দ্রলাল মিত্র)—দুর্গেশনন্দিনী, রহস্যসন্দর্ভ, দ্বিতীয় পর্ব, ২১ খণ্ড, ১৯২১ সম্বৎ, পৃঃ ১৩৯-১৪৪। (পুনর্মুদ্রিত, মন্মথনাথ ঘোষ, দুর্গেশনন্দিনী, অর্চনা, আশ্বিন ১৩২৯ পৃঃ ২৭৯-২৮৪।)

৪। পঞ্চাননী দেবী; হরসুন্দরী দাসী,—প্রেরিত পত্র (দুর্গেশনন্দিনী প্রসঙ্গে), সংবাদ প্রভাকর, ১৮ কার্ত্তিক ১২৭২, ২ নভেম্বর ১৮৬৫। (পুনর্মুদ্রিত, জয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত, সংবাদ প্রভাকরে বাংলার পুরাতনী, ভারতবর্ষ, ভাদ্র ১৩৩৯, পৃঃ ৪৫৪।)

৫। (রাজেন্দ্রলাল মিত্র)—মৃণালিনী, রহস্যসন্দর্ভ, পঞ্চম পর্ব, ৫৭ খণ্ড, ১৯২৭ সম্বৎ, পৃঃ ১৪১-১৪৪। (পুনর্মুদ্রিত, মন্মথনাথ ঘোষ, মৃণালিনী, অর্চনা, বৈশাখ ১৩৩২, পৃঃ ১০৫-১০৮।)

৬। Cowell, E. B—A Bengali Historical Novel (Durgeshnandini), Macmillans Magazine, April 1872, pp. 455-460.

৭। (হালিসহর পত্রিকা)—বঙ্গদর্শন ও উত্তররাম-চরিতের সমালোচনা, হালিসহর পত্রিকা, শ্রাবণ ১২৭৯, পৃঃ ২০৩-২১০।

৮। (হালিসহর পত্রিকা)—বঙ্গদর্শনের পঞ্চম খণ্ড ও উত্তর রামচরিত সমালোচনার অভিমত, হালিসহর পত্রিকা, ভাদ্র ১২৭৯, পৃঃ ২৬৬-২৭০।

৯। (Lal Behari Day)—Bisha-Briksha, Bengal Magazine, September 1873, pp. 92-96. (পুনর্মুদ্রিত, Alok Roy, ed.; Nineteenth Century Studies, No. 6, April 1973, pp. 139-142.)

১০। An Amateur Homoeopath—(Shambhu Chandra Mukhopadhyay)—Bisha-Briksha, Mookerjee's Magazine, October 1873, pp. 542-544.

১১। রাজেন্দ্রনাথ দাস-দত্ত—গদ্য মাহাত্ম্য, এডুকেশন গেজেট, ১১ বৈশাখ ১২৮১। (পুনর্মুদ্রিত, সনৎকুমার গুপ্ত, বাংলা সাহিত্যে দুর্গেশনন্দিনী, মাসিক বসুমতী, বৈশাখ ১৩৭২, পৃঃ ১১৯১।)

১২। (হরনাথ ভঞ্জ ?)—(বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়), সুরলোকে বঙ্গের পরিচয়, প্রথম খণ্ড, (প্রথম সংস্করণ সম্বৎ ১৯০২), কলিকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৮২, পৃঃ ২৯-২৭।

১৩। চ. শে. মু. (চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়)—মৃন্ময়ী, জ্ঞানাঙ্কুর, চৈত্র ১২৮১, পৃঃ ২৩২-২৩৮। (দামোদর মুখোপাধ্যায়ের লেখা কপালকুণ্ডলার উপসংহার 'মৃন্ময়ী' উপন্যাসের সমালোচনা।)

১৪। (Hindoo Patriot)—Review : Vigyan Rahasya or, Essays in Bengali on Scientific Subjects Popularly treated

by Bankim Chunder Chatterji, Hindoo Patriot, 17 May 1875, pp. 236-237.

১৫। (তমোলুক পত্রিকা / ত্রৈলোক্যনাথ রক্ষিত)—হরেকরকম, তমোলুক পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ ১২৮২, পৃঃ ৩২। (আলোচিত বিষয়: দুর্গেশনন্দিনী, বঙ্গদর্শনে বৃত্রসংহার সমালোচনা, বঙ্গদর্শনে শিক্ষানবিশের পদ্য সমালোচনা।)

১৬। পূর্ণচন্দ্র বসু—কপালকুণ্ডলা, আর্যদর্শন, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৩, পৃঃ ৬৮-৭৭, আষাঢ় ১২৮৩, পৃঃ ৯৭-১০৫, শ্রাবণ ১২৮৩, পৃঃ ১৬৩-১৭৪, ভাদ্র ১২৮৩, পৃঃ ২০৭-২১৬। (পুনর্মুদ্রিত, কাব্যসুন্দরী, কলিকাতা, শ্রাবণ ১২৮৭, ১ম সং, ২য় সং ১লা আশ্বিন ১৩০৫, পৃঃ ২৮-৮১।)

১৭। অক্ষয়চন্দ্র সরকার—বঙ্গদর্শনের বিদায়, সাধারণী, ২৩ শ্রাবণ ১২৮৩। (পুনর্মুদ্রিত, কালিদাস নাগ সম্পাদিত অক্ষয় সাহিত্য সম্ভার, প্রথমার্ধ, ৭ শ্রাবণ ১৮৮৭ শকাব্দ, পৃঃ ১১৯।)

১৮। (আর্যদর্শন / যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ)—বঙ্গদর্শন (প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা), আর্যদর্শন, শ্রাবণ ১২৮৩, পৃঃ ১৯১-১৯২। (আলোচিত বিষয়: বঙ্গদর্শনের বিদায়।)

১৯। অক্ষয়চন্দ্র সরকার—বঙ্গদর্শনের পুনরাবির্ভাব, সাধারণী, ১১ বৈশাখ ১২৮৪। (পুনর্মুদ্রিত, কালিদাস নাগ সম্পাদিত অক্ষয় সাহিত্য সম্ভার, প্রথমার্ধ, ৭ শ্রাবণ ১৮৮৭ শকাব্দ, পৃঃ ১১৯-১২০।)

২০। পূর্ণচন্দ্র বসু—শৈবলিনী, আর্যদর্শন, বৈশাখ ১২৮৪, পৃঃ ৩৩-৪২, আষাঢ় ১২৮৪, পৃঃ ১২৮-১৩৫। (পুনর্মুদ্রিত, কাব্যসুন্দরী, ১ আশ্বিন ১৩০৫, পৃঃ ৮২-১১০।)

২১। লোকনাথ চক্রবর্তী—শৈবলিনী-চরিত-সমালোচনা, আর্যদর্শন, ভাদ্র ১২৮৪, পৃঃ ২৪১-২৫৫।

২২। পূর্ণচন্দ্র বসু—রজনী, আর্যদর্শন, পৌষ ১২৮৪, পৃঃ ৩৮৫-৩৯৫, চৈত্র ১২৮৪, পৃঃ ৫৫১-৫৫০। (পুনর্মুদ্রিত, কাব্যসুন্দরী, ১ আশ্বিন ১৩০৫, পৃঃ ১১১-১৪৩।)

২৩। শ্রীল (লক্ষ্মীনারায়ণ)—চন্দ্রশেখরে শৈবলিনী, আর্যদর্শন, পৌষ ১২৮৪, পৃঃ ৪০৯-৪১৪। (লোকনাথ চক্রবর্তীর 'শৈবলিনী-চরিত-সমালোচনা' প্রবন্ধের প্রতিবাদ।)

২৪। লোকনাথ চক্রবর্তী—চন্দ্রশেখরে শৈবলিনী। আনুষঙ্গিক পত্র, আর্যদর্শন, পৌষ ১২৮৪, পৃঃ ৪১৪-৪২৩।

২৫। যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ—বিষবৃক্ষ, আর্যদর্শন, ফাল্গুন ১২৮৪, পৃঃ ৪৩৬-৪৮৭। (পুনর্মুদ্রিত, সমালোচনামালা, ১২৯২, পৃঃ ১-৬৭।)

২৬। (যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ)—দলনী বেগম, আর্যদর্শন, আষাঢ়-শ্রাবণ ১২৮৫, পৃঃ ১-১২।

২৭। পূর্ণচন্দ্র বসু বিমলা, আর্যদর্শন, ভাদ্র ১২৮৫, পৃঃ ১৯৩-১৯৯। (পুনর্মুদ্রিত, কাব্যসুন্দরী, কলিকাতা, ১লা আশ্বিন ১৩০৫, পৃঃ ১৪৪-১৫৬।

২৮। বাউল ফকিরচাঁদ বাবাজী—(কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ), বঙ্গীয় সমালোচক (কাব্য), কলিকাতা, ১২৮৭, ১৮ পৃষ্ঠা। (কবিতায় বঙ্কিম বিদূষণ। উদ্দিষ্ট—সমালোচক বঙ্কিম। উপসংহারে কয়েকজন লেখকের প্রতি (১. ডাকহরকরা, ২. কবিতাবলী ২য় খণ্ড, ৩. কবিতা-পুস্তক, ৪. নব-বিভাকর, ৫ ইতর কবিগণ) বাক্‌বাণ বর্ষিত হয়েছে।)

২৯। পূর্ণচন্দ্র বসু—আয়েষা, আর্যদর্শন, আষাঢ় ১২৮৮, পৃঃ ১১৩-১৩১। (কাব্যসুন্দরী, কলিকাতা, ১ আশ্বিন ১৩০৫, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ১৫৭-১৮৯।)

৩০। যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—প্রতাপ, কল্পনা, কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১২৮৮, পৃঃ ৪৭-৫০, পৌষ ১২৮৮, পৃঃ

৯২-৯৪, মাঘ-ফাল্গুন ১২৮৮, পৃঃ ১২৩-১২৭, চৈত্র ১২৮৮, পৃঃ ১৫২-১৫৭।

৩১। লোকনাথ চক্রবর্তী—চন্দ্রশেখর (সমালোচনা), নব্যভারত, অগ্রহায়ণ ১২৯০, পৃঃ ২৯৬-৩১৩।

৩২। বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায়—আনন্দমঠ (সমালোচন), নব্যভারত, মাঘ ১২৯০, পৃঃ ৩৯৩-৪০৮।

৩৩। (চন্দ্রনাথ বসু), (বঙ্কিম সাহিত্য)—পশুপতি-সম্বাদ (১ম সং ১৩৯০), কলিকাতা, ১২৯২, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ১৮-২০, ৪৬-৪৮।

৩৪। ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়—দেবী চৌধুরাণী (সমালোচনা), পাক্ষিক সমালোচক, শ্রাবণ : ২য় পক্ষ, ১২৯১, পৃঃ ২৯৪-৩১৫।

৩৫। পূর্ণচন্দ্র বসু—ধর্ম সম্বন্ধে বঙ্কিমবাবুর মত, আর্যদর্শন, ভাদ্র ১২৯১, পৃঃ ২১৮-২৩৩। (নবজীবনের প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা. 'ধর্মজিজ্ঞাসা' প্রবন্ধের সমালোচনা)।

৩৬। পূর্ণচন্দ্র বসু—মনুষ্য, আর্যদর্শন, আশ্বিন ১২৯১, পৃঃ ২৬৩-২৭৭। (নবজীবনের দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা মনুষ্যত্ব প্রবন্ধের সমালোচনা)।

৩৭। (Hindoo Patriot)—Kapal Kundala, Hindoo Patriot, 25 May 1885, (Review of English Translation published from London, 1885. Tr. H. A. D. Phillips.
P. S. 'Since the above was written we have received a letter from the author of Kapal kundala authorizing and even requesting us to announce that this miserable translation has been published without his authority and even inspite of his prohibitation. Does the refusal to authorise the translation account for the singular introductory essay ?')

৩৮। (নবজীবন / অক্ষয়চন্দ্র সরকার)—ব্রিটিশ ও বঙ্গীয় চিত্রাবলী, নবজীবন, পৌষ ১২৯২, পৃঃ ৩২১-৩৩৫, ফাল্গুন ১২৯২ পৃঃ ৪৭৮-৪৯৩; চৈত্র ১২৯২, পৃঃ ৫৫৯-৫৬৭।
(টেনিসনের Idylls of the king ও বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখর—তুলনামূলক সমালোচনা।)

৩৯। প্যারীমোহন কবিরত্ন—বঙ্গদর্শন (গান), গীতাবলী, কলিকাতা, ১২৯৩ (২য় সংস্করণ), পৃঃ ৮৫-৮৮।
(প্রথম পংক্তি—বঙ্গদর্শনের দর্শনশক্তি চমৎকার)

৪০। (নবজীবন / অক্ষয়চন্দ্র সরকার)—কপালকুণ্ডলা, নবজীবন, জ্যৈষ্ঠ ১২৯৪, পৃঃ ৬৬৮-৬৮০; আষাঢ় ১২৯৪, পৃঃ ৭৪৩-৭৫৬।

৪১। চন্দ্রনাথ বসু—অনন্ত মুহূর্ত, প্রচার, বৈশাখ ১২৯৫, পৃঃ ১১-১৭। (ভ্রমরের মৃত্যুদৃশ্য। পুনর্মুদ্রিত, ত্রিধারা, (প্রথম সংস্করণ মাঘ ১২৯৭), কলিকাতা, ১৩১৪ (২য় সং), পৃঃ ৬-৮।)

৪২। (নবজীবন / অক্ষয়চন্দ্র সরকার)—পশুপতি. নবজীবন, আষাঢ় ১২৯৫, পৃঃ ৭২১-৭৪০।

৪৩। চন্দ্রনাথ বসু—দুইটি চিত্রপটী, প্রচার, ভাদ্র-আশ্বিন ১২৯৫, পৃঃ ২১২-২২০। (ভ্রমর ও সূর্যমুখী। পুনর্মুদ্রিত, ত্রিধারা, পৃঃ ৩০-৩৯।)

৪৪। (হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়)—বাঙ্গালার উপন্যাস লেখক। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কল্পনা, চৈত্র ১২৯৫, পৃঃ ১০-১৫; ঐ। দুর্গেশনন্দিনী, বৈশাখ ১২৯৬, পৃঃ ৭৬-৮০, ঐ। মৃণালিনী ও বিষবৃক্ষ, জ্যৈষ্ঠ ১২৯৬, পৃঃ ১৫০-১৫৮; ঐ। চন্দ্রশেখর ও রজনী, আষাঢ় ১২৯৬, পৃঃ ২১৩-২২০।

৪৫। ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়—(বঙ্কিমসাহিত্য), সাহিত্য মঙ্গল, কলিকাতা, ১২৯৫, পৃঃ ২-৫, ১৩-১৮, ৭১-৭৯, ৮৩-৮৭।

৪৬। দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী—বঙ্কিমচন্দ্র ও ব্রাহ্মধর্ম নব্য-ভারত,কার্তিক ১২৯৬, পৃঃ ৩৭৬-৩৮৩ ; চৈত্র ১২৯৬, পৃঃ ৬৫১-৬৫৬ ; শ্রাবণ ১২৯৭, পৃঃ ২১০-২১৪ ; কার্তিক ১২৯৭, পৃঃ ৩৬০-৩৬৬।

৪৭। B. S. G.—Bankim Chandra Chatterjee as a novelist, The National Magazine, New Series ; February 1890, pp. 41-58.

৪৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—সূর্যমুখী ও কুন্দনন্দিনী, সাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ ১২৯৮, পৃঃ ৭৩-৮০। (পুনর্মুদ্রিত, প্রসঙ্গ কলিকাতা, (১ আষাঢ় ১৩১৯, পৃঃ ৯৩-১০৪।)

৪৯। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—কপালকুণ্ডলা ও মিরাণ্ডা, সাহিত্য, আষাঢ় ১২৯৮, পৃঃ ১০৯-১১৩। (পুনর্মুদ্রিত, প্রসঙ্গ, কলিকাতা, ১ আষাঢ় ১৩১৯, পৃঃ ৮৫-৯২।)

৫০। পঞ্চানন তর্করত্ন—বঙ্কিমবাবুর সমুদ্রযাত্রা, জন্মভূমি, ভাদ্র ১২৯৯, পৃঃ ৫৪৩-৫৪৮। (হিন্দুর সমুদ্রযাত্রা বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমতের সমালোচনা))

৫১। নরেন্দ্রনাথ বসু—তুলনায় সমালোচনা (বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইল : কুন্দনন্দিনী ও রোহিনী), সাহিত্য-কল্পদ্রুম, পৌষ, ১২৯৯, পৃঃ ২০৬-২১৫ ; ফাল্গুন ও চৈত্র ১২৯৯, পৃঃ ২১৭-২২৩।

৫২। শরচ্চন্দ্র সরকার—কৃষ্ণকান্তের উইল সম্বন্ধে কয়েকটি কথা, পুরোহিত, ফাল্গুন ১৩০০, পৃঃ ১৮১-১৮৭।

৫৩। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—কুরুক্ষেত্র ও নব্যভারত, সাহিত্য, ফাল্গুন ১৩০০, পৃ, ৮৫৮-৮৬৮।

৫৪। কামাখ্যামোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—বাঙ্গালা সাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র, সাহিত্য, চৈত্র ১৩০০, পৃ, ৯৫৬-৯৫৭।

৫৫। সরলাদেবী—বঙ্কিমবাবু, ভারতী, চৈত্র ১৩০০ পৃঃ ১-২।

৫৬। দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী—প্রতিভার অবতার বঙ্কিমচন্দ্র, নব্যভারত, বৈশাখ ১৩০১, পৃঃ ৩৩-৪৬।

৫৭। (ভুবনমোহন রায়)—বঙ্কিমচন্দ্র, সখা ও সাথী, বৈশাখ ১৩০১, পৃ, ৩-৬ ; জ্যৈষ্ঠ ১৩০১, পৃঃ ২২-২৩।

৫৮। কৃষ্ণলাল গুপ্ত—বঙ্কিমচন্দ্র, মুকুল, জ্যৈষ্ঠ ১৩০১, পৃঃ ২৯-৩২।

৫৯। ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পূর্ণিমা, জ্যৈষ্ঠ ১৩০১, পৃ, ৩৩-৪১।

৬০। জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়—বঙ্কিমবাবু, নব্যভারত, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩০১, পৃঃ ১০৩-১১৪। (পুনর্মুদ্রিত, প্রবন্ধ লহরী, কলিকাতা ১৩০৩, পৃ, ৮২-১০৫।)

৬১। পাঁচকড়ি ঘোষ—বঙ্কিমচন্দ্রের সৌন্দর্য-সৃষ্টি। মৃণালিনী, অনুসন্ধান, ১৫ আষাঢ় ১৩০১, পৃঃ ২৩৪-২৩৯ ; ২২ আষাঢ় ১৩০১, পৃঃ ২৮৬-২৯১।

৬২। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ভারতী, আষাঢ় ১৩০১, পৃঃ ১৭৫-১৮০।

৬৩। দীনেশচন্দ্র সেন—বঙ্কিমবাবুর কবিতা, সাহিত্য, শ্রাবণ ১৩০১, পৃঃ ২৫৩-২৫৫। (বঙ্কিমচন্দ্রের 'বর্ষার মানভঞ্জন' কবিতা এই রচনায় পুনর্মুদ্রিত।)

৬৪। সিদ্ধেশ্বর রায়—গিরিজায়ার গীত, অনুসন্ধান, ১ ভাদ্র ১৩০১, পৃঃ ৪৬৮-৪৭১ ; ১৫ শ্রাবণ ১৩০২; পৃঃ ২৪৮-২৫৩।

৬৫। D. C. S. (Dinesh Chandra Sen ?)—Bengali Prose and Bankim Chander Chatterjee, The National Magazine, New Series, December 1894, pp. 451-455.

৬৬। যোগেশচন্দ্র মিত্র—দুইটি মুসলমান রমণী, পূর্ণিমা, পৌষ ১৩০১, পৃঃ ২৬১-২৬৮। (আয়েষা ও জেলেখা, দুর্গেশনন্দিনী ও মাধবীকঙ্কণ : তুলনামূলক সমালোচনা।)

৬৭। (বাসনা / জানকীনাথ মুখোপাধ্যায়)—সাহিত্যের কড়ি, বাসনা, চৈত্র ১৩০১, পৃঃ ৩৭৮-৩৮৪।

(১৮৯৩ সালে প্রয়াত কয়েকজন বাঙালী সাহিত্যিক সম্পর্কে আলোচনা। বঙ্কিমপ্রসঙ্গ, পৃঃ ৩৭৯-৩৮১।)

৬৮। হারাণচন্দ্র রক্ষিত—বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিম, জন্মভূমি, বৈশাখ ১৩০২, পৃঃ ২১৭-২৯৭।

৬৯। বীরেশ্বর পাঁড়ে—আধুনিক বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, বৈশাখ ১৩০২, পৃঃ ১৫১-৭৬। (বঙ্কিমচন্দ্র ও হিন্দুর জাতীয় ভাব' সম্পর্কে আলোচনা, পৃ, ৫৯-৭৪।)

*৭০। Haraprasad Shastri—Bankim Chandra Chatterjee, Calcutta University Magazine, May-June 1895, pp. 71-74.

৭১। বোধানন্দ স্বামী সরস্বতী—প্রতিবাদ, নব্যভারত, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩০২, পৃঃ ২৯৭-২৯৮। (হীরেন্দ্রনাথ দত্তের লেখা কুরুক্ষেত্র সমালোচনায় (সাহিত্য আষাঢ় ১৩০২) প্রতিবাদ।)

৭২ কামাখ্যামোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—'কৃষ্ণচরিত্র'-রহস্য, সাহিত্য, কার্তিক ১৩০২, পৃঃ ৪৯৩-৪৯৬। (বোধানন্দ স্বামী সরস্বতীর প্রতিবাদের প্রতিবাদ। বঙ্কিমের 'কৃষ্ণচরিত্র কল্পনা যে সমগ্র বাঙ্গালা সাহিত্যে কৃষ্ণচরিত্র আন্দোলনের প্রথম সূচনা, এবং বঙ্কিমবাবু যে এ কল্পনা সম্বন্ধে সকল বাঙ্গালী লেখকের পূর্বগামী, প্রবন্ধটিতে এই বক্তব্য আলোচিত।)

৭৩। Probodh Chandra Roy—Durgeshnandini : A Study, Calcutta University Magazine, December 1895, pp. 162-165.

৭৪। মধুসূদন সরকার—নৃসিংহাবতার বঙ্কিমচন্দ্র, নব্যভারত, পৌষ ১৩০২, পৃঃ ৪৪৯-৪৫৪।

৭৫। পূর্ণচন্দ্র বসু—বঙ্গসাহিত্যে বিলাতী হিন্দুনারী: সাহিত্যে প্রেম, সাহিত্য-চিন্তা, কলিকাতা, ১৩০৩, পৃঃ ১১৯-১২০।

৭৬। মহেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার—সাহিত্য ও সমাজ অথবা বঙ্কিমবাবুর বিষবৃক্ষ, (সাহিত্য হইতে পুনর্মুদ্রিত), কলিকাতা, ১৩০৩, ৬৪ পৃষ্ঠা।

৭৭। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—প্রফুল্লমুখী, ভারতী, ফাল্গুন ১৩০৪, পৃঃ ৪৮০-৪৮৯।

৭৮। 'ম—' সবজলতা—(চরিত্র-সমালোচন), বামাবোধিনী পত্রিকা, চৈত্র ১৩০৪, পৃঃ ৪৬০-৩৬৫।

৭৯। শৈলেন্দ্রনাথ সরকার—বিষবৃক্ষ—অনুশীলন, প্রয়াগ, জানুয়ারী ১৮৯৯, পৃঃ ৮-২০। কৃষ্ণকান্তের উইল—অনুশীলন, প্রয়াগ, ফেব্রুয়ারী ১৮৯৯, পৃঃ ৮৭-১০০।

৮০। গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী—প্রফুল্লমুখী (প্রতিবাদ), নব্যভারত, ভাদ্র ১৩০৫, পৃঃ ২৬৭-২৭৩। (হীরেন্দ্রনাথ দত্তের ভারতীতে প্রকাশিত প্রবন্ধের প্রতিবাদ।)

৮১। সরলা দেবী—ঐতিহাসিক চিত্র ও বঙ্কিমবাবু, প্রদীপ, শ্রাবণ ১৩০৬, পৃঃ ২৮০-১৮২।

৮২। শৈলেন্দ্রনাথ সরকার - চন্দ্রশেখর—অনুশীলন, প্রয়াগ, জানুয়ারী ১৯০০, পৃঃ ১৮-৩১। রাজসিংহ - অনুশীলন, প্রয়াগ, আগষ্ট ১৯০০, পৃঃ ৪৬৩-৪৭৭।

৮৩। A. K. S.—Bisha Briksha or The Poison Tree, The National Magazine, New Series, January 1901, pp. 36-40.

৮৪। রামমোহন চক্রবর্তী—রাজসিংহ (সমালোচনা), নবপ্রভা, চৈত্র ১৩০৭, পৃঃ ৭৯-৮২।

৮৫। শৌরীন্দ্রমোহন গুপ্ত—বঙ্কিমবাবুর প্রভাব, সমালোচনী, বৈশাখ ১৩০৯, পৃঃ ১১৩-১২৪। যুগচিত্র, সমালোচনী, শ্রাবণ ১৩০৯, পৃঃ ২৫৯-২৬৯। (দাস্যিজারেখন ও রাজসিংহ—তুলনামূলক আলোচনা।)

৮৬। বীরেশ্বর গোস্বামী (অতুলচন্দ্র ঘোষ)—কুন্দ, সূর্যমুখী ও কমল, সমালোচনী, অগ্রহায়ণ ১৩০৯, পৃঃ ৪০১-৪৫০।

৮৭। হেমচন্দ্র বসু—বঙ্কিমচন্দ্র, সাহিত্য, ফাল্গুন ১৩০৯, পৃঃ ৬৮০-৭১৪।

৮৮। নিত্যকৃষ্ণ বসু—(বঙ্কিম সাহিত্য), সাহিত্যসেবকের ডায়েরী, সাহিত্য, আষাঢ় ১৩১০, পৃঃ ১৫৮; অগ্রহায়ণ ১৩১০, পৃঃ ৪৬৪-৪৮১।

৮৯। বিনোদলাল মজুমদার—কুন্দনন্দিনীর স্বপ্ন, প্রদীপ, অগ্রহায়ণ ১৩১০, পৃঃ ৩০০-৩০৪।

৯০। প্রমথনাথ সেন—মৃণালিনী চরিত্র, ভারতী, অগ্রহায়ণ ১৩১২, পৃঃ ৭৬৪-৭৮৯।

৯১। জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়—আনন্দমঠ ও স্বদেশপ্রেম, বঙ্গদর্শন (নব পর্যায়), আষাঢ় ১৩১৩, পৃঃ ৯৯-১০৫।

৯২। জানকীনাথ গুপ্ত—সূর্যমুখী ও কুন্দনন্দিনী, বাণী, ভাদ্র ১৩১৩, পৃঃ ৩২৮-৩৩৭।

৯৩। জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়—বঙ্কিমচন্দ্র ও স্বদেশীভাব, বঙ্গদর্শন (নবপর্যায়), আশ্বিন ১৩১৩, পৃঃ ২৬৯-২৭৭। বঙ্কিমবাবু ও স্বদেশী ইতিহাস; বঙ্গদর্শন (নবপর্যায়); কার্তিক ১৩১৩, পৃঃ ৩৬৯-৩৭৬।

৯৪। নিশিকান্ত সেন—সীতারাম উপন্যাসের কবিত্ব, বাণী, কার্তিক ১৩১৩, পৃঃ ১৫৫-১৬৩।

৯৫। প্রমথনাথ সেন—চন্দ্রশেখর চরিত্র, সাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৪, পৃঃ ৯২-১০৫।

৯৬। গোলোকবিহারী মুখোপাধ্যায়—কৃষ্ণকান্তের উইল, ভারতী, শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩১৪, পৃঃ ৩১৯-৩২৫।

৯৭। বীরেশ্বর গোস্বামী (অতুলচন্দ্র ঘোষ)—সত্যানন্দ সাহিত্য, অগ্রহায়ণ ১৩১৪, পৃঃ ৪৭২-৫৮৪; পৌষ ১৩১৪. পৃঃ ৫২৮-৫৩২

৯৮ প্রমথনাথ সেন—গিরিজায়া, সাহিত্য, মাঘ ১৩১৪, পৃঃ ৫৭৪-৫৮৭।

৯৯। মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আনন্দমঠ; বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১৩১৫, পৃঃ ৮-১৬।

১০০। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ—বঙ্কিমচন্দ্র ও বাঙ্গালার ইতিহাস, সাহিত্য, ভাদ্র ১৩১৫, পৃঃ ২৪২-২৫০।

১০১। গোলোকবিহারী মুখোপাধ্যায়—কপালকুণ্ডলা, বঙ্গদর্শন, (নবপর্যায়) কার্তিক ১৩১৫, পৃঃ ৩৭৫-৩৭৯।

১০২। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ—ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র, সাহিত্য, কার্তিক ১৩১৪, পৃঃ ৩৫৪ ৩৬৩।

১০৩। লোকনাথ চক্রবর্তী—কৃষ্ণকান্তের উইল (সমালোচনা), বঙ্গদর্শন (নবপর্যায়), অগ্রহায়ণ ১৩১৫, পৃঃ ৪২০-৪২৯, পৌষ ১৩১৫; পৃঃ ৪৬৫-৪৭২।

১০৪। সুরেশচন্দ্র সেন—বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সম্প্রদায়, কলিকাতা, ১৯০৯, (ভূমিকার তারিখ পৌষ ১৩১৫), পৃঃ ৩৯-৫৯।

১০৫। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ—বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্গভাষা, মানসী, বৈশাখ ১৩১৬, পৃঃ ৯৭-১০৬। বিদেশে বঙ্কিমচন্দ্র, সাহিত্য, বৈশাখ ১৩১৬, পৃঃ ১-১৭।

১০৬। লোকনাথ চক্রবর্তী—ভ্রমর (কৃষ্ণকান্তের উইল), বঙ্গদর্শন (নব পর্যায়), বৈশাখ ১৩১৬, পৃঃ ২৩-৩৬। ভ্রমর প্রসঙ্গ, বঙ্গদর্শন (নবপর্যায়), জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬, পৃঃ ৬৮-৮৩।

১০৭। নির্মলচন্দ্র চন্দ্র—দুর্গেশনন্দিনীর বঙ্কিমচন্দ্র, নব্যভারত, আষাঢ় ১৩১৬, পৃঃ ১৩৭-১৪৪; শ্রাবণ ১৩১৬, পৃঃ ২০৯-২১৩।

১০৮। সুরেশচন্দ্র নন্দী—শান্তি (আলোচনা)। প্রথম প্রস্তাব, যমুনা, আশ্বিন ১৩১৬, পৃঃ ১৬২-১৬৩।

১০৯। যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—বঙ্কিমচন্দ্রের দিগ্গজ চরিত্র, জন্মভূমি, কার্তিক, ১৩১৬, পৃঃ ২৩৫-২৪৫।

১১০। বিপিনচন্দ্র পাল—বন্দেমাতরম্, ধর্ম, ১১ মাঘ ১৩১৬, পৃঃ ৫-৮; ১৮ মাঘ ১৩১৬, পৃঃ ৫-৭; ২৫ মাঘ ১৩১৬, পৃঃ ৬-৮।

১১১। কালীকুমার সিংহ—শৈবলিনী, যমুনা, মাঘ ১৩১৬, পৃঃ ৩১৭-৩২০।

১১২। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—বঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র, মানসী, বৈশাখ ১৩১৭, পৃঃ ১৪১-১৪৬।

১১৩। যতীশচন্দ্র বসু—ভ্রমর, জন্মভূমি, বৈশাখ ১৩১৭, পৃঃ ১৫-২৩; জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭, পৃঃ ৬৭-৭১, শ্রাবণ ১৩১৭, পৃঃ ১৫৩-১৫৫।

১১৪। সুরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী—কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের উদ্দেশ্য, নব্যভারত, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭, পৃঃ ৭৫-৮১।

১১৫। জিতেন্দ্রলাল বসু—বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্গদর্শন, আষাঢ় ১৩১৭, পৃঃ ১১০-১২৩, শ্রাবণ ১৩১৭, পৃঃ ১৬৯-১৮০।

১১৬। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—বঙ্গভাষায় বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ, বাণী, আশ্বিন ও কার্তিক ১৩১৭, পৃঃ ৩৭৫-৩৮০।

১১৭। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—বাংলা সাহিত্যের ক্রমোন্নতি ও বঙ্কিমচন্দ্র, মানসী, কার্তিক ১৩২১, পৃঃ ৪১৭-৪৩৯।

১১৮। লোকনাথ চক্রবর্তী—বিষবৃক্ষ, বঙ্গদর্শন, মাঘ ১৩১৭, পৃঃ ৪৯৭-৫১১।

১১৯। লোকনাথ চক্রবর্তী—সূর্যমুখী, বঙ্গদর্শন, ফাল্গুন ১৩১৭, পৃঃ ৫৬৫-৫৭৮।

১২০। সীতারাম বন্দ্যোপাধ্যায়—কুন্দনন্দিনী, যমুনা, ফাল্গুন ১৩১৭, পৃঃ ৩৯৫-৩৯৮।

১২১। প্রফুল্লকুমার সরকার—সমাজসংস্কারে বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্গদর্শন (নবপর্যায়), আষাঢ় ১৩১৮, পৃঃ ১২৯-১৫১। (পুনর্মুদ্রিত, নকুল চট্টোপাধ্যায় সংকলিত ও সম্পাদিত. প্রফুল্লকুমার সরকারের প্রবন্ধ সংগ্রহ, কলিকাতা, শ্রাবণ ১৩৭৬, পৃঃ ১-২৯।)

১২২। লোকনাথ চক্রবর্তী—বিষবৃক্ষের কয়েকটি চিত্র। কুন্দনন্দিনী, বঙ্গদর্শন (নবপর্যায়), কার্তিক ১৩১৮, পৃঃ ৪৪৬-৪৫৩।

১২৩। প্রফুল্লকুমার সরকার—নীতিশিক্ষায় বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্গদর্শন, মাঘ ১৩১৮, পৃঃ ৪৬৫-৫৭৬, ফাল্গুন ১৩১৮, পৃঃ ৬৭০-৬৭৮; চৈত্র ১৩১৮, পৃঃ ৬৯৯-৭১১। (পুনর্মুদ্রিত, নকুল চট্টোপাধ্যায় সংকলিত ও সম্পাদিত প্রফুল্লকুমার সরকারের প্রবন্ধ সংগ্রহ, কলিকাতা, শ্রাবণ ১৩৭৬, পৃঃ ৩০-৬০।)

১২৪। লোকনাথ চক্রবর্তী—কমলমণি (বিষবৃক্ষ), বঙ্গদর্শন (নবপর্যায়), জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯, পৃঃ ৮৬-৮৯।

১২৫। হরিহর ভট্টাচার্য—রত্নাবলী ও বিষবৃক্ষ, অর্চনা, ভাদ্র ১৩১৯, পৃঃ ২৫৫-২৫৯; আশ্বিন ১৩১৯, পৃঃ ২৮৯-২৯১; কার্তিক ১৩১৯, পৃঃ ৩২৯-৩৩৭।

১২৬। লোকনাথ চক্রবর্তী—নগেন্দ্রনাথ (বিষবৃক্ষ), বঙ্গদর্শন (নবপর্যায়), আশ্বিন ১৩১৯, পৃঃ ৩৬৩-৩৬৭। বিষবৃক্ষ (দেবেন্দ্রনাথ ও হৈমবতী), বঙ্গদর্শন (নবপর্যায়), অগ্রহায়ণ ১৩১৯, পৃঃ ৪৯৭-৪৯৯।

১২৭। অমরেন্দ্রনাথ রায়—অক্ষয়চন্দ্রের 'প্রায়শ্চিত্ত', অর্চনা, চৈত্র ১৩১৯, পৃঃ ৬৬-৭৩। (অক্ষয়চন্দ্র সরকারের প্রায়শ্চিত্ত প্রবন্ধের প্রতিবাদ। আলোচিত বিষয়: বঙ্কিমের বঙ্গপ্রীতি।)

১২৮। শরচ্চন্দ্র ঘোষাল—বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহ, অর্চনা, কার্তিক ১৩২০, পৃঃ ৩৩৭-৩৪৯। কৃষ্ণকান্তের উইল, ভারতবর্ষ, অগ্রহায়ণ ১৩২০, পৃঃ ৮১৫-৮২১। বঙ্কিমচন্দ্রের রাধারাণী, সঙ্কল্প, ভাদ্র ১৩২১, পৃঃ ৩৫-৩৮।

১২৯। রামসহায় কাব্যতীর্থ—অমর (সমালোচনা), অর্চনা, ভাদ্র ১৩২১, পৃঃ ২৯৫-৩০১।

১৩০। ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—সতীন ও সংখ্যা। তৃতীয় প্রবন্ধ (বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যায়িকাবলি অবলম্বনে), ভারতবর্ষ, কার্তিক ১৩২১, পৃঃ ৭৮২-৮০৭।

১৩১। শরচ্চন্দ্র ঘোষাল—সীতারামের ক্রমবিকাশ, ভারতবর্ষ, কার্তিক ১৩২১, পৃঃ ৮২৩-৮৩৪; অগ্রহায়ণ ১৩২১, পৃঃ ১০৭১-১০৮০; ফাল্গুন ১৩২১, পৃঃ ৪৫৮-৪৬৬।

১৩২। অপূর্বকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—সতীন ও সংখ্যা (প্রতিবাদ), ভারতবর্ষ, অগ্রহায়ণ ১৩২১, পৃঃ ১১২৬-১১২৭।

[ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাংখ্যিক প্রবন্ধের প্রতিবাদ]।

১৩৩। শরচ্চন্দ্র ঘোষাল—রজনীর ক্রমবিকাশ, সঙ্কল্প, পৌষ ১৩২১, পৃঃ ৬২৩-৬২৯; মাঘ ১৩২১, পৃঃ ৬৪৫-৬৬৫।

১৩৪। ক্ষেত্রলাল সাহা—লবঙ্গলতা, সুপ্রভাত, মাঘ ১৩২১, পৃঃ ২৯৬-৩০২।

১৩৫। কালিদাস মল্লিক—বঙ্কিমচন্দ্রের সীতারাম, ভারতবর্ষ, বৈশাখ ১৩২২, পৃঃ ৮৩১-৮৪১। [সীতারামের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা]

১৩৬। ক্ষেত্রলাল সাহা—বঙ্কিমের একছত্র, সুপ্রভাত, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩২২, পৃঃ ৪৪৯-৪৫১।

১৩৭। ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—বঙ্কিমচন্দ্রের আধ্যাত্মিকাবলি, ভারতবর্ষ, আষাঢ় ১৩২২, পৃঃ ৬-১১। ঐ [বঙ্কিমচন্দ্রের আধ্যাত্মিকাবলি অবলম্বনে], ভারতবর্ষ, শ্রাবণ ১৩২২, পৃঃ ২৬৪-২৮২; ভাদ্র ১৩২২, পৃঃ ৫০১-৫২২।

১৩৮। বিজয়রত্ন মজুমদার—বঙ্কিমের উপন্যাসে হাস্যরস, মর্মবাণী, ১৬ ভাদ্র ১৩২২, পৃঃ ১২৫-১২৯।

১৩৯। অমরেন্দ্রনাথ রায়—বঙ্কিম ও বাঙালী, অর্ঘ্য, আশ্বিন ১৩২২, পৃঃ ২৫১-২৫৫।

১৪০। অমরেন্দ্রনাথ রায়—কৃষ্ণ চরিত্র, অর্চনা, কার্তিক ১৩২২, পৃঃ ৩৫৫-৩৫৯। [কৃষ্ণ চরিত্র প্রসঙ্গে শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লেখা চিঠির প্রতিলিপি সহ]

১৪১। যতীন্দ্রকুমার লাহা—কুন্দনন্দিনীর স্বপ্ন, অর্চনা, মাঘ ১৩২২, পৃঃ ৪৫৩-৪৫৮।

১৪২। বিজয়চন্দ্র মজুমদার—বঙ্কিমচন্দ্রের লিপিরীতি বনাম সবুজপত্র, ভারতী, বৈশাখ ১৩২৩, পৃঃ ৮৫-৯০।

১৪৩। শরচ্চন্দ্র ঘোষাল—বঙ্কিমচন্দ্রের শিশু চরিত্র, ভারতবর্ষ, শ্রাবণ ১৩২৩, পৃঃ ২৬৭-২৭৩।

১৪৪। আমোদর শর্মা—[ললিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়] বঙ্কিম চর্চা (বাজে কথা), ভারতবর্ষ, আশ্বিন, ১৩২৩, পৃঃ ৫৩৭-৫৪১।

১৪৫। প্রমথ চৌধুরী—বঙ্কিমচন্দ্রের লিপিরীতি বনাম সবুজপত্র (কৈফিয়ৎ), ভারতী, কার্তিক ১৩২৩, পৃঃ ৭৫৪-৭৫৯।

১৪৬। বটুকনাথ ভট্টাচার্য বঙ্কিম-প্রতিভা, ভারতবর্ষ, অগ্রহায়ণ ১৩২৩, পৃঃ ৯০৫-৯০৯; পৌষ ১৩২৩, পৃঃ ১২৪-১২৭; মাঘ ১৩২৩, পৃঃ ২৩৭-২৪১।

১৪৭। ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়—বঙ্কিমচন্দ্রের কথা, অর্ঘ্য, অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩২৩, পৃঃ ২৯২-২৯৯।

১৪৮। বিজয়চন্দ্র মজুমদার বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে, ভারতী, পৌষ, ১৩২৩, পৃঃ ৯১০-৯১১। (প্রমথ চৌধুরীর 'বঙ্কিমচন্দ্রের লিপিরীতি বনাম সবুজপত্র (কৈফিয়ৎ)' প্রবন্ধের প্রতিবাদ।)

১৪৯। প্রমথ চৌধুরী—বাগর্থ প্রতিপত্তয়ে, ভারতী, পৌষ ১৩২৩, পৃঃ ৯১১-৯১২। [বিজয়চন্দ্র মজুমদারের সমনামিক প্রবন্ধের প্রতিবাদ]।

১৫০। গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—কপালকুণ্ডলার কাব্য-সৌন্দর্য, অর্ঘ্য, কার্তিক ১৩২৪, পৃঃ ৩৬৭ ৩৮১।

১৫১। রামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী কাব্যতীর্থ—গোবিন্দলাল-চরিত্র, অর্চনা, চৈত্র ১৩২৪, পৃঃ ৬৮-৭১; বৈশাখ ১৩২৫, পৃঃ ৮৭-৯৪।

১৫২। ক্ষীরোদবিহারী চট্টোপাধ্যায় কপালকুণ্ডলা ও মিরাণ্ডা, ভারতবর্ষ, অগ্রহায়ণ ১৩২৫, পৃঃ ৭৩২-৭৪১।

১৫৩। দেবেন্দ্রনাথ বসু—কুন্দনন্দিনী, ভারতবর্ষ, মাঘ ১৩২৫, পৃঃ ১৭১-১৭৯।

১৫৪। Haripada Ghosal—Bankim Chandra Chatterjee, The Indian Review, April 1919, pp. 257-264.

১৫৫। ক্ষীরোদবিহারী চট্টোপাধ্যায়—মতিবিবি, মানসী ও মর্মবাণী, বৈশাখ ১৩২৬, পৃঃ ২৭৩-২৮১।

১৫৬। পরমেশপ্রসন্ন রায় বিদ্যানন্দ—দুর্গেশনন্দিনী নিকেতন, প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬, পৃঃ ১২৯-১৩৪।

১৫৭। অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত—বঙ্কিমচন্দ্র, প্রতিভা, ভাদ্র ১৩২৬, পৃঃ ২০৭-২১২; আশ্বিন ১৩২৬, পৃঃ ২২১-২২৮।

কপালকুণ্ডলা, ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন, আশ্বিন ১৩২৬, পৃঃ ৭৪-৮৭।

১৫৮। কিরণশঙ্কর রায়—আনন্দমঠ, সবুজপত্র, কার্তিক ১৩২৬, পৃঃ ৪০৩-৪২৩।

(দ্রষ্টব্য ৬১ পৃঃ)

পুস্তক আলোচনা

[এ বিভাগে নিয়মিতভাবে গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান এবং বিভিন্ন রেফারেন্স বইয়ের আলোচনা প্রকাশিত হবে। প্রকাশক ও লেখকদের কাছে অনুরোধ, আলোচনার জন্য তাঁরা যেন দু'কপি বই সম্পাদকীয় দপ্তরে জমা দেন। 'পুস্তক আলোচনা' বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হলেন : প্রদীপ চৌধুরী। —সম্পাদক, গ্রন্থাগার]

শরৎ-রচনাপঞ্জী। শ্রীদীপক গোস্বামী সংকলিত। কলকাতা, মৌসুমী প্রকাশনী, ভাদ্র ১৩৮২। ৬৫ পৃঃ। ৬·০০ টাকা।

যে কোন বিষয় সম্পর্কে বিশেষভাবে গবেষণা ও পড়াশুনা করতে হলে, সেই বিষয় সম্পর্কিত গ্রন্থপঞ্জি অপরিহার্য। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে এখনো গবেষক ও পাঠকেরা গ্রন্থপঞ্জি সম্পর্কে অন্যান্য দেশের তুলনায় ততটা সচেতন নন। —গ্রন্থপঞ্জি প্রণয়ন-কৌশল যাঁরা আয়ত্ত করেছেন তাঁরাও এ কাজে বিশেষভাবে সক্রিয় বলে মনে হয় না। সুতরাং স্বাভাবিক কারণেই বাংলা গ্রন্থপঞ্জির সংখ্যা খুবই নগণ্য। এবং অপ্রিয় হলে-ও স্বীকার করতে হবে, দু'একটি ছাড়া বাংলা ভাষায় কোন উল্লেখযোগ্য গ্রন্থপঞ্জি রচিত হয়নি। এদিক থেকে বিচার করলে, দীপক গোস্বামীর 'শরৎ-রচনাপঞ্জী' উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

সাহিত্য সাধক চরিতমালার ৪র্থ খণ্ডে ১৩৫১ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়'—অংশে সর্বপ্রথম শরৎচন্দ্রের রচনাপঞ্জি প্রকাশিত হয়। তারপর যে বইটির নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়, তা' হলো ১৩৭০ সনে প্রকাশিত অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল রচিত 'শরৎচন্দ্রের গ্রন্থ বিবরণী'। প্রসঙ্গতঃ বলা যেতে পারে, দীপকবাবুর 'শরৎ-রচনাপঞ্জী' প্রণয়নে অবিনাশবাবুর বইটির ভূমিকা অপরিসীম।

দীপক গোস্বামীর 'শরৎ রচনাপঞ্জী' প্রথম প্রকাশিত হয় চতুষ্কোণ (শরৎজন্মশতবার্ষিকী সংখ্যা ১৩৮২) পত্রিকায়। বই আকারে প্রকাশ করার সময় কিছু কিছু সংশোধনও সংযোজন করা হয়েছে। বলাবাহুল্য, বইটি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকেই সংকলিত। সমগ্র রচনাপঞ্জিকে চারভাগে ভাগ করা হয়েছে।—

(১) রচনা সম্পর্কিত তথ্য পর্যালোচনা এবং রচনাপঞ্জি বিন্যাসের আলোচনা ; (২) শরৎচন্দ্রের প্রকাশিত বইগুলির প্রথম সংস্করণের কালানুক্রমিক গ্রন্থপঞ্জি। এবং প্রত্যেকটি বইকে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করার জন্য ক্রমিক নির্দেশ সংখ্যা (identification number) দেওয়া হয়েছে ; (৩) বিষয়ানুক্রমিক রচনাপঞ্জি (subject bibliography) সংকলিত হয়েছে। বিষয় শিরোনামগুলি বর্ণানুক্রমিক ভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে। (৪) সম্পূর্ণ রচনার বর্ণানুক্রমিক সূচী।

বোঝা যাচ্ছে, দীপকবাবু যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করে পঞ্জি তৈরী করেছেন। তবু গবেষক এবং গ্রন্থাগারিকরা আরও একটু বেশি তথ্য সংকলকদের কাছে আশা করে থাকেন। তা'হলো—(১) প্রতিটি বইয়ের বিভিন্ন সংস্করণের বিবরণ ও পাঠভেদের (যদি কিছু থাকে) উল্লেখ ; (২) কোন বইয়ের নাট্যরূপ, চিত্ররূপ, ছোটদের সংস্করণ, পরবর্তীকালে নানা ধরণের রচনা সংকলন, অন্যান্য ভাষায় অনুবাদের তথ্য, দিনলিপি, টেপরেকর্ড ইত্যাদি। এ পঞ্জির মাধ্যমে সে আশা মেটানো সম্ভব নয়। তা ছাড়া, লিখন সংখ্যা ১৩৪ এবং ১৭৭-এ শরৎচন্দ্রের 'আমার কথা' উল্লেখিত হয়েছে বটে কিন্তু যে 'আমার কথা' ১৩২৯ সনে 'ধূমকেতু' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল তার উল্লেখ কোথায় ? শরৎচন্দ্রের ৫৩-তম জন্মদিনে প্রদত্ত 'প্রতি ভাষণ' লিখন সংখ্যা ৫৪ এবং ১৫৯-এ উল্লেখিত হলেও এই 'প্রতিভাষণ' 'আমার মনের কথা' নামে 'মাসিক মোহাম্মদী' (১৩৩৫) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল কিনা দেখলে ভালো হতো। এছাড়া, শরৎচন্দ্রের 'তুফান মেয়ে'-র স্থান রচনাপঞ্জিতে হয়নি। অবশ্য প্রশ্ন উঠতে পারে, কোন রচনাপঞ্জি ব্যাপকভাবে স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে পারে কিনা। সেদিক থেকে বিচার করে একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, বাংলা সাহিত্যের পাঠক ও গবেষক এবং শরৎচন্দ্রের অনুরাগীরা এই রচনাপঞ্জির দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।

প্রদীপ চৌধুরী

সম্প্রতি নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের বর্ণানুক্রমিক তালিকা (২/২)

প্রতিমাসের মত এমাসেও সাম্প্রতিক প্রকাশিত কিছু বাংলা গ্রন্থের বর্ণানুক্রমিক তালিকা নিয়ে লিপিবদ্ধ করা গেল। আরো বেশ কিছু গ্রন্থের পরিচয় দেওয়া বাকী রয়ে গেল—আশা করাযায়, আগামী সংখ্যায় সেগুলি সংযোজিত হবে।

—অচিন্ত্য মল্লিক।

১। **আবু সয়ীদ আইয়ুব** ; অনুবাদক। **গালিবের গজল থেকে**। কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৭৬। ১৪২ পৃঃ। মূল্য ৮.০০।

[গালিবের গজলের একটি সুন্দর ও প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ। সাথে কবি-পরিচিতি সংযোজিত]

২। **কানাইলাল ঘোষ**। **গোমুখী গঙ্গার উৎস-মুখে** (প্রথম খণ্ড)। কলকাতা, দি প্রকাশনী ; ৮২, গোপী-মোহন দত্ত লেন, ১৯৭৫ ডিসেম্বর। ২৯৬ পৃঃ। মূল্য ১৫.০০।

৩। **জগবন্ধু ভট্টাচার্য্য**। **মহাকাশ মহাকাল**। কলকাতা, রামায়ণী প্রকাশ ভবন, ১৯৭—। ২৬০ পৃঃ। মূল্য ২০.০০।

[বাঙালাভাষায় মহাকাশ বিজ্ঞান সম্পর্কিত বেশ কিছু প্রামাণ্য গ্রন্থের অন্যতম আকর্ষণীয় গ্রন্থ এইটি]

৪। **জয়দেব**। **জয়দেবের গীতগোবিন্দ** : অনুবাদক, রমেশ্বর হাজরা। কলকাতা, চিরন্তনী প্রকাশ ভবন, ১৯৭৬। ১১৫ পৃঃ। মূল্য ৮.৫০।

৫। **নরেশ গুহ**। **তাতার সমুদ্র ঘেরা**। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স। ১৯৭৬। ৬০ পৃঃ। মূল্য ৪.০০।

[কাব্যগ্রন্থ]

৬। **নারায়ণ সান্যাল**। **নক্ষত্রলোকের দেবতাত্মা**। কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৯৭৬। ২২২ পৃঃ। মূল্য ১৪.০০।

[পরিচিত সাহিত্যিকের কলমে, মহাকাশ বিজ্ঞান ও মহাশূন্যের গভীর রহস্যের সন্ধানে, অনুরূপ একটি বিজ্ঞান-ভিত্তিক রচনা]।

৭। **নিরঞ্জন হালদার** ; সম্পাদিত। **সুধীন্দ্রনাথ**। কলকাতা, রামায়ণী প্রকাশ ভবন, ১৯৭৫। ২৮৮ পৃঃ। মূল্য ২০.০০।

[বর্ণিত কবির সাহিত্যিক জীবনীগ্রন্থ]।

৮। **নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী**। **কবিতার দিকে ও অন্যান্য রচনা**। কলকাতা, রামায়ণী প্রকাশ ভবন, ১৯৭৬। ২২৬ পৃঃ। মূল্য ১৬.০০।

[সাহিত্য চিন্তার পথে, বহু পরিচিত কবির মননশীল বিশ্লেষণ]।

৯। **নীরোদ রায়**। **ফটোগ্রাফি**। কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৭৬। ১০০ পৃঃ। মূল্য ৮.০০।

[বাংলাভাষায় ফোটোগ্রাফি সম্পর্কে সচিত্র একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ। গ্রন্থকার নিজে প্রথিতযশা ক্যামেরা শিল্পী।]

১০। **প্রেমেন্দ্র মিত্র**। **প্রেমেন্দ্র-রচনাবলী**। ১ম খণ্ড। কলকাতা, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিঃ, মার্চ ১৯৭৬। ৫৮২ পৃঃ। মূল্য ২০.০০।

১১। **বাণী রায়**। **প্রেমের যৎকিঞ্চিৎ**। কলকাতা, রামায়ণী প্রকাশ ভবন, ১৯৭৬। ২৯৫ পৃঃ। মূল্য ২০.০০।

[ছোট গল্পের সুন্দর একটি সংগ্রহ]।

১২। **বেদুইন**। **পাঁচমহল**। কলকাতা, বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস, মে ১৯৭৬। ১৬৩ পৃঃ। মূল্য ৮.০০।

[উপন্যাস]

১৩। **যজ্ঞেশ্বর রায়**। **কাউন্ট**। কলকাতা, চিরন্তনী প্রকাশ ভবন, ১৯৭৬। ১৭৩ পৃঃ। মূল্য ১২.০০।

[কিংবদন্তীর নায়ককে নিয়ে মৌলিক বাংলা উপন্যাস]।

১৪। **রমেশ সরকার**। **শরৎ সাহিত্যে শরৎ-চন্দ্র ও প্রসঙ্গত**। কলকাতা, প্রান্তিক সাহিত্য চক্র, ১৯৭৬। ১১৬ পৃঃ। মূল্য ১০.০০।

[শরৎ সাহিত্য আলোচনা ও সমালোচনা]।

১৫। **শিবকালী ভট্টাচার্য্য। চিরঞ্জীব বনৌষধি।** কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স। ১৯৭৬। ৩৬১ পৃঃ। মূল্য ২৫.০০।

[আয়ুর্বেদ শাস্ত্রানুমোদিত বিভিন্ন ভেষজ বনৌষধির বিস্তৃত বিবরণ ও তাদের উপকারিতার বিশদ ব্যাখ্যা।]

১৬। **শক্তিপদ রাজগুরু। কখন অন্যমনে।** কলকাতা বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস, মে ১৯৭৬। ১৪৬ পৃঃ। মূল্য ৮.০০। [উপন্যাস]

১৭। **সন্তোষকুমার ঘোষ। জল নদী পাখি।** কলকাতা। রামায়ণী প্রকাশ ভবন, ১৯৭৬। ১২৬ পৃঃ। মূল্য ৮.০০। [উপন্যাস]।

১৮। **সত্যজিৎ রায়। আরো এক ডজন।** কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স। এপ্রিল ১৯৭৬। ১৭৭ পৃঃ। মূল্য ১০.০০। [ছোট গল্প]।

১৯। **সমর দত্ত। নিজস্ব নির্জনে।** কলকাতা করুণা প্রকাশনী ১৯৭৬। ১০৫ পৃঃ। মূল্য ৬.৫০।

[ছোট গল্পের সংগ্রহ]

২০। **সুভাষ মুখোপাধ্যায়। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা।** কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৭৬। ১৭৬ পৃঃ। মূল্য ১০.০০।

২১। **সুরেন্দ্র মহান্তি। নীল শৈল।** অনুবাদক : জ্যোতিরিন্দ্রমোহন জোয়ারদার ও রামচরণ মিত্র। নিউ দিল্লী, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট ইণ্ডিয়া ১৯৭৬। ৩০০ পৃঃ।

[ওড়িয়া উপন্যাসের বঙ্গানুবাদ]।

২২। **সুশীলকুমার গুপ্ত। আমি যাত্রী।** কলকাতা, রামায়ণী প্রকাশ ভবন, ১৯৭৬। ১২০ পৃঃ। মূল্য ১০.৫০।

[ভ্রমণ কাহিনী]।

২৩। **সৈয়দ মুজতবা আলী। পরিবর্তনে অপরিবর্তনীয়।** কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৯৭৬। ১৪০ পৃঃ। মূল্য ৯.০০।

[পরলোকগত রসিক কথাসাহিত্যিকের শেষতম অপ্রকাশিত রচনা]।

পরিষদ কথা

ইউ জি সি বেতনক্রমের সুপারিশ

ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রকের নিকট কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতনক্রম সম্পর্কিত সেন কমিটির সুপারিশ সমূহ সত্বর প্রকাশের জন্য পরিষদের পক্ষ থেকে ২৩।৪।৭৬ তাং যে পত্র প্রেরণ করা হয়েছিল, তার উত্তরে সরকারের পক্ষ থেকে ৪।৫।৭৬ তারিখে পত্রে জানানো হয়েছে যে, বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে।

পরিষদ ভবনে শ্রীমতী মোজেলি আইজাক

গত ৩১ মে '৭৬ তাং সন্ধ্যা ৬-৩০ মিঃ সময়ে অস্ট্রেলিয়ার সিডনী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সহ গ্রন্থাগারিকা শ্রীমতি মোজেলি আইজাক (Mozelle Isaac) 'অস্ট্রেলিয়ার গ্রন্থাগার ব্যবস্থা' সম্পর্কে আলোচনা করেন। আলোচনার শেষে শ্রীমতি আইজাক বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বর্তমান কার্যক্রম সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, শ্রীমতি আইজাক বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সার্টিফিকেট কোর্স এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ. লিব. কোর্স পাশ করার পর সিডনী বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। শ্রীমতি আইজাক ১১।৫।৭৬ তাং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার এবং ২৭।৫।৭৬ তাং ইয়াসলিক-এর উদ্যোগে বৃটিশ কাউন্সিল গ্রন্থাগার ভবনে 'অস্ট্রেলিয়ার গ্রন্থাগার ব্যবস্থা' সম্পর্কে বক্তৃতা করেন।

সঙ্কলন : **মিনতি চক্রবর্তী**

॥ ঘোষণা ॥

রাজস্থানের কবি মুনি রূপ চন্দ-এর কাব্য গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ "তাঁকে ভরা চোখ" বইখানি রাজ্যের সাধারণ গ্রন্থাগার সমূহে বিনা মূল্যে দেয়া হবে।

উক্ত কাব্য গ্রন্থ সংগ্রহে আগ্রহী গ্রন্থাগারের সম্পাদক / প্রতিনিধিকে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পত্র সহ পরিষদ কার্যালয়ে যোগাযোগ করতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

কর্ম সচিব

৫ই জুন, ১৯৭৬　　**বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ**

কলকাতা-১৩

গ্রন্থাগার সংবাদ

জাতীয় গ্রন্থাগার বিল

১৮ মে '৭৬ তাং লোকসভায় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল হাসান জাতীয় গ্রন্থাগার বিল উত্থাপন করেন। এবং তা লোকসভা কর্তৃক গৃহীত হয়। বিলটি রাজ্য সভায় গৃহীত হয় ২৫ মে '৭৬।

বিলে একটি স্বয়ং শাসিত বোর্ডকে কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারের পরিচালনার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। গ্রন্থাগারের ব্যয়ভার কেন্দ্রীয় সরকারই বহন করবেন। স্বয়ংশাসিত বোর্ডের অধীনে কাজ করলে-ও লাইব্রেরির পরিচালক (Director) মনোনীত হবেন স্বয়ং রাষ্ট্রপতির নির্দেশে। এবং রাষ্ট্রপতি হবেন জাতীয় গ্রন্থাগারের পরিদর্শক। নতুন বিলে জাতীয় গ্রন্থাগারের ওপর দুই প্রস্থ তদারকী ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। একটি হলো স্বয়ং শাসিত বোর্ড এবং অপরটি হলো Executive Council।

এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে ১৯৭২ সালে এই বিলটি উত্থাপিত হলে এর বিরুদ্ধে দেশের বহু শিক্ষাবিদ, সংস্কৃতিবান, বিদ্যোৎসাহী পাঠক ও গ্রন্থাগারিকেরা তীব্র আপত্তি তুলেছিলেন। প্রবল বিরোধিতার মুখে পড়ার দরুন বিলটি পুনর্বিবেচনার জন্য সংসদের যুক্ত কমিটির কাছে পাঠানো হয়েছিল। বর্তমান বিল সেই যুক্ত কমিটির সুপারিশ ও সংশোধনের ভিত্তিতেই রচিত।

জলঢাকা হাইডেল প্রজেক্ট রুরাল লাইব্রেরী, দার্জিলিং

জলঢাকা গ্রামীণ গ্রন্থাগারের '৭৬-৭৭ এর বার্ষিক সাধারণ সভা ৪।৫।৭৬ তাং অনুষ্ঠিত হয়। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সর্বসম্মতিক্রমে পরিচালন পরিষদে মনোনীত হন :

সভাপতি—সর্বশ্রী অজয়কান্ত গোস্বামী (পদাধিকার বলে) সম্পাদক—দুলাল কর্মকার, সহ-সম্পাদক—দীপক গুহ (গ্রন্থাগারিক, পদাধিকার বলে), কোষাধ্যক্ষ—দিলীপ দাস, কার্যকরী সদস্য—প্রসাদ গুহ, শঙ্কর দত্ত, ননীবিনোদ ব্যানার্জী, বিকাশ ঘোষ, রথীন্দ্রনাথ দাস, রমেন কর। ঐ সভায় বার্ষিক হিসাব অনুমোদিত হয়। সভা পরিচালনা করেন শ্রীভূপেন্দ্র নাথ ভদ্র।

এ বছরেও এই গ্রন্থাগারের উদ্যোগে রবীন্দ্রজয়ন্তী পালিত হয়। উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে কিশোরগণ কর্তৃক আঞ্চলিক 'চলন্তিকা' নৃত্যনাট্য বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে। কিশোর-গণের "অবাক জলপান" ও স্থানীয় নাট্যসংস্থা "নতুন আওয়াজ" কর্তৃক "খ্যাতির বিড়ম্বনা" সুনিপুণ ভাবে পরিবেশিত হয়। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। সর্বশ্রী নিত্যনারায়ণ চক্রবর্তী এবং দুলাল কর্মকার।

"ব্যোম-নীলিমা" সারস্বত মন্দির গ্রামীণ পাঠাগার, গোপীবল্লভপুর

গত ১৬ই মে '৭৬ পাঠাগার প্রাঙ্গনে রবীন্দ্রচক্রের আলো-চনায় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন 'নয়াবসান উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের' প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বিমলাপ্রসন্ন মজুমদার। উদ্বোধনী ভাষণের পর শ্রীঅনিল চন্দ্র দাস উপস্থিত প্রায় ১০০ দর্শককে স্বাগত জানান। গ্রন্থাগার সম্পাদক আশীষকুমার দাস তাঁর দীর্ঘভাষণে রবীন্দ্র প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। হুগলী মহসীন কলেজের অধ্যাপক শ্রীবিষ্ণু পদ দাস তাঁর সভাপতির ভাষণে রবীন্দ্র প্রসঙ্গে আলোচনা করার পর এই আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় এইরকম একটি অনুষ্ঠান করার জন্য গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান। সদস্যগণ ও অন্যান্য স্থানীয় শিল্পীগণ রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

শ্রীরামপুর তরুণ সঙ্ঘ সাধারণ পাঠাগার, বর্দ্ধমান

গত ৮ই মে '৭৬ এই পাঠাগারের উদ্যোগে রবীন্দ্রজয়ন্তী ও প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হয়। অনুষ্ঠানে বকচন্দন দুর্গাদাস হাইস্কুলের শিক্ষক শ্রীরবীন্দ্রনাথ সাঁতরা সভাপতির আসন অলংকৃত করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমহাদেব দাস মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। সভায় গ্রন্থাগারের বার্ষিক বিবরণী পাঠ করা হয় এবং তা গৃহীত হয়।

'সংস্কৃতি' চাকপোতা, আমতা, হাওড়া

বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে 'সংস্কৃতি'র রবীন্দ্র-জয়ন্তী পালিত হয়। কবি-সমালোচক নিমাই মান্না অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। সভাপতির তথ্য সমৃদ্ধ ও বিশ্লেষণমূলক

ভাষণে কবি নিমাই মান্না রবীন্দ্র সঙ্গীর নব মূল্যায়ণ করেন এবং রবীন্দ্রনাথের বিশেষ দিকগুলি জনসমক্ষে তুলে ধরার জন্ম আহ্বান করেন। এই উপলক্ষে সংস্কৃতির 'দেওয়াল' লিখন পত্রিকায় "প্রেমাঙ্কুর সাহা স্মৃতি সংখ্যা" প্রকাশ করা হয়। সংকলনটির সম্পাদনা করেছেন কবি নিমাই মান্না।

'সংস্কৃতি'র অষ্টাদশ বার্ষিক উৎসবে ২৯শে মে যোগানা বিশ্বনাথনের 'চ্যাম্বমন্ত্রী' বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়।

কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরীর বার্ষিক সাধারণ সভা

নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরীর বার্ষিক সাধারণ সভা ২৩শে ১৯৭৬ তাং অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ১৯৭৩-৭৫ সালের কার্যবিবরণী গৃহীত হয়েছে। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে গ্রন্থাগারটি স্থাপিত হয়েছিল ১৮৫৬ খ্রীঃ এবং গ্রন্থাগারটি বহু মূল্যবান পুস্তক সমৃদ্ধ।

রাজকর পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরী, বর্দ্ধমান

গত ১৬।৫।৭৬ তাং লাইব্রেরীর ঊনত্রিংশ বার্ষিক সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করেন দুর্গাপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট শ্রী এইচ. পি. ভট্টাচার্য এবং প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন বর্দ্ধমানের জেলা শারীর শিক্ষাধিকারিক শ্রীগৌরপদ কুণ্ডু। লাইব্রেরীর প্রাক্তন সদস্য ও দাতা বিখ্যাত কবিরাজ বৈদ্যনাথ গুপ্তের মৃত্যুতে সভায় শোক প্রকাশ করা হয়। বিভিন্ন বক্তা লাইব্রেরীর বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা করেন। সভাপতির ভাষণে শ্রীভট্টাচার্য্য লাইব্রেরীর প্রশংসা করে সকল রকম সাহায্যের জন্ম জন সাধারণের নিকট আবেদন জানান।

ইয়াসলিক সংবাদ

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অব স্পেশাল লাইব্রেরিজ অ্যাণ্ড ইনফরমেশন সেন্টার-এর উদ্যোগে, বৃটিশ কাউন্সিল গ্রন্থাগার ভবনে গত ২৯শে মে '৭৬ তাং সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টার সময় অস্ট্রেলিয়ার সিডনী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সহ গ্রন্থাগারিকা শ্রীমতি যোজেলি আইজাক, অস্ট্রেলিয়ার গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। এই আলোচনা সভায় কলকাতার বহু বিশিষ্ট গ্রন্থাগারিক উপস্থিত ছিলেন।

সংকলন : **বিজন্তি চক্রবর্তী**

বার্তা বিচিত্রা

রবীন্দ্র পুরস্কার ১৯৭৬

এ বছর বাংলায় বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের জন্ম রবীন্দ্র-পুরস্কার পেয়েছেন অধ্যাপক অরুণরঞ্জন ভট্টাচার্য। পুরস্কৃত গ্রন্থের নাম : প্রাচীন ভারতে জ্যোতির্বিজ্ঞান। অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য দীর্ঘদিন যাবৎ বিজ্ঞান বিষয়ে বাংলায় নানা গবেষণা মূলক প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তিনি আনন্দমোহন কলেজে গণিতের অধ্যাপক এবং ডঃ বিজন বিহারী ভট্টাচার্যের পুত্র।

'নাট্যকার' উপন্যাসের জন্ম এ বছর সাহিত্যে রবীন্দ্র-পুরস্কার পেয়েছেন শ্রীসতীকান্ত গুহ। ইনি দক্ষিণ কলিকাতার 'সাউথ পয়েন্ট স্কুলে'র প্রতিষ্ঠাতা।

তা'ছাড়া, বাংলা ভাষা ব্যতীত অন্য ভাষায় রচিত বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক গ্রন্থের জন্ম পুরস্কৃত হয়েছেন দু'জন লেখক।—ডঃ শিশিরকুমার দাশ The Shadow of the Cross : Christianity and Hinduism in Colonial Situation এবং শ্রীনীলমণি মুখোপাধ্যায় A Bengal Zamindar : Jaykrishna Mukherjee of Uttarpara and His Times লিখে।

গত পাঁচ বছরের উৎকৃষ্টতম পুস্তকের জন্ম এই পুরস্কার দেওয়া হয়। পুরস্কারের সাম্মানিক মূল্য ১০,০০০ টাকা ও একটি করে মানপত্র। ৮ মে '৭৬ তাং রবীন্দ্র সদনে এক সান্ধ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় পুরস্কার বিতরণ করেন।

'স্বমন্ত' রচয়িতা খগেন্দ্র নাথ মিত্র জাতীয় পুরস্কার পেলেন।

দি ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশনাল রিসার্চ এণ্ড ট্রেনিং সেন্টার শিশুসাহিত্যের জন্ম এ বছরে বিভিন্ন ভাষায় রচিত ১১টি বইকে পুরস্কৃত করেন।

বাংলা ভাষায় রচিত 'স্বমন্ত'র জন্ম ১৯৭৬ সনে পুরস্কার পেলেন প্রবীণ শিশুসাহিত্যিক খগেন্দ্রনাথ মিত্র।

জন হাইড-এর নোটবুক ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে

কলিকাতা হাইকোর্টের বার লাইব্রেরি কর্তৃপক্ষ ২০০ বছরের পুরানো জন হাইডের নোটবুক গুলি (৭৪ খণ্ড) ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে রাখবার জন্যে কিউরেটর শ্রীনিশীথ রায়ের হাতে দিয়েছেন। নোটগুলি লেখা হয়েছিল ১৭৭৫ থেকে ১৭৯৬-র মধ্যে। হাইডের নোটের মাধ্যমে অষ্টাদশ শতাব্দীর কলকাতা, বিশেষ করে তৎকালীন আইন সংক্রান্ত বিষয় গুলি সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া যাবে। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে স্যার এডওয়ার্ড রিয়ান বেশ কিছু নথিপত্র বার লাইব্রেরিতে দান করেন।—যার মধ্যে হাইডের নোটবুক গুলিও ছিল। ১৪০ বছরের মধ্যে মাত্র দু'একজন গবেষকের নজরে এসেছিল এই নোটবুকগুলি। কয়েকটি খণ্ড ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। কিউরেটর মনে করেন, অনেকগুলি খণ্ডই সত্বর মাইক্রোফিল্ম করা প্রয়োজন।

পূর্বভারত গণজ্ঞাপক গবেষণা কেন্দ্র

গত ১৫ই মে ১৯৭৬ তাং গোল পার্কে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের 'যোগানন্দ হলে' গণ সংযোগের মাধ্যম হিসেবে বাংলা ভাষার নানান সাম্প্রতিক সমস্যা নিয়ে সারাদিন ব্যাপী এক আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের আলোচ্য বিষয় হলো : (ক) বাংলা ভাষার সুশৃঙ্খল ভাষাদর্শ গঠনের প্রয়োজনীয়তা ও বাংলা বানানে শৃঙ্খলা, (খ) বাংলা পরিভাষা সমস্যা, (গ) সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষারীতি, (ঘ) সরকারী কাজে বাংলা ভাষা প্রচলনের সমস্যা, (ঙ) বাংলা টাইপ রাইটার ও লিপি সংস্কার আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন : ডঃ বিজন বিহারী ভট্টাচার্য, ডঃ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ নীলরতন সেন, ডঃ অরুণ মুখোপাধ্যায়, ডঃ পবিত্র সরকার, ডঃ নির্মল কুমার দাস, ডঃ প্রণব কুণ্ডু, দিলীপ কুমার গুহ (কমিশনার, শিক্ষা দপ্তর), বি, আর, চক্রবর্তী, (সচিব, তথ্য ও জনসংযোগ দফতর), গোপাল ভৌমিক (তথ্য ও জনসংযোগ অধিকর্তা) ও আরও অনেকে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে সর্বশ্রী চঞ্চলকুমার সেন, প্রদীপ চৌধুরী ও সমীর বসু উপস্থিত ছিলেন এবং বাংলা পরিভাষা সমস্যা ও সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষারীতি বিষয়ে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।

এই আলোচনা চক্রটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ দফতরের আনুকূল্যে এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ ও রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হয়।

সংকলন : বিভূতি চক্রবর্তী

বিয়োগ পঞ্জী

৺হেমন্তবালা দেবী চৌধুরাণী, ১৮৯৪-১৯৭৬।

সাহিত্যিকা হেমন্তবালা দেবী চৌধুরাণী ৮২ বছর বয়সে ১লা জুন '৭৬ কলকাতায় পরলোক গমন করেন। তাঁর লেখা বইগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : 'অনন্ত চিন্তা' 'হেমন্ত বেলায়', 'নতুন রূপকথা'। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের ফলে ২৬৪টি পত্র বিনিময় হয়। বিশ্বভারতী 'চিঠিপত্র'-র নবম ভাগে রবীন্দ্রনাথের চিঠিগুলি প্রকাশ করেন। 'দেশ' পত্রিকায় সম্প্রতি কয়েকটি প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়। হেমন্তবালা মহারাজ ব্রজেন্দ্রকিশোরের জ্যেষ্ঠ সন্তান এবং বিখ্যাত সেতারী বিমলাকান্ত রায় চৌধুরীর মাতা।

৺কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ১৯১৭-১৯৭৬।

বিশিষ্ট বাঙ্গালী কবি ও সাহিত্যিক কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ৩১ মে '৭৬ পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ষাট। তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'আমড়া', ১২ বছর বয়েসে লেখা। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ হলো : শবরী, মৈনাক, শিবির, সোনার কপাট, রাজধানীর তন্দ্রা, মায়াবী সিঁড়ি। মৈনাক সৈনিক হও—তাঁর এই কবিতা একটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তিনি শিশু সাহিত্যিক হিসাবেও খ্যাতি অর্জন করেন। এক সময়ের বিখ্যাত শিশু মাসিকপত্র 'রঙমশাল' তিনি সম্পাদনা করেছেন। রাশিয়ান সাহিত্যের ইংরাজী থেকে বাংলা অনুবাদ করার জন্য তিনি তিনবছর মস্কো ছিলেন। ফটোগ্রাফীকে যাঁরা জনপ্রিয় করেছেন কামাক্ষীবাবুও তাঁদের মধ্যে একজন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. পরীক্ষায় বাংলা বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে তিনি 'বঙ্কিম পুরস্কার' পেয়েছিলেন। তিনি মৃত্যুকালে স্ত্রী ও একমাত্র কন্যাকে রেখে গেছেন।

বঙ্কিম প্রসঙ্গ প্রবন্ধাবলী (২)

(৫৪ পৃষ্ঠার পর)

১৫৯। রামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী—মৃণালিনী, অর্চনা, অগ্রহায়ণ ১৩২৬, পৃঃ ১২০-১২৫।

১৬০। অক্ষয় কুমার দত্তগুপ্ত—কপালকুণ্ডলার নায়ক, ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন, বৈশাখ ১৩২৭, পৃঃ ২-১১।
বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসাবলী, তদেব, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭, পৃঃ ২৭-৩৩। কৃষ্ণকান্তের উইল, তদেব, আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩২৭, পৃঃ ৫১-৫৮। বঙ্গদর্শন, প্রতিভা, আশ্বিন ১৩২৭, পৃঃ ২১৭-২২৯ ; কার্তিক ১৩২৭, পৃঃ ২৩১-২৭৮। দেবী চৌধুরাণী ও সীতারাম, প্রতিভা, পৌষ ১৩২৭, পৃঃ ৩৪৯-৩৬০।

১৬১। কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়—প্রণয়ে অমূলক সন্দেহ, সারথি, চৈত্র ১৩২৭, পৃঃ ৫৭৫-৫৮১। [এই প্রবন্ধের 'বাঙ্গালা সাহিত্য' অংশে (পৃঃ ৫৭৭-৫৭৯] বঙ্কিমের নয়খানি আখ্যায়িকাতে বর্ণিত সতীত্বে সন্দেহ বা প্রণয়ে অমূলক সন্দেহ আলোচিত]।

১৬২। ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—বিধবা-৪। বিষবৃক্ষ, ভারতবর্ষ, শ্রাবণ ১৩২৮, পৃঃ ২৭২-২৮০ ; ভাদ্র ১৩২৮, পৃঃ ৪১৫-৪২১ ; আশ্বিন ১৩২৮, পৃঃ ৫২২-৫২৯।

১৬৩। যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার—সদালাপ—দেবী চৌধুরাণী, সাহিত্য, আশ্বিন ১৩২৮, পৃঃ ৪১৩-৪২১। বঙ্কিমচন্দ্র ও ইংরাজ, সাহিত্য, পৌষ ১৩২৮, পৃঃ ৬৫২-৬৫৪।

১৬৪। রামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী—দুইটি নারীচিত্র, অর্চনা, ফাল্গুন ১৩২৮, পৃঃ ১-৭। [নারী দুইটি—তিলোত্তমা ও আয়েষা]।

১৬৫। মুরলীধর গঙ্গোপাধ্যায়—প্রবন্ধে বঙ্কিম প্রতিভা, সাহিত্য, ভাদ্র ১৩২৯, পৃঃ ৪২০-৪২৩।

১৬৬। বিপিনচন্দ্র পাল—বাংলার নবযুগের কথা। দশম কথা : সাহিত্যে নবযুগ—বঙ্গদর্শন ও বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্গবাণী, পৌষ ১৩২৯। পৃঃ ৫৭৬-৫৮৫ ; একাদশ কথা : বঙ্কিম সাহিত্য, তদেব, ফাল্গুন ১৩২৯ ; দ্বাদশ কথা : বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মব্যাখ্যা, তদেব, চৈত্র ১৩২৯, পৃঃ ২২৫-২৩৫ ; ত্রয়োদশ কথা : বঙ্কিম সাহিত্যে রাষ্ট্রনীতি, তদেব, বৈশাখ ১৩৩০, পৃঃ ৩৭৫-৩৮৭ ; জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০, পৃঃ ৪৩৬-৪৪৩ ; ভাদ্র ১৩৩০, পৃঃ ৭০-৭৮।

১৬৭। রমাপ্রসাদ চন্দ—বঙ্কিমচন্দ্র ও বাঙ্গালার ইতিহাস, মানসী ও মর্মবাণী, আষাঢ় ১৩৩০; পৃঃ ৪৬৩-৪৬৩ ; শ্রাবণ ১৩৩০, পৃঃ ৫৪৩-৫৪৮।

১৬৮। পদ্মধর মিত্র—সাহিত্য সম্মিলন ও বঙ্কিমচন্দ্র, মানসী ও মর্মবাণী, শ্রাবণ ১৩৩০, পৃঃ ৫১৬-৫১৮।

১৬৯। বিপিনচন্দ্র পাল—বাঙ্গালার নবযুগে বঙ্কিম-সাহিত্য, প্রবর্তক, শ্রাবণ ১৩৩০, পৃঃ ৪০৭-৪১৬। [পুনর্মুদ্রিত, বঙ্গসাহিত্য, বারাণসী, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৩০, পৃঃ ৪৭০-৪৮১]।

১৭০। প্রফুল্লচন্দ্র চৌধুরী বঙ্কিম প্রতিভার একটি দিক, অর্চনা, ভাদ্র ১৩৩০, পৃঃ ২৪২-২৫৪।

১৭১। বিপিনচন্দ্র পাল—নব যুগের বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র, নব্য ভারত, ভাদ্র ১৩৩০, পৃঃ ২৩৫-২৪৭।

১৭২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—বঙ্কিমচন্দ্র, নব্য ভারত, ভাদ্র ১৩৩০, পৃঃ ২৪৭-২৫১।

১৭৩। নীরদকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়—বঙ্কিমের অপত্য স্নেহ, অর্চনা, কার্তিক ১৩৩০, পৃঃ ৩৩০-৩৩২।

১৭৪। রমাপ্রসাদ চন্দ—বঙ্কিমচন্দ্র, উপাসনা কার্তিক ১৩৩০, পৃঃ ২৪৮-২৬৪।

১৭৫। গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য—বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ, প্রবাসী, পৌষ ১৩৩০, পৃঃ ২৯৩-৩০২।

১৭৬। শিবপ্রসাদ রায়—বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ (উপন্যাসের আর্ট), যমুনা, মাঘ ১৩৩০, পৃঃ ৫৩৩-৫৪০ ; ফাল্গুন ১৩৩০, পৃঃ ৫৭৬-৫৮৩।

১৭৭। অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—রঙ্গমঞ্চে বঙ্কিমের প্রভাব, সচিত্র শিশির, ১৪ আষাঢ় ১৩৩১, পৃঃ ১০৫৩-১০৫৫ ; ২১ আষাঢ় ১৩৩১, পৃঃ ১০৮৬-১০৮৭ ; ২৮ আষাঢ় ১৩৩১ পৃঃ ১১১৫-১১১৮ ; ৩ শ্রাবণ ১৩৩১, পৃঃ ১১৪৬-১১৫৩ ; ১০ শ্রাবণ ১৩৩১, পৃঃ ১১৭৭-১১৮০ [অসমাপ্ত]। [পুনর্মুদ্রিত, অপরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর (১ম সংস্করণ ১৩৪০), স্বপন মজুমদার সম্পাদিত প্রথম সংস্করণ, কলিকাতা, ৭ ডিসেম্বর ১৯৭২, পৃঃ ৯৭-১১৬]।

১৭৮। সত্যরঞ্জন সেনগুপ্ত—বাঙ্গালা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র, অর্চনা, শ্রাবণ ১৩৩১, পৃঃ ২১৫-২২২।

১৭৯। রমাপ্রসাদ চন্দ—বঙ্কিমচন্দ্র, কলিকাতা ১৩৩১, ২৯ পৃঃ।

১৮০। প্রফুল্লকুমার মণ্ডল—বাঙ্গালা কথা-সাহিত্য ও বঙ্কিমচন্দ্র, অর্চনা, আশ্বিন ১৩৩১, পৃঃ ৩০৬-৩০৮।

১৮১। রাম সহায় বেদান্তশাস্ত্রী—কপালকুণ্ডলা (সমালোচনা), অর্চনা, কার্তিক ১৩৩১, পৃঃ ৩২১-৩২৮।

১৮২। সুরেন্দ্রনাথ দাস—বঙ্কিমচন্দ্র, অর্চনা, অগ্রহায়ণ ১৩৩১, পৃঃ ৩৬২-৩৬৭।

ENGLISH ABSTRACTS

Granthagar. Vol 26, No. 2, May-June '76

Editorial Page 37

West Bengal Government is requested to include the librarians in the different Award Committee to judge the quality of the books. Govt. is also requested to withdrawn the Tagore Award in literature this year from the author of 'Natyakar' and to form a new Committee to consider it.

Library as a centre of information retrieval : the role of the libraries in the developed countries : the evolution of Library system in West Bengal, by Phani Bhusan Ray. Page-39

The article stresses the following points :— It gives the etymological definition of the term 'Library'.

Sociological aspect of the Library has been discussed. It is the organised expression of stored up human experience.

The existence of library is indispensable in the present world. Without library advancement of human knowledge will not be possible. But its importance is not realized by the underdeveloped countries due to lack of education.

Its existence also essential both for primary and adult education. Children and adult get facilities for reading from library and thereby they can increase their knowledge.

Library provides the readers with items of necessary information. Thus it serves as a centre for information retrieval. The role of the librarians in this respect is very important. People can only be served by the people and the bibliographic technology requires the genial personality of the librarian to interpret it to the reader.

In order to give proper service to the readers the professionals in the field should qualify themselves adequately. With this end in view, the library system of the state should be organised on a strong footing.

Ahindra Chaudhuri O Natya Pathagar (Ahindra Chaudhuri and Drama Library), by Rabindranath Basu. Page 45

This article delineates on the personal collection of Ahindra Chaudhuri. The collections are really very rich and exhibit the wide learning and knowledge of the person concerned. 'Ahindra Chaudhuri O Natya Pathagar' is the first library on drama. Scholars and readers have been immensely benefited by it. The books and other reading materials of this library have been properly catalogued & classified by the Dewey Decimal Classification Scheme keeping in view the special interest of the readers. There is also a museum which contains the rare pictures, certificates, paper clippings, medals etc of Ahindra Chaudhuri and curios collected from various places.

Bankim Prasanga Granthapanji (2) (Bibliography on Bankim Chandra Chatterjee), comp. by Asoke Upadhyay. Page 47

Sri Upadhyay compiled a bibliography on Bankim Chandra. This issue accompanied 2nd instalment.

Book Review

Sarat Rachanapanji : a bibliography of Sarat Chandra Chattopadhyay, 1876-1938 ; comp. by Dipak Goswami. Calcutta, Mousumi Prakashani, 1975 65 p. Rs. 6·00. Page 55

Sri Dipak Goswami has divided his compilation work into 4 parts : 1. Theoretical discussion and the analysis of the bibliographical works. 2. Chronological alphabetic arrangement of the writings of Sarat Chandra, with individual indentification number for each writing. 3 Writings have been arranged first by subject then alphabetically. 4. The last part contains an alphabetical index. In

spite of its minor deffects it is no doubt a laudable venture on the part of the compilor.

List of Recent Publication of Bengali Books (2/2) ; comp. by Achintya Mallick. Page 56

23-titles are included with bibliographical data.

Association News Page 57

1. UGC PAY SCALES FOR THE LIBRARY PERSONNEL : In reply to B. L. A's letter the Ministry of Education, Govt. of India has said that the Report of Sen Committee is under consideration.

2 MRS MOZELLE ISAAC AT BLA : Mrs Isaac of Sydney University Library gave a talk at the Association Building on 31 May '76 about the Library situation in Australia. She was a student of C. U. and BLA.

Library News Page—58

1. NATIONAL LIBRARY BILL APPROVED : Both Lok Sabha and Rajya Sabha passed the National Library Bill on 18-5-75 and 25-5-76 respectively Now the National Library comes under the perview of an Autonomous Body and it will be detached from the departmental control of the Govt. In the Bill two-tier administration have been imposed of which one is an Autonomous Board and other is an Executive Council. The Bill is waiting for the signature of the President.

2. THE 115TH TAGORE - BIRTHDAY OBSERVED : The Jaldhaka Hydel Project Rural Library of Darjeeling, Byom-Nilima Saraswat Mandir Rural Library of Midnapore, Srirampore Tarun Sangha Sadharan Pathagar of Burdwan, 'Samskriti' of Howrah observed Rabindra Birthday on different dates.

3 ANNUAL GENERAL MEETING & FUNCTIONS ; 'Samskriti' of Howrah, Jaldhaka Hydel Project Rural Library of Darjeelingere and Mankar Pallimangal Library of Burdwan win conducted their Annual General Meetings the month of May '76.

4. IASLIC NEWS : On 29 May '76, Mrs. Mozelle Isaac of Sydney University Library delivered a lecture on Library situation in Australia at British Council Library. This lecture was organised by Indian Association of Special Libraries and Information Centre.

Other News . Page 59

1. TAGORE AWARDS : On May 8, 1976, the Education Minister of W. B. presented the Tagore awards to : (a) Sri Satikanta Guha for his novel '*Natyakar*' ; (b) Dr. Arupratan Bhattacharya for his scientific writing '*Prachin Bharatey Jyotirvijnan*' ; (c) Dr. Sisirkumar Das for '*The Shadow of the Cross : Christianity and Hinduism in a Colonial situation*' and (d) Sri Nilmani Mukherji for '*A Bengal Zamindar : Jaykrishna Mukherjee of Uttarpara and his times*'. Each writer got Rs· 10,000 and a scroll of honour.

2. JOHN HYDE'S NOTE BOOKS TO VICTORIA MEMORIAL HALL : The Bar Library of Calcutta High Court has handed over the 200-years old Hyde-notebooks to the Victoria Memorial Hall. They consist of 74 vols. dating from 1775 to 1796,

3. MASS COMMUNICATION CENTRE : On 15 May '76, MCC Organised a seminar for discussion on different problems in Bengali language for using it as medium for mass communication Along with many scholars our 3 representatives participated in the discussion.

Obituary Page—60

1. HEMANTABALA DEVI CHAUDHURANI, 1894-1976 : Hemantabala Devi Chaudhurani died in Calcutta on 1st June '76. Her published books include '*Ananta Chinta*', '*Hemanta Belaye*' and '*Natun Roopkatha*'

2. KAMAKSHIPRASAD CHATTOPADHYAY, 1917-1976 : Bengali Poet Kamakshiprasad died on 31 May '76 at the age of 60. He wrote many books of poems, such as '*Shabari*', '*Moinak*', '*Rajdhanir Tandra*', '*Mayabi Sinri*' etc.

List of the members of the BLA (Contd) Page—64

Abstracts : Gouri Bandyopadhyay

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্য তালিকা (৫) : হুগলী ও হাওড়া

[বৈশাখ ১৩৮৩ সংখ্যায় ভুলবশতঃ সদস্য তালিকার ক্রমিক সংখ্যা (৫) ছাপা হয়েছিল, আসলে হবে (৪)।]

HOOGHLY

641 Ill.Chhoba Keshab Sadharan Pathagar.
Vill. Ill-chhoba, P.o Ill-chhoba Mandali
Dist Hooghly (1/73)

641A. Jatiya Sadharan Pathagar
Vill. Jagamohanpur, P O. Haripur
Dist. Hoogh y (5. 76)

642 Jayganga Smriti Palli Pathagar
102/3, Debaipukur Road, P.o. Hind motor. Dist. Hooghly (4/75)

643 Konnagar Public Library & Free Reading Room
G. T. Road P.o. Konnagar,
Dist. Hooghly (9/74)

644 Kotrang Sadharan Pathagar
Dharmatala Lane, P o. Hindmotor.
Dist. Hooghly (5/74)

645 Kulateghary Sadharan Pathagar
Kulateghary. P o Keshab chak.
Dist. Hooghly (7/72)

646 Kumud Smriti Sangha
204, G.T. Road, Baidyabati
Dist. Hooghly (7/74)

647 Magra Sadharan Pathagar
P.o. Magra. Dist. Hooghly (9/74)

648 Mahesh Sri Ramkrishna Library
40. Sri Ramkrishna Rd. P.o. Rishra
Dist. Hooghly (9/74)

649 Mandara Unnayan Sansad
P.o. Mandara.
Dist Hooghly (3/76)

650 Manoharpur Public Library
P.o. Dankuni, Dist. Hooghly (5/76)

651 Masinan Sree Ramkrishna Ashram Granthagar
P.o. Sodpur, Dist. Hooghly (1/75)

652 Netaji Mahavidyalaya
P.o. Arambagh. Dist. Hooghly (9/73)

653 Pandua U. B. Library
Station Road, P.o. Pandua
Dist Hooghly (4/75)

654 Sabalsinghapur Public Library
P.o. Sabalsinghapur
Dt. Hooghly (10/74)

655 Sabitri Monorama Library
P.o. Itachuna, Dt Hooghly (2/76)

656 Sarada Palli Vivekananda Pathagar
P o. Sarada Palli. Via. Bhadreswar
Dt. Hooghly (9/74)

657 Sarat Smriti Pathagar.
P.o. & Vill. Debanandapur.
Dt. Hooghly (6/74)

658 Serampore Public Library
1, Netaji Avenue, Serampore
Dt. Hooghly (1/66)

659 Shyampur Saraswat Pathagar
P.o. Par Shyampur.
Dt. Hooghly (8/73)

660 Tribeni Hitasadhan Samity Public Library
P.o. Tribeni, Dt. Hooghly (12/75)

661 Uttarbahini Library
P.o. Seakhala
Dt. Hooghly (1/76)

662 Uttarpara Jaikrishna
Public Library
G. T. Road, Uttarpara
Dt. Hooghly (8/75)

663 Uttarpara Saraswat Sammilani
147B, G. T. Road,
Dt. Hooghly (4/75)

663A. The Youngmen's Association Baidyabati
6, Chatterjee Para Lane, Seorophully.
Dist. Hooghly (4. 76)

664 Dilipnarayan Banerjee
C/o. Hooghly Dist. Library Association
Lenin Sarani
P.o. Chinsurah, Dt. Hooghly (8/75)

665 Hrishikesh Banerjee
6, Ram Sita Ghat Street
P.o. Bhadrakali, Dt. Hooghly (L)

666 Tapan Banerjee
195, C. S. Mukherjee St., Konnagar
Dt. Hooghly (2/74)

667 Krishna Basu
29, Shibtala Street, P.o. Bhadrakali
Dt. Hooghly (11/72)

668 Biswanath Bera
Vill. Masinan, P.o. Sodepur
Via. Champadanga, Dt. Hooghly (L)

669 Chittaranjan
Nabagram Hiralal Pal College
P.o. Nabagram, Dt. Hooghly (7/75)

670 Debnarayan Chakraborty
P-2, Nutan Palli, P.o. Baidyabati
Hooghly (5/75)

671 Gouranga Chandra Chakraborty
9, B. L. C. Bye Lane, Mahesh
P.o. Rishra, Dt. Hooghly (9/75)

672 Amarnath Chatterjee
23, Dr. K. K. Ghosh Road
P.o. Bhadrakali, Dt. Hooghly (5/75)

673 Bankim Chandra Chatterjee
Sabinara
P.o. Chandernagore, Dt. Hooghly (4/76)

674 Ramkrishna Chatterjee
P.o. Telinipara
Dt. Hooghly (L)

675 Biswanath Das
Vill Hneriadaha
P.o. Gangadharpur Bazar
Dt. Hooghly (9/75)

676 Lakshmi narayan Das
P.o. & Vill. Borai, Dt. Hooghly (9/74)

677 Pravash Chandra Das
30/49, Tarapukur Lane,
P.o. Serampore, Dt. Hooghly (8/75)

678 Manju Dasgupta
C/o, P. C. Dasgupta
Victoria Jute Works.
P.o. Telenipara, Dist. Hooghly (9/75)

679 Prabir Kumar Dasgupta
17/128C, Debaipukur Road
P.o. Hindmotor, Dt. Hooghly (4/76)

680 Sanjib Kumar Dasgupta
23, Panpara Lane
P.o. Bhadrakali, Dt. Hooghly (5/74)

681 Anil Kumar Datta, Librarian
Hooghly District Central Library
Kanchari Road, Chinsura
Dist. Hooghly (9/74)

682 Bhomra Dhar
75, K. G. R. S. Path
P.o. Angus, Dt. Hooghly (7/75)

683 Rebatiranjan Ghosal
P.o. & Vill. Insura
Dist. Hooghly (3/75)

684 Bholanath Ghosh
21, Sunripara Lane
Bhadreswar, Dist. Hooghly (1/75)

685 Nirmal Chandra Ghosh
Rajbati
Sheoraphuli, Dist. Hooghly

686 Sunil Kumar Ghosh
14, Acharya Dhruba Pal Rd.
Uttarpara, Dist. Hooghly (5/74)

687 Tapan Kumar Ghosh
C/o, Naresh Chandra Ghosh
Dharampur (Kalitola)
P.o. Chinsura, Dist. Hooghly (4/76)

688 Shibnath Kolay
Vill. Gotu (Shibdanga)
P.o. Sugandha, Dist. Hooghly (3/75)

689 Mrinal Kanti Kumar
A. P. Adhya Lane
P. o. Sheoraphuli,
Dist. Hooghly (11/75)

690 Dulal Chandra Maiti
Rabindra Mahavidyalaya
P.o. Champadanga Dt. Hooghly (3/75)

690A. Dhirendranath Mandal
Nativpur Bhudeb Vidyalaya
P.O. Nativpur, Via. Khanakul
Dist. Hooghly (6/76)

691 Subhrangsu Kumar Mitra
15, Subhas Avenue
P.o. Serampore, Dist. Hooghly (4/76)

692 Tarun Kumar Mitra
2, Raja Peary Mohaan Road,
P.o. Uttarpara, Dist. Hooghly (5/73)

693 Dilip Kumar Mukherjee
P.o. & Vill. Bansberia (Benia Lane)
Dist. Hooghly (9/75)

694 Samyasam Mukherjee
10, Bangar Lane, Uttarpara
Dist. Hooghly (3/75)

695 Satyajit Mukherjee
Sudha Nilay
34, Raj Krishna Street
P. o. Uttarpara, Dist. Hooghly (4/75)

696 Subodh Kumar Mukherjee
Sudha Nilay
34, Rajkrishna Street
P.o. Uttarpara, Dist. Hooghly (L)

697 Tarun Kumar Mukherjee
79A, S. C. Chatterjee Street,
P.o. Konnagar, Dt. Hooghly (4/75)

698 Brajanath Nandi 'Basa'
P.o. Dankuni, Dist. Hooghly (L)

699 Minati Nandi
Keota Brick Field Lane
P.o. Sahaganj, Dist. Hooghly (3/75)

700 Ajit Kumar Pal
25, Chakrabati Bye Lane
P.o. Serampur, Dist. Hooghly (4/76)

701 Sanatan Pal
C/o. Panchanan Hati
30, Goswami Bagan Lane
P.o. Sheoraphuly, Dist. Hooghly (9/75)

702 Raju, E. Veera
Secretary, W. B. Pravasandhra Education Society
Andhrakesari Prakasampath
7, Railand Circular Rd,
P.o. Rishra, Dist. Hooghly (7/75)

703 Salil Roy
17, Netaji Subhas Road
Uttarpara, Dist. Hooghly (L)

704 Arundhati Sengupta
'Gopidham', Mankundu Station Rd,
P.o. Chandarnagore,
Dt.. Hooghly (12/74)

704A. Swarajbrata Sen Sharma
11, Aswani Datta Road,
P. O. Naba Gram
Dist. Hooghly (4/76)

HOWRAH

705 Ananda Niketan
Vill. Nabasan, P.o. Bagnan
Dist. Howrah (5/78)

706 Avinaba Granthagar
P.o. & Vill. Sealdanga
Dist. Howrah (3/74)

707 Balitikuri Sadharan Pathagar
P.o. Balitikuri, Dist. Howrah (8/74)

708 Bally Sadharan Granthagar
G. T. Road, P.o. Bally
Dist. Howrah (6/74)

709 Bani Mandir
176, Goswami Para Road, Bally
Dist. Howrah (6/75)

710 Bantra Public Library
42/3, Lakshmi Narayan Chakraborty
Lane, Bantra, Dist. Howrah (8/75)

711 Belur Public Library
3, Lala Babu Shire Road
P.o. Belur Math, Dist. Howrah (9/75)

712 Bharat Pathagar
27, Ananda Prasad Banerjee Lane
Dist. Howrah (5/74)

713 Central Training Institute for Instructors
Dasnagar, Dist Howrah

713A. Debandi Sadharan Pathagar
Vill. & P.O. Debandi
Dist. Howrah (4/76)

714 Dipsikha Library Kastasangrah
P.o. Khosalpur, Dist. Howrah (12/74)

715 Garbalia Rakhal Chandra Manna Institution
P.o. Garbalia, Dist. Howrah (12/75)

716 Howrah Friends' Union Library
106, Netaji Su has Road
Dist. Howrah (10/73)

717 Howrah Medical Club
3/2, Church Road, Dist. Howrah (8/75)

718 Jaydev Memorial Library
C/o, Guest Keen Williams Ltd.
97, Andul Road, P.o. Botanic Gardens
Dist. H wrah (7/73)

719 Jhorehat Public Library
Vill. Jhorehat, P.o. Andul-Mouri
Dist. Howrah (4/73)

720 Kanpur Seba Sangha
P.o. Kanpur, Dist. Howrah (4/75)

721 Maju Public Library
Maju, Dist. Howrah (9/74)

722 Makardah Saraswat Library
P.o. Makardah, Dist. Howrah (2/74)

723 Mohcary Public Library
P.o. Andul-Mouri, Dist. Howrah (1/76)

724 Palli Sri Pathagar
P.o. & Vill. Hirapur, Via Fortgloster
Dist. Howrah (10/75)

725 Purbasa Granthagar
53, Dewan Gazi Road
P.o. Bally, Dist Howrah (9/73)

726 Ramkrishna Granthagar
23, Banku Behari Ghosh Lane
P.o. Belurmath, Dist. Howrah (4/75)

727 Ramkrishna Mission Janasiksha Mandir
P.o. Belurmath, Dist. Howrah (4/75)

728 Sabuj Granthagar
Garbalia, Dist. Howrah (7/75)

729 Sarat Pathagar
P.o. Ulluberia, Dist, Howrah (3/74)

730 Shibpur Public Library
Shibpur, Dist. Howrah (8/75)

731 Siva Prava Library
P.o. & Vill. Begari,
Dist. Howrah (12/75)

732 Udichi
1, Shyam Sunder Ghosh Lane
P.o. Bally, Dist. Howrah (4/75)

733 Viswa Kalyan Sangha
2, Kailash Bose Lane
Dist. Howrah (2/73)

734 Vivekananda Pathagar
97/3, Naskar Para Road
P.o. Ghusuri, Dist. Howrah (7/75)

735 Parimal Chandra Acharya
5/6, Dinanath Ghosh Street,
P.o. Liluah, Dist. Howrah (L)

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মাসিক মুখপত্র

গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রতি

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সংবাদ প্রকাশে আমরা আগ্রহী। গ্রন্থাগারের বিভিন্ন সংবাদ কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্টভাবে লিখে সম্পাদকের নামে পাঠান।

পাঠকদের প্রতি

'গ্রন্থাগার' পত্রিকা আপনাদের কেমন লাগছে, কোথায় তার ত্রুটি-বিচ্যুতি, কেমন হলে ভালো হতো নিঃসংকোচে জানান। আপনাদের পরামর্শ যতটা সম্ভব গ্রহণের জন্ম চেষ্টা করা হবে।

লেখকদের প্রতি

বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগার আন্দোলন, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান, গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান এবং গ্রন্থাগারের সংগে সংশ্লিষ্ট বিবিধ বিষয়ে রচিত প্রবন্ধ প্রকাশের জন্ম আমরা খুবই আগ্রহান্বিত। প্রতিষ্ঠিত লেখক বিবেচ্য নয়, মূল্যবান লেখা-ই আমরা প্রকাশ করতে চাই। পত্রিকায় প্রকাশের জন্ম প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্টরূপে লিখে সম্পাদকীয় দপ্তরে পাঠান। আপনার লেখার সাথে সংক্ষিপ্তাকারে English abstract পাঠালে ভালো হয়। কারণ প্রতিটি লেখার English Abstract আমরা প্রকাশ করে থাকি।

প্রকাশকদের প্রতি

'গ্রন্থাগার' পত্রিকা পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সমস্ত গ্রন্থাগারে, ভারতের কয়েকটি বিশিষ্ট গ্রন্থাগারে এমন কি বিদেশের কয়েকটি গ্রন্থাগারেও নিয়মিত পৌছায়। সুতরাং 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া আপনাদের পক্ষে লাভজনক। বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী মলাটের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন।

আমরা গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্পর্কিত এবং বিভিন্ন রেফারেন্স বইয়ের (Encyclopaedia, Dictionary, Directory, Guide Book etc.) সমালোচনা নিয়মিতভাবে প্রকাশ করবার ইচ্ছা রাখি। আপনাদের প্রকাশিত বইয়ের প্রচারের জন্ম পুস্তক আলোচনা বিভাগে দু'কপি পাঠান।

সম্পাদক, গ্রন্থাগার
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
পি-১৩৪, সি, আই, টি, স্কীম ৫২
কলিকাতা-৭০০০১৪
(ফোন : ৩৪-৮২৬৬)

৩৩ বর্ষ, সংখ্যা ৩ আষাঢ়, ১৩৯০

বার্ষিক চাঁদা—১৫.০০ সম্পাদক : [illegible] ঘোষ প্রতি সংখ্যা ১.৫০

॥ গ্রন্থাগার পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন ॥

'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া আপনার পক্ষে লাভজনক। কারণ পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে, গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগারানুরাগীদের কাছে পত্রিকা নিয়মিত পৌঁছায়। এ পত্রিকার মাধ্যমে গ্রন্থাগারিকরা পুস্তক নির্বাচন করে থাকেন।

বিজ্ঞাপনের হার

ছাপা অংশের সাইজ	কোন পৃষ্ঠায় কতটা	সাধারণ সংখ্যা টাকা	বিশেষ সংখ্যা টাকা
৮×৬ ইঞ্চি	পূর্ণ পৃষ্ঠা ৪র্থ মলাট	২৫০	৪০০
৮×৬ ইঞ্চি	পূর্ণ পৃষ্ঠা ২য় ও ৩য় মলাট	২০০	৩৫০
৪×৬ ইঞ্চি বা ৮×৩ ইঞ্চি	অর্ধ পৃষ্ঠা ঐ	১২৫	২০০
৮×৬ ইঞ্চি	সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১২৫	৩০০
৪×৬ ইঞ্চি বা ৮×৩ ইঞ্চি	ঐ অর্ধ পৃষ্ঠা	৭০	১৭৫
৪×৩ ইঞ্চি	সাধারণ এক চতুর্থাংশ পৃষ্ঠা	৪০	—

সম্পাদক, গ্রন্থাগার পত্রিকা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি ১৩৪, সি আই টি স্কীম ৫২

কলিকাতা ৭০০০১৪

ফোন : ৪৪-৮৫৬৬

॥ পরিষদ প্রকাশিত কয়েকটি বই ॥

West Bengal Library Directory
(1963 edition) মূল্য ২০'০০

বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগার সম্বন্ধে সর্বাধিক তথ্য সম্বলিত একমাত্র প্রামাণ্য গ্রন্থ।

Library Personality & Library Bill for West Bengal
By Dr. Ranganathan মূল্য ২'০০

পশ্চিমবঙ্গে সুসংগঠিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে গ্রন্থাগার আইনের খসড়া করেছিলেন বিশ্ববিশ্রুত গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানী ড. রঙ্গনাথন।

Library Service in India To-day
মূল্য ৩'০০

মার্কিন সংবাদ প্রতিষ্ঠান ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যুক্ত প্রচেষ্টায় আয়োজিত আলোচনা চক্রের বিবরণ।

নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা
(১৯৬৪ সংস্করণ) মূল্য ৫'০০

আড়াই হাজারের বেশী সুনির্বাচিত বাংলা বইয়ের তালিকা।

রবীন্দ্র সাহিত্যে গ্রন্থাগার
ডঃ বিমল দত্ত প্রণীত মূল্য ২'০০

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের একটি বিশেষ দিক সম্পর্কে আলোকপাত।

গ্রন্থবিদ্যা
ডঃ আদিত্যকুমার ওহদেদার প্রণীত মূল্য ৪'০০

বাংলা শিশু সাহিত্য : গ্রন্থপঞ্জী
বাণী বসু সঙ্কলিত মূল্য ৭'০০

১৮১৮ থেকে ১৯৬২ পর্যন্ত প্রকাশিত প্রায় ৫,৫০০ গ্রন্থ ও ১৫০ সাময়িক পত্রের প্রামাণ্য তালিকা।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি-১৩৪ সি. আই. টি. স্কীম ৫২

কলিকাতা-৭০০০১৪

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

পি-১৩৪, সি. আই. টি. স্কীম ৫২, কলিকাতা-১৪।
(ফোন : ৪৪-৮৫৬৬)

সম্পাদক—সত্যব্রত সেন

সহযোগী সম্পাদিকা—বিনতি চক্রবর্তী

বর্ষ ২৬, সংখ্যা ৩ আষাঢ়, ১৩৮৩

সূচী

প্রতি সংখ্যা ১·৫০ বার্ষিক সংখ্যা ১৫·

সম্পাদকীয়

পাঠক যেন হতাশ হয়ে না-ফেরে

পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা তেমন উন্নত পর্যায়ের নয়, যাতে প্রতিটি পাঠককে সন্তুষ্ট করা সম্ভব। জ্ঞান-বিস্ফোরণের যুগে নিত্য-নূতন জ্ঞানের উন্মেষ দেখা দিচ্ছে। কিন্তু আমরা, গ্রন্থাগারকর্মীরা তার কতটুকু তথ্য উৎসাহী পাঠকের কাছে পৌঁছে দিতে পারছি? গ্রন্থাগারে যতটুকু জ্ঞানের ভাণ্ডার সঞ্চিত আছে, তারই-বা-কতটুকু সুষ্ঠুভাবে পরিবেষণ করতে পারছি! না-পারার কারণ অনেকগুলি। অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ও সর্বোপরি নিজেদের কাজের প্রতি আন্তরিকতার অভাব। অক্ষমতার সমস্ত দায়-দায়িত্ব গ্রন্থাগারকর্মীদের ঘাড়ে নিশ্চয় চাপানো যায় না। তবে এটুকু নিশ্চয়ই বলা যেতে পারে যে, উৎসাহ ও আন্তরিকতা থাকলে পাঠকদের সন্তুষ্ট করা অনেকটা সহজ-সাধ্য হয়।

একজন গ্রন্থাগারকর্মী হিসেবে, বেশ কয়েকজন দরদী পাঠকের কাছে একটি প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি। প্রশ্নটা হলো : গ্রন্থাগারে গিয়ে যখন একটা বিশেষ বই চাই, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই উত্তর আসে—বইটি নেই! উত্তর সংক্ষিপ্ত। কিন্তু পাঠকদের পক্ষে হতাশাব্যঞ্জক। এই হতাশাগ্রস্ত পাঠকদের কিভাবে সন্তুষ্ট করতে হয়, বুদ্ধিকুশলী গ্রন্থাগারকর্মী হিসেবে নিশ্চয়ই আমাদের জানা আছে। কিন্তু আমরা তা' বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কার্যকর করি না। কেন করি না, তারও হয়তো জোরালো যুক্তি পাওয়া যাবে। আমাদের মনে হয়, সেই যুক্তি অন্বেষণে সময় নষ্ট না-করে পাঠকের স্পৃহানুযায়ী অন্ততঃ একটা বই (কিংবা তথ্য) তাঁর হাতে তুলে দেওয়া আমাদের কর্তব্য। পাঠককে খালি হাতে ফিরতে দেওয়া উচিত নয়। দোকানদার যেমন করে একটি জিনিস পছন্দ না হলে, অন্যটি গছানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে, তেমনি আমাদেরও করা উচিত। কেউ কেউ হয়তো বলবেন, ওদের মুনাফার ব্যাপার আছে, তাই করে। কিন্তু আমাদের?—আমাদেরও মুনাফা আছে, তবে তা' প্রত্যক্ষ নয়, পরোক্ষ ভাবে। কোন পাঠক কয়েকবার যদি খালি হাতে ফিরে যায়, তা'হলে সেই পাঠক গ্রন্থাগার-বিমুখ হতে বাধ্য। ফলে সমাজে গ্রন্থাগার-নির্ভর মানুষের সংখ্যা যে হারে বেড়ে ওঠা উচিত, তা' হবে না। সমাজে নিজেদের অপরিহার্য করে তুলতে না পারলে বেতন ও পদ মর্যাদা বৃদ্ধির অধিকার অর্জনেও আমরা সক্ষম হবো না

বিয়োগপঞ্জী

যাঁদের হারিয়েছি, তাঁদের আর ফিরে পাবো না। আমরা তাঁদের আত্মার শান্তি কামনা করি এবং আত্মীয়-পরিজনদের আন্তরিক সমবেদনা জানাই।—

নিতাইচন্দ্র দাস

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারকর্মী শ্রীনিতাইচন্দ্র দাস কিছুদিন রোগভোগের পর গত ২৫ মে '৭৭ পরলোকগমন করেন। স্বর্গত দাস তাঁর মধুর ব্যবহারের জন্য সকলেরই প্রিয়পাত্র ছিলেন।

গোপীনাথ কবিরাজ

ভারততত্ত্ব ও প্রাচ্যবিদ্যায় বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ গত ১২ই জুন বারাণসীর আনন্দময়ী সেবা হাসপাতালে পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর। পণ্ডিত চূড়ামণি গোপীনাথ কবিরাজ ১৮৮৭ সালে টাঙ্গাইলের (অধুনা বাংলাদেশ) ধামরাই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকার জুবিলী স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ করে গোপীনাথ কলকাতায় আসেন। জয়পুরে তিনি বি এ. পাশ করেন এবং বারাণসীর কুইনস্ কলেজ থেকে সংস্কৃতে এম এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। পরে ঐ কলেজেই সংস্কৃত বিভাগ ও গ্রন্থাগারের প্রধান হন। ১৯৩৪ সালে ভারত সরকার তাঁকে 'মহামহোপাধ্যায়' সম্মানে ভূষিত করেন। ১৯৪৭ সালে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় 'ডি, লিট্', ১৯৬৪ সালে ভারত সরকার 'পদ্মভূষণ', ১৯৬৫ সালে উত্তরপ্রদেশ সরকার সাহিত্য বাচস্পতি' এবং ১৯৭৬ সালে বিশ্বভারতী 'দেশিকোত্তম' উপাধিতে ভূষিত করেন। পণ্ডিত গোপীনাথ কবিরাজ প্রণীত গ্রন্থগুলির মধ্যে আছে- অখণ্ড মহাযোগ, সাধুদর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ, সাহিত্যচিন্তা, তন্ত্র ও আগম সাহিত্যের ধারা... ইত্যাদি।

পরিমল গোস্বামী

২৭শে জুন '৭৭ সিঁথির বাড়িতে ৭৯ বছর বয়সে সাহিত্যিক পরিমল গোস্বামী পরলোক গমন করেন। তাঁর জন্ম সাল ১৮৯৭। মাত্র ১৫ বছর বয়সে পাবনার একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় সাংবাদিকতায় হাতেখড়ি হয়। তিনি পড়াশুনা করেছেন কলিকাতা ও শান্তিনিকেতনে। মৃত্যুর সময় পর্যন্ত সাহিত্য জগতের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র ছিল।

১৯৩১ সালে কলকাতার এক বীমা কোম্পানির প্রচার পুস্তিকায় লেখার চাকরি করার সময় তাঁর সম্পাদক জীবনের সুরু। সাহিত্য ও সম্পাদনা ছাড়া, তিনি দীর্ঘ ১৮ বছর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও মাধ্যমিক পরীক্ষায় পরীক্ষক ছিলেন। ১৯৪৫ থেকে ১৯৫৪ পর্যন্ত তিনি যুগান্তর সাময়িকীর সম্পাদনা করেন। প্রবাসী, বঙ্গশ্রী, শনিবারের চিঠি প্রভৃতি অজস্র কাগজে তাঁর গল্প, প্রবন্ধ প্রভৃতি প্রকাশিত হয়। তাঁর লেখা স্মৃতি চিত্রণ, পত্রস্মৃতি, দ্বিতীয় স্মৃতি, যখন সম্পাদক ছিলাম, আমি যাঁদের দেখেছি, ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

গত ৯ জুন '৭৭ মাত্র ৪২ বছর বয়সে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে কবি শঙ্কর চট্টোপাধ্যায় পরলোক গমন করেন। 'দেশ' পত্রিকায় 'অরণ্যক' ছদ্মনামে তাঁর ধারাবাহিক রচনা পাঠক-মহলে বিশেষ স্বীকৃতি পায়। তাঁর সম্পাদিত 'এই দশকের কবিতা' পঞ্চাশের কবিদের কবিতা সংকলন হিসেবে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। তাঁর কবিতার বই 'কেন জন্ম কেন নির্বাসন' একটি বিশিষ্ট কাব্যগ্রন্থ। তাঁর উপন্যাস অবলম্বনে ছায়াচিত্র 'দিন আমাদের' মুক্তির অপেক্ষায়। ১৯৭৬ সালের জন্য তিনি কবি হিসেবে 'ত্রিবৃত্ত' পুরস্কার লাভ করেন।

জ্ঞান-বিজ্ঞানকে চারটি মূল বিষয়ে ভাগ করা হইয়াছে। যথা—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। আবার ইহাদের প্রত্যেকটিকে বিভিন্ন ভাবে ভাগ করা হইয়াছে—এই ভাগ অবশ্যই পুঁথিগুলি মূল বিষয়ে সম্পাদিত হইয়াছে। অনুরূপ কোনো কিছু পদ্ধতির অভাবে শত শত সহস্র পুঁথির যথাযথ বিন্যাস অসম্ভব বলিয়া মনে করা যায়। যদিও ইতিহাসের সেই আদি কাল হইতে আমাদের দেশের তৎকালীন সেই সব বৃহৎ পুঁথি পত্রের ভাণ্ডার সমূহে বর্গীকরণ পদ্ধতির ব্যবহার প্রচলন একরূপ ছিল তাহার সবিশেষ প্রমাণ কিছুই আমাদের হাতে নাই। তবে ইহা সহজেই অনুমেয় যে যথাযথ বর্গীকরণ পদ্ধতির প্রচলন ব্যতীত ঐ সব জ্ঞান ভাণ্ডারের উপযুক্ত ব্যবহার করা দুরূহ বলিয়া মনে হয়। ছোট বড় সব গ্রন্থাগারেই তৎকালে কোনো-না-কোনো বর্গীকরণ ব্যবস্থার প্রচলন ছিল, ইহা অবিসংবাদিত ভাবে সত্য বলিয়া মনে করিতে কোনো বাধা নাই।

বর্তমান বৎসর ডিউই সাহেবের জন্মশত বার্ষিকী বলিয়া পালিত হইবার কথা এবং তাঁহার প্রবর্তিত দশমিক বর্গীকরণ পদ্ধতির নানা আলোচনা পৃথিবীর বিভিন্ন গ্রন্থাগার পরিষদে আলোচিত হইবার কথা। এবিষয়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ নিশ্চয় কোনো ব্যবস্থা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। এই প্রবন্ধ উক্ত বিষয়ের অঙ্গ হিসাবে পরিগণিত হইতে পারে।

ডিউই প্রবর্তিত দশমিক বর্গীকরণ পদ্ধতির বিষয়ে আমাদের দেশের সব গ্রন্থাগারকর্মীর এক অভিযোগ যে ইহাতে ভারতীয় বিভিন্ন বিষয়াদির পুস্তক সমূহের বর্গী-করণের যথাযথ সুবিধার অভাব। গত প্রায় ৪০ বৎসর ধরিয়া এই বিষয়ে নানা আলোচনা চলিয়া আসিতেছে। বিভিন্ন গ্রন্থাগারকর্মীও এ বিষয়ে নানা নিবন্ধ গ্রন্থাগার পরিষদের বিভিন্ন সম্মেলনে আলোচনার জন্য উপস্থিত করিয়াছেন। যতদূর মনে পড়ে, ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে তদানীন্তন Imperial Libraryতে প্রথম গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা কোর্স চালু হয়—উক্ত শিক্ষা কোর্সের প্রবর্তক পরলোকগত খলিফা মহম্মদ আসাদুল্লাহ সাহেব তখন Imperial Libraryর গ্রন্থাগারিক। এ বিষয়ে তাঁহার সহিত কিছু আলো-চনার সুযোগ হয়। উক্ত ১৯৩৫ সালের প্রথম

শিক্ষাপ্রাপ্ত ২০ জন ছাত্রদের একজন হিসাবে ভারতীয় ইতিহাসের বিভিন্ন যুগের একটি খসড়া ও তাহার ডিউই প্রবর্তিত দশমিক বর্গীকরণ সংখ্যার একটি তালিকা প্রণয়ন করিয়া আসাদুল্লাহ সাহেবকে আমি দেখাই। আসাদুল্লাহ সাহেব তাহা দেখিয়া প্রশংসা করেন ও বলেন যে, এ বিষয়ে ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কিছু একটা ব্যবস্থা করিবেন। কিছুকাল পরে ILA Journal-এর এক সংখ্যায় একটি লেখা বাহির হয় তাহাতে উক্ত পরিষদের তরফে ভারতীয় কোনো কোনো বিষয়ের ডিউই প্রবর্তিত বর্গীকরণ সংখ্যার সংশোধ সংগ্রহ করা হয়। লেখক তাহার পর কলিকাতা ছাড়িয়া বরোদার প্রাচ্য বিদ্যামন্দিরের গ্রন্থাগারিকের কাজে বৃত। সেইখানেও ভারতীয় বিভিন্ন বিষয়ের পুস্তকাদির বিরাট সংগ্রহ লইয়া কাজ করিবার সুযোগ হয়। সেইখানে ডিউই প্রবর্তিত হয় নাই। বরোদায় Borden সাহেবের সহকর্মীদের প্রণীত একটি দশমিক বর্গীকরণ পদ্ধতির প্রচলন সাধারণ গ্রন্থাগারে প্রচলিত ছিল— উহা প্রায় ডিউই পদ্ধতির সামিল। প্রাচ্য বিদ্যামন্দিরে ঐ পদ্ধতির ব্যবহার ছিল না। সেখানে পুঁথির সংগ্রহ বেশ বিরাট এবং ঐ পুঁথির সংগ্রহের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া একটি বর্গীকরণ পদ্ধতির প্রচলন ছিল সংস্কৃত, মারাঠী ও গুজরাটি পুস্তকাদির ক্ষেত্রে। ইংরাজীতে লিখিত পুস্তকাদি সংবাদের 'বিমর্শ' বা Research হিসাবে আলাদা এক ভাগে রক্ষিত হইত। বরোদার প্রাচ্য বিদ্যামন্দির তৎকালে Gaekward's Oriental Series-এর Editorial সংস্থা হিসাবে পরিচালিত হইত। উক্ত মন্দিরের ব্যবস্থাপক ছিলেন পরলোকগত ডাঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য মহাশয়। তিনি নিজে একজন প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁহার সম্পাদিত G. O. Series সেকালে পৃথিবীর সর্বদেশে প্রাচ্য বিদ্যা অনুশীলনের ক্ষেত্রে এক বিশেষ সংকলন হিসাবে সমাদৃত ছিল। উক্ত মন্দিরের গ্রন্থাগার ও পুঁথি সংগ্রহটি অতি সুচারুরূপে পরিচালিত ও ব্যবহৃত হইত। দেশী বিদেশী বহু গবেষক তথায় আসিতেন ও ডঃ ভট্টাচার্যের সহিত আলোচনায় রত হইতেন। ঐ আলোচনা কালে গ্রন্থাগার হইতে বহু পুস্তকের ব্যবহার হইত। বরোদায় থাকাকালীন ভারতীয় বিভিন্ন বিষয়ের একটি ডিউই প্রবর্তিত বর্গীকরণ সংখ্যার Expansion বা সম্প্রসারণ তালিকা প্রণয়ন করিতে সক্ষম হই। বৎসর দুই পরে ১৯৩৮ সালে বরোদা ত্যাগ করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী গ্রন্থাগারিক হিসাবে দেশে ফিরিয়া আসিতে হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে বসিয়া ডিউই প্রবর্তিত বর্গীকরণ সংখ্যায় বিভিন্ন ভারতীয় বিষয়াদির ক্ষেত্রে পরিবর্ধন করিবার প্রয়াস চালাইয়া যাই। সেই সময়ে Ramakrishna Institute of Culture-এর অবৈতনিক গ্রন্থাগারিক হিসাবে কাজ করিবার সুযোগ হয় ও এই বিষয়ে ভারতীয় বিভিন্ন বিষয়, যথা—ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস ইত্যাদির উপর ডিউই দশমিক সংখ্যার যথাযথ ব্যবহার বিষয় নানা বন্ধু-বান্ধবদের সহিত আলোচনার সুবিধা হয়। শ্রদ্ধাস্পদ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের দশমিক বর্গীকরণ পদ্ধতি আমাদের বিশেষ সাহায্য করে। উক্ত বিভিন্ন বিষয়ের তালিকা প্রণয়ন করিয়া ইংরাজীতে Type করিয়া তাহার এক কপি আমেরিকায় Lake Placid Club-এ পাঠানো হয় তৎকালে ঐ সংস্থাই ডিউই-র নবতম সংস্করণ প্রকাশ করিতেন। উক্ত সংস্থার তরফে Dr. Horace Poleman তখন Library of Congress-এর Indic Division-এর অধিকারিক। Poleman সাহেব একপত্রে আমাকে জানান যে তিনি শীঘ্র ভারতে আসিবেন এবং এবিষয়ে বিশদ আলোচনার সুযোগ হইবে। পরে ১৯৪৬ সালে আমাকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়িয়া দিল্লীতে রাজকীয় মহাফেজখানায় গ্রন্থাগারিকের কাজে যোগদান করিতে হয়। উক্ত দপ্তর দেশ স্বাধীন হইবার পর Imperial Records নাম বদলাইয়া National Archives of India নামে পরিচিত হয়। ইহা ভারত সরকারের নিজস্ব সংস্থা। ১৯৪৭-৪৮ সালে Poleman সাহেব অনেক খোঁজ করিয়া অবশেষে দিল্লীতে আসিয়া আমার সহিত যোগাযোগ করেন। তাঁহার সহিত আলোচনার শেষ দিকে যাহা স্থির হয়, তাহা হইল যে ভারতীয় বিভিন্ন বিষয়ে বর্গীকরণ ব্যাপারে বিভিন্ন গ্রন্থাগারিক কাজ করিতেছেন, কিন্তু এ সবই হইল 'One man show'. ইহার উপর ভিত্তি করিয়া ডিউই দশমিক

বর্গীকরণ কর্তৃপক্ষ কিছু করিতে পারিবেন না। ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ যদি এ বিষয়ে নিজেদের মতস্থির করিয়া একটি খসড়া পাঠান তাহা হইলে আমেরিকান সংস্থা এ বিষয়ে ব্যবস্থা করিতে পারেন, নচেৎ নহে। এই প্রস্তাব অতীব যুক্তিযুক্ত এবং এই ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪৮ সালে নাগপুরে অনুষ্ঠিত ILA Conference এই বিষয়ে ভারতীয় বিভিন্ন বিষয়াদির ডিউই সংখ্যার প্রবর্তনের উপর একটি প্রবন্ধ পাঠানো হয়। দুঃখের বিষয় দেরীতে পাওয়া গিয়াছে বলিয়া উক্ত প্রবন্ধটি আর আলোচিত হইবার সুযোগ পায় নাই। যাঁহারা নাগপুরের ঐ সম্মেলনে যোগদান করিয়া ছিলেন তাঁহারা জানেন যে ঐ সম্মেলনে ডঃ রঙ্গনাথন সম্মেলনের সভাপতি হিসাবে যে ভাষণ দেন তাহাতে সমবেত সব গ্রন্থাগারিকই বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন—দ্বিবিন্দু বর্গীকরণের জয়যাত্রার ঐ প্রথম পদক্ষেপ। কাজেই ঐ সম্মেলনে ডিউই প্রবর্তিত দশমিক বর্গীকরণের স্থান সেখানে হয় না। কয়েক বৎসর পর হায়দ্রাবাদে আবার ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্মেলন হয়। তাহাতে দেখা যায় যে ডঃ রঙ্গনাথন মহাশয় সভাপতি হিসাবে শ্রীকেশবন মহাশয়ের নিকট পরাজিত হইয়া উক্ত সংস্থা হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। নূতন পরিস্থিতিতে ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ লাভবান হইল কিনা তাহা বিশেষজ্ঞরা বলিতে পারেন। কিন্তু গ্রন্থাগার পরিষদের পত্র পত্রিকাতে যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক আলোচনা হইত তাহা প্রায় বন্ধ হইয়া যায়। বর্গীকরণ ব্যাপারে বিভিন্ন আঙ্গিকের যে প্রকৃষ্ট পরিচয় ও পর্যালোচনা হইত তাহাও নিস্তব্ধ হয়। গ্রন্থাগার জগতে বিশ্বে ভারত যে উচ্চ আসন লাভ করিয়াছিল, তাহার পদক্ষেপও আর দেখা যায় না। হায়দ্রাবাদের পর বৎসর কলিকাতায় যে ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্মেলন হয় ১৯৫৬-৫৭ সালে তদানীন্তন পরিষদ সভাপতি জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক মহাশয়কে ভারতীয় বিষয়াদির উপর ডিউই-র দশমিক বর্গীকরণের বিস্তৃতির উপর একটি প্রবন্ধ দেওয়া হয়। ঐ সম্মেলনে আগত বহু গ্রন্থাগারিক এ বিষয়ে আলোচনা করেন এবং শেষাবধি পরিষদ সভাপতি শ্রীকেশবন মহাশয় ঘোষণা করেন যে, এ বিষয়ে পরিষদ নিজ কর্মসূচী স্থির করিবার জন্য একটি সর্বভারতীয় কমিটি নিয়োগ করিবে এবং ঐ কমিটির রিপোর্টের উপর ভিত্তি করিয়া একটি পূর্ণাঙ্গ স্কীম ডিউই দশমিক বর্গীকরণের ভারতীয় বিষয়াদির বিস্তৃতি ব্যাপারে ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ অনুমোদিত হিসাবে আমেরিকায় ডিউই কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠানো হইবে। এই ঘোষণায় সকলেই নিশ্চিন্ত হন এবং সভাপতি মহাশয়ের দূরদৃষ্টির প্রশংসা করেন।

ইহার পর প্রায় ২০ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ নানা ব্যবস্থার ভিতর দিয়া কলিকাতা হইতে পাটনা এবং পাটনা হইতে অবশেষে রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত হইয়াছে। আজ ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদে আর কলিকাতার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না—আজ সেখানে রাজধানীর প্রভাব। কিন্তু দুঃখের বিষয় ডিউই প্রবর্তিত বর্গীকরণ পদ্ধতির ভারতীয় বিষয়গুলির পরিবর্ধিত সংখ্যায় কোন কিছু স্থির হইয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। দু' একবার ILA Conference-র সময়ে ঐ কমিটির মিটিং হইয়াছিল বলিয়া শোনা যায় কিন্তু তাহার ফলশ্রুতি হিসাবে ILA-র মুখপত্রে কখনো কিছু প্রকাশিত হয় নাই বলিয়া মনে হয়। আমাদের দেশের অনেক বিষয়েই শেষাবধি এই এক অবস্থা দেখা যায়। অতীব দুঃখের বিষয় যে রাজধানীর গ্রন্থাগারিকদের ভিতর-ও এ বিষয়ে কোন আগ্রহ আছে বলিয়া মনে হয় না। ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এখন রাজধানীর সংস্থা—দিল্লীতেই সর্বাপেক্ষা উচ্চমানের গ্রন্থাগারিকরা বাস করেন এবং মাথা গুনতিতে সেখানকার গ্রন্থাগারিকদের সংখ্যাই সর্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া মনে হয়। পরলোকগত ডঃ রঙ্গনাথনের একটা কথা এখানে মনে পড়ে—দ্বিবিন্দু পরিবেশ থেকে ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ যখন ভিন্ন পরিবেশের আওতায় যায়, তিনি দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্রে আর অনুশীলনের কিছু খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। সে মুখপত্র এখন নানা ছবি ইত্যাদিতে সুশোভিত সিনেমা পত্রিকার সহিত তুলনীয়। এ কথার কিছু কিছু যে সত্য সে সম্বন্ধে সকলেই উপলব্ধি করেন।

যাই হোক, ইতিমধ্যে ডিউই-র দু' তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাদের ভিতর দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ সংস্করণ তৎপূর্ব সংস্করণের উপর ভিত্তি করিয়া আরো বিশদ ও Comprehensive edition হিসাবে প্রকাশিত হয়। কিন্তু পরবর্তী Standard edition দেখিয়া ভারতীয় গ্রন্থাগারিক অনেকেই হতাশ হন। সেই সময়ে লেখকের সহিত Lake Placid Club-র কর্মকর্তাদের কিছু যোগাযোগ হয় ও তাঁহাদের লেখা হইতে আভাস পাওয়া যায় যে আমেরিকানরা ভারতীয় বিষয়াদির সুষ্ঠু ডিউই সংখ্যার জন্যে আদৌ আগ্রহী নন। তাঁহারা তাঁহাদের পুস্তকাদির বর্গীকরণ ব্যাপারে যাহা প্রয়োজন তাহা করিতেছেন। ভারতীয় বিষয়ে যদি কিছু করা প্রয়োজন অনুভূত হয় তাহা ভারতীয়রাই করিবেন, সেটা তাঁহাদেরই মাথাব্যথা। একথা সর্বৈব সত্য। কিন্তু আমাদের দেশের গ্রন্থাগারিকদের মাথা নাই তার মাথাব্যথা! লেখক এ ব্যাপারে তাহার বাংলা ভাষায় প্রকাশিত 'গ্রন্থাগার বিজ্ঞান' পুস্তকের পরিশিষ্টে ডিউই প্রবর্তিত ভারতীয় বিষয়াদির পরিবর্দ্ধিত সংখ্যা বেশ কিছু পরিমাণে সংযুক্ত করেন। পুস্তকটি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ভারতীয় ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তকের জন্য সে বৎসরের (১৯৬০) শ্রেষ্ঠ পুস্তক হিসাবে পরিগণিত হয় ও নরসিং দাস আগরওয়ালা পুরস্কার লাভ করে। পর বৎসর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র হইতে ডিউই প্রবর্তিত দশমিক বর্গীকরণ ভারতীয় বিষয়াদির সংখ্যা পরিবর্দ্ধিত সম্প্রসারণের জন্য Watumull Award লাভ করে। উক্ত পুরস্কার বিতরণ সভায় পদকের সহিত নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি পাঠ করা হয়—"The Watumull Foundation is happy to present to you its Award in memory of its founder G. J. Watumull, for your valuable contribution to education notably in Library Science for 1961. Your work in devicing and extending the Dewey Decimal System to include many new Indian Classifications and expansion is valuable, not only in India but in other countries, specially in United States where colleges and universities are constantly enlarging their library facilities as well as courses, in Indic Studies: ইহার কিছু পরেই D.D.C-র আমেরিকার সংস্থা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে "Survey of DDC use abroad" বিষয়ে report-এর জন্য বিভিন্ন গ্রন্থাগারকর্মীদের কাছে পাঠান। ভারতবর্ষে আসেন Dr. Sarah Vann। ইনি এই দেশে বহু গ্রন্থাগারকর্মী ও গ্রন্থাগারিকদের সহিত নানান সভায় মিলিত হইবার সুযোগ পান। দেশী বিদেশী ভাষায় প্রকাশিত বর্গীকরণ সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রবন্ধাদিও তাঁহাকে দেওয়া হয়। আমেরিকার এই প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ Dewey-র অষ্টাদশ সংস্করণ নব কলেবরে তিনটি খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে এবং ভারতীয় বিষয়ের বহু বিষয় অতি সুন্দর পরিবর্দ্ধন ও সম্প্রসারণ করিয়াছেন। ভারতীয় গ্রন্থাগারিকদের আর অভিযোগের বিশেষ কারণ না থাকিবার কথা। এই তিনখণ্ড পুস্তকের দাম প্রায় সাড়ে তিনশত টাকা করা হইয়াছে। এইবার সমভারতের ক্ষেত্রে ভাববার সময় আসিয়াছে যে আমাদের মতো গরীবদেশে অত দাম দিয়া সহস্র সহস্র বিদেশী মুদ্রা ব্যয় যুক্তিযুক্ত কিনা। দ্বিবিন্দু বর্গীকরণ পদ্ধতি আমাদের জাতীয় বর্গীকরণ পদ্ধতি না হইলেও আমাদের নিজস্ব পদ্ধতি। কিন্তু যত গুণই তাহার থাকুক সহজ কাজের ক্ষেত্রে দ্বিবিন্দু বর্গীকরণ প্রায় অচল।

সেইজন্য আমাদের নবীন ও কুশলী গ্রন্থাগারিকদের কাছে আমার নিবেদন—বিভিন্ন গ্রন্থাগার পরিষদও এবিষয়ে অবহিত হইতে পারেন যে ভারতের নিজস্ব কোন সহজ বর্গীকরণ পদ্ধতির আবিষ্কার করা যায় কিনা। প্রাচ্য বর্গীকরণ পদ্ধতি ও পৃথিবীর বিভিন্ন বর্গীকরণ পদ্ধতির সংমিশ্রণে এমন একটি দশমিক পদ্ধতির প্রবর্তন নিশ্চয় অসম্ভব হইবেনা। শ্রদ্ধেয় প্রভাতবাবুর বর্গীকরণ পদ্ধতি এ বিষয়ে অনেক সাহায্য করিবে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃপক্ষ যদি এবিষয়ে একটু তৎপর হন, তাহলে বাংলা ভাষায় অন্তত কিছু করা অসম্ভব হইবে না। এর ফলে বহু বিদেশী মুদ্রা-ও সংরক্ষিত হইতে পারে।

পরিষদ ও তার জেলা শাখা

শশাঙ্ক বাগচী

একথা আজ অনেকেই জানেন যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসরেরও বেশী সময় ধরে কাজ করে চলেছে। শিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারকর্মী সৃষ্টি, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বই প্রকাশ ছাড়াও সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে দৃঢ় ভিত্তি দিতে প্রয়োজনীয় গ্রন্থাগার আইনের খসড়া প্রণয়ন করে রাজ্য সরকারের কাছে পেশ করেছে। পরিষদ অবিলম্বে গ্রন্থাগার আইনের মাধ্যমে "নিঃশুল্ক অবাধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা" প্রচলনের দাবী বার বার সরকারের নিকট তুলে ধরেছে। বিদ্যালয়, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য সকল শ্রেণীর গ্রন্থাগারসমূহের উন্নয়ন ও সুষ্ঠু পরিচালনাও পরিষদের দাবী।

আবার অনেকেই এসবের কিছুই জানেন না। এই না জানা মানুষের সকলেই নিশ্চয়ই পড়তে না জানা ব্যক্তি নন। বহু বিজ্ঞ মানুষও পরিষদের 'ধ্যান ধারণা' এবং তার কার্যক্রম বিষয়ে কিছুমাত্র অবহিত নন। রাজ্যের জেলা সমূহে এই অনবহিত মানুষের সংখ্যাই গরিষ্ঠ—পরিষদের 'চিন্তা-ভাবনা' বিষয়ে কিছু জানা না থাকায় গ্রন্থাগার আন্দোলনকে কর্মরত গ্রন্থাগার কর্মীদের অর্থনৈতিক দাবী দাওয়ার আন্দোলন হিসেবে গণ্য করার প্রবণতা এঁদের মধ্যে থেকে গেছে। কাজেই নিজের এবং সমাজের প্রয়োজনে গ্রন্থাগার আন্দোলনের শরিক হ'তে এই না-জানা মানুষের দল চান নি। তাই গ্রন্থাগার আন্দোলন রাজ্যের মানুষের বৃহৎ অংশের অংশ গ্রহণ ব্যতিরেকে আজও ম্রিয়-মান হয়ে গেছে। পরিষদের কার্যাক্রম যেহেতু রাজ্যের অধিকাংশ মানুষ জানেন না বা বিশদভাবে জানেন না। অজানাকে জানানোর তাগিদেই পরিষদকে জেলায় জেলায় শাখা স্থাপনে প্রয়াসী হতে হয়েছে। আমরা রাজ্যের প্রতিটি জেলায় পরিষদের শাখা স্থাপনে তাই আগ্রহী।

পরিষদের জেলা শাখা এবং তার কার্যাক্রম সম্বন্ধে পূর্বে অনেকেই আলোচনা করেছেন। আলোচকদের সকলেই প্রচুর অভিজ্ঞতা সম্পন্ন। এখানে তাঁদের বক্তব্যের কিছু পুনরুল্লেখ ঘটতে পারে। তবুও বিষয়টির গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে আরেক দফা লিখতে হচ্ছে।

গ্রন্থাগার আইন আজও হল না! পরিষদ বিষয়টি নিয়ে দাবী উত্থাপন করে চলেছে অনেক দিন ধরে। পরবর্তী ধাপ অর্থাৎ গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হবার পর সেই আইনের সার্থক রূপায়ণ এবং জনজীবনের সঙ্গে গ্রন্থাগারকে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত করার কাজেও তো লাগতে হবে। গ্রন্থাগার আন্দোলনের সার্থকতা তো সেখানেই; কিন্তু দিন-মাস বৎসরের হিসেবে নির্দিষ্ট করে বলা যাবে না কবে নাগাদ পরবর্তী ধাপের কার্যাক্রম পরিষদ হাতে নেবে। আজও গ্রন্থাগার বা পাঠাগারে বেশীর ভাগ মানুষই 'চাটনির' স্বাদ পেতে হাল্কা বিষয়ের বই পড়তে যান। পাঠ রুচির পরিবর্তন করে গ্রন্থাগারের প্রকৃত রূপটি সুকৌশলে পাঠকের কাছে খুলে দিতে হলে যে প্রচেষ্টা প্রয়োজন তার অনুসন্ধানে তৎপর হতে আমাদের কোনও বাধা নেই। এই কাজটি জেলা শাখার কার্যাক্রমে স্থান পেতে পারে। গ্রন্থাগার আন্দোলনকারী মাত্রেই জন-জীবনে গ্রন্থাগারের সুপ্রয়োগ চান। কাজেই 'পাঠ-রুচির' বাঞ্ছিত রূপান্তর এবং 'পাঠ-অভ্যাস' বৃদ্ধি এ দুটোই আমরা এখন থেকেই চাইবো।

গ্রন্থাগারকে 'প্রাণের বন্ধু' হিসেবে মানুষের কাছে হাজির করতে হবে। বাড়ীর ফুলের গাছটির রোগের প্রতিকারও পাঠাগারের বইয়ে থাকে, তা জানাতে হবে। 'মাজরা' পোকা ফসলের ক্ষতি করলে বি, ডি, ও, সাহেবের পরামর্শ কাজে লাগে ঠিকই কিন্তু বি, ডি, ও,-র নির্দেশটি যদি পাঠাগারের বইয়ে নিজের চোখে দেখে নেয়া যায়, তার মূল্য অনেক। নিজের চোখে দেখে শেখার আনন্দ অনেক বেড়ে যাবে। জেলায় জেলায় গ্রন্থাগার আন্দোলন সংগঠকদের মানব

মনের এই আঙিনায় নজর দিতে হবে। গ্রন্থাগার আন্দোলন এতে বহুলাংশে সফল হবে। গ্রন্থাগারকে পাঠক সমাজের প্রকৃত বন্ধুরূপে গড়ে তোলার কাজে সম্ভাব্য চাহিদার পরিমাপে গ্রন্থাদি সংগ্রহ করতে হবে। জেলা স্তরে গ্রন্থাগার সংগঠকদের এবিষয়ে উৎসাহী করে তোলার কাজ জেলা শাখার সংগঠকদের দ্বারাই হতে পারে।

কেবলমাত্র পরিষদের সদস্য সংগ্রহই জেলা শাখার কাজ নয়। অপরাপর কেন্দ্রীয় সংগঠনের শাখার সঙ্গে পরিষদের শাখা সমূহের কার্যাক্রমে মৌলিক পার্থক্য এখানেই। গ্রন্থাগার আন্দোলন শিক্ষামূলক আন্দোলন। এর শুরু আছে—শুরু হয়েছেও, কিন্তু এ আন্দোলন শেষ হবার নয়। মানব সভ্যতার ধাপে ধাপে শিক্ষা আন্দোলনের ব্যাপ্তি ঘটেছে, ঘটেছে রূপান্তর। গ্রন্থাগার আন্দোলনও পরিবর্তিত হতে পারে। হবেও। সভ্যতার অবসান না ঘটলে এর পরিসমাপ্তি ঘটবে না। আন্দোলনের চলমান প্রবাহে অতীতের কাণ্ডারী আজ অনুপস্থিত। ভবিষ্যতের দিগ্‌দর্শকরা প্রস্তুতির পাঠে নিমগ্ন। নবাগত সৈনিককে প্রশিক্ষণে আগ্রহী করে তোলা আজকের সংগঠকদের অবশ্য কর্তব্য। পরিষদের সঙ্গে পরিচিত করে তুলতে এবং পরিষদের কার্যাক্রমের প্রতি আস্থাবান করতে নতুন মানুষকে টেনে আনতে হবে। 'সদস্য করণ' এই কারণে অপরিহার্য। আন্দোলনের প্রবাহ গতিশীল রাখতে রাজ্যের সকল অংশেই পরিষদের সদস্য সংগ্রহ করে যেতে হবে। শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে এটা হতে পারে না। জেলা স্তরে এই প্রয়োজনীয় কাজটি শাখা সংগঠনকেই করতে হবে

বাংলাদেশে কেন সমগ্র ভারতেই গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের মহৎ প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি। সরকারী উদ্যোগে এর জন্ম, বৃদ্ধি ও পুষ্টি হয়নি। আজকের মানুষ নানাবিধ কারণে ব্যতিব্যস্ত। তার মহৎ প্রচেষ্টার নিদর্শন 'গ্রন্থাগার', বাড়ন্ত বয়সের শিশু যেমন প্রয়োজনীয় আহার্য না পেয়ে ক্ষয় থেকে যায়, ঠিক তেমনি প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক পরিচর্যা এবং কিছু আবশ্যকীয় বিধি-বিধানের অভাবে গ্রন্থাগার ক্রমশঃ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। পরিষদ এই কারণেই গ্রন্থাগার আইনের দাবী তুলেছেন। প্রস্তাবিত গ্রন্থাগার আইনের মাধ্যমে গ্রন্থাগারের স্থায়িত্ব এবং সেবাদান ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। কারণ গ্রন্থাগারের মাধ্যমে জ্ঞানের মুক্তধারা সিঞ্চন সকল পরিপূর্ণ সাফল্যেই একান্ত আবশ্যক। চাষীভাইগণ বি, ডি, ও, সাহেবের উপদেশে, অন্ধ অনুকরণে যে ফলন পাবেন, গ্রামের সুসংগঠিত পাঠাগারের উপযুক্ত সাহায্য যদি সময় মত তাঁরা পান তার থেকে বেশী ফলন পেতে পারবেন একই পরিমাণের জমি থেকে। সুসংগঠিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা উন্নয়নকামী দেশে তাই অধিকতর প্রয়োজনীয়। দেশের অর্থনৈতিক বনিয়াদকে দৃঢ়তর করতেও সংগঠিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রয়োজন। কাজেই গ্রন্থাগার এর স্থায়িত্ব রক্ষার প্রয়োজনে এবং সুসংগঠিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার দাবীতে গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নে সরকারকে আগ্রহী করে তুলতে হবে। জেলা স্তরে জনমত গড়ে তুলবে পরিষদের শাখা-সংগঠন।

সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রয়োজনে 'গ্রন্থাগার আইন' একান্ত আবশ্যক হলেও এর প্রণয়ন আজও খেয়াল-খুশির অনিশ্চয়তায় চলছে। শিক্ষার ল্যাবরেটরীতে 'ছাত্রসমাজ' আজ 'গিনিপিগ'। দশ থেকে এগার, কেহ দশ শ্রেণীর মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা হল। পাঠ্যবিষয়ে হেরফের করে শিক্ষাকে আজ 'কর্মমুখী' করা হচ্ছে। কিন্তু শিক্ষার সঙ্গে গ্রন্থাগারকে উপযুক্ত ভাবে যুক্ত করার বিষয়টি উহ্য রয়ে গেল। গ্রন্থাগার শুধুমাত্র গল্প উপন্যাস সরবরাহ করে না, কর্মভিত্তিক শিক্ষাদানেও নানাভাবে সাহায্য করে। যে কোনও অধ্যয়ন বা গবেষণাকে সম্পূর্ণতা দিতে গ্রন্থাগারই সক্ষম। এই আবেদন রাজ্যের মানুষের দরবারে পৌঁছে দিতে হবে। পরিষদের কেন্দ্রীয় দপ্তরের কণ্ঠ রাজ্যের সকল অংশে কখনই পৌঁছুবে না। তাই ঠিক এই কারণেও প্রতিটি জেলায় পরিষদকে শাখা স্থাপন করতে হয়েছে। জেলার শাখা সংগঠকদের কর্মসূচীতে সকল প্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সুষ্ঠু গ্রন্থাগার ব্যবস্থার দাবীর অনুকূলে প্রচার অভিযানকে যুক্ত করতেই হবে।

রাজ্যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা যে ভাবেই থাক না কেন একথা অস্বীকার করা যাবে না যে গ্রন্থাগার খাতে প্রতি বছরই বহু টাকা রাজ্য সরকার ব্যয় করছেন। জেলায় জেলায় এই টাকার একটা বড় অংশ জেলা সমাজ শিক্ষাধিকারিকের মারফৎ খরচ হয়। খরচ-কর্তা সমাজ শিক্ষা অধিকারিক। দুঃখের সংগে হলেও বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, অধিকাংশ খরচ-কর্তা-ই গ্রন্থাগার-সচেতন নন।

তবে ব্যতিক্রম নিশ্চয় আছে। সে ব্যতিক্রম সর্বত্রই থাকে। সমাজ শিক্ষাঅধিকারিকদের কেউ কেউ প্রকৃতই গ্রন্থাগার দরদী। নানা রকমের সরকারী বিধি-বিধানে ওঁরা আবদ্ধ। তাই সকল সময় করণীয় কিছু থাকলেও এবং প্রয়োজনেও করতে পারেন না। এসকল ক্ষেত্রে 'জনগণের প্রস্তাব' সামনে এগিয়ে এলে, ওঁদের পক্ষে অসুবিধার বাধা অনেকটাই কেটে যায়। ওঁরা বর্তমান ব্যবস্থায়ও গ্রন্থাগারের জন্য পছন্দমত কিছু কাজ করতে পারেন। জেলা শাখার সংগঠকদের এই দিকটির প্রতি নজর দিতে হবে। জেলা স্তরে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নয়নে যা করা প্রয়োজন বলে তাঁরা মনে করবেন, সেগুলি প্রস্তাবাকারে সংশ্লিষ্ট সমাজ শিক্ষা অধিকারিকের কাছে পেশ করবেন সর্বাগ্রে। সেখানে যেটুকু মিটবে না, তা পরবর্তী এবং উচ্চতর কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপনের জন্য কেন্দ্রীয় দপ্তরে জানাবেন। এভাবে এখনি কিছু কাজ আমরা করতে পারবো। জেলায় জেলায়, গ্রন্থাগার সমূহে অনুদান বণ্টনে যে অবিচার অনেকে বোধ করে থাকেন, সকল ভুরাচারীই তাদের শাস্তিকে ভয় করে। পরিষদের জেলাশাখাকে সদা জাগ্রত প্রহরীই হতে হবে।

গ্রন্থাগার আন্দোলনে লেখকের অংশ গ্রহণ একজন পেশাদার গ্রন্থাগার কর্মীরূপে। শ্রেণী বিচারে সে মধ্যম বর্গের অংশগ্রহণকারী। যিনি অন্য পেশায় নিয়োজিত থেকে, গ্রন্থাগারের আদর্শে আস্থাবান হয়ে—পেশাদার গ্রন্থাগার কর্মীদের সঙ্গে এক হয়ে, তাঁদের সাহায্যে গ্রন্থাগার আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে চলেছেন, লেখকের মতে তিনিই উৎকৃষ্ট শ্রেণীর অংশগ্রহণকারী। অন্য পেশায় গ্রন্থাগারিক এবং গ্রন্থাগারকর্মী হয়েও গ্রন্থাগার আন্দোলনের বাইরে থেকেছেন বা রয়েছেন তাঁদের শ্রেণী বিচার না করে আবেদন করবো, গ্রন্থাগার আন্দোলনে সাধ্যমতো অংশগ্রহণের জন্য। জেলাশাখা সংগঠকদের জেলা পর্যায়ে পেশাদার গ্রন্থাগার কর্মীদের এবং শুভবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিদের গ্রন্থাগার আন্দোলনে সামিল হতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এইভাবে যদি জনচেতনা জাগ্রত করা সম্ভব হয়, তবেই আমরা গ্রন্থাগার আন্দোলনে সফলতা লাভ করতে পারবো।

একটি বিপন্ন গ্রন্থাগার

বিজয়া বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রন্থাগারিকা, প্রতাপচন্দ্র মেমোরিয়াল পাব্লিক লাইব্রেরী

ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ১৮৪০ খৃঃ ২রা অক্টোবর গড়িফাতে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের যে আত্মিক সম্পর্ক ছিল, আচার্য কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে প্রতাপচন্দ্রের সম্পর্কও ছিল সেইরকম। একে অন্যের পরিচায়ক ও পরিপূরক। কেশবচন্দ্র সেনের জীবনাবসানের পর ভাই প্রতাপচন্দ্র নববিধান ব্রাহ্ম সমাজে আচার্যপদে বৃত হন। ১৮৯৩ খৃঃ আমেরিকায় যে বিশ্বধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়, সেই সভায় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধিরূপে তিনি আহূত হন। তখন তিনি বিশ্বপরিচিতি লাভ করেন। 'স্ত্রী চরিত্র', 'উপদেশ' ও 'আশীষ' নামে তিনি বাংলাভাষায় তিনখানি বই লেখেন। ইংরাজিভাষায় লেখা সর্বমোট ১১ খানি বই:—The Faith & Progress of Brahmo Samaj, The Oriental Christ, Sketches of a tour round the World, Aids to moral Character, Heart-Beats, The Silent Pastor, The Spirit of God, Will the Brahmo Samaj last, The Monghyr revival, To Yong Men of India, The Progress of Theism. বইগুলিতে নববিধান ব্রাহ্মসমাজের আচার আচরণ, রীতি-নীতি উপদেশাবলী এবং কিছু পুস্তকে ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস বর্ণিত আছে। আর আছে নিজের জীবনকথা, ঘটনার মধ্যে দিয়ে নিজের জীবনের ছবি।

১৯০৫ খৃঃ তাঁর মৃত্যু হয়। কেশবচন্দ্রের 'কমলকুটির' বাসভবনের পাশেই তাঁর বাসভবন ছিল 'শান্তিকুটির'। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁর স্ত্রী একটি পবিত্র জীবনের আলো ও আশাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এই 'শান্তিকুটির'কে একটি গ্রন্থাগারে পরিণত করার অভিলাষ ব্যক্ত করেন। ট্রাস্ট এই ব্যাপারে তৎপর হয়। শ্রীবিধানচন্দ্র রায়ের আন্তরিক ও সরকারী সাহায্যে এবং প্রতাপচন্দ্রের পরিবার

কয়েক হাজার টাকায় শান্তিকুটিরকে সম্পূর্ণভাবে ভেঙে ১৯৫৯ খৃঃ একটি নতুন ত্রিতলভবন তৈরী হয়, নাম দেওয়া হয়—'ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মেমোরিয়াল ট্রাস্ট পাবলিক হল্ ও লাইব্রেরী'।

গ্রন্থাগারটি বিশেষভাবে নির্মিত হয় কলেজের ছাত্রছাত্রীদের জন্য। তাঁদের পাঠ্যপুস্তক ও রেফারেন্স বই পড়বার সুযোগ দেওয়াই এর উদ্দেশ্য। বিনা চাঁদায় গ্রন্থাগার এবং বিজ্ঞান, কলা ও বাণিজ্যিক বিভাগের সব রকম বই এই গ্রন্থাগারে পাওয়া যায়। গড়ে ৩০০ ছাত্রছাত্রীর ব্যবস্থা আছে। নিয়মকানুন সামান্য কিন্তু নিয়মশৃঙ্খলা যাতে ভঙ্গ বা অমান্য না হয় তার প্রতি দৃষ্টি রাখা হয়। ছাত্রছাত্রীরা নিজেরা বই বেছে নিতে পারেন চাহিদা অনুযায়ী, গ্রন্থাগারের বই কেনার সময় তাঁদের নির্বাচিত পুস্তক তালিকা দিয়ে সাহায্য করেন। সপ্তাহে অন্ততঃ ১০।১২ ঘণ্টা তাঁদের পড়তে হয়।

গ্রন্থাগারটি কেবল যে কলেজের ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজনে লাগছে তাই নয়, গবেষণার কাজেও অনেকে এই গ্রন্থাগারের কাছে অনেকাংশে ঋণী। নববিধান ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী সাহিত্য ও পত্রপত্রিকা এই গ্রন্থাগারের একটি অমূল্য ভাণ্ডার।

ট্রাস্ট দ্বারা পরিচালিত হলেও সরকারী বাৎসরিক অনুদানের সাহায্যে গ্রন্থাগারটি চলে। এই ত্রিতলভবনের একতলায় একটি Hall ঘর আছে যেখানে মাঝে মাঝে সেমিনার, লেকচার, উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং এছাড়া কখনও সখনও সখের নাট্যগোষ্ঠীকে নাটক করতে দেওয়া হয়েছে, যারা বিনিময়ে donation বাবদ Trust fund এ কিছু টাকা দিয়েছে। সেই fund এর টাকা গ্রন্থাগারের জন্য প্রতিমাসে ব্যয় করা হয়েছে। বৎসরে গ্রন্থাগার পরিচালনার ব্যয় ভারের কিছু অংশ দিলে তবেই সরকার বাকী অংশ দিতে বাধ্য থাকবে, এই চুক্তিতে বরাবর কাজ হ'য়ে এসেছে।

আজ দীর্ঘ চার বৎসর যাবৎ 'চতুর্মুখ' নামক এক নাট্যগোষ্ঠী গ্রন্থাগার ভবনের এই হলটিতে ক্রমাগত নাটক চালানোর ফলে ভবনের প্রথম ও দ্বিতীয় তলায় গ্রন্থাগার সংক্রান্ত কোনও কাজকর্ম, উৎসব অনুষ্ঠান হ'তে পারছে না এই নাটক বাবদ কোনও অর্থ Trust fundএ জমা না পড়ায় বর্তমানে Trust Fund অত্যন্ত আর্থিক দুরবস্থার মধ্যে এসে পৌঁছেছে। Trust তার বাৎসরিক বরাদ্দ দিতে অক্ষম হওয়ায় এবং সরকারী অনুদান নানাকারণে সময়মত না পাওয়া যাওয়ায় গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের কতকগুলি অত্যন্ত অসুবিধার সম্মুখীন হ'তে হচ্ছে।—

১) মাসের মাইনে সময়মত পাওয়া যাচ্ছে না। খুব অনিশ্চিত অবস্থায় কর্মীদের থাকতে হয় মাসের পর মাস।

২) একবৎসর যাবৎ একটি পদ শূন্য হ'য়ে আছে; অর্থের অভাবে লোক নিয়োগ সম্ভব হচ্ছে না। ফলে গ্রন্থাগারের কাজে অন্যান্য কর্মীদের ওপর যথেষ্ট চাপ পড়ছে।

৩) গ্রন্থাগারে টেলিফোন, লাইটের ও ফ্যানের কানেকশান কেটে দেওয়া হয়েছে। এই প্রচণ্ড গ্রীষ্মের তাপে কর্মী ও পড়ুয়াদের প্রাণান্তকর অবস্থা।

৪) অর্থের অভাবে নিয়মিতভাবে বই কেনাতে বাধা দেখা যাচ্ছে। ফলে পরীক্ষার্থী ছাত্রছাত্রীরা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।

৫) গ্রন্থাগারের সময় পরিবর্তিত হয়েছে। সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৭টার সময় পর্যন্ত খোলা থাকত। বর্তমানে কর্মী ও আলোর অভাবে এবং বিশেষ করে একতলার প্রবেশপথ সময়মত না খুলতে পারার দরুন সময় কমিয়ে সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত করা হয়েছে।

৬) কর্মী ও ছাত্রছাত্রীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কোনও সেমিনার, আনন্দ উৎসব করা যাচ্ছে না।

৭) সবচেয়ে যেটি আপত্তিজনক কারণ দেখা দিয়েছে, তাহ'ল গ্রন্থাগারের সামগ্রিক পরিবেশটি নষ্ট হ'য়ে গেছে। নাট্যগোষ্ঠীর সকল নাটকের বিজ্ঞাপন কিছুসংখ্যক লোক ও তরুণ তরুণীর কাছে আকর্ষণীয় হয়ে 'প্রতাপ মেমোরিয়াল' গ্রন্থাগারের শুচিতাকে নষ্ট করে দিচ্ছে। এই মলিনতার জন্য বহু প্রশ্নের সম্মুখীন হ'তে হচ্ছে কর্মীদের।

ট্রাস্টবডিতে আছেন বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি। গত তিন বছর যাবৎ তাঁরা চেষ্টা করছেন নাট্য গোষ্ঠীর কবলমুক্ত করে গ্রন্থাগারকে বাঁচাতে, কিন্তু সফল হননি। তাঁরা ব্যস্ত মানুষ, গ্রন্থাগার নিয়ে চিন্তার অবসর তাঁদের কম। কিন্তু তাই বলে কি এই বিপন্ন অবস্থা সত্যি কাটিয়ে ওঠা যাবেনা? একটি মূল্যবান গ্রন্থাগার ক্রমশঃ বিনষ্টির পথে অগ্রসর হবে?

প্রসঙ্গ শরৎচন্দ্র ঃ একটি সংকলন

[বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা]

দীপক দাস

১. ভারতবর্ষ

ইং ১৮৭৬ এর ১৫ই সেপ্টেম্বর হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে শরৎচন্দ্রর জন্ম হয়। ১৯৭৬ সাল সেই দিক থেকে শরৎ জন্ম-শতবার্ষিকী বৎসর হিসেবে সাহিত্য জগতে একটি বিশেষ অনুধ্যেয় বৎসর। একশ বছর পরেও শরৎচন্দ্রর সাহিত্য কৃত্য আমাদের কীভাবে আলোড়িত করবে সেটা উনি আগে-ভাগেই কোনো সুস্পষ্ট মন্তব্য আনেন নি—। রবীন্দ্রনাথ তবুও তাঁর ১৪০০ সাল কবিতাটিতে কিছু একটু মর্মবাদ বিশ্লেষণ করেছিলেন যদিও খোলাখুলি শরৎ সাহিত্যে সেরকম কিছু আছে বলে আমার জানা নেই। অথচ জীবিত শরৎ-সময়টিতে যেমন, আজও বাঙালী পাঠকের মধ্যে তাঁর বইপত্র পাঠানুরাগে কিছুমাত্র ঘাটতি প্রকট হ'য়েছে—এরকম সংকট আমরা দেখি না।

উত্তর—পাঠক হিসেবে এখন অনেকেই বিভিন্ন আঙ্গিকে শরৎচন্দ্রকে, তাঁর সাহিত্যকর্মকে—জীবনকে—দেখতে চাইছেন—বস্তুতঃ পক্ষে একটি যুগন্ধর লেখকের পক্ষে তাতেই মধ্য দিয়েই সঙ্গতি কারণেই তাঁর সমীক্ষায়ণগত প্রকৃত সত্তায় পর্য্যালোচনা হবে। শরৎ-সত্তার এ জাতীয় অঙ্গীকার—শরৎ জন্ম শতবার্ষিক বাঙালীর মনন-মানসটিই প্রকৃত প্রস্তাবে আরো একবার নব্য পরিপ্রেক্ষিত পেয়ে—পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আলোকিত হতে পারবে।

অথচ তীব্র সত্তা—প্রতিটি সময়েই প্রতিটি লেখককে তাঁর লেখার জন্য বিভিন্ন মানসিক সম্প্রদায় পরিচালিত এবং বিভিন্ন আঙ্গিকে সমালোচিত—এক-একটি কখনো স-পক্ষ, কিংবা কখনো বিপক্ষর ভিত্তিক কিংবা সরল সমালোচনার ঘাত-প্রতিঘাত লেখকের জ্ঞানতঃ কিংবা অজ্ঞানতঃ পর্য্যায়ে সহ্য করতেই হয়। শরৎচন্দ্রকে নিয়ে তাঁর জীবদ্দশায় বহু সাহিত্যিক, সমাজের বহু সম্প্রদায়, বিশেষ বিশেষ সমষ্টি- বহু বিচিত্র দৃষ্টিকোণে বিচার করেছিলো। তাদের সেই সমস্ত মানসিকতা নিয়েই পরিপুষ্ট তৎকালীন বিভিন্ন সুপ্রচলিত পত্র-পত্রিকা এ কাজে বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছিল।

আমি শরৎচন্দ্র'কে প্রসঙ্গ ক'রে এবং তৎকালীন পত্র-পত্রিকাগুলিকে উৎস ক'রে শরৎ সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক পর্যালোচনার অবতারণা করবো।

বিজ্ঞান বিষয়ে অনন্যসুলভ প্রতিভা জগদীশচন্দ্র বসু সাহিত্য-প্রতিভা শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রসঙ্গে যে প্রশংসা উক্তি স্বতোপ্রণোদিত হ'য়ে পত্রাকারে করেছিলেন, পরবর্তী কালে (খ্রীঃ ১৩২৩ এর মাঘ সংখ্যা 'ভারতবর্ষ') যেটি মুদ্রিত পর্যায় হ'য়েছিল—সেটা উদ্ধৃত ক'রেই শরৎ প্রতিভার উপর বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে যে সমস্ত সমালোচনা, মন্তব্য, আলোকপাত ঘটেছিল—সে সবের অবতারণা করা চলবে।

তখনও শরৎচন্দ্র বহুপঠিত স্বীকৃত কথা-সাহিত্যিক হিসেবে সুপরিচিত হ'য়ে ওঠেন নি—কিন্তু তাঁর আবির্ভাব জন মানসে, হৃদয়—অন্তরে রীতিমত বিস্ময় উৎপাদন করেছে জগদীশচন্দ্র বসু'র এই চিঠিখানি তার স্বাক্ষর দেবে।

"শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সমীপেষু,

দৈবক্রমে আপনার একখানি পুস্তক পাঠিয়াছিলাম। তাহার পর আপনার সব বই আনিয়া পড়িয়াছি।

অতি মাত্রম কদাপি দেখা যায়।

আপনি সাধারণ জীবনেরই কথা লিখিয়াছেন, যাহা দ্বারা জাতীয় জীবন গঠিত হইতেছে তাহাতে যে কি মহত্ব আছে ও কি মহত্ব সম্ভব, তাহা আমরা দেখিয়াও দেখি না, অথচ আমাদের সম্মুখেই ঘটিতেছে।

অপ্রাকৃত ও অসম্ভাবিত চরিত্রের কথা বলেন নাই। বক্তাদী নবনীগঠিত পুরুষের পরিবর্তে পুরুষের পুরুষত্ব

এবং নারীকে পুতুলরূপে না আঁকিয়া তাহার নারীত্ব দেখাইয়াছেন।

যাহা ক্ষণিক ও ক্ষুদ্র, তাহার পরিবর্তে, যাহা চিরন্তন তাহাই চিত্রিত করিয়াছেন। প্রচলিত সমাজের নিষ্ঠুরতা অনেক সময় ইচ্ছাকৃত নহে, পরন্তু ইহা বালকের অজ্ঞানতা নিবন্ধন ক্রূরতার ন্যায়। জ্ঞান ও তর্ক দ্বারা যাহা অপ্রতিষ্ঠিত থাকে, অনেক সময়ে হৃদয়ের পরিচালনে তাহা সম্ভাবিত হয়।

কারণ, এই সর্বব্যাপী দুঃখ হইতে কে পরিত্রাণ পাইয়াছে—সে কথা স্মরণ থাকিলে কে অন্যের বোঝা বাড়াইতে চায়? যে দুঃখ কাহারও জীবন ভাঙ্গিয়া দেয়, সেই দুঃখই আবার অন্যকে দুঃখের অতীত করিয়া দেয়।

সফলতা যে কত ক্ষুদ্র, বিফলতা যে কত বড়! আপনার 'পথ নির্দেশ' পড়িতে পড়িতে ভয় হইয়াছিল যে, অন্ত কষ্টের পর সফলতার মোহ ভুলিতে পারিবেন না, কিন্তু দেখিয়া সুখী হইলাম যে, যে পথটা বড় তাহা নির্দেশ করিতে ভুলিয়া যান নাই। বর্তমান সময়ে যেরূপ অনেক বিষয়ে আমাদের প্রযত্ন সফলতার দিকে অগ্রসর হইতেছে, তাহা বাধ করিবার জন্যও অনেক নিরাশার কারণ উদ্ভূত হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে। তাহার একটি এই যে ক্ষুদ্র দলবদ্ধ হইলে বহির্দৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টি ক্ষুদ্র হইয়া যায়। আর একটি এই যে, বহু প্রয়াসে পূর্বে যাহা সাধিত হইয়াছিল, সফলতা আসিলে পরে সেগুলি অল্প আয়াসেই সম্পন্ন করিতে চাহি। যদি সফলতা আসিয়া থাকে, তবে তাহাতে দেবতারই করুণা, আমাদের তাহাতে কি বলিবার আছে? কেবল বলিবার কথা এই যে যে করুণা আমাদের অনুপযুক্ত জীবনে প্রসারিত হইয়াছে, সেই দান যেন আমাদের জীবনকে আরও পূর্ণতর করিতে পারে। যে মহত্ত্বের কথা বলিয়াছি, তাহা তখনই শক্তিবান হইবে, যখন লেখকের জীবন লেখা হইতেও মহত্তর হয়। (স্বাক্ষর) শ্রীজগদীশ চন্দ্র বসু।'

শ্রীকাজী আবদুল ওয়াদুদ শরৎচন্দ্রের গ্রন্থ সমালোচনা প্রসঙ্গে তাঁকে তাঁর কুশল রচনা সম্পাদনের জন্য কবি বলে সম্বোধন করেছিলেন। এ জাতীয় অজস্র প্রশংসাবাক্য তিনি। এক-একখানি গ্রন্থ তাঁর প্রকাশিত হ'তে থাকে ক্রমান্বয় প্রশস্তির কল্লোলও ততই তাঁর কর্মজীবনের ব্যাপ্তিতে উত্থিত অস্তিত্বে মুখর হ'য়ে উঠতে থাকে।

ভারতবর্ষ—এ ব্যাপারে সুযোগ্য সমালোচকের ভূমিকায় তাঁর গ্রন্থ সমালোচনায় 'পুস্তক-পরিচয়' শীর্ষনামে অবতীর্ণ হ'য়েছিল।

* * *

সাল ১৩২০। ফাল্গুন। ১ম বর্ষ। ৩য় সংখ্যা। ভারতবর্ষ। 'পুস্তক পরিচয়' শীর্ষক বড়দিদি' প্রসঙ্গ।

'বড়দিদি

(মূল্য আট আনা)

উপন্যাস—শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

'এই ক্ষুদ্র উপন্যাসখানি ১৩১৪ সালের 'ভারতী' পত্রিকার পৃথক দুই সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এতদিন পরে প্রকাশক মণিবাবু, তাহা পুস্তককারে প্রকাশিত করিয়া অতি উত্তম কাজ করিয়াছেন। আমাদের মনে আছে, 'ভারতী' পত্রিকায় যখন এই গল্পটি প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়, তখন নবীন লেখকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনেকেই সন্দিহান হইয়া ছিলেন। সে সময়ে অনেকেই নামটি কল্পিত, এবং আমাদের দেশের কোনও শক্তিশালী ও প্রতিভা সম্পন্ন লেখককে এই উপন্যাসের প্রণেতা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। পরে যখন শরৎবাবুর অস্তিত্ব সাব্যস্ত হইল, তখন সকলেই একবাক্যে তাঁহার প্রশংসা করিয়াছিলেন।'

'সুরেন্দ্র' 'বড়দিদি' ম্যানেজার মথুরাবাবুর' মত যে কয়েকটি চরিত্র এই উপন্যাসে স্থান পেয়েছে, শরৎচন্দ্র তাদের প্রত্যেকটির চরিত্র ফুটনে যে মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন, সেই প্রসঙ্গে ভারতবর্ষ বলছেন: "এই ক্ষুদ্র উপন্যাসখানিতে শরৎবাবু যে কয়টি চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার সকল-গুলিতেই তাঁহার বাহাদুরী প্রকাশ পাইয়াছে। মধ্যে

কিছুদিন শরৎবাবুর লেখনী একেবারে বিশ্রাম গ্রহণ করিয়াছিল ; এখন তিনি আবার নবোৎসাহে সাহিত্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন।"

"বড়দিদি'তেই আমরা শরৎবাবুর সম্যক পরিচয় পাইয়াছিলাম, তাই এতদিন পরে সেই পুস্তকখানি পাইয়া আমরা পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি।"

১৩২২ পৌষ ৩য় বর্ষ ১ম সংখ্যা ভারতবর্ষ। পুস্তক পরিচয় শীর্ষতলে : 'পরিণীতা'

শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য দশ আনা।

"এই ক্ষুদ্র উপন্যাসখানি 'যমুনা' নামক মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল ; একণে পুস্তকাকারে বাহির হইয়াছে। আজকাল যে অল্প কয়েকজন বাঙ্গালী সাহিত্যিক ছোট গল্প লিখিয়া প্রশংসা ভাজন হইয়াছেন, শরৎবাবু তাঁহাদের অন্যতম। বর্তমান উপন্যাসে তাঁহার প্রতিষ্ঠা ক্ষুণ্ণ হয় নাই। শরৎবাবুর অন্যান্য গল্পের যাহা বিশেষত্ব, ইহাতে তাহা পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত, তাহা অকৃত্রিম সহানুভূতি।

শরৎবাবু যখন যাহা লেখেন, তাহা লিখিবার জন্য লেখেন না হৃদয়ের সমস্ত আবেগ ঢালিয়া দিয়া লেখেন, তাই তাঁহার লেখা এমন হৃদয়গ্রাহী হয়। বর্তমান পরিণীতা' গ্রন্থেও এই বিশেষত্বের অভাব নাই। সমস্ত গল্পটাই কেমন একটা সুন্দর সুরে বাঁধা। তাঁহার ললিতা, ভুবনেশ্বরী অতি উৎকৃষ্ট চিত্র ; তাঁহার শেখর কেমন সুন্দর। পুস্তকখানির বাহিরের পোষাক ভিতরের মত সুন্দর হইলে বেশ মানাইত।'

পরের সংখ্যা অর্থাৎ ১৩২২ সালের মাঘ ২য় সংখ্যা ভারতবর্ষ'র পুস্তক পরিচয় 'মেজদিদি' প্রসঙ্গে লিখছে—

'মেজদিদি [শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য একটাকা চারি আনা] "এই পুস্তকে 'মেজদিদি' দর্পচূর্ণ' ও আঁধারে আলো'—এই তিনটি ছোট গল্প প্রকাশিত হইয়াছে। গল্প তিনটিই অতি সুন্দর বলিলে আর বেশি কি বলা হইল ? শ্রীযুক্ত শরৎবাবু যে বর্তমান সময়ের শ্রেষ্ঠ গল্প লেখকগণের অন্যতম, সে কথা এখন সর্ববাদি-সম্মত, আমাদের গৃহস্থ-ঘরের চিত্র এমন করিয়া আর কেহই আঁকিতে পারেন কি না সন্দেহ ; তাঁহার প্রত্যেক চিত্র হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইয়া যায়। 'মেজদিদি'—পড়িতে পড়িতে অনেকস্থলে অশ্রু সংবরণ করা যায় না। আমাদের দেশের গৃহস্থঘরের সামান্য খুঁটিনাটি পর্যন্তও এই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি লেখকের অজ্ঞাত নহে। তাহার পর শরৎবাবুর রচনা কৌশল, শব্দ পরিপাটা, আর তাঁহার গভীর সহানুভূতি তাঁহার প্রত্যেক গল্পটিকে সৌন্দর্য-বিভূষিত করিয়া রাখে ; পাঠক তন্ময় হইয়া গল্পগুলি একটির পর একটি পাঠ করেন।'

১৩২৩ সাল কার্ত্তিক সংখ্যার পুস্তক পরিচয়ে 'বৈকুণ্ঠের উইল' প্রসংগে 'শ্রীযুক্ত শরৎবাবুর এই উপন্যাসখানি আমাদের 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হইয়াছিল এবং আমাদের পাঠকগণের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। শরৎবাবুর গল্প এখন সকলেই আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া থাকেন। আমাদের বিশ্বাস, এই 'বৈকুণ্ঠের উইল' খানিও যথেষ্ট সমাদর লাভ করিবে। শরৎবাবুর লিপিকুশলতা ও মানব চরিত্রে অভিজ্ঞতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই গ্রন্থে বিদ্যমান।" [স্মরণ করা যেতে পারে ১৩২৩ সালের জ্যৈষ্ঠ মাস থেকে শ্রাবণ সংখ্যা তিনমাসে ভারতবর্ষে 'বৈকুণ্ঠের উইল' প্রকাশিত হইয়াছিল।]

১৩২৩ চৈত্র সংখ্যায় কাজী আবদুল ওয়াদুদ 'বিরাজ-বৌ' চরিত্র বিবৃতি প্রসঙ্গে এক বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তা থেকে বিশেষ কিছু কিছু উদ্ধৃতি সংগ্রহ করে এখানে রাখা গেল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য ১৩২১ সাল জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার 'সাহিত্য-সংবাদ' এ ছিল—

'বড়দিদি' প্রভৃতি উপন্যাস-প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উৎকৃষ্ট উপন্যাস 'বিরাজ-বৌ' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ১ ২৫ মাত্র।"

কাজী আবদুল ওয়াদুদ লিখেছেন :—

: "বিরাজে'র চরিত্র সৃষ্টি সাহিত্য-সংসারে অতুল, এবং ইহার স্রষ্টাকে সাহিত্য-সমাজের যে গৌরবের আসনে বসাইতে ইচ্ছা হয়,—তিনি নবীন সাহিত্যিক বলিয়া, পাঠক

সমাজ বোধ হয় এখনও তাঁহাকে তাঁর সেই প্রাপ্য সম্মান দিতে অসম্মত'। আমরা তজ্জন্য দুঃখিত নই ; আমাদের আশা আছে, শরৎবাবুর লেখনীর প্রভাবেই তাঁহার প্রাপ্য সম্মান স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে বরণ করিবে।…

সমস্ত গ্রন্থখানি ব্যাপিয়া এমন একটি ভাবের স্পন্দন অনুভূত হয় যে, তাহা যেন বিরাজের ন্যায় অন্যায়—সমস্ত কার্যকে সুশোভন করিয়া তুলিয়াছে…গ্রন্থখানির সেই বিশিষ্ট ভাবটি, বিরাজের সাধনার ভাব। বিরাজের পতি-প্রেম স্বামীর প্রতি স্ত্রীর অপারসীম ভালবাসাই নহে ; এই পতিপ্রেমই তাহার জীবনের একমাত্র আনন্দের সাধনা অথবা মুক্তির সাধনা। সুখ সম্পদ, স্বর্গমোক্ষ—বুঝি বা ঈশ্বর পর্যন্ত, তাহার এই পতি-দেবতায় বিলুপ্ত হইয়াছেন।…সে তাহার জীবন-দেবতাকে শুধু হৃদয়ের 'অমৃত' উপহার দিয়াই পরিতৃপ্ত হইতে পারে না ; তাহার এই অমৃত উপযুক্ত 'উপকরণে' সাজাইয়া দেবতার পায়ে উপহার দিবার জন্য তার নারী-হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠে।…এই উগ্র সাধনা হইতে সিদ্ধির স্বর্গে পৌঁছিবার কথা তাহার মনে আদৌ উদিত হয় না।…তাহার উগ্র সাধনাকে 'মঙ্গলের' স্নিগ্ধ সৌন্দর্যালোকে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য কবি যে আয়োজন করিয়াছেন, তাহা উপলব্ধি করিলে, তাঁহার প্রতিভার সমে স্বতঃই মস্তক নত হইয়া পড়ে।

'জীবন দেবতার পূজার এই অমৃত-উপকরণের ঘাত-প্রতিঘাতে বিরাজের হৃদয়ে যে উদ্বেগ-অশান্তি তরঙ্গিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার প্রতি হিল্লোলে কত শত বেদনার রেখা অঙ্কিত! শিল্পীর তূলিকায় বিরাজের এই বুকভরা বেদনার চিত্র এমন সুস্পষ্টরূপে অঙ্কিত হইয়াছে যে, তাহার প্রতি তূলিকা স্পর্শের নৈপুণ্য পাঠককে বিস্ময়ে অভিভূত করিয়া দেয়।…কবি অপরিসীম কৃতিত্বের সহিত বিরাজের মোহ ভাঙ্গিয়া দিয়া তাহার সাধনাকে বিচিত্র কৌশলে মঙ্গলে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। তিনি বহু পূর্বে লক্ষ্য করিয়াছেন যে, বিরাজের পতিপ্রেমের সাধনা অমৃতের মত উপকরণকেও অতি প্রয়োজনীয় জ্ঞান করিয়া চলিলে, উহা সিদ্ধির স্বর্গে পৌঁছিতে পারিবে না, উহা অমৃত-উপকরণের বিরোধ লইয়াই সময় কাটাইয়া দিবে। কিন্তু একাগ্র সাধনা যে মঙ্গলকে বরণ করিবেই।…কবি অশেষ নৈপুণ্যের সহিত বিরাজের সাধনার গৌরবকে ক্রমশঃই সঙ্কীর্ণ করিয়া আনিয়া কোন এক অজানা অন্ধকারের দিকে ইঙ্গিত করিয়াছেন। তাই বিরাজের প্রতি নীলাম্বরের শুরুণ ভয়ংকর আঘাতেও রসভঙ্গ হয় নাই।…তিনি তাহাকে মরিতে দিবেন না, কিন্তু শুধু ঘরের বাহির করিয়া দূরে সরাইয়া দিলেই তিনি তাহার মঙ্গল যাত্রা অত সহজ করিয়া তুলিতে পারিতেন না।…তাই কবি তাহাকে একটু তীব্র আঘাত করিলেন। বিরাজের পতিপ্রেমের গৌরব সাধনায় স্বামীর বিলাসের যে সামান্য স্পর্শটুকু লাগিয়াছিল, তাহারই আঘাতে তাহার উপকরণ গর্বিত পতি-পূজার স্মৃতি ভাঙিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল। বিরাজের এই নিরুপকরণ, সুশোভন সাধনার সুদূর বাহিয়া আসিয়া তাহার জীবন দেবতাকে গভীরভাবে স্পর্শ করিয়াছে, এবং তাহারই অনুভূতি সেই দেবতার মুখে ক্ষমার বিপুল সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। যিনি এমন করিয়া মানুষের হৃদয়ের চিত্র আঁকিতে পারেন, তিনি ধন্য।'

১৩২৪ সালের (৫ম বর্ষ) ৪র্থ সংখ্যা আশ্বিন মাসের ভারতবর্ষের 'পুস্তকপরিচয়' শীর্ষকে শরৎচন্দ্রের কাশীনাথ প্রসঙ্গে লিখছে। যা থেকে বিচিত্র হলেও একটি সুন্দর তথ্য আমাদের গোচরে আসে।

"কাশীনাথ—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত ; মূল্য দেড় টাকা। এখানি উপন্যাস নহে, কয়েকটি সংগ্রহ ; গল্পের 'কাশীনাথ' নামক গল্পটিকে লেখক প্রথমে স্থান দান করিয়া বইখানির নাম দিয়াছেন 'কাশীনাথ'। লেখক মহাশয় যদি আমাদিগের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহার 'মন্দির' গল্পটিকে প্রথমে দিয়া বইখানির নাম দিতাম 'মন্দির।' এই 'মন্দির' গল্পের একটু ছোট ইতিহাস আছে ; তাহা ব্যক্তিগত হইলেও এই স্থলে উল্লেখ করিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিলাম না। বহুদিন পূর্বে একবার আমরা 'কুন্তলীন পুরস্কারের' পুরস্কারযোগ্য গল্প-নির্বাচন করিয়া দিবার ভার পাইয়াছিলাম। ১৫৩টি ছোট গল্প আমাদের হস্তগত হয় ; সেই বিপুল গল্প সমুদ্র মন্থন করিয়া

আমরা এই মন্দির গল্পটিকে প্রথম স্থান দিয়াছিলাম। পরে শুনিয়াছি, এই মন্দির' গল্পটিতেই শরৎচন্দ্রের হাতে-খড়ি; সেই শরৎচন্দ্র এখন, বাঙ্গালায় উপন্যাস লেখকগণের মধ্যে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ, তাঁহাদের সহিত এক আসনে উপবিষ্ট। আমাদের মনে হয়, কেবল ঐ মন্দির গল্পটি পড়িবার জন্যই দেড় টাকা খরচ করিয়া একখানি 'কাশীনাথ' কিনিতে পারা যায়, অন্য গল্পগুলি ফাউ।'

১৩২৫ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা ভারতবর্ষের 'আলোচনা' শীর্ষকে শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ-এর একটি রচনায়—উনি লিখছেন: 'ভারতবর্ষের' অন্যতম প্রধান লেখক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দুইখানি পুস্তক সম্বন্ধে লণ্ডন টাইমসের Literary Supplement এর ১৯১৮ অব্দের ১১ই জুলাই তারিখের সংখ্যায় নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে এখানে সেই প্রশংসা পত্র থেকে নির্বাচিত কিছু অংশ দেওয়া হোল।

"A NEW BENGALI WRITER"

VINDUR CHELE By SARAT CHANDRA CHATTERJEE

(Calcutta: Gurudas Chatterjee. 1r 8 annas net)

MEJ DIDI. By SARAT CHANDRA CHATTERJEE

(Calcutta: Gurudas Chatterjee. 1r, 4 annas net)

There has, however, recently arisen a young Bengali Writer of stories for whom we may with some confidence already claim parity with Guy de Maupassant. He lacks, fortunately for him, the morbid preoccupation with sex of the Frenchman. His knowedge of the ways and thoughts and language of women and children, his power of transferring these vividly to the printed page, are such as are rare indeed in any country. In India, and especially in the great 'joint family' residences of Bengal, swarming with women of all ages and babes of all sizes, there is a form of speech appropriated to women's needs, which Mr. Kipling some where describes as chotiboli, the 'Little language." Of this Mr. Chatterjee is an admirable master, to an extent indeed not yet attained, we believe, by any other Indian writer. yet what a significant glimpse they permit into the more recondite features of Social life in modern Bengal. Mr. Chatterjee is much too true an artist to allow his gift of kindly yet scrupulously accurate observation to be distracted by social or political prejudice. He is, we gather, on the whole inclined towards a same conservatism; he remains a Hindu at heart in a country whose whole civilization is based on Hindu Culture. He has, we dimly suspect, his doubts as to the wisdom and working of Europeanized versions of the old religion and the old customs. But he is so keen and amused a spectator of the life about him, whether in cosmopolitan Calcutta or in somnotent little villages buried in dense verdure among the sunny rice-fields, that it is not without doubts and diffidence that we attribute to him a tendency to praise part time and comfortable old conventions.

In the two little volumes before us are, in all, six admirable short stories, which should be read and re-read by every one whom official duty or private inclination calls

to a just comprehension of Bengali mentality, a right sympathy with the best side of Bangali social life.

......In the story headed 'Andhare Alo' (light in darkness) is a masterly and pathetic sketch of a beautiful nunch-girl. The tale is told so delicately and with such deep comeprehension of the feminine mind that it would be a shame to spoil it by an attempt to summarize its incidents. Edmund White would have admired this singularly intimate picture of the mental workings of one who is named (like, the heroine of one of the best of White's novels) Bijli the Dancer.' অবশ্যই তাঁরা স্বীকার করেছিলেন—

It may be doubted wheather Mr. Chatterjee's tales can be adequately rendered into English, and therefore, perhaps, some apology is due to English readers who may never come accross any of the work of this talented young Bengali.

......Mr. Chatterjee's tales, let us add in conclusion, have more than a literary merit. His is not predominant by a satrical temperament. Yet his keen and courageous picture of Hindu life may well be recommended to those who hold the political remedies can be provided for social sores. It may be that his wise and wtty comprehension of the life about him is itself a symptom, and that 'ilest moral comme l'experience'.

... ..It is of excellent omen that Mr. Chatterjee's art has received such instant and wide appreciation in his own country."

বঙ্কিম প্রসঙ্গ গ্রন্থপঞ্জী (৩)

অশোক উপাধ্যায়

তিন ॥ প্রসঙ্গ : বঙ্কিম সাহিত্য ও বঙ্কিমচন্দ্র
(পূর্বানুবৃত্তি)

১৮৩। বটুকনাথ ভট্টাচার্য—বঙ্কিমচন্দ্রে হিন্দুধর্ম ও সমাজ প্রসঙ্গ, মাসিক বসুমতী, চৈত্র ১৩৩১, পৃঃ ৮৪৬-৮৫১।

১৮৪। চিত্তরঞ্জন দাশ—বঙ্কিম প্রতিভা, মাসিক বসুমতী, আষাঢ় ১৩৩২, পৃঃ ৪২০।

১৮৫। কমলকৃষ্ণ ঘোষ—আয়েষা ও রেবেকা, সচিত্র শিশির, ২ শ্রাবণ ১৩৩২, পৃঃ ১১০৫-১১১০; ৯ শ্রাবণ ১৩৩২, পৃঃ ১১২৩-১১২৭।

১৮৬। অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত—বঙ্কিমচন্দ্রের পাঠ্য পুস্তক, মানসী ও মর্মবাণী, কার্তিক ১৩৩২, পৃঃ ২৮০-২৮২।

১৮৭। বিপিনচন্দ্র পাল—জাতীয়তা ও বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্গবাণী, অগ্রহায়ণ ১৩৩২।

১৮৮। রামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী—শৈবলিনী ও প্রতাপ (সমালোচনা), অর্চনা, অগ্রহায়ণ ১৩৩২, পৃঃ ৩১২-৩১৮; পৌষ ১৩৩২, পৃঃ ৩২৪-৩২৮।

১৮৯। ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়—রোহিণী চরিত্র, প্রতিভা, মাঘ-চৈত্র ১৩৩২, পৃঃ ১৮১-১৮৮।

১৯০। রামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী—বঙ্কিমচন্দ্রের বিমলা, অর্চনা, ফাল্গুন ১৩৩২, পৃঃ ৩৬-৩৯; চৈত্র ১৩৩২, পৃঃ ৫১-৫২।

১৯১। অনুভূতি ভট্টাচার্য—বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসে প্রেমের নৈতিক চিত্র, মানসী ও মর্মবাণী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩, পৃঃ ৩২৮-৩৩৩।

১৯২। রমাপ্রসাদ চন্দ—কপালকুণ্ডলা, মাসিক বসুমতী, শ্রাবণ ১৩৩৩, পৃঃ ৬২৪-৬৩০।

১৯৩। বটুকনাথ ভট্টাচার্য—বঙ্কিম-সাহিত্যে সন্ন্যাস, বঙ্গবাণী, শ্রাবণ ১৩৩৩, পৃঃ ৬৪০-৬৫১।

১৯৪। ভূপেন্দ্রনাথ রায়—বঙ্কিমা চরিত্রের ক্রমবিকাশ, সচিত্র শিশির, ২৯ মাঘ ১৩৩৩, পৃঃ ৩৩৮-৩৪১; ৭ ফাল্গুন ১৩৩৩, পৃঃ ৩৬৫-৩৬৭; ১৪ ফাল্গুন ১৩৩৩, পৃঃ ৩৯৩-৩৯৬; ২১ ফাল্গুন ১৩৩৩, পৃঃ ৪২৪-৪২৬; ২৮ ফাল্গুন ১৩৩৩, পৃঃ ৪৪৯-৪৫২।

১৯৫। রামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী—বিষবৃক্ষের নায়ক (সমালোচনা) অর্চনা, ফাল্গুন ১৩৩৩, পৃঃ ১-৫।

১৯৬। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত—বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিম, মানসী ও মর্মবাণী, শ্রাবণ ১৩৩৪, পৃঃ ৫৪০-৫৪৬। [পুনর্মুদ্রিত, (কষ্টিপাথর), প্রবাসী, কার্তিক ১৩৩৪, পৃঃ ৯১-৯২]।

১৯৭। গোপাল হালদার—বঙ্কিমচন্দ্র, প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৩৫, পৃঃ ২০০-২০৭।

১৯৮। রামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী—সূর্যমুখী ও কমলমণি, অর্চনা, ফাল্গুন ১৩৩৫, পৃঃ ১৬-২৪। [তুলনামূলক সমালোচনা]

১৯৯। দ্বিজেন্দ্রলাল ভাদুড়ী—কৃষ্ণকান্তের উইল আলোচনার গোড়ার কথা, পঞ্চপুষ্প, শ্রাবণ ১৩৩৬, পৃঃ ৫৬৯-৫৭২।

২০০। অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত—বঙ্কিমচন্দ্র ও আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য, মানসী ও মর্মবাণী, ভাদ্র ১৩৩৬, পৃঃ ১-১০।

২০১। দ্বিজেন্দ্রলাল ভাদুড়ী—কৃষ্ণকান্তের উইল-এ পরিবর্তন, পঞ্চপুষ্প, ভাদ্র ১৩৩৬, পৃঃ ৬২৪-৬৩৪।

২০২। রামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী সীতারামের শ্রী, অর্চনা, ভাদ্র ১৩৩৬, পৃঃ ২৪৩-২৪৬।

২০৩। দ্বিজেন্দ্রলাল ভাদুড়ী—কৃষ্ণকান্তের উইল—নাম ও আখ্যানবস্তু, পঞ্চপুষ্প, অগ্রহায়ণ ১৩৩৭, পৃ ১১৯২-১২০০; পৌষ ১৩৩৬, পৃঃ ১২৫২-১২৫০।

২০৪। মন্মথগোপাল ভট্টাচার্য—আর্টের দিক দিয়া বঙ্কিমের কোন চরিত্র কি অসঙ্গত? পঞ্চপুষ্প, চৈত্র ১৩৩৬, পৃঃ ১৬৯৫-১৭০১।

২০৫। অমরেন্দ্রনাথ বসু—কৃষ্ণকান্তের উইলের প্রধান চরিত্রগুলি ব্যর্থ হইল কেন? পঞ্চপুষ্প, বৈশাখ ১৩৩৭, পৃঃ ২৫-৩৩।

২০৫ (ক) হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত—বঙ্কিমচন্দ্র ও বাংলার রঙ্গমঞ্চ, পঞ্চপুষ্প, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭, পৃঃ ১৮৫-১৯০।

২০৬। মন্মথগোপাল ভট্টাচার্য—আর্ট ও বঙ্কিমচন্দ্র, পঞ্চপুষ্প, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭, পৃঃ ২৮১-২৮৯।

২০৭। শরৎকুমার রায়—বঙ্কিম সাহিত্যে রাষ্ট্রনীতি, বিশ্ববাণী, শ্রাবণ ১৩৩৭, পৃঃ ২৪৯-২৫৬।

২০৮। রামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী—লবঙ্গলতা (সমালোচনা) অর্চনা, আশ্বিন ১৩৩৭, পৃঃ ২৬৪-২৬৮।

২০৯। বলাই দেবশর্মা—কৃষ্ণকান্তের উইল বিয়োগান্তক কি না? মাসিক বসুমতী, বৈশাখ ১৩৩৮, পৃঃ ৮৭-৮৮।

২১০। সুরেশচন্দ্র কবিরত্ন—বঙ্গ সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব, মাসিক বসুমতী, ভাদ্র ১৩৩৮, পৃঃ ৮৭৩-৮৭২।

২১১। অরুরূপা দেবী—বঙ্কিম সম্মেলন, বিচিত্রা, কার্ত্তিক ১৩৩৮ পৃঃ ৪৯১-৫০১।

২১২। হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত—বঙ্কিমচন্দ্রের নারীচরিত্র, পঞ্চপুষ্প, অগ্রহায়ণ ১৩৩৯, পৃঃ ৮১৪-৮১৭।

২১৩। মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—রাজসিংহ, পঞ্চপুষ্প, চৈত্র ১৩৩৯, পৃঃ ৪৪৯-৪৫৮।

২১৪। হেমন্তকুমার চক্রবর্তী—ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রে অতিলৌকিক ঘটনা, পুষ্পপাত্র, চৈত্র, ১৩৩৯, পৃঃ ১১৬৩-১১৬৬।

২১৫। যতীন্দ্রমোহন দত্ত—কৃষ্ণকান্তের উইলে আইনের ভুল, শনিবারের চিঠি, কার্ত্তিক ১৩৪০, পৃঃ ১১৪-১২২।

২১৬। দ্বিজেন্দ্রলাল ভাদুড়ী—কৃষ্ণকান্তের উইলে আইনের ভুল। আলোচনা, শনিবারের চিঠি, অগ্রহায়ণ ১৩৪০, পৃঃ ২২৯-২৪২।

২১৭। যতীন্দ্রমোহন দত্ত—[কৃষ্ণকান্তের উইলে] আইনের ভুল আলোচনা, শনিবারের চিঠি; পৌষ ১৩৪০, পৃঃ ২৬৯-২৮৫।

২১৮। দ্বিজেন্দ্রলাল ভাদুড়ী—[কৃষ্ণকান্তের উইলে] আইনের ভুল আলোচনার জের, শনিবারের চিঠি, ফাল্গুন ১৩৪০, পৃঃ ৫০৭-৫২০।

২১৯। হেরম্বচন্দ্র চক্রবর্তী—ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র, উদয়ন, চৈত্র ১৩৪১, পৃঃ ১৫৪৪-১৫৪৬।

২২০। ধূর্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—পুস্তক পরিচয় [Bankimchandra Chatterjee—Rajmohan's Wife], পরিচয়, বৈশাখ, ১৩৪৩, পৃঃ ৬২০-৬২৩।

২২১। বস্তুতান্ত্রিক [নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়] বন্দে মাতরম্ ও বঙ্কিম প্রসঙ্গ (আলোচনা) শনিবারের চিঠি, মাঘ ১৩৪৪, পৃঃ ৫১৫-৫২০। বস্তুবাদী বঙ্কিমচন্দ্র, তদেব, ফাল্গুন ১৩৪৪, পৃঃ ৭০৫-৭২৪।

২২২। সুবোধকৃষ্ণ ঘোষাল—সমাজ চিন্তায় বঙ্কিমচন্দ্র, কলিকাতা, ১৯৩৮, ৩১ পৃষ্ঠা। বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান পরিষৎ পুস্তিকাবলী নং ১।

২২৩। শশিভূষণ দাশগুপ্ত—বঙ্কিমচন্দ্র ও সাহিত্যের আদর্শবাদ, প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৪৫, পৃঃ ৭-১৪। [পুনর্মুদ্রিত, বাঙলা সাহিত্যের নবযুগ (প্রথম সং ১৯৩৮), কলিকাতা, ষষ্ঠ সং ১৩৭২, পৃঃ ৩৬-৬২]।

২২৪। বস্তুতান্ত্রিক [নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়]—সাম্য ও আন্তর্জাতিকতাবাদী বঙ্কিমচন্দ্র, শনিবারের চিঠি বৈশাখ ১৩৪৫, পৃঃ ৯৬-১০৭।

২২৫। মোহিতলাল মজুমদার—বঙ্কিম-সাহিত্যের রস-বিচার, শনিবারের চিঠি, বৈশাখ ১৩৪৫ পৃঃ ১-১৫।

২২৬। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—প্রত্নতাত্ত্বিক বঙ্কিমচন্দ্র, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৪৫, পৃঃ ১-৯ :

২২৭। নলিনীকান্ত গুপ্ত—শিল্পী বঙ্কিম, বিচিত্রা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫, পৃঃ ৫৭১-৫৭৫।

২২৮। খগেন্দ্রনাথ মিত্র—বঙ্কিমের ধর্মতত্ত্ব, বিচিত্রা আষাঢ় ১৩৪৫, পৃঃ ৭৩০-৭৩৩।

২২৯। সুশীলকুমার দে—রোহিনী, শনিবারের চিঠি, আষাঢ় ১৩৪৫, পৃঃ ৪০৪-৪১৬। [পুনর্মুদ্রিত, সুশীলকুমার দে, নানা নিবন্ধ, কলিকাতা, ১৩৬০/১৯৫৪, পৃঃ ২৫০-২৫৯।]

২৩০। বলাই দেবশর্মা—ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, মাসিক বসুমতী, আষাঢ় ১৩৪৫, পৃঃ ৪৭৭-৪৮০।

২৩১। যদুনাথ সরকার বঙ্কিমচন্দ্র ও ইস্‌লামীয় সমাজ, মাসিক বসুমতী, আষাঢ় ১৩৪৫, পৃঃ ৪৮১-৪৮৪।

২৩২। হরিহর শেঠ—বঙ্কিম-প্রতিভার দান, তদেব, আষাঢ় ১৩৪৫, পৃঃ ৪৮৭-৪৮৯।

২৩৩। সরোজনাথ ঘোষ—ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র, মাসিক বসুমতী, আষাঢ় ১৩৪৫, পৃঃ ৪৯০-৪৯৩।

২৩৪। কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্য গুরু বঙ্কিমচন্দ্র, তদেব, আষাঢ় ১৩৪৫, পৃঃ ৪৯৬-৪৯৮।

২৩৫। উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—বঙ্কিম-প্রসঙ্গ, বিচিত্রা, শ্রাবণ ১৩৪৫, পৃঃ ১৬-২০।

২৩৬। শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা—বঙ্কিমচন্দ্র, প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৪৫, পৃঃ ৫২৭ ৫৩১।

২৩৭। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—বঙ্কিমচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৪৫, পৃঃ ৯০-১০০।

২৩৮। জিতেন্দ্রনাথ বসু—ভগবদ্গীতা ও বঙ্কিমচন্দ্র, শ্রীভারতী, ভাদ্র ১৩৪৫, পৃঃ ১৯-২০।

২৩৯। সুরেন্দ্রমোহন শাস্ত্রী—বঙ্গসাহিত্য ও ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, বিচিত্রা, আশ্বিন ১৩৪৫, পৃঃ ৩৬১-৩৬৩।

২৪০। রমাপ্রসাদ চন্দ—বঙ্কিমচন্দ্র ও রাষ্ট্রীয় জীবন, মাসিক বসুমতী, কার্তিক ১৩৪৫, পৃঃ ১১০-১১৭; মাঘ ১৩৪৫, পৃঃ ৫৫৩-৫৬০।

২৪১। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—বঙ্কিমচন্দ্রের অবতারতত্ত্ব, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ ১৩৪৫, পৃঃ ১৩৯-১৪৭।

২৪২। অবনীনাথ রায়—বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দুত্ব, বিচিত্রা, অগ্রহায়ণ ১৩৪৫, পৃঃ ৬৬৬-৬৬৭।

২৪৩। বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় মুক্তি-পাগল বঙ্কিমচন্দ্র, প্রবাসী, পৌষ ১৩৪৫, পৃঃ ৪০৩-৪০৯।

২৪৪। শ্যামরতন চট্টোপাধ্যায়—বঙ্কিমচন্দ্র, বিচিত্রা, পৌষ ১৩৪৫, পৃঃ ৭৫৯-৭৬০; মাঘ ১৩৪৫, পৃঃ ১০৩-১০৫; ফাল্গুন ১৩৪৫, পৃঃ ২০৬-২০৭; চৈত্র ১৩৪৫, পৃঃ ৩২৮-৩৩০।

২৪৫। হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত—বঙ্কিম ও মুসলমান সম্প্রদায়, বঙ্গশ্রী, মাঘ ১৩৪৫, পৃঃ ১১৬-১১৯।

২৪৬। প্রিয়রঞ্জন সেন—বঙ্কিমের উপন্যাসে স্বপ্ন, প্রবাসী, মাঘ ১৩৪৫, পৃঃ ৫৪৯-৫৫৩।

২৪৭। নলিনীকান্ত ভট্টশালী—বঙ্কিমচন্দ্র, ভারতবর্ষ, চৈত্র ১৩৪৫, পৃঃ ৪৯৭-৫০৩।

২৪৮। অন্নপূর্ণা গোস্বামী বঙ্কিম-সাহিত্যে গার্হস্থ্য-জীবন, বঙ্গলক্ষ্মী, বৈশাখ ১৩৪৬, পৃঃ ৩৩৩ ৩৩৮।

২৪৯। কমলা দেবী সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র, প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৪৬ পৃঃ ৫৭-৬৬।

২৫০ নলিনীমোহন সান্যাল—বঙ্কিম-প্রতিভা, কলিকাতা, ১ শ্রাবণ ১৩৪৬, পৃঃ [২] + ৩৬।

২৫১ যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত, অলকা, ভাদ্র ১৩৪৬, পৃঃ ৪৮৩ ৪৯৭।

২৫২ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত—স্বর্গধামে বঙ্কিম-গিরিশ প্রসঙ্গ, বঙ্গশ্রী ফাল্গুন ১৩৪৬, পৃঃ ২৬৬ ২৭১।

২৫৩। নরেন্দ্রনাথ শেঠ—বঙ্কিম-রত্ন, কলিকাতা ১৩৪৬, ৫১ পৃষ্ঠা।

২৫৪। হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত—রবির পিছনে একটি ছায়া (ষাট বৎসর পূর্বের একটা তর্কযুদ্ধ), বঙ্গশ্রী, বৈশাখ ১৩৪৭, পৃঃ ৪৫৫ ৪৬৬।

২৫৫। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—দুর্গেশনন্দিনীর পটভূমি, প্রভাতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭। [পুনর্মুদ্রিত, কালি ও কলম, আশ্বিন ১৩৮১, পৃঃ ২০৯-২১১।]

২৫৬। [সজনীকান্ত দাস]—সীতারাম, শনিবারের চিঠি, আষাঢ় ১৩৪৭, পৃঃ ৩৩৭-৩৫১। [পুনর্মুদ্রিত, বঙ্কিম সাহিত্যের ভূমিকা, কলিকাতা, শ্রাবণ ১৩৬০, পৃঃ ১৬৫-১৭৩।]

২৫৭। রেজাউল করীম—বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ, প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৪৭, পৃঃ ৭৬৯-৭৭৪।

২৫৮। শ্রীভরদ্বাজ—বঙ্কিমচন্দ্র ও ইতিহাসের একটি বিস্মৃত অধ্যায়, প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৪৭, পৃঃ ৭৬৯-৭৭৪। ['বঙ্কিমচন্দ্রের মুসলমান বিদ্বেষ' আলোচিত।]

২৫৯। ব্রজেন্দু সুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র ও বাঙ্গালী মুসলমান, বঙ্গশ্রী, শ্রাবণ ১৩৪৮, পৃঃ ১৫৭-১৬২ ; কার্তিক ১৩৪৮, পৃঃ ৭০১-৭০২।

২৬০। কুমুদবন্ধু সেনগুপ্ত—বঙ্কিমচন্দ্র ও গিরিশচন্দ্র, বঙ্গশ্রী আশ্বিন ১৩৪৮, পৃঃ ৫১১ ৫১৪।

২৬১। শশিভূষণ দাশগুপ্ত—রচনা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্গশ্রী, আশ্বিন ১৩৪৮, পৃঃ ৬৪০-৬৪৬।

২৬২। শ্যামরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্গশ্রী, চৈত্র ১৩৪৮, পৃঃ ৫৪৬-৫৪৯। বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্গ সাহিত্য, বঙ্গশ্রী, বৈশাখ ১৩৪৯, পৃঃ ৬৮৪-৬৮৬ ; জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৯, পৃঃ ৭৬৭-৭৭২ , শ্রাবণ ১৩৪৯, পৃঃ ১৯০-১৯৩ ; আশ্বিন ১৩৪৯, পৃঃ ৪৪১-৪৪৩।

২৬৩। উপগুপ্ত শর্মা—বঙ্কিম-প্রসঙ্গ, বঙ্গশ্রী, আষাঢ় ১৩৪৯, পৃঃ ৯১-৯৯ : ভাদ্র ১৩৪৯, পৃঃ ৩৪৮-৩৫৩।

২৬৪। বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়—বঙ্কিমচন্দ্র কি মুসলমান-বিদ্বেষী ছিলেন? প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৪৯, পৃঃ ৫৮৬-৫৮৯।

২৬৫। উপগুপ্ত শর্মা বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মমত, বঙ্গশ্রী, কার্তিক ১৩৪৯, পৃঃ ৬৪৪-৬৫০। বঙ্কিম সাহিত্যে প্রণয়, বঙ্গশ্রী, অগ্রহায়ণ ১৩৪৯, পৃঃ ৮৩৭-৮৪০। সংস্কারক বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্গশ্রী, শ্রাবণ ১৩৫০, পৃঃ ১০৪-১০৭।

২৬৬। তপতী সরকার—বঙ্কিমচন্দ্রের স্ত্রী চরিত্র, প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৫০, পৃঃ ১৭৩-১৭৮।

২৬৭। অচ্যুত গোস্বামী—বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস, পরিচয়, পৌষ ১৩৫০, পৃঃ ৩৫১-৩৭৪। [পুনর্মুদ্রিত, অচ্যুত গোস্বামী—বাংলা উপন্যাসের ধারা, কলিকাতা, ভাদ্র ১৩৬৪, পৃঃ ২০-৪৯।]

২৬৮। কালিদাস রায়—দুর্গেশনন্দিনী, মাসিক বসুমতী, শ্রাবণ ১৩৫১, পৃঃ ২৮২-২৮৭। আনন্দমঠ, তদেব, ভাদ্র ১৩৫১, পৃঃ ৩৭৩-৩৭৬। দেবী চৌধুরাণী, তদেব, আশ্বিন ১৩৫১, পৃঃ ৪৬৭-৪৭১।

২৬৯। সুধাংশুকুমার হালদার—বঙ্কিমচন্দ্রের শৈবলিনীচরিত্র, প্রবাসী, মাঘ ১৩৫২, পৃঃ ৩৫৫-৩৫৬।

২৭০। কালিদাস রায়—বঙ্কিমের সীতারাম, বঙ্গশ্রী, আষাঢ় ১৩৫৩, পৃঃ ২৩-২৮। সীতারামে চরিত্র বিশ্লেষণ, বঙ্গশ্রী, শ্রাবণ ১৩৫৩, পৃঃ ১০১-১০৭।

২৭১ নমিতা ঘোষ—বঙ্কিম উপন্যাসে পাপী, বঙ্গশ্রী, শ্রাবণ ১৩৫৩, পৃঃ ১৫৬-১৫৮। বঙ্কিমের দৃষ্টিতে রোহিনী, বঙ্গশ্রী, ভাদ্র ১৩৫৩, পৃঃ ২৭১ ২৭৪।

২৭২। রমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—আনন্দমঠ, বঙ্গশ্রী, কার্তিক ১৩৫৩, পৃঃ ৪২১-৪২৩।

২৭৩। তমোনাশচন্দ্র দাসগুপ্ত—বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা, প্রাচ্যবাণী প্রবন্ধাবলী, ৭ম পুষ্প ; বিমলাচরণ জয়ন্তী সংখ্যা (১৩৫৩), কলিকাতা, ১৯৪৬, পৃঃ ১২ ৩২।

২৭৪। প্রমথনাথ বিশী—বঙ্কিমচন্দ্র-শরৎচন্দ্র সংবাদ, বঙ্গশ্রী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৭, পৃঃ ৬০১ ৬০৫।

২৭৫। শ্যামসুন্দর মাইতি—বঙ্কিমচন্দ্র : কবিমানস ও সৃষ্টি-লোক, প্রবাসী, মাঘ ১৩৫৮, পৃঃ ৪৮৫-৪৯০।

২৭৬। প্রফুল্লকুমার দাশগুপ্ত—বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে তাঁহার ভাবধারার ক্রমবিকাশ, প্রবাসী, চৈত্র ১৩৫৮, পৃঃ ৭১৩-৭১৭।

২৭৭। হরপ্রসাদ মিত্র—বাংলা গদ্যে বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্র, কথাশিল্প, শারদীয় (ভাদ্র-আশ্বিন) ১৩৬২, পৃঃ ৩৭-৩৯।

২৭৮। রেজাউল করিম বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশ-প্রীতি, শারদীয়া বাণী, পাঁচথুপী, ১৩৬৩, পৃঃ ৮০-৮৩।

২৭৯। যোগেশচন্দ্র বাগল—বঙ্কিমচন্দ্র, শারদীয়া বাণী, পাঁচপুণী. ১৩৬৩, পৃঃ ২৪৭-২৫১।

২৮০। অরুণ মুখোপাধ্যায়—গল্পনির্মাতা বঙ্কিমচন্দ্র, কথাশিল্প, শারদীয় (ভাদ্র আশ্বিন) ১৩৬৩, পৃঃ ৮০-৮৩।

২৮১। ভবতোষ দত্ত—বঙ্কিমচন্দ্র ও বাংলার ইতিহাস. বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৩ পৃঃ ১৪-২৪। বঙ্কিমচন্দ্র ও ভারতসংস্কৃতি, তদেব, মাঘ-চৈত্র ১৩৬৩, পৃঃ ২২২-২৩১। বঙ্কিমচন্দ্র ও পাশ্চাত্য মনীষা, তদেব, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৬. পৃঃ ৪৫-৪৮।

২৮২। দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ বাঙালীর নবজাগরণে বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিত্র, প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৬৬. পৃঃ ৬২৬-৬৩২।

২৮৩। ভবতোষ দত্ত—বঙ্কিমযুগের মনন সাধনা, এক্ষণ, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮, পৃঃ ১১-৪২।

২৮৪ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য কৃষ্ণকান্তের উইলে তৎকালীন প্রশাসক ও প্রশাসন। লিপিবিবেক-কলিকাতা, জানুআরী ১৯৬২, পৃঃ ১৭১ ১৭৬।

২৮৫ মিত্র মিত্র বঙ্কিমচন্দ্রের লঘু গদ্য। অমৃত, ৪ আশ্বিন ১৩৬৯. পৃঃ ৫৮৭-৫৯০।

২৮৬। সুধীর করণ—বাঙলা গদ্য কবিতা ও বঙ্কিমচন্দ্র, অমৃত, ৩০ কার্তিক ১৩৬৯, পৃঃ ১৭৮-১৮০।

২৮৭। গণেশ লালওয়ানী—বঙ্কিমযুগের বিশ্বাসের কাঠামো। দর্শক, ১৫ মে ও ২১ মে ১৯৬৩, নানা পৃষ্ঠাঙ্ক।

২৮৮। জীবেন মুখোপাধ্যায়—বঙ্কিমচন্দ্র : বাঙালী মানসের বৈপ্লবিক বিকাশ। সংহতি, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭০, পৃঃ ৮৫-৮৭।

২৮৯। অনীতা গুপ্ত—কৃষ্ণ চরিত্র এবং রাম চরিত্রে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ। অমৃত, ৩১ আশ্বিন ১৩৭০, পৃঃ ৯৬৫-৯৬৮।

২৯০। রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য—বঙ্কিমচন্দ্র ও বন্দেমাতরম্. সংহতি, কার্তিক ১৩৭০, পৃঃ ৩৭৫ ২৭৬।

২৯১। প্রমথনাথ বিশী—বঙ্কিমের সাহিত্যচিন্তা, কথাসাহিত্য, মাঘ ১৩৭০, পৃঃ ৫৪৫-৫৫৭। [বঙ্কিমের 'বাঙ্গালার নব্য লেখকগণের প্রতি নিবেদন' প্রবন্ধের আলোচনা।] কমলাকান্তের দপ্তর, আনন্দমঠ ও দেবীচৌধুরাণী। তদেব, শ্রাবণ ১৩৭১, পৃঃ ১১৫৩-১১৭০।

২৯২। কমল সরকার—লণ্ডনের 'পাঞ্চে' বঙ্কিমচন্দ্র। আনন্দ বাজার পত্রিকা, ২২ কার্তিক ১৩৭১। [আলোচ্য : পাঞ্চে প্রকাশিত (Punch, 1st issue, 1885) মিরিয়াম নাইট অনূদিত বিষবৃক্ষের (The Poison Tree, London, 1884) সমালোচনা। সমালোচনাটি (The Poison Tree') কবিতায়, The Epiphany পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত (February 7, 1885. p 24)।]

২৯৩। অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য—বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে পত্র ব্যবহার। অমৃত, ২১ ফাল্গুন ১৩৭১, পৃঃ ৩২১-৩৩৫।

২৯৪। বীরেন্দ্রনাথ প্রতিহার—দুর্গেশনন্দিনী ও বঙ্কিমচন্দ্র। সংহতি. ফাল্গুন ১৩৭১, পৃঃ ৪৭৪-৪৭৬।

২৯৫। ভৈরবপ্রসাদ হালদার· সমকালের চোখে দুর্গেশনন্দিনী। অমৃত, ৩ বৈশাখ ১৩৭২, পৃঃ ৮১৪-৮১৬।

২৯৬। সনৎকুমার গুপ্ত—বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী। অমৃত, ১৭ বৈশাখ ১৩৭২, পৃঃ ৯২০। বাংলা সাহিত্যে দুর্গেশনন্দিনী, মাসিক বসুমতী, বৈশাখ ১৩৭২, পৃঃ ১১৯০ ১১৯১।

২৯৭। বিমানবিহারী মজুমদার– কৃষ্ণচরিত্রের ঐতিহাসিক পুনর্বিচার। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, বৈশাখ চৈত্র ১৩৭২, পৃঃ ১-১৫।

২৯৮। সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য --দুর্গেশনন্দিনীর শতবার্ষিকী। সংহতি, ভাদ্র ১৩৭২, পৃঃ ১৭৩ ১৭৭।

২৯৯। কালিদাস রায় বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়, কলিকাতা, কার্তিক ১৩৭২ পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ, পৃঃ ১২+৪৩২। [বঙ্কিমচন্দ্র, পৃঃ ২৩৭-২৭৮, বঙ্কিমের উপন্যাসে বৈশিষ্ট্য, পৃঃ ২৭৯-২৮৯ ; বঙ্কিম সাহিত্যে প্রণয়, পৃঃ ২৯০ ২৯৭ ; বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মমত পৃঃ ২৯৮ ৩০৯ ; বঙ্কিমের উপন্যাসে নারী, পৃঃ ৩১০-৩১৯ ; বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষাশৈলী, পৃঃ ৩২০-৩২৮ ; সংস্কারক বঙ্কিমচন্দ্র, পৃঃ ৩২৯-৩৩৩ ; বঙ্কিমের কর্মজীবনের পরিবেশের একটি চিত্র : মুচিরাম গুড়, পৃঃ ৩৩৪-৩৪০ ; কৃষ্ণচরিত্র, পৃঃ ৩৪১-৩৭২ ; কমলাকান্তের দপ্তর, পৃঃ ৩৭৩ ৩৮৩।]

৩০০। নীরদরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়—দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাসে প্রধান নারী চরিত্র। সংহতি, মাঘ ১৩৭২, পৃঃ ৩৬৬-৩৬৭.

৩০১। ক্ষেত্রমোহন পুরকায়স্থ—বঙ্কিমচন্দ্রের সন্ন্যাসী চরিত্র ও চন্দ্রশেখরের পরিসমাপ্তি. সংহতি, আশ্বিন ১৩৭৩,

পৃঃ ১৮৫-১৮৬। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে একটি স্মরণীয় বিতণ্ডা, সংহতি, ১৩৭৩, পৃঃ ২৫৮-২৬০।

৩০২। সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়—বঙ্কিম সঙ্গমে। সংহতি, ফাল্গুন ১৩৭৩, পৃঃ ৩৯৫-৪০০; চৈত্র ১৩৭৩, পৃঃ ৪২৯-৪৩১; বৈশাখ ১৩৭৪, পৃঃ ঙ-ছ; জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৪, পৃঃ৪৮ ৫২।

৩০৩। R. K. Dasgupta [রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত], ed.—Bankim Chandra Chatterjee Vande Mataram. New Delhi, 12 April 1967, 35 pages. [Contents : Vande Mataram, P I ; English Translation, Sri Aurobindo, pp. 2-3 ; Vande Mataram, Sri Aurobindo, p.4 Vande Mataram, Mahatma Gandhi, p.5 ;—, Jawaharlal Nehru, pp. 6-8 ; Vande Matarem : Its Meaning, Promotho Nath Bisi, pp. 9-14 ; Vande Mataram aud the Indian National Struggle, R. K. Dasgupta, pp. 15-26 ; Bibliography of Bankimchandra's Works, p. 27 ; —of English Writings 28-29 Translations, p. 30 ; A chronology of the Life of Bankimchandra pp. 31-34 ; Notes, p. 35.]

৩০৪। চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়—আনন্দমঠের উৎস। শারদীয়া যুগান্তর, ১৯৩৪, পৃঃ ১৩৫-১৩৮।

৩০৫। সোমনাথ দে—ভিন্নতর দৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে আনন্দমঠ, ময়ূখ, ডিসেম্বর ১৯৬৭, পৃঃ৫৭-৬৮।

৩০৬। ভবানীপ্রসাদ দাশগুপ্ত—বঙ্কিম ও আধুনিক বাংলা, সংহতি, কার্তিক ১৩৭৫, পৃঃ ২৫৫-২৫৭।

৩০৭। হরপ্রসাদ মিত্র—বঙ্কিমচন্দ্রের বিবিধ প্রবন্ধ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা। সংহতি, বৈশাখ ১৩৭৬, পৃঃ ৩৬ ৪১।

৩০৮। বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ও বঙ্কিমচন্দ্র। সমকালীন, কার্তিক ১৩৭৭, পৃঃ ৩৬৮-৩৭২।

৩০৯। ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী—ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র ও বিশ্বজনীন ধর্ম। সংহতি, অগ্রহায়ণ ১৩৭৭, পৃঃ ৩১১-৩১৭

৩১০। রামজীবন ভট্টাচার্য—বাংলা সাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমচন্দ্র। সংহতি, মাঘ ১৩৭৭, পৃঃ ৩৯৮-৪০০।

৩১১। ক্ষেত্র গুপ্ত—বঙ্কিমচন্দ্র: কয়েকটি কৌতুক গল্পের শিল্পরীতি। অয়ন, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৮, পৃঃ ৫২-৫৫। 'কমলাকান্তের জোবানবন্দী' গল্প কি? অয়ন, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৭৮, পৃঃ ১৮২-১৮৫। (ক্রমশঃ)

সাম্প্রতিক প্রকাশিত নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা (২/৩)

প্রতিমাসের মত এবারেও বাংলা গ্রন্থের তালিকা প্রকাশিত হ'ল। কলকাতার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত প্রকাশকগণ এই তালিকাগুলির প্রকাশনে বিবিধ ভাবে সহযোগিতা করছেন, এ জন্য তাঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। আশাকরি এই সহযোগিতার ক্ষেত্র আরও প্রসারিত হবে।

অচিন্ত্য মল্লিক॥

১। **অতীন্দ্রিয় পাঠক। অন্তর্মুখ / পরিক্রমা।** কলকাতা. "অন্যয়", ৪২, গড়পার রোড, ১৯-১১৯ পৃঃ। মূল্য ৫.০০। [ছোট গল্পের সংকলন।]

২। **ইন্দু দাঁ। কাব্যস্তবকা।** শ্রীমতী মমতা দাঁ কর্তৃক প্রকাশিত, শান্তিনগর, উত্তরপাড়া. ১৩৮৩। ২০০ পৃঃ। মূল্য ১০.০০। [কবিতা গ্রন্থ।]

৩। **কবিতা সিংহ। একটি খারাপ মেয়ের গল্প।** কলকাতা, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ১৯৭৬। ১৩২ পৃঃ. মূল্য ৬.০০ [উপন্যাস।]

৪। **কেশব চক্রবর্তী। ভারত-রুশ কথা: বাঙালীর রুশচর্চা:** কালপরিধি ১৭৫৭-১৯১৭। কলকাতা, মনীষা গ্রন্থালয়, ১৯৭৬। ২৯৩ পৃ.। মূল্য ৩০.০০। [বাংলা সাহিত্যে রুশ ভাষা ও সাহিত্যের দীর্ঘায়ু প্রভাবের অনবদ্য গবেষণা গ্রন্থ।]

৫। **কুমুদকুমার ভট্টাচার্য। শরৎচন্দ্র ও বাংলার কৃষক।** কলকাতা, চিন্ময়ী প্রকাশন প্রাঃ লিঃ, ১৯৭৫। ১১৩ পৃঃ। মূল্য ১০.০০। [শরৎ সাহিত্যে বাংলার কৃষক সমাজেরও খামূলক ও তত্ত্ব-সম্বলিত একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ।]

৬। **জীবনকৃষ্ণ শেঠ। ট্রাজেডির তত্ত্ব ও রূপ।** হাওড়া, শতরূপা প্রকাশনী, ১৯৭৫-৭৬। ২৪৯ পৃঃ। মূল্য ২০.০০।

৭। **দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদিত। প্রতিরোধ প্রতিদিন।** কলকাতা, মনীষা গ্রন্থালয়, ১৯৭—। ৫৪০ পৃঃ। মূল্য ২০.০০।
[ফ্যাসি বিরোধী রচনা সংকলন।]

৮। **দেবেশ রায়। মানুষ খুন করে কেন?** কলকাতা, মনীষা গ্রন্থালয়, ১৯৭৬। ৬৬৬ পৃঃ। মূল্য ৩০.০০। [উপন্যাস।]

৯। ধনঞ্জয় দাশ, সম্পাদিত। **মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক। (১ম ও ২য় খণ্ড)।** কলকাতা, নতুন পরিবেশ প্রকাশনী, ৩০, রামকৃষ্ণ সমাধি রোড, ১৯৭৫। ১০৪+১৯০ পৃঃ (১ম)। মূল্য ১৭.০০। ৮৬+২৬২ পৃঃ (২য়)। মূল্য ২০.০০।

১০। **নির্মলকুমার খাঁ ও বীণা চট্টোপাধ্যায়,** সম্পাদিত। **ভেভিড হেয়ার ও উনিশ শতকের বাংলা।** হাওড়া, "শতরূপা" প্রকাশনী, ১৯৭৬। ৮০ পৃঃ। মূল্য ৭.০০।

১১। **নিরঞ্জন হালদার। গান্ধী বনাম মাও এবং অন্যান্য প্রবন্ধ।** কলকাতা, সংস্কৃতি পরিক্রমা, ৭, নন্দী ষ্টীট, ১৯৭৬। ১৩৬ পৃঃ। মূল্য ১০.০০।

১২। **প্রিয়নাথ জানা। বঙ্গীয় জীবনীকোষ।** ১ম খণ্ড। (আদি অষ্টাদশ শতাব্দী)। কলকাতা, মাতৃভাষা পরিষদ, ১৯৭৫। ৬০৮ পৃঃ। মূল্য ৩৫.০০।

১৩। **বাংলার ফ্যাসিষ্ট বিরোধী ঐতিহ্য।** কলকাতা, মনীষা গ্রন্থালয়, ১৯৭৫। ১৫২ পৃঃ। মূল্য ৭.৫০।

[ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বাংলার লেখক, শিল্পী ও মনীষীগণের সোচ্চার চিন্তা ও বক্তব্য।]

১৪। **বিভূতিভূষণ দাসগুপ্ত। সেই মহাবরষার রাঙা জল।** কলকাতা-২৫, বাজল সেন প্রকাশিত, ১৯—। ৪২ পৃঃ। মূল্য ৩.০০।

[১৯৩০-এর স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জেলের রক্তরাঙা দিনগুলির কাহিনী।]

১৫। **বীণা চট্টোপাধ্যায়,** সম্পাদিত। **ভয় ঋতু।** হাওড়া, শতরূপা প্রকাশনী, ১৯৭৫। ২৬ পৃঃ। মূল্য ১২.০০।

[বাংলার প্রতিষ্ঠিত কবিদের কবিতা সংকলন।]

১৬। **শক্তি চট্টোপাধ্যায়,** অনুবাদক। **কুমারসম্ভব কাব্য।** কলকাতা, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ১৯৭৬ ১৩৬ পৃঃ। মূল্য ৮.০০।

১৭। **সনৎকুমার মিত্র,** সম্পাদিত। **কর্তাভজা ধর্মমত ও ইতিহাস।** [প্রথম পর্যায় : ১৩৮২।] কলকাতা, সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৭৬। ৫০ পৃঃ। মূল্য ৫.০০।

১৮। **সুশোভন সরকার। ইতিহাসের ধারা।** ৫ম সংস্করণ। কলকাতা, মনীষা গ্রন্থালয়, ১৯৭৫। ১৬১ পৃঃ। মূল্য ৭.৫০।

[মার্কসীয় বিচারে বিশ্ব ইতিহাসের পর্যালোচনা।]

১৯। **(ডঃ) সোমেশ্বর প্রসাদ চৌধুরী। বিজ্ঞানের কথামালা।** কলকাতা-৫, মৃণালিনী চৌধুরী প্রকাশিত, ১৩৮২। ২৯ পৃঃ। মূল্য ৭.০০।

পরিষদ কথা

পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে গ্রন্থমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার ও স্মারকলিপি পেশ

গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিভাগের মন্ত্রীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ও স্মারকলিপি পেশ করার কর্মসূচী পরিষদ গ্রহণ করেছে। বিষয়টি যাতে মন্ত্রীপরিষদে আলোচিত হয়, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ তার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই কার্যক্রমে প্রথম সাক্ষাৎকার ও স্মারকলিপি পেশ করার সুযোগ আসে পশ্চিমবঙ্গের শ্রমমন্ত্রী শ্রীগোপাল দাস নাগ মহাশয়ের কাছ থেকে। গত ১০ই জুন '৭৬ পরিষদের পক্ষ থেকে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের সাথে সাক্ষাৎ করেন পরিষদের কর্মসচিব শ্রীতুষারকান্তি সান্যাল এবং পরিষদের অবৈতনিক গ্রন্থাগারিক ও কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য শ্রীপ্রদীপ চৌধুরী। তাঁরা শ্রমমন্ত্রীর নিকট নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে একটি স্মারকলিপি পেশ করেন এবং বক্তব্য রাখেন :—

১। **গ্রন্থাগার আইন সম্পর্কে :** আইনাচগ নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চালু করে পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগারের সামগ্রিক উন্নতি সাধন করার জন্য আবেদন জানানো হয়।

২। **স্পনসর্ড গ্রন্থাগার সম্পর্কে :** স্পনসর্ড গ্রন্থাগারগুলির স্পনসর্ড প্রথা বাতিল করে পুরোপুরি সরকারের অধীনে আনতে হবে। গ্রন্থাগার কর্মীদের সরকারী কর্মী হিসাবে গণ্য করে সরকারী কর্মচারীদের প্রাপ্য যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে। গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য শীঘ্রই সংশোধিত নূতন বেতনক্রম প্রকাশ করার জন্যও আবেদন জানানো হয়। বই ও আসবাবপত্র ইত্যাদি কেনার জন্য সরকারী অনুদান বাড়ানোর জন্যও বলা হয়েছে। গ্রন্থাগার প্রশাসনের ক্ষেত্রে যে অব্যবস্থা দেখা

দিয়েছে, আইনানুগ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চালু করে তার নিরসনের জন্য ও আবেদন জানানো হয়।

৩। **স্কুল গ্রন্থাগার সম্পর্কে:** পশ্চিমবঙ্গে যে নূতন শিক্ষাক্রম চালু হয়েছে তাকে সাফল্যমণ্ডিত করতে হলে প্রতিটি স্কুলে বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিকের নিয়োগ অবশ্যই প্রয়োজন। তা-না-হলে নূতন শিক্ষা ব্যবস্থা সফল হতে পারে না। স্কুল-গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষকের সমতুল বেতন-ক্রম চালু করার জন্যও আবেদন জানানো হয়।

৪। **কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে নিযুক্ত গ্রন্থাগার কর্মীদের সম্পর্কে:** কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তি-কুশলী গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য সত্বর ইউ জি সি বেতন ক্রম চালু করার জন্যও আবেদন জানানো হয়।

৫। **গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নে শিক্ষা বাজেটে শতকরা হার:** রাজ্য সরকারের শিক্ষা বাজেটে অন্ততঃ শতকরা ২·৫ হারে পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নের খাতে ব্যয় করার বন্দোবস্ত করা হোক।

মাননীয় মন্ত্রী শ্রীগোপালদাস নাগ মহাশয় পরিষদের বক্তব্য শোনেন এবং প্রতিশ্রুতি দেন যে যদি বিষয়গুলি মন্ত্রীপরিষদে (ক্যাবিনেটে) আলোচিত হয় তবে তিনি নিশ্চয়ই পরিষদের বক্তব্যকে সমর্থন জানাবেন।

পরিষদ ভবনে রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যা

গত ১৬ মে ১৯৭৬ রবিবার পরিষদ ভবনে বর্তমান বৎসরের ছাত্র-ছাত্রীগণ 'ছাত্র গণসংযোগ উপসমিতি'র উদ্যোগে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীচঞ্চল কুমার সেন ও প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন শ্রীসুনীলকুমার ঘোষ। শ্রীঅজয়কুমার ঘোষ "রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার পরিষদ" নামক একটি আলোচনামূলক বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন শিল্পীগণ রবীন্দ্র / নজরুল সঙ্গীত ও আবৃত্তিতে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠান শেষে সকলকে চা-মিষ্টি দ্বারা আপ্যায়ন করা হয়।

সংকলন : **মিলতি চক্রবর্তী**

গ্রন্থাগার সংবাদ

কুমার ডিহি উদয়ন পাঠাগারের সুবর্ণ জয়ন্তী

কুমার ডিহি উদয়ন পাঠাগারের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব পাঠাগার-সভাপতি শ্রীসুকুমার বন্দোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত হয়। জেলার কয়েকজন এম. এল এ ছাড়াও বহু ব্যক্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। বক্তাগণ পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তা তথা জ্ঞান আহরণ ও তদ্বারা সুস্থ স্বাভাবিক জীবনযাপন যে সম্ভব তা বিশ্লেষণ করেন।

'সংস্কৃতি'র বার্ষিক উৎসব

গত ২৯শে মে সারারাজ্যব্যাপী সংস্কৃতির অষ্টাদশ বার্ষিক অনুষ্ঠান হয়ে গেল। অনুষ্ঠানের সভাপতি সাহিত্যিক বোম্মাণা বিশ্বনাথন্ ভারতীয় সংস্কৃতিতে বঙ্গসংস্কৃতির অবদানের কথা বলেন এবং প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি সংস্কৃতি সম্পর্কে সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। এই উপলক্ষে আয়োজিত এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিভিন্ন শিল্পীগণ সঙ্গীত ও নাটক পরিবেশন করেন।

চানক পাঠাগারে রবীন্দ্র জয়ন্তী

২৯শে মে শনিবার সন্ধ্যায় ব্যারাকপুর চানক পাঠাগারে একটি অনাড়ম্বর পরিবেশে রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন শ্রীকানাই মুখোপাধ্যায়। সভাপতি রবীন্দ্রনাথের জীবনের একটি অধ্যায়ে অর্থাৎ তাঁর শিলাইদহের জমিদারী তদারকের ক্ষেত্রে কৃষি, সেচ প্রভৃতি বিষয়ে যে নূতন ধারা প্রবর্তন করেন সে বিষয়ে সাবলীলভাবে বলেন।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে কাউলা পুরস্কার, ১৯৭৫

অধ্যাপক বি আই. পামার (Prof. Bernard I Palmer) ১৯৭৫ সালের জন্য 'অধ্যাপক কাউলা স্বর্ণ পদক' লাভ করলেন। অধ্যাপক পামার সাহেবই বৃটেনে পূর্ণ সময়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। তিনি গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্পর্কে বহু তত্ত্ব ও তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেন। বৃটেনে ডিগ্রী কোর্সের প্রবর্তন তাঁর দ্বারাই সম্ভবপর হয়েছিল। অধ্যাপক পামার সাহেব ভারতে থাকাকালীন ডঃ রঙ্গনাথনের কাছে পড়াশুনা করার সুযোগ লাভ করেন। ১৯৬৫ সালে তিনি 'সারদা রঙ্গনাথন বক্তৃতা' দেবার জন্য আবার ভারতে আসেন। ১৯৭৩ সালে British

Library Association তাঁকে Hony. Fellow নির্বাচিত করেন। Prof. Kaula Endowment for Library and Information Science কমিটি পামারের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে বিশেষ অবদানের জন্যই তাঁকে এই পুরস্কারে ভূষিত করেন।

গ্রন্থাগারে সরকারী সাহায্য

পাঠ্যবই রাখার জন্য গ্রন্থাগারগুলি সরকারী সাহায্য পাবে। শিক্ষামন্ত্রী মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি কাঁথি মহকুমা গ্রন্থাগার ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। এই অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর ২০-দফা কর্মসূচীর বাস্তব রূপায়ণে জেলা, মহকুমা এবং ব্লক পর্যায়ে পাঠাগারগুলিকে সরকারী সাহায্য দেওয়া হবে। সরকার এই পাঠাগার গৃহ নির্মাণের জন্য ৬০ হাজার টাকা মঞ্জুর করেছেন।

ঐতিহাসিক পাণ্ডুলিপি

ইউ. পি. স্টেট আর্কাইভস্ মুঘল আমলের ৩,১২৪টি ঐতিহাসিক পাণ্ডুলিপি এবং দলিল সংগ্রহ করেছে। এই সংগ্রহের মধ্যে ৯৯টি 'ফরমান' আছে। সর্বাপেক্ষা পুরানোটি হল একটি সনদ, যা ১৪৪৭ খৃঃ শের শাহ্ সুরী কর্তৃক দেওয়া।

গুরু নানক ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরী

অমৃতসরে অবস্থিত গুরুনানক ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরীর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়েছে, ভাই গুরুদাস লাইব্রেরী। এরজন্য ১০ লাখ টাকা ব্যয়ে নতুন ভবনও নির্মিত হয়েছে।

রেকর্ড লাইব্রেরী

১৯৭৫ সালে নয়া দিল্লীতে একটি আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়। এই চক্রের 'বিষয়বস্তু ছিল লোকগীতি ও স্বাধীনতা আন্দোলন এবং এই সভায় প্রস্তাব নেওয়া হয় লোকগীতি সংগ্রহের জন্য একটি "রেকর্ড লাইব্রেরী" করা হবে। এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক লোকগীতির টেপরেকর্ড এখানে সংগৃহীত হবে।

ইয়াসলিক পাঠচক্র

ইয়াসলিক-এর ২৪-তম পাঠচক্র গত ১৯ জুন '৭৬ তাং বিকাল ৫ টার সময় বৃটিশ কাউন্সিল গ্রন্থাগারে অনুষ্ঠিত হয়। ড. এ এম. আবদুল হক "Special Libraries : Some theoretical consideration and observations on some libraries in Greater New York area"—বিষয় সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। সভার পৌরোহিত্য করেন শ্রীমতী রমলা মজুমদার।

সংকলন : স্নিগ্ধা চক্রবর্তী

বার্তা বিচিত্রা

সাহিত্য পুরস্কার

১৩৮২ সালের আনন্দ পুরস্কার পেয়েছেন আবু সয়ীদ আইয়ুব ও নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। আবু সয়ীদ আইয়ুবকে সুরেশচন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার এবং নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে প্রফুল্ল-স্মৃতি পুরস্কার দ্বারা সম্মানিত করা হয়। প্রত্যেকটির সম্মান মূল্য পাঁচ হাজার টাকা।

অমৃতবাজার ও যুগান্তর পত্রিকা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে শিশিরকুমার ও মতিলাল পুরস্কার দেওয়া হয় অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এই দু'টির সম্মানমূল্য একহাজার টাকা।

'প্রসাদ' পুরস্কার দেওয়া হয় স্বর্গত কবি দুর্গাদাস সরকারকে। 'মৌচাক' পত্রিকার পক্ষ থেকে শিশুসাহিত্য রচনার জন্য সুধীরচন্দ্র পুরস্কার পেয়েছেন ইন্দিরা দেবী। অন্যান্য পুরস্কারের মধ্যে ডঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 'গিরিশ পুরস্কার', সুধা বসু 'প্রাণতোষ ঘটক পুরস্কার' শিবশঙ্কর মিত্র 'বঙ্কিম পুরস্কার' পেলেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বঙ্কিম পুরস্কার পেয়েছেন প্রবোধচন্দ্র সেন এবং শিশুসাহিত্যের জন্য মনোনীত 'বিদ্যাসাগর স্মৃতি' পুরস্কার পেলেন সুনির্মল বসু।

সোনার জলে দাগ পড়ে না

ন্যাশনাল বুক ট্রাষ্ট ১৯৭০ সালের এপ্রিল থেকে ১৯৭৫ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ইংরাজী ও প্রধান ভারতীয় ভাষায় ৪৫ লাখ ৮৬ হাজার কপি বই প্রকাশ করেছে। মোট গ্রন্থ সংখ্যা ২৪৬ খানি। তবে প্রকাশিত পুস্তকের মধ্যে শতকরা ৫৫ ভাগ সরকারী থেকে গেছে। এই বইগুলির দাম ৬৮ লাখ ৭২ হাজার টাকা।

ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে পাঞ্জাবী ও গুজরাটী ভাষায় প্রকাশিত পুস্তকগুলির শতকরা ৬০ ভাগের বেশী পুস্তক বিক্রি হয়েছে। সবচেয়ে কম বিক্রি হয়েছে বাংলা ও তামিল ভাষায় প্রকাশিত পুস্তক। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত ১ লাখ ৭৩ হাজার পুস্তকের মধ্যে শতকরা ২২.১৪ ভাগ এবং তামিল ভাষায় ১ লাখ ৮৩ হাজার প্রকাশিত পুস্তকের মধ্যে শতকরা ৮১.০৩ ভাগ বিক্রী হয়নি।

সংকলন : স্নিগ্ধা চক্রবর্তী

ENGLISH ABSTRACTS

Granthagar. Vol 26, No 3, June-July 76

Editorial Page 69

Problems of classification. By Prof. Subodh Mukhopadhyaya. Page 71

The author opines that there should be an uniformity in the Book classification Scheme in all libraries of the world.

The Dewey Decimal Classification Scheme has been adopted in major countries of the world. England and America too, follow this Scheme.

He holds that some sort of book classification was also in vogue in India in olden days. It is thought that for easy access to the reading materials of Nalanda, Purushpur, Odantipur some indigenous method was followed to classify them. The whole universe of knowledge was then divided into four categories ; viz.—Dharma, Artha, Kama, Moksha.

The present year is the Centenary Year of the Dewey Decimal Classification Scheme. It is expected that wide discussions about this system will be held in different countries. And the Bengal Library Association will not trail behind in this respect.

So long a view was prevalent that there was less scope in the Dewey Decimal Classification Scheme for the classification of books relating to India. Consequently constant efforts were being made in this direction to remove the defect. Fortunately the efforts have been fruitful and in the 18th edition of the Dewey Decimal Classification Scheme wide provisions have been made for the proper classification of books regarding India. But the edition is too costly to be procured by the each and every library of our country.

Lastly, the author feels that efforts should be made by the young and agile professionals in the field to evolve a purely Indian method of classification scheme out of the existing schemes of classification and the Bengal Library Association should take the initiative in this matter.

The Bengal Library Assceation and its District Branches. By Shashanka Bagchi.

Page 75

The author gives emphasis on the activities of the District Branches of the Bengal Library Association. He says that the Association has been very keen for the last fifty years on the overall development of the library system in West Bengal.

But owing to some unavoidable reasons it has not been very successful in this respect. To introduce Library Legislation in the State is a longstanding demand of the Association and the library workers should be more active and organised to give it a concrete shape. Similarly the District Branches of the Bengal Library Association should be more conscious and take active part in the movement. This will enlighten the people and give further impetus to the library movement in the country.

A valuable library in By Sm. Bijoya Bandyopadhyaya Page 77

The Pratap Chandra Majumdar Memorial Trust Public Library was established in 1959 mainly for the benefit of the college students. Its objective was to offer opportunities to the students for the study of text-books and reference books. The students are not to pay for the use of this library and the collections comprise books on arts, science and commerce. It has an average capacity to accommodate about three hundred students. Here rules and regulations are strictly followed and the students can help at the time of purchase of books. They are to study for ten to twelve hours in a week. Scholars and researchers too, come here for studies. Literature on Bramha cult and its periodicals and journals constitute its valuable collections. Though it is managed by a Trust, yet it gets partial aid from the goverment. There is a hall in the ground floor of the three-storeyed building where seminars lectures and festivals are held at times.

Besides, amateur drama groups are allowed to stage their shows here on payment of donations to the Trust fund. The money obtained, thus are spent for the development of the library. But for the last four years the continuous drama performance by a drama group in the hall of the library, is creating disturbance in the management of the library. The financial position of the Trust fund is very precarious for lack of funds. Government aid is very uncertain for which the library staff are to face many difficulties. No vacant post is filled up in the library. Its telephone, light and fan connections have been cut off, thereby causing great hardships to the library workers. They do not get their monthly salary in time. Books are not purchased regularly and the examinees suffer much.

But will it be wise to let such a valuable library go down in this way ?

Prasanga Saratchandra. By Dipak Das Page 79

This article describes about Saratchandra's literary works, collecting the documents from the Bengali journal, named 'Bharatvarsa'.

Bankim Prasanga Granthapanji (3) Comp. by Asoke Upadhyay. Page 85

3rd instalment of bibliography on Bankimchandra Chattopadhyay released

List of Recent Publications of Bengali Books (2/3). Comp. by Achintya Mallick. Page 90

19-titles are included with bibliographical data.

Association News Page 91

1 MEMORENDUM TO THE MINISTERS : The Bengal Library Association has decided to meet the State ministers of the different departments to have discussions with them about the over-all development of the library system in West Bengal. With this end in view, Sri Tusharkanti Sanyal the Secretary and Sri Pradip Chaudhuri, the Hony Librarian of the Association met the Hon'ble Labour Minister Sri Gopaldas Nag on June 10, 1976 and placed before him a memorendum containing proposals regarding : (a) Library Legislation, (b) Sponsord Libraries, (c) School Libraries, (d) Professionals working in the College and University Libraries, (e) Rate of expenditure on Library development in the Education Budget.

2. TAGORE AND NAZRUL BIRTHDAY OBSERVED BY ASSOCIATION :

The Association celebrates the birthday of Rabindranath and Nazrul on Sunday, May 16, 1976. The function was arranged by the students of Librarianship of the present year.

Library News Page 92

1. KUMAR DIHI UDAYAN PATHAGAR : Kumar Dihi Udayan Pathagar Observed Golden Jubilee of the library.

2. SAMSKRITI : 18th Yearly Function observed by 'Samskriti' this year. President of the function was Sri B. Visvanathan.

3. CHANAK PATHAGAR : On 29th May '76 Chanak Pathagar celebrates Tagore Birthday.

4. PROF. KAULA GOLD MEDAL '75 : Mr. Bernard I Palmer, formerly Education Officer, (British) Library Association has been selected for the award of Prof Kaula Gold Medal for the year 1975 in recognition of his outs tanding services to the cause of library science and library education.

5. GOVT. GRANT TO THE LIBRARY : In a foundation ceremony of 'Kanthi Mahakuma Granthagar' building, the Hon'ble Education Minister of West Bengal assured that the libraries will get the financial assistance from the government. Rs. 60,000 sanctioned by the Govt. for the building construction of this library.

6. HISTORICAL MANUSCRIPT : U. P. State Archieves acquired 3,724 manuscript and documents of the Mughal period.

7. GURU NANAK UNIVERSITY LIBRARY : This University Library has changed its name to 'Bhai Gurudas Library'.

8. RECORD LIBRARY : A Seminar was held in the year of 1975 in New Delhi to collect the documents of freedom movement and folktales. It was decided that a record library will be established to preserve the tape-records of folktales and other documents.

9. IASLIC STUDY CIRCLE : The 94th Study Circle was held at the British Council Library on 19 June '76. The Speaker was Dr. A. M. Abdul Huq of St. John's University, New York

Other News Page 93

Regarding : Literary prizes for Bengali literature, and National Book Trust's publications.

Obituary Page 70

1. NETAI CHANDRA DAS, a library worker of the Calcutta University Library died on June 25, 1976. Because of his genial temparament he was loved by all.

2. SHANKAR CHATTOPADHYAY died on June 9, 1976. He was 43. He wrote a book of Bengali poems and edited a collection of poems. He received 'Tribritta' award this year.

3. PARIMAL GOSWAMI, the well-known Begali writer died on June 27, 1976. He was 79. He was the editor of a number of journals. He wrote many books and articles.

4. GOPINATH KAVIRAJ, the great scholar and Indologist died at Banaras on June 12, 1976. He was 89. He was the Librarian of the Queen's College at the early age. In 1964 the Govt. of India conferred 'Padma Bhusan' and in 1976 the Visva-Bharati University conferred 'Deshikottam' on him. He wrote a number of books and articles

List of the members of the BLA (Contd)

Page 97

Abstracts : **Gouri Bandyopadhyay**

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্য তালিকা (৬) : হাওড়া, জলপাইগুড়ি ও মালদা

HOWRAH (Contd.)

736 Bholanath Banerjee
Vill. Mohiari
P. o. Andul-Mouri (Mouri Bazar)
Dist. Howrah (7/75)

737 Ajay Kumar Basu
Ramrajatala
P.o. Santragachi, Dist. Howrah (7/74)

738 Bhabani Bhattacharya
60, Panchanantala Road,
P.o. Bally, Dist. Howrah (L)

739 Bilwamangal Bhattacharya
P.o. & Vill. Makardah
Dist. Howrah (7/75)

740 Debicharan Bhattacharya
60, Panchanantala Road,
P.o. Bally, Dist. Howrah (2/76)

741 Kalidas Bhattacharya
52, Rajnarayan Ray Chaudhury Ghat Road,
P.o. Sibpur, Dist. Howrah (6/73)

742 Rabindranath Bhattacharya
3/1, Kuchil Sarkar, 1st Bye Lane
Kadamtala, Dist. Howrah

743 Sachin Bhattacharya
P. o. & Vill. Jhorehat
Dist. Howrah (4/75)

744 Tarapada Bhaumik
9/2, Gopinath Chongdar Lane
P. o. Ram Krishnapur
Dist. Howrah (2/75)

745 Manoj Kumar Biswas
J/8, Govt. Qrts.
Baltikuri, Dist. Howrah

746 Asim Kumar Chakrabarty
Vill. Mouri, P. o. Andul Mouri
Dist. Howrah (L)

747 Bani Chakrabarty
1/A, Chandra Kumar Banerjee Lane
P.o Shibpur, Dist. Howrah-2

748 Bireswar Chakrabarty
Bhote Bagan Math
5, Gossain Ghat Road,
P.o. Ghusuri, Dist. Howrah-7 (12/74)

749 Gostha Behari Chatterjee
94/2, Abinas Banerjee Lane
P.o. Shibpur, Dist. Howrah (L)

750 Kanti Chatterjee
5/1, Shibtala Lane
P.o. Shibpur, Dist. Howrah (4/74)

751 Sujata Chaudhuri
178/10, Gol Mohar Avenue
Dist. Howrah (3/76)

752 Asoke Kumar Das
Palli Sree Pathagar
P.o. Hirapur, Dist. Howrah (7/75)

753 Baridbaran Das
40/1, Kankrapara Lane
Dist. Howrah-4 (7/74)

754 Jagamohan Das
9, Shibtola Lane
P.o. Shibpur, Dist. Howrah

755 Prafulla Dasgupta
11, Hem Chakraborty Lane,
Dist. Howrah (4/75)

756 Ashoke Kumar Datta
P.o. & Vill. Jagacha, Dist. Howrah

757 Debigopal Datta, Librarian,
Botanical Survey of India
Botanical Garden, Dist. Howrah (12/73)

758 Ashi Ranjan De
Vill. Rajibpur, P.o. Uttar Durgapur,
Via. Mugkalyan, Dist. Howrah (6/74)

759 Shyamal Kanti Deb
D-6/4, Govt. Quarters (Nisco)
P.o. Sapuipara, Dist. Howrah (11/74)

760 Saraj Kumar Ghosal, Librarian
Uluberia Mahavidyalaya
P.o. Uluberia, Dist. Howrah (3/74)

761 Satyabrata Ghosal
13/2, Jagat Banerjee Lane
P.o. Bally, Dist. Howrah (5/75)

762 Shyamal Kanti Ghosh
C/o. B. K. Ghosh, 85/A, Jenins Road
P.o. Liluah, Dist. Howrah

763 Ajit Kumar Gope
B. E. College, Barrack No. 68
P.o. Botanic Garden, Dist. Howrah-3

763(A) Dinendra Prasad Gupta
17/1, Kamini School Lane
Salkia, Dist. Howrah-6 (2/76)

764 Santwana Huq
103D, B. E. College
P.o. Botanic Garden,
Dist. Howrah-3 (9/74)

765 Manoranjan Jana
Tripurapur, P.o. Garhbalia
Dist. Howrah (L)

766 Bechuram Jeti
Vill. Duillya (South), P.o. Duillya
Dist Howrah

767 Ranjita Maitra
B-246, B. E. College, SIBPUR
Dist. Howrah-3 (6/75)

768 Pankaj Kumar Majumdar
P.o. & Vill. Ramnagar
Dist. Howrah (4/75)

769 Nirmal Mandal
P.o. & Vill. Khalisani
Dist. Howrah (5/76)

770 Debnarayan Manna
C/o. Nemai Manna
Ichapore Road, Sealdunga, Kalitala
P.o. Santragachi, Dist. Howrah-4 (L)

771 Shuvendu Manna
116/2, Brindaban Mullick Lane
Kadamtala, Dist. Howrah-1 (2/74)

772 Sibendu Manna
116/2, Brindaban Mullick Lane
Kadamtala, Dist. Howrah-1 (L)

773 Saraswati Misra
104, Dawnaganji Road
P.o. Bally, Dist. Howrah (8/73)

774 Bijoyanath Mukherjee
8, Anantaram Mukherjee Lane
Ramkrishnapur, Dist. Howrah-1 (L)

775 Gopikanta Mukherjee
6, Dharmadas Kundu Lane
SHIBPUR, Dist. Howrah-2 (12/74)

776 Ranendra Mohan Mukherjee
18, Mukherjee Lane
P.o. Belur Math, Dist. Howrah

777 Subimal Kumar Mukherjee
44, S. C. Ghose Lane
Dist. Howrah-1 (L)

778 Swagata Mukherjee
151/6/1, Narasingha Datta Road
Kadamtala, Dist. Howrah-1 (9/75)

779 Snehamoy Nandy
C/o. Sunil Kumar Khan
Nanipara Lane. Ramrajatala
P.o. Santragachi, Dist. Howrah-4

780 Gopa Pal
Balitikuri Housing Estate
Block—'N' Flat-8
P.o. Balitikuri, Dist. Howrah

781 Salil Kumar Pal
Vill. Rajganj, P.o. Banipur
Dist Howrah (6/76)

782 Timir Kr. Roychaudhuri
59, M. C. Ghosh Lane,
1st Floor, Suite No 3
Dist. Howrah-1 (8/75)

782(A) Sandhya Roychaudhury
1, Bhujangadhar Road
P.o. Lilua, Dist. Howrah (5/76)

782(B) Timir Kumar Roychaudhuri
59, M. C. Ghosh Lane
1st. Floor, Suite no. 3
Dist. Howrah-1 (8/75)

783 Sipra Roy
C/o. Shachindra Kumar Roy
North Amta, P.o. Amta
Dist. Howrah

784 Anabadya Sanyal
15, Beni Mitra Lane
P.o. Shibpur, Dist. Howrah-2 (9/73)

785 Sankar Kumar Sanyal
97/3, Naskar Para Road
Ghusuri, Dist. Howrah-7 (7/75)

786 Ratan Behari Sarkar
C/o. Sachin Naskar
P.o. & Vill. Joypurbil, Via. Bally
Dist. Howrah

787 Kamal Krishna Sau
P.o. & Vill. Harop
Dist. Howrah (3/76)

788 Ira Seal
90, M. C. Ghosh Lane
Dist. Howrah-1

789 Pranabesh Sinha Roy
P.o. & Vill. Banitala
Dist. Howrah (L)

790 Ram Lakshan Thakur
42, Naskar Para Lane
P.o. Botanic Garden, Howrah-3

JALPAIGURI

790(A) Chalsha Shalbani Sangha Granthagar
P.o. & Vill. Chalsha
Dist. Jalpaiguri (9/74)

791 Mal Pragati Sangha
P.o. Mal, Dist. Jalpaiguri (9/74)

792 Matelli Public Library & Club
Matelli, Dist. Jalpaiguri (8/75)

793 Milan Sangha Library
P.o. Nathoahat, Dist. Jalpaiguri (4/75)

794 Sailendra Smriti Pathagar O Club
P.o. Shiliguri, Dist. Jalpaiguri (9/74)

795 Sri Sangha Pathagar
P.o. Rajgunj, Dist. Jalpaiguri (1/76)

796 Subhas Pathagar
Netaji Road, P.o. Falakata
Dist. Jalpaiguri (6/74)

797 Kana Bagchi
Mahamayapara
P.o. & Dist. Jalpaiguri (7/75)

798 Shyamapada Banerjee
C/o, Kali Kutir, BABUPARA
P.o. Maynaguri, Dist. Jalpaiguri (6/76)

799 Rama Basu
'Purbachal', SEN ARA
Dist. Jalpaiguri (4/75)

800 Santi Basu
C/o. Dr. Sukamal Basu,
CIRCULAR ROAD
P.o. & Dist. Jalpaiguri

MALDA

801 Mahakal Bona Friends' Library & Club
P.o. Alal, Dist. Malda (5/76)

802 Malatipur Sarat Chandra Bani Mandir Library
P.o. Malatipur, Dist. Malda (1/75)

803 Pragati Sangha
Rishipur, P.o. Gauramari
Dist. Malda (5/76)

804 Manjukesh Bhattacharya
Makdampur, Dist. Malda (9/74)

গ্র ন্থা গা র

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মাসিক মুখপত্র

গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রতি

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সংবাদ প্রকাশে আমরা আগ্রহী। গ্রন্থাগারের বিভিন্ন সংবাদ কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্টভাবে লিখে সম্পাদকের নামে পাঠান।

পাঠকদের প্রতি

'গ্রন্থাগার' পত্রিকা আপনাদের কেমন লাগছে, কোথায় তার ত্রুটি-বিচ্যুতি, কেমন হলে ভালো হতো নিঃসংকোচে জানান। আপনাদের পরামর্শ যতটা সম্ভব গ্রহণের জন্য চেষ্টা করা হবে।

লেখকদের প্রতি

বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগার আন্দোলন, গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান এবং গ্রন্থাগারের সংগে সংশ্লিষ্ট বিবিধ বিষয়ে রচিত প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য আমরা খুবই আগ্রহান্বিত। প্রতিষ্ঠিত লেখক বিবেচ্য নয়, মূল্যবান লেখা-ই আমরা প্রকাশ করতে চাই। পত্রিকায় প্রকাশের জন্য প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্টরূপে লিখে সম্পাদকীয় দপ্তরে পাঠান। আপনার লেখার সাথে সংক্ষিপ্তাকারে English abstract পাঠালে ভালো হয়। কারণ প্রতিটি লেখার English Abstract আমরা প্রকাশ করে থাকি।

প্রকাশকদের প্রতি

'গ্রন্থাগার' পত্রিকা পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সমস্ত গ্রন্থাগারে, ভারতের কয়েকটি বিশিষ্ট গ্রন্থাগারে—এমন কি বিদেশের কয়েকটি গ্রন্থাগারেও নিয়মিত পৌঁছায়। সুতরাং 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া আপনাদের পক্ষে লাভজনক। বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী মলাটের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন।

আমরা গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্পর্কিত এবং বিভিন্ন রেফারেন্স বইয়ের (Encyclopaedia, Dictionary, Directory, Guide Book etc.) সমালোচনা নিয়মিতভাবে প্রকাশ করবার ইচ্ছা রাখি। আপনাদের প্রকাশিত বইয়ের প্রচারের জন্য পুস্তক আলোচনা বিভাগে দু'কপি পাঠান।

সম্পাদক, গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি-১৩৪, সি. আই. টি. স্কীম ৫২

কলিকাতা-৭০০০১৪

(ফোন : ৪৪-৮৫৬৬)

Annual Price Rs. 15.00
Single issue Re. 1·50

Licensed to post without prepayment
LICENCE No. WB/CC-CL-2
Postal Regd No. WB/CC—145
Regd No. RN/2674/57

Volume 26 : No. 3

June-July 1976

GRANTHAGAR

(The monthly organ of the Bengal Library Association devoted to the advancement of Library Science & Library Movement in West Bengal)

All payments should be sent to :
The Secretary
Bengal Library Association
Central Library,
Calcutta University
Calcutta-700073

All correspondence and papers for publication should be addressed to
The Editor, Granthagar
Bengal Library Association
P-134, CIT Scheme No. 52
Calcutta-700014
Phone : 44-8565

N. B. ENGLISH ABSTRACTS 94 To 96 p.

Published by : Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University, Cal-73

Printed by : Sourendramohan Gangopadhyay at the MUDRANEE 131B, Bipin Behari Ganguly Street, Calcutta-700073

Editor : Satyabrata Sen

Associate Editor : Minati Chakrabarti

If undelivered please return to :
Bengal Library Association
P-134, C. I. T. Scheme 52
Calcutta-700014.

২৩ বর্ষ, সংখ্যা ৪

শ্রাবণ ১৩৮০

সূচী

বার্ষিক চাঁদা—১৫·০০ সম্পাদক : সত্যব্রত সেন প্রতি সংখ্যা ১·৫০

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

পি-১৩৪, সি. আই. টি. রোড ৫৬, কলিকাতা-১৪।

(ফোন : ৩৪-৬৫৬৬)

সম্পাদক—[illegible] সেন

সহযোগী সম্পাদিকা—বিনতি চক্রবর্তী

বর্ষ ২৩, সংখ্যা ৪ — শ্রাবণ ১৩৮০

সূচী

স্বাধীনতা দিবস ও গ্রন্থাগার

এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে স্থাপিত গ্রন্থাগারগুলি (বিশেষতঃ বাংলা) কোনো বৈপ্লবিক ভাবধারা প্রভাবিত ছিল। বিপ্লবী যুবকদের বিদেশী বিরুদ্ধে সংগঠিত করবার জন্য ব্যায়ামাগারের মাধ্যমে শরীর চর্চার সাথে সাথে ছোট ছোট গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছিল। এই গ্রন্থাগারগুলির মূল উদ্দেশ্য ছিল, বৈপ্লবিক সাহিত্য পরিবেশন করে বিপ্লবীদের উদ্দীপিত করা। অনুরূপ এই উদ্দেশ্য সামনে রেখেই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ১৯২৪ (সিরাজগঞ্জ) সালে মহীশূরের বেলগাঁও শহরে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় গ্রন্থাগারের ৪র্থ সম্মেলনের সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন। তৎকালীন পাড়ায় পাড়ায় গড়ে ওঠা গ্রন্থাগারগুলি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের এক একটা ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছিল। এ কথা আজ আর কারো অজানা নয়।

আজ ভারত স্বাধীন। তাই বলে গ্রন্থাগারের প্রয়োজন নিশ্চয়ই ফুরিয়ে যায়নি। বরং বলা চলে, স্বাধীনতার পর গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা আরও অনেকাংশে বেড়ে গেছে। স্বাধীন দেশকে সুসংগঠিত আত্মনির্ভরশীল করার জন্য গ্রন্থাগারের ভূমিকা অপরিসীম। যে দেশের শতকরা ৭০ জন জনসাধারণ নিরক্ষর, তাদের মধ্যে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালতে হবে গ্রন্থাগারগুলির মাধ্যমে। মানুষের মনে স্বচ্ছ চিন্তাধারার উন্মেষ ঘটিয়ে শুধু নাগরিক করে তোলার দায়িত্ব গ্রন্থাগারকে নিতে হবে।—স্বাধীনতা দিবসে প্রতিটি গ্রন্থাগারকর্মীর এই শপথ গ্রহণ করা উচিত। তবে দেশের নায়কদেরও ভাবা উচিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা যদি দেশে গড়ে না ওঠে, গ্রন্থাগারিকরা যদি উপযুক্ত মর্যাদা নিয়ে বাঁচতে না পারেন, তা হলে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার যে প্রচেষ্টা চলছে, তা' কতটুকু সাফল্যমণ্ডিত হবে। তাই স্বাধীনতা দিবসে প্রতিটি নাগরিককে গ্রন্থাগার সচেতন হতে আহ্বান জানাই।

[illegible] — বার্ষিক চাঁদা ১৫·০০

পরিষদ কথা

৺সুশীল ঘোষ স্মারক বক্তৃতা, ১৯৭৬

গত ১৮ জুলাই '৭৬ পরিষদ ভবনে ৺সুশীল ঘোষ বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু। মুখ্য বক্তা ছিলেন শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায়। বক্তৃতার বিষয় হলো: বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিকের সামাজিক স্বীকৃতি। সভাপতির ভাষণে শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু বলেন, সুশীল ঘোষ ছিলেন যুক্ত বাংলার গ্রন্থাগার আন্দোলনের পথিকৃৎ। গ্রন্থাগার আন্দোলন তাঁর পেশা ছিলনা, ছিল—নেশা। ১৯২৫ সালে প্রতিষ্ঠিত All Bengal Library Association-এর তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা কর্মসচিব। দীর্ঘদিন গ্রন্থাগার আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি ১৯৬৪ সালে পরলোক গমন করেন। পরিষদ তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই বক্তৃতামালার আয়োজন করেন। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন: সর্বশ্রী ফণিভূষণ রায়, নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

পরিষদ-ভবনে অন্ধ্রপ্রদেশ গ্রন্থাগার আইন পর্যালোচনা কমিটির সম্বর্ধনা

গত ৯ আগষ্ট ১৯৭৬, সন্ধ্যা ৬·৩০ মিঃ সময় অন্ধ্রপ্রদেশ গ্রন্থাগার আইন পর্যালোচনা কমিটির সদস্যদের আনুষ্ঠানিক ভাবে অভ্যর্থনা জানানো হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্মরত গ্রন্থাগারিক শ্রীবৈদ্যনাথ ব্যানার্জী চৌধুরী। পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মধারা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেন পরিষদের কার্য নির্বাহক সমিতির সদস্য অধ্যাপক প্রবীর রায় চৌধুরী।

অন্যায় ছাঁটাই-এর বিরুদ্ধে পরিষদ কর্তৃক ডেপুটেশন

মেদিনীপুর জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীঅশ্বিনী সেনকে বিনা কারণে গত ১১ ৭ ৭৬ তাং কর্মচ্যুত করার দরুন পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দেয়।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের উপ-অধিকারিকের নিকট স্মারকলিপি পেশ করা হয়। এবং গত ২১-৭-৭৬ তাং পরিষদের কর্মসচিব শ্রীতুষার সান্যাল, কোষাধ্যক্ষ শ্রীতপন সেন ও কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য শ্রীদেবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সমাজ শিক্ষা দপ্তরের উপ-অধিকারিক ডঃ সুশীল গুহ মহাশয়ের নিকট সাক্ষাৎ করে বিষয়টি সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

বার্তা বিচিত্রা

বৃটিশ কাউন্সিলে পুস্তক প্রদর্শনী

গত ১২ই জুলাই '৭৬ বৃটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরীতে এক আলোচনাচক্র ও পুস্তক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্রী বাসবী চক্রবর্তী, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের রীডার শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী ও মুখ্য গ্রন্থাগারিক ডঃ আদিত্য ওহদেদার। সভাপতিত্ব করেন শ্রীবিমলেন্দু মজুমদার। এই উপলক্ষ্যে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বৃটিশ পুস্তকের এক প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়।

বাইবেলের পরই লেনিন

সারা পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী অনূদিত হয়েছে বাইবেল। বাইবেলের পরই সবচেয়ে বেশী অনূদিত হয়েছে লেনিনের রচনাবলী। ইউনেস্কোর সংগৃহীত তথ্যে প্রকাশ যে ১৯৭৩ সালে বাইবেলের ৩০৪টি নতুন ভাষ্য রচিত হয়েছে আর ঐ বছর লেনিনের বিভিন্ন রচনাবলীর অনুবাদের সংখ্যা ৩৬৬। লেনিনের পরের স্থান আগাথা ক্রিস্টির। তাঁর রচনাবলীর অনুবাদের সংখ্যা ১৫৭। কালমার্কসের রচনাবলীর অনুবাদের সংখ্যা ১৫৬। জুলভার্নের অনুবাদের সংখ্যা ১৫৪।

ডাক ব্যয় কমানো হল

১৯৭৫-এর ৬ই জুলাই থেকে সকল রকম ডাক ব্যয় বাড়ানো হয়েছিল। কিন্তু অতি সম্প্রতি বই পাঠানোর খরচ কমানো হয়েছে। পাঁচ থেকে দশ টাকার মধ্যে একখানি বই V.P- করতে যেখানে লাগত ২·০০ টাকা তা কমিয়ে ১·৫০ পঃ করা হয়েছে।

মালয়ালাম গ্রন্থপঞ্জী

কেরালা সাহিত্য একাডেমী কর্তৃক ১৯৭৩ সালে এক-খণ্ড মালয়ালাম গ্রন্থ-সূচী প্রকাশিত হয়। ১৯৭০-৭২ পর্যন্ত প্রকাশিত মালয়ালাম গ্রন্থগুলি এই সূচীর অন্তর্ভুক্ত এবং এতে ২৬,০০০ গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ভূমিকায় মালয়ালাম মুদ্রণ এবং প্রকাশের বিবরণ দেওয়া আছে।

ইংরাজী ভাষায় যজুর্বেদ

আর্য সমাজ কর্তৃক যজুর্বেদ ইংরাজীতে অনূদিত হয়েছে। এটি অনুবাদ করেন পণ্ডিত ধর্মদেব বিদ্যামার্তণ্ড।

সংকলন: মিনতি চক্রবর্তী

বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিকের সামাজিক স্বীকৃতি

অধ্যাপক অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রাক্তন মুখ্য গ্রন্থাগারিক ও প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

একটি বাস্তববাদী পটভূমিকা

সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক সিদ্ধি বা কলাকৃৎ যেমন একটা সমাজের মনোভাব, রুচিবৃত্তি ও মান নির্ণয়ের প্রতিফলক, ঠিক তেমনই সার্বজনীন শিক্ষা ও সু-সম্প্রসারিত গ্রন্থাগার-ব্যবস্থা সেই সমাজের অগ্রগতির সঠিক মূল্যায়নের গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক। আধুনিক, লোকহিতকামী সমাজব্যবস্থায় উপরোক্ত বক্তব্যটি জনগণের সত্য। অকৃত্রিম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সার্ব-জনীন শিক্ষা ও সেই শিক্ষাকে সঞ্জীবিত রাখতে প্রয়োজন মত গ্রন্থাগার-ব্যবস্থা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

ভারতীয় সংবিধানের ৪৫ ধারায় সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া আছে যে, রাজ্য সরকারকে ১৯৬০ সালের মধ্যে ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত বালক-বালিকাদের জন্য নিখরচায় বাধ্যতামূলক শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। আজ ১৯৭৬ সাল। সাংবিধানিক নির্দেশের সময় সীমার পর আরো ১৬ বৎসর অতিক্রান্ত; স্বাধীনোত্তর যুগেরও প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ণ হতে চলেছে। স্বাক্ষরতা এখনও কিন্তু জনসংখ্যার ৩৫ শতাংশের নীচেই রয়েছে, আর ৬০ কোটী ভারতবাসীর জন্য সব-সাকুল্যে ৬০ হাজার গ্রন্থাগার আছে কিনা সন্দেহ। খুব উদার হিসাবে দাঁড়ায় ১০,০০০ (দশ হাজার) লোকপিছু একটী গ্রন্থাগার। রাজ্য সরকারগুলি সাধারণ গ্রন্থাগার বাবদ বৎসরে মাথাপিছু খরচ করেন আধপয়সা থেকে সাড়ে ষোল পয়সা পর্যন্ত এবং পশ্চিমবঙ্গে এর পরিমাণ হলো নয় পয়সা। পরিসংখ্যানে আরো দেখা যায়, শতকরা মাত্র চারজন স্বাক্ষর ভারতবাসী সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবহার আওতায় পড়েন এবং বৎসরে একশতজন ভারতবাসীর জন্য বরাদ্দ বই হচ্ছে একখানি। এই বক্তব্যের গুরুত্ব আরো সুপরিস্ফুট হবে যদি আমরা নিম্নলিখিত সারণীটি সম্বন্ধে অনুধাবন করি :

	ভারতবর্ষ	বৃটেন	আমেরিকা
জনসংখ্যা	৬০ কোটি	৫½ কোটি	১৬ কোটি
স্বাক্ষরতা	৩৫%	১০০%	৯৭.৬%
শিক্ষাখাতে ব্যয়	১১০০ কোটি	৮৭৩ কোটি	৩,৮৩,৩৭০ কোটি
সাধারণ গ্রন্থাগার বাবদ ব্যয়	৩ কোটি	৬০০ কোটি	১২৪৮ কোটি

আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গীতে ভারতীয় রাষ্ট্রে এহেন গ্রন্থাগার ব্যবস্থা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। যেখানে আমেরিকা ১৬ কোটি নরনারীর জন্য এবং ব্রিটেন ৫½ কোটির জন্য যথাক্রমে ব্যয় করে ১১৪৮ কোটি ও ৬০০ কোটি টাকা, ভারতবর্ষ সেখানে ৬০ কোটি অধিবাসীর জন্য ব্যয় করে মাত্র ৩ কোটি টাকা !

যোজনা পর্ষদের ৪র্থ পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রথমে সুপারিশ করা হয়েছিল যে সাধারণ গ্রন্থাগার সম্প্রসারণের জন্য ৩১ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। বাস্তবে সে সুপারিশ ২ কোটি টাকায় পর্যবসিত হয় ! ৫ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এখনও পর্যন্ত যোজনা পর্ষদের মগজেই পুঞ্জীভূত। তার রূপরেখার হদিস্ এখনও পাওয়া যাচ্ছে না।

এই পটভূমিকার তমসাচ্ছন্ন পরিবেশে বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিক ভেবে কূল কিনারা পায় না কি যুক্তিতে শিক্ষাখাতের ব্যয়বরাদ্দের মাত্র ৫% শতাংশ অনুদানও গ্রন্থাগারের জন্য সম্ভব হয় না, এবং যদি তা হতো তাহলে প্রায় ৫০ কোটি টাকার মত সংস্থান থাকতো ? আমাদের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের এই অকল্পনীয় কার্পণ্যের কারণ নির্ণয়ে তারা সত্যই অসমর্থ।

১৯৭০ সালে কলম্বো অধিবেশনে (Colombo Conference) একটি প্রস্তাব নথীভুক্ত করা হয়। তা'তে বলা হয়, "একটি শক্তিশালী প্রতিনিধিত্ব ও সমন্বয়মূলক কেন্দ্রীয় সংস্থা স্থাপন অতি অপরিহার্য, যদি গ্রন্থাগারের পরিকল্পনা এবং জাতীয় সর্ব-স্তরে গ্রন্থাগারের উন্নতি কার্যকরী করতে হয়।" তা'তে আরো নির্দেশ দেওয়া হয় যে এই সংস্থা স্থাপনের উদ্দেশ্যে উপযুক্ত আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন। কলম্বো অধিবেশনের প্রস্তাবটি যে অন্য পাঁচটি আন্তর্জাতিক প্রস্তাবের মতো সরকারী দপ্তরের হিমঘরে জমে গেছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এ সম্বন্ধে চুপচাপ না থেকে বুদ্ধিধারী

গ্রন্থাগারিক সম্প্রদায়কে আমাদের সরকারকে এই কলম্বো অধিবেশনের সুপারিশ কার্যকর করতে চাপ দিতে হবে। এতো আমাদের মত অপাংক্তেয়দের বক্তব্য নয় এ হচ্ছে আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধিদের সু-বিবেচিত এবং প্রস্তাবিত সুপারিশ। একে কার্যে পরিণত করতে পারলে দেশের কোটি কোটি নরনারী ও শিশুদের নাগালের মধ্যে পঠন, পাঠনের উপযুক্ত বই যোগাতে পারি, সুবিন্যস্ত গ্রন্থাগার প্রসারের মাধ্যমে। সেই সঙ্গে দাবীও জানাতে পারি যে গ্রন্থাগারকে সামগ্রিক শিক্ষা-পরিকল্পনার অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে। জাতির সার্বিক উন্নয়নে শিক্ষাকে যেমন আর অবহেলা করা যায় না, তেমনই উপেক্ষা করা যায় না গ্রন্থাগার উন্নয়ন ব্যবস্থা। গ্রন্থাগার জাতির সমাজ-ব্যবস্থায় ওতপ্রোতভাবে জড়িত। স্বাধীনতালাভের পরেও দীর্ঘকাল গ্রন্থাগারকে অবহেলিত রাখা সমীচিন নয় তো বটেই, এটা একটা বিরাট সামাজিক দুর্ঘটনাও বটে। যে দেশে মাত্র শতকরা ৩৫ জন পঠন পটু, সেখানে গ্রন্থাগার বিস্তার আমরা কি নিঃসংশয়ে আশা করতে পারি? এ প্রশ্নই আজ বিরাট আকার ধারণ করেছে বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিকের সামনে। সঠিক দৃষ্টিভঙ্গীতে এ সমস্যার চিন্তা করে সহজেই বুঝতে পারি যে, নিরক্ষরতা দূরীকরণের যুগপৎ প্রয়াস যদি না থাকে যে প্রয়াস একমাত্র আর্থিক ও সাংগঠনিক আনুকূল্যেই সম্ভবপর, তা'হলে কি গ্রন্থাগারের নির্দিষ্ট কর্তব্যপালনও সীমিত হয়ে আসে না?

আমরা গ্রন্থাগারের যে স্বরূপটি সযত্নে গড়ে তোলার চেষ্টা করছি, তার সামাজিক ও রাষ্ট্রিয় স্বীকৃতি অপসৃয়মান মরিচিকার মতই আমাদের প্রলুব্ধ করে চিরদিন, কারণ একথা অনস্বীকার্য যে একমাত্র শিক্ষার অবাধ প্রসার ও দেশজোড়া গ্রন্থাগার বিস্তারের মধ্যেই নিহিত আছে সমাজ কল্যাণের সোনার কাঠি। আর কেহ এ বিশ্বাস না রাখলেও আমাদের তা' রাখতে হবে, কারণ আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে এরই উপর; আর এর রূপায়ণের দায়িত্বও আমাদের কিছুটা আছে বৈ কি? আজ সমস্যা যা দাঁড়াচ্ছে এই পটভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে, তার মোকাবিলা করতে হলে আমাদের প্রয়োজন বাস্তব আত্ম-বিশ্লেষণ। আমরা আজ কথা বলছি মানুষ আর বই নিয়ে, এবং এই দুটি বস্তুই বৈচিত্র্য, বিস্তার ও বৈশিষ্ট্যে আধুনিক যুগে এতো ব্যাপক ও জটিল যে, তাদের সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান বা স্বচ্ছ ধারণা না থাকলে আমাদের বৃত্তির মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবার যথেষ্ট আশঙ্কা আছে।

গ্রন্থাগারিকতার স্বরূপ ও ভাবমূর্তি

আমাদের এক বৈদেশীক সহকর্মী সখেদে এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে "এখনও পর্যন্ত অধিকাংশ গ্রন্থাগারিক হচ্ছেন সাধারণতঃ নির্ভরযোগ্য করণিক; অধিকাংশ গ্রন্থাগার-শিক্ষণ-ব্যবস্থা অদ্যাবধি শুধু প্রযুক্তি কেন্দ্রীক পরিকল্পনা এবং অধিকাংশ গ্রন্থাগারকর্মী প্রশাসিত ও সংগঠিত হন এই ধারণায় যে, গ্রন্থাগারিকরা বস্তুতঃ বৃত্তিধারী সম্প্রদায় নহেন।" কথাগুলি কটূক্তি বা কটাক্ষ নয়। গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান একটি নিয়মাঙ্গ শিক্ষা, শুধু বৃত্তিগত বা কারিগরী শিক্ষা নয়। সুতরাং এটা স্বয়ং-প্রমাণিত সত্য যে, গ্রন্থাগারিকতার স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট উপাধি আছে, অনুশীলনে অন্তর্নিহিত আছে এমন সক্রিয়তা যা সমাজের বৃহত্তর উপকারে সক্ষম। নানাবিধ দায়িত্বে প্রস্তুতির জন্য গ্রন্থাগারিককে যেমন কিছুটা প্রায়োগিক শিক্ষা নিতেই হয়, তেমনই প্রয়োজন হয় প্রশাসনিক দক্ষতা ও সুষ্ঠু জন সম্পর্ক অর্জনের। বলা বাহুল্য, গ্রন্থাগারিকের আসল প্রকৃতি এবং মূল নীতি হচ্ছে সমাজ-কেন্দ্রিক। আজকের গ্রন্থাগারিক বিরাট পণ্ডিত না হলেও তাঁর শিক্ষার উদারতা ও প্রাচুর্য্য থাকা দরকার, তাছাড়া বৃত্তিগত প্রযুক্তি বিস্তার তাঁকে পারদর্শী হতে হবে এবং সমাজের সকল স্তরের নাগরিক সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে। সংশ্লিষ্ট সমাজের অন্যতম অংশীদার হিসেবে তাঁর কর্মধারা নির্দিষ্ট। গ্রন্থাগারিক নিজেকে পাঠকে রূপান্তরিত করেন এবং সস্নেহে সেবা করেন পাঠক নির্বিশেষে। তাঁর বাকী কাজ হচ্ছে গৃহস্থালীর কাজ। রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থাগারের মুখ্য কর্তব্য সম্বন্ধে প্রকারান্তরে একই কথা বলেছেন, "এই প্রবন্ধে আমি যে কথাটি বলতে চেয়েছি সেটা সংক্ষেপে এই যে লাইব্রেরীর মুখ্য কর্তব্য গ্রন্থের সঙ্গে পাঠকের সচেষ্টভাবে

পরিচয় সাধন করিয়ে দেওয়া, গ্রন্থ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ গৌণ কাজ।"

গ্রন্থাগারিকতা যে অন্যান্য প্রযুক্তি-বিদ্যা নয় তার সমর্থনে অনেক মনীষী অনেক কথাই বলেছেন। আমাদের কর্মবিধি ও তার পূর্ণ-সংশোধনের মধ্যে অনেক সময় বিরাট পার্থক্য থেকে যায়, তার আসল কারণ হচ্ছে, আমরা কলাকৌশলকেই প্রায়শঃ প্রাধান্য দিয়ে থাকি, আর ভুলে যাই যে আমরা মূলতঃ সমাজ-বিজ্ঞানী, লক্ষ্য হচ্ছে জনসাধারণের সেবা, মূলধন বুদ্ধিগত আর সাফল্যের মূল্যায়ন হয় পাঠকের চাহিদা কিভাবে এবং কতোটা মেটাতে পেরেছি তার ওপর। কারিগরিক পটুতাই শেষ কথা নয়, তাকে সমাজ কল্যাণে প্রয়োগ করাই আমাদের অভিষ্ট লক্ষ্য।

গ্রন্থাগারিকতার যে সঠিক মূল্যায়ন আজও হয়নি তার প্রধান কারণ হচ্ছে গ্রন্থাগারিকের নিজস্ব ভাবমূর্তির সম্যক অভিক্ষেপের অভাব। এই প্রসঙ্গে একটু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিচ্ছি। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন তৃতীয় পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিককে শিক্ষা-বিভাগীয় প্রধানের (Professor) পদমর্যাদায় সমীকরণ করেন, সে সময় শিক্ষক মহলে বেশ আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল। একজন বন্ধুস্থানীয় শিক্ষক, তিনি এক বিভাগীয় প্রধানও বটে, একদিন প্রশ্ন করে বসলেন, "শুনছি নাকি আপনার বেতন ও পদমর্যাদা আমাদেরই মত হচ্ছে? আপনারা কী করেন যে আমাদের সমকক্ষ হতে পারেন?" তাঁর প্রশ্নে উদ্বেগ ও বিদ্রূপ দুই ফুটে উঠেছিল, এবং আমরা দুজনেই তখন ব্যাঙ্কের কাউন্টারে চেক জমা দিতে গেছি। হেসে জবাব দিলুম, "আপনি আপনার শিক্ষাবিভাগে যতটা পারদর্শী, আমি নিজক্ষেত্রেও কিছু কম দক্ষ নই, সুতরাং এতে আপনি বিচলিত হচ্ছেন কেন?" জবাব বোধহয় তাঁর মনোমত হলোনা। আর কথা না বলে কাজ সেরে চলে গেলেন। বহুদিন তিনি আমার ঘরে আর আসেননি, আগে প্রায়ই প্রয়োজন থাকলে আসতেন। বিশেষ কোনও তথ্যের সন্ধানে কিছুটা নাকাল হয়ে একদিন এসে হাজির। জানালেন তাঁর সমস্যার কথা। আমি ক্যাবিনেট থেকে "Index to current Literature in Social Sciences and Humanities" ফাইলটা বার করে যে লেখাটির তিনি সন্ধান করছেন তার হদিস পেলাম এবং 'পত্রিকা বিভাগ' (Periodical section) থেকে নির্দিষ্ট লেখাটি আনিয়ে তাঁর হাতে তুলে দিলাম। প্রশ্ন করলেন, "এই সাইক্লোস্টাইল করা জিনিষগুলি কি দেখি?" উল্টে পাল্টে কয়েকটি সংখ্যা দেখে বললেন, "এটা আপনারা এই গ্রন্থাগারেই তৈরী করে থাকেন? এতো বেশ কাজের জিনিষ, কিন্তু আমি পাইনা কেন?" জবাবে জানালাম, "প্রতিটি সংখ্যা আপনার বিভাগে যায়, আপনারা চেয়েও দেখেন না। আপনাদের জন্যই এগুলি এখানে প্রস্তুত হয়।" মনে হলো গ্রন্থাগার কী কাজ করতে পারে কিছুটা ধারণা তাঁর হলো। এবং আমি জানি, এর পরে তিনি তা' নিয়মিত ব্যবহার করতেন। ঘটনাটির উল্লেখ করলাম দুটি কারণে। প্রথমতঃ শিক্ষক মহলে আমাদের সম্বন্ধে ধারণা মোটেই উচ্চ নয়; দ্বিতীয়তঃ গ্রন্থাগারিকের ভাবমূর্তি অস্পষ্টই থেকে যাবে যতদিন না আমরা নিজেদের বিবিধ কার্যকলাপের সঙ্গে পাঠকদের পরিচিত করে দিচ্ছি। 'ডকুমেনটেশন্ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে জনৈক লেখক বলেছেন যে, এই কর্ম-পদ্ধতির সমস্যা সব সময়ই যে গ্রন্থাগার কর্মীদের পটুতার সঙ্গে জড়িত তা নয়; সম্ভাব্য ব্যবহারকারী পাঠকদের আধুনিক গ্রন্থাগারের বহুধা ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে শিক্ষিত করে তোলার দায়িত্বও গ্রন্থাগারিকের। গ্রন্থাগারের যে সামগ্রীক রূপ তাকে পরিস্ফুট করে তোলার দায়িত্ব সম্বন্ধে আমরা সচেতন না হলে, গ্রন্থাগারিক ও পাঠকের মধ্যে বিশ্বাসযোগ্যতার একটা বিরাট ব্যবধান চিরদিনই থেকে যাবে। সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে সর্বস্তরে নাগরিকদের শিক্ষামূলক ও তথ্যমূলক প্রেরণা দেওয়ার প্রতিশ্রুতির মধ্যেই গ্রন্থাগারিকের ভাবমূর্তি প্রতিভাবিত। সমাজ চায় প্রত্যেক নাগরিক হবে তথ্য-সন্ধানী, সংস্কৃত, উদারমনোভাবাপন্ন, জ্ঞান সমৃদ্ধ, প্রজ্ঞাশীল এবং বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি, স্বীয় সত্তা ও ব্যক্তিত্ব জাগিয়ে, এবং নাগরিকদের আত্মপ্রত্যয় বা আত্ম-প্রতিষ্ঠার প্রধান সহায়ক হচ্ছে গ্রন্থাগার, যার মাধ্যমে সে নিজেকে স্বাধীনভাবে গড়ে তোলবার সুবর্ণ সুযোগ পাবে। এই কর্মবিধির পূর্ণ-সংশোধন গ্রন্থাগারিকতার লক্ষ্যবস্তু। মনীষীরা যে আমাদের বৃত্তিকে "মহৎবৃত্তি" বলে অভিহিত করেছেন, তার অন্তরালে নিহিত আছে উপরোক্ত কর্তব্যবোধের মধ্যেই।

(ক্রমশ)

মণীষী প্রণাম

সুলেখা গুপ্ত

ভারতবর্ষের মত প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ দেশে সত্য দার্শনিকের সংখ্যা একদা বিরল ছিল না। বর্তমান যুগে প্রাচীন যুগের ঋষিসম মণীষী মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ এক অদ্ভুত প্রতিভা, এক অবিস্মরণীয় বিস্ময়।

একাধারে জ্ঞান-কর্ম-ভক্তি এই ত্রয়ীর সমন্বয়ী সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন এই অসামান্য সাধক। অখণ্ডের সাধনায় মগ্ন থেকে অবশেষে দেহত্যাগ করে চলে গেলেন অমর ধামে গত ১২ই জুন '৭৬ শনিবার পূর্ণিমা তিথিতে। ঋষির বাক্য মিথ্যে হ'বার নয়, তার অখণ্ডের স্বপ্নও একদিন বাস্তবায়িত হবে।

মহামহোপাধ্যায় ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ ছিলেন স্বামী বিশুদ্ধানন্দজীর মন্ত্রশিষ্য। স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী একজন মহা-বিজ্ঞানী ছিলেন। তিনি "সূর্যবিজ্ঞান" বিদ্যা ও দুরূহ নানা মহাবিজ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। জ্ঞানগঞ্জের গুপ্ত সাধক-দের তিনি একজন প্রতিনিধি ছিলেন। বিজ্ঞান মন্দিরের পরিকল্পনা স্বামী বিশুদ্ধানন্দজীর জীবদ্দশায় সম্ভবপর হয় নাই, মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজের ভাষায় তখন উপযুক্ত সময়ও হয় নাই। ভবিষ্যতে হয়ত উক্ত বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। বারাণসীতে স্বামী বিশুদ্ধানন্দজীর আশ্রমে উক্ত বিজ্ঞান মন্দিরের সূচনা হইয়েছিল।

মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজের সঙ্গে তুলনা করা চলে সূর্যের সঙ্গে, সমুদ্রের সঙ্গে। সমুদ্রের পারে দাঁড়িয়ে যেমন দু'চারটা ঢেউ দেখা যায়, মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজের কাছে গেলেও সেরূপ দু'চারটা ঢেউ উপলব্ধি করা গেছে, সমুদ্র পরিমাপ অসম্ভব। আমি এই সূর্যসম প্রতিভার সান্নিধ্যে এসেছি যখন তিনি প্রায় অস্তগামী। ১৯৬৮ সালে প্রথম আমার ওনার সান্নিধ্যে আসার সুযোগ ঘটে, মনে ক্ষোভ হয় যদি আরোও দশ পনের বছর আগে এই মণীষীর সান্নিধ্যে আসার সুযোগ আমার ঘটতো—। অস্তগামী সূর্যের বিরাট আভা উপলব্ধি করতে করতেই এ জীবন কেটে যাবে। প্রণাম হে মহান সূর্য, হে মহান্ সমুদ্র। ঠাকুর রামকৃষ্ণ খাল নয়, বিল নয়, সাগর দেখে এলাম বলেছিলেন বিদ্যা-সাগরকে দেখে।

মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ একজন অসামান্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। তন্ত্র সাহিত্য ও সাধনায় অসামান্য প্রতিভা। মাতৃভাষা বাংলা ছাড়া হিন্দী, ও ইংরাজী ভাষাতেও তাঁর অসামান্য দক্ষতা ছিল। তিনি বহু জ্ঞান-গর্ভ প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। তার প্রকাশিত পুস্তকের তালিকা নিয়ে প্রবন্ধ হ'ল, অপ্রকাশিত লেখাও প্রচুর অবশিষ্ট।

হিন্দীতে তার একখানা জীবনী "মণীষী কী লোক যাত্রা" ডঃ ভগবতীপ্রসাদ সিংহ (হিন্দী বিভাগ, গোরখপুর বিশ্ব-বিদ্যালয়) প্রকাশক বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন বারাণসী, প্রকাশ করেছেন। বইখানা খুবই নির্ভরযোগ্য। সম্প্রতি বাংলা-ভাষাতেও ওনার জীবনী-পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে। মহেশ লাইব্রেরী, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার প্রভৃতি স্থানে ওনার রচিত পুস্তকাদি পাওয়া সম্ভব॥

সংক্ষিপ্ত জীবনী

মণীষী মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ ইংরাজী ১৮৮৭ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর ঢাকার অন্তর্গত ধামরাই গ্রামে জন্ম-গ্রহণ করেন। আদি পৈত্রিক নিবাস ময়মনসিংহ জেলাতে। তার জন্মের পাঁচমাস পূর্বে পিতা বৈকুণ্ঠনাথ কবিরাজ কলকাতাতে অল্প কয়েকদিনের রোগভোগের পর পরলোক গমন করেন। মাতা সুখদা সুন্দরী দেবী শিশু গোপীনাথের মুখ চেয়ে নিদারুণ ধৈর্য্যে বুক বেঁধেছিলেন।

১৯০৫ সালে ঢাকা কে. এল. জুবিলি স্কুল থেকে তিনি এন্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ করেন। ছোট বয়স থেকেই ডায়েরী রাখার অভ্যাস এবং বিভিন্ন ব্যক্তিগত এবং সাধারণ গ্রন্থাগারে যেয়ে পুস্তক অধ্যয়ন করা আরম্ভ

হয়। ঢাকায় থাকতে বাংলা, সংস্কৃত, ইংরাজীতে কবিতা রচনা করাও ঐ সময় থেকেই সুরু। কোন সময় ঢাকার প্রসিদ্ধ "বান্ধব" পত্রিকা তাঁর রচিত দু'একটি বাংলা কবিতা সাগ্রহে প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর সময়ে ঢাকা কলেজে অধ্যাপক হেরম্ব চন্দ্র মৈত্র, ইংরাজী সাহিত্যের এক দিকপাল ও কবিনাথ যে দুইজনের সাহিত্যিক একতা ও এনসাইক্লোপিডিক নলেজ তাহার কিশোর জীবনকে প্রভাবিত করে। এই সময় তাঁর চেয়ে দু'তিন বছরের বড় শ্রীঅক্ষয় কুমার দত্তগুপ্ত রবীনাথের কাব্য সৌন্দর্য্যের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। রবীন্দ্রসংগীতের সুর ও তাঁহার ভাল লাগত।

পরবর্তী কলেজ জীবন জয়পুরে কাটে। জয়পুর থেকে বি.এ পাশ করে তিনি কাশীতে এম.এ পড়তে আসেন। বিদেশী পণ্ডিত ডঃ ভেনিস্ ও প্রতিভাবান গোপীনাথ পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৯১৩ সালে তিনি এম.এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। কর্ম-জীবনও আরম্ভ হয় কাশীতেই প্রথমে বেনারস কুইন্স্ কলেজের (অধুনা সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়) সরস্বতী ভবনের গ্রন্থাগারিকরূপে পরে তাহারই অধ্যক্ষরূপে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেন।

এই সময়ই সরস্বতী ভবন টেকস্ট ও ষ্টাডিজ এই শিরোনামে তাহার সম্পাদনায় বহু অমূল্য প্রাচীন গ্রন্থ ও আলোচনাত্মক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৯৩৭ সালে তিনি যথাসময়ের বহু পূর্বে অবসর গ্রহণ করে সাধনায় নিমগ্ন হ'ন।

বহু বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানিত ডি. লিট্ উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৩৪ সালে ভারত সরকার তাঁকে মহামহোপাধ্যায় উপাধি দেন। ১৯৫৫ সালে উত্তরপ্রদেশ সরকার তাহাকে "সাহিত্য-বাচস্পতি" উপাধিতে ভূষিত করেন। কয়েক বছর পূর্বে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে "বিদ্যাবারিধি" উপাধিতে ভূষিত করেন।

তিনি গৃহী সাধক ছিলেন, ১৯৬৯ সালে তাহার পত্নী কুসুম কুমারী দেবী পরলোক গমন করেন। তিনি পুত্রের অকাল মৃত্যুতে খুবই ব্যথিত হয়েছিলেন। তাহার এক নাতি বর্তমান। কন্যা সুধাদেবী সম্ভ্রান্ত কুলবধূ, বর্তমানে বিধবা, তার পুত্রকন্যা বর্তমান। জীবনের শেষে কয়েক বছর মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মাতা আনন্দময়ীর আশ্রমে ছিলেন। কন্যা সুধাদেবীর সতত সেবাযত্ন পেয়েছেন: এ ছাড়া সেবক শ্রীধর ভট্টাচার্য্য ও গোপাল মজুমদার নিষ্ঠার সহিত তাহার সেবাযত্ন করেন।

তাঁহার অধিকাংশ জীবন কাশীতে অতিবাহিত হয়, তিনি কাশী অবস্থানকালে বহু মহাপুরুষের সান্নিধ্যে এসেছিলেন। নিরপেক্ষভাবে প্রত্যেকের সাধনার ধারাকে অনুধাবন করার অপূর্ব এক ক্ষমতা ছিল তাঁহার। তাঁহার রচিত "সাধু দর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ" অমূল্য একখানা পুস্তক। ভারত-

বর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ; দেশ-বিদেশ থেকে বহু বিদ্যানুরাগী, জ্ঞানানুরাগী প্রত্যহ তাঁহার কাছে উপস্থিত হতেন। তিনি প্রসন্নচিত্তে সকলের কথা শুনতেন ও উত্তরদানে সুখী করতেন।

এই বিরাট প্রতিভা সচরাচর দুর্লভ। তিনি প্রচার বিমুখ ছিলেন, নীরবে নিভৃতে জ্ঞান-সাধনায় মগ্ন থাকতেন। বাংলাদেশের লোক তাঁহার সম্বন্ধে সামান্যই জানে ; কিন্তু উত্তর ভারতে তাঁর পরিচিতি বেশী।

গোপীনাথ কবিরাজ রচিত গ্রন্থাবলী :
বাংলা—শ্রীবিশুদ্ধানন্দ প্রসঙ্গ, অখণ্ড মহাযোগ, পূজা, সাধুদর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ, তন্ত্র ও আগমের দিগদর্শন, ভারতীয় সাধনার ধারা, সাহিত্য চিন্তা, তান্ত্রিক সিদ্ধান্ত ও সাধনা, শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গ, পত্রাবলী, স্ব সংবেদন, অখণ্ড মহাযোগের পথে, শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী উপদেশ ও প্রশ্নোত্তর, অমরবাণী। হিন্দী—পূজাতত্ত্ব, তান্ত্রিক বাঙ্‌ময় মেঁ শাক্তদৃষ্টি, ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাধনা, কাশী কী সারস্বত সাধনা, তান্ত্রিক সাহিত্য, শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গ, সাধু দর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ, অমর বাণী।

ইংরাজী—The Catalogue of Sans. Mss acquired for Sans. College, Banaras during 1918-1919. Descriptive Catalogue of Mimamsa Mss in the Sans. College Banaras. Bibliography of Nyaya Vaisesika Lit. Some Aspects of Indian thought.

বঙ্কিম প্রসঙ্গ গ্রন্থপঞ্জী (৪)

অশোক উপাধ্যায়

তিন । প্রসঙ্গ : বঙ্কিমসাহিত্য ও বঙ্কিমচন্দ্র

পূর্বানুবৃত্তি

। সংযোজন ।

৩১২। [জ্ঞানাঙ্কুর/শ্রীকৃষ্ণ দাস]—বিজ্ঞান-রহস্য। অর্থাৎ ১২৭৯-৮০ সালের বঙ্গদর্শন হইতে উদ্ধৃত বৈজ্ঞানিক সংগ্রহ। কাঁঠালপাড়া। ১৮৭৫, জ্ঞানাঙ্কুর, জ্যৈষ্ঠ ১২৮২, পৃঃ ৩২৩-৩৩৩।

৩১৩। [Calcutta Review]—Chandra Sekhar; Critical Notices, Calcutta Review, Vol LXI, no. CXXII, 1875 pp. xi - xiv.

৩১৪। [Calcutta Review]—Vigna'n Rahasya: Essays on Scientific Subjects popularly treated. Critical Notices, Calcutta Review, Vol. LXIII, no. CXXV, 1876 pp. i—ii.

৩১৫। [Calcutta Review]—The Vanga Darsana Vol. IV, no. 12 Edited by Bankima Chandra Chattopadhyaya: Gritical Notices, Calcutta Review, Vol. LXIII, no. CXVI, 1876, pp. xxviii—xxix.

৩১৬। [Chandra Nath Basu] Krtshna Kant's Will, Critical Notices, Calcutta Review, 1879. Vol. LXIX, no. CXXXVII, pp. xix—xxiv. [Review of *Krishnakanter Will*.]

৩১৭। [Calcutta Review]—Prabandha Pustak; Critical Notices, Calcutta Review 1879, Vol. LXIX, no. CXXXVIII, pp. xxi—xxiv.

৩১৮। [রাজনারায়ণ বসু]—নূতন ধর্মমত, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ভাদ্র ১৮০৬ শক, পৃঃ ৮৮-৯১। [নবজীবনে প্রকাশিত (শ্রাবণ ১২৯১) বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম জিজ্ঞাসা প্রবন্ধের সমালোচনা।]

৩১৯। [তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা] নব্যহিন্দু-সম্প্রদায়, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ভাদ্র ১৮০৬ শক, পৃঃ ৯১-৯৭। [বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম জিজ্ঞাসা (নবজীবন শ্রাবণ ১২৯১) ও হিন্দুধর্ম (প্রচার শ্রাবণ ১২৯১) প্রবন্ধের সমালোচনা।]

৩২০। কৈলাসচন্দ্র সিংহ—বাঙ্গালার কলঙ্ক (প্রতিবাদ), নব্যভারত, ভাদ্র ১২৯১, পৃঃ ২১৯-২২৬। [প্রচারে প্রকাশিত (শ্রাবণ ১২৯১) বঙ্কিমচন্দ্রের বাঙ্গালার কলঙ্ক প্রবন্ধের প্রতিবাদ।]

৩২১। কৈলাসচন্দ্র সিংহ—হক্ক জবাব, নব্যভারত, পৌষ ১২৯১, পৃঃ ৪৩২—৪৩৪। [নব্য ভারতে প্রকাশিত লেখকের বাঙ্গালার কলঙ্ক প্রতিবাদ প্রবন্ধের উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য (প্রচার অগ্রহায়ণ ১২৯১) আলোচিত।]

৩২২। [Calcutta Review]—The Poison tree, a tale of Hindu Life in Bengal. By Bankim Chandra Chatterjee tr. Miriam S. Kinght, London, 1885: Ciritical Notices, Calcutta Review, vol. LXXX, no. CLIX, P. X.

৩২৩। [Calcutta Review]—Bankim Chandra by Girija Prasanna Ray Chaudhuri, Calcutta Review, January 1887, vol. LXXXIV, no. CLXVII, pp. XXIV—XXV

৩২৪। [Calcutta Review] —Chandrasekar (Engtr.) tr. Debendra Chandra Mullick (Calcutta, Thacker Spink & Co.): Critical Notices, Calcutta Review, April 1906 Vol. CXXXIII, no. CCXLIV, P. 338.

৩২৫। ভবেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—কপালকুণ্ডলা। চরিত্র সমালোচনা, সাধক, ফাল্গুন ১৩২০, পৃঃ ৩২১—৩৩৬ [নবকুমার, কপালকুণ্ডলা]; চৈত্র ১৩২০, পৃঃ ৩৬১—৩৬৯ [লুৎফউন্নিসা বা মতিবিবি]।

[পুনর্মুদ্রিত, ভবেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কপালকুণ্ডলা। চরিত্র সমালোচনা, কলিকাতা, চৈত্র ১৩২০. ২৫ পৃষ্ঠা। (নবকুমার পৃঃ ১—৯ ; কপালকুণ্ডলা, পৃঃ ১০—১৬ ; লুৎফউন্নিসা বা মতিবিবি, পৃঃ ১৭—২৫।)]

৩২৬। হরিপদ ভট্টাচার্য মীমাংসাতীর্থ—বিষবৃক্ষে দর্শনতত্ত্ব, যমুনা, শ্রাবণ ১৩২৩, পৃঃ ১৪২—১৪৬।

৩২৭। হেমেন্দ্র কুমার রায়—সেকেলে বঙ্কিম, যমুনা কার্তিক ১৩৩০, পৃঃ ৩৮৭-৩৯৪।

৩২৮। Benoy Kumar Sarkar—The Acceptable and the Unacceptable in Bankims' Social Philosophy, Calcutta Review, Third Series (monthly), August 1938, vol. LXVIII, no. 2, pp. 113-131.

৩২৯। সুবোধকৃষ্ণ ঘোষাল—সমাজ শাস্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র, সমাজ বিজ্ঞান, প্রথম ভাগ [বিনয়কুমার সরকার সম্পাদিত], কলিকাতা, ১৯৩৮, পৃঃ ৫০৪-৫৩৫। [বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান পরিষদের সভায় পঠিত (১১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৭)।]

৩৩০। Benoy Kumar Sarkar—Trivedi VS. Bankim Chatterji in Social Philosophy, Villages and Towns as Social Patterns, Calcutta, [September ।] 1941, Part IV, Chapter II, pp. 355-360.

৩৩১। Benoy Kumar Sarkar—Climate, Race and Progress as Envisaged by Bankim Chandra Chatterji, the Political Philosophies since 1905, Vol. II, part III, Chaptar V (Ideas and Ideals of Human Development and Social Evolution), Lahore, [March] 1942, pp. 90-115.

৩৩২। বিনয় কুমার সরকার—বঙ্কিমের ধর্মতত্ত্ব, বাঙলায় ধন-দর্শনের দিগবিজয়, বিনয় সরকারের বৈঠকে (বিংশ শতাব্দীর বঙ্গ-সংস্কৃতি), দ্বিতীয় ভাগ, কলিকাতা, [৫ মে] ১৯৪৫, পৃঃ ৬২-৬৫, ৬৫-৬৮।

৩৩৩। হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ—বাংলাভাষা ও বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্গ দর্শন, কার্তিক ১৩৫৪, পৃঃ ৩৩৩-৩৩৮।

৩৩৪। মোহিতলাল মজুমদার—বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস, বঙ্গভারতী, বৈশাখ ১৩৫৯, পৃঃ ৩-৯ ; জ্যৈষ্ঠ, পৃঃ ৪৯-৫৭ ; আষাঢ়, পৃঃ ৯৭-১০৩ ; শ্রাবণ পৃঃ ১৪৭-১৫২ ; ভাদ্র, পৃঃ ১৯৬ ২০১ ; আশ্বিন, পৃঃ ২৪৫-২৫১ , কার্তিক, পৃঃ ২৯০-৩০০ [অসম্পূর্ণ]। [পুনর্মুদ্রিত, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৫, পৃঃ ৭+৯৮। (ভূমিকা, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৫—৭।)]

৩৩৫। Rev. F. R. Antoine, S. J.—A Pioneer of Neo-Hinduism : Bankim Chandra Chatterjee 1838-1894, Indica : The Indian Historical Research Institute Silver Jubilee Commemoration Volume Bombay, 1953.

৩৩৬। নবগোপাল দাস—আনন্দমঠের ঐতিহাসিক ভিত্তি, ভারতবর্ষ, পৌষ ১৩৬১, পৃঃ ১-৫।

৩৪৭। জগদীশ দত্ত—বঙ্কিমচন্দ্রের ছাত্রজীবন, দেশ, ৭ ফাল্গুন ১৩৬১/১৯ ফেব্রুয়ারী ১৯৫৫, পৃঃ ১৫৭-১৬০।

৩৪৮। তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়—যুগপ্রবর্তক ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, ভারতবর্ষ, বৈশাখ ১৩৬২, পৃঃ ৫২২-৫২৩।

৩৪৯। পশুপতি ভট্টাচার্য—অনুবাদক, শ্রীঅরবিন্দের বঙ্কিমচন্দ্র, শনিবারের চিঠি, বৈশাখ-আশ্বিন ১৩৬২।

[সূচী : ১ বঙ্কিমের বাল্যকাল ও পাঠ্যজীবন, বৈশাখ ১৩৬২, পৃঃ ৭৮-৮০ ,

২ বঙ্কিমের যুগের বাংলা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬২, পৃঃ ১৪৫-১৪৮ ,

৩. বঙ্কিমের চাকরি—জীবন, আষাঢ়, পৃঃ ২৩৭-২৩৮,

৪ বঙ্কিমের বহুমুখী প্রতিভা—শ্রাবণ, পৃঃ ৩২৬-৩২৮,

৫ বঙ্কিমের সাহিত্য—জীবনের ইতিহাস, শ্রাবণ, পৃঃ ৩২৮-৩৩১ ;

৬. বাংলার জন্য বঙ্কিম কি করেছেন- ভাদ্র, পৃঃ ৪২৮-৪৩০ ,

৭ আমাদের ভবিষ্যৎ আশা - আশ্বিন ১৩৬২, পৃঃ ৬১২-৬১৪।

জনৈক বাঙালী ছদ্মনামে ইন্দু প্রকাশে প্রকাশিত ইংরাজী প্রবন্ধের অনুবাদ (ইন্দুপ্রকাশ, ১৭ জুলাই—২৭ আগষ্ট ১৮৯৪)।

৩৫০। মহাদেব ঘোষ—বঙ্কিম উপন্যাসে বিচিত্ররূপিণী, ভারতবর্ষ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬২, পৃঃ ৬৬৪ ৬৬৭।

৩৫১। সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—বঙ্কিমমানসের এক-দিক ও রবীন্দ্রনাথ, ভারতবর্ষ, বৈশাখ ১৩৬৪, পৃঃ ৫৩৭-৫৩৮।

৩৫২। নিরঞ্জন চক্রবর্তী—কালেজীয় কবিতা যুদ্ধের কথা, দেশ, ২৫ আশ্বিন ১৩৬৪/১২ অক্টোবর ১৯৫৭, পৃঃ ৭২৯-৭৩২।

৩৫৩। Stephen N. Hay—Bankim Chandra Chatterjee : Nationalist Author, Sources of Indian Tradition, [Comp. by Wm. Theodore de Barry and others], Part Six : Modern India and Pakistan, Chapter XXIV : The Marriage of Politics and Religion—The Extremists, Delhi, (First issue 1958), Second issue 1963, pp. 707-717.

৩৫৪। ইন্দিরা দেবী—বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ, বসুধারা, বৈশাখ ১৩৬৮, পৃঃ ১১৪-১১৭।

৩৫৫। হারাধন দত্ত—চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র : প্রথাপরিচয়, কালপুরুষ, ভাদ্র ১৩৬৮, পৃঃ ৮৯-৯৮।

নির্দেশিকা—৩

(ক্রমশ:)

সাম্প্রতিক প্রকাশিত কতিপয় নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা (২/৪)

এই সংখ্যাতে, পূর্বের মত, কয়েকটি পুস্তকের তালিকা দেওয়া গেল। আগের মত, এবারেও উল্লেখের প্রয়োজন নেই-যে এই তালিকায় প্রতি সাম্প্রতিক পুস্তকগুলির সমগ্র সংযোজনা সম্ভব হয় না।

অচিন্ত্য মালিক ॥

১। **অঘ্রাণ বর্ধন। সায়েন্স ফিকশন অমনিবাস।** কলকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স। ১৯৭৬। ৭৩ পৃঃ মূল্য ৮·০০

২। **অমিতাভ চৌধুরী। জমিদার রবীন্দ্রনাথ** কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৯৭৬। ২৫ পৃঃ মূল্য ৭·০০

[বৈষয়িক রবীন্দ্রচরিত্রের অনেক অজ্ঞাত দিক প্রতিফলিত]

৩ **আর্থার হেলী। এয়ার পোর্ট।** অনুবাদিকা, গার্গী চট্টোপাধ্যায়। কলকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স ১৯৭৬। ৪৩৩ পৃঃ। মূল্য ২২·০০ [প্রসিদ্ধ বিদেশী উপন্যাসের প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ]

৪। **আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। ঝংকার।** কলকাতা, মণ্ডল বুক হাউস, ১৯৭৬। ১৭৪ পৃঃ। মূল্য ৯·০০ [উপন্যাস]

৫। **এরিখ মারিয়া রেমার্ক। তবুও বসন্ত** দিব্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় অনূদিত। কলকাতা, 'পত্রপুট প্রকাশনা/পরিবেশক : কথা ও কাহিনী। ১৯৭৬। ৩৩২ পৃঃ মূল্য ১৬·০০। [লেখকের "Heaven has no favourites" উপন্যাসের বঙ্গানুবাদ]

৬। **জ্ঞান প্রকাশ মণ্ডল। রবীন্দ্রনাথ ঃ উত্তরাধিকার।** আগরতলা, ত্রিপুরা, দুর্গেশ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ। ১৩৮২। ১০১ পৃঃ। মূল্য ৬·০০ [রবীন্দ্র সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে ছোটবড় সাতটি প্রবন্ধের সমাহার]

৭। **তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় ও সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। শতাব্দীর মৃত্যু।** ৩য় খণ্ড। কলকাতা, মণ্ডল বুক হাউস। ১৯৭৬। ৪৮৩ পৃঃ। মূল্য ২০·০০ [উপন্যাস]

৮। **দিলীপকুমার রায়। শ্রীঅরবিন্দ সকাশে।** কলকাতা, বাক্ সাহিত্য প্রাঃ লিঃ। ১৯৭৫। ২৬৩ পৃঃ মূল্য ১৫·০০

[শ্রীঅরবিন্দের ঘনিষ্ঠ অনুরাগীর কলমে অরবিন্দের স্মরণ চিত্র]

৯। **নারায়ণ চক্রবর্তী। সোনার হরিণ।** কলকাতা, মণ্ডলবুক হাউস, ১৯৭৬। ১১১ পৃঃ। মূল্য ১০·০০ [উপন্যাস]।

১০। **পঞ্চানন ঘোষাল। অপরাধ তত্ত্ব।** কলকাতা, বাক-সাহিত্য প্রাঃ লিঃ জুলাই-১৯৭৬। ৫৩৪ [৬] পৃঃ। মূল্য ২৫·০০।

[অপরাধ বিজ্ঞান ও অপরাধীদের নিয়ে তত্ত্ব ও তথ্য মূলক প্রামাণ্য গ্রন্থ]।

১১। **প্রণবরঞ্জন ঘোষ। শ্রীরামকৃষ্ণ ও বাংলা-সাহিত্য** (১ম খণ্ড)। কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, ১৩৮২। ২৯২ পৃঃ। মূল্য ২০·০০

১২। **বিনয় ঘোষ। কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত।** কলকাতা, বাক্সাহিত্য প্রাঃ লিঃ ১৯৭৫ (অক্টোবর)। ৭০২ পৃঃ। মূল্য ৪৫·০০

১৩। **বিনয় ঘোষ। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি।** (১ম খণ্ড) ২য় পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ। কলিকাতা, প্রকাশ ভবন, জুলাই ১৯৭৬। ৪৫২ পৃঃ। মূল্য ৪০·০০ (১ম খণ্ড)

১৪। শংকরীপ্রসাদ বসু। **বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ।** ২য় খণ্ড। কলকাতা, মণ্ডল বুক হাউস, ১৯৭৬। ৩১৫ পৃঃ। মূল্য : ২০.০০।

১৫। **শম্ভু মহারাজ। পুণ্যতীর্থ প্রভাস।** কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৭৬। ১৬৯ পৃঃ। মূল্য : ১০.০০।

[প্রভাসতীর্থ ও সোমনাথ পরিক্রমা]

১৬। (ডঃ) সতী ঘোষ, সংকলক ও সম্পাদক। **দাক্ষিণাত্যের আড়বার গীতি ও বাংলার বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী।** কলকাতা, সারস্বত লাইব্রেরী, ১৯৭৬। মূল্য : ৬.০০।

১৭। **সন্ন্যাসী। রাজনীতি ও সমাজতন্ত্র।** কলকাতা-৫৬, শ্রীপ্রকাশনী, ১/১২২, যতীনদাস নগর, ১৯৭৬। ৩০৯ পৃঃ। মূল্য : ১৬.০০।

১৮। **সুধা বসু। শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ।** কলকাতা, বাক-সাহিত্য প্রাঃ লিঃ, ১৯৭৫। ৫৯৭ পৃঃ। মূল্য : ২৫.০০।

১৯। **সুব্রত রুদ্র,** সম্পাদিত। **প্রেমিক সন্ন্যাসী।** কলকাতা-৯, শিল্প সাহিত্য, ৪৯, পটলডাঙ্গা স্ট্রীট, ১৯৭৬। ১১১ পৃঃ। মূল্য : ৮.০০। পরিবেশক : দে বুক স্টোরস

[গিরিশচন্দ্র ঘোষ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত ৭০ জন কবি-সাহিত্যিকের স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে লেখা কবিতা, গানের সমগ্র সংকলন।

২০। **সোমদেব ভট্ট। কথাসরিৎ সাগর।** ১ম ও ২য় খণ্ড। অনুবাদক : হীরেন্দ্রলাল বিশ্বাস। কলকাতা, অ্যাকাডেমিক পাবলিশার্স, ১৯৭৬। মূল্য : ৮.৫০ (১ম খণ্ড), ১০.৫০ (২য় খণ্ড)।

[বহুবিশ্রুত প্রাচীন গ্রন্থের সাবলীল বঙ্গানুবাদ।]

২১। **স্বামী দিব্যানন্দ। সাধু সন্তের জীবনে অলৌকিক রহস্য।** কলকাতা, গ্রন্থ-প্রকাশ। ১৯৭৬। ১৭৫ পৃঃ। মূল্য : ৯.০০।

২২। **হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। কালোত্তীর্ণ সম্পদ।** কলকাতা, চলতি দুনিয়া প্রকাশনী, এপ্রিল, ১৯৭৬। ৯৯ পৃঃ। মূল্য : ৬.০০।

[প্রবীণ রাজনীতিকের কলমে ভারত-সোভিয়েত সম্পর্কের মূল্যায়ন।] *

পুস্তক আলোচনা

[এ বিভাগে নিয়মিতভাবে গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান এবং বিভিন্ন রেফারেন্স বইয়ের আলোচনা প্রকাশিত হবে। প্রকাশক ও লেখকদের কাছে অনুরোধ, আলোচনার জন্য তাঁরা যেন দু'কপি বই সম্পাদকীয় দপ্তরে জমা দেন। পুস্তক আলোচনা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হলেন : প্রদীপ চৌধুরী। —সম্পাদক, গ্রন্থাগার।]

গ্রন্থাগার সকাশে—জীমূতবাহন রায়। কলিকাতা, কার্মা কে এল. মুখোপাধ্যায়, ১৯৭৪। ৭+১৫৬ পৃঃ। মূল্য : লাইব্রেরী সং—২০.০০, পেপার ব্যাক সং ১৫.০০।

বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে পঠন-পাঠনের আজ পর্যন্তও প্রধান অন্তরায় দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন পাঠক্রমের উপযুক্ত পাঠ্য-পুস্তকের এবং লেখকের অভাব। যদিও আমাদের দেশে আধুনিক গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের চর্চা শুরু হয়েছে বেশ কিছুকাল পূর্বেই এবং বর্তমানে ভারতবর্ষের প্রায় ৩০টিরও অধিক বিশ্ববিদ্যালয়, বিভিন্ন রাজ্যের গ্রন্থাগার পরিষদ বা অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে। কিন্তু মাতৃভাষার মাধ্যমে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান চর্চা এখনও সর্বত্র প্রচলিত হয় নি। মোটামুটিভাবে আমাদের দেশে এখনও ইংরাজী ভাষাই এই বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যম। বাংলাভাষায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সংক্রান্ত যে স্বল্প সংখ্যক পুস্তক এ যাবত প্রকাশিত হয়েছে তার ভেতর আবার খুব উচ্চমানের পুস্তকের সংখ্যা খুবই কম। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগ নিয়ে রচিত পুস্তকের সংখ্যা তো আরও কম।

শ্রীজীমূতবাহন রায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের যে বিভাগটি নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন সেই বিভাগে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষার পাঠক্রম অনুযায়ী উপযুক্ত বাংলা বইয়ের সত্যিই

অভাব ছিল। আধুনিক যুগের গ্রন্থাগারের সমস্যা বহুবিধ। গ্রন্থালয় সংগঠন (organisation) ও গ্রন্থালয় সঞ্চালন (administration) এই দুটি বিষয় একত্রিত করে 'গ্রন্থাগার পরিচালনা' নাম দিয়ে ইতিপূর্বে দু'একটি বাংলা বই প্রকাশিত হয়েছে বটে কিন্তু শুধুমাত্র 'গ্রন্থালয় সঞ্চালন' বিষয়ে বাংলায় ইতিপূর্বে কোন বই লেখা হয়েছে বলে মনে হয় না। অথচ বিষয়টির ওপরে বাংলা বই থাকলে তাতে যে ছাত্রদেরই শুধু কাজে আসবে তা নয় ছোট-বড় গ্রন্থাগার পরিচালনার ব্যাপারে গ্রন্থাগারিকরাও উপকৃত হবেন। এ ছাড়া গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ভারতীয়তা বা ভারতীয় পরিবেশ অনুযায়ী গ্রন্থাগার পরিচালনার সমস্যাও রয়েছে। মনে আছে, ১৫।২০ বছর আগে আমরা যখন গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলাম তখন বাংলা বইয়ের তো কথাই নাই এ বিষয়ে ইংরাজীতে ভারতীয় লেখকের খুব বেশী বই ছিল না। ডঃ রঙ্গনাথনের Library Administration-এর দ্বিতীয় সংস্করণ অবশ্য প্রকাশিত হয়েছিল সেই ১৯৫৯ সালেই। কিন্তু আমাদের ক্লাসের পাঠ্যপুস্তকগুলি ছিল ইংরেজ-আমেরিকান লেখকদের। শিক্ষক মহাশয়েরা আমাদের পড়াতেন ঐসব পুস্তক অবলম্বনে। স্বভাবতঃই ইয়োরোপ-আমেরিকার উন্নত ধরণের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পরিবেশ এবং আমাদের দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পরিবেশের মধ্যে প্রচুর অমিল তখনও ছিল এবং আজও রয়েছে। সে সময় অনেক শিক্ষক মহাশয়ও গ্রন্থাগারের কেন্দ্রীয় তাপনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্পর্কে তিন পৃষ্ঠা নোট দিতে কুণ্ঠিত হতেন না এবং লাইব্রেরীর বাজেট সম্পর্কেও নোট দেওয়া পাউণ্ড-শিলিং এই চলে আসছিল বহুকাল। যে কোন বিজ্ঞানেরই অবশ্য কোন ভৌগোলিক সীমারেখা থাকা উচিত নয়। বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তও সর্বদেশে সমভাবেই প্রযোজ্য। দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে এবং পরিবেশ অনুযায়ী নিশ্চয়ই সেই সিদ্ধান্তকে প্রয়োগ করতে হবে। গ্রন্থালয় সঞ্চালনের বিষয়টির পরিসর যেমন বিস্তৃত তেমনি জটিল। কিঞ্চিদধিক দেড়শো পৃষ্ঠায় আলোচ্য গ্রন্থে গ্রন্থালয় সঞ্চালনের কলাকৌশলগুলি আলোচনা করতে গিয়ে লেখক বেশ মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। লেখক শ্রী রায় বিশ্বভারতীর সহকারী গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন এবং পল্লী শিক্ষা সদনের ভারপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ইংরাজী ও বাংলা ভাষায় প্রবন্ধাদি প্রকাশ করে তিনি ইতিমধ্যেই বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। তিনি যে এই গ্রন্থ রচনায় বিশেষ অধিকারী এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

'গ্রন্থালয় সঞ্চালন' বইটি মোট সতেরটি অধ্যায়ে বিভক্ত। অধ্যায়গুলি সংক্ষিপ্ত কিন্তু মোটামুটি এইসব অধ্যায়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। তা ছাড়া লেখক তাঁর বইয়ে পূর্বাপর ভারতীয় পরিবেশের কথা স্মরণে রেখেছেন। গ্রন্থটি শুধু পাঠ্যপুস্তক হিসেবেই নয়, ছোট-বড় গ্রন্থাগার পরিচালনার ব্যাপারেও যে গ্রন্থাগারিকদের বিশেষ কাজে লাগবে তা বলাই বাহুল্য। গ্রন্থটির পরিপরিকল্পনাও প্রশংসাযোগ্য। 'আধুনিক সমাজে গ্রন্থালয়ের ভূমিকা' ও 'গ্রন্থালয় সঞ্চালনের গোড়ার কথা' দুটি অধ্যায়ে সামান্য ভূমিকার অবতারণা করার পর লেখক গ্রন্থালয় সঞ্চালনের কলা-কৌশলের আলোচনা করেছেন 'গ্রন্থবরণ', 'গ্রন্থ-আদেশন' 'গ্রন্থ-পরিগ্রহণ', 'প্রযুক্তি বিভাগ', 'সাময়িকী বিভাগ', 'সঞ্চারণ বিভাগ', 'গ্রন্থ পরিচর্যা বিভাগ', গণ-সংযোগ, 'অনুলয় সেবা', 'পরিসংখ্যান', 'গ্রন্থালয় কর্তৃসঞ্চালন ও কর্তৃগণ' 'অর্থ ও হিসাব রক্ষণ', গ্রন্থালয় পরিষদ' ও 'গ্রন্থালয়ের প্রকারভেদ ও সঞ্চালন পদ্ধতি' এই কয়টি অধ্যায়ে। গ্রন্থালয় সঞ্চালনের এই কলা-কৌশলগুলি প্রত্যেক গ্রন্থাগারিকের নিকটই সুপরিচিত তবে এগুলির ইংরাজী প্রতিশব্দই আমরা প্রতিনিয়ত ব্যবহার করে থাকি, যেমন, Book Selection (গ্রন্থ বরণ), গ্রন্থ-আদেশন (Book Order), গ্রন্থ-পরিগ্রহণ (Accession of books) ইত্যাদি। সুতরাং অধ্যায়গুলির শিরোনাম পড়তে গিয়ে এই গ্রন্থে ব্যবহৃত বাংলা প্রতিশব্দ দেখে আমাদের অনভ্যস্ত চোখে প্রথম প্রথম হয়তো একটু অস্বস্তি লাগতে পারে। সব সময়ে চট করে হয়তো ইংরাজী প্রতিশব্দটি আমরা খুঁজে পেতে নাও পারি। লেখক অবশ্য পরিশেষে এই জাতীয় কতকগুলি ইংরাজী শব্দের বাংলা পরিভাষা সঙ্কলন করে এই অসুবিধা

দূর করেছেন। তবে পরিভাষার এই তালিকাটি যেমন ইংরাজী থেকে বাংলায় করা হয়েছে তেমনি বাংলা থেকে ইংরাজী প্রতিশব্দের আর একটি তালিকা দিলে ভাল হত।

বস্তুত এই বই লিখতে গিয়ে লেখককে যে পরিভাষা সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে তা বলাই বাহুল্য। যে কোন প্রয়োগ বিজ্ঞান সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় বই লিখতে গেলেই সর্বাগ্রে যে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তা হল পরিভাষার সমস্যা। কোন একজন লেখকের পক্ষে অবশ্য এ সমস্যার সমাধান করা সম্ভবপর নয়। তবে লেখক যে সাহস করে বাংলা পরিভাষা ব্যবহারে উদ্যোগী হয়েছেন এজন্য তাঁকে ধন্যবাদ। এই গ্রন্থে ডঃ রঙ্গনাথন প্রমুখ অনেক পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। তাছাড়া লেখক নিজে যে সকল পরিভাষা চয়ন করেছেন তাতে তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তবে এ বিষয়ে নানারূপ ত্রুটি বিচ্যুতি যে আছে সেকথা তিনি এই গ্রন্থের ভূমিকায় স্বীকার করেছেন। এই প্রসঙ্গে একটি কথা ভেবে দেখা প্রয়োজন বলে মনে করি। পরিভাষা চয়নে লেখক কিছু বৈপ্লবিক সিদ্ধান্তও গ্রহণ করেছেন। যে সব শব্দ বাংলায় অত্যধিক প্রচলিত হয়ে গেছে সেগুলি বদলাবার আদৌ প্রয়োজন আছে কিনা তা বিশেষ ভাবে বিবেচনা করে দেখা উচিত। উদাহরণ স্বরূপ এই গ্রন্থের নামকরণের কথাই ধরা যাক না কেন। বাংলা ভাষায় বহুপ্রচলিত 'গ্রন্থাগার পরিচালনা'কে লেখক 'গ্রন্থালয় সঞ্চালন' করেছেন, এতকালের ব্যবহৃত 'গ্রন্থাগার' শব্দটির পরিবর্তে 'গ্রন্থালয়' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। অবশ্য এজন্য তিনি তাঁর পুস্তকের ভূমিকাতেই তাঁর নিজস্ব যুক্তিরও অবতারণা করেছেন। সত্যিই যদি 'গ্রন্থাগার' শব্দটির বদলে আমাদের 'গ্রন্থালয়' বা 'পুস্তকালয়' লিখতে হয় তবে আমাদের 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কী হবে? দীর্ঘকাল ব্যাপী বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত এইরূপ শব্দগুলি বদলাতে গেলে এইরূপ নানা সমস্যা দেখা দেবে।

লেখক মূলতঃ বিশ্বভারতীতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সার্টিফিকেট পাঠক্রম অনুযায়ীই এই গ্রন্থ রচনা করেছেন। সেজন্য সম্ভবতঃ তিনি তাঁর এই পুস্তকে অনেক জটিলতা পরিহার করেছেন। কিন্তু তিনি যে তাঁর পুস্তকে 'পরিসংখ্যান' অধ্যায়টি যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে সন্নিবিষ্ট করেছেন এজন্য তাঁকে ধন্যবাদ। আমাদের দেশের অনেক বড় গ্রন্থাগারেও পরিসংখ্যানের ব্যাপারে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। অথচ বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গ্রন্থকার এইরূপ আরও দু' একটি অধ্যায় এই পুস্তকে যোগ করলে বোধ হয় ভালো করতেন। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের পাঠক্রমেও পরিসংখ্যানের এই দিকটি অবহেলা করা হয়। কিন্তু বর্তমানে Librametry গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিষয়ে একটি উল্লেখযোগ্য ও মূল্যবান সংযোজন। লেখক এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে যথেষ্ট বিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন। আজকাল গ্রন্থাগারে যন্ত্রের ব্যবহারের ফলে গ্রন্থাগার পরিচালনায় বহু উন্নতি হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে কম্পিউটারও ব্যবহার করা হচ্ছে। গ্রন্থালয় সঞ্চালনের ক্ষেত্রে এইসব অগ্রগতির বিবরণ দিয়ে আরও একটি অধ্যায়ও সহজেই হতে পারত।

বইয়ের ছাপা ও বাঁধাই মোটামুটি। মুদ্রণ প্রমাদ বড়ই বেশী। শুদ্ধিপত্রের তালিকা ছাড়াও অনেক ভুল চোখে পড়ল।

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মাসিক মুখপত্র

গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রতি

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সংবাদ প্রকাশে আমরা আগ্রহী। গ্রন্থাগারের বিভিন্ন সংবাদ কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্টভাবে লিখে সম্পাদকের নামে পাঠান।

পাঠকদের প্রতি

'গ্রন্থাগার' পত্রিকা আপনাদের কেমন লাগছে, কোথায় তার ত্রুটি-বিচ্যুতি, কেমন হলে ভালো হতো নিঃসংকোচে জানান। আপনাদের পরামর্শ যতটা সম্ভব গ্রহণের জন্য চেষ্টা করা হবে।

লেখকদের প্রতি

বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগার আন্দোলন, গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান এবং গ্রন্থাগারের সংগে সংশ্লিষ্ট বিবিধ বিষয়ে রচিত প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য আমরা খুবই আগ্রহান্বিত। প্রতিষ্ঠিত লেখক বিবেচ্য নয়, মূল্যবান লেখা-ই আমরা প্রকাশ করতে চাই। পত্রিকায় প্রকাশের জন্য প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্টরূপে লিখে সম্পাদকীয় দপ্তরে পাঠান। আপনার লেখার সাথে সংক্ষিপ্তাকারে English abstract পাঠালে ভালো হয়। কারণ প্রতিটি লেখার English Abstract আমরা প্রকাশ করে থাকি।

প্রকাশকদের প্রতি

'গ্রন্থাগার' পত্রিকা পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সমস্ত গ্রন্থাগারে, ভারতের কয়েকটি বিশিষ্ট গ্রন্থাগারে—এমন কি বিদেশের কয়েকটি গ্রন্থাগারেও নিয়মিত পৌঁছায়। সুতরাং 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া আপনাদের পক্ষে লাভজনক। বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী মলাটের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন।

আমরা গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্পর্কিত এবং বিভিন্ন রেফারেন্স বইয়ের (Encyclopaedia, Dictionary, Directory, Guide Book etc.) সমালোচনা নিয়মিতভাবে প্রকাশ করবার ইচ্ছা রাখি। আপনাদের প্রকাশিত বইয়ের প্রচারের জন্য পুস্তক আলোচনা বিভাগে দু'কপি পাঠান।

সম্পাদক, গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি-১৩৪, সি, আই, টি, স্কীম ৫২

কলিকাতা-৭০০০১৪

(ফোন : ৪৪-৮৫৬৬)

Annual Price Rs. 15.00
Single Issue Re. 1·50

Licensed to post without prepayment
LICENCE No. WB/CC-CL-2
Postal Regd No. WB/CC—145
Regd No. RN/2674/57

Volume 26 : No. 4 July-August 1976

GRANTHAGAR

(The monthly organ of the Bengal Library Association devoted to the advancement of Library Science & Library Movement in West Bengal)

All payments should be sent to :
The Secretary
Bengal Library Association
Central Library,
Calcutta University
Calcutta-700073

All correspondence and papers for publication should be addressed to :
The Editor, Granthagar
Bengal Library Association
P-134, CIT Scheme No. 52
Calcutta-700014
Phone : 44-8566

ENGLISH ABSTRCT WILL BE PUBLISHED IN THE NEXT ISSUE

Published by : Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University, Cal-73

Printed by : Sourendramohan Gangopadhyay at the MUDRANEE 131B, Bipin Behari Ganguly Street, Calcutta-700073

Editor : Satyabrata Sen

Associate Editor : Minati Chakrabarti

If undelivered please return to :
Bengal Library Association
P-134, C. I. T. Scheme 52
Calcutta-700014.

২৬ বর্ষ, সংখ্যা ৫ ভাদ্র ১৩৮৩

সূচী

বার্ষিক চাঁদা—১৫'০০ সম্পাদক : সত্যব্রত সেন প্রতি সংখ্যা ১'৫০

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

পি-১৩৪, সি. আই. টি. স্কীম ৫২, কলিকাতা-১৪।

(ফোন : ৪৪-৮৫৬৬)

সম্পাদক—**সত্যব্রত সেন**

সহযোগী সম্পাদিকা—**মিনতি চক্রবর্তী**

বর্ষ ২৬, সংখ্যা ৫ **ভাদ্র ১৩৮৩**

সূচী

প্রতি সংখ্যা ১·৫০ **বার্ষিক চাঁদা ১৫·**

॥ সম্পাদকীয় ॥

পশ্চিমবঙ্গে অবিলম্বে গ্রন্থাগার আইন চাই

দীর্ঘ কয়েকবছর ধরে গ্রন্থাগার দরদী জনসাধারণ ও গ্রন্থাগার কর্মীরা পশ্চিমবঙ্গে আইন ভিত্তিক একটি নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছেন। ১৯৩২ সালে কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয় তদানীন্তন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের প্রস্তাব করেছিলেন। ১৯৫৮-তে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ জাতীয় অধ্যাপক ডঃ রঙ্গনাথন কৃত একটি খসড়া বিল ও স্মারকলিপি তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের কাছে পেশ করেছিল। ১৯৫৯-তে অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য বিধান পরিষদে একটি বেসরকারী বিল পেশ করেছিলেন। ১৯৬৬-৬৯ সালে যুক্তফ্রন্ট আমলে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ আবার গ্রন্থাগার আইনের জন্য নূতন উদ্যমে আন্দোলন শুরু করে। নূতনভাবে গ্রন্থাগার আইনের খসড়া তৈরী করে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের নিকট তা পেশ করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি গিরি ও কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল হাসান বিভিন্ন রাজ্যে গ্রন্থাগার আইনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, বিধান সভার সদস্য, শিক্ষাবিদ ও সরকারী কর্মকর্তাদের সংগে বহুবার এবিষয়ে যোগাযোগ করে অবহিত করা হয়েছে। এই পত্রিকায় বেশ কয়েকবার সম্পাদকীয়ও লেখা হয়েছে। কিন্তু সকল প্রচেষ্টাই যেন ব্যর্থতায় পর্যবসিত! ব্যর্থতার মূল কারণ জনচেতনা। পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণকে আমরা গ্রন্থাগারকর্মী তথা গ্রন্থাগারদরদীরা বুঝাতে সক্ষম হইনি, গ্রন্থাগার আইনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে। পশ্চিমবঙ্গের শতকরা ৭০ ভাগ নিরক্ষর জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তুলতে হলে, প্রগতিশীল রাষ্ট্রের ভিত্তি দৃঢ় করতে হলে, সাম্প্রতিককালে ঘোষিত প্রধানমন্ত্রীর ২০ দফা কর্মসূচী সাফল্যমণ্ডিত করতে হলে,—সর্বোপরি জাতীয় চরিত্র গঠনে আইনভিত্তিক নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও সমুন্নয়ন অপরিহার্য। তাই পশ্চিমবঙ্গে নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের জন্য আমাদের আবার সোচ্চার হতে হবে।

বিয়োগপঞ্জী

যাদের হারিয়েছি, তাঁদের আর ফিরে পাবো না! আমরা তাঁদের আত্মার শান্তি কামনা করি এবং আত্মীয় স্বজনদের আন্তরিক সমবেদনা জানাই।—

নকুল চট্টোপাধ্যায়

আনন্দবাজার পত্রিকার গ্রন্থাগারিক নকুল চট্টোপাধ্যায় গত ১৪ই জুলাই '৭৬ তাং বুধবার আকস্মিকভাবে পত্রিকা অফিসেই পরলোক গমন করেন। ইতিপূর্বে তিনি সুদীর্ঘকাল জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্মী ছিলেন। জ্যোতিষী হিসেবে-ও তাঁর বিশেষ খ্যাতি ছিল। সদালাপী নকুলবাবু পুরানো কলকাতার উপর বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করেন। প্রবন্ধগুলি 'তিন শতকের কলকাতা' নামে বই আকারে প্রকাশিত হয় ১৩৭২ বঙ্গাব্দে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৪ বৎসর। তিনি বিধবা মা, স্ত্রী ও এক কন্যা রেখে যান।

ভি. এস. খাণ্ডেকার

জ্ঞানপীঠ পুরস্কারপ্রাপ্ত মারাঠী ঔপন্যাসিক ভি. এস. খাণ্ডেকর ৭৯ বছর বয়সে মীরাজ হাসপাতালে ২রা সেপ্টেম্বর '৭৬ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তিনি ৪ কন্যা ও একপুত্র রাখিয়া যান। তিনি বহু ছোটগল্প, উপন্যাস, সমালোচনা প্রভৃতি লেখেন। ১৯৩৬ থেকে ১৯৫৭ পর্যন্ত তিনি হানস পিকচার্স, নবযুগ এবং প্রফুল্ল পিকচার্স-এর স্ক্রিপ্ট লেখক ছিলেন। ১৯৪১ সালে তিনি মারাঠী সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৬১ সালে 'যযাতি' গ্রন্থের জন্য সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার এবং ১৯৬৮ সালে তিনি পদ্মভূষণ লাভ করেন। খাণ্ডেকর রচিত প্রায় ৬০ খানি পুস্তক প্রকাশিত হয়। তারমধ্যে অনেকগুলি গুজরাটি, তামিল ও হিন্দী ভাষায় অনূদিত হয়।

কাজী নজরুল ইসলাম

বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম ২৯ আগষ্ট '৭৬ রবিবার ১০-১০মিঃ সময় বাংলাদেশের পি. জি. হাসপাতালে পরলোক গমন করেন। ১৮৯৯-র ২৫ মে বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে নজরুলের জন্ম হয়। পিতার নাম কাজী ফকীর আহমদ ও মায়ের নাম জাহেদা খাতুন। সম্ভবতঃ 'বাউণ্ডুলের আত্মকাহিনী' তাঁর সর্বপ্রথম প্রকাশিত রচনা। ১৯১৭ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে নজরুল ৪৯নং বাঙালী পল্টনে যোগ দেন। ১৯১৯ সালে ফিরে আসার পর তিনি বহু দিন মুজাফ্‌ফর আহমদের সংগে সুদীর্ঘকাল ছিলেন। এ সময় থেকে শুরু হলো পরাধীনতার বিরুদ্ধে, শোষণ-নির্যাতিত মানুষের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামী লেখক জীবন। লিখলেন -বিদ্রোহী, কৃষকের গান, শ্রমিকের গান, আগমনীর আগমনে···ইত্যাদি বিখ্যাত কবিতাগুলি। 'আগমনীর আগমনে' ও 'নবভারতের হলদিঘাট' কবিতা দুটির জন্য তাঁকে দু'বার কারাবরণ করতে হয়েছিল। ১৯৬০-এ ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৭২-এ তাঁকে বাংলাদেশে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। নজরুল প্রায় ৩০০০ গান রচনা করেন। নজরুলের রচনাবলীর মধ্যে অগ্নিবীণা, বিষের বাঁশী, ভাঙার গান, সাম্যবাদী, সর্বহারা, প্রলয় শিখা, বাঁধন হারা (উপন্যাস), ব্যথার দান (ছোটগল্প), আলেয়া (নাটক), যুগবাণী (প্রবন্ধ), রুদ্র মঙ্গল (প্রবন্ধ) ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মাও সে-তুং

গত ৮ সেপ্টেম্বর '৭৬-এ চীনের তথা সারা সাম্যবাদী দুনিয়ার মহান নেতা ৮৩ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন। ১৮৯৩ সালের ২৬ ডিসেম্বর চীনের হুনান প্রদেশে এক কৃষক পরিবারে তাঁর জন্ম হয়েছিল। ১৯১৮ সালে স্নাতক হবার পর তিনি পিকিং-এর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার সহকারীরূপে যোগদান করেন। প্রথমে কিছুদিন শিক্ষকতাও করেছিলেন। ইতিমধ্যে তিনি মার্কসবাদে দীক্ষা নেন। ১৯৩৪-এ ১৬ই অক্টোবর রাত্রে একলক্ষ কম্যুনিস্ট সৈন্য নিয়ে তিনি শুরু করেছিলেন ৬০০০ মাইল দীর্ঘ ঐতিহাসিক লং মার্চ। ১৯৪৯ সালে চীনের কমিউনিস্ট সরকার গঠন তাঁর হাতে এক স্মরণীয় ঘটনা। তিনি হলেন রাষ্ট্রপ্রধান। তিনি বেশ কয়েকটি গ্রন্থ ও কবিতা রচনা করেছিলেন। এডগার স্নো-র মতে তিনি ছিলেন একজন কবি, দার্শনিক ও বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ।

ভারতীয় পত্র-পত্রিকার নিবন্ধ সূচী প্রণয়নের উদ্যোগ

শশাঙ্ক বাগচী

এটা স্বীকৃত যে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধগুলিতে সংশ্লিষ্ট বিষয় সমূহের আধুনিকতম তথ্য পরিবেশিত হয়। জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণারত ব্যক্তি মাত্রেই স্ব স্ব বিষয়ের সর্বশেষ জ্ঞাতব্য জানতে বহু পত্র পত্রিকা অন্বেষণ করে থাকেন। প্রকাশিত পুস্তকের চাইতেও পত্র-পত্রিকার নিবন্ধ বেশী আগ্রহ সৃষ্টি করে সকল গবেষকদের।

স্বীকৃত এটাও যে, তথ্য বিস্ফোরণের যুগে অসংখ্য পত্র পত্রিকার প্রকাশিত সংখ্যাতীত নিবন্ধের খুব সামান্যই গবেষকদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। এমন কি একটি মাত্র পত্রিকায় কোনও একটি বিষয়ে প্রকাশিত সকল নিবন্ধের খোঁজও তাঁরা পান না। উপযুক্ত সূচী (Index) ব্যবস্থা না থাকায়। পত্রিকার বার্ষিক নির্ঘণ্ট কিছুটা সাহায্য করলেও পূর্ব বা পরবর্তী বৎসরের হদিশ এতে পাওয়া যায় না। তাই ঐ ৩টি বৎসরের নির্ঘণ্ট অন্বেষণে গবেষকদের প্রচুর সময় ব্যয় করতে হয় শুধুমাত্র অধীতব্য বিষয়টির প্রকাশিত জ্ঞানের খোঁজ-খুঁজিতে। আরও সময় দিতে হয় অন্যান্য পত্রপত্রিকার খোঁজে। পত্রিকাগুলির সংগ্রাহক প্রতিষ্ঠানে যদি নিয়ম সংগত ভাবে পত্র-পত্রিকা বাঁধাই ইত্যাদি না করে রাখে তবে গবেষকদের মূল্যবান সময় অপচয় হয় মাত্র, কাজের কাজ খুব সামান্যই হয়ে থাকে।

উন্নত দেশগুলিতে আলোচ্য বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা রয়েছে। গবেষকদের চাহিদা মেটানো তাই আর অসম্ভব নয় সেখানে। আমেরিকার বিশিষ্ট পুস্তক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান W H Wilson Company (New york) Readers Guide to Periodical Literature, Social Sciences and Humanities Index, Index to Legal Periodicals প্রভৃতি প্রকাশ করে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধ সমূহের খোঁজ দিতে গবেষকদের সাহায্য করে আসছে। সমগোত্রীয় আরও কয়েকটি প্রকাশনা হল— British Humanities Index, Canadian Periodicals Index, Australion Peoiodicals Index ইত্যাদি ভারতীয় পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধরাজির বিবরণ প্রায়শঃই এগুলোতে থাকে না। কাজেই ভারতীয় গবেষক বৃন্দ তাঁর নিজ দেশের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধের হদিশ যেমন পেতে পারেন না তেমনি এই প্রকাশনা সমূহ থেকে বিদেশী গবেষকদেরও জানা সম্ভব হয় না যে এখানে কোনও একটি বিষয়ে কে কী কাজ করেছেন বা করছেন।

অবশেষে গুরগাঁও (হরিয়ানা) থেকে ১৯৬৪ সালে Guide to Indian Periodicals Literature (Social Sciences and Humanities), Indian Documentation Service প্রকাশিত হয়। এতে প্রায় তিনশত ভারতীয় পত্রিকার নিবন্ধ সমূহ লেখক এবং বিষয়ানুযায়ী সূচীকৃত। প্রকাশনাটি গত দশ বৎসরাধিক কাল ধরে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।

প্রবন্ধ সূচী তৈরীর পরবর্তী উদ্যোগে দেখা যায় রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৬৭ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে Index India ত্রৈমাসিক রূপে প্রকাশ শুরু হয়। বর্তমান Index India ষান্মাসিকে রূপান্তরিত হয়েছে। এতে প্রায় বারশত দেশী এবং বিদেশী পত্রিকার 'ভারত' বিষয়ক নিবন্ধ সমূহ সূচীকৃত হয়ে থাকে। আলোচ্য ভারতীয় প্রকাশনা দুটিতে ভারতের প্রায় সকল প্রধান এবং নিয়মিত প্রকাশিত পত্রিকাই সূচীকৃত হয়ে আসছে।

পূর্বোক্ত Guide to Indian Periodicals Leterature এবং Index India ছাড়া আরও কয়েকটি প্রকাশনার উদ্যোগে আমরা দেখেছি। কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার Index Indiana নামে দুই ভাগে ভারতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধ সমূহের দুটি সূচী প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। Index Indianaর প্রথম খণ্ডে ইংরাজি ভাষায় প্রকাশিত নিবন্ধগুলি সূচী এবং অপর খণ্ডে ভারতীয় ভাষা

সমূহে প্রকাশিত নিবন্ধরাজির সূচী সংকলিত হবে বলে স্থির হয়। জাতীয় গ্রন্থাগার ১৯৬৭ সালের জানুয়ারী থেকে মার্চ অবধি সময়ের একটি নমুনা সংখ্যাও প্রকাশ করে। কিন্তু আর কিছু পাওয়া যায়নি।

বাঙ্গালোরের Centre for Canada Studies নামক প্রতিষ্ঠান 'কানাড়া' ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকা সমূহের বার্ষিক সূচী প্রকাশ করে আসছে। রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয় অনুরূপ ভাবে ১৯৬৯ এবং ১৯৭০ সালের 'হিন্দী' পত্রিকার বার্ষিক সূচী প্রকাশ করেছে। মারাঠী ভাষায় পত্রিকার সূচী প্রস্তুত করণে অগ্রসর হয়েছ Mumbani Marathi Grantha Sangrahalay এবং Date Suchi Mandal ১৮০০ সাল থেকে ১৯৫০ অবধি সময়ের মারাঠী পত্রিকা সমূহের নিবন্ধ সূচী প্রণয়নে এরা ব্রতী। দুটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। আরও তিনটি খণ্ডে এটি প্রকাশিত হবে। অন্য কোনও ভারতীয় ভাষায় পত্রিকা সমূহের নিবন্ধ সূচী প্রণয়নের সংবাদ জানা যায় না। তবে প্রিয়নাথ জানা, অজিত ঘোষ প্রমুখদের উদ্যোগে গঠিত "আলোক কেন্দ্র" নামীয় গ্রন্থাগার কর্মীদের একটি প্রতিষ্ঠানের (বর্তমানে নেই) "গ্রন্থ-বার্তা" পত্রিকাতে 'বাংলা' ভাষায় প্রকাশিত নিবন্ধের সূচী প্রকাশিত হয়েছিল কয়েক বার। 'গ্রন্থ বার্তা' এখন আর প্রকাশিত হয় না।

নয়া দিল্লীর Indian Council of Social Science Research তাদের প্রকাশিত Subject Bibliography-তে ১৯৫০ সালের পরবর্তী সময়ের ভারতীয় পত্রিকা সমূহে প্রকাশিত নিবন্ধ সূচী অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কিন্তু এ সব সত্বেও ১৯৬৪ সালের পূর্বে প্রকাশিত ভারতীয় ভাষা সমূহের নিবন্ধরাজির হদিশ সহজ লভ্য হয়নি এখন পর্যন্ত। ফলে অনেক পত্রিকায় ১৯৬৪ সালের পূর্ববর্তী সময়ের খণ্ডগুলি অব্যবহার্য্য হয়ে থাকায় সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে।

ব্যতিক্রম শুধু 'অর্থনীতি' বিষয়ে। পুণার Gokhel Institute of Politics and Economics নামীয় প্রতিষ্ঠানটি Index of Indian Economic Journals 1916 1965 সময়ের নিবন্ধ সূচী সংকলন করেছে গত ১৯৭১ সালে। এতে একত্রিশ খানি 'অর্থনীতি' সম্বন্ধীয় পত্রিকার নিবন্ধ সূচীকৃত হয়েছে; কিন্তু Economic Weekly বাদ রয়ে গেছে।

সর্বশেষ সংবাদ হিসেবে Indian Council of Social Science Research (ICSSR)-এর Retrospective Cumulative Index of Indian Social Science Periodicals" প্রকাশের সিদ্ধান্তের কথা বলা যায়।* ICSSR ইংরাজি ভাষায় দুইশত চল্লিশ খানি ভারতীয় পত্রিকার সূচী প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে তাদের পত্রিকার তালিকা গবেষক এবং গ্রন্থাগারিকদের সুপারিশ অনুযায়ী পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্জিত হতে পারবে। এ সম্বন্ধে স্থির হয়েছে :

(1) A selected periodical should be fully indexed irrespective of the marginal nature of any item in it for Social Sciences:

(2) To begin with, the indexing of only English language periodicals may be undertaken.

(3) Analytical subject headings for each item indexed should be provided and such subject headings should be obtained from standard periodical indexes, Library of Congress Subject Headings List and other such specialized subject headings lists including the saurii.

ICSSR-এর আলোচ্য সূচীটির সময়সীমা স্থির হয়েছে ১৯৬৫ সালের শেষ অবধি। প্রথম ভাগ ১৯৪৭ থেকে ১৯৬৫ সাল; দ্বিতীয় ভাগ ১৯২০ থেকে ১৯৪৭ অবধি এবং তৃতীয় ভাগটি হবে ১৯২০ সালের পূর্ববর্তী সময়ের।

ICSSR-এর এই গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ শুধু মাত্র সমাজ বিজ্ঞান গবেষকদেরই নয়, ভারতীয় গ্রন্থাগারিকদেরও প্রভূত সাহায্য করবে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

---

*Indian Council of Social Science—Publication No. 91, New Delhi, 1976.

স্বর্গীয় সুনীল ঘোষ স্মারক বক্তৃতা—৩

বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিকের সামাজিক স্বীকৃতি

অধ্যাপক অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

(২)

গ্রন্থাগারিক ও পাঠক

ভারতবর্ষের ২১ কোটি সাক্ষর লোকই গ্রন্থাগারিকের হিসাব অনুযায়ী পাঠক-শ্রেণীভুক্ত হতে পারেন। কেউ বাস্তব পাঠক, কেউবা সম্ভাব্য পাঠক। আবার সাক্ষর হলেই যে পাঠক হবেন সে যুক্তিও বাস্তবানুগ নয়। প্রায়শঃ দেখা যায়, বিশেষ করে গ্রামীণ পৃষ্ঠপটে, রুজিরোজগারের তাগিদে অল্প বয়সেই নব-সাক্ষরদের মধ্যে শতকরা ৮০ জন খেত-খামার, কলকারখানায় কাজে লেগে যায় এবং তার ফলে নিরক্ষরতায় পুনর্বাসিত হয়। কারণ, অক্ষর পরিচিতি থাকলেও এই ভাগ্যহীনরা বই পড়বার সুযোগও পায় না, অবসরও পায়না।

আমাদের সমাজতন্ত্রী সরকার নিরক্ষরতা দূরীকরণের এক মহাপ্রয়াস চালিয়েছেন, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন রাজ্য সরকারের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে ও হচ্ছে,—বলতে পারেন টাকাটা জলেই গেছে বা যাচ্ছে। স্বাভাবিক রীতি অনুযায়ী গ্রন্থাগারকে সরকার উপেক্ষা করেই এ ব্যাপারে স্বচেষ্টায় বাজীমাৎ করবার তালে আছেন। অক্ষর-পরিচিতির বা সাক্ষরতার অব্যবহিত কার্যক্রম হচ্ছে, নব-সাক্ষরের হাতে বই যোগান দেওয়া, যে কাজ গ্রামীণ গ্রন্থাগার অথবা ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার মারফৎ করা যায়। কল্পনা শক্তিহীন আমলাতন্ত্র ও সর্বশক্তিমান রাজনীতিবিদের বৈত বা যুগ্ম উৎসাহের আতিশয্যে সাক্ষরতা অভিযান কতটা ফলপ্রসূ হবে তা' সহজেই অনুমেয়। অবশ্য গ্রন্থাগারিক ও তাঁদের সংগঠনগুলির সাক্ষরতা অভিযানে একটা পরোক্ষ দায়িত্ব আছে সে কথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, তাঁদের এই মহাযজ্ঞে অংশীদার করে নেবার কোনও প্রচেষ্টা কি হয়েছিল? আমি যতদূর জানি, তাঁরা পৃষ্ঠপটের অন্তরালেই ছিলেন এবং আছেন। সাক্ষরতা-অভিযাত্রীদের দলভুক্ত হতে তাঁরা পারেন নি।

আবার শিক্ষিত হলেই যে সকলে পড়াশুনা চালিয়ে যাবেন তারও কোনও প্রমাণ নেই। সম্ভবতঃ ১৯৫৭।৫৮ সাল নাগাদ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষিত সমাজের পাঠ-রুচীর একটা সমীক্ষা করেছিলেন। কলিকাতার অধিবাসী-দের মধ্যে ২০ বছর থেকে ৪৫ বছর পর্যন্ত বয়স্কদের নিয়ে এই সমীক্ষা চলে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি ও পরিসংখ্যান বিভাগ-দ্বয়ের নেতৃত্বে এই সমীক্ষা চালানো হয়। ফলাফল সংক্ষেপে আপনাদের জানাচ্ছি। এঁদের মধ্যে শতকরা ৬৭ জন খবরের কাগজ পড়েন না, শতকরা ৮২ জন বই পড়েন না; শতকরা ৯০ জন পত্র-পত্রিকা পড়েন না। এই সমীক্ষার পর প্রায় বিশ বছর অতিক্রান্ত হলো। শহরের অধিবাসী সেদিনের তুলনায় সংখ্যায় নিশ্চয়ই চতুর্গুণ হবে? এখন তো ৮০ লক্ষ লোকের বাস এই শহর কলিকাতায়। নতুন করে পাঠ-রুচীর একটা সমীক্ষা করা এখন নিতান্ত প্রয়োজন বোধ করছি। জানতে চাই, পাঠকের রুচী পূর্ব-সমীক্ষার স্তর-পর্যায়েই আছে কিনা? যদি তাও থাকে তা হলে প্রায় ২৮ লক্ষ শিক্ষিত অধিবাসী বাস্তব এবং সম্ভাব্য পাঠক পর্যায়ভুক্ত হবার যোগ্য। তাঁদের মধ্যে যদি শতকরা কুড়ি জনও পঠন-প্রয়াসী হন তা'হলে পাঁচ লক্ষ ষাট হাজার পাঠকের চাহিদা সব সময় থাকছে। এঁদের পঠনোপযোগী পুস্তক পত্রিকা, সংবাদপত্র প্রভৃতি যোগান দেওয়ার মতো পরিমিত সংখ্যায় গ্রন্থাগার কি সহর কলিকাতায় আছে? একথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, এতবড় সমৃদ্ধ, সংস্কৃতি-সম্পন্ন সহরেও সেই একই মানিকর দারিদ্র গ্রন্থা-গারের। সেদিন দেখলাম একজন বিখ্যাত লেখক-গবেষক শিক্ষিত পাঠকদের স্তরভেদ করেছেন, যথা (ক) শিক্ষি-শিক্ষিত (খ) অর্দ্ধ-শিক্ষিত (গ) শিক্ষিত (ঘ) সু-শিক্ষিত তাঁর বক্তব্য অবাস্তব নয়, তবে গ্রন্থাগারিক হিসাবে আমরা এই কথাই জানতে চাই যে এঁদের সবাইকেই আমরা সেবা করতে চাই তাঁদের রুচী এবং প্রয়োজন অনুযায়ী পঠন-বস্তু যোগান দিয়ে। সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা

এই পরিপ্রেক্ষিতে আরো তাৎপর্য্যপূর্ণ হয়ে ওঠে নাকি? তিনি একটা সরল সত্য কথা বলেছেন, "সুশিক্ষিত তাঁদেরই বলা চলে যাঁরা শিক্ষা পেয়ে গণ্ডীর বাইরে সীমাহীন বিদ্যা ও জ্ঞানের রাজ্যে অবিশ্রান্ত অভিযান করেন। তাঁদের সংখ্যা আমাদের দেশে বর্তমানে শতকরা হিসাবের মধ্যে আসে কিনা সন্দেহ। শিক্ষিত হাজারের মধ্যে বোধ হয় একজন। খাদ্যের মত গ্রন্থাগার এঁদের জীবনে অপরিহার্য্য।" আমার বক্তব্য হচ্ছে, এঁদের আর্থিক প্রাচুর্য্য থাকলে নিজেরাই প্রয়োজনমত পুস্তক ক্রয় করতে দ্বিধাবোধ করেন না; আর সেই প্রাচুর্যের অনুপস্থিতিতে এঁদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা যথেষ্ট সাহায্য করে বিভিন্ন গ্রন্থাগারের মাধ্যমে তাঁদের চাহিদা মেটানোর। এবং সংখ্যায় কম বলে সেটা সম্ভবপরও হয়। কিন্তু অবশিষ্ট পাঠক যে অথৈ জলে। জাতীয় গ্রন্থাগার, রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থেকে শুরু করে ছোটবড় সর্বস্তরের গ্রন্থাগারের সম্পদ সংযুক্ত করলেও, আজকের পাঠক কি কূলকিনারা পাচ্ছে? খুবই পরিতাপের বিষয় যে আজ পর্য্যন্ত "দিল্লী পাব্লিক লাইব্রেরী"র মত একটী সুবিস্তৃত সুদূর-প্রসারী গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কে না রাজ্য সরকার না পৌর-সংস্থা সচেষ্ট হলেন। সাধারণ পাঠকদের যে এব্যাপারে প্রভূত উপকার হবে সেকথা তাঁদের অজ্ঞাত নয়, তবুও তাঁরা নির্বিকার। এই সেদিন, রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী এবং পৌরসভার প্রশাসক দুজনেই গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে স্পষ্ট অভিমত প্রকাশ করলেন, কিন্তু মনে হলো নিজেদের দায়িত্ব সম্বন্ধে একেবারে গা ঝাড়াই দিয়ে দিলেন। এটা আপনাদের জানা থাকলেও পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি এইজন্ত যে আমাদের বৃত্তিধারী গ্রন্থাগারিকদের, একটা নিষ্ঠুর বাস্তব অবস্থার মোকাবিলার জন্ত প্রস্তুত হতে হবে। গ্রন্থাগারের চাহিদার অর্থ পাঠকের সুযোগ—ব্যবস্থারই চাহিদা, যা আজকের উন্নতিকামী সমাজ অন্ন-বস্ত্র আচ্ছাদনের চাহিদারই সমতুল্য বলে মনে করে। কিন্তু যাঁদের হাতে আর্থিক সাহায্যের সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত তাঁদের আনুকূল্যেই গ্রন্থাগারের সম্প্রসারণ এবং পাঠক-সম্প্রদায়ের চাহিদা পূরণ সম্ভবপর। নানা খাতে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে, বহুলাংশে অপব্যয়ও হচ্ছে। শুধু শিক্ষা-সংক্রান্ত অথবা গ্রন্থাগার-সংক্রান্ত যে কোনও ব্যয়-বৃদ্ধির প্রস্তাবে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা চোখে সর্ষেফুল দেখেন! আগের কালে বিদেশী ইংরাজ প্রভুরা শিক্ষা-বিস্তার অপ্রয়োজনীয় খরচ (unnecessary expenditure) বলে গণ্য করতেন। এবং সেই কারণেই আমাদের জন-সেবী প্রগতিশীল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রোজ্জ্বল বহিরাবরণের পিছনেই আজ পাঠক সমাজ ঘন তমসাচ্ছন্ন।

প্রতিটি নাগরিককে তার ক্ষমতানুযায়ী সাধারণ শিক্ষার সুযোগ দান এবং উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার প্রসার এই দুই কর্মধারার সঙ্গমে তৈরী হয়েছে পর্য্যাপ্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান এবং গ্রন্থাগার—সমস্ত উন্নত ও উন্নতিকামী দেশে। পঠন তাই আজ সার্বজনীন পেশা এবং অধিকারও বটে। কেউ পড়েন শিক্ষালাভের জন্ত, কেউ পড়েন তথ্যের সন্ধানে, কেউ পড়েন সামাজিক প্রতিষ্ঠার খোঁজে, কেউ পড়েন মানসিক প্রক্ষোভ থেকে অব্যাহতি পাবার জন্ত, কেউ পড়েন আধ্যাত্মিক পরিতৃপ্তির উদ্দেশ্তে আবার কেউবা পড়েন নিছক আনন্দের উপভোগার্থে। এইভাবে পঠন আজ আমাদের জীবনের একটী অন্ততম উপাদানে পরিণত হয়েছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রন্থাগারের বৈপ্লবিক ভূমিকার সুপরিস্ফুট আভাস মেলে। জ্ঞানীগুণীরা বলেছেন, "গ্রন্থাগার জনগণের বিশ্ববিদ্যালয়।" এ মৌলিক তথ্যের নিষ্কর্ষ হচ্ছে অধ্যয়নের জন্ত গ্রন্থাগার অপরিহার্য্য। বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন সবার পক্ষে সম্ভবপর না হলেও ভালো গ্রন্থাগার পঠনের বৃহত্তম সহায়ক। সেজন্ত প্রয়োজন দেশজুড়ে বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগারের সম্প্রসারণ—সাধারণ গ্রন্থাগার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-ভিত্তিক গ্রন্থাগার, সরকারী বিভাগীয় গ্রন্থাগার, গবেষণামূলক গ্রন্থাগার এবং বিষয়-ভিত্তিক গ্রন্থাগার প্রভৃতি। এর মধ্যে অবশ্য প্রয়োজন হিসাবে সাধারণ গ্রন্থাগারের স্থান সবার ঊর্ধ্বে।

ভারত খণ্ডিত, তৎসত্ত্বেও এ দেশের বিশালতা সব সমস্তাকেই জটিল করে তুলেছে। নচেৎ ৩৫ লক্ষ শিক্ষক শিক্ষিকা থাকা সত্ত্বেও শতকরা ৬৫ জন ভারতবাসী আজও নিরক্ষর কেন? দেশজুড়ে ৫০,০০০ মাধ্যমিক বিদ্যালয়

আছে, প্রায় ৮০ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর জন্ত ; তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গেই আছে ৮,০০০ মত। কিন্তু প্রতিটি বিত্তালয়ে গ্রন্থাগার একটী অপরিহার্য্য এবং আবশ্যিক অঙ্গ হিসাবে গড়ে তোলা হয়েছে কি? পশ্চিমবঙ্গে মাত্র ১৫০টি বিত্তালয়ে প্রকৃত অর্থে বিত্তালয়-গ্রন্থাগার আছে। গলদ তো সেখানেই। বলাবাহুল্য, বিত্তালয় আর শিক্ষক থাকলেই ছাত্রদের শিক্ষার সমুচিত ব্যবস্থা হয়েছে বলে ধরা যায় না। শিক্ষার মানের অধোগতি হচ্ছে বলে দেশজুড়ে দুর্ভাবনার অন্ত নেই। আমি বলি, এ অবস্থা স্বেচ্ছাকৃত। যেখানে শিক্ষক ও ছাত্রদের পাঠন ও পঠন উপযোগী পুস্তক পত্রিকা সরবরাহের মূল আধার গ্রন্থাগারের স্থান নেই, সেখানে শিক্ষার মান নিম্নমুখী হবে তা'তে আর আশ্চর্য্য কি?

একজন শিক্ষাবিদ্ সম্প্রতি বলেছেন, প্রাথমিক শিক্ষা প্রধানতঃ গ্রামীণ সমস্যা, শতকরা ৭৫ জন যেখানে নিম্ন-বিত্তালয়ের গণ্ডী পেরোয় না। আর মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক বিত্তালয়ের সুযোগ সুবিধা ভোগ করে থাকে স্বচ্ছল পরিবারের সন্তানেরাই। এ সুযোগের শতকরা ৮৫ ভাগই তাদের ভোগ্য। গরীব ছেলেমেয়েরা তা'হলে কি সুযোগ পাচ্ছে আমাদের এই সমাজনৈতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক রাষ্ট্রের মাধ্যমে? হিসাব করে দেখা গেছে একজনকে সাক্ষর করে তুলতে অধুনা ব্যয় হয় ৬০ টাকা। সুতরাং ৬০ কোটীর বাকি ৬৫ শতাংশ ভারতবাসীকে সাক্ষর করে তুলতে হলে দু'হাজার তিনশত চল্লিশ কোটী টাকার সংস্থান রাখতে হবে। সহজেই অনুমেয়, সার্বজনীন শিক্ষার নামে সরকার কেন সন্ত্রিয়াকুল দেখেন। তাঁদের বিকল্প পন্থাটী আরো অভিনব। বিদেশী উপগ্রহের (Satellite) মাধ্যমে গ্রাম-পঞ্চায়েতে টেলিভিশন বসিয়ে গরীব গ্রামবাসীদের নাকি যথার্থ শিক্ষিত করে তোলা হচ্ছে। আমলাতন্ত্রের এই আধ্যাত্মিক বিস্ফোরণ দেখে মনে হয়। এঁরা সদলবলে চাঁদে চলে গেলে বোধহয় আমাদের গরীব দেশের জনসাধারণ উপকৃত হবেন। স্বাধীনোত্তর যুগের শুরু থেকেই সুপরিকল্পিত শিক্ষা ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চালু থাকলে আজ এই পরিস্থিতির উদ্ভব হতো না। যার নুনভাত জোটেনা তাকে "যোগমফলায়ে"র লোভ দেখিয়ে পেট ভরানোর চেষ্টা ছলনা মাত্র।

তাই আগের কথার পুনরাবৃত্তি করে বলছি, বিত্তালয়, শিক্ষক, বিত্তার্থী, গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগার-কর্মী এবং পাঠক—এরা সবাই আধুনিক সমাজ-ব্যবস্থায় ওতোপ্রোতঃভাবে জড়িত। সামগ্রিক সামাজিক উন্নয়নে এরা সকলেই সমতুল্য। এদের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে না পারলে সাম্যবাদ চিরদিন স্বপ্নই থেকে যাবে। গ্রন্থাগারিকের বৃত্তি নির্ভর করে সাবলীল শিক্ষিত পাঠক-সমাজ সৃষ্টিতে, এবং এই আত্ম-প্রত্যয় নিয়েই তার কর্মধারাও প্রযুক্ত হয়, যার ফলে সমাজ-চেতনাও উদ্বুদ্ধ হয় গ্রন্থাগার প্রসারের স্বপক্ষে।

আমরা আরো লক্ষ করেছি, গ্রন্থাগার সংস্থাপনেই সব সমস্যার সমাধান হয় না ; অনেক সুপ্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারের কালক্রমে ঐতিহ্যের অবলুপ্তি হয়, পাঠক ক্রমশঃ গ্রন্থাগার-বিমুখ হ'ন, যেখানে নিত্যনূতন পাঠক সৃষ্টি সম্বন্ধে গ্রন্থাগারিকের দায়িত্বের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। সেখানে এ পরিস্থিতি কেন হয়, তার একটা সম্যক বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

পাঠক-সেবায় গ্রন্থাগারিকের সমস্যা নানাবিধ, এবং তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে—গ্রন্থাগারের সীমিত সম্পদ। শ্রেণীনির্বিশেষে সকল গ্রন্থাগারেই এই সমস্যা ক্রমশঃ কঠিন হয়ে উঠছে। সাধারণ গ্রন্থাগার (এর মধ্যে মাসিক বা বার্ষিক চাঁদা আদায়কারীরাও আছে)- শিশু-গ্রন্থাগার, বিত্তালয়, মহাবিত্তালয়, বিশ্ববিত্তালয়, এমন কি জাতীয় গ্রন্থাগার (National Library) পর্যন্ত এই জরুরী সমস্যা বিস্তৃত। পুস্তক, পত্রিকাদি গ্রন্থাগারের সম্পদ। পর্যাপ্ত সংখ্যায় না থাকলে কয়জন পাঠককে কতদিন গ্রন্থাগারিক পরিতুষ্ট করতে পারবেন? এ ব্যাপারে আমার নিজস্ব একটি অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করছি।—বঙ্গীয় বিধান সভায় গ্রন্থাগার ১৯৩৮ সালে আমিই প্রথম সংগঠিত করি। নতুন বিধান সভা ও পরিষদের সভ্যরা মহাউৎসাহে গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে লাগলেন। মূলসংস্থা আইন প্রণয়নকারী পরিষদ হলেও গ্রন্থাগারে শুধু নিছক আইনের বই থাকতো

না। প্রায় সব বিষয়েই পুস্তক রাখতে হতো, বিশেষ করে রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ-বিদ্যা ও প্রশাসন সম্বন্ধে। পুস্তকভাণ্ডারের অনুদান ছিল ৫।৬ হাজার টাকার মত। বাজারে বই-এর কোনও অভাব ছিল না। তাছাড়া সংবাদ-পত্র, দেশী বিদেশী সকল রকম পত্রিকা সবই আনতে হতো। তবে নতুন বই-এর মলাটের আবরণ (Book Jacket) জাহির করতাম না—এই কারণে যে সক্রিয় পাঠক-সংখ্যার তুলনায় নতুন বইএর সংখ্যা কোনও দিনই পর্য্যাপ্ত ছিল না। সম্ভব হয়নি কালোপযোগী উচ্চ চাহিদার বই কেনবার। এমত অবস্থায়, একজন সদস্য (যিনি পরে মন্ত্রীও হয়েছিলেন) ৫ খানার কম বই নিতেন না, এবং দুদিন পরেই ফিরৎ দিয়ে আবার ৫ খানা চাইতেন। বলতেন, পড়ার নেশা তাঁর নাকি সাংঘাতিক। আমাকে হিম্‌সিম্ খেতে হতো তাঁকে সন্তুষ্ট করতে। হিসাব করে দেখলাম গত ৬।৭ মাসে যা' বই কিনেছি প্রায় সবগুলিই তিনি নিয়েছেন। কিন্তু কেন জানিনা, সন্দেহ হলো, রাত্ত পর্য্যন্ত পরিষদের অধিবেশনের পর শুধু সকাল থেকে বেলা ১২টার মধ্যে দু:দনে পাঁচখানা বই পড়ে ওঠা সম্ভব কিনা? নিঃশব্দে কৌশলও ঠিক করে ফেললাম। মলাটের আবরণগুলো বার করে যে বইগুলি তাঁকে আগে দিয়েছি—সেইগুলিই একেবারে নতুন বলে চালিয়ে দিলাম। তিনিও মহাখুশী এবং ঠিক দুদিন বাদেই ফেরৎ দিয়ে বললেন, আরো খান পাঁচেক ঠিক করে রাখবেন। এই খেলা চললো অধিবেশনের সমাপ্তি পর্য্যন্ত। তিনি পাঠের ভাণ করতেন, আমিও নতুন বই যোগানোর অভিনয় করতাম। বক্তব্য হচ্ছে, সক্রিয় পাঠককে, যিনি সত্যই বই পড়েন তাঁকে কি এইভাবে কৌশলে ভোলাতে পারতাম? অকৃপণ অনুদান থাকলে চাহিদামত বই যোগানো সম্ভবপর হয়। নচেৎ নীতি বহির্ভূত আচরণের আশ্রয় নিতে হয় অনেক সময়।

এই প্রসঙ্গে গ্রন্থাগারিকের এবং পাঠকের আচরণবিধি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার কথাও আসে। সীমিত-সম্পদ, পাঠক-সেবার সঙ্কটের সৃষ্টি করে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু পর্য্যাপ্ত সংখ্যায় বই থেকেও বিভ্রান্তিকর সঙ্কটের সৃষ্টি হতে পারে। তার একটা উদাহরণ দিচ্ছি।—অ্যান্থ্রপলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার বিশেষ গ্রন্থাগারটি আমিই প্রথম সংগঠিত করি ১৯৪৭ সালে। এটা বিষয়-ভিত্তিক গবেষণা গ্রন্থাগার। অনুদানে কোনও কার্পণ্য ছিলনা সংশ্লিষ্ট এবং প্রান্তস্থ বিষয়গুলি সম্বন্ধে পুস্তক পত্রিকাদি প্রয়োজন মত ক্রয় করার কোনও বাধা ছিল না। পাঠক সংখ্যাও সীমিত, সুতরাং তাঁদের সেবার বিশেষ কোন সমস্যাও ছিলনা। সমাজ বিদ্যা সম্বন্ধে একটি নূতন নামকরা বই চার কপি কিনেছিলাম, চাহিদার অনুপাতে। একদিন সংস্থার প্রধান (Director সোজা গ্রন্থাগারে এসে বইটা চাইলেন। 'পাঠিয়ে দিচ্ছি' বলে, জায়গায় নিজে খোঁজ করলাম, একটি কপিও নেই। 'ডামী' (Dummy) রাখার পদ্ধতি চালু করিনি, প্রয়োজন হয়নি কোনও দিন। মোটামুটি জানা ছিল পাঠকদের মধ্যে কে কি বিষয়ে পড়াশুনা বা গবেষণা করেন। আন্দাজ করে এক-জনের ঘরে গেলাম। তিনি চোখ কপালে তুলে বললেন, আরে আমিই দুদিন ধরে বইটা চেয়ে চেয়ে পাচ্ছিনা।' আরো ২।৩ জনের কাছে সন্ধান করলাম। তাঁরাও কেউ বইটি নেন্‌নি প্রথমোক্ত পাঠকটির কাছে পুনরায় গেলাম, এবং অনুরোধ করলাম তাঁর ঘরের স্টীলের আলমারীটা একবার দেখতে। কারণ বইটা তাঁরই সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন হয়। বিরক্ত হয়েই চাবিটা হাতে দিয়ে বললেন, 'দেখুননা আছে কিনা?' আছে তো বটেই, চার কপিই তাঁর আলমারী ভুক্ত! আমি হেসেছিলাম, বেশ মনে আছে, আর তিনি একেবারে নির্বাক সুতরাং অনুমান করা যায়, পাঠক-সেবার দ্বিতীয় সমস্যাটি মূলতঃ পাঠকের আচরণ-বিধি সম্পর্কিত। গ্রন্থাগারিকের সে জন্য মনোবিদ হওয়ারও প্রয়োজন দেখা যায়। কোন্ পাঠক কি চান, কেন চান, কি করেন, কেন করেন এটাও গ্রন্থা-গারিকের জ্ঞাতব্য বিষয়। এই বক্তব্যের মূল অর্থ হচ্ছে, পাঠককে চিনতে হবে, জানতে হবে, তার সঙ্গে দ্বিধাহীন যোগাযোগের ব্যবস্থা ও পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে হবে। এখানে অর্দ্ধশিক্ষিত, শিক্ষিত, সুশিক্ষিত জ্ঞানী গুণী নির্বিশেষে গ্রন্থাগারিককে পাঠক সম্বন্ধে হতে হবে সহানুভূতি সম্পন্ন, সহনশীল, কৌশলী এবং কর্ত্তব্যপরায়ণ।

পাঠক-সেবার তৃতীয় সমস্যাটির সঙ্গে গ্রন্থাগারিকতার মূল নীতি, আদর্শ এবং দর্শনের প্রভাব অন্তর্নিহিত। গ্রন্থাগারিকতার ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যারও অনেক রূপান্তর হয়েছে। আধুনিক গ্রন্থাগার ক্রমশঃ সার্বজনীন সম্প্রদায়ের পঠন পাঠন সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে। প্রথমে নিছক পঠনের উপরই ঝোঁক ছিল বেশী, মানব ধর্মী প্রত্যয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগত আত্ম-উন্নতির প্রচেষ্টায় সাহায্য করা। সমাজকে শক্তিশালী করার অন্যতম উপায় হিসাবে এখন এই ধারণা ভিন্ন মোড় নিয়েছে। গ্রন্থাগারের সার্বিক ক্রিয়াকলাপে সামাজিক পটভূমিকার একত্বের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে, এবং বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ প্রযুক্তির দ্বারা যেমন একদিকে আমাদের বৃত্তিগত নিয়মায়ণ ও শিক্ষাকে উন্নততর করার চেষ্টা চলছে, তেমনই অধিকতর মূল্যবান ও কার্যকরী পাঠক-সেবার ব্যবস্থারও সূচনা হচ্ছে। গ্রন্থাগারের কর্তব্য শুধু তার নিজস্ব পাঠকের চাহিদা মেটানোতেই নিঃশেষ হয় না। সেই সব পাঠকের মনে নব্য আকাঙ্ক্ষা জাগানোও তার কর্তব্য। জ্ঞানের নতুন দিগন্তের সন্ধান পাঠক গ্রন্থাগারেই তো পাবে? তাই এই নব-দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের উদ্বুদ্ধ হওয়া প্রয়োজন, এবং মনে রাখতে হবে গ্রন্থাগার এমন একটি প্রতিষ্ঠান যার মুখ্য উদ্দেশ্য পাঠক-সেবা হলেও সমাজে তার সমকালীন স্থান তার উপর আরো দায়িত্বের নির্দেশ দিয়েছে যে, পাঠককে চিন্তাশীল ও নবধারায় উন্মুখ করে তুলতে হবে, শুধু নিয়ম-মাফিক বই যোগানোতেই তার কাজ সীমাবদ্ধ নয়; পড়তে দিতে হবে বই, গড়তে হবে মানুষ। সমাজে বিভিন্ন স্বার্থ-সমন্বিত গোষ্ঠী থাকে যার ফলে অনেক সময় পারস্পরিক বিরোধ গড়ে ওঠে এবং সমাজের ঐক্য বিপন্ন হয়। একমাত্র গ্রন্থাগারই সে ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধনে সমর্থক, কারণ কালোপযোগী পঠনবস্তু পরিবেশন করে ব্যক্তির বা সমষ্টির চিন্তাধারার মনোন্নয়ন করা তারই পক্ষে সম্ভব। গ্রন্থাগার শুধু পাঠ্য জোগায় না, গ্রন্থাগার শিক্ষাও দিয়ে থাকে। উপরোক্ত বক্তব্যের পূর্ণ-সংসাধনের জন্য প্রয়োজন গ্রন্থাগারিকের উপযুক্ত মানসিক প্রস্তুতি।

ক্রমশঃ

বঙ্কিম প্রসঙ্গ গ্রন্থপঞ্জী (৫)

অশোক উপাধ্যায়

সংযোজন : একটি সংলেখ বাদ পড়েছে। তা দেওয়া হলো :
আদিত্য ওহদেদার — বঙ্কিমচন্দ্রের 'ললিত ও মানস'। অমৃত। ১১শ বর্ষ, ২৪ সংখ্যা। ৪ কার্তিক ১৩৭৮। পৃ: ৮৩৩-৫

উত্তরভাষণ

আমাদের বঙ্কিম প্রসঙ্গ পরিক্রমা আপাততঃ শেষ হল। গত চার বছরের নানা কাজের অবসরে করা এই পঞ্জী সঙ্কলন প্রয়াস স্বভাবতই অসম্পূর্ণ হতে বাধ্য। শতাধিক বৎসরের অজস্র পত্রপত্রিকায় বিক্ষিপ্ত বঙ্কিমচর্চার পূর্ণায়ত পঞ্জীকরণ একক প্রয়াসে অসাধ্য না হলেও দুঃসাধ্য। এ কাজে সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টাই বাঞ্ছনীয়। ফাঁক অজস্র থেকে গেল, যদিও নিষ্ঠায় আমাদের কোন ঘাটতি ছিল না। আসলে যে একনিষ্ঠ অভিনিবেশ একক প্রচেষ্টায় এ জাতীয় পঞ্জীকে পূর্ণাঙ্গ করতে পারে, আমাদের পক্ষে তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। পূর্ণতর পঞ্জী সঙ্কলনের কাজে উদ্যমী কোন সন্ধানীকে যদি অনুপ্রাণিত করতে পারে এই অক্ষম, অসম্পূর্ণ প্রচেষ্টা, তবেই এর সার্থকতা। এবং এইভাবেই একাধিক জনের একাধিক প্রচেষ্টায় একদিন পূর্ণায়ত পঞ্জী সঙ্কলন সম্ভব হয়ে উঠবে।

চিহ্নিত রচনাগুলি বাদে প্রায় প্রতিটি রচনাই আমরা একাধিকবার দেখেছি। তা সত্ত্বেও ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া বিচিত্র নয়। আর ছাপার ভুল তো রয়েছেই। কোন ভুল, ত্রুটি যদি কোন পাঠকের নজরে পড়ে জানালে উপকৃত হব।

বঙ্কিমপ্রসঙ্গ গ্রন্থপঞ্জী সঙ্কলনের কাজে আমরা সর্বাধিক ঋণী শ্রদ্ধেয় সুহৃদ ডক্টর শ্রীঅলোক রায় মহাশয়ের কাছে। আমরা আগেই বলেছি, তাঁর সঙ্কলিত পঞ্জীই আমাদের মূল প্রেরণা। পঞ্জীকরণের নানাবিধ সমস্যায় তাঁর পরামর্শ সর্বদাই পেয়েছি। সঙ্কলিত কয়েকটি রচনা তাঁর সৌজন্যে দেখার সুযোগ ঘটেছে। অনেকগুলি রচনার দিকে তিনি সঙ্কলকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, যদিও সবগুলি আমরা আপাততঃ কাজে লাগাতে পারিনি। শ্রীরায়ের অকৃপণ সহযোগিতা ছাড়া বক্ষ্যমান পঞ্জীর বর্তমান রূপ সম্ভব ছিল না।

প্রবীণ সাহিত্যকর্মী সুহৃদবর শ্রীসনৎ কুমার গুপ্ত মহাশয় পঞ্জী সঙ্কলনের প্রথম অবস্থা থেকে নিরন্তর উৎসাহ জুগিয়েছেন এবং এটি ছাপাবার জন্য চেষ্টা করেছেন। খ্যাতনামা গবেষক সুহৃদবর শ্রীসুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অনেকগুলি রচনা সঙ্কলকের গোচরে এনেছেন। সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগারের কর্মী বন্ধুবর শ্রীমান শঙ্করলাল ভট্টাচার্য সঙ্কলনের কাজে অকুণ্ঠ সহযোগ দিয়েছেন। তাঁর নিরন্তর অক্লান্ত সহায়তা ছাড়া এই পঞ্জী সঙ্কলন সম্ভব ছিল না। শ্রদ্ধেয় শ্রীসৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ মহাশয় ও শ্রদ্ধেয় সুহৃদ্ শ্রীগণেশ লালওয়ানী মহাশয় কয়েকটি রচনার সন্ধান দিয়েছেন। পরিষদের কর্মী সুহৃদবর শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় সযত্নে নির্দেশিকাটি দেখে দিয়েছেন। গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মী বন্ধুবর শ্রীমান্ রতন কুমার দাস ও সাহিত্য পরিষদের কর্মী তরুণ পঞ্জীকার বন্ধুবর শ্রীমান সুনীল দাস অনেকগুলি রচনার সন্ধান দিয়ে সঙ্কলকের শ্রমলাঘব করেছেন। শ্রীমান সুনীলের মাধ্যমে ও গ্রন্থাগার সম্পাদকের আনুকূল্যে এই পঞ্জী গ্রন্থাগারে ছাপানো আমাদের পক্ষে সম্ভব হল। এই পঞ্জীর যেটুকু সাফল্য তা এঁদের মিলিত সহযোগের ফল। এঁদের সকলকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

॥ সমাপ্ত ॥

পুস্তক আলোচনা

[এ বিভাগে নিয়মিতভাবে গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান এবং বিভিন্ন রেফারেন্স বইয়ের আলোচনা প্রকাশিত হবে। প্রকাশক ও লেখকদের কাছে অনুরোধ, আলোচনার জন্য তাঁরা যেন দু'কপি বই সম্পাদকীয় দপ্তরে জমা দেন। **পুস্তক আলোচনা** বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হলেন: প্রদীপ চৌধুরী। —সম্পাদক, গ্রন্থাগার।]

Encyclopedia of Library and Information Science. Editors : Allen Kent and Harold Lancour. N. Y., Marcel Dekker, 1968— .

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যতদিন শুরু হয়নি ততদিন গ্রন্থাগারের কর্তব্য ব'লে ধরা হত গ্রন্থের সংগ্রহ ও সংরক্ষণ। অবশ্য সংগৃহীত ও সংরক্ষিত গ্রন্থ সম্ভারের ভেতর থেকে পাঠক যাতে সহজেই তাঁর অভীপ্সিত গ্রন্থ পেতে পারেন সেজন্য গ্রন্থের বর্গীকরণ ও সূচীকরণ প্রথার উদ্ভব ঘটেছে। গ্রন্থাগারে বইপত্রের লেনদেন হয়েছে, কিন্তু সে লেনদেন হয়েছে এই ভাবে -পাঠক নিজে থেকে নির্দিষ্ট বইপত্রের নাম উল্লেখ ক'রে চেয়েছেন, গ্রন্থাগারিক তা সরবরাহ করেছেন অথবা বলেছেন তাঁর গ্রন্থাগারে তা নেই।

কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে গ্রন্থাগার-ব্যবস্থায় বিপ্লব ঘটল। গ্রন্থাগারে সঞ্চিত বইপত্রকে সভ্যতা সংস্কৃতির অর্থাৎ জ্ঞান ও তথ্যের ধারক ও সরবরাহক হিসেবে এই সময় যতটা এবং যেভাবে দেখা হল ও ব্যবহার ঘটানো হল, ততটা ও সেভাবে ইতিপূর্বে আর কখনো, কোনো কালে হয় নি। লড়াই করতে গিয়ে, বিশেষ ক'রে লড়াই জেতার উদ্যমে দ্রুধাবমান দেশগুলি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যায় বিস্ময়কর উন্নতি সংঘটিত করল। এই সংঘটনায় গ্রন্থাগার-ব্যবস্থাপনারও রূপান্তর ঘটল। আগেকার মতো গ্রন্থাগারে বইপত্রের লেনদেন ঘটলেও, এখন সে লেনদেন বহুগুণে বর্ধিত হল এবং নতুন উদ্দেশ্যে—সে উদ্দেশ্য হল পাঠক বা গবেষক যে যে বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান বা তথ্য জানতে উৎসুক সেই সেই বিষয় সংক্রান্ত বইপত্র, দলিলদস্তাবেজ গ্রন্থাগার সক্রিয়ভাবে যত শীঘ্র সম্ভব যোগান দেবে, তা নিজের সংগ্রহ থেকেই হোক অথবা অন্য গ্রন্থাগারের সংগ্রহের সহায়তাতেই হোক। এখন থেকে গ্রন্থাগার নিজের কাঁধে দায়িত্ব নিল বা নিতে বাধ্য হল পাঠককে তার প্রয়োজন মতো, তার চাহিদা বুঝে, বইপত্র সরবরাহ করতে কিংবা তার হদিশ দিতে নিত্য উদ্ভাবিত ব্যবস্থাপনা ও উপায়াদির মাধ্যমে। কোন বইতে বা পত্রপত্রিকায় একটি তথ্য মিলবে তা গ্রন্থাগারিক নিজের মাথা থেকে অর্থাৎ স্মৃতিশক্তির মারফৎ বলে দিতে পারবেন— এমন আশ্চর্য আলাদীন-প্রদীপের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। কারণ, যে হারে বিভিন্ন বিদ্যা প্রসারিত ও উদ্ভাবিত হয়েছে এবং হচ্ছে এবং সেই সংগে বইপত্র যে বিপুল সংখ্যায় ছাপা হচ্ছে তাতে ক'রে একজন লোকের পক্ষে গ্রন্থাগারে সংগৃহীত বইপত্র-দলিলদস্তাবেজের অন্তর্ভুক্ত বিষয়াদির স্মৃতিধর হওয়া সম্ভব নয় বস্তুত এমন চিন্তা করাই বাতুলতা। কিন্তু যেমন নানা ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা মানুষের প্রয়োজন সহজে ও নিত্য উন্নততর ভাবে মেটাচ্ছে, তেমনি গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রেও আজকের গ্রন্থাগারিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সহায়তায় মানুষের জ্ঞানবিদ্যাচর্চায় পুষ্টিসাধন করতে পারেন এবং রীতিমতো করছেনও। এবং এই পুষ্টিসাধন ক্রমশঃই চক্রবৃদ্ধিহারে বাড়ছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় বিশেষ বিশেষ দিক ও ক্ষেত্রের সমন্বয়ে ও সহায়তায় গড়ে উঠেছে আধুনিক গ্রন্থাগার তথা তথ্য বিদ্যা বা বিজ্ঞান। এই বিশেষ বিদ্যা বা বিজ্ঞান আধুনিক গ্রন্থাগারিককে আয়ত্ত করতেই হয়। এবং এর চর্চা বিভিন্ন দেশে ব্যাপকভাবে চলছে।

গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের ইতিহাস অতি প্রাচীন। তারই সংগে আছে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনার বিবর্তন এবং আধুনিক কালের উদ্ভাবিত বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যানির্ভর রূপান্তরিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও পরিচালনার তত্ত্ব। সব মিলিয়ে গ্রন্থাগার সংস্থা

তথ্য বিজ্ঞান যে কত বিরাট রূপ পরিগ্রহ করেছে তা হয়ত আমরা তেমন উপলব্ধি করতে পারতুম না যদি না সমালোচ্য মহাকোষটি প্রকাশিত হত। ইতিপূর্বে আমরা এক খণ্ডে প্রকাশিত স্যাণ্ডোর 'এন্‌সাইক্লোপিডিয়া অফ লাইব্রেরিয়ান-শিপ' নামে কোষগ্রন্থটির সংগে পরিচিত হয়েছি, তাই যখন ১৯৬৮ খ্রীস্টাব্দে উক্ত মহাকোষের প্রথম খণ্ড বেরোল তখন ভাবা গিয়েছিল যে সম্ভবত পনের খণ্ডে এটি সম্পূর্ণ হবে। কিন্তু এ পর্যন্ত সতের খণ্ড বেরিয়েছে এবং সবে আর্ধেক বেরিয়েছে বলতে পারি, যেহেতু 'M' আদ্যাক্ষর সম্বলিত বিষয় সম্ভার সবে স্পর্শ করা হয়েছে। যদি পনের ষোল খণ্ড আরও প্রকাশিত হয় তাহলে এই মহাকোষ হবে ইংরেজি ভাষায় লিখিত বৃহত্তম মহাকোষ।

সমালোচ্য গ্রন্থটি—যার প্রকাশনা এখনো অসম্পূর্ণ—সত্যি একটি মহাকোষ। যে-কোনো মহাকোষের মূল শর্ত হল স্বল্প পরিসরে বিষয় সম্পর্কে প্রামাণিক রচনা প্রকাশ করা। ছোটো ক'রে লেখাই সব চেয়ে শক্ত। মনে পড়ছে মনীষী প্যাস্কালের উক্তি : "মার্জনা করবেন, সময় অল্প থাকাতে বড় চিঠি লিখতে হল, ছোট চিঠি লেখবার সময় নেই।" পরম আশ্বাসের কথা যে এই মহাকোষের লেখাগুলি প্রামাণ্য এবং লেখাগুলি যাঁরা লিখেছেন তাঁদের বেশির ভাগই স্ব স্ব ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ, প্রতকীর্তি। আপাতত প্রকাশিত সতের খণ্ড নেড়ে চেড়ে দেখা গেল বিবরণাত্মক লেখাগুলি হয়েছে যেমন একাধারে তথ্যসমৃদ্ধ ও যথাযথ,তেমনি তত্ত্বমূলক লেখাগুলি হয়েছে তীক্ষ্ণ-গভীর অথচ সহজবোধ্য। একটা যে-কোনো দৃষ্টান্তে—যেমন, 'অ্যামেরিকান লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন' ও 'ক্লাসিফিকেশন থিয়োরি অফ' লেখাদুটি পড়লেই—আমার কথার যাথাতথ্য ধরা পড়বে। বাস্তবিক, বেশির ভাগ লেখাতেই বিষয়ের সারবস্তু এমন পটুত্বের সংগে পরিবেশিত হয়েছে যে মনে হয় এ সম্পর্কে লেখা কোনো আস্ত বইতে এই কথাগুলি অর্থাৎ এই সারবস্তুরই বিশদ ব্যাখ্যা ছাড়া আর কী পেতে পারি। আশা করব এই গুণ প্রকাশিতব্য খণ্ডগুলিতে বাড়বে বৈ কমবে না। লেখাগুলিতে আছে গ্রন্থাগারের সংস্কৃতিগত ও কলাকৌশলগত ঐতিহ্য-পরিচয়, বিভিন্ন গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস, বিশিষ্ট গ্রন্থাগারিকদের জীবনী, এবং আধুনিক গ্রন্থাগার তথা তথ্য বিজ্ঞানের নানা দিক সম্পর্কিত জ্ঞান।

কিন্তু অত্যন্ত প্রশংসাযোগ্য এই গ্রন্থের কিছু কিছু ত্রুটির কথাও উল্লেখ করতে হয়। এক, এতে আমেরিকার কথা কিছু বেশি বলা হয়েছে—আমেরিকার গ্রন্থাগার সম্পর্কিত বিবরণ যত বিশদ ও ছড়ানো তত অন্য কোনো দেশের ক্ষেত্রে নয়। যেমন, আমেরিকার বেলায় তার অঙ্গ রাজ্যগুলির গ্রন্থাগার পরিষদ সম্পর্কে বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সুতরাং পক্ষপাতিত্ব দোষ একটু আছে বৈ কি। দুই, বিষয় নির্বাচন ব্যাপারে কিঞ্চিৎ খামখেয়ালির ভাব দেখা যায়। যেমন, ভারতের কৃষি-গ্রন্থাগার, চিকিৎসা-গ্রন্থাগার ও সাধারণ গ্রন্থাগার সম্পর্কে লেখা আছে, অথচ শিক্ষায়তন-গ্রন্থাগার বিষয়ে কোনো লেখা নেই। তেমনি ভারতীয় বিশেষ গ্রন্থাগার পরিষদ (IASLIC) এর বিবরণ আছে, কিন্তু ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ (Indian Library Association) অনুল্লেখিত। তিন, স্থানে স্থানে বিষয়ের তাত্ত্বিক দিকের ওপর আলোকপাত না ক'রে তার বিবরণের দিকটা তুলে ধরা হয়েছে। যেমন, গ্রন্থাগার সহযোগিতা বা সমবায় (Library Cooperation) সম্পর্কে কোনো সাধারণ বা তত্ত্বগত লেখা নেই ; যা আছে তা হল বিলেতে ও ল্যাটিন আমেরিকায় এই ব্যবস্থা কতখানি ও কীভাবে রূপায়িত হয়েছে তার বিবরণ। যুক্তরাষ্ট্রের গ্রন্থাগার আইন-ব্যবস্থার বিবরণ আছে, অথচ গ্রন্থাগার আইনের তত্ত্বগত আলোচনা সন্নিবেশিত হয় নি। এমন কি তথ্য-বিজ্ঞান সম্পর্কেও কোনো তাত্ত্বিক আলোচনা দেখা যায় না। এমন দৃষ্টান্ত আরো আছে। চার, গ্রন্থাগার তথা তথ্য বিজ্ঞানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় এমন বিষয়ের ওপর লেখাও দেখা গেল। যেমন, সাহিত্য পুরস্কার (Literary awards) -এর ওপর লেখাটি। এই গ্রন্থে এই লেখা কে খুঁজবে ?

বিষয় বিন্যাস ও প্রসঙ্গ-সম্পর্ক-নির্দেশ (cross reference)-ও ত্রুটিমুক্ত নয়। যেমন, বর্গীকরণের ওপর দুটি লেখা—Abstract classification ও classification, Theory of—বর্ণানুযায়ী বিন্যাসের ফলে বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে ; আবার আরো একটি লেখা—Natural Classification—প্রাসঙ্গিক খণ্ডে স্থান পাবে, যার ফলে এই বিক্ষিপ্তি আরো বাড়বে। উক্ত লেখাগুলি classification শিরোনামে একত্র আনলে পাঠকের পক্ষে বেশি সুবিধার উপযোগী হত। Abstract Classification নামক রচনাটির প্রথমেই প্রসঙ্গ-সম্পর্ক-নির্দেশ হিসেবে জানানো

হয়েছে see also classification; Natural classification। কিন্তু শুধু classification শীর্ষক কোনো লেখা নেই, যা আছে তা হল classification—Theory of; এবং এই রচনার প্রথমে বা শেষে কোনো প্রসঙ্গ-সম্পর্ক-নির্দেশ নেই। ফলে, পাঠকের পক্ষে এই রচনার মাধ্যমে Abstract classification বা Natural classification প্রসঙ্গে যাবার উপায় নেই।

তবে এসব ত্রুটী তেমন ধর্তব্যের মধ্যে নয়। এবং এদের অনেকটাই প্রকাশিতব্য সূচীতে সংশোধিত করা সম্ভব। সংশোধন হয়ত হবেও। মোট কথা, এই মহাকোষ শারুবিক এক বিস্ময়কর প্রকাশন। গ্রন্থাগার তথা তথ্য-বিজ্ঞান সম্পর্কে পঠন-পাঠন ও সবরকম অনুসন্ধিৎসা মেটাবার জন্যে এই গ্রন্থ অপরিহার্য। এমন বৃহৎ ও মহৎ কাজের জন্যে সম্পাদক ও প্রকাশক উভয়েই অকুণ্ঠ সাধুবাদ ও সীমাহীন কৃতজ্ঞতা পাবার অধিকারী হয়ে রইলেন।

পরিশেষে একটি কথা। প্রশ্ন হতে পারে, এই গ্রন্থে ভারত কতখানি উপস্থিত। অর্থাৎ ভারতের গ্রন্থাগার-ব্যবস্থাদি সম্পর্কে অথবা ভারতীয় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানীর দ্বারা লিখিত লেখা কতখানি এই মহাকোষে স্থান পেয়েছে। উত্তরে বলব, মন্দ নয়। ভারত সম্পর্কিত লেখাগুলির বিষয় হল—(১) গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান সংক্রান্ত শিক্ষা-ব্যবস্থা, (২) সূচীকরণ ও বর্গীকরণ বিভাগে ভারতের অবদান; (৩) কৃষি গ্রন্থাগার; (৪) চিকিৎসা গ্রন্থাগার, (৫) সাধারণ গ্রন্থাগার, (৬) জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী, (৭) জাতীয় গ্রন্থাগার, (৮) সাময়িকী সাহিত্য, (৯) বিশেষ গ্রন্থাগার পরিষদ (IASLIC); (১০) জাতীয় বৈজ্ঞানিক তথ্য সরবরাহ কেন্দ্র (INSDOC); (১১) তথ্যপঞ্জী বিষয়ক ভারতীয় মানকসংস্থা-বিধি। উক্ত লেখাগুলি ভারতীয় গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানীর দ্বারাই লিখিত। তার মধ্যে অধ্যাপক নীলমেঘন দ্বারা লিখিত প্রথম প্রবন্ধ, এবং অধ্যাপক গণেশ ভট্টাচার্য লিখিত দ্বিতীয় প্রবন্ধ গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের পঠন-পাঠন নিয়ে যাঁরা ব্যস্ত তাঁদের সকলেরই পড়া উচিত।

এ কথাও উল্লেখ্য যে এই মহাকোষের অন্তর্ভুক্ত বর্গীকরণ তত্ত্বের ওপর প্রবন্ধটি রচনার গুরু দায়িত্ব বহন করেছেন অধ্যাপক নীলমেঘন। স্পষ্টতই, বর্গীকরণ তত্ত্বে ভারতীয় অবদানের জন্যেই একজন ভারতীয়ের ওপর উক্ত দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে।

ড আদিত্য ওহদেদার

সম্প্রতি প্রকাশিত নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা (২/৫)

সংকলক : অচিন্ত্য মল্লিক

১। **অজিতকুমার ঘোষ। শরৎচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্য বিচার।** ২য় পরিবর্ধিত সংস্করণ। কলকাতা, শিল্পীসংস্থা, ১৬৩, আহিরীটোলা স্ট্রীট, ১৯৭৬। ৫৯০ পৃঃ। মূল্য : ২৮.০০।

২। **অতুলচন্দ্র সেন। শতাব্দীর সাধনা।** কলকাতা, অতুলচন্দ্র স্মারক সমিতি, ২৪০, যোধপুর পার্ক, ১৯৬৭। ৬০০ পৃঃ। মূল্য : ১৮.০০।

৩। **গৌরী ধর্মপাল। মালঞ্চীর পঞ্চতন্ত্র।** কলকাতা, রূপা, ১৯৭৬। ২৭৪ পৃঃ। মূল্য : ১৫.০০।

৪। **জিম করবেট। জিম করবেট অমনিবাস।** কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, ১৯৬৭। অনুবাদিকা ও সম্পাদিকা : মহাশ্বেতা দেবী। ১ম খণ্ড। ৪৫৮ পৃঃ। মূল্য : ২৫.০০।

৫। **তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী। অশরীরী।** কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৭৬। ১৩০ পৃঃ। মূল্য : ৭·০০।

৬। **তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী। বহুরূপে দেবতা তুমি।** কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৭৬। ২২৪ পৃঃ। মূল্য : ১২·০০।

৭। **নীরদকুমার গুপ্ত। স্বাধীনতা সংগ্রামের স্মৃতি।** শিলচর, নির্মলেন্দু গুপ্ত, দেশবন্ধু রোড, ১৯৭...। ২৫৬+৮৮ পৃঃ। মূল্য ১০·০০।

৮। **পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য্য। বাংলা ভাষা।** কলকাতা, জিজ্ঞাসা, ১৯৭৬। ৩০৬, [২] পৃঃ। মূল্য ১৮·০০

৯। **পুরাণম্ সুব্রহ্মণ শর্মা ও বাকাটি পাণ্ডুরঙ্গ রাও। কথাভারতী : তেলুগু গল্প সংগ্রহ।** অনুবাদিকা : ইন্দ্রানী সরকার। নয়াদিল্লী, ন্যাশনাল বুক ট্রাষ্ট, ১৯৭৬। ৪৫১ পৃঃ। মূল্য টাঃ ১৫·২৫।
[তেলুগু গল্পের বঙ্গানুবাদ]

১০। **বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়। বনফুলের নূতন গল্প।** কলকাতা, বাণীশিল্প, ১৯৭৬। ১৫৩ পৃঃ। মূল্য : ৮·৫০।

১১। **বিক্রমাদিত্য। ইজরায়েল।** কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৭৬। ২৪২ পৃঃ। মূল্য ১৪·০০।
[আরব—ইস্রায়েলী যুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত]

১২। **মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়। অপ্রকাশিত মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় : ডায়েরি ও চিঠিপত্র।** সম্পাদনা : যুগান্তর চক্রবর্তী। কলকাতা, অরুণা প্রকাশনী, আগষ্ট ১৯৭৬। ৩৪৯ পৃঃ। চিত্র। মূল্য ২৫·০০।

১৩। **রঘুনাথ মল্লিক। কালিদাস প্রতিভা।** কলকাতা, ইউ. এন্. ধর এ্যাণ্ড সন্স (প্রাঃ লিঃ)। ৪৭২, [২] পৃঃ। মূল্য ১৬·০০।

১৪। **রবার্ট ব্লচ। সাইকো।** অনুবাদক : সৌরীন রায়। কলকাতা, পত্রপুট, ১৯৭৬। ১৬৬ পৃঃ। মূল্য ৮·০০। মূল্য : ৮·০০।

১৫। **শঙ্করী প্রসাদ বসু। ক্রিকেট অমনিবাস।** কলকাতা, মণ্ডল বুক হাউস, ১৯৭৬। ১ম খণ্ড। ৪২৮ পৃঃ। মূল্য ১৬·০০।

শঙ্করীপ্রসাদ বসু। বিবেকা[illegible] সমকালীন ভারতবর্ষ। কলকাতা, মণ্ডল বুক হাউস, ১৯৭৬। ২য় খণ্ড। ৩৯৫ পৃঃ। মূল্য ২০·০০।

১৭। **সুকুমার রায়। ভারতীয় সঙ্গীত : ইতিহাস ও পদ্ধতি।** কলকাতা, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়, ১৯৭৫। ২১২ পৃঃ। মূল্য ১২·০০।

১৮। **সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ; প্রধান সম্পাদক। সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান।** কলকাতা, সাহিত্য সংসদ, ১৯৬৭। ৬৩৮ পৃঃ। মূল্য ৪০·০০।
[প্রায় সাড়ে তিন সহস্র জীবনী-সম্বলিত আকর-গ্রন্থ]।

১৯। **সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। বাঙ্গলাভাষা-প্রসঙ্গে।** কলকাতা, জিজ্ঞাসা, ১৯৭৫। ৩৬৮ পৃঃ। মূল্য ৩০·০০।

২০। **সুনীল চৌধুরী। দুস্তর দুর্গমের পথে।** কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৭৬। ১১৬ পৃঃ। মূল্য ৬·০০।
[পর্বতারোহণ বর্ণনা]।

২১। **সুশীলকুমার সেন। শ্রীরামদাস প্রশস্তি।** কলকাতা, বীণাপাণি সেন, ১৯৭৬। ১ম খণ্ড। ২১৫ পৃঃ। মূল্য ৮·০০।

পরিষদ কথা

মেদিনীপুর জেলা সমাজ শিক্ষা অফিসারের সঙ্গে সাক্ষাৎকার

গত ২রা আগষ্ট মেদিনীপুর জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীঅশ্বিনী সেনের অন্যায় ও অহেতুক কর্মচ্যুতির বিষয়ে প্রতিবাদ জানানোর উদ্দেশ্যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগারের যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীসুবেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেন্ট স্পনসর্ড কর্মীসমিতির সম্পাদক শ্রীবিশ্বনাথ কোলে মেদিনীপুর জেলা সমাজ শিক্ষা অফিসারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

অন্ধ্রপ্রদেশ পাবলিক লাইব্রেরি অ্যাক্ট রিভিউ কমিটির সঙ্গে গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিনিধিদের আলোচনা

গত ১০ই আগষ্ট জাতীয় গ্রন্থাগারে অন্ধ্রপ্রদেশ পাবলিক লাইব্রেরি অ্যাক্ট রিভিউ কমিটির সদস্যদের সঙ্গে তাঁদের প্রশ্নাবলীর ভিত্তিতে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের এবং বিশেষ গ্রন্থাগার ও তথ্য সরবরাহ কেন্দ্রের ভারতীয় পরিষদের প্রতিনিধিরা বেলা ১১টায় আলোচনায় বসেন। আইন ভিত্তিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কাঠামো কিভাবে তৈরী হলে রাজ্যব্যাপী গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সুনিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে পরিচালিত হতে পারে, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষার বিভিন্ন স্তর কিভাবে সংগঠিত হতে পারে এবং পরস্পরের প্রতি সুনির্দিষ্ট সম্পর্ক কিভাবে গড়ে তোলা যায়, সুষ্ঠু পুস্তক নির্বাচনের সাহায্যে কি ভাবে জনসাধারণকে সাহায্য করা যায় প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের উপর সুদীর্ঘ আলোচনা হয়। এই আলোচনায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিনিধিত্ব করেন শ্রীসুবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীচঞ্চলকুমার সেন, বিশেষ গ্রন্থাগার ও তথ্য সরবরাহ কেন্দ্রের ভারতীয় পরিষদের প্রতিনিধিত্ব করেন শ্রীফণিভূষণ রায় ও শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেন্ট স্পনসর্ড কর্মী সমিতির প্রতিনিধিদের D. D. P. I. (Social education) এর সঙ্গে সাক্ষাৎকার

মেদিনীপুর জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীঅশ্বিনী সেনের অন্যায় ও অহেতুক কর্মচ্যুতির প্রতিবাদে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর নিকট প্রেরিত স্মারক লিপির ভিত্তিতে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেন্ট স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীসমিতির পক্ষে সর্বশ্রী প্রবীর রায় চৌধুরী, সুবেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যব্রত সেন, চঞ্চল কুমার সেন, অজয় ঘোষ ও অরবিন্দ ঘোষ D D P I. (Social education) ডঃ সুশীল গুপ্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং এ বিষয়ে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবী জানান।

মেদিনীপুর জেলা সমাজ শিক্ষাধিকারিক এবং জেলা শাসক সমীপে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পঃ বঃ গভঃ স্পনসর্ড কর্মী সমিতির প্রতিনিধিদল

মেদিনীপুর জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীঅশ্বিনী সেনের অন্যায় ও অহেতুক কর্মচ্যুতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও ক্ষোভ জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পঃ বঙ্গ গভর্ণমেন্ট স্পনসর্ড কর্মী সমিতির এক প্রতিনিধিদল মেদিনীপুরের জেলা শাসক এবং জেলা সমাজ শিক্ষাধিকারিকের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে ছিলেন বিগত ২৫শে আগষ্ট, ১৯৭৬ তারিখে। প্রতিনিধি দলে ছিলেন সর্বশ্রী সুবেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ কোলে, প্রবীর রায় চৌধুরী, অনিল দত্ত, চঞ্চল সেন, অজয় ঘোষ এবং মৃত্যুঞ্জয়।

প্রতিনিধি দল জেলা শাসক শ্রীদীপক ঘোষ মহাশয়কে তাঁদের বক্তব্য জানান এবং তিনি যথাসাধ্য ও যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দেন। জেলা সমাজ শিক্ষাধিকারিক মহাশয় তাঁর দপ্তরে না থাকায় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ হয়নি।

পরবর্তীকালে বিগত ৫ই সেপ্টেম্বর শ্রীফণিভূষণ রায় ও শ্রীবিশ্বনাথ কোলের নেতৃত্বে সাতজন প্রতিনিধি জেলা সমাজ শিক্ষাধিকারিকের সঙ্গে আলোচনা করেন

মেদিনীপুর জেলা গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা সভা

বিগত ৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৬ তারিখে মেদিনীপুর কে, ডি, কলেজ অব কমার্স হলে মেদিনীপুর জেলার গ্রন্থাগার অনুরাগী ও কর্মীদের ব্যাপক অংশগ্রহণে সমৃদ্ধ এই সভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ শ্রীজিতেন্দ্র কুমার ঘোষ।

জেলা গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও জেলা গ্রন্থাগার এবং সামগ্রিক ভাবে গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সহ-সভাপতি শ্রীফণিভূষণ রায় ও পঃ বঃ সরকার পোষিত গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির কর্মসচিব শ্রীবিশ্বনাথ কোলে। গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা এবং মেদিনীপুর জেলার গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমস্যা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ডঃ রমা চৌধুরী, ডঃ মনমোহন দত্ত, ছাত্র নেতা জগবন্ধু মণ্ডল, যুবনেতা অরুণ গোস্বামী, সরকারী কর্মচারী নেতাদ্বয় সত্যেন ভট্টাচার্য্য ও রঞ্জিত শিকদার এবং শিক্ষক নেতা শিবরাম বসু। কর্মচ্যুত গ্রন্থাগারিক শ্রীঅশ্বিনী সেন জেলা গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন এবং তিনি ও আরও বিভিন্ন বক্তা এই অযৌক্তিক ও অন্যায় বরখাস্তের প্রতিবাদ জানান ও প্রতিকার দাবী করেন।

সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাবে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন, জেলা ও গ্রামীণ স্তরে জনসাধারণের উপযোগী পুনর্গঠন এবং নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষ শ্রীঅশ্বিনী সেনের পুনর্বহালের দাবী করা হয়।

পরিষদ ভবনে পশ্চিমবঙ্গের জেলা গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতি ও সম্প্রসারণ সম্পর্কে আলোচনা সভা

বিগত ১২ই সেপ্টেম্বর, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ভবনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পঃ বঃ সরকার পোষিত গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির যৌথ উদ্যোগে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতি ও সম্প্রসারণ সম্পর্কে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় শ্রীফণিভূষণ রায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে।

আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন সর্বশ্রী প্রবীর রায় চৌধুরী, মদন মল্লিক, অনিল দত্ত, রামরঞ্জন ভট্টাচার্য, সত্যব্রত সেন, অজয় ঘোষ, সুধেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অমলাংশু সেনগুপ্ত।

গৃহীত প্রস্তাবে অবিলম্বে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করা হয় এবং আইন প্রবর্তন সাপেক্ষ জেলাসমূহের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ ও যথাযথ মূল্যায়নের জন্য একটি কমিটি গঠনের অনুরোধ করা হয়। এছাড়া মেদিনীপুর জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীঅশ্বিনী সেনের কর্মচ্যুতিতে গভীর উদ্বেগ ও প্রতিবাদ জ্ঞাপন এবং তাঁর পুনর্নিয়োগের দাবী করা হয়। কর্মচ্যুত সহকর্মীর প্রয়োজনে তাঁর সাহায্যার্থে একটি অর্থভাণ্ডার গঠন ও তাতে অকৃপণ সাহায্যেরও আবেদন জানান হয়।

গ্রন্থাগার সংবাদ

তমলুক জেলা গ্রন্থাগারের উদ্যোগে পাঠশিবির

গত ২২শে আগষ্ট ১৯৭৬ তমলুক মেচাদা মোটর রাস্তার পার্শ্বে আস্তারা আদর্শ পাঠাগারে তমলুক জেলা গ্রন্থাগারের ব্যবস্থাপনায় গ্রন্থাগারাধ্যক্ষ শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য পরিচালিত পাঠশিবিরটি বেলা ২টা ৩০ মিঃ থেকে ৬টা ৩০ মিঃ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। ৩৭ জন পাঠক পাঠিকা এই শিবিরে পুস্তকাদি পাঠ করে আনন্দলাভ করেন। জেলা গ্রন্থাগারের পুস্তকাদি পাঠে আস্তরা গ্রামের আদর্শ পাঠাগারে এই সুন্দর পাঠের হাট দেখিবার জন্য অনেক লোক উপস্থিত হন। যে যার পছন্দ মত বই বেছে নিয়ে আপন মনে যন্ত্রচালিতের মত অভূতপূর্ব শৃঙ্খলায় সকলেই নিঃশব্দে পাঠে মনোনিবেশ করেন। পাঠশেষে বইটি যথাস্থানে জমা রেখে যার যার আপনমনে বাড়ী চলে যান। ১০ জন পাঠক ও স্বগৃহে পাঠরতা ৫ জন মহিলা অপরাহ্ন ৬টায় বই জমা দেন এবং ঐ বইগুলির পাঠ অসম্পূর্ণ থাকায় পরের রবিবারে পুনরায় ঐ বইগুলির বাকী অংশ পড়বার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন এবং এই ব্যবস্থা যাতে সম্বৎসর ধরে চলতে থাকে তার জন্যও অনুরোধ রাখেন প্রতিষ্ঠান সভাপতি শ্রীদুর্গাপ্রসাদ মজুমদার মহাশয়ের মাধ্যমে। পরিমিত ব্যবধানে গল্পের আসরটিও বেশ জম জমাট হয়।

২৯।৮।৭৬ তারিখের পাঠশিবির আস্তারা ও পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোকদিগের মধ্যে খুবই উৎসাহের সঞ্চার করে এবং পাঠক পাঠিকার সংখ্যা হয় ৫১ জন। আরও অনেক লোক দর্শনার্থীরূপে ভিড় করেন। কিন্তু নিয়ম শৃঙ্খলা রক্ষায় বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়নি। বৃদ্ধ লোকদিগের সমাগমও এই দিনে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পাঠশিবিরে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ এসে আগ্রহ প্রকাশ করেন। যাঁরা নিরক্ষর তাঁদের জন্যেও পাঠশিবিরের বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তমলুক গ্রন্থাগার এই কর্মসূচীর মাধ্যমে সমাজে জনসাধারণের মধ্যে পাঠস্পৃহা বাড়িয়ে তুলছে।

তমলুক জেলা গ্রন্থাগারে শ্রীঅরবিন্দ জন্মবার্ষিকী

ভারতের স্বাধীনতা দিবস ও অরবিন্দ জন্ম বার্ষিকী ১৫ই আগষ্ট সন্ধ্যায় তমলুক জেলা গ্রন্থাগার ভবনে এক বিচিত্রানুষ্ঠানের মধ্যে উদযাপিত হয়। পৌরোহিত্য করেন প্রবীণ ক্রীড়াবিদ, সাহিত্যরসিক, তমলুকের রাজনৈতিক ইতিহাস-প্রণেতা ও আইনজীবি শ্রীহরিসাধন সরকার। শ্রীঅরবিন্দের জীবনদর্শন আলোচনা করেন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ও অধ্যাত্ম সাধনায় পরিপ্রেক্ষিতে। আবৃত্তি, পাঠ গীতি আলেখ্য খুবই উপভোগ্য হয়। শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র দাস ১৬ জন মহিলা ও পুরুষ শিল্পী সমন্বয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে শ্রীঅরবিন্দের অবদান বিষয় গীতি-আলেখ্যটি পরিবেশন করেন। সবশেষে জেলা গ্রন্থাগারাধ্যক্ষ শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য্য শ্রীঅরবিন্দের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন ও উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান।

বিদ্রোহী কবি নজরুলের মৃত্যুতে শোকসভা, তমলুক জেলা গ্রন্থাগার

বিগত ৩১. ৮. ৭৬ তাং বিকেল ৫ টায় সময় তমলুক জেলা গ্রন্থাগারে কর্মী ও পাঠকদের নিয়ে নজরুলের মৃত্যুতে একটি শোক সভার আয়োজন করা হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন জেলা গ্রন্থাগারিক শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য্য।

কালনা মহকুমা গ্রন্থাগারের সভ্যগণ কর্তৃক শরৎ জন্মশতবার্ষিকী উৎসব, কালনা

গত ২৯—৩১ আগষ্ট কালনা মহকুমায় শরৎ শতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। কালনা মহকুমা গ্রন্থাগারের সভ্যগণ কর্তৃক শরৎচন্দ্রের নাটক 'কাশীনাথ' অভিনীত হয়। কালনা কলেজ প্রাঙ্গনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন শাখা কর্তৃক চলচ্চিত্রে শরৎচন্দ্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন কালনা মহকুমা গ্রন্থাগার প্রাঙ্গনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি

হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত সাংবাদিক ও সাহিত্যিক শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু।

ইয়াসলিক (IASLIC) পাঠচক্র, কলিকাতা

এই সংস্থার ১৫-তম পাঠচক্র গত ২৮শে আগষ্ট জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার 'কুকুপ হলে' অনুষ্ঠিত হয়। বিষয়—Computers : Available technology and its use in Information System in India. বক্তা—শ্রী জি. পি. আগরওয়াল, পেন্‌সিলভানিয়ার রবার্ট মরিস্ কলেজের গ্রন্থাগার বিভাগের সহকারী পরিচালক। সভাপতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার উপ-প্রধান পরিচালক ডঃ এস. ভি. পি. আয়েঙ্গার।

শিশু গ্রন্থাগারের শিলান্যাস

বেলঘরিয়া নেতাজী শিশু উদ্যানে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে শিশু গ্রন্থাগারের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন কামারহাটি পৌরসভার একজিকিউটিভ অফিসার আর.কে. মৈত্র। তিনি এই উদ্যোগের জন্য সদস্যদের ধন্যবাদ দেন এবং পৌরসভা হতে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন।

প্যারীমোহন স্মৃতি গ্রন্থাগার, বেলঘরিয়া ২৪ পরগণা ৭২তম প্রতিষ্ঠাদিবস ও শিক্ষক দিবস উদযাপন

প্যারীমোহন স্মৃতি গ্রন্থাগারের ৭২তম প্রতিষ্ঠা দিবস ও শিক্ষক দিবস এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদযাপিত হয়। অনুষ্ঠানে গ্রন্থাগারের সম্পাদক কার্য্যবিবরণী পেশ করেন। স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিরা আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।

গ্রন্থাগার গৃহের সম্প্রসারণের জন্য সম্পাদক জনসাধরণের সহযোগিতা প্রার্থনা করেন।

কোন্নগর মিলন সংঘ পাঠাগারে রবীন্দ্রজয়ন্তী

৯ই মে '৭৬ সন্ধ্যায় কোন্নগর মিলনসংঘের পাঠাগার বিভাগে একটি অনাড়ম্বর পরিবেশে রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসব পালিত হয়। উৎসবে সভাপতিত্ব করেন শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়। প্রধান অতিথি ছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ বিভাগের প্রাক্তন ডীন অধ্যাপক সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়। তিনি ভাষণে জনগ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সকলকে বুঝিয়ে বলেন। এই সভায় অপর বক্তা ছিলেন স্থানীয় পৌরপ্রধান শ্রীবিভূ দত্ত। পৌর সভার তহবিল থেকে কিছু আর্থিক সাহায্য প্রদানের কথা তিনি সভায় ঘোষণা করেন। এ ছাড়া সভাপতি কর্তৃক সংঘের নতুন Free Read ng Room এবং Free Coaching class উদ্বোধন করা হয়। পরে রবীন্দ্র সংগীতানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সভার কাজ শেষ হয়।

পল্লীশ্রী পাঠাগারে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন, হাওড়া

প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও পাঠাগার প্রাঙ্গনে স্বাধীনতা দিবস উপযুক্ত মর্যাদা সহকারে উদ্‌যাপিত হয়। পাঠাগারের সভাপতি শ্রীপতিতপাবন পাত্র জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন এবং শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন গ্রন্থাগারিক শ্রীঅশোককুমার দাস। অনুষ্ঠান শেষে শিশুদের মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয়।

পুরুলিয়া জেলা গ্রন্থাগারে আলোচনা সভা

গত ১৭। আগষ্ট '৭৬ পুরুলিয়া জেলা গ্রন্থাগারে পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্ট স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির পুরুলিয়া জেলা শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ উপলক্ষ্যে জেলা গ্রন্থাগারের উন্নতি ও সম্প্রসারণের উপর এক মনোজ্ঞ আলোচনার আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক অপূর্বকৃষ্ণ সান্যাল। অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি ও গ্রন্থাগার কর্মীদের এই আলোচনায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যুগ্ম-কর্মসচিব সুখেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ও অংশ গ্রহণ করেন।

খিদিরপুর অভিযাত্রী পাঠাগার, কলিকাতা

গত ২৭শে জুলাই '৭৬ একাডেমী অফ ফাইন আর্টস মঞ্চে পাঠাগারের বার্ষিক উৎসবে শরৎশতবর্ষ পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন সাহিত্যিক সন্তোষকুমার ঘোষ ও লেডী রাণু মুখার্জী। গীতা চক্রবর্তীর পরিচালনায় শরৎচন্দ্রের "চরিত্রহীন" নাটকটি অভিনীত হয়।

সঙ্কলন : বিজিতি চক্রবর্তী

বার্তা বিচিত্রা

ওয়েষ্ট বেঙ্গল গভর্ণমেন্ট স্পনসর্ড লাইব্রেরী এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশন : নদীয়া শাখা সম্মেলন

স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির নদীয়া শাখার বার্ষিক জেলা সম্মেলন নদীয়া জেলা গ্রন্থাগার, কৃষ্ণনগরে ১৭ই আগষ্ট '৭৬ অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন স্তরের গ্রন্থাগার থেকে ৫৩ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেন। সম্পাদক শ্রীমদনমোহন মল্লিক আয়-ব্যয় সহ বার্ষিক বিবরণী পেশ করেন। সম্মেলনে গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিনিধি ও কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃবৃন্দ বক্তব্য পেশ করেন। নিম্নোক্ত সদস্যদের নিয়ে এক কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়।

সম্পাদক—শ্রীমদনমোহন মল্লিক; সহঃ সম্পাদক—শ্রীরামকৃষ্ণ দে; কোষাধ্যক্ষ—শ্রীরণজিৎ কুমার দাস, সদস্যবৃন্দ—সর্বশ্রী কেশবলাল চক্রবর্ত্তী, সত্য চট্টোপাধ্যায়, রণজিৎ মুখোপাধ্যায়, অনাথনাথ সেন, অলোক সিন্‌হা, প্রদীপ সরকার ও প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়। অডিটর—শ্রীবৃন্দাবন মণ্ডল। সাধারণ সম্পাদক শ্রীবিশ্বনাথ কোলে রাজ্যে সুষ্ঠু গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। ২৪-পরগণার বিদ্যানগর জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীঅমলাংশু সেনগুপ্ত রাজ্যে সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করেন এবং গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলিকে তথ্যকেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলার কথা বলেন। পরিষদের পক্ষ থেকে শ্রীচঞ্চল সেন ও শ্রীশশাংক বাগ্‌চী গ্রন্থাগার আইনের প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যক্ত করেন। নদীয়া জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের কার্য্যকরী সদস্য শ্রীউত্তম গংগোপাধ্যায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়ন ও গ্রন্থাগার কর্মীদের দুরবস্থার কথা আলোচনা করেন। পরিশেষে বিধান সভার সদস্য শ্রীঅরবিন্দ মণ্ডল সভাপতির ভাষণে বলেন, অন্যান্য রাজ্যের মত যাতে পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হয়, তার জন্য তিনি এবং তাঁর সহকর্মীরা আগামী বিধান সভার অধিবেশনে চেষ্টা করবেন।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের নূতন পত্রিকা

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ বিভাগ কর্তৃক Journal of Library & Information Science নামে একটি ষাণ্মাসিক পত্রিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। পত্রিকাটি পরিচালনা করার জন্য অধ্যাপক পি. বি. মঙ্গলা সহ মোট ৫ জন অধ্যাপক নিয়ে একটি সম্পাদকমণ্ডলী গঠিত হয়েছে।

বই আমদানীতে সাময়িক সুযোগ

কোন ব্যক্তি ইচ্ছে করলে বিনা লাইসেন্স-এ বছরে ৫০০ টাকার 'educational books' বিদেশ থেকে আনতে পারেন। তাছাড়া, বছরে আরও ৪০০ টাকার বই আনা যাবে লাইসেন্স থাকলে। গ্রন্থাগার ও শিক্ষায়তনগুলি বছরে ১০,০০০ টাকার বই বিনা লাইসেন্স-এ আনতে পারে। বইগুলি অবশ্যই ছাত্র এবং গবেষকদের পাঠোপযোগী হওয়া বাঞ্ছনীয়।

রক্তের বদলে বই

গত বুধবার ৮।৯।৭৬ তাং নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজে একটি বই-ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। কলেজের ছাত্ররা রক্তদান করে যে টাকা পেয়েছেন তা দিয়ে বই ব্যাঙ্ককে সমৃদ্ধ করা হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও এভাবে রক্তদানের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করে বই কেনা হবে বলে ছাত্ররা ঘোষণা করেন।

শরৎ পুরস্কার

শরৎ জন্মশতবার্ষিকীতে শরৎ সমিতি প্রবর্তিত প্রথম পুরস্কার পেলেন পরলোকগত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁর সমগ্র সাহিত্য সৃষ্টির জন্য। পাঁচ হাজার টাকার এই পুরস্কারটি প্রতি বছর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রচনার জন্য দেওয়া হবে।

শারদ সংকলনে পুরস্কার

সরকারী তথ্য বিভাগ স্থির করেছেন এ বছরে শারদ সংকলনের জন্য পুরস্কার দেওয়া হবে। সকল দিকে উপযুক্ত বিবেচিত হলে শারদ সংকলন এই পুরস্কারের যোগ্য হবে।

সংকলন : বিজন্তি চক্রবর্ত্তী

ENGLISH ABSTRACTS

Granthagar. Vol 26, No 4. July- 76

Editorial on Independence Day and the Library Page 101

Association News Page 102

1. SUSHIL GHOSH MEMORIAL LECTURE, 1976 : This lecture was held on July 18, 1976 at the BLA Building under the presidency of Sri Pramil Chandra Bose, Ex-Librarian of the Calcutta University. The main speaker was Prof. Ajit Kumar Mukhopadhyay. He spoke on 'The Social Recognition of the Qualified Librarians'. President Sri P. C. Bose spoke about the great contribution of Sri Ghosh to the Library Movement in West Bengal. To commemorate his memory this lecture was arranged.

2. ANDHRA PRADESH LIBRARY LEGISLATION REVIEW COMMITTEE AT BLA : On August 9, 1976 at 6-30 p.m. a discussion was held on the activities of the both Andhra State and the West Bengal with the members of the Library Legislation Review Committee of A. P. and the members of the BLA. Sri B. Banerjee Chaudhuri, the Acting Librarian of the National Library was the President.

3. REGARDING THE TERMINATION OF THE MIDNAPORE DISTRICT LIBRARIAN : The library workers of the West Bengal expressed their resentment over the unlawful termination of service of the District Librarian of Midnapore on July 17, 1976. According to the decision of the Bengal Library Association a memorandum was submitted to the Chief Minister, Education Minister and Social Education Officer in this respect.

Other News Page 102

1. STUDY CIRCLE AT BRITISH COUNCIL, CALCUTTA : On July 12, 1976 a Study circle with a book exhibition was held at the British council, calcutta. Smt. Banasari Chakraborty, a B. Lib. Sc. Student, Jadavpur University ; Prof Prabir Roychowdhury, and Dr. A. K. Ohdedar, took part in the discussion. Sri Bimal Majumdar was the President.

2. LENIN AFTER BIBLE : The translation of the Bible is the largest of all translation in the world. Then comes the works of Lenin. Agatha Christe occupies the third place in translation.

3. POSTAL COST REDUCED : On July 6, 1975 there was a sharp rise in postal charges. But recently the expenses of sending books have been reduced.

4. BIBLIOGRAPHY ON MALAYALAM LANGUAGE : The Kerala Sahitya Academy published one volume bibliography in Malayalam Language.

5. TRANSLATION OF RIG-VEDA : Arya Samaj has brought out the English translation of the Rig-veda. The translation was done by Pandit Dharma Das Vidyamartanda.

The Social Recognition of the Qualified Librarians (Contd). By Prof. A. K. Mukhopadhyay Page 103

The first instalment of the Sushil Ghosh Memorial Lecture (1976) is published. The

English abstract will be published with the last instalment.

A tribute to a great scholar. By Sm. Sulekha Gupta. Page 106

Gopinath Kaviraj was a great Scholar and an Indologist. A major portion of his life was spent at Banaras. He was the Librarian of the Queen's College at Banaras. In 1964 the Govt. of India conferred 'Padma Bhusan' on him. He wrote a number of books and articles. He died on June 12, 1976 at Banaras. He was 89.

Bankim Prasanga Granthapanji (4). Comp by Asoke Upadhyay. Page 109

4-th instalment of bibliography on Bankim Chandra Chattopadhyay is published.

List of Recent Publications of Bengali Books (2/4). Comp. by Achintya Mallick. Page 117

Book Review. By Nirmalendu Mukhopadhyay Page 118

GRANTHA SANCHALAN. By Jimut Bahan Roy Calcutta, Firma K. L. Mukherjee, 1974. 7+156 p. Rs 20·00.

The book deals with the administration and organisation of libraries. So long there has been a dearth of such a book in Bengali on this aspect of library science. Shri Roy has fulfilled that gap. He has divided the book into seventeen sections and has discussed them fairly well.

But in spite of a few minor defects, the book will be very much helpful both for the big and small libraries. The author surely deserves credit for this notable addition the field of library science.

ENGLISH ABSTRACTS

Granthagar. Vol. 26, No. 5. August-September '76

Editorial Page 121

Obituary Page 122

Indexing of articles in Indian journals. By Sasankha Bagchi. Page 123

In the modern world periodicals and journals play an important role in the field of research. They generally contain the latest information regarding particular subjects which helps the research scholars in pursuit of their knowledge. Now-a-days periodicals and journals have sprouted like mushrooms and a few of them have indexes of the articles to guide the scholars to the proper sources of information.

These well-indexed journals and periodicals really give useful service to the readers and scholars to their needs.

The Social Recognition of the Qualified Librarians (Contd). By Prof. A. K. Mukhopadhyaya. Page 125

The 2nd instalment of the Sushil Ghosh Memorial Lecture is released. English abstract will be published with the last instaliment.

Bankim Prasanga Granthapanji (5) Comp. by Asoke Upadhyay. Page 129

The last instalment of bibliography on Bankim Chandra Chattopadhyay, a famous novelist in Bengali literature is released.

Book Review. By Dr. A. K. Ohdedar. Page 139

ENCYCLOPEDIA OF LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE. Editors : Allen Kent and Harold Lancour. N. Y., Marcel Dekker, 1968— .

Since World War II Librarianship has sharply turned from its passive role of handing out specific documents expressly wanted by enquirers to the active role of assessing the needs of the reading community and so organize the library system that even the potential needs for information can be effectively served. Librarianship has a long history and with it has mingled the present day's history of the development of Library and Information science. That the picture of the history and the science has gained gigantic proportion is evident from this present multi-volume encyclopedia of which 17 volumes have been published so far.

It is remarkable publication. The articles are very well-written and are authoritative. These deal with the cultural and the technical aspects of libraries, history of libraries and library associations, lives of eminent librarians, the elements of the modern library and information science. The essentials of a subject or topic have been so coherently and cogently presented that one feels that nothing more than verbose elucidation can one expect in a full-fledged book on that subject or topic.

Some minor limitations, however, are visible of which mention may be made of the extensive American bias ; occasional omission of related topics ; want of general discussion on some topics, e.g. library cooperation, library legislation, or even information science ; accommodation of some unrelated topics, e.g. literary prizes ; defects in cross references e.g. 'Classification—Theory of' has not been connected with 'Abstract Classification' and 'Natural Classification'.

List of Selected Publications of Bengali Books (2/5). Comp. by Achintya Mallick.
Page 142

21-titles are included with bibliographical data.

Association News Page 143

Library News Page 145

Other News Page 147

Abstracts : **Gouri Bandyopadhyay**

যার যে পরিমান শক্তি লাইব্রেরী আন্দোলনের জন্য তাই দেন ত দেশের কাজ অনেক এগিয়ে যাবে।—

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মাসিক মুখপত্র

গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রতি

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সংবাদ প্রকাশে আমরা আগ্রহী। গ্রন্থাগারের বিভিন্ন সংবাদ কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টভাবে লিখে সম্পাদকের নামে পাঠান।

পাঠকদের প্রতি

'গ্রন্থাগার' পত্রিকা আপনাদের কেমন লাগছে, কোথায় তার ত্রুটি-বিচ্যুতি, কেমন হলে ভালো হতো নিঃসঙ্কোচে জানান। আপনাদের পরামর্শ যতটা সম্ভব গ্রহণের জন্য চেষ্টা করা হবে।

লেখকদের প্রতি

বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগার আন্দোলন, গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান এবং গ্রন্থাগারের সংগে সংশ্লিষ্ট বিবিধ বিষয়ে রচিত প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য আমরা খুবই আগ্রহান্বিত। প্রতিষ্ঠিত লেখক বিবেচ্য নয়, মূল্যবান লেখা-ই আমরা প্রকাশ করতে চাই। পত্রিকায় প্রকাশের জন্য প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টরূপে লিখে সম্পাদকীয় দপ্তরে পাঠান। আপনার লেখার সাথে সংক্ষিপ্তাকারে English abstract পাঠালে ভালো হয়। কারণ প্রতিটি লেখার English Abstract আমরা প্রকাশ করে থাকি।

প্রকাশকদের প্রতি

'গ্রন্থাগার' পত্রিকা পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সমস্ত গ্রন্থাগারে, ভারতের কয়েকটি বিশিষ্ট গ্রন্থাগারে—এমন কি বিদেশের কয়েকটি গ্রন্থাগারেও নিয়মিত পৌঁছায়। সুতরাং 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া আপনাদের পক্ষে লাভজনক। বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী মলাটের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন।

আমরা গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্পর্কিত এবং বিভিন্ন রেফারেন্স বইয়ের (Encyclopaedia, Dictionary, Directory, Guide Book etc.) সমালোচনা নিয়মিতভাবে প্রকাশ করবার ইচ্ছা রাখি। আপনাদের প্রকাশিত বইয়ের প্রচারের জন্য পুস্তক আলোচনা বিভাগে দু'কপি পাঠান।

সম্পাদক, গ্রন্থাগার
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
পি-১৩৪, সি, আই, টি, স্কীম ৫২
কলিকাতা-৭০০০১৪
(ফোন : ৪৪-৮২৩৩)

Annual Price Rs. 15.00
Single issue Re. 1·50

Licensed to post without prepayment
LICENCE No. WB/CC-CL-2
Postal Regd No. WB/CC—145
Regd No. RN/2674/57

Volume 26 : No. 5 **August-September 1976**

GRANTHAGAR

(The monthly organ of the Bengal Library Association devoted to the advancement of Library Science & Library Movement in West Bengal)

All payments should be sent to :
The Secretary
Bengal Library Association
Central Library,
Calcutta University
Calcutta-700073

All correspondence and papers for publication should be addressed to :
The Editor, Granthagar
Bengal Library Association
P-134, CIT Scheme No. 52
Calcutta-700014
Phone : 44-8566

ENGLISH ABSTRCT 148 To 150 p.

Published by : Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University, Cal-73

Printed by : Sourendramohan Gangopadhyay at the MUDRANEE 131B, Bipin Behari Ganguly Street, Calcutta-700073

Editor : Satyabrata Sen

Associate Editor : Minati Chakrabarti

If undelivered please return to :
Bengal Library Association
P-134, C. I. T. Scheme 52
Calcutta-700014.

২৩ বর্ষ, সংখ্যা ৬ আশ্বিন ১৩৮০

সূচী

বার্ষিক চাঁদা—১৫·০০ সম্পাদক : সত্যব্রত সেন প্রতি সংখ্যা ১·৫০

॥ গ্রন্থাগার পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন ॥

'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া আপনার পক্ষে লাভজনক। কারণ পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে, গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগারানুরাগীদের কাছে পত্রিকা নিয়মিত পৌঁছায়। এ পত্রিকার মাধ্যমে গ্রন্থাগারিকরা পুস্তক নির্বাচন করে থাকেন।

বিজ্ঞাপনের হার

ছাপা অংশের মাইজ	কোন পৃষ্ঠায় কতটা	সাধারণ সংখ্যা টাকা	বিশেষ সংখ্যা টাকা
৮ × ৬ ইঞ্চি	পূর্ণ পৃষ্ঠা ৪র্থ মলাট	২৫০	৪০০
৮ × ৬ ইঞ্চি	পূর্ণ পৃষ্ঠা ২য় ও ৩য় মলাট	২০০	৩৫০
৪ × ৬ ইঞ্চি বা ৮ × ৩ ইঞ্চি	অর্ধ পৃষ্ঠা ঐ	১২৫	২০০
৮ × ৬ ইঞ্চি	সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১২৫	২০০
৪ × ৬ ইঞ্চি বা ৮ × ৩ ইঞ্চি	ঐ অর্ধ পৃষ্ঠা	৭০	১৭৫
৪ × ৩ ইঞ্চি	সাধারণ এক চতুর্থাংশ পৃষ্ঠা	৪০	—

সম্পাদক, গ্রন্থাগার পত্রিকা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি ১৩৪, সি আই টি স্কীম ৫২

কলিকাতা ৭০০০১৪

ফোন : ৪৪-৮৫৬৬

॥ পরিষদ প্রকাশিত কয়েকটি বই ॥

West Bengal Library Directory
(1963 edition) মূল্য ২'০০

বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগার সম্বন্ধে সর্বাধিক তথ্য সম্বলিত একমাত্র প্রামাণ্য গ্রন্থ।

Library Personality & Library Bill for West Bengal
By Dr. Ranganathan মূল্য ২'০০

পশ্চিমবঙ্গে সুসংগঠিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে গ্রন্থাগার আইনের খসড়া করেছিলেন বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানী ড. রঙ্গনাথন।

Library Service in India To-day
মূল্য ৩'০০

মার্কিন সংবাদ প্রতিষ্ঠান ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যুক্ত প্রচেষ্টায় আয়োজিত আলোচনা চক্রের বিবরণ।

নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা
(১৯৬৪ সংস্করণ) মূল্য ৫'০০

আড়াই হাজারের বেশী সুনির্বাচিত বাংলা বইয়ের তালিকা।

রবীন্দ্র সাহিত্যে গ্রন্থাগার
ডঃ বিমল দত্ত প্রণীত মূল্য ২'০০

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের একটি বিশেষ দিক সম্পর্কে আলোকপাত।

গ্রন্থবিদ্যা
ডঃ আদিত্যকুমার ওহদেদার প্রণীত মূল্য ৯'০০

বাংলা শিশু সাহিত্য : গ্রন্থপঞ্জী
বাণী বসু সঙ্কলিত মূল্য ৭'০০

১৮১৮ থেকে ১৯৬২ পর্যন্ত প্রকাশিত প্রায় ৫,৫০০ গ্রন্থ ও ১৫০ সাময়িক পত্রের প্রামাণ্য তালিকা।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
পি-১৩৪ সি. আই. টি. স্কীম ৫২
কলিকাতা-৭০০০১৪

নিয়ে। তাই অনেকের বাসনা উপযুক্ত মর্যাদা মাঝে মাঝে খোয়াতে হয় সীমাবদ্ধতা উত্তরণের শক্তির অভাবে। এক্ষেত্রে আমাদের বাসনা অপূর্ণই থেকে গেল।

●

সুনীল দাস সঙ্কলিত 'মর্মবাণী পত্রিকার রচনা পঞ্জী'র শশিভূষণ বিশ্বাস থেকে মূল অংশ ও সূচী অংশ পরের সংখ্যা পর্যন্ত টানতে হল বলে দুঃখিত।

ইংরেজী সংক্ষিপ্তসার পরের সংখ্যায় যাবে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

৪০তম বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন

বিজ্ঞপ্তি

আগামী আনুমানিক। সঠিক তারিখ জানিয়ে ভিন্ন পত্র পাঠানো হবে। ৫ই ডিসেম্বর '৭৬, রবিবার, ৪ঘটিকায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ৪০তম সাধারণ অধিবেশন পরিষদ ভবনে অনুষ্ঠিত হবে। সকল সদস্যদের উপস্থিতি কাম্য।

পি-১৩৪, সি আই টি স্কীম ৫২, তুষার সান্যাল
কলি-১৪ কর্মসচিব।
২১।১০।৭৬

আলোচ্যসূচী

(১) বিগত সাধারণ অধিবেশনের প্রতিবেদন পাঠ ও অনুমোদন।

(২) বিগত বর্ষের বার্ষিক কার্যবিবরণী।

(৩) বার্ষিক হিসাবপত্র অনুমোদন।

(৪) নতুন কার্যকরী সমিতি নির্বাচন।

(৫) বিভিন্ন প্রস্তাব।

(৬) গ্রন্থাগারে প্রকাশিত উৎকৃষ্টতম প্রবন্ধের জন্য তিনকড়ি দত্ত স্মারকপদক দান।

(৭) বিবিধ।

পরিষদ কথা

সুকান্ত জন্ম জয়ন্তী

বিগত ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৬ তারিখে পরিষদ ভবনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ছাত্র সংযোগ উপসমিতির উদ্যোগে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের ৫০ তম জন্ম বার্ষিকী পালিত হয় এক অনাড়ম্বর সুন্দর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ শিক্ষাক্রমের শিক্ষক ও স্বনামধন্য কবি শ্রীনচিকেতা মুখোপাধ্যায় (ভরদ্বাজ); প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও সমালোচক শ্রীতরুণ সান্যাল।

কুমারী শর্মিষ্ঠা বাগচী ও বুলবুল গাঙ্গুলীর আবৃত্তির মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। বাংলা সাহিত্যে সুকান্ত ভট্টাচার্যের স্থান, তাঁর ভূমিকা এবং অবদান সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত বক্তব্য অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী করে উপস্থাপিত করেন প্রধান অতিথি শ্রীসান্যাল। সভাপতি শ্রী মুখোপাধ্যায় তাঁর অনন্য দীপ্ত ভাষণে সুকান্তের মানুষের প্রতি ভালবাসার উল্লেখ করেন এবং তাঁর চিন্তাকে বাস্তবায়িত করতে আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করেন শ্রীতপন সেন ও শ্রীঅমিতবরণ দাস; সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতা আবৃত্তি করেন শ্রীঅসিত মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমলয় রায়। আলোচনাচক্রে সুকান্তের জীবন ও সাহিত্যের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সুরচিত প্রবন্ধ পাঠ করেন সর্বশ্রী দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়দেব ভট্টাচার্য, অরুণ গোস্বামী ও কমলেন্দু সরকার। 'সুকান্ত আমাদের কাছে কতখানি পৌঁছেছেন' শীর্ষক এক সমীক্ষার প্রতিবেদন পেশ করেন শ্রীঅরুন্ধতী সেনগুপ্ত। সমবেত কণ্ঠে সুকান্ত ভট্টাচার্য রচিত সঙ্গীত পরিবেশন করেন মধ্য কলিকাতার বাচ্চু মেমোরিয়াল কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের শিল্পীবৃন্দ। ছাত্রসংযোগ উপসমিতির সভাপতি শ্রীঅজয় ঘোষ এই ধরণের অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করেন এবং চিন্তা বিনিময়ে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছেন, তাঁদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান, কারণ চিন্তার আদানপ্রদানের মাধ্যমেই সঠিক পথনির্দেশ ও কর্মসূচী গ্রহণ সম্ভব। তিনি সকলকে আরও সক্রিয়ভাবে পরিষদের সাংগঠনিক কাজে অংশগ্রহণে আহ্বান জানান।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শ্রীঅশোক চক্রবর্তী।

ছাত্র-সংযোগ : একটি ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা

অজয় ঘোষ
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চাশোত্তীর্ণবর্ষ গ্রন্থাগার আন্দোলনের বর্তমান মূল্যায়ণ করতে গেলে যেমন এ সত্য অস্বীকার করা যায় না যে এই রাজ্যেই গ্রন্থাগার আন্দোলন সব চেয়ে দীর্ঘজীবী ও প্রাণবন্ত সাংগঠনিক অস্তিত্ব বজায় রেখেছে, তেমন পাশাপাশি এই দুঃখজনক বাস্তবকেও মেনে নিতে হয় যে এই আন্দোলনকে ঈপ্সিত পর্যায়ে উন্নীত করা যায়নি — আমাদের প্রাণবন্ত সংগঠন এখনও আমাদের ন্যূনতম দাবীকে বাস্তবায়িত ও ফলপ্রসূ করবার মতো পর্যাপ্ত শক্তি সঞ্চয় করতে পারেনি, আমরা এখনও এ রাজ্যের ন্যূনতম সাধারণ মানুষের জন্য আইনভিত্তিক অবৈতনিক গ্রন্থাগার-ব্যবস্থা প্রবর্তন করাতে সমর্থ হইনি।

স্বভাবতঃই, কেন পারিনি- এ প্রশ্ন আসে। এর সংক্ষিপ্ততম উত্তর বোধহয় এই যে গ্রন্থাগার আন্দোলন এখনও গণ-আন্দোলনের পর্যায়ে পৌঁছায়নি—গ্রন্থাগার আন্দোলনের দাবী জনগণের দাবী হয়ে ওঠেনি, এবং সমাজের দিক থেকে ব্যাপকতম জনসাধারণের সমর্থন ও সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া কোন দাবীই বাস্তবায়নের আশা করা যায় না। এটাও বুঝতে হবে যে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সাধারণের জনসাধারণের মধ্যে পরিব্যাপ্ত করবার কাজ মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে দিয়ে সম্ভব নয়। সেই কয়েকজন যত নিষ্ঠা নিয়েই তাঁদের ব্রতে ব্রতী হোন না কেন— তাঁদের সহায়ক শক্তি হিসাবে গড়ে তুলতে হবে ব্যাপক কর্মীবাহিনী। এই প্রচেষ্টা চালাতে হয় নতুন সদস্য, নতুন কর্মী সংগ্রহের দিক—বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সমস্ত সম্ভাব্য শক্তি, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময় কর্মী সাংগঠনিক আওতার বাইরে বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে আছেন তাঁদেরকে শিক্ষিত বা সচেতন করে টেনে আনতে হয় সংগঠনের মধ্যে- যাঁরা এই আন্দোলনে ব্রতী হয়ে এর বাণী, এর দাবী নিয়ে যাবেন ব্যাপকতর ক্ষেত্রে।

এরকম এক বিশিষ্ট সম্ভাবনাময় অথচ প্রায়-অনবহিত বিচ্ছিন্ন শক্তি গ্রন্থাগারবিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীরা। পশ্চিমবঙ্গের পাঁচটি কেন্দ্রে কমবেশী চার শ' ছাত্রছাত্রী প্রতি বছর গ্রন্থাগারবিজ্ঞানে শিক্ষাগ্রহণ করেন এবং সাধারণভাবে এঁরা শিক্ষান্তে নিজেদের বিচ্ছিন্ন, ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা শুরু করেন কোন একটা কিছু পাকড়ে ধরবার—উচ্চতর শিক্ষা, চাকরী অথবা ব্যক্তিগত হতাশা, এবং প্রায় সবাই গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রে যেখান থেকে শুরু করেছিলেন সেখানেই ফিরে যান, কেউ কেউ হতাশায় আরও একটু বেশী দূরে।

অথচ এই হতাশা কেন, একথা তাঁদেরকে বোঝান হয় নি (হয়ত না), তাই হতাশা ঘুচবে কি করে তাও তাঁরা জানতে পারেন নি। ফল—গত এক দশকে গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের ব্যাপক অনুপস্থিতি। অথচ নতুন শক্তি না এলে, নতুন কর্মীবাহিনী না এলে কোনও সংগঠনই সক্রিয় থাকতে পারে না বেশীদিন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নেতৃবৃন্দ এটা বুঝেছিলেন, তাই বিগত সাধারণ সভায় নির্বাচিত কাউন্সিল সিদ্ধান্ত করলেন এই সমস্ত বিচ্ছিন্ন শক্তির মধ্যে সংযোগরক্ষার জন্য তাঁদেরকে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সপক্ষে সংগঠিত করবার জন্য 'ছাত্র-সংযোগ উপসমিতি' গঠন করবার। গ্রন্থাগার আন্দোলনের একটা নতুন দরজা খুলে দেওয়া হলো।

উপসমিতি গঠিত হয়েছে প্রায় এক বছর, তাই উপসমিতি কতদূর সাহায্য করতে পারল গ্রন্থাগার পরিষদের সামগ্রিক কাজে—এ প্রশ্ন এসে পড়ে। এবং বলতেই হবে, বেশ সুচিন্তিত কিছু কর্মসূচী নিয়ে কাজ শুরু করলেও সম্ভবতঃ সমস্ত কর্মসূচী কিন্তু অনেকাংশেই খেই হারিয়ে ফেলেছে—দুঃখজনকভাবে উপসমিতির কার্যকলাপ প্রায় আনুষ্ঠানিকতার পর্যায়ে চলে আসছে, এবং একথা বললে সত্যের অপলাপ হবে না যে এই উপসমিতির সদস্যরাও অসহায়ত্ব, ক্ষোভ, আশাভঙ্গ ইত্যাদি মিশ্র মানসিকতার মধ্যে নিষ্ক্রিয়তায় ডুবতে চলেছেন।

অথচ আমরা ভুলতে পারি না যে ছাত্রসংযোগ উপ-সমিতি গ্রন্থাগার আন্দোলনের ঐতিহাসিক প্রয়োজনে একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং অবিচ্ছেদ্য অস্তিত্ব। গ্রন্থাগার আন্দোলনের মূল স্রোতে তরুণ উদ্যোগী কর্মীর উৎসাহ-আবেগ সঞ্চারিত করতে না পারলে এ আন্দোলন পলিমাটির স্তূপে পরিণত হয়ে নির্জীব হ্রদের সৃষ্টি করবে—সুস্থ শক্তিশালী গ্রন্থাগার আন্দোলনের মাধ্যমে জনসাধারণের স্বার্থে তাঁদের নিত্যসঙ্গী গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন করবার ও সক্রিয় রাখবার স্রোতস্বিনী ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যাবে।

মনে রাখা দরকার, আজকের ছাত্র-সংযোগের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব যোগ্যভাবে পালনের উপর আগামী দিনের গ্রন্থাগার আন্দোলন অনেকাংশেই নির্ভরশীল; তাই শত বাধার মুখে যোগ্যতার সঙ্গে এই দায়িত্ব প্রতিটি সদস্যকে পালন করতে সচেষ্ট হতে হবে, সাময়িক আশাভঙ্গজনিত জড়তা অবশ্যই কাটিয়ে উঠতে হবে। তথাকথিত সাংগঠনিক বাধার জবাব সনিষ্ঠ সাংগঠনিক কাজ; ছাত্রসংযোগ উপসমিতির কর্মোদ্যমের মধ্যে যাঁরা সমান্তরাল সংগঠনের ভূত দেখেন, উপসমিতির সক্রিয়তার মাধ্যমেই একমাত্র তাঁদের সংকীর্ণতার চেহারা খুলে দেওয়া যেতে পারে, নিষ্ক্রিয়তার অবক্ষয়ে ডুবে গিয়ে নয়।

তাই সকলকে অনুরোধ করবো, সক্রিয় হোন, সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতের সুষ্ঠু ও বাস্তব মূল্যায়নের ভিত্তিতে নতুন কর্মসূচী গ্রহণ করে প্রতিটি ছাত্রছাত্রী বন্ধুর কাছে গ্রন্থাগার আন্দোলনের বক্তব্য নিয়ে চলুন, তাঁদের সমস্যার একমাত্র সমাধান যে লুকিয়ে আছে সুস্থ ও বলিষ্ঠ গ্রন্থাগার আন্দোলনের সাফল্যের মধ্যে, এটা তাঁদের বোঝান এবং অসংগঠিত সমস্ত শক্তিকে এই আন্দোলনের সম্পৃক্ত শরিকে পরিণত করুন—সেখানেই নিহিত আছে বাধাদানের জবাব। মনে রাখবেন, নদীর স্রোতের মুখে পাহাড়ী ঔদ্ধত্য তাকে আরও বেগবতী করে…।

প্রমীল ঘোষ স্মারক বক্তৃতা—৩

বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিকের সামাজিক স্বীকৃতি

অধ্যাপক অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থ-সম্ভার

গ্রন্থাগারে পুস্তক সংগ্রহ সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞ মন্তব্য করেছেন, যে কোনও গ্রন্থাগারে পুস্তক সংগ্রহের জন্ম অতি প্রাথমিক ও প্রয়োজনীয় মূলসূত্র হচ্ছে অভীপ্সিত লক্ষ্য নির্ধারণ। পাঠক সেবায় যে পুস্তকাদি প্রয়োজন হয় প্রকারান্তরে তা নির্ভর করে গ্রন্থাগারটি কোন্ শ্রেণীর এবং কী তার লক্ষ্যবস্তু। সাধারণ গ্রন্থাগারের বিষয়মুখ হচ্ছে জনসাধারণের চাহিদা এবং প্রয়োজনমত সব রকম পাঠ্যবস্তুর ব্যবহারে পূর্ণ সুযোগ দান, যে সেবায় শ্রেণী, শিক্ষা, ও শুল্কের কোনও বালাই নেই। এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে পাঠকদের সাহায্য করা বিধি-বহির্ভূত আত্ম-শিক্ষায় এবং বিধিমত শিক্ষিতদের উচ্চতর জ্ঞানের পুষ্টি সাধনে সকলের সম্ভাব্য চাহিদা মেটানো, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও পৌর সংক্রান্ত কার্যাকলাপে দল ও সংস্থা নির্বিশেষে সমর্থন করা; এবং স্বাস্থ্যকর চিত্ত-বিনোদন-মূলক বই জোগানো। অপরদিকে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের বিষয়মুখও পঞ্চমুখী—জ্ঞান ও ভাবের সংরক্ষণ; শিক্ষাদান ও অধ্যাপনা, গবেষণা, গ্রন্থাদি প্রকাশ করা এবং মৌলিক গবেষণার ব্যাখ্যা করা। আবার বিশেষ গ্রন্থাগারের লক্ষ্যবস্তু হচ্ছে মূলতঃ তথ্য বিকীরণ সম্পর্কিত।

গ্রন্থ-সম্ভার সংগঠনে এ ছাড়া আরো কিছু প্রাথমিক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে, যেমন গ্রন্থনির্বাচনের দায়িত্ব কার উপর অর্পিত; পুস্তকাদি ক্রয়ের জন্ম অনুদানের দায়িত্ব কার, পুস্তক-নির্বাচনে কারা সহযোগিতা করবেন গ্রন্থাগারিকের সঙ্গে,

ইত্যাদি। বাস্তবধর্মী প্রগতিশীল গ্রন্থাগারিক গ্রন্থ-সংগ্রহে প্রবৃত্ত হবেন এই আত্ম-প্রত্যয় নিয়ে যে তাঁকে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে হ'লে মূল আদর্শের উপর তাঁর নিষ্ঠা থাকবে অটল এবং স্বীয় ব্যক্তিগত বিচার বুদ্ধির উপর থাকবে অটুট আস্থা। তবেই তিনি পাঠকের রুচি, চাহিদা ও প্রয়োজন মত গ্রন্থ-সম্ভার গড়ে তুলতে সক্ষম হবেন। উন্নত দেশগুলিতে দেখা যায় পাঠবস্তু সংগ্রহ ও নির্বাচনের দায়িত্ব, বিশেষ করে সাধারণ গ্রন্থাগারে, গ্রন্থাগারিকের উপরেই বর্তিত। নির্বাচন-সমিতি থাকলেও সেগুলি প্রতিবন্ধক হয় না। সে ক্ষেত্রে একটি সুসমঞ্জস গ্রন্থ-সম্ভার সংগঠন সহজ হয়। দুঃখের বিষয়, এ অবস্থার বিস্তর ব্যতিক্রমও দেখা যায়। আমাদের দেশে তো বটেই, এমনকি বিদেশেও। নির্বাচন পদ্ধতিতে ব্যতিক্রম হ'লে বা সংঘর্ষ হ'লে ক্ষতিগ্রস্ত হন পাঠক সম্প্রদায়, গ্রন্থাগারিক হ'ন অপমানিত এবং স্বভাবতই তাঁর কর্মস্পৃহায় আসার শৈথিল্য হয়ে আসে। ফলে, গ্রন্থাগারও বিপন্ন হয় স্বাভাবিক পুষ্টির অভাবে। অগণিত উদাহরণ আছে আমাদের গ্রামীন, আঞ্চলিক, সহর ও জেলা-ভিত্তিক এবং কেন্দ্রীয় সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিতে, যেখানে গ্রন্থাগারিককে তুচ্ছ করে রাজ্যের সমাজ-শিক্ষা বিভাগের আধিকারিক এবং জেলা-শাসক প্রভৃতি পুস্তক নির্বাচনে স্বেচ্ছাচারিতা করে থাকেন। কখনও কোনও পারিবারিক সংগ্রহ থেকে যথাযথ মূল্যায়ন না করেই, অকার্যকরী কিছু পুরানো বই এনে গ্রন্থাগারিকের মাথায় চাপিয়ে দেওয়া হয়, কখনও কলেজ ষ্ট্রীটের কোন পেটোয়া পুস্তক বিক্রেতার অবিক্রীত বই এর বোঝার ভার লাঘব করা হয় পূর্বাপর বিবেচনা না করেই ; কখনও আবার বেশকিছু বই কেনা হয়—যেগুলি হয় গ্রন্থাগারে আছে এমনকি অব্যবহৃত অবস্থায় আলমারিতে পড়ে আছে। পাঠকের চাহিদা, পাঠকের রুচি, গ্রন্থের যথাযথ মূল্যায়ন, গ্রন্থাগারিকের মতামত সব কিছু জলাঞ্জলী দিয়ে পুস্তক-সংগ্রহে যদি ব্যাভিচার এসে পড়ে, তাহলে আমাদের এই সীমিত-সংখ্যক সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি অচিরেই অকেজো হয়ে পড়বে। আমি অবশ্য সুনির্দিষ্ট পন্থার ব্যতিক্রমের কথাই বললাম। এসব যে সব ক্ষেত্রে ঘটে তা নয়। তবে ব্যাধিটি সংক্রামক হবার সম্ভাবনা রাখে।

বক্তব্য আমার অপ্রাসঙ্গিক নয় আরো এই কারণে যে সরকারের অর্থ সাহায্যের কৃচ্ছতা দৌরাত্ম্যজনক। নীচের সারণীটি এ সম্পর্কে প্রকাশ যোগ্য। কারণ আমাদের রাজ্যে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রকৃত রূপ এতে দৃষ্ট হয়।

	রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার	জেলা-ভিত্তিক গ্রন্থাগার	সহরভিত্তিক গ্রন্থাগার	আঞ্চলিক ও গ্রামীন গ্রন্থাগার
বার্ষিক বরাদ্দ পুস্তক ক্রয়ের জন্য	৩০,০০০ টাকা	৩,০০০ টাকা	১,৮০০ টাকা	শূন্য (?)
বার্ষিক বরাদ্দ আনুসঙ্গিক ব্যয়ের জন্য	১,০০০ টাকা	২,০০০ টাকা	১,২০০ টাকা	৬০০ টাকা

কিছুকাল আগে 'রাজা রামমোহন রায় গ্রন্থাগার ফাউণ্ডেশন্' নামে একটি সরকারী উদ্যোগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফাউণ্ডেশন্ বই কেনার খাতে টাকা খরচ কচ্ছেন। এই বাবদ তহবিলে রাজ্য সরকার যত টাকা দেবেন ফাউণ্ডেশন্ তার দ্বিগুন দামের পুস্তক সরবরাহ করবেন বিভিন্ন গ্রন্থাগারে। এ বন্দোবস্তেও ত্রুটী হচ্ছে শুরু থেকেই। বই এর চাহিদা বা প্রয়োজনের ভিত্তিতে বই সরবরাহ হচ্ছে না। অনেক অপ্রয়োজনীয় ও অবাঞ্ছিত বই জমে যাচ্ছে বই ধুঁকছে গ্রন্থাগারগুলিতে। জেলা-ভিত্তিক সরকার পরিচালিত গ্রন্থাগারে পুস্তক অনুদানের ব্যাপারে 'ফাউণ্ডেশন' যদি জেলা-গ্রন্থাগারিকের সহযোগ বা পরামর্শ নেন তা'হলে সংগ্রহ-ব্যবস্থা সুষ্ঠু হবার সম্ভাবনা থাকে। আমার মনে হয়, 'ফাউণ্ডেশন্ নির্দিষ্ট পুস্তক তালিকা প্রেরণ করে, যে গ্রন্থাগারগুলিতে তাঁরা বই দিতে ইচ্ছুক সেখানে পাঠিয়ে দিয়ে গ্রন্থাগারিককে পাঠক-ভিত্তিক প্রয়োজন মত বই নির্বাচনের সুযোগ দেবেন। এতে তাঁদের উদ্দেশ্য আরো সাফল্য মণ্ডিত হবে। বে-সরকারী উদ্যোগে পরিচালিত গ্রন্থাগারগুলি এখন এই 'ফাউণ্ডেশনের আওতার বাইরে। তাদের অবস্থা আধমরা। শুনছি 'ফাউণ্ডেশন' পঞ্চমযোজনার মধ্যেই নাকি দেশের পাঁচ হাজার অঞ্চলে প্রত্যেকটিতে একটি করে গ্রন্থাগার স্থাপন করবেন। সাধু উদ্দেশ্য সন্দেহ নেই। কিন্তু এই পরিকল্পনা রূপায়িত করার সঙ্গে দেশের সরকারী,

বে-সরকারী এবং শতাধিক ঐতিহ্যমণ্ডিত প্রাচীন গ্রন্থাগারের সাহায্যার্থে 'ফাউণ্ডেশন' কি কিছুই করতে পারেন না? আমার মনে হয় যে সম্ভাবনা যথেষ্ট বর্তমান, নেই শুধু তাঁদের সুপরিকল্পিত কোনও কর্মসূচী এবং প্রয়োজনীয় সক্রিয়তা। 'ফাউণ্ডেশনে'র কি জানা আছে যে শুধু এক হাজার অধিবাসী অধ্যুষিত গ্রাম পশ্চিমবঙ্গে আছে ১৭৩৭টি এবং তার মধ্যে মাত্র ৬০০টিতে সরকার পুষ্ট গ্রামীন গ্রন্থাগার আছে!

১৯৭৫ সালের ২৪শে ডিসেম্বরের কাগজে পড়লাম আমাদের মুখ্যমন্ত্রী উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ পাবলিক লাইব্রেরীকে জাতীয় সংস্থা হিসাবে অধিগ্রহণ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সুপারিশ করেন। তদুপরি পাঁচহাজার টাকার অনুদানেরও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন দুষ্প্রাপ্য, মূল্যবান পুস্তক পত্রিকাগুলির সংরক্ষণের জন্য। এখন সরকারী অনুদানে এই গ্রন্থাগারের ব্যয় নির্বাহ চলছে। এই প্রস্তাব ও প্রতিশ্রুতি গ্রন্থাগারিক মানসে গভীর রেখাপাত করেছে। বিশেষ করে আমার মনে, কারণ আমি জন্মেছি উত্তরপাড়ায় এবং কলিকাতাবাসী হলেও নাড়ীর টান আছে উত্তরপাড়ার প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে; বিশেষ করে এই লাইব্রেরীর সঙ্গে। আরেকটি খবরে পড়লাম ভগবান মহাবীরের ২৫০০তম নির্বাণ বার্ষিকী উপলক্ষে কেন্দ্রীয় সরকার ১৫টি রাজ্যের গ্রামে গ্রামে "মহাবীর" লাইব্রেরী স্থাপনের জন্য ৪ লক্ষ টাকা দিয়েছেন। এই ১৫টী রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গও আছে। নিঃসন্দেহে এটা সুখবর। আমি কিন্তু বেশ চিন্তায় পড়েছি। ভারতের ৩০টী রাজ্যে মোট গ্রামের সংখ্যা হচ্ছে ৫৬৬৮৭৮; সুতরাং ১৫টী রাজ্যে এই সংখ্যা হবে প্রায় ২৮৩৪৩৯। এই সংখ্যায় লাইব্রেরী স্থাপনের অনুদান গড়ে দাঁড়ায় ১ টাকা ৫০ পয়সারও কম। খবরটার কোথাও হয়তো ভুলত্রুটি আছে, নচেৎ বুঝতে হবে এই ৪ লক্ষ টাকায় হরির লুট হবে।

কয়েক বছর আগে পর্যন্ত কলিকাতা পৌরসভা প্রতি বৎসর সহরের তথাকথিত সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিতে কিছু করে অনুদান দিতেন। এতে তাদের সাশ্রয় হত নিশ্চয়ই, যদিও চাঁদার ওপর নির্ভরশীল এই সব গ্রন্থাগারের প্রাণ নাভিশ্বাস উঠেছে। অবৈতনিক কর্মীদের দ্বারা পরিচালিত হলেও এদের নতুন বই কেনা ছাড়াও আনুষঙ্গিক খরচ কিছু আছেই এবং তা দিনের পর দিন বৃদ্ধির মুখে। উপরন্তু পুস্তক, পত্রিকাদিরও মূল্য আকাশ ছোঁয়া। এর ফলে যদি একে একে পাড়ার গ্রন্থাগারগুলির বাতি নিভে যায়, হাজারবার পড়া ছেঁড়া বইগুলি চাবিবন্ধ হয়ে থাকে, তা হলে সাধারণ পাঠক কোথায় যাবে বলুন তো? একদিন ছিল যখন ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক গ্রন্থসংগ্রহ সম্বল করে সমাজ-সেবার অঙ্গ হিসাবে পাড়ায় পাঠাগার স্থাপনের আন্তরিক উদ্দীপনা ছিল। কালের অগ্রগতি সত্বেও এই প্রসঙ্গে উৎসাহে যেন ভাঁটা পড়ে এসেছে সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয়ের চিহ্ন হিসাবে। এই যে সরকারী অনুদানের অপ্রতুলতা, তদুপরি পরিচালনার অব্যবস্থা; পৌরসংস্থার নিস্ক্রিয়তা; ব্যক্তিগত বদান্যতায় কৃপণতা; সব মিলিয়ে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, তার অপনয়ন অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। কী উপায়ে তা সম্ভব? এরও সমাধান আমরা বছরের পর বছর পুনরাবৃত্তি করে আসছি- 'সারা ভারত জুড়ে, বাইশটি রাজ্যে এবং আটটি কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলে, নিঃশুল্ক, আইন-ভিত্তিক সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে' এই আইন প্রনয়ণ এবং সমুচিত আর্থিক অনুদান সাধারণ পাঠক ও গ্রন্থাগারিকের শক্তির বাইরে। একমাত্র কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার এবং 'রাম মোহন ফাউণ্ডেশনে'র মত প্রতিষ্ঠানের সার্বিক প্রচেষ্টায় এবং আনুকূল্যেই তা' সম্ভবপর। মাঠে, হাটে, মঞ্চে দাঁড়িয়ে মাইকে মুখ লাগিয়ে অবিশ্রান্ত বাকচাতুরী শুনেছি হোমরা চোমরাদের কাছ থেকে। কার্যে রূপায়নের দিশারী তাঁরা নহেন, কারণ তাঁদের বিবৃতি এবং মনোভাব স্ববিরোধী; তাই জনগনের অবিশ্বাস ও অনিশ্চিত আশঙ্কায় মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। নতুন গ্রন্থাগার গড়ে তোলা তো দূরের কথা, যেগুলি বর্তমান, তাদের জীইয়ে রাখা সমস্যায় দাঁড়িয়েছে। অনেক গ্রন্থাগার আছে দুর্মূল্য, প্রাচীন সংগ্রহে সমৃদ্ধ। কিন্তু সংরক্ষণের অভাবে সেগুলি অব্যবহার্য হয়ে এখন ঐতিহাসিক প্রদর্শ-শালায় পরিণত হতে বসেছে। এদের অঙ্গীভূত করণের জন্য আমাদের সমাজ এবং রাষ্ট্র-

ব্যবস্থাই দায়ী বলে সাব্যস্ত হবে একদিন। সরকারী উদ্যোগে পাঠাগার প্রতিষ্ঠানে ভারতে পশ্চিমবঙ্গের স্থান দ্বিতীয়—এই বলে যে আমরা গর্ব করে থাকি, সেটা 'ব্যাঙের আধুলী'র মতই হাস্যকর আত্মম্ভরিতা নয় কি ?

সুনির্বাচন পুস্তক সংগ্রহ অপেক্ষাকৃত সঙ্গতিসম্পন্ন গ্রন্থাগারে বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে, বেশী সমস্যার সৃষ্টি করে না। সেখানে পাঠক হচ্ছেন ছাত্র, শিক্ষক, গবেষক ইত্যাদি। তাঁদের চাহিদা মোটামুটি নির্ধারিত পাঠক্রম-ভিত্তিক অথবা গবেষণা-ভিত্তিক। তবে তথ্যাদির জন্য অনুসন্ধিৎসু পাঠকের চাহিদা মেটানো যায় তদনুপযোগী তথ্য-মূলক গ্রন্থাদিও নিয়মিত সংগ্রহ কর্তে হয়। সাধারণ-ভাবে এ দায়িত্ব বিকেন্দ্রীভূত। শিক্ষণ-বিভাগীয় আগ্রহুলো বিভিন্ন বিষয় সংক্রান্ত পুস্তক পত্রিকার সম্ভার ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে—গ্রন্থাগারিকের সক্রিয় সহযোগীতায়। বুদ্ধিমান গ্রন্থাগারিক পরামর্শের মাধ্যমে সমস্যার মোকাবিলা করেন এবং বিরোধিতা এড়িয়ে যান। কিন্তু এতো হ'ল উচ্চ-শিক্ষা-সহায়ক গ্রন্থাগারের কথা, সংখ্যায় হয়তো একশত হবে? এদের বিশেষ আর্থিক সঙ্কটও নেই—বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের বদান্যতায়। দু এক ধাপ নীচের পরিস্থিতি অন্যরকম। "ন্যাশনাল্ কাউন্সিল্ অব্ রিসার্চ এণ্ড ট্রেনিং"-এর একটী সদ্য প্রকাশিত সমীক্ষায় দেখলাম, ১৯৭৩ সালে, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নস্তরের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের মোট সংখ্যা হচ্ছে পাঁচ লক্ষ নিরানব্বই হাজার অষ্টাশীটি। প্রায় আট কোটী ছাত্র, ছাত্রী, শিক্ষক, শিক্ষিকা এই প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত সংযুক্ত। তাদের প্রয়োজন মত গ্রন্থাগার ও পুস্তক-সম্ভার নেই বললে অত্যুক্তি হবে না। প্রায় হাজার তিনেক প্রাক্-স্নাতক মহাবিদ্যালয় এবং সাত হাজার উচ্চ-মাধ্যমিক, বিদ্যালয়ের মধ্যে শতকরা দশটির সুসংগঠিত গ্রন্থাগার আছে কিনা সন্দেহ। আর নীচের তলার পাঁচ লক্ষাধিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের তো বালাই নেই। গ্রন্থ-সম্ভার গঠনের প্রশ্নও ওঠে না। ধর্মসাক্ষী দু এক আলমারী বই কোথাও হয়তো আছে, কিন্তু সে আলমারীগুলি তালাবন্ধ।

গ্রন্থ-সংগ্রহে বা গ্রন্থ-সম্ভার গঠনের আলোচনা প্রসঙ্গে, আজকের দিনে তিনটি প্রশ্ন বিশেষ ভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে। প্রথমটি হচ্ছে পুস্তক পত্রিকার অস্বাভাবিক মূল্য-বৃদ্ধি; দ্বিতীয়তঃ, বিদেশে প্রকাশিত পুস্তকাদির উপর অাবশ্যকীয় নির্ভরতা; এবং তৃতীয়তঃ, মাতৃভাষায় প্রয়োজন-মত পুস্তক-প্রকাশনের স্বল্পতা। এই তিনটি সমস্যার সমাধান পর্যায়ক্রমে সংক্ষেপে প্রস্তাব করা যায়,—যথা, গ্রন্থাগারের অনুদান তুল্যভাবে উন্নত করা; বিদেশী বই, পত্রিকাদি আমদানীর ওপর বিধি-নিষেধাজ্ঞায় শিথিল করা, এবং মাতৃভাষায় যতদূর সম্ভব শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা। উপরোক্ত সমাধানের জন্য অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি কর্তে হলে গ্রন্থাগার, শিক্ষালয়, পুস্তক-ব্যবসায়ী, পুস্তক-প্রকাশক প্রভৃতি সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলিকে সুসংবদ্ধ জনমত সৃষ্টিতে অগ্রণী হতে হবে। নচেৎ অমোদের আবহমানকাল শুনতে হবে সরকারী ভাণ্ডারে অর্থের অভাব; বিস্ময়ে দেখতে হবে 'হুচ্-হুইস্কী'র আমদানীর ওপর নিষেধাজ্ঞা এখনও বর্তমান; এবং দুটি আজ্ঞাই একই সঙ্গে বহাল হয়েছিল; আর ভাবতে হবে ইংরাজী মাধ্যমে উচ্চ-শিক্ষার লোলুপতা সমাজজীবনে কেন ক্রমবর্দ্ধমান? হতাশাব্যঞ্জক হলেও অবস্থা জনসাধারণের আয়ত্বের বাইরে নেই। সমাজ ও রাষ্ট্রকে সচেতন কর্তেই হবে। গ্রন্থাগারিকের এই প্রতিশ্রুতি ও তার সামাজিক দায়িত্বের একাত্মীকরণ তাকে সদ্য-সাক্ষর থেকে শুরু করে বিদগ্ধ পাঠক পর্যন্ত সবাইকে সমান চোখে দেখতে শেখাবে। বাধা, বিপত্তি, বিমুখতা ও বৈষম্য সবই মধ্যযুগের মনোবৃত্তিরই পরিচায়ক। আধুনিক যুগ এ মানসিকতার কোনও স্থান নেই। স্মরণে রাখতে হবে, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকের প্রাথমিক বিষয়মুখ হচ্ছে মানবিকতা. শিক্ষাবিস্তারে সাহায্য হিসাবে পাঠকসমাজের সেবা, এবং তার আরও অপরিহার্য দায়িত্ব হচ্ছে গ্রন্থাগার-ব্যবহারকারীদের অধিকতর আন্তরিক ভাবে জানায়, যাতে পাঠক-সেবায় কোনও ত্রুটী-বিচ্যুতি না ঘটে। কথায় আছে, যেখানে ইচ্ছা থাকে সেখানে উপায়ও থাকে। তবে এ ইচ্ছা হবে ঐকান্তিক ইচ্ছা; সুদৃঢ় মনোবল সম্পন্ন ইচ্ছা।

১০ই ডিসেম্বর কাগজে একটি ছোট্ট খবর পেলাম।

দুর্গাপুর প্রোজেক্টের কর্মী শ্রীহীরালাল সরকার একক প্রচেষ্টায় দশবছর ধরে একটি অভিনব ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার চালু রেখেছেন। তিনি একটি মোটর সাইকেলে করে মাসে একবার ৮৮ জন সদস্যের বাড়ী বাড়ী একসঙ্গে ১০ খানি করে বই দিয়ে আসেন। তিনি "বই কাকু" বলে সেই চত্বরে পরিচিত। শুরু করেছিলেন ৫ খানি শিশুপাঠ্য বই নিয়ে ১৯৫৮ সালে। এখন এই অভিনব ভ্রাম্যমাম 'কিরণ লাইব্রেরী'তে সব বিষয় মিলিয়ে ১৪ শত বই আছে। মায়ের নামে গ্রন্থাগারের নামকরন। খোঁজ নিলে হয়তো দেখা যাবে যে মূল প্রেরণা তাঁর নিজের বই পড়ার নেশা, মা'কে এবং ভাই বোনদের বই পড়ানোর আগ্রহ। এই পড়া ও পড়ানোর নেশায় ডুবে থাকতে হবে গ্রন্থাগারিককে। তাই বলি, বইপড়া আমাদের জীবনের একটি অবিচ্ছিন্ন ধরন হয়ে গেছে। এই অভ্যাসকে জনসাধারণের জীবনে পরিব্যাপ্ত কর্তে হবে। একক প্রয়াস খুবই প্রশংসনীয়, তা'তে কোনও দ্বিমত নেই। ছোট্ট পটভূমিকায় একজনের উদ্যোগে দুর্গাপুরে যা' সম্ভব হয়েছে। বহুলাংশে বিস্তারিত পটভূমিকায় তা' সম্ভবপর, এই আমার বিশ্বাস। দৃঢ় সংকল্প থাকলে ছোট্ট একটি সামাজিক গণ্ডীর মধ্যে যদি শুভ পরিবর্তন আনা সম্ভবপর হয় একক প্রচেষ্টায়, তা'হলে গ্রন্থাগার বৃত্তিধারীদের সমবেত প্রচেষ্টায় বৃহত্তর পটভূমিকায় অনুরূপ পরিবর্তন আনা সম্ভব হবে না কেন? এই সমাজ পরিবর্তনের প্রচেষ্টায় গ্রন্থাগারিকদেরই অগ্রণী হতে হবে। সংকল্প নিয়ে সৎকার্যে প্রবৃত্ত হলে জনসাধারণের সহায়তাও পাওয়া যাবে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তখন দেখবেন, সরকারের অর্থকৃচ্ছ্রতা অপসারিত হয়েছে, বিদেশী প্রয়োজনীয় পুস্তক পত্রিকাদির উপর বিধিনিষেধও সরে গেছে, আর দেশী প্রকাশকেরা মহোৎসাহে বিভিন্ন বিষয়ে প্রয়োজনমত পুস্তক প্রকাশনেও আগ্রহী হয়েছেন। সামাজিক স্বীকৃতির বনিয়াদ এই ভাবেই গড়ে উঠবে।

ব্যক্তিগত বা বৃত্তিগতভাবে সব কিছু মেনে নেওয়ারও একটা সীমা আছে। আমাদের অনুমতিদায়ক সমাজের সহনশীলতার সুযোগ নিয়ে থাকে অসামাজিক এবং সমাজ বিরোধী শক্তিগুলি এবং তাদেরই কার্য্যকলাপে সমাজে অভাব, অভিযোগের স্তূপ জমে ওঠে যা দেশের সামাজিক চেতনার অবক্ষয় সূচনা করে। এঁদের শ্রেণী বিভাজন সম্ভব নয়; সব বৃত্তি, ব্যবসা, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সংস্থার সঙ্গে এঁরা জড়িত আছেন। তাই সমাজের সংস্কার কর্তে গেলে, প্রগতির পথে চালিত কর্তে হলে, আমাদের নিষ্ক্রিয় থাকলে চলবে না। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও মানবিক বৃত্তিমূলক সকল সংগঠনের সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই এই অবক্ষয় রোধ সম্ভব হতে পারে। তবে, সংস্কারধর্মীকে বিরোধিতার পথ এড়িয়ে পরামর্শ এবং প্রভাব বিস্তার দ্বারা সমস্যায় সম্মুখীন হতে হবে। সমাজে হিতকামীরাই সংখ্যাগুরু, প্রয়োজন শুধু তাঁদের সচেতন করা এবং সংগবদ্ধ করা।

অনেকে আক্ষেপ করে থাকেন, বই এর তৃষ্ণা মেটে না। তার মানে পাঠকের পঠন তৃষ্ণা আছে যথেষ্ট তবে তা' মেটাবার ক্ষমতা আমাদের নেই।—এ দুটো কারণে হতে পারে। হয় আমাদের পর্যাপ্ত পুস্তক সম্ভার নেই, নয়তো সাময়িক ক্রয় ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বাজারে উপযুক্ত পুস্তকের অনটন থাকায় পাঠকের প্রয়োজন মেটানো সম্ভব হয় না। দুটিই সত্য অনুমান। প্রথমটির সম্পর্কে পর্যাপ্ত আলোচনা করা হয়ে গেছে। এখন দেখা যাক সত্যই বাজারে বইএর অভাব আছে কি না?

এবিষয়ে কোনও সমীক্ষা কর্তে গেলে আমাদের কয়েকটি গুলি আনুষঙ্গিক প্রামাণ্য তথ্য সম্বন্ধে অবহিত হতে হবে। ১৯৭৪ সালের কোনও পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, তাতে ১৪০৬৪ (চোদ্দ হাজার চৌষট্টি) খানি পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে অর্দ্ধেক ইংরাজী ভাষায়। এদেশে গণ্ডীভূক্ত প্রকাশকের সংখ্যা নাকি দু হাজারের মত। তার মানে গড়ে এঁরা ইংরাজী এবং আঞ্চলিক ভাষায় ৭।৮ খানির বেশী বই প্রকাশ করেন না। যে কোনও উন্নত দেশের তুলনায় এ সংখ্যা অকিঞ্চিৎকর যেমন, পশ্চিম জার্মানীর মত ক্ষুদ্রায়তন দেশেও প্রতিবছর কম পক্ষে ৪০ হাজার বই প্রকাশিত হয়। অতএব আমাদের দেশের বই বুভুক্ষা খুবই

স্বাভাবিক। আমদানী করেও সে চাহিদা মেটানো সম্ভব নয়। যদিও গড়ে বছরে ৮ কোটি টাকার মত বই আমদানী করা হয়, মূল্য বৃদ্ধির হেতু সংখ্যায় ৫ লক্ষের বেশী কপি ছড়ায় না। দেশ দরিদ্র, ভরসা পাঠাগারগুলি; কারণ ইচ্ছা থাকলেও ব্যক্তিগত বইএর ক্ষুধা বই কিনে মেটানো অসম্ভব। এক্ষুধা সুতরাং অতৃপ্তই থেকে যায়। এই পরিসংখ্যানে আরো দেখানো হয়েছে যে, গড়ে দশলক্ষ ভারতবাসী পিছু ২৫ খানি বই প্রকাশিত হয়, সেখানে শুধু এশিয়ার গড় হচ্ছে ৫০ খানা! য়ুরোপ, আমেরিকার কথা ছেড়েই দিলাম।

অন্য দিক থেকে আমাদের দেশে পঠন রুচির যেটুকু সমীক্ষা হয়েছে তাতে দেখা যায়, বই পড়া সুস্থ জীবনের এখনও অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ হয়ে ওঠেনি, নানা কারণে। দেশের ৭৪ শতাংশ নরনারী দারিদ্র রেখার নীচেয় পড়ে আছে, দুই তৃতীয়াংশ নিরক্ষর। তৎসত্ত্বেও যাঁরা সাক্ষর এবং পুস্তক ক্রয়ের ক্ষমতা রাখেন, দেশের আয়তন বিরাট বলে তাঁদের সম্মিলিত সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। শুধু ইংরাজী জানা ভারতীয় নাগরিকের সংখ্যাই অষ্ট্রেলিয়ার মোট জন সংখ্যার থেকেও বেশী। তবুও ভারতে প্রকাশিত কয়খানি ইংরাজী বই বিক্রয় হয়? আর্থিক সঙ্গতি ও সাক্ষরতা পঠন রুচির নির্ধারক নয়; সেটা আরো প্রমাণিত হয় এই থেকে যে, পাঞ্জাবে মাথাপিছু আয় ভারতে সর্বোচ্চ হওয়া সত্ত্বেও অপেক্ষাকৃত অল্প আয়ী পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ুর লোকেদের তুলনায় খুবই কম পড়াশুনা তাঁরা করে থাকেন। সেখানে পশ্চিমবঙ্গে কয়েক হাজার বই বছরে প্রকাশিত হয়, সেখানে পাঞ্জাবে হয় মাত্র একশতখানি! পঠনের ব্যাপারে কলকাতার স্থান অনেক ঊর্দ্ধে। আমদানীকৃত পুস্তকের শতকরা ২৫ ভাগ বিক্রীত হয় কলকাতায়।

আরো বিচিত্র ব্যতিক্রম দেখা যায় সাক্ষরতা ও পুস্তক প্রকাশনের ক্ষেত্রে। কেরলের মালয়ালমভাষীরা ভারতের অন্য রাজ্যের তুলনায় সবচেয়ে বেশী সাক্ষর, কিন্তু সে রাজ্যে বৎসরে যতগুলি বই প্রকাশিত হয় তার চেয়ে অনেক বেশী বই প্রকাশিত হয় অপেক্ষাকৃত কম-সাক্ষর গুজরাটে।

উপরোক্ত পরিসংখ্যানের পরিপ্রেক্ষিতে এই কথাই প্রমাণিত হয় যে, বই পড়ার ইচ্ছা বা রুচি সমাজের সংস্কৃতির ওপর নির্ভর করে, যাহা অর্জন করা প্রয়োজন। আমাদের বিরাট দেশের বিভিন্ন রাজ্যে সুসংবদ্ধ চেষ্টা কোনওদিন হয়নি—পঠন অভ্যাস অথবা পঠন রুচির উন্নতি সাধনের। এই রূঢ় সত্য খুবই প্রকট হয়ে উঠেছে আজ। বৃত্তিধারী গ্রন্থাগারিক সম্প্রদায়কে এই চেষ্টার দায়িত্ব নিতে হবে, সমাজে নিজ ভাব মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে।

সমাজ ব্যবস্থায় শিক্ষা ও গ্রন্থাগারের স্থান

মানব সমাজ ও সংস্কৃতির অনুশীলন করে দেখা যায় যে সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গ্রন্থাগারের স্থান ও স্বীকৃতি চিরদিনই সমাজ উন্নয়নের অঙ্গ হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। কোনও স্বতন্ত্র, বিচ্ছিন্ন প্রতিষ্ঠান হিসাবে নয়। সমাজ যখন স্বৈরতন্ত্র থেকে জনসাধারণের হিতসাধক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হল' তখন যে সব আদর্শের অভ্যুদয় হয়েছিল তার মধ্যে শিক্ষা ও গ্রন্থাগারের প্রসার সাংস্কৃতিক বর্ণনা প্রসঙ্গে প্রাধান্য লাভ করে। এই সমাজ আশা করে সাধারণ মানুষ হবে শিক্ষিত, তথা সমৃদ্ধ, উদারমনোভাবাপন্ন নাগরিক যাঁর থাকবে সামাজিক মূল্যবোধ ও সহজাত সৌন্দর্য্য বোধ। সমাজের এই উচ্চ প্রত্যাশার রূপায়নের ক্ষমতা একমাত্র গ্রন্থাগারেরই আছে, একথাও আজ স্বীকৃত। সমাজ কল্পনায় গ্রন্থাগারের মূল্যও তাই সুদৃঢ় হয়েছে। উন্নত ভবিষ্যৎ আজ উন্নত গ্রন্থাগারের সমার্থ।

সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গ্রন্থাগারের সামগ্রিক উন্নতির নির্দিষ্ট যে মাপকাঠি আছে, তা কতকগুলি তথ্যের বিশ্লেষণ ভিত্তিক, যেমন, সাক্ষরতা, প্রকাশিত পুস্তক-পত্রিকার সংখ্যা, গ্রন্থাগারের সংখ্যা, পুস্তকের সহজ প্রাপ্যতা পুস্তকের বিষয় বৈচিত্র, কক্ষের প্রকৃতি, পঠন অধিকারে গ্রন্থাগারিকের নিজস্ব আপত্তি বা বিধিনিষেধ, ইত্যাদি। এগুলির বিশ্লেষণ করেই যে কোনও গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সঠিক পরিচিতি পাওয়া যায় এবং তার সামাজিক মূল্যায়নও সম্ভবপর হয়।

পাঠকের চিত্ত বিনোদন ও তাকে সাধারণভাবে শিক্ষিত করে তোলা গ্রন্থাগারের মূল কার্য্যক্রম হলেও সামাজিক প্রয়োজনে গ্রন্থাগারিককে কতকগুলি গণতান্ত্রিক রীতির সমর্থনে সদা সজাগ থাকতে হবে, যেমন চিন্তার স্বাধীনতা, জ্ঞান প্রচারে স্বাধীনতা এবং শিক্ষার স্বাধীনতা। এ বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয় না থাকলে গ্রন্থাগারিক ব্যক্তিগতভাবে নাগরিককে এবং সামগ্রিকভাবে সমাজকে সেবা কর্তে অসমর্থ হবে।

আমাদের দেশে শিক্ষা বিস্তারের যে প্রয়াস আজ পর্য্যন্ত হয়েছে তার প্রকৃত চিত্র হচ্ছে প্রাথমিক পর্য্যায়ে তা প্রায় পঙ্গু, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্য্যায়ে অপর্য্যাপ্ত এবং উচ্চ-পর্য্যায়ে (মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়) সমস্যা সঙ্কুল। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, যে কেন্দ্রীয় শিক্ষাদপ্তর একটি "রিভিউ কমিটি" গঠন করেছেন উচ্চ শিক্ষারমান সম্বন্ধে পর্য্যালোচনা করে তাঁদের বক্তব্য পেশ করার জন্য। কিছুদিন আগে তাঁরা কলিকাতায় এসেছিলেন এবং উজনথানেক খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ এবং উপাচার্য্য প্রভৃতির সঙ্গে আলোচনা করেছেন এবং তাঁদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছেন। প্রায় ১৫ বছরে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এক হাজার কোটি টাকার মত খরচ করেছেন উচ্চশিক্ষা এবং গবেষণার সাহায্যার্থে। শোনা যাচ্ছে, অভিজ্ঞদের মতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাই বেড়েছে, বাড়েনি শুধু উচ্চ শিক্ষার মান। গবেষণার মানও অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিম্নমুখী। তাঁরা একথাও বলেছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন যে উদ্দেশ্যে অনুদান পাঠান, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় ভিন্ন উদ্দেশ্যে তা খরচ হয়ে গেছে। বাড়ীর পর বাড়ী উঠছে, নতুন নতুন বিষয়ে পড়াশুনার বিভাগ খোলা হচ্ছে, প্রয়োজন থাকুক না থাকুক নতুন নতুন পদও সৃষ্টি হচ্ছে, হচ্ছে না শুধু মূল উদ্দেশ্য সম্পাদনে উচ্চ শিক্ষার মান উন্নয়ন। এর গলদটা সহজেই অনুমেয়। অর্থের অভাব নয়, অভাব সুচারু পরিকল্পনার, উপরন্তু কর্মকর্তাদের নিছক উদ্দেশ্যহীনতা। অনুদান নিয়ে যে স্বেচ্ছাচারিতা হয় তার অভিজ্ঞতা আমারও কিছুটা আছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আমিই প্রথম প্রধান গ্রন্থাগারিক, সংগঠনের পুরো দায়িত্ব নিয়ে কাজ শুরু কর্লাম ১৯৫৮ সালে, নতুন গ্রন্থাগার ভবনে। উপাচার্য্য চালাও হুকুম দিলেন, 'যতশীঘ্র পারেন লাইব্রেরীটা ভালো করে গড়ে তুলুন, টাকার কোনও অভাব হবে না।' টাকার অভাব সত্যিই হয়নি। বিভাগীয় প্রধানরা, শিক্ষকগণ, আমি নিজে এবং অল্পসংখ্যক সহ-কর্মীবৃন্দ সবাই মহোৎসাহে তাড়াতাড়ি পুস্তক সম্ভার সংগঠনে ব্রতী হলাম। অল্পদিনের মধ্যেই যে পরিমাণ পুস্তক পত্রিকা জমা হলো—তাদের ব্যবহারযোগ্য করে তুলতে ন্যূনতম যোগ্য কর্মী ছিল না; কর্তারাও ভাবতেন নতুন বড় বিল্ডিং দিয়েছি—বই কেনার প্রচুর টাকা দিয়েছি, আর এদের ভাববার কিছু নেই। ডাঃ রঙ্গনাথনকে চিঠি লিখে সমস্যার কথা জানালাম—বৃত্তি কুশলী কর্মীর অভাব এবং এ সম্বন্ধে কর্মকর্তাদের নিস্পৃহতা। ৩।৪ দিনের মধ্যেই তাঁর জবাব পেলাম: জানালেন কমিশনের প্রতিটি অনুদানের সঙ্গে একটি সর্ত থাকে যে প্রয়োজনবোধে অনুদানের ২০ শতাংশ ব্যয় করা যেতে পারে কর্মী নিয়োগে। স্বভাবতঃ কর্তারা চিঠিগুলি গ্রন্থাগারিককে দেখানোর বিপক্ষে। আমি ডাঃ রঙ্গনাথনের নির্দ্দেশমতো চেপে ধর্লাম কর্ণাধ্যক্ষ, উপাচার্য্য দুজনকেই। কাজও হলো: সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছু কর্মী নিয়োগ কর্তে পার্লাম। পুস্তকগুলিকে পাঠযোগ্য করার প্রক্রিয়া পুরো দমে চললো। আমি আপাততঃ নিশ্চিন্ত। এবার সমস্যা দেখা দিল অন্যভাবে। স্তূপীকৃত পুস্তকের সঙ্গে সঙ্গে জমা হতে লাগলো পুস্তক বিক্রেতাদের অদেয়ক। আপনাদের অনেকেরই একই অভিজ্ঞতা আছে যে গ্রন্থাগারিককে সরবরাহকারীর প্রাপ্য মেটাতে অনেক সময় হিম্‌সিম্ খেতে হয়, কারণ হিসাব রক্ষণের লাল্ ফিতার বন্ধন থেকে আদেয়কগুলির মুক্তিসাধন বেশ শক্ত কাজ। অনুদানের পরিমান আমার জানা, কতটাকার বই কিনেছি তারও হিসাব আছে, অদেয়কগুলির নিষ্পত্তির বাধা কোথায় বুঝে উঠতে পার্লাম না। ওদিকে সরবরাহকারী নিয়মিত তাগাদা দিয়ে যাচ্ছেন। একদিন হিসাব রক্ষণের ঘরে বসে চা, খাবার, সিগারেট ইত্যাদি আনালাম। মনে হল তিনি খুসীই হলেন। জিজ্ঞাসা কর্লাম—"গোপনে বলুন তো, ব্যাপারটা কী? যা' টাকা পেয়েছি তার অর্দ্ধেকও তো এখনো খরচ হয়নি? কতদিন ওরা পাওনা ফেলে রাখতে

পারে ? এতে আবার বই কেনা তো বন্ধই হয়ে যাবে।" তাঁর বিবেকে বোধহয় একটু নাড়া দিল। বললেন, "আপনার বই কেনার টাকা অন্য খাতে খরচ হয়ে গেছে। অন্য টাকা পেলেই বইএর টাকার একটা ব্যবস্থা হবে"। সুতরাং শিক্ষাবিদদের সঙ্গে আমিও একমত যে মঞ্জুরী কমিশন যে উদ্দেশ্যে অনুদান পাঠান তা' অনেক সময় ভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হয়ে থাকে। তাছাড়া, উচ্চ শিক্ষার মানের উন্নয়ন সম্বন্ধে কোনও শিক্ষকের ব্যক্তিগত উৎসাহ থাকলেও ঘটনাচক্রে তাঁকে গড্ডালিকা প্রবাহেই গা' ভাসান দিতে হয়। অন্যথায়, সহকর্মীদের বিরূপ মন্তব্য শুনতে হয় আর উপরওয়ালাদের বিরাগভাজন হতে হয়।

শিক্ষা ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সমাজ জীবনে ওতপ্রোতঃ ভাবে জড়িত এবং একটি অপরটির পরিপূরক। সুতরাং যেখানে সাধারণ শিক্ষা গতিহীন এবং উচ্চ শিক্ষার মান নিম্নমুখী সেখানে গ্রন্থাগারের উন্নয়নও যে ব্যাহত হবে সেটাই স্বাভাবিক। আমাদের দেশে ঠিক তাই ঘটেছে, এবং এটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ যে, পাঁচটি পরিকল্পনার প্রান্তে এসে, অর্থাৎ দেশের সার্বিক উন্নয়নের পঁচিশ বৎসরের প্রচেষ্টার পর, হয়তো আমাদের এই পরিবেশেই পরিতুষ্ট থাকতে হবে। দুদিন আগেই কাগজে পড়েছি যে, যে মঞ্জুরী কমিশন যে বেতনক্রম ঘোষণা করেছেন, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের জন্য, হয়তো দেশজুড়ে শীঘ্রই তা' চালু হয়ে যাবে ; কিন্তু এই সব বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার কর্মীদের সম্বন্ধে তাঁদের চিন্তাধারায় এবং কর্মতৎপরতায় অকস্মাৎ কালো যবনিকা নেমে এসেছে তা কি আপনারা লক্ষ্য করেছেন ? বৃত্তিধারী গ্রন্থাগার কর্মীদের একটি বিরাট অংশের ক্ষতিকারক এই মনোভাবের বিরুদ্ধে আমাদের সর্বাহত হতে হবে, সংহত হতে হবে। কমিশনের এই আকস্মিক মত পরিবর্তনের হেতু কি ? অর্থাভাব, না মানবিকতার অভাব না উন্নাসিক মানসিকতার প্রভাব ? তাঁদের এই নিষ্ক্রিয়তা বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগার কর্মীদের অনবস্থার সৃষ্টি কর্ত্তে পারে, মনে আনতে পারে হীনতার ভাব, বিনষ্ট কর্ত্তে পারে তাঁদের প্রতিরূপ এর নির্ধারিত বিষয়মুখ থেকে তাদের বিপথগামীও কর্ত্তে পারে। সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্বন্ধে আমাদের রাজ্য শিক্ষামন্ত্রী কয়েকদিন আগেই পরিষ্কার করে বলেছেন যে, গ্রন্থাগার কর্মী এবং ব্যায়াম শিক্ষক প্রভৃতির নূতন বেতনক্রম কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল। এটা সমস্যা এড়িয়ে যাওয়ার কৌশল মাত্র। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের মৌনতা সত্যই আশঙ্কাজনক। সর্বাধুনিক তথ্যের উপর ভিত্তি করেই আমি এই বিপদ-সংকেত দিয়েছি। এই ব্যাপারে কমিশন যে উপ-সমিতি গঠন করেছিলেন তাঁর সভাপতি থেকে শুরু করে বিষয় অভিজ্ঞরা পর্যন্ত কার্যতঃ শিক্ষক ও গ্রন্থাগারিককে একাত্মীকরণে অসমর্থ হয়েছেন। আমি অশুভক নই, নিন্দুক নই ; কিন্তু তবুও আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, যে তৃতীয় বেতন কমিশনেও বৃত্তিধারী গ্রন্থাগারিককে করণিকের সঙ্গে সমীকরণ করা হয়েছিল, এবং সেই বেতন কমিশনের একজন সদস্য ছিলেন যিনি কর্মজীবনের প্রথমধাপে আমাদেরই মতো বৃত্তিধারী গ্রন্থাগারিক ছিলেন, পরে অবশ্য উচ্চতর পদে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তাঁর প্রাথমিক বৃত্তিকে অবনমিত কর্ত্তে দ্বিধাবোধ করেননি। কী দুর্ভাগ্য আমাদের, আজও এঁদেরই পরিতোষণে আমরা প্রবৃত্ত !

প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত মোট ৩৫ লক্ষ শিক্ষক শিক্ষিকা কাজ করেন। আমরা চাই, এঁদের সব পর্যায়েই পরিবর্ধিত বেতন দেওয়া হোক। এটা শুধু বিশ্ববিদ্যালয় এবং মহাবিদ্যালয় পর্যায় সীমিত থাকলে জনহিতসাধী রাষ্ট্রের আদর্শ কলঙ্কিত হবে না কি ? যদি বলেন, শিক্ষকদের জন্য আমাদের মাথাব্যথা কেন ? তার সোজা উত্তর হচ্ছে ওরাও আমাদেরই মত সমাজ জীবনে অবহেলিত, রাষ্ট্রীয় মর্যাদার অস্পৃশ্য। তাছাড়া, গ্রন্থাগার শিক্ষালয়ের পরিপূরক হিসাবে কাজ করে, এবং বিধিবহির্ভূত শিক্ষা একমাত্র গ্রন্থাগারেই সম্ভব। যদি রাষ্ট্রের চক্ষে এই দৃষ্টিভঙ্গি বিকৃত হয়ে থাকে, তার শোধনের ব্যবস্থা কর্ত্তে হবে আমাদেরই। একথা ঠিক যে, সার্বিকভাবে শিক্ষকদের পদমর্যাদা ও বেতন বাড়লে, একদিন গ্রন্থাগার কর্মীরও অনুরূপ উন্নতি হবে, যদি সমাজ ও রাষ্ট্রের কাছে তারা সমান

স্বীকৃতি পায়। শিক্ষকতা এবং গ্রন্থাগারিকতা দুটি সমান্তরাল বৃত্তি।

লোকসভায় শিক্ষামন্ত্রী স্পষ্ট ঘোষণা করেন, বিশ্ববিদ্যালয় এবং মহাবিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় সরকারের সম-দায়িত্বপূর্ণ আধিকারিকদের সমপর্য্যায়ে বেতন ক্রমের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই যুগান্তকারী ঘোষণার সঙ্গে আরো জানানো হলো যে, এই সব প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারিকদেরও শিক্ষকের সম-মর্য্যাদা দেওয়া হবে, এবং তাঁরাও যথাযথ বেতনের অধিকারী হবেন। প্রথম ঘোষণাটি আজও অনেক রাজ্যে কার্য্যকরী হয়নি, যদিও রাজ্য সরকারকে এ ব্যাপারে প্রথম পাঁচ বৎসর মাত্র ২০ শতাংশ অতিরিক্ত ব্যয়ভার বহন কর্তে হবে। দ্বিতীয় ঘোষনাটি কার্য্যকরী হয়েছে আংশিকভাবে, অল্প কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে। নিত্য নূতন বাধা, বিপত্তি, তর্ক, যুক্তির অবতারনা করে বোঝাবার চেষ্টা হচ্ছে যে, গ্রন্থাগারিককে শিক্ষকের সমপর্য্যায়ে আসতে গেলে শিক্ষকদের মতোই নাকি পণ্ডিত হতে হবে। পণ্ডিত শিক্ষক এবং পণ্ডিত গ্রন্থাগারিক এই সংযুক্ত পাণ্ডিত্যের জৌলুসে করে দেশের, তথা সমাজের মুখোজ্জ্বল হবে তাই ভাবছি, আর মনে পড়ে যাচ্ছে সেই গ্রন্থাগার কর্মী দরদী ডাঃ রঙ্গনাথনকে, যিনি সর্বস্তরে গ্রন্থাগার সম্প্রসারণে এবং গ্রন্থাগারিকের পদমর্য্যাদা ও বেতন বৃদ্ধির উন্নয়নে আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত। যেটুকু হয়েছে, সেটুকু তাঁরই জেহাদী মননের নিবন্ধনে। তাঁর মনেও কিছুটা সংশয় এসেছিল যে, শেষ পর্য্যন্ত আমলাতন্ত্রের হটকারিতা এবং আত্মাভিমানী শিক্ষকদের কেতাবী যুক্তি, এই দুয়ের প্রতিকূল আচরণে হয়তো শিক্ষক ও গ্রন্থাগারিকের সমীকরণ ব্যাহত হতে পারে। কার্য্যতঃ হয়েছেও তাই।

গ্রন্থাগারিক ও সম-পর্য্যায়ের অন্যান্য বৃত্তি :

গ্রন্থাগারিক ও শিক্ষক ব্যতিরেকে বৃত্তিমূলক শিক্ষা যাদের সম্বল তাঁদের মধ্যে আছেন আইনজীবি, চিকিৎসক, সাংবাদিক, গাণনিক বা হিসাব-রক্ষক, প্রযুক্তিবিদ, পরিসংখ্যানবিদ, শিল্প-পরিচালনা-বিজ্ঞানী, বাস্তুকার ইত্যাদি। এঁদের প্রত্যেককেই সাধারণ শিক্ষার ভিত্তির উপর বৃত্তি-মূলক বিশেষজ্ঞ শিক্ষা নিতে হয়। আধুনিক সমাজে এঁদের সকলেরই প্রয়োজন আছে, সমাজ-স্বীকৃতিও আছে এঁদের, অবশ্য কম বেশী। রাষ্ট্রে, শিল্পে, ব্যবসা-বাণিজ্যে এবং জন-মানসে এক শিক্ষক ও গ্রন্থাগারিক ছাড়া অন্য সকলেরই, স্থান, মান, আর্থিক মূল্যায়ণ বহু উচ্চে প্রতিষ্ঠিত। কঠিন সত্যকে অস্বীকার করে কোনও লাভ নেই। শিক্ষক ও গ্রন্থাগার-কর্মী সমাজের সর্বাপেক্ষা অবহেলিত ও অনাদৃত বৃত্তি-কুশলী। সংবাদপত্রে প্রতিনিয়ত শোনা যায়, বহু ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা মাসিক বেতন নিয়মিত পাচ্ছেন না। এ ঘটনা প্রাথমিক পর্য্যায় থেকে শুরু করে মহাবিদ্যালয় পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত। এই কয়দিন আগে কাগজে পড়লাম, পশ্চিম-বঙ্গের ১০০ মহাবিদ্যালয়ের ২০০০ (দু হাজার) শিক্ষক মাসমাহিনা নিয়মিত পাচ্ছেন না। সরকার যা অনুদান দেন তাকে আর বাড়ানো সম্ভব নয় বলে শিক্ষামন্ত্রী জানিয়ে দিয়েছেন। আবার বহু নজির আছে, যে সরকারী-অনুদান-পুষ্ট গ্রামীণ, আঞ্চলিক, জেলা-ভিত্তিক গ্রন্থাগার কর্মীরাও অনিয়মিত বেতনদানে হতাশায় মরীয়া হয়ে আমরণ অনশন পর্য্যন্ত করেছেন। এঁদের অনুদান এবং বেতনের কথা না তোলাই ভালো, অন্যদের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনায় প্রবৃত্ত না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তবে যে আশার আলোক দেখা দিয়েছে উচ্চ শিক্ষার পর্য্যায়ে— শিক্ষক ও গ্রন্থাগারিকের পদমর্য্যাদা ও বেতন-বৃদ্ধির প্রস্তাবের রূপায়নে; অথবা সরকারী সংস্থার ও বিশেষ গ্রন্থাগারের কর্মী সম্বন্ধে আপেক্ষিক উন্নয়নে তার ক্ষীণতম রশ্মিটুকু যদি রাজ্যসরকারগুলির শিক্ষাদপ্তরের অন্ধকারকে অপসারিত কর্তে পারে, তবেই আমাদের রাহুমুক্তি সম্ভব হবে, নচেৎ নয়। এর মধ্যে গ্রন্থাগার-কর্মীরাই সবচেয়ে সংখ্যা-লঘিষ্ঠ, সুতরাং দুর্বল। ক্রমোচ্চ শ্রেণী বিভাগেও আমরাই নীচের দিকে আছি। অন্যদের মত কৌলীন্যের দাবীও আমরা কর্তে পারি না। আমাদের পেশাগত সংগঠনও খুবই দুর্বল। বৃত্তি-ভিত্তিক কর্মীদের মধ্যে গ্রন্থাগারিকের যে স্থান তাঁকে সামনের সারিতে এগিয়ে আনতে হবে, এই হবে আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্য।

[ক্রমশঃ]

'মর্ম্মবাণী' পত্রিকার রচনা-পঞ্জী

সংকলক : সুনীল দাস
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ

বাংলা-সাহিত্যের প্রসারের সাথে বাংলা সাময়িক-পত্রিকার আত্মিক যোগ দৃষ্ট হয়। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা সাময়িক পত্র প্রকাশের পর থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রভূত উন্নতি সাধন হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু দুঃখের বিষয় সাময়িক পত্রে প্রকাশিত রচনার পঞ্জী এখনো ব্যাপক ভাবে নির্মাণ কার্য্য শুরু হয়নি। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি কোন একটি পত্রিকায় প্রকাশিত নির্দ্দিষ্ট কোন একটি লেখকের রচনা খুঁজে বার করতে যে প্রাণান্ত পরিশ্রম করতে হয় তা সত্যিই মর্মান্তিক। অযথা সময়ের অপচয় গবেষণা কর্মে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। একজন গ্রন্থাগার কর্মী হিসাবে দেখেছি সাময়িক পত্রের রচনা পঞ্জীর অভাবে কত গবেষক তার প্রয়োজনীয় রচনাটির কোন হদিশ করতেই পারেন নি। কত মূল্যবান প্রবন্ধ সাময়িক পত্রের গর্ভে আত্মগোপন করে আছে তার হিসাব মেলা ভার।

বর্তমান রচনাপঞ্জীটি 'মর্ম্মবাণী' পত্রিকার। 'মর্ম্মবাণী' মাত্র ছয় মাস প্রকাশিত হয়েছিল। এই স্বল্পায়ু অথচ মূল্যবান পত্রিকাটি তৎকালে প্রকাশিত বহু পত্র পত্রিকার মাঝে নিজস্ব স্থানটি দখল করে নিয়েছিল। 'মর্ম্মবাণী' সাহিত্য বিষয়ক সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা। ১৩ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার ১৩২২ সালে এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। জগদিন্দ্রনাথ রায় ও অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের যুগ্ম সম্পাদনায় মর্ম্মবাণী কার্য্যালয় ২২নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট এই ঠিকানা থেকে প্রতি বৃহস্পতিবারে প্রকাশিত হতো। ১৩ মাঘ বৃহস্পতিবার ১৩২২ সালে ২৫টি সংখ্যা প্রকাশের পর 'মর্ম্মবাণী' আর প্রকাশিত হয়নি। শেষ সংখ্যার একটি বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা যায় যে—

'মর্ম্মবাণী'র ছয় মাস পূর্ণ হইল।

অতঃপর নানা কারণে আমাদের কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত 'মানসী' মাসিক পত্রিকার সহিত 'মর্ম্মবাণী'কে একত্র করিয়া দেওয়া আমরা সুবিধা বোধ করিলাম। ফাল্গুন হইতে সম্মিলিত পত্রিকা 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' নামে মাসে মাসে প্রকাশিত হইবে।'

'মর্ম্মবাণীর' বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুল সমেত ৫ টাকা, প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ছয় পয়সা, ডাক মাশুল দু পয়সা এবং ভি.পি.তে তিন আনা মূল্য নির্দ্ধারিত ছিল। পত্রিকাটির সাইজ ৩৩×২১ সেমি।

'মর্ম্মবাণী'র রচনাপঞ্জীটি প্রস্তুতের ব্যাপারে আমার অগ্রজপ্রতিম সুহৃদয় শ্রীঅশোক উপাধ্যায়ের নাম প্রথমেই স্মরণ করি। এটি প্রকাশের সবটুকু গৌরবের অধিকারী তিনিই। অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের পুত্র শ্রীগৌরীন্দ্র কুমার ঘোষ মহাশয় পত্রিকাটি ব্যবহার করতে দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। একজন গ্রন্থাগার কর্মী হয়ে এই ধরণের কার্যে নিজেকে নিয়োজিত করে, গৌরবান্বিত মনে করছি। পরিশেষে, বর্তমান রচনাপঞ্জীটি গবেষক সমাজের কাজে লাগলে নিজেকে ধন্য মনে করবো।

২.

বর্ণানুক্রমিক ভাবে লেখক, পরে আখ্যাগুলিকে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রতিটি আখ্যার পাশে সংক্ষেপে বিষয়, সংখ্যা, তারিখ, পৃষ্ঠা সংখ্যা ইত্যাদি দেওয়া আছে। আখ্যা সূচীতে নির্দেশিত সংখ্যাগুলি মূল অংশের ক্রমিক সংখ্যাগুলিকে বুঝাবে।

সংক্ষিপ্তকরণ

মাস :—

বৈশাখ	বৈঃ	কার্ত্তিক	কাঃ
জ্যৈষ্ঠ	জ্যৈঃ	অগ্রহায়ণ	অগ্রঃ
আষাঢ়	আষাঃ	পৌষ	পৌঃ
শ্রাবণ	শ্রাঃ	মাঘ	মাঃ
ভাদ্র	ভাঃ	ফাল্গুন	ফাঃ
আশ্বিন	আঃ	চৈত্র	চৈঃ

অনুবাদ	অনুঃ	বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ	বৈঃ প্রঃ
ঐতিহাসিক প্রবন্ধ	ঐঃ প্রঃ	সমালোচনা	সমাঃ
কবিতা	কঃ	জীবনী	জীঃ
গল্প	গঃ	নাটক	নাঃ
গান	গাঃ	প্রবন্ধ	প্রঃ

অকিঞ্চন দাস (খগেন্দ্রনাথ মিত্র)

১। ইবসেনের নাট্য পরিচয় (সমাঃ) ১ম বর্ষ, ১৭ সং, ১৬ অগ্রঃ ১৩২২। পৃঃ ৪০৬-৮।

২। ইবসেনের প্রকৃতি ও প্রভাব (প্রঃ) ১ম বর্ষ, ১৫ সং, ২ অ

৩। ইবসেনের 'প্রেত' নাটকের দার্শনিক ভিত্তি (সমাঃ) ১ম বর্ষ, ১৯ সং, ৩০ অগ্রঃ ১৩২২। পৃঃ ৪৬৪-৬৮।

৪। পাশ্চাত্য জগতে বহুবিবাহ-বিভ্রাট (প্রঃ) ১ম বর্ষ, ৫ সং, ৯ ভাঃ ১৩২২। পৃঃ ৯৭-১০০।

৫। 'পুতুলঘরে'র সারাংশ (সমাঃ) ১ম বর্ষ, ১৮ সং, ২৩ অগ্রঃ ১৩২২। পৃঃ ৪৩৪-৩৭।

অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী

৬। কীর্ত্তনীয়া প্রেমদাস (জীঃ) ১ম বর্ষ, ৭ম সং, ২৩ ভাঃ ১৩২২। পৃঃ ১৬৫-৬৭।

অনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

৭। বর্ত্তমান শিক্ষা বিভ্রাট ও স্বেচ্ছাচারিতা (প্রঃ) ১ম বর্ষ, ১১ সং, ২০ আঃ ১৩২২। পৃঃ ২৫৬-৫৭।

৮। মেরী বেগম (জীঃ) ১ম বর্ষ, ১৮ সং, ২৩ অগ্রঃ ১৩২২। পৃঃ ৪২৫-২৬।

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

৯। গৌড়ের কথা (ঐঃ প্রঃ) ১ম বর্ষ, ৯ সং, ৬ আঃ ১৩২২] পৃঃ ১৯৩-৯৬।

গৌড়ের কথা (ঐঃ প্রঃ) ১ম বর্ষ, ১০ সং, ১৩ আঃ ১৩২২। পৃঃ ২৩৬-৩৯।

১০। প্রশ্নোত্তরী : "হিন্দী" শব্দ (আঃ) ১ম বর্ষ, ১২ সং, ১৩ কাঃ ১৩২২। পৃঃ ২৮০।

১১। মূর্ত্তি-পরিচয় : গণেশ মূর্ত্তি (প্রঃ) ১ম বর্ষ, ১ম সং, ১৩ শ্রাঃ ১৩২২। পৃঃ ১৯-২২।

১২। মেয়ের-কথা (প্রঃ) ১ম বর্ষ, ১১ সং, ২০ আঃ ১৩২২। পৃঃ ২৪৯-৫১।

১৩। সূচনা (প্রঃ) ১ম বর্ষ, ১ম সং, ১৩ আঃ ১৩২২। পৃঃ ৪।

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

১৪। দাদার বুদ্ধি (গঃ) ১ম বর্ষ, ১১ সং, ২০ আঃ ১৩২২। পৃঃ২৬৪-৬৮।

আবদুল করিম

১৫। চট্টগ্রামের মুসলমান (ঐঃ প্রঃ) ১ম বর্ষ, ১৪ সং, ২৫ কাঃ ১৩২২। পৃঃ ৩৪৩-৪৪।

চট্টগ্রামের মুসলমান (ঐঃ প্রঃ) ১ম বর্ষ, ২০ সং, ৭ই পৌঃ ১৩২২। পৃঃ ৪৭৭-৭৮।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

১৬। তোমরা (কঃ) ১ম বর্ষ, ২৫ সং, ১৩ মাঃ ১৩২২। পৃঃ ৫৯৬।

কমলা দেবী

১৭। শেষরক্ষা (গঃ) ১ম বর্ষ, ৫ম সং, ৯ ভাঃ ১৩২২ পৃঃ ১১০-১৩।

কাঞ্চনবালা দেবী

১৮। অধিকারে বঞ্চিতা (গঃ) ১ম বর্ষ, ২য় সং, ২০ শ্রাঃ ১৩২২। পৃঃ ৩৫-৩৯।

১৯। ননীর সাথী (গঃ) ১ম বর্ষ, ১৬ সং, ৯ অগ্রঃ ১৩২২। পৃঃ ৩৭৭-৮১।

২০। নসির-ভায়েরি (গঃ) ১ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সং, ১৬ ভাঃ ১৩২২। পৃঃ ১৩৯-৪৩।

কালিদাস রায়

২১। অনুশোচনা (গঃ) ১ম বর্ষ, ২২ সং, ২১ পৌঃ ১৩২২। পৃঃ ৫২৮।

২২। *অপরাজিতা (পরিচয়) ১ম বর্ষ, ১৭ সং, ২ অগ্রঃ ১৩২২। পৃঃ ৩৯৫-৩৫।

২৩। আড়ি (কঃ) ১ম বর্ষ, ১৫ সং ১৩ মাঃ ১৩২২। পৃঃ ৫৯৮।

২৪। আমাদের কাব্য (কঃ) ১ম বর্ষ, ১৯ সং, ৩০ অগ্রঃ ১৩২২। পৃঃ ৪৫৯।

২৫। আশার তপন : গৌরচন্দ্রের প্রতি (কঃ) ১ম বর্ষ, ১৮ সং, ১৩ অগ্রঃ ১৩২২। পৃঃ ৪৩৭।

---

* যতীন্দ্রমোহন বাগচী—অপরাজিতা কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা।

২৬। আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে (ক) ১ম বর্ষ, ৫ম সং, ১ ভাঃ ১৩২২। পৃঃ ১১৫।

২৭। গোকুল ও নদীয়া (কঃ) ১ম বর্ষ, ১৯ সং, ৩০ অগ্রঃ ১৩২২। পৃঃ ৪৫৭।

২৮। চিরবন্দী (কঃ) ১ম বর্ষ, ২০ সং, ৭ পৌঃ ১৩২২। পৃঃ ৪৭৯।

২৯। চিরশ্রাম (কঃ) ১ম বর্ষ, ২০ সং, ৭ পৌঃ ১৩২২। পৃঃ ৪৮৬।

৩০। তর্পণং (কঃ) ১ম বর্ষ, ১৫ সং, ২ অগ্রঃ ১৩২২। পৃঃ ৩৬৮।

৩১। তৃষ্ণা (কঃ) ১ম বর্ষ, ১৩ সং, ১৮ কাঃ ১৩২২। পৃঃ ৩২০।

৩২। ধন্যা (কঃ) ১ম বর্ষ, ১৬ সং, ৯ অগ্রঃ ১৩২২। পৃঃ ৩৮১।

৩৩। পিউ-পিউ ও কুহু-কুহু (কঃ) ১ম বর্ষ, ২৩ সং, ২৩ পৌঃ ১৩২২। পৃঃ ৫৪৯।

৩৪। বিজয়ার আহ্বান (কঃ) ১ম বর্ষ, ১২ সং, ১১ কাঃ ১৩২২। পৃঃ ২৭৯।

৩৫। বিদায় (কঃ) ১ম বর্ষ, ১৪ সং, ১৫ কাঃ ১৩২২। পৃঃ ৩৩২।

৩৬। মানভঞ্জন (কঃ) ১ম বর্ষ, ২১ সং, ১৪ পৌঃ ১৩২২। পৃঃ ৫০২।

৩৭। "সন্তপ্তানাং ত্বমসি শরণম্" (কঃ) ১ম বর্ষ, ৭ সং, ১৩ ভাঃ ১৩২২। পৃঃ ১৬৫।

৩৮। সাধনার মূল্য (কঃ) ১ম বর্ষ, ১৭ সং, ১৬ অগ্রঃ ১৩২২। পৃঃ ৪১৭।

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

৩৯। যূঁই (কঃ) ১ম বর্ষ, ১ম সং, ১৩ শ্রাঃ ১৩২২। পৃঃ ২২।

কুলদারঞ্জন রায়

৪০। ওভিসিউস দ্রঃ ঐ

কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত

৪১। **বারুণী (সমাঃ) ১ম বর্ষ, ১১ সং, ২৫ কাঃ ১৩২২। পৃঃ ৩৪৬।

খগেন্দ্রনাথ মিত্র। আরও দেখুন : অকিঞ্চন দাস

৪২। অপরাধ ও শাস্তি (অপরাধ তত্ত্ব) ১ম বর্ষ, ৩য় সং. ২৭ শ্রাঃ ১৩২২। ৫০-৫৩।

গণপতি রায় বিদ্যাবিনোদ

৪৩। বনবিভাগীয় বিদ্যালয় সমূহ (প্রঃ) ১ম বর্ষ, ১৯ সং, ৩০ অগ্রঃ ১৩২২। পৃঃ ৪৬২-৬৩।

৪৪। ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান কলেজের ইতিবৃত্ত (প্রঃ) ১ম বর্ষ, ১৬ সং, ৯ অগ্রঃ ১৩২২। পৃঃ ৩৯২-৯৩।

৪৫। সাহিত্য সংবাদ [বাংলা দেশে শিক্ষার প্রসার] ১ম বর্ষ, ১৪ সং, ২৫ কাঃ ১৩২২। পৃঃ ৩৪৮।

গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়

৪৬। প্রার্থনা (কঃ) ১ম বর্ষ, ১৩ সং, ১৮ কা। ১৩২২। পৃঃ ৩১২।

গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ

৪৭। পাক বিদ্যা (প্র.) ১ম বর্ষ, ৪র্থ সং, ২রা ভাঃ ১৩২২। পৃঃ ৮৭-৯০।

চারুচন্দ্র মিত্র

৪৮। [১]দারিদ্রের ক্রন্দন (সমাঃ) ১ম বর্ষ, ২৫ সং, ১৩ মাঃ ১৩২২। পৃঃ ৫৮৯-৯০।

৪৯। বাঁকিপুরে নাটোরাধিপতির অভ্যর্থনা (প্রঃ) ১ম বর্ষ. ১২ সং, ১১ কাঃ ১৩২২। পৃঃ ২৯৮-৩০০।

৫০। [২]সমালোচনা। ১ম বর্ষ, ১২ সং, ২০ আঃ ১৩২২। পৃঃ ৩০০।

৫১। [৩]সমালোচনা। ১ম বর্ষ, ২২ সং, ২১ পৌঃ ১৩২২। পৃঃ ৫১৯-২০।

** শরচ্চন্দ্র ঘোষাল প্রণীত বারুণী গ্রন্থের সমালোচনা।

১. রাধাকমল মুখোপাধ্যায়—দারিদ্রের ক্রন্দন

২. যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার—প্রাচীন ভারত

৩. জলধর সেন—অভাগী (উঃ)

---

১. ভেথস ড্যাণী—ওয়াল্ট হোয়াইটম্যানের কবিতার অনুবাদ।

২. বার্থেলটের (P. E. M. Barthelot) সহিত ফ্রেডরিক নীর সাক্ষাৎকারের বিবরণ।

৩. সতীশচন্দ্র মিত্র—যশোর খুলনার ইতিহাস।

৮৯। পুত্রহারা (ক) ১ম বর্ষ, ১৫ সং, ২ অগ্রঃ ১৩২২। পৃঃ ৩৬৭।

৯০। বেসুর বীণ্‌ (ক) ১ম বর্ষ, ১০ সং, ১৩ আঃ ১৩২২। পৃঃ ২১৯।

৯১। সন্ধ্যায় (ক) ১ম বর্ষ, ১৯ সং, ৩০ অগ্রঃ ১৩২২। পৃঃ ৪৬৩।

নরেন্দ্রনাথ সেন

৯২। কবি (ক) ১ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সং, ১৬ ভাঃ ১৩২২। পৃঃ ১৪৩।

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

৯৩। সাহিত্য-সঙ্গত (তোষণ) ১ম বর্ষ, ৩ সং, ২৭ শ্রাঃ ১৩২২। পৃঃ ৫৩-৫৫।

নলিনী রায়

৯৪। একটি গান (গ) ১ম বর্ষ, ৯ সং, ৬ আঃ ১৩২২। পৃঃ ২০১-২০২।

নিকুঞ্জবিহারী দত্ত

৯৫। কুমায়ূনে কয়েক দিন (প্র) ১ম বর্ষ, ১৭ সং, ১৬ অগ্রঃ ১৩২২। পৃঃ ৪১৭-১৯।

পরিমল কুমার ঘোষ

৯৬। ভুল (গ) ১ম বর্ষ, ২০ সং, ৭ পৌঃ ১৩২২। পৃঃ ৪৭৩-৭৭।

পাঁচুগোপাল নন্দী

৯৭। ভিক্ষা (ক) ১ম বর্ষ, ১৭ সং ১৬ অগ্রঃ ১৩২২। পৃঃ ৪০৫।

পুলিনবিহারী দত্ত

৯৮। রাধাকৃষ্ণ-মূর্ত্তিপূজা কতদিনের? (প্রঃ) ১ম বর্ষ, ৮ম সং, ৩০ ভাঃ ১৩২২। পৃঃ ১৮৪-৮৬।

পূর্ণচন্দ্র আঢ্য

৯৯। বংশী-তান (ক) ১ম বর্ষ, ১৫ সং, ২ অগ্রঃ ১৩২২। পৃঃ ৩৫৯।

১০০। বংশী-তান (ক) ১ম বর্ষ, ১৫ সং, ২রা অগ্রঃ ১৩২২। পৃঃ ৩৫৯।

পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১০০ক। সেকেলে দুর্গোৎসবের প্রারম্ভে পল্লীচিত্র (প্র) ১ম বর্ষ, ১১ সং, ২০ আঃ ১৩২২। পৃঃ ২৫২-৫৫।

প্যারীমোহন সেনগুপ্ত

১০১। ইন্দ্রধনু (ক) ১ম বর্ষ, ১১ সং, ২৫ কাঃ ১৩২২। পৃঃ ৩৩৭।

প্রফুল্লচন্দ্র বসু

১০২। আকাশ-বাতি (গ) ১ম বর্ষ, ১৪ সং, ২৫ কাঃ ১৩২২। পৃঃ ৩৩৭-৪২।

১০৩। পরিচয় (গ) ১ম বর্ষ, ১৭ সং, ১৬ অগ্রঃ ১৩২২। পৃঃ ৪১৩-১৭।

১০৪। রহস্য বিভ্রাট (গ) ১ম বর্ষ, ২১ সং, ১৪ পৌঃ ১৩২২। পৃঃ ৪৯৭-৫০২।

প্রভাকর চক্রবর্ত্তী

১০৫। ভ্রাতৃদ্বিতীয়া (গ) ১ম বর্ষ, ২৪ সং, ৬ মাঃ ১৩২২। পৃঃ ৫৬৭-৬৮।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় আরও দেখুন জানোয়ার মোহন শর্ম্মা

১০৬। চন্দ্রের কলঙ্ক (বৈঃ প্রঃ) ১ম বর্ষ, ৪ সং, ২ ভাঃ ১৩২২। পৃঃ ৭৩-৭৫।

১০৭। সাহিত্যে যথেচ্ছাচার ও "সবুজ পত্র" (প্রঃ) ১ম বর্ষ, ১১ সং, ২০ আঃ ১৩২২। পৃঃ ২৭৩-৭৫।

প্রমথনাথ চৌধুরী

১০৮। মাতৃমূর্ত্তি (গ) ১ম বর্ষ, ২৩ সং, ২৮ পৌঃ ১৩২২। পৃঃ ৫৫০-৫৫।

প্রমথনাথ রায়চৌধুরী

১০৯। খোদার মিনার (ক) ১ম বর্ষ, ২২ সং, ২১ পৌঃ ১৩২২। পৃঃ ৫৩২।

প্রসাদদাস রায় (হেমেন্দ্রকুমার রায়)

১১০। দ্বিতীয় স্বর্গ (ঐ প্রঃ) ১ম বর্ষ, ২ সং, ২০ শ্রাঃ ১৩২২। পৃঃ ৪০-৪৪।

১১১। [১] সংক্ষিপ্ত সমালোচনা। ১ম বর্ষ, ১৭ সং, ১৬ অগ্রঃ ১৩২২। পৃঃ ৪২০।

১১২। সাহিত্য সংবাদ। ১ম বর্ষ, ৪ সং, ২ ভাঃ ১৩২২। পৃঃ ৯৬।

প্রিয়ম্বদা দেবী

১১৩। রেণু (সমা) দ্রঃ সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১১৪। বিদ্যুৎ (গ) ১ম বর্ষ, ২ সং, ২০ শ্রাঃ ১৩২২। পৃঃ ৪৫-৪৭।

ফণীন্দ্রনাথ ঘোষ

১১৫। আশার পথে (চিত্র) ১ম বর্ষ, ১২ সং, ১১ কা ১৩২২। পৃঃ ২৮১-৮৪।

ফণীন্দ্রনাথ পাল

১১৬। শত্রু (গ) ১ম বর্ষ, ৩ সং, ২৭ শ্রাঃ ১৩২২। পৃঃ ৬৩-৬৮।

বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

১১৭। আমারি সে বাড়ীখানি (ক) ১ম বর্ষ, ২৫ সং, ১৩ মাঃ ১৩২২। পৃঃ ৫৯২।

১১৮। তপোবিনিময় (গাথা) ১ম বর্ষ, ৯ সং, ৬ আঃ ১৩২২। পৃঃ ২০৪-৫।

১১৯। প্রতীক্ষা (গাথা) ১ম বর্ষ, ১২ সং, ১১ কাঃ ১৩২২। পৃঃ ২৮৮।

১২০। বঙ্গভাষায় বিশেষণ (ভাষায় ইতিহাস) ১ম বর্ষ, ২৫ সং, ১৩ মাঃ ১৩২২। পৃঃ ৫৯৩-৯৫।

১২১। বর্ষায় (ক) ১ম বর্ষ, ৮ম সং ৩০ ভাঃ ১৩২২। পৃঃ ১৮৩।

১২২। ভারততীর্থ (ক) ১ম বর্ষ, ১৫ সং, ২৪। অগ্রঃ ১৩২২। পৃঃ ৩৬৮।

বিজয়গোপাল ঘোষ

১২৩। পায়ের ধূলি (গ) ১ম বর্ষ, ২২ সং ২৮ পৌঃ ১৩২২। পৃঃ ৫২৮-২৯।

১২৪। ভাবের বাণী (প্রঃ) ১ম বর্ষ, ২৪ সং, মাঃ ১৩২২। পৃঃ ৫৭৯-৮০।

বিজয়চন্দ্র মজুমদার

১২৫। ঐণীলীলা (ক) ১ম বর্ষ, ১১ সং, ২০ আঃ ১৩২২। পৃঃ ২৫২।

১২৬। খেলা (গাঃ) ১ম বর্ষ, ১০ সং, ১৩ আঃ ১৩২২। পৃঃ ২১৭।

১২৭। ভিক্ষা (গাঃ) ১ম বর্ষ, ১৪ সং, ২৫ কাঃ ১৩২২। পৃঃ ৩৪৪।

১২৮। ষড়ঋতু (ক) ১ম বর্ষ, ৯ সং, ৬ আঃ ১৩২২। পৃঃ ২১১।

বিজয়রত্ন মজুমদার

১২৯। দীনবন্ধু ও হাস্যরস (প্রঃ) ১ম বর্ষ, ১৮ সং, ২৩ অগ্রঃ ১৩২২। পৃঃ ৪৩২-৩৩।

১৩০। বঙ্কিমের উপন্যাসে হাস্য-রস (প্রঃ) ১ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সং, ১৬ ভাঃ ১৩২২। পৃঃ ১২৫-২৯।

১৩১। সহধর্মিণী (গ) ১ম বর্ষ, ১০ সং, ১৩ আঃ ১৩২২। পৃঃ ২২৮-৩১।

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

১৩২। সাহিত্যে যথেচ্ছাচার (প্রঃ) ১ম বর্ষ, ১০ সং, ১৩ আঃ ১৩২২। পৃঃ ২২৩-২৫।

বিনয়কুমার সরকার

১৩৩। জাপানী-জাহাজে দশদিন (ভ্রমণ কাহিনী) ১ম বর্ষ, ১২ সং, ১১ কাঃ ১৩২২। পৃঃ ২৮৯-৯৭।

---

১ (ক) স্বর্ণগাথা (ক) যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য (খ) বেণুর বীণা (ক) নরেন্দ্রনাথ ঘোষ (গ) চেষ্ট (ক) জলধর চট্টোপাধ্যায় (ঘ) সংলগ্ন—অন্নদাপ্রসাদ ঘোষ সংগ্রাঃ।

১৩৪। নিগ্রো জাতির কর্মবীর (সমাঃ) ক্রঃ হেমেন্দ্র কুমার রায়।

১৩৫। বর্তমান জগৎ (১ম) [সমাঃ] ক্রঃ ঐ

বিনোদবিহারী গুপ্ত

১৩৬। চরিত্রবল (প্রঃ) ১ম বর্ষ, ১৬ সং, ৯ অগ্রঃ ১৩২২। পৃঃ ৩৮২-৮৪।

বিমলাচরণ লাহা

১৩৭। জাতকে ভক্তলীলা (প্রঃ) ১ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সং, ১৬ ভাঃ ১৩২২। পৃঃ ১২৯-৩১।

বিশ্বপতি চৌধুরী

১৩৮। কবে? (ক) ১ম বর্ষ, ১৮ সং, ২৩ অগ্রঃ ১৩২২। পৃঃ ৪৩৮।

১৩৯। চণ্ডীদাসের প্রতি (ক) ১ম বর্ষ, ২০ সং, ৭ পৌঃ ১৩২২। পৃঃ ৪৮৩।

১৪০। তুমি ও আমি (ক) ১ম বর্ষ, ১৯ সং, ৩০ অগ্রঃ ১৩২২। পৃঃ ৪৫৫।

১৪১। দেউল (ক) ১ম বর্ষ, ১৭ সং, ১৬ অগ্রঃ ১৩২২। পৃঃ ৪২০।

১৪২। পলাতক (গ) ১ম বর্ষ, ১৮ সং, ২৩ অগ্রঃ ১৩২২। পৃঃ ৪৩৮-৪১।

১৪৩। প্রতীক্ষা (ক) ১ম বর্ষ, ২৪ সং, ৬ মাঃ ১৩২২। পৃঃ ৫৮৮।

১৪৪। প্রশ্ন (ক) ১ম বর্ষ, ২৩ সং, ২৮ পৌঃ ১৩২২। পৃঃ ৫৫৬।

১৪৫। বীণার কথা (গ) ১ম বর্ষ, ২৫ সং, ১৩ মাঃ ১৩২২। পৃঃ ৬০৫-৮।

১৪৬। মেঘ (ক) ১ম বর্ষ, ২১ সং, ১৪ পৌঃ ১৩২২। পৃঃ ৫০৯।

বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য

১৪৭। ১'প্রাচীন মুদ্রা'র পরিচয় (প্রঃ) ১ম বর্ষ, ২৫ সং, ১৩ মাঃ ১৩২৩। পৃঃ ৬০৬-৪।

ব্যোমকেশ মুস্তফী

১৪৮। সাহিত্য সংবাদ। ১ম বর্ষ, ১ম সং, ১৩ শ্রাঃ ১৩২২। পৃঃ ২৪।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৪৯। জিনৎ-উন্নিসা : ঔরঙ্গজেব দুহিতা (ঐ প্রঃ) ১ম বর্ষ, ৯ সং, ৬ অগ্রঃ ১৩২২। পৃঃ ২০৬-৮।

ভূপতিচরণ চক্রবর্তী

১৫০। সম্রাজী বনাম সম্রাজ্ঞী (প্রঃ) ১ম বর্ষ, ২৩ সং, ২৮ পৌঃ ১৩২২। পৃঃ ৫৬৩-৬৪।

মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৫১। সাহিত্যিক পকরং (নক্সা) ১ম বর্ষ, ১১ সং, ২০ আঃ ১৩২২। পৃঃ ২৫৮-৬০।

মহীন্দ্রমোহন চন্দ

১৫২। চাইনি : জামাই-ষষ্ঠীর বিপাক (গ) ১ম বর্ষ, ১৯ সং, ৩০ অগ্রঃ ১৩২২। পৃঃ ৪৪৯-৫৫।

মৃণালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৫৩। বৎস (ক) ১ম বর্ষ, ৪ সং, ২ ভাঃ ১৩২২। পৃঃ ৯২।

মৃণালমালা দেবী

১৫৪। বিচার (গ) ১ম বর্ষ, ৯ সং ৬ আঃ ১৩২২। পৃঃ ২১২-১৫।

মোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায়

১৫৫। হরিহর (ক) ১ম বর্ষ, ৪ সং, ২ ভাঃ ১৩২২। পৃঃ ৭৫।

যতীন্দ্রনাথ বসু

১৫৬। জার্মাণীর সমর-প্ররোচক কে? (প্রঃ) ১ম বর্ষ, ৪ সং, ২ ভাঃ ১৩২২। পৃঃ ৭৬-৭৭।

১৫৭। রহস্য (নক্সা) ১ম বর্ষ, ১ম সং, ১৩ শ্রাঃ ১৩২২। পৃঃ ২৩।

---

১. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—প্রাচীন মুদ্রা ১ম

যতীন্দ্রনাথ মিত্র

১৫৮। আলোচনা : শিল্পের উপকারিতা (প্রঃ) ১ম বর্ষ, ১৩ সং, ১৮ কাঃ ১৩২২। পৃঃ ৩০৩-৪।

১৫৯। চীনে বৌদ্ধধর্ম ও শিল্প (ঐ প্রঃ) ১ম বর্ষ, ১৯ সং, ৩০ অগ্রঃ ১৩২২। পৃঃ ৪৫৫-৫৭।

১৬০। মানব সভ্যতার এক পৃষ্ঠা (সমাঃ) ১ম বর্ষ, ১৮ সং, ২৩ অগ্রঃ ১৩২২। পৃঃ ৪৩১-৩২।

১৬১। সমাজ বন্ধন (প্রঃ) ১ম বর্ষ, ১৪ পৌঃ ১৩২২। পৃঃ ৫০৭-৯।

১৬২। সমালোচনা (প্রঃ) ১ম বর্ষ, ২৩ সং, ২৮ পৌঃ। ১৩২২। পৃঃ ৫৫৮-৫৯।

যতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

১৬৩। পল্লীবীর (ক) ১ম বর্ষ, ৪ সং, ২ ভাঃ ১৩২২। পৃঃ ৮৪-৮৫।

যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য

১৬৪। জ্যোৎস্নাময়ী (ক) ১ম বর্ষ, ১৪ সং, ২৫ কাঃ ১৩২২। পৃঃ ৩৪২।

১৬৫। বঁধুর প্রতি (ক) ১ম বর্ষ, ১৯ সং ৩০ অগ্রঃ ১৩২২। পৃঃ ৪৬১-৬২।

১৬৬। বাবার কাজ (ক) ১ম বর্ষ, ১১ সং, ২০ আঃ ১৩২২। পৃঃ ২৭১-৭২।

১৬৭। বোঝাপড়া (ক) ১ম বর্ষ, ১০ সং, ১৩ আঃ ১৩২২। পৃঃ ২২৮।

১৬৮। সার্থকতা (ক) ১ম বর্ষ, ২১ সং, ১৪, পৌঃ ১৩২২। পৃঃ ৫০৬।

১৬৯। সাহিত্যচর্চার উপায় (প্র) ১ম বর্ষ, ১৬ সং, ২রা অগ্রঃ ১৩২২। পৃঃ ৩৯৫-৯৬।

১৭০। হলায় নাক' মেয়ে (ক) ১ম বর্ষ, ১৭ সং ১৬ অগ্রঃ ১৩২২। পৃঃ ৪১৩।

যতীন্দ্রমোহন বাগচী

১৭১। অপরাজিতা (সমা) দ্র০ কালিদাস রায়।

১৭২। গান। ১ম বর্ষ, ৩য় সং, ২৭ শ্রাঃ ১৩২২। পৃঃ ৭২।

১৭৩। পাখী (রূপক) ১ম বর্ষ, ২৩ সং, ২৮ পৌঃ ১৩২২। পৃঃ ৫৫৮-৫৯।

১৭৪। বকধর্ম (ক) ১ম বর্ষ, ১০ সং, ১৩২২। পৃঃ ২২৩।

১৭৫। মিনতি (ক) ১ম বর্ষ, ১ম সং, ১৩ শ্রাঃ ১৩২২। পৃঃ ১১-১২।

১৭৬। রাধা (ক) ১ম বর্ষ, ৭ম সং, ২৩ ভাঃ ১৩২২। পৃঃ ১৫৪।

১৭৭। সাধনা (ক) ১ম বর্ষ, ২য় সং, ২০ শ্রাঃ ১৩২২। পৃঃ ৪০।

১৭৮। সেবাহীন (ক) ১ম বর্ষ, ৫ম সং, ৯ ভাঃ ১৩২২। পৃঃ ১০৯।

১৭৯। স্বপ্নবাণী (ক) ১ম বর্ষ, ১৩ সং, ১৮ কাঃ ১৩২২। পৃঃ ৩২২-২৩।

যদুনাথ চক্রবর্তী

১৮০। স্বর্গীয় বরদাচরণ মিত্র (জী) ১ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সং, ১৬ ভাঃ ১৩২২। পৃঃ ১৩১-৩২

যোগীনাথ সমাদ্দার

১৮১। আধুলি (অনুঃ গঃ মূললেখক মাসন) ১ম বর্ষ, ৯ সং, ৬ আঃ ১৩২২। পৃঃ ২০৩-৪।

১৮২। প্রাচীন ভারত দ্র০ চারুচন্দ্র মিত্র

রমণীমোহন ঘোষ

১৮৩* ফুলফুল (ক) ১ম বর্ষ, ১৮ সং ২৩ অগ্রঃ ১৩২২। পৃঃ ৪২৭। পৃঃ ৪২৭।

১৮৪। বার্থপ্রেম (ক) ১ম বর্ষ, ২য় সং, ২০ শ্রাঃ ১৩২২। পৃঃ ৩১।

১৮৫। মর্মকথা (ক) ১ম বর্ষ, ১২ সং, ১১ কাঃ ১৩২২। পৃঃ ২৯৭।

১৮৬। মর্মবাণী (ক) ১ম বর্ষ, ১ম সং, ১৩ শ্রাঃ ১৩২২। পৃঃ ৫।

১৮৭। মেঘদূত (ক) ১ম বর্ষ, ৩য় সং, ২৭ শ্রাঃ ১৩২২। পৃঃ ৬২।

---

* অনুবাদ, Goethe.

১৮৮। রাঙা গোলাপ (ক) ১ম বর্ষ, ১১ সং, ২০ আঃ ১৩২২। পৃঃ ২৫৫।

১৮৯। সন্ধ্যা সঙ্গীত (ক) ১ম বর্ষ, ৭ম সং, ২৩ ভাঃ ১৩২২। ১৫৬।

রমাপ্রসাদ চন্দ

১৯০[১]। হিতসাধন (ঐঃ প্রঃ) ১ম বর্ষ, ২য় সং ২০ শ্রাঃ ১৩২২। পৃঃ ৩১-৩২।

রমেশচন্দ্র মজুমদার

১৯১। পাল-সাম্রাজ্যের অধঃপতন (ঐঃ প্রঃ) ১ম বর্ষ ৮ম সং ৩০ ভাঃ ১৩২২। পৃঃ ১৮৭-৮৮।

১৯২। পাল-সাম্রাজ্যের অধঃপতন (ঐঃ প্রঃ) ১ম বর্ষ ১০ম বর্ষ সং, ১৩ আঃ ১৩২২। পৃঃ ২১৭-১৯।

১৯৩। "প্রাচীন ভারতে অর্ণবপোত (ঐঃ প্রঃ) ১ম বর্ষ, ২৩ সং ২৮ পৌঃ ১৩২২। পৃঃ ৫৪৪।

রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ

১৯৪। মর্ম্মবাণী (প্রঃ) ১ম বর্ষ ৫ম সং, ৯ ভাঃ ১৩২২। পৃঃ ১০১-১০২।

১৯৫। মায়া ও প্রকৃতি (প্রঃ) ১ম বর্ষ, ২য় সং, ২০ শ্রাঃ ১৩২২। পৃঃ ২৮-২৯।

১৯৬। স্মৃতি (প্রঃ) ১ম বর্ষ, ৪র্থ সং, ২ ভাঃ ১৩২২। পৃঃ ৮৫-৮৭।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৭। শশাঙ্ক (সমা) দ্র হরিদাস গঙ্গোপাধ্যায়

১৯৮। সঙ্কলন (প্রত্নতত্ত্ব) ১ম বর্ষ, ১ম সং, ১৩ শ্রাঃ ১৩২২। পৃঃ ২২-২৩।

„ ১ম বর্ষ, ২য় সং, ২০ শ্রাঃ ১৩২২। পৃঃ ৪৪।

১৯৯। সাহিত্য সংবাদ। ১ম বর্ষ, ৩য় সং, ২৭ শ্রাঃ পৃঃ ৭১।

রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য

২০০। প্রাচীন প্রসঙ্গ। ১ম বর্ষ, ৯সং, আঃ ১৩২২। পৃঃ ২১৫-১৬।

„ „ ১ম বর্ষ, ১০ সং, ১৩ আঃ ১৩২২। পৃঃ ২২৬-২৭।

„ „ ১ম বর্ষ, ১১ সং, ২০ আঃ ১৩২২। পৃঃ ২৬১-৬২।

„ „ ১ম বর্ষ, ১৩ সং, ১৮ কাঃ ১৩২২। পৃঃ ৩২৩-২৪।

„ „ ১ম বর্ষ, ১৭ সং, ১৬ অগ্রঃ ১৩২২। ৪০৪-৫।

„ „ ১ম বর্ষ, ২১ সং, ১৪ পৌঃ ১৩২২। পৃঃ ৪৯৬।

„ „ ১ম বর্ষ, ২৩ সং, ২৮ পৌঃ ১৩২২। পৃঃ ৫৬০-৬১।

„ „ ১ম বর্ষ, ২৪ সং, ৬ মাঃ ১৩২২। পৃঃ ৫৭১-৭২।

„ „ ১ম বর্ষ, ২৫ সং, ১৩ মাঃ ১৩২২। পৃঃ ৫৯৭-৯৮।

রাধাকমল মুখোপাধ্যায়

২০১। দরিদ্রের ক্রন্দন দ্র চারুচন্দ্র মিত্র

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

২০২। [২]আলোচনা: বাঙ্গালায় কর্তৃক (প্র. ১ম বর্ষ, ১ম সং, ১৩ শ্রাঃ ১৩২২। পৃঃ ২৪।

রাসবিহারী রায়

২০৩। জ্যোতিষ-তত্ত্ব-বিজ্ঞান (ক) ১ম বর্ষ, ২৪ সং ৬ মাঃ ১৩২২। ১৩২২। পৃঃ ৫৬৯-৭১

শরচ্চন্দ্র ঘোষাল

২০৪। বারুণী (সমাঃ) দ্রঃ কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত

২০৫। শুভ পত্র (গঃ) ১ম বর্ষ, ২২ সং, ২১ পৌঃ ১৩২২। পৃঃ ৫২১-২৮।

১. হিত সাধন মণ্ডলীর ইতিবৃত্ত।

২. জগদ্বন্ধু মোদকের বাঙ্গালায় 'কর্তৃক' শব্দের প্রয়োগ সম্বন্ধীয় প্রশ্নের উত্তর। (ক্রমশঃ)

গ্রন্থাগার সংবাদ

সবুজ গ্রন্থাগার, গ্রাম—জিজরাজিয়া, পোঃ হাতিহাল, জেলা—হাওড়া।

১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৬ রবিবার বিকাল ৪-৩০ মিনিটে সবুজ গ্রন্থাগার ভবনে পরলোকগত কবি 'কাজী নজরুল ইসলামের' অমর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর উদ্দেশ্যে এক সভা হয়। উক্ত সভায় ষাট জনের অধিক সদস্য/সুধীবৃন্দ উপস্থিত থাকিয়া এক মিনিট নীরবতা পালন করিয়া 'কাজী নজরুল ইসলামের' অমর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানান। সভায় নজরুল সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীযুক্ত তপন কুমার আঢ্য, শ্রীযুক্ত শীতল চন্দ্র সামন্ত এবং সবুজ গ্রন্থাগারের সুরতীর্থ সঙ্গীতালয়ের ছাত্রীবৃন্দ। সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেন সর্বশ্রী তুলসী মাইতি, তাপস মাইতি। কবিতা পাঠ করেন সর্বশ্রী জয়দেব ঘোষ, স্বপন ধাড়া, দিলীপ ধাড়া, মানব মিশ্র ও বিমল মাইতি। সর্বশ্রী শীতল চন্দ্র সামন্ত, মন্টু চট্টোপাধ্যায় নজরুল ইসলামের জীবনী সম্পর্কে আলোচনা করেন। এছাড়া সভার অন্যান্য বিষয়ে অংশ গ্রহণ করেন সর্বশ্রী বৈদ্যনাথ মাইতি, কাশীনাথ মাইতি, রঘুনাথ চিনে প্রমুখ সদস্যবৃন্দ। ধন্যবাদান্তে সভা শেষ হয়।

আমরারগড় মিলনী পাঠাগার, পোঃ আমরারগড়, বর্দ্ধমান

গত ২০।৯।৭৬ তারিখে এক মনোজ্ঞ পরিবেশে আমরারগড় প্রাচীন মিলনী পাঠাগারের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব উপসমাজ শিক্ষা অধিকর্তা শ্রীযুক্ত সন্তোষ কুমার দে উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। বর্দ্ধমান জেলার [illegible] সমাজ শিক্ষা আধিকারিক অমীয় সাহা প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। তাছাড়া সর্বশ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ দে (C.A.), মৃত্যুঞ্জয় ধাড়া ও তারাপদ ঘোষ (E.O.S E.), নীহারবরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধান শিক্ষক প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। সম্পাদক মহাশয় তাঁর বিবরণীতে পাঠাগারের প্রাচীন ইতিহাস ও বর্তমান সমস্যার উল্লেখ করে গ্রামবাসী ও প্রতিবেশী গ্রামবাসীগণের নিকট সাহায্য ও সহযোগিতার আবেদন জানান। সভাপতি মহাশয় তাঁর ভাষণে পাঠাগারের মাধ্যমে সেমিনার, ট্রেনিং প্রভৃতির ব্যবস্থা করেন [illegible] "Four H" (Head, Heart, Hand, Health) শিক্ষায় শিক্ষিত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

প্যারীমোহন স্মৃতি সাধারণ গ্রন্থাগার, বেঁসবাড়িয়া নজরুল স্মরণে

গত ১১শে সেপ্টেম্বর প্যারীমোহন স্মৃতি সাধারণ গ্রন্থাগার এক বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্মরণ করিলেন পরলোকগত কবি কাজী নজরুল ইসলামকে। উক্ত প্রধান বক্তা ডঃ মিলন দত্ত নজরুল সাহিত্য ও নজরুলের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। স্থানীয় সংগীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান "নৈবেদ্য" পরিবেশিত গীতি আলেখ্য "মরুভূষা" উপস্থিত সকলের প্রশংসা অর্জন করে। উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন শ্রীমতি লক্ষ্মী চট্টোপাধ্যায় এবং সুগায়িকা মালা বন্দ্যোপাধ্যায়। উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান উক্ত গ্রন্থাগারের সম্পাদক শ্রীগোপাল মুখোপাধ্যায়।

চানক পাঠাগার, পোঃ তালপুকুর, ২৪ পরগণা

চানক পাঠাগারের কার্যকরী সমিতি নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া পুনর্গঠিত হইয়াছে।

সভাপতি—শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ দাস, সহ সভাপতি—লাল মোহন ঘোষ, সম্পাদক শান্তিকুমার মিত্র, কোষাধ্যক্ষ—নীরেন্দ্র নাথ দাস, সভ্য—সর্বশ্রী কানাই লাল ঘোষ, বিজন কৃষ্ণ গুপ্ত, কালিদাস সেন, জীবেন্দ্র নাথ দাস, ফণিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নিতাইকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দুর্গাপ্রসন্ন সেনগুপ্ত, নমিতা মুখোপাধ্যায়, বটকৃষ্ণ গুপ্ত, ডাঃ অমিয়কুমার চট্টোপাধ্যায়, গ্রন্থাগারিক রাস বিহারী মিত্র।

পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরী, পোঃ মানকর, বর্দ্ধমান

গত ১০।১০।৭৬ তারিখে মানকর পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরীতে 'শরৎ জন্মশত বার্ষিকী' উদ্যাপিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব

করেন কলকাতা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীঅরুণ প্রকাশ চট্টোপাধ্যায়। শ্রীঅমল কৃষ্ণ ভক্ত নাতিদীর্ঘ ভাষণে শরৎ সাহিত্যের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনা করেন। গ্রন্থাগার কর্মী শ্রীরামকৃষ্ণ পাল বর্তমান যুগেও শরৎ সাহিত্যের চাহিদা সম্পর্কে তাঁর ভাষণে ছোট ছেলেমেয়েদের উদ্দেশে গল্পচ্ছলে শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সভাপতি শ্রীচট্টোপাধ্যায় তাঁর দীর্ঘ ভাষণে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, ও শরৎচন্দ্রের সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়ে তুলনামূলক আলোচনা করেন। এই তিনজন দিকপাল সাহিত্যিকের বিভিন্ন উপন্যাসে চরিত্র সৃষ্টি, সমাজ ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর বিশ্লেষণী সূক্ষ্ম মন্তব্য এবং শরৎ সাহিত্যের জনপ্রিয়তার মূল কারণ সম্বন্ধে আলোচনা সকল শ্রোতাকে বিমুগ্ধ করে। শ্রীসুধীর কুমার চক্রবর্তী শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে স্বরচিত ও সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই উপলক্ষে লাইব্রেরীর মহিলা উপসমিতি কর্তৃক 'নিষ্কৃতি' নাটকের অভিনয় সকলের প্রশংসা অর্জন করে। নাটকটি পরিচালনা করেন শ্রীগদাধর চক্রবর্তী ও শ্রীমতী সুজাতা চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানটিতে বিপুল জন সমাবেশ হয়।

কোন্নগর মিলন সংঘ, পো- কোন্নগর হুগলী

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এ বৎসরে গত ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৬ তারিখে সংঘ ভবনে প্রায় ৭০০ জন দুঃস্থ ছেলে-মেয়েকে পূজার জামা বিতরণ করা হইয়াছে। কোন্নগর মিলন সংঘ পাঠাগারের এই সমাজ সেবা বহু বৎসর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন সংঘ সভাপতি শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্য তালিকা (৭) : মেদিনীপুর

MIDNAPORE

805 Alapani Sub-Divisional Granthagar
Jhargram, Dist. Midnapore (4/75)

806 Bandahi Sisir Smriti Palli Pathagar
P.o. Jahanpur, Dist. Midnapore (4/75)

807 Chandrakona Gramin Pathagar
P.o. Chandrakona
Dist. Midnapore (4/75)

808 Contai Club
P.o. Contai, Dist. Midnapore (2 76)

809. Dakshin Chanehiara Gram Saraj Parisad
Vill. Dakshin Chanchiara
P. O. Pratappore
Via. Panskura
Dist. Midnapore (2/76)

810 Dantan Social Club & Public Library
P.o. Dantan, Dist. Midnapote (3/75)

811 Dhalhara Pagli Mata Gramin Granthagar
P.o. Porsurah Dist. Midnapore (4/75)

812 Dhanga Jnaner Alo Granthagar
P.o. Dhanga Dist. Midnapore (4/75)

813 Librarian District Library
P.o. Tamluk, Dist. Midnapore (5/76)

814 Ergoda Area Library
P.o. Parihati, Dist. Midnapore (4/75)

815 Ghatal Sadharan Pragati Pathagar
P.o Ghatal, Dist. Midnapore (7/74)

816 Halwasia Sub-Divisinal Granthagar
P.o. Kshirpai, Dist. Midnapore (4/75)

817 Kolaghat Deshapran Gramin Granthagar
P.o. Kolaghat, Dist. Midnapore (4/75)

818 Librarian Midnapore College
Dist. Midnapore (3/74)

819 Midnapore District Library Association
Dist. Midnapore (6/75)

820 Muradpur Pathachakra Janakalyan Sangha
Vill. Muradpnr P.o. Kulbari
Dist. Midnapore (12/74)

821 Ramnarayan Pathagar
Ranajitpur, P.o. Rohini
Dist. Midnapore (4/75)

822 Rasikganj Rabindra Pathagar
P o. Nimtala, Dist. Midnapore (4/74)

823 Sabuj Sangha Pathagar
Vill. Bhuiya Roy Chalk
P.o Dor Jaynagar, Dist. Midnapore

824 Sahid Pathagar (Rural Library)
P.o.Chaitanyapur
Dist. Midnapore (4/75)

825 Salbani Pathagar
P.o. Salbani, Dist. Midnapore (4/75)

826 Saoraberya Jalpai Siva Sakti Sangha
Vill. Soaberya Jalpai, P.o. Jalpai
Dist. Midnapore (8/73)

827 Sarboday Pathagar Rural Library
P.o. Tilantapara,
Dist. Midnapore (5/75)

828 Sarbtha Samaj Kalyan Granthagar
P.o. Chingur Kasha,
Dist. Midnapore (4/75)

829 Sevayatan Sikshan Mahavidyalaya
P.o. Sevayatan, Via-Jhargram,
Dist. Midnapore

830 Sonar Tari, P.o. & Vill-Kapasaria,
Dist. Midnapore (6/73)

831 Sree Sree Ramkrishna Gramin Pathagar
Vill-Kowai, P.o. Nera Deul,
Dist. Midnapore (4/75)

832 Sri Ramkrishna Gramin Pathagar
Vill. Muradpur, P.o. Kulbari,
Dist. Midnapore (7/74)

833 Tarun Sangha Pathagar
P.o. Madhyahinglı,
Dist. Midnapore (9/75)

834 Aswini Kumar Acharya Aching
Librarian
Sitananda College
P.o. Nandigram,
Dist. Midnapore (12/74

835 Dipak Chandra Adhikari
Vill. Townpadumbasan,
P.o. Tamluk Dist. Midnapore (2/74)

836. Sukumar Bagchi (3)
P. O. Garhbeta. Dist. Midnapore (3/76)

837. Bibekananda Banerjee, Librarian.
Silda C. S. College
P. O. Silda. Dist. Midnapur (12/75)

838. Satyendranath Basu
P.O. & Vill. Pingla. Dt. Midnapur (4/75)

839. Amaresh Chandra Bera.
P. O & Vill. Lakshmi
Dist. Midnapore (3/74)

840. Baneswar Bera
C/o. Dr. S. N. Bhunia
Mahishadal Girls College
P. O. Mohishadal
Dist. Midnapore (12/75)

841. Nandalal Bera, Asstt. Librarian.
Tamralipta Mahavidyalya
P. O. Tamluk Dist. Midnapore (6/75)

842 Bera Rabindra nath
Lucky Stores, Parbatipur
P. O. Tamluk, Dist. Midnapore

843. Pranab Kumar Bera
Vill. Gadaibal Barh
P. O. Nandigram.
Dist. Midnapore (2/76)

844. Harihar Bhattacharjee
Vill. Gourangapur P. O. Balichak
Dist. Midnapore (6/74)

845. Ramranjan Bhattacharjee, Librarian.
Tamluk District Library
Tamluk,
Dist. Midnapore (7/75)

846. Chakrabarty, Asim Kumra
Ramsagar Parh Road
P. O. Tamluk, Dist. Midnapore

847. Asis Kumar Chakrabarty, District Library
Dist. Midnapore (9/75)

848. Gajen Chakrabarty
P. O. & Vill. Marlitola
Via. Lowada. Dist. Midnapore (7/75)

849. Hemanta Knmar Chanda
Digha Govt Library
P. O. Digha Dist. Midnapore (5/75)

850. Anandamohan Chatterjee
Vill. & P. O. Kharar
Dist. Midnapore (7/76)

851. Chatterjee, Arun Baran
P. O. & Vill. Garhbeta
Dist. Midnapore

852. Himangsu Chattejee
P. O. & Vill. Silda
Dist. Midnapore (4/75)

853. Purnendu Kumar Chaudhury
Asstt. Librarian
Mahishadal Raj College
P. O. Mahishadal
Dist. Midnapore (7/75)

854. Anil Kumar Das
C/o. Tusar Smriti Grantha Niketan
Vill. Srikrishnagar. P. O. Baibattarhat
Dist. Midnapore (4/75)

855. Anjana Das
Basantitala. P. O. Basantitala
Dist. Midnapore (9/75)

856. Dilip Kumar Das
Contai-Caltex
P. O. Contai
Dist Midnapore (12/75)

857. Gopal Chandra Das
Vill. Gobindanagar P. O. Sekendary
Dist. Midnapore (7/76)

858. Kalipada Das
Pakuria Chintamani Adarsha Vidyapith
P. O. Pakuria
Via. Ballichak. Dist. Midnapore.

859. Nalini Kanta Das
I. I. T. Library, Karagpur-2
Dist. Midnapore (4/75)

860. Samir Kumar Das
P.o. & Vill. Dakshin Moyna
Dist. Midnapore (12/75)

861. Santosh Kumar Das
Egra Sadharan Pathagar
Rural Library
P. o. Egra, Dist. Midnapore (4/75)

862. Mita Dasgupta
Asstt. Librarian
I. I. T. Library
Karagpur-2, Dist. Midnapur (11/75)

863. Amulyaratan Ghorai
Midnapore Collage
Dist. Msdnapore (3/74)

864. Arun Kumar Ghosh
I. I. T. Library
Kharagpur-2, Dist. Midnapore (4/75)

865. Babulal Ghosh
I. I. T. Library
Kharagpur-2, Dist. Midnapore (12/73)

866. Byomkesh Ghosh
P.o. Radhaballavpur
Via. Kelomal, Dist. Midnapore (4/75)

867. Ranendra Sankar Gumtya
P.o. & Vill. Etamogra
Via Tamluk, Dist. Midnapore (10/57)

868. Bidyut Kumar Hazra Librarian
Panskura Banamali College
P.o. Panskurah S.
Dist. Midnapore (4/75)

869. Basanta Kumar Jana
Panskura Banamli College
P.o. Panskura R. S.
Dist. Midnapore (5/75)

870. Subimal Kanti Karmakar
I. I. T. Library
Kharagpur-2, Dist. Midnapore (9/76)

860. Subodhranjan Maji
Vill. Durgapore, P.o. Goura
Via. Sekendari
Dist. Midnapore (9/75)

872. Bejoy Krishna Majumdar
I. I. T. Library
Kharagpur-2, Dist. Midnapore ( )

873. Subhas Chandra Mallik
Librarian
Indian oil Corporation Ltd.
P.o. Haldia oil Refinery
Dist. Midnapore (3/76)

874. Kamal Chandra Mondal
Vill. Kui, P.o. Binpur
Dist. Midnapore (12/74)

875. Sarbeswar Misra
Vill. Baghmari, P.o. Pratapdighi
Dist. Midnapore (4/75)

876. Durgaprasad Mitra
Dy. Librarian
I. I. T. Library
Kharagpur-2, Dist. Midnapore (11/74)

877. Asokkumar Mukherjee, Librarian
I. I. T. Library
Kharagpur-2, Dist. Midnapore (4/75)

878. Tarapada Pandit
P.o. Rekha Jangal
Dist. Midnapore (4/75)

879. Nandalal Panja
Librarian
Manindra Pathagar Sangha
P.o. Iswar Daha Jalpai
Dist. Midnapore (3/76)

880 Pulin Behari Sahu
P.o. & Vill. Baghasti
Dist. Midnapore (4/75)

881. Subhash Ch. Sahu
'Byom Nilima' Saraswat Mandir
P.o. & Vill. Gopiballavpur
Dist. Midnapore (4/76)

গ্র ন্থা গা র

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মাসিক মুখপত্র

গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রতি

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সংবাদ প্রকাশে আমরা আগ্রহী। গ্রন্থাগারের বিভিন্ন সংবাদ কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্টভাবে লিখে সম্পাদকের নামে পাঠান।

পাঠকদের প্রতি

'গ্রন্থাগার' পত্রিকা আপনাদের কেমন লাগছে, কোথায় তার ত্রুটি-বিচ্যুতি, কেমন হলে ভালো হতো লিখেজানাবেন জানান। আপনাদের পরামর্শ যতটা সম্ভব গ্রহণের জন্য চেষ্টা করা হবে।

লেখকদের প্রতি

বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগার আন্দোলন, গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান এবং গ্রন্থাগারের সংগে সংশ্লিষ্ট বিবিধ বিষয়ে রচিত প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য আমরা খুবই আগ্রহান্বিত। প্রতিষ্ঠিত লেখক বিবেচ্য নয়, মূল্যবান লেখা-ই আমরা প্রকাশ করতে চাই। পত্রিকায় প্রকাশের জন্য প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্টরূপে লিখে সম্পাদকীয় দপ্তরে পাঠান। আপনার লেখার সাথে সংক্ষিপ্তাকারে English abstract পাঠালে ভালো হয়। কারণ প্রতিটি লেখার English Abstract আমরা প্রকাশ করে থাকি।

প্রকাশকদের প্রতি

'গ্রন্থাগার' পত্রিকা পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সমস্ত গ্রন্থাগারে, ভারতের কয়েকটি বিশিষ্ট গ্রন্থাগারে—এমন কি বিদেশের কয়েকটি গ্রন্থাগারেও নিয়মিত পৌঁছায়। সুতরাং 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া আপনাদের পক্ষে লাভজনক। বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী মলাটের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন।

আমরা গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্পর্কিত এবং বিভিন্ন রেফারেন্স বইয়ের (Encyclopaedia, Dictionary, Directory, Guide Book etc.) সমালোচনা নিয়মিতভাবে প্রকাশ করবার ইচ্ছা রাখি। আপনাদের প্রকাশিত বইয়ের প্রচারের জন্য পুস্তক আলোচনা বিভাগে দু'কপি পাঠান।

সম্পাদক, গ্রন্থাগার
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
পি-১৩৪, সি. আই. টি. স্কীম ৫২
কলিকাতা-৭০০০১৪
(ফোন : ৪৪-৮৫৩৩)

Annual Price Rs. 15.00
Single issue Rs. 1·50

Licensed to post without prepayment
LICENCE No. WB/CC-CL-2
Postal Regd No. WB/CC—145
Regd No. RN/2674/57

Volume 26 : No 6 September-October 1976

GRANTHAGAR

(The monthly organ of the Bengal Library Association devoted to the advancement of Library Scienbe & Library Movement in West Bengal)

All payments should be sent to :
The Secretary
Bengal Library Association
Central Library,
Calcutta University
Calcutta-700073

All correspondence and papers for publication should be addressed to .
The Editor, Granthagar
Bengal Library Association
P-134, CIT Scheme No. 52
Calcutta-700014
Phone . 44-8566

ENGLISH ABSTRCT will be published in the next issue.

Published by . Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University. Cal-73

Printed by : Sourendramohan Gangopadhyay at the MUDRANEE 181B, Bipin Behari Ganguly Street, Calcutta-700073

Editor : Satyabrata Sen

Associate Editor : Minati Chakrabarti

If undelivered please return to
Bengal Library Association
P-134, C. I. T. Scheme 52
Calcutta-700014

২৬ বর্ষ, সংখ্যা ৭ কার্তিক ১৩৮৩

সূচী

॥ গ্রন্থাগার পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন ॥

'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া আপনার পক্ষে লাভজনক। কারণ পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে, গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগারব্যবহারকারীদের কাছে পত্রিকা নিয়মিত পৌছায়। ঐ পত্রিকার মাধ্যমে গ্রন্থাগারিকরা পুস্তক নির্বাচন করে থাকেন।

বিজ্ঞাপনের হার

ছাপা অংশের সাইজ	কোন পৃষ্ঠায় কতটা	সাধারণ সংখ্যা টাকা	বিশেষ সংখ্যা টাকা
৮×৬ ইঞ্চি	পূর্ণ পৃষ্ঠা ৪র্থ মলাট	২৫০	৪০০
৮×৬ ইঞ্চি	পূর্ণ পৃষ্ঠা ২য় ও ৩য় মলাট	২০০	৩৫০
৪×৬ ইঞ্চি বা ৮×৩ ইঞ্চি	অর্ধ পৃষ্ঠা ঐ	১২৫	২০০
৮×৬ ইঞ্চি	সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১২৫	৩০০
৪×৬ ইঞ্চি বা ৮×৩ ইঞ্চি	ঐ অর্ধ পৃষ্ঠা	৭০	১৭৫
৪×৩ ইঞ্চি	সাধারণ এক চতুর্থাংশ পৃষ্ঠা	৪০	—

সম্পাদক, গ্রন্থাগার পত্রিকা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি ১৩৪, সি আই টি স্কীম ৫২

কলিকাতা ৭০০০১৪

ফোন : ৪৪-৮৫৬৬

॥ পরিষদ প্রকাশিত কয়েকটি বই ॥

West Bengal Library Directory
(1963 edition) মূল্য ২০'০০

বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগার সম্বন্ধে সর্ববিধ তথ্য সম্বলিত একমাত্র প্রামাণ্য গ্রন্থ।

Library Personality & Library Bill for West Bengal
By Dr. Ranganathan মূল্য ২'০০

পশ্চিমবঙ্গে সুসংগঠিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে গ্রন্থাগার আইনের খসড়া করেছিলেন বিশ্ববিশ্রুত গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানী ড. রঙ্গনাথন।

Library Service in India To-day
মূল্য ৩'০০

মার্কিন সংবাদ প্রতিষ্ঠান ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যুক্ত প্রচেষ্টায় আয়োজিত আলোচনা চক্রের বিবরণ।

নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা
(১৯৬৪ সংস্করণ) মূল্য ৫'০০

আড়াই হাজারের বেশী সুনির্বাচিত বাংলা বইয়ের তালিকা।

রবীন্দ্র সাহিত্যে গ্রন্থাগার
ডঃ বিমল দত্ত প্রণীত মূল্য ২'০০

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের একটি বিশেষ দিক সম্পর্কে আলোকপাত।

গ্রন্থবিদ্যা
ডঃ আদিত্যকুমার ওহদেদার প্রণীত মূল্য ৪'০০

বাংলা শিশু সাহিত্য : গ্রন্থপঞ্জী
বাণী বসু সঙ্কলিত মূল্য ৭'০০

১৮১৮ থেকে ১৯৬২ পর্যন্ত প্রকাশিত প্রায় ৫,৫০০ গ্রন্থ ও ১৫০ সাময়িক পত্রের প্রামাণ্য তালিকা।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি-১৩৪ সি. আই. টি. স্কীম ৫২

কলিকাতা-৭০০০১৪

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

পি-১৩৪, সি আই. টি. স্কীম ৫২, কলিকাতা-১৪।

(ফোন : ৪৪-৮৫৬৬)

সম্পাদক—সত্যব্রত সেন

সহযোগী সম্পাদিকা—মিনতি চক্রবর্তী

বর্ষ ২৬, সংখ্যা ৭ কার্ত্তিক ১৩৮৩

সূচী

প্রতি সংখ্যা ১.৫০ বার্ষিক চাঁদা ১৫.০০

সম্পাদকীয়

কিছুদিন আগে জনৈক নব প্রতিষ্ঠিত প্রকাশক আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছিলেন যে, জেলা গ্রন্থাগার সমূহ আমাদের কাছ থেকে খুব একটা বই পত্র কেনে না, কারণ কি? উত্তর সহজ সরল অথচ ওঁদের কাছে অজানা। বাৎসরিক ৩০০০ টাকায় কটা বই কেনা যায়। সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রও ওর মধ্য থেকেই কিনতে হয়। এই বরাদ্দ ১৯৫৬ সালের এবং আজও চলছে।

হঠাৎ দেখা গেল, এই পাবলিক লাইব্রেরী উন্নয়নের জন্য গঠিত হল, রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউণ্ডেশন প্রাথমিক ঘোষণায় পাবলিক লাইব্রেরী বললে আশার সঞ্চার ঘটলেও কালে কালে দেখা গেল ঐটি হয়ে উঠেছে ব্যবসায়ী লাইব্রেরীর ফাউণ্ডেশন এবং কয়েকটি কাগজে কিছুদিন যাবৎ এই সম্পর্কে যে সমস্ত সম্পাদকীয় বা চিঠিপত্র বের হচ্ছে, তা সবই কোন কোন পুস্তক ব্যবসায়ীরা কতকটা ঠকছেন তার দিকে লক্ষ্য রেখে এবং আগামী বারে যেন আমায় না ঠকানো হয় এই মনোবৃত্তির প্রতিবেদন হিসাবে।

আমরা একথা বলছি, এই কারণে যে গত কয়েক বৎসর যাবৎ সংবাদপত্র সমূহের কাছে বহু অনুরোধ উপরোধ করেও গ্রন্থাগার উন্নয়নের অন্যতম চাবিকাঠি গ্রন্থাগার আইনের জন্য তাদের নিরবচ্ছিন্ন সাথী হিসাবে পাইনি। অথচ এই সংবাদসমূহ এক কালে গ্রন্থাগার উদ্যম বিষয়ে গ্রন্থাগার দিবস তথা গ্রন্থাগার সম্মেলন উপলক্ষে বিশেষ ক্রোড়পত্রও প্রকাশ করেছেন।

গ্রন্থাগার আন্দোলনের কোন ত্রুটি অবশ্য একজন দায়ী। তবে আমরা গ্রন্থাগার আন্দোলনের কর্মীদের সচেতন করে দিতে চাই যে, শুধুমাত্র গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের গ্রন্থাগার আন্দোলনে প্রধান শক্তি বা নেতৃত্বে দেখতে পেলেই যে গ্রন্থাগার আন্দোলন জোরদার হবে এমন ধারণা যেমন ভুল, এই সব পত্রিকার সম্পাদকীয় পড়ে খুশী হওয়াও তেমন ভুল। তবে চেষ্টার যেন ত্রুটি না থাকে চ্যুৎমার্গ এড়িয়ে চলার, গ্রন্থাগার উন্নয়নের পেছনে অনেকের স্বার্থ জড়িত সব স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। একটি স্বার্থ অন্য স্বার্থকে গ্রাস করবে এমন কৌশল যেন প্রশ্রয় না পায়।

ENGLISH ABSTRACTS

The social recognition of the qualified librarians : Prof. Ajit Kumar Mukherja.

The article comprises the following points :— A perfect democracy presupposes mass education and without proper library facilities mass education isa myth.

A librarian should always remain conscions of his functions and responsibilities in a democratic society. He is not only a technical or vocational man and his function is not only to procure and preserve books but also to deal with human beings. His main function is to establish the contact between the readers and the books.

There are different grades of readers and all should be fed equally and sympathetically by the librarians. In order to perform their functions properly they require the help and cooperation of the government. The collection of books and library naterals must be sufficent and variegated and the number of libraries throughout the country must be remarkably increased and the adequate appointments of qualified librarians should be made.

Unfortunately the library profession and the inportance of libraries are being much neglected and at every step a librarian has to cross so many hurdles.

A time has come when like other professionals, the librarians should organise themselves properly and gird up their loius to improre their position and condition and to awake and convince the people about the importance and necessities of libraries in a developing country like ours.

The teaching of the librarianship as a science come into being in India in 1911. The B. L. A, started its course in 1934. After passing through various stages, the course of Librarinship has now assumed the master degree status.

The librarian should be very conscious of his status and standard of the course. For this purpose, strictness should be maintained in the selection of candidates as well as that of teachers.

A librarian should grow his personality independently of outer influences. He should maintain his own principle and philosophy. With his distinct personality and philosophy he will serve the society and will expect in return that the society will soon realize and recognise actually the importance of libraries and the responsibilites of the librarians for the social development of a country.

Abstract : Gouri Bondyopadhyay

বিদ্যাসাগর : গ্রন্থভাবনা

সন্তোষ কুমার বসাক
রবীন্দ্র ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা।

মানসিক উৎকর্ষ লাভের জন্য পুস্তক পাঠের প্রয়োজন সর্বাধিক। পুস্তকপাঠ পাঠকের জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। বিদ্যাসাগরের পুস্তকপাঠে গভীর অভিনিবেশ থাকার জন্য তাঁর চিত্ত বিকাশের পক্ষে সহায়ক হয়েছিল। তিনি সংস্কৃত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হয়েও গভীরভাবে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানের অনুশীলন করেছিলেন। এজন্য তাঁর জীবনে কোনো গোঁড়ামী প্রশ্রয় পায়নি। তিনি যথার্থ মানুষ হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। পুস্তকের প্রয়োজনীয়তা তিনি ছাত্রজীবন থেকেই বুঝেছিলেন। ছাত্র জীবনে তিনি বৃত্তির টাকায় হাতে লেখা পুঁথিও ক্রয় করেছিলেন। সারা-জীবন ধরে তাঁর নিজের সংগ্রহ করা পুস্তক ও পুঁথির সংখ্যা কম নয়। তিনি যখনই সময় পেয়েছেন, তখনই পুস্তক পাঠে কাটিয়েছেন। পুস্তকপাঠের মধ্য দিয়ে নিজের ব্যক্তিত্ব বিকাশের নিশ্চিত পথে অগ্রসর হয়েছেন। জীবনের শেষ দিকে অসুস্থ ও ভগ্ন শরীরেও তিনি পুস্তকরাশির মধ্যে নিজেকে মগ্ন রেখেছিলেন।

তিনি জীবনের কর্মক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি ছিলেন। স্বাধীনভাবে চলবার এক অসাধারণ ক্ষমতা তাঁর হয়েছিল। অন্যের প্রভাবকে তিনি কোন রকমেই সহ্য করেননি। যে কোনো বিষয়ে মতানৈক্য হলে ফলাফলের কথা চিন্তা না করে ঐ কার্যে পদত্যাগ করতে দ্বিধা করেননি। শিক্ষার সর্বাঙ্গীন উন্নতির চেষ্টাতেই তার সারাজীবন কেটেছে। নানা স্থানে শিক্ষাসদন স্থাপনে সহায়তার জন্য তাঁর ডাক আসতো। তিনি পরিকল্পনা তৈরী করে তারপর রূপ দিতে বড় আগ্রহ দেখাতেন। পরিকল্পনার মধ্যে সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার গঠনের প্রতি অধিক গুরুত্ব দিতেন।

সংস্কৃত কলেজ :

বিদ্যাসাগর মহাশয় বুঝেছিলেন শিক্ষাক্ষেত্রে গ্রন্থাগার অপরিহার্য। শিক্ষার উন্নতির স্বার্থে গ্রন্থাগারকে সমৃদ্ধ রাখতেই হবে। সংস্কৃত কলেজের কর্মসূত্রে যুক্ত হয়ে তিনি কলেজের উন্নতি করতে গিয়ে গ্রন্থাগারকেও মনে রেখে-ছিলেন। গ্রন্থাগারে তিনি মাঝে মাঝেই যেতেন। পাঠরত ছাত্রগণ বিদ্যাসাগরের সান্নিধ্যলাভ করতো। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য কলেজের লাইব্রেরীতে বসে পুস্তকাদি পাঠ করতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় কখনও কখনও লাইব্রেরীতে এসে পাঠকদের সঙ্গে হেসে কথা বলে পাশ দিয়ে চলে যেতেন। সংস্কৃত কলেজের পুঁথিশালায় একজন পুঁথি নকলকার ছিল। সংস্কৃত না জানলেও সে ব্যক্তি অনর্গল শ্লোক রচনা করতে পারতো। এই ব্যক্তি বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে একটা শ্লোক রচনা করেছিল।

'তারাশংকর শংকর সদৃশ।
বিদ্যাসাগর সাগর রূপম্।
বিদ্যামন্দির মধ্যে বিরাজে
পুস্তকাধ্যক্ষ লাইব্রেরী কাজে।'

তারাশংকর তথা বিদ্যাসাগর এতে খুব আমোদ পেয়েছিলেন।[১]

বাল্য বিধবাদের দুঃখে বিদ্যাসাগরের বেদনা ছিল অপরি-সীম। এই বিধবাদের পুনরায় বিবাহ হওয়া উচিত মনে হলেও যতদিন তিনি শাস্ত্র দ্বারা প্রমাণ করতে না পেরেছেন, ততদিন সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাগারে পুস্তকপাঠের মধ্যে নিজেকে সাধনার ন্যায় ব্যাপৃত রেখেছেন। বহু গ্রন্থ পাঠ করে বহু শাস্ত্র আলোচনা করে একটা স্থির সিদ্ধান্তে এসে তবেই তিনি বিতর্ক সভায় অবতীর্ণ হয়েছেন। এই সময়-কার সাধনার কথা সমসাময়িক শিবনাথ শাস্ত্রী বর্ণনা করেছেন—"তিনি [বিদ্যাসাগর] সংস্কৃত কলেজের পুস্তকাল-য়েতে বাসা করিয়া ফেলিয়াছিলেন। কি প্রাতে, কি মধ্যাহ্নে, কি রাত্রে যখন যাও দেখিবে বিদ্যাসাগর মহাশয় পুস্তকরাশির মধ্যে নিমগ্ন; মনোযোগ সহকারে কেবল বিবিধ শাস্ত্র পাঠ করিতেছেন ও গভীররূপে শাস্ত্রের বিচারে নিযুক্ত রহিয়া-ছেন।"[২] চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই সময়কার বিদ্যাসাগরের অধ্যয়ন সাধনার বিবরণ দিয়েছেন।—"যে কলেজের কোর্স শেষ করিয়া অপরাহ্ণ হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত রাত্রি সংস্কৃত কলেজের পুস্তকাগারের পুস্তক-

রাশির মধ্যে মগ্ন থাকিতেন, এবং গ্রন্থকীটের ন্যায় পুঁথির পত্রে পত্রে বিচরণ করিতেন।"[৩]

মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউশন

১৮৬৪ খ্রীঃ মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউশন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ইন্‌ষ্টিটিউশন বিদ্যাসাগরের নিজস্ব কীর্তি বহন করে চলেছে বিদ্যাসাগর কলেজ নাম নিয়ে। এই ইন্‌ষ্টিটিউশনের দায়িত্বভার নেবার পর থেকেই বিদ্যাসাগর গ্রন্থাগারকে কলেজ ছাত্রদের পাঠোপযোগী করে তৈরীর দিকে মন দিয়েছেন। নিজের অর্থে বহুমূল্য ও প্রয়োজনীয় গ্রন্থ সংগ্রহ করে গ্রন্থাগারকে সমৃদ্ধ করেছেন। অপরের দানও গ্রহণ করেছেন। "কলকাতার বহুবাজারের দত্ত পরিবার এই স্কুলের লাইব্রেরীর জন্য অনেক পুস্তক দান করেছেন।"[৪]

গ্রন্থাগারের কোন কর্মী গ্রন্থপাঠকগণের কোন অসুবিধা সৃষ্টি করবে গ্রন্থপ্রেমিক বিদ্যাসাগর তা সহ্য করতে পারতেন না। এর প্রমান একটি ঘটনা বিদ্যাসাগর কলেজ পত্রিকায় (১৩৬১) বিবৃত করেছেন যতীন্দ্রমোহন ঘোষ। মেট্রোপলিটনের ছাত্র গোপাল চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় একটি বইয়ের প্রয়োজনে গ্রন্থাগারের দ্বারস্থ হয়। প্রিন্সিপাল বৈদ্যনাথ বসু বইখানা দেবার জন্য ছাড়পত্র দিয়েছেন। তবুও গ্রন্থাগারিক বইটি না দিয়ে ছাত্রটিকে ফিরিয়ে দিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় সমস্ত বিবরণ শুনে গ্রন্থাগারিককে দোষী সাব্যস্ত করে বরখাস্ত করলেন। বন্ধু পুত্র বলে রেহাই দেননি।[৫]

কান্দী গ্রাম :

লোকহিতৈষী কান্দীরাজ প্রতাপ চন্দ্র সিংহ ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের অনুরোধ আসে বিদ্যাসাগরের কাছে মুর্শিদাবাদের কান্দীগ্রামে একটি স্কুল স্থাপন করবার জন্য। বিদ্যাসাগর মহাশয় রাজাদের সকল প্রকার সাহায্য পাবেন এই আশ্বাস পেয়ে ১৮৫৯ সালের ১ এপ্রিল ঐ গ্রামে একটি ইংরেজী সংস্কৃত স্কুল স্থাপন করেন। এই স্কুল স্থাপনের সংগে সংগে আনুষঙ্গিক দ্রব্যের ন্যায় একটি পুস্তক সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারও থাকা প্রয়োজন একথা তিনি জানতেন। এজন্য বহু মূল্যবান এবং প্রয়োজনীয় পুস্তক ক্রয় করে এবং এগুলি রাখবার ভাল বন্দোবস্ত করে দেন। মফঃস্বলে এইরূপ সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার তখনকার সময়ে কল্পনাতীত ছিল। বিদ্যাসাগরের নির্দেশ মতো এই স্কুল বেশ কিছুকাল পরিচালিত হয়ে ছিল।[৬]

ছাত্রদের পুস্তকদান :

বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজে পুস্তক ভালবাসতেন; অন্যেও পুস্তক ভালবাসুক বা পাঠ করুক তাই চাইতেন। কোন ছাত্র পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখালে তিনি আনন্দ পেতেন ও উৎসাহের নিদর্শন স্বরূপ পুস্তক উপহার দিতেন। প্রীতিধন্য মেট্রোপলিটনের ছাত্র যোগেন্দ্র চন্দ্র বসু ১৮৭৪ সালে এফ, এ, পরীক্ষায় বিশেষ কৃতত্ব লাভ করার জন্য তিনি নিজের প্রিয় গ্রন্থভাণ্ডারের একটি আলমারি খুলে বহু অর্থব্যয়ে স্বর্ণাক্ষরে নাম লেখা ও স্বর্ণলতাপাতা আঁকা চামড়ায় সুন্দর করে বাঁধানো স্যার ওয়াল্টার স্কটের ওয়েভার্লি উপন্যাসাবলী" উপহার দেন। তাতে তিনি নিজের হাতে লেখেন—

> "awarded
> to Jogindra Chandra Bose
> at the close of his brilliant
> career as student
> in the Metropolitan Institution
> Iswarchandra sarma
> 8th January 1875"[৭]

প্রথম বাঙালী মহিলা এম. এ (১৮৮৪) চন্দ্রমুখী বসুকে উপহার দেন এক সেট Cassell's Illustrated by Charles and Mary Cobden Clarke গ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ডে তিনি লেখেন—

> "SRIMATI
> KUMARI CHANDRAMUKHI BASU,
> The first Bengali Lady,
> Who has obtaind the Degree of Master of Arts.
> OF THE CALCUTTA UNIVERSITY
> from her sincere well wisher
> ISVAR CHANDRA SARMA"

পরবর্তীকালে চন্দ্রমুখী বসু বেথুন কলেজের প্রথম অধ্যক্ষা নিযুক্ত হয়েছিলেন।[৮]

দীনেশচন্দ্র সেন আশুতোষ স্মৃতিকথায় বলেছেন—"১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ১০ বৎসর বয়স্ক আশুতোষ বিদ্যাসাগর মহাশয়কে প্রথম দর্শন করেন। ইহার অল্প দিন পরে তিনি প্রতিভাবান বালক আশুতোষকে একখানি 'রবিনসন ক্রুসো' উপহার দেন।"[৯]

বিদ্যাসাগর মহাশয় বহু ছাত্রকে প্রয়োজনীয় পুস্তক দিয়েও সাহায্য করেছেন। কোন ছাত্র পুস্তকের অভাবে পড়াশোনায় অসুবিধায় পড়েছে জানতে পারলে তিনি অস্থির হয়ে পড়তেন। কোন পাত্রাপাত্র বিবেচনা না করে তিনি সর্বাগ্রে তার প্রয়োজন মেটাতে চাইতেন! বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই সদাশয়তার সুযোগ নিয়ে অনেকে তাঁকে প্রতারণাও করেছে। একবার উত্তরপাড়া থেকে একটি ছেলে বইয়ের অভাবে ক্লাশের পড়া চলছে না বলে একটি চিঠি লেখে বিদ্যাসাগরকে। দয়ার-সাগর বিদ্যাসাগর তখনই তাকে বইগুলি পাঠিয়ে দেন। পরের বৎসর নতুন ক্লাশের পড়ার বইয়ের জন্য চিঠিতে আবেদন আসে। বিদ্যাসাগর এবারও বইগুলি পাঠালেন পরে এক সময় চিঠিতে উল্লেখিত স্কুলের হেডমাষ্টারের সঙ্গে দেখা হলে বিদ্যাসাগর উক্ত ছেলেটির সংবাদ জানতে চান। হেডমাষ্টার ঐ নামে ছাত্রটির কোন সংবাদ না দিতে পারার জন্য বিদ্যাসাগরের কাছে অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন। হেডমাষ্টার ছেলেটির সমস্ত বিবরণ নিয়ে খোঁজ করে দেখলেন ঐ নামে স্কুলে কোন ছাত্র নেই। পরে জানতে পারলেন স্থানীয় একটি বইয়ের দোকান থেকে এই চিঠি বিদ্যাসাগরের নিকট পাঠানো হয়েছে এবং বইগুলি ঐ দোকান থেকে বিক্রি হয়েছে।[১০]

১ বিপিন বিহারী গুপ্ত—পুরাতন প্রসঙ্গ ১৩৭৩।
২ শিবনাথ শাস্ত্রী—পণ্ডিত প্রবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সখা, ১৮৮৫, ১৫৭ পৃঃ।
৩ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—বিদ্যাসাগর। ১৩৭৬। ১২৮-১২৫ পৃঃ।
৪ বিহারীলাল সরকার—বিদ্যাসাগর। ১৩৩৯। ৪০৫ পৃঃ
৫ ইন্দ্র মিত্র—করুণাসাগর বিদ্যাসাগর। ১৯৬৯। ৮১০-৪১১ পৃঃ।
৬ শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন—বিদ্যাসাগর জীবন চরিত ও ভ্রম-নিরাশ। [১৯৬২]।
৭ ইন্দ্র মিত্র—করুণাসাগর বিদ্যাসাগর। ১৯৬৯। ৩৯৯ পৃঃ।
৮ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—বিদ্যাসাগর। ১৩৭৬। ১৮৩ পৃঃ।
৯ ইন্দ্র মিত্র—করুণাসাগর বিদ্যাসাগর। ১৯৬৯। ৬৬৩ পৃঃ।
১০ ঐ ঐ ঐ। ৬৩৭ পৃঃ।

৺সুশীল ঘোষ স্মারক বক্তৃতা—৪

বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিকের সামাজিক স্বীকৃতি

অধ্যাপক অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার-পরিচালনায় কর্তৃত্ব

অন্যান্য বৃত্তিকুশলীদের কর্মক্ষেত্রে পরিচালনায় কর্তৃত্ব এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সুসংরক্ষিত। গ্রন্থাগারিকের জীবন-দর্শনে মৌলিক স্বাধীনতাগুলিকে পবিত্র ও অলঙ্ঘনীয় মনে করলেও, গ্রন্থাগার পরিচালনায় তার কতটা স্বাধীনতা এবং কর্তৃত্ব স্বীকৃত সেটা বিচার্য বিষয়। গ্রন্থাগারিক কি স্বাধীনভাবে তাঁর কর্মাবধি পূর্ণ-সংসাধনে সমর্থ হ'ন? তাঁর কর্তৃপক্ষ বা শাসক গোষ্ঠী দৈনন্দিন কার্যাকলাপে অযথা বাধাসৃষ্টি করেন কি? তাঁর কর্মকৌশলে কতটা আস্থাবান তাঁরা? আমাদের প্রত্যেকরই অভিজ্ঞতায় এই সব প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে কখনো কখনো। ক্ষমতার অপব্যবহার না করা পর্যন্ত গ্রন্থাগারিকের স্বাধীনতা ও কর্তৃত্বকে সীমিত বা খর্বিত করার কোনও যুক্তি নেই গ্রন্থাগার-কর্তৃপক্ষের। দুঃখের বিষয় এই আচরণ ব্যতিক্রম না হয়ে আজকাল নিয়মে দাঁড়িয়েছে, এবং সেটাই চিন্তার বিষয়। অনেক সময় দেখা গেছে যথোচিত সম্মান পেলে, স্বাধীনভাবে কাজ করতে পেলে, দুপয়সা কম নিয়েও কাজ করে শান্তি বা তৃপ্তি পাওয়া যায়; আবার মোটা মাইনে পেয়েও অসম্মানের মধ্যে কাজ করা বেদনাদায়ক হয়ে ওঠে। উপর মহলের অজ্ঞতা-প্রসূত অনীহা এই প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি করে, কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁদের মানসিক প্রস্তুতি অসম্পূর্ণ। আমি নিজের ৩৭ বছরের কর্মজীবনের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে বলতে পারি, প্রথম ৩ বৎসর ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর কাজ বাদ দিলে, অবশিষ্ট ৩৪ বৎসরের একটানা কর্মজীবনে তিনটি

গ্রন্থাগার শুরু থেকে গড়েছি এবং একটা গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ডিগ্রী কোর্সও প্রতিষ্ঠিত করেছি। স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগও পেয়েছি, নচেৎ সুষ্ঠুভাবে গ্রন্থাগারগুলি গড়তে পারতাম না; আবার গড়ার কাজে অনেক সংঘর্ষেও জড়িত হয়ে পড়েছি কর্তাদের সঙ্গে। তবে এটাও লক্ষ্য করেছি যে, কোথাও ঠেকে গেলে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বিতর্কিত সিদ্ধান্তগুলির মোকাবিলা করা যায়। যেখানে বুঝেছি উপরওলাদের অনমনীয় ভাব তাঁদের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত, সেখানে মেরুদণ্ড সোজা করে মাথা উঁচু রেখে দাঁড়িয়েছি গ্রন্থাগারিকের কর্তব্যনিষ্ঠার তাগিদে এবং সফলকামও হয়েছি, অবশ্য কিছু শত্রু সৃষ্টির বিনিময়ে। কর্মীর ভীরুতার সুযোগ নেই সব মনিবই। উপযোজনের মেজাজ কার্যকরী না হলে দৃঢ়তার মনোভাব খুবই সঙ্গত আচরণ।

আমার এক বন্ধুস্থানীয় সহকর্মী কেন্দ্রীয় রাজ্য গ্রন্থাগারের প্রথম গ্রন্থাগারিক হিসাবে নিযুক্ত হন; অবশ্য তার আগে তিনি ভালো কাজই করতেন। গ্রন্থাগারটা সুপ্রতিষ্ঠিত করে, পাঠক-সেবার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করে তিনি যখন সমকালীন কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের নানা সমস্যা সমাধানে ব্যস্ত, ঠিক সেই মুহূর্তে উপরওলাদের সঙ্গে অনিচ্ছা সত্ত্বেও কলহে লিপ্ত হয়ে পড়েন। কথায় কথায় তাঁরা কাজে হস্তক্ষেপ করতেন, নিয়ম বহির্ভূত কার্যকলাপে আপত্তি জানালে রুষ্ট হতেন, এবং শেষের দিকে এই কর্তব্য-নিষ্ঠ গ্রন্থাগারিক বন্ধুটিকে অবমাননাকর পরিস্থিতির মধ্যে বেশ কিছুদিন কাটাতে হয়েছে। রাজ্য-গ্রন্থাগার ব্যবস্থার শীর্ষে যে ব্যক্তি যদি তাঁরই এই হাল হয়, তাহলে আপনারা সহজেই অনুমান করতে পারেন, অধস্তন গ্রন্থাগারিকদের অবস্থা—জেলা, সহর, অঞ্চল ও গ্রামীন ভিত্তিতে। গ্রন্থাগারিকের স্বীয় দায়িত্বে আস্থা না রাখলে, প্রযোগকর্তা বা আধিকারিক গ্রন্থাগার পরিচালনার ক্ষতিই করবেন। যে ধর্ম-বিশ্বাস ও আত্ম-প্রত্যয় নিয়ে গ্রন্থাগারিক তাঁর কর্তব্য পালন করেন, তাঁর স্বাধীনতা ও কর্তৃত্বকে খর্ব করলে সমাজের ক্ষতিসাধন করা হবে। আধিকারিকের আত্মতৃপ্তি এবং গ্রন্থাগারিকের আত্ম-গ্লানি এই দুই অবাঞ্ছনীয় পরিবেশের দূষিত আবহাওয়ায় কোনও সুষ্ঠু গ্রন্থাগার ব্যবস্থা কি স্থায়ী হতে পারে? কমিটি থাকুন, আধিকারিকও থাকুন শুধু উপদেষ্টা হিসাবে; মৌলিক ও দৈনন্দিন কাজকর্মে কোনও সত্যিকারের গলতি না দেখা পর্যন্ত তাঁরা যেন গ্রন্থাগারের কর্তৃত্বে হস্তক্ষেপ না করেন।

আপনাদের নিশ্চয়ই জানা আছে, প্রতিটি জেলায় "জেলা গ্রন্থাগার পর্যদ" আছে, তার আসল কাজ হচ্ছে জেলার অভ্যন্তরে গ্রন্থাগারের প্রসার সাধন। কার্যতঃ কিন্তু এই পর্যদ এবং জেলা গ্রন্থাগার একীভূত হয়ে গেছে, এবং পর্যদের নায়ক জেলা গ্রন্থাগারের কর্মকর্তা হিসাবে কাজ চালান। পর্যদে জেলা গ্রন্থাগারিকের কোনও স্থান নেই, উপরন্তু নিজ গ্রন্থাগারে তাঁর দায়িত্ব এবং মর্যাদা খুবই সীমিত: গ্রন্থাগারিককে গৌণ স্থানে অবনমিত করে করে পর্যদের মূল উদ্দেশ্যের বিকৃতি করা হচ্ছে। না হচ্ছে জেলায় জেলায় গ্রন্থাগার উন্নয়ন, না কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে জেলা গ্রন্থাগারিককে: নিম্নস্তরের সরকার পুষ্ট গ্রন্থাগারগুলির অবস্থা আরো শোচনীয়, পরিচালনা ও কর্তৃত্বের কোনও বালাই নেই সেখানে। জেলায় "সোশাল এডুকেশন এণ্ড লাইব্রেরী কাউন্সিলে"ও জেলা গ্রন্থাগারিকের কোনও স্থান নেই। এ অবস্থায় গ্রন্থাগার সম্প্রসারণ পরিকল্পনা সম্ভবপর হয় কি? আশাকরি সমাজ শিক্ষা আধিকারিক এই কথাগুলি একবার ভেবে দেখবেন।

উচ্চ বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারগুলিতেও অনেক সময় অযথা উত্তাপ সৃষ্টি, তথা চাপ সৃষ্টি করা হয় গ্রন্থাগারিকের ওপর। গ্রন্থাগারিককে শিক্ষকদের সমমর্যাদা না দিলে এ দুর্ঘটনা অবশ্যম্ভাবী। অধিবিদ্যা জগতে অবিশ্বাসপূর্ণ, অবজ্ঞাসূচক অনেক উক্তি আমি শুনেছি, তবে কান দিইনি। আমার মানসিক বিকৃতিও কিছু হয়নি। তবে আমার এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে তাঁরা নিজেদের এতো উর্দ্ধে মনে করেন যে, আমাদের সমকক্ষ মনে করতে তাঁদের মর্যাদায় বাধে। অবশ্য এরও ব্যতিক্রম আছে। প্রচুর দৃষ্টান্ত আছে যেখানে সত্যকারে উচ্চ শিক্ষিত মনের আভাষও পাওয়া যায় তাঁদের মধ্যে।

এক পণ্ডিত আরেক পণ্ডিতকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে সেটা তাত্ত্বিক ব্যাপার বলে সহ্য করা যায়; কিন্তু পণ্ডিত যদি গ্রন্থাগারিককে তুলনামূলকভাবে মূর্খ মনে করেন, হেয় জ্ঞান করেন এবং অশোভন ব্যবহার করেন তাহলে বিষয়টা ভিন্ন রূপ নেয়। এ ক্ষেত্রে স্বীয় মর্যাদায় সম্পূর্ণ অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখার দায়িত্ব গ্রন্থাগারিকের উপরেই বর্তায়। এখানে কোনও আক্ষেপ নেই। আছে আদর্শের দৃঢ় ভিত্তি। কী প্রতিকূল আর্থিক অবস্থার মধ্যে সাধারণভাবে গ্রন্থাগারিকরা কাজ করেন তা' জনৈক প্রখ্যাত লেখকের নিম্নলিখিত উক্তি থেকেই জানা যায়, "গ্রন্থাগারিকেরা যে বেতন পান তা'তে তাঁদের এক সপ্তাহেরও অন্ন-সংস্থান হয় কিনা সন্দেহ। আত্মচিন্তার চেয়ে সংস্কৃত চিন্তা বড় হতে পারে না।" এর উপর বৃত্তি-কুশলী গ্রন্থাগারিকের অবজ্ঞা আরোপ করলে তাঁর সঙ্কুচিত কর্ম জীবনের সম্যক পরিচয়ই পাওয়া যায়।

এ বিষয়ে আমার বক্তব্য খুবই সুস্পষ্ট। প্রতিটি গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক হবেন কার্যকরী সমিতির সদস্য-সচিব, তবে তিনি পূর্ণ আস্থায় কাজ করতে পারবেন। গ্রন্থাগার নির্বিশেষে এ ব্যবস্থা চালু করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে উপরন্তু তাঁকে বিদ্যা-বিষয়ক পরিষদের (Academic Council) এবং প্রশাসনিক পরিষদেরও (Adminisitrative Council) সভ্য করতে হবে। এখন হয়তো কোথাও এ ব্যবস্থা আংশিকভাবে চালু আছে, কিন্তু এ অভিমত প্রশাসনিক কর্তারা এখনও পুরোপুরি মেনে নেননি। বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল কেন্দ্রের অধিনায়ককে তাঁর স্বাভাবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে কা'র ক্ষতি করেন, এর সত্যতা উপলব্ধি তাঁরা কবে করবেন? কথায় কথায় গ্রন্থাগার সম্বন্ধে পুনর্বিবেচন সমিতি (Review Committee) বসানো হয়, হয়তো তার প্রয়োজনও থাকতে পারে; কিন্তু এইসব সমিতি সাধারণতঃ ছিদ্র অনুসন্ধানেই ব্যস্ত থাকেন, গ্রন্থাগারের কার্যকারিতায় উন্নয়নের উপর দৃষ্টি তাঁদের থাকে না। আমার মতে, শুধু গ্রন্থাগার কেন, প্রশাসন সম্বন্ধেও এবং বিভিন্ন বিভাগ সম্বন্ধেও অনুরূপ ব্যবস্থা করারও উপযোগিতা আছে। এ ব্যাপারটা সকলে এড়িয়ে যান কেন? সব সংস্থাকেই সার্বিক দৃষ্টি ভঙ্গিতে দেখা দরকার, নচেৎ পক্ষপাতিত্বের দায়মুক্ত হওয়া যায় না।

গ্রন্থাগার-বৃত্তি-মূলক সংগঠন ও সংহতি :

অন্যান্য বৃত্তিকুশলীদের, যেমন শিক্ষক, সাংবাদিক, আইনজীবি, চিকিৎসক, গানসিক, প্রযুক্তিবিদ প্রভৃতির পৃথক পৃথক সংগঠন আছে। সেই সব সংগঠনে সভ্য হওয়া বাধ্যতামূলক না হলেও প্রায় সকলেই স্বীয় স্বার্থে সভ্য হয়ে থাকেন এবং সংগঠনকে শক্তিশালী করে তোলেন। এই সব সংগঠনের প্রধান প্রয়োজনীয়তা হচ্ছে, আলোচনার মাধ্যমে নিজেদের বৃত্তির উন্নতিসাধন করা; সংহতির মাধ্যমে নিজেদের বৃত্তির উন্নতি সাধন করা; সংহতির মাধ্যমে নিজেদের বৃত্তি চুক্তিকে জোরদার করা; মত ও নীতির প্রচার ও প্রসারের পরিকল্পনা করা; এবং সমাজ-মানসে স্বীয় বৃত্তির সঠিক অভিক্ষেপ সম্ভব করা।

সরকারই বলুন, তাঁদের দায়িত্ব জ্ঞান অনেক সময় অবচেতন অবস্থায় থাকে, না হয় এমন শিথিল হয়ে পড়ে যখন জনমতের চাপ সৃষ্টি অপরিহার্য হয়ে পড়ে। একথাও সত্য যে সুগঠিত জনমতকে উপেক্ষা করা কোনও রাষ্ট্র বা শাসন-ব্যবস্থার পক্ষে সহজ হয় না। জনমতের চাপে তাঁদের দীর্ঘসূত্রতার জড়তা কেটে যায়। স্বীয় স্বার্থে বৃত্তি-কুশলীরা সক্রিয় আন্দোলন গড়ে তোলেন সংগঠনের মাধ্যমে। গ্রন্থাগার-বৃত্তি-কুশলীদেরও অন্য কোনও বিকল্প পথ নেই। আমাদের এ সম্বন্ধে সচেতন হবার যথেষ্ট সময় হয়েছে যে, সংগঠিত শক্তি অর্জন করতে না পারলে আমরা কোনও দিনই বৃত্তিভোগী গ্রন্থাগারিকদের অবস্থার উন্নতি করতে পারবো না। এ চেতনা যাঁদের আজও হয়নি, তাঁরা শুধু নিজেদের নয়, সহকর্মীদেরও সর্বনাশ করছেন। খুবই দুঃখের বিষয় আমাদের বৃত্তিতে নিয়োজিত কর্মীদের মধ্যে সাংগঠনিক কাজে বিশেষ উৎসাহ পরিলক্ষিত হয় না।

আমাদের দেশে রাজ্য-ভিত্তিক গ্রন্থাগার পরিষদই প্রথমে গড়ে ওঠে। অন্ধ্রপ্রদেশে ১৯১৪ সালে, পাঞ্জাবে

১৯১৬ সালে, পশ্চিমবাংলায় ১৯২৫ সালে, মাদ্রাজে ১৯২৮ সালে, ইত্যাদি। সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার সংস্থা "ইণ্ডিয়ান্ লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন্" (আই, এল, এ) আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৩৩ সালে। ডাঃ এ, সি, উল্‌নার, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য হ'ন প্রথম সভাপতি; ডাঃ এম, ও, টমাস, ত্রিবান্দ্রম বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক এবং কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয় হ'ন সহঃ সভাপতি এবং সম্পাদক নির্ব্বাচিত হ'ন 'ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর' গ্রন্থাগারিক কে, এম্ আসাদুল্লা।

দ্বিতীয় সর্ব-ভারতীয় সংগঠন হচ্ছে "ভারতীয় বিশেষ গ্রন্থাগার ও তথ্য কেন্দ্র সংস্থা" 'ইয়াস্‌লিক' (IASLIC) ১৯৫৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। 'জুলোজিকেল সার্ভের' ডাইরেক্টর ডাঃ সুন্দরলাল হোরা হ'ন প্রথম সভাপতি; সহঃ সভাপতিদের মধ্যে ছিলেন 'ইন্‌সডক্'-এর (INSDOC) কর্মকর্তা ডাঃ পি, শীল; জাতীয় গ্রন্থাগারের (National Library) গ্রন্থাগারিক শ্রী বি, এস্ কেশবন্, এবং ভারতে ব্রিটিশ্ কাউন্সিল্ লাইব্রেরীর প্রধান মিষ্টার জে, সিটন্, (J. Semetion) "ইণ্ডিয়ান্ ষ্ট্যাটিস্‌টিক্যাল্ ইন্‌ষ্টিটুটে'র (ISI) প্রধান গ্রন্থাগারিক শ্রীজীবানন্দ সাহা প্রথম সম্পাদক নির্ব্বাচিত হ'ন। এছাড়া শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকদের নিয়ে একটী স্বতন্ত্র সংস্থা গড়ার প্রচেষ্টা হয়েছিল ১৯৪৮ সালে; আর ১৯৬৬ সালে ফেডারেশন্ অব্ ইণ্ডিয়ান্ লাইব্রেরী এসোসিয়েশনের' (FILA) প্রতিষ্ঠা-কল্পে একটী অপরিণত প্রস্তাব আসে আমাদের অনেকেরই কাছে। এটা হয়তো দুঃখের বিষয় যে শেষোক্ত সংস্থা দুটী সমর্থনের অভাবে একরকম নথীবদ্ধ হয়েই আছে।

একে বৃত্তিগতভাবে সংখ্যায় আমরা অপ্রচুর, দ্বিতীয়তঃ আমাদের সীমিত শক্তির মধ্যেও সংহতির অভাব আছে যথেষ্ট; তৃতীয়তঃ নিজেদের বিচ্ছিন্ন ভেবে গোষ্ঠী তৈরীর বাসনা মনের সংকীর্ণতারই পরিচায়ক। সর্ব ভারতীয় ভিত্তিতে আই, এল, এ এবং 'ইয়াস্‌লিক' বেঁচে থাকলে এবং সক্ষম হলে আমাদের বৃত্তির উন্নতির যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। এর সঙ্গে রাজ্যভিত্তিক কর্ম চঞ্চল সংগঠনগুলিও আছেন।

যদিও এই শতাব্দীর প্রথম দশক থেকেই গ্রন্থাগার বৃত্তি-মূলক সংগঠনের শুরু হয়েছে, এবং ৩০টা রাজ্য ও কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলে এবং সর্বভারতীয় ভিত্তিতে কতকগুলি জীবন্ত সংস্থার পরিচয় মেলে, তবুও একথা লজ্জার সহিত স্বীকার করতে হবে যে, বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিকদের শতকরা দশজনও সর্ব ভারতীয় সংস্থার সদস্য হননি, এবং প্রাদেশিক সংস্থাগুলি-তেও অবস্থা খুব আশাব্যঞ্জক নয়। সর্বসাকুল্যে সারা ভারতে ছোটবড় মিলিয়ে কম করে কয়েক হাজার গ্রন্থাগার আছে? সেখানে শিক্ষণ প্রাপ্ত গ্রন্থাগার বৃত্তি কুশলীরা কাজ করেন, এবং গড়ে ২।৩ জন করে ধর্লেও কুড়ি হাজারের মতো বৃত্তি-ভোগী গ্রন্থাগারিক আমাদের দেশে আছেন? এঁরা যদি প্রত্যেকে রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদ এবং ন্যূনপক্ষে একটি সর্ব ভারতীয় পরিষদের সভ্য হ'ন, তা হলে গ্রন্থাগার-বৃত্তি-মূলক সংগঠনের চেহারাই পাল্টে যাবে। বছরে পাঁচ টাকা থেকে পনের টাকা পর্যান্ত খরচ ব্যক্তিগত ভাবে, সুতরাং চাঁদা তো আকাশ-ছোঁয়া নয়? বৃত্তিসম্বন্ধে আস্থা, ভালোবাসা, ও সমষ্টিগত চিন্তাধারা থাকলে এই সামান্য ব্যয়ে ক্লিষ্ট হবার কোনও কারণই নেই। আপনারা একথাও অস্বীকার কর্তে পারেন না যে, 'যোজনা কমিশন্', 'বেতন কমিশন', 'কেন্দ্রীয়-শিক্ষা-মন্ত্রক', 'রাজ্য শিক্ষামন্ত্রক' সবাইর বিমাত্রী সুলভ আচারণ সত্বেও আমাদের বৃত্তিগত মর্য্যাদা ও বেতনের বেশ কিছুটা উন্নতি হয়েছে। এর পিছনে, অলক্ষ্যে আন্তরিকভাবে কাজ করেছে আমাদের সংগঠনগুলি। আমার মনে পড়ে, ১৮ বছর আগেও সকল স্তরের গ্রন্থাগারিক বৃত্তিধারীদের প্রচুর উদ্দীপনা ছিল নূতন গ্রন্থাগার গঠনে পুরানোগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করণে এবং বৃত্তিমূলক সংগঠনে সক্রীয় অংশ গ্রহণে। তাঁরা সংগঠনের সেদিনের সামান্য বেতন থাকা সত্বেও কোনও দ্বিধাবোধ করেননি তাঁরা সংগঠনের সভ্য হতে এবং নিয়মিত চাঁদা দিতে; উপরন্তু সংগঠনের জন্য বেগার খাটতে। তাই মনে প্রশ্ন জাগে আজকে তাঁদের মনে সংগঠন সম্পর্কে এতোটা

অনীহা কেন ? এটা গ্রন্থাগার বৃত্তির অবক্ষয়ের ইঙ্গিত বলেই আমার আশঙ্কা হয়। কেন আমরা সকলে ঐক্যবদ্ধ হ'তে পারি না ? কেন আমরা সামান্য ত্রুটী বিচ্যুতির জন্য নিজেদের সংগঠনগুলিকে অবহেলা করি ? কেন আমরা বৃহত্তর সংখ্যায় বার্ষিক সম্মেলনে যোগ দিই না ? সংগঠনের প্রতি আমাদের নিষ্ঠা নেই কেন ? আনুগত্যের অভাব কেন ? এই যে সর্বগ্রাসী নিষ্ক্রিয়তা, সহকর্মীদের সঙ্গে একাত্মা বোধের অভাব, এটা মানসিক অবনতির সূচক নয় কি ? আমি আপনাদের কাছে এই বক্তব্য রাখতে চাই যে, নিজের স্বার্থে, বৃত্তির স্বার্থে নিজেদের সংগঠনকে দুর্বল করার অধিকার আমাদের কারো নেই। যে কোনও গ্রন্থাগারে সর্বাধুনিক অবস্থার বিশ্লেষণ করে দেখা যাবে, যাঁরা সংগঠন সম্পর্কে নিঃস্পৃহ তাঁরাই আবার নিজ প্রতিষ্ঠানে স্বীয় কর্তব্য সম্বন্ধেও নিরুৎসাহ। এতে আমাদের বৃত্তির তাব মৃত্তিরও নিকৃতির আশঙ্কা আছে। তাই আজ প্রয়োজন হয়েছে আমাদের প্রত্যেকেরই আত্ম বিশ্লেষণের। আমাদের চরিত্রে এবং আত্ম বিশ্বাসে যে চরম সঙ্কটকাল এসেছে তা থেকে উত্তীর্ণ হতে গেলে নূতন বাস্তব ধর্মী কর্মতৎপরতা অতি আবশ্যক, এবং তা সম্ভব করতে হলে আমাদের বৃত্তিগত সংগঠনগুলিকে আরো সংহত এবং সমৃদ্ধ করে তুলতে হবে।

যাঁরা এই সব সংগঠন পরিচালনা করে থাকেন তাঁরা সবাই অবৈতনিক কর্মী। বেগার খাটেন কারণ তাঁরা স্বীয় বৃত্তিকে ভালোবাসেন বলে ; ক্ষমতা বা অর্থলাভের অন্বেষণে নয়। নানা অভাব অভিযোগ, অসুবিধা আর্থিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও মুখ বুজে তাঁরা কাজ করেন সন্ধ্যা থেকে রাত পর্য্যন্ত; স্বীয় কর্ম প্রতিষ্ঠানে সারাদিনের পরিশ্রমের পর। এঁদের আমি চিনি, জানি এবং ভালোবাসি ; কারণ আমিও বহুদিন এঁদের সঙ্গে এঁদেরই মতো খেটেছি সংগঠনের পিছনে। তাই সেদিন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সুবর্ণ-জয়ন্তী অনুষ্ঠানে ডাঃ নীহার রঞ্জন রায়ের সভাপতির ভাষণে বক্তব্য শুনে যুগপৎ বিস্মিত ও বিভ্রান্ত হয়েছি। তাঁর প্রধান অভিযোগ ছিল এই পরিষদ ৫০ বছরের মধ্যেও কোনও গ্রন্থাগারপঞ্জী রচনা করতে পারেনি। খুবই পরিতাপের বিষয় তাঁর এ ধারণা অজ্ঞানতা প্রসূত এবং একেবারে ভুল। একটী নয় দুটি সংস্করণ হয়ে গেছে পরিষদ রচিত 'গ্রন্থাগার পঞ্জী,র' ১৯৫২ ও ১৯৬৩ সালে ; এবং তৃতীয় সংস্করণের কাজ চলছে। তিনি এই পরিষদের কর্মীদের কর্মদক্ষতা সম্বন্ধেও কটাক্ষ করেছেন। তাঁর জানা নেই পরিষদ ICSSR এর সমাজ বিজ্ঞান-সংক্রান্ত পত্রিকাদির যে কেন্দ্রীয়-পঞ্জীটি প্রস্তুতি হচ্ছে তার আঞ্চলিক কাজটি বিশেষ দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করেছে এবং গতমাস থেকে 'ইণ্ডিয়ান্ স্কুল অব মাইন্‌স্' এর গ্রন্থাগারের পুনর্বিন্যাস করে প্রায়োগিক সংগঠনের সম্পূর্ণ ভার হাতে নিয়েছে।

পরিষদের প্রাক্তন কর্মীরা নিশ্চয়ই প্রশংসার যথেষ্ট অধিকার রাখেন, কিন্তু এখনকার পরিষদ কর্মীরা কোনও কাজই করেন না-সে কথা বলাটা নিছক অপ্রয়োজনীয় এবং কিছুটা অপমানকরও বটে। তাঁরা যে পূর্বসূরীদের থেকে-কম নয়, বেশী কাজ করেছেন সে কথা যে কোনও জ্ঞানবান এবং চক্ষুষ্মান ব্যক্তিই স্বীকার করবেন। ভালো কাজগুলি সম্বন্ধে নিজেকে অন্ধ বা অজ্ঞ রেখে তথ্য-বিবর্জিত-ত্রুটি-বিচ্যুতির কাহিনী শোনানো তাঁর মত বিদগ্ধজনের কাছে আমরা আশা করিনি। আমরা উল্টে আশা করেছিলাম, এই সুবর্ণজয়ন্তীর শুভ-মুহূর্তে পরিষদের সম্মুখে তিনি কোনও অভিনব কার্য্যকলাপের রূপরেখা তুলে ধরে বলবেন, "তোমরা এইভাবে কাজ চালিয়ে যাও টাকার জন্য ভেবো না, আমি আছি তোমাদের পিছনে, আছে আমার রাজা রামমোহন রায় ফাউণ্ডেশন্"। ফাউ-ণ্ডেশন্ সচিব তো আগেই সংবাদপত্র মারফৎ জানিয়ে দিয়েছেন যে, সরকার-পরিচালিত কিছু গ্রন্থাগারে বই সংগ্রহে সাহায্য করা ছাড়া তাঁদের আর কোনও কর্মসূচী সামনে নেই। কিছু মুমূর্ষু বইয়ের দোকান এবং বুভুক্ষু লেখকদের কিছুটা সাহায্য তা'তে হবে এই মাত্র। সুতরাং গ্রন্থাগার সম্প্রসারণ অবক্ষয়ের মুখে যে বেসরকারী মূল্যবান সংগ্রহ-শালাগুলি ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাচ্ছে তাদের সাহায্য করা-এসব এখন শিকেয় উঠেছে। তাঁর ফাউণ্ডেশন্ সম্বন্ধে যে যে কৌতুহল এবং আগ্রহ আমাদের ছিল তা' লোপ পেতে বসেছে। এ সম্বন্ধে-একজনের বক্রোক্তির কথা মনে পড়ে

গেল। তিনি অবাঙালী তবে আজীবন গ্রন্থাগার-বৃত্তি দরদী। তিনি বলেছিলেন,, "You will see, that foundation will turn into a profound hoax." (তুমি দেখবে এই ফাউন্ডেশন্ একদিন একটা বিরাট তামাশায় পরিণত হবে।)

আমরা বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিক, পণ্ডিতও নই, অহম্ এরও বালাই নেই আমাদের, এবং পরিচিতি আমাদের যৎসামান্য। আমাদের কিন্তু সততার অভাব নেই, এবং সৎ উপায়ে যেটুকু কাজ করতে সমর্থ সেটুকু নিঃশব্দেই করে থাকি। ছিদ্রান্বেষী সমালোচনার বিরুদ্ধে তাই অনিচ্ছা সত্বেও কিছু বলতে হলো। দেখছি যে একদিকে আমাদের বৃত্তিকে অবনমিত করার চেষ্টা চলছে, আর একদিকে আমাদের সংগঠন সম্বন্ধে নানা রকম সন্দেহ এবং কুৎসা রটনারও চেষ্টায় বিরতি নেই। তাই এই সর্বাধুনিক পরিবেশনের বর্ণনা প্রসঙ্গে আপনাদের কাছে আমার একান্ত অনুরোধ—সংহত হোন্, সঙ্ঘবদ্ধ হোন্, বৃত্তিমূলক সংগঠনগুলিকে বাঁচিয়ে রাখুন, আর সঙ্গে সঙ্গে আন্তরিকতার সহিত স্বীয় কর্মস্থলে আত্ম-নিয়োগ করুন। বড়দের বিদ্রূপের হাত থেকে নিজেদের বাঁচানোর আর কোনও বিকল্প ব্যবস্থা নেই।

আপনারা জানেন, এই সব সংগঠনের সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই, এগুলি কোনও শ্রমিক-সমিতিও নয়। আমাদের বৃত্তিগত তথ্যাদিকে কার্যে পরিণত করণের জন্য এই স্বপ্নাশ্রিত স্বতঃপ্রবৃত্ত সংস্থাগুলির সৃষ্টি। আরো জানেন যে, সংহতি শক্তিরই তুল্য শব্দ। ব্যক্তিগতভাবে এই শক্তিকে সংগঠনের মাধ্যমে গড়ে তুলতে হবে। যাঁরা সব জেনেশুনে এই মূল প্রবাহের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবেন, তাঁর বৃত্তিগত আদর্শেরও অবমাননা করবেন, এটা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়।

সকলের শুভেচ্ছা এবং সক্রিয় সাহায্য পেলে যে কোনও বৃত্তি-মূলক সংস্থাই সজীব থাকে। মনের বড়ো আশাগুলি হয়ত পূরণ হয়না, কারণ সেগুলি ব্যয় সাপেক্ষ এবং সরকারী, অথবা বেসরকারী অনুদান ছাড়া সম্ভব নয়। অনুদানের কর্তা যাঁরা রাখেন তাঁদের নির্লিপ্ততার নজীর অনেক আছে; কিন্তু বৃত্তি কুশলীদের স্বীয় সংগঠন সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন না থাকা নেতি বাচক মনোবৃত্তি নয় কি? যদি তাঁরাও পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করেন এবং সরকারও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখান তাহলে এই সব সংস্থার ভবিষ্যৎ কোথায়? আশাকরি একথা ভুলে যাবেন না, নিজের স্বার্থকে বড় করে দেখা, সংগঠনকে অবহেলা করা-গ্রন্থাগারিকের পক্ষে দুটোই অভাবিত আচরণ। বার বার একই কথা বলছি কারণ আমাদের বৃত্তি সত্যই এখন বিপর্যয়ের সম্মুখীন।

আপনারা নিশ্চয়ই খবর রাখেন না যে প্রায় এক বৎসর কাল যাবৎ আপনাদেরই সর্বভারতীয় সংস্থা 'ইয়াস্‌লিক'; যা আপনাদের চোখের সামনে গড়ে উঠেছে এবং ২২ বৎসর যাবৎ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছে—গ্রন্থাগারবৃত্তি কুশলীদের মানোন্নয়ের জন্য, তাকে গত ৩১ জানুয়ারী ফুটপাথে আশ্রয় নেবার মত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল। এই সংস্থা ১৯৫৫ সালে জন্মগ্রহণ করে এই সহরে, ১৯৬১ সালে নিজেদের সামান্য সম্পত্তির উপর নির্ভর করে C. I. Tর জমিও কেনে, সভ্যদের দানের উপর নির্ভর করে দ্বিতল বাড়ীর নক্সাটীও তৈরী হয়; কিন্তু কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের দুয়ারে ধর্ণা দিয়ে যখন কোনও অনুদান পাওয়া গেল না তখন শুধু ভিত্ গাঁথতে কয়েক হাজার টাকা খরচ হয়ে গেছে এবং তার জন্য বেশীর ভাগই ঋণ থেকে যায় ঠিকাদারের কাছে এবং তাঁরাও টাকা আদায়ের জন্য মামলা করেন। ওদিকে গত ২২ বৎসর যাবৎ 'এল্‌বার্ট হলে'র যে অফিসটী নিঃখরচায় IASLIC ব্যবহার করতে স্বর্গতঃ ডাঃ প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবীশের অকুণ্ঠ আনুকূল্যে এবং তাঁর অলিখিত অনুজ্ঞা হিসাবে, তাঁর মৃত্যুর পর সে ঘরটী ছেড়ে দেবার জন্য অশোভনীয়-চাপ সৃষ্টি করা হতে লাগলো। এই সঙ্কটমুহূর্তে আমি দেখছি জন দশেক দৃঢ়-চেতা কর্মীদের পাগলের মত ছুটাছুটি করতে একটা বিকল্প মাথা গোঁজার স্থানের জন্য। ব্যর্থকাম হলেও তাঁদের মনোবল অটুট ছিল এবং তাঁরা নিজেদেরই অসমাপ্ত বাড়ীতে অফিস পাতলেন গত ১লা ফেব্রুয়ারী থেকে। বিপদের দিনে নিজ বলই একমাত্র সম্বল এ সত্য তাঁরা, প্রমান করেছেন। এই ব্যাপারে যে বন্ধুগণ 'ইয়াস্‌লিক'কে পথ থেকে তুলে নিজ বাসস্থানে বসিয়েছেন আমি একজন প্রবর্তক-সভ্য হিসাবে আজ তাঁদের আন্তরিক

অভিনন্দন জানাচ্ছি। গ্রন্থাগারিক হিসাবে আমি সকল বৃত্তিধারীকে, সব সংগঠনকে সমান চোখে দেখেছি; আজও দেখছি। তাই মনের কোনে এ দীপশিখাটিও জেলে রেখেছি যে, মনের সংকীর্ণতা যেন কোনও দিন আমাদের আচ্ছন্ন না করে। আমি ক্ষুদ্র হলেও আমার পৃথিবীটি বিরাট, এবং আমি তারই অংশ।

গ্রন্থাগার-শিক্ষণ ব্যবস্থার সমীক্ষা ও তার ক্রমবিকাশ

ভারতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ শুরু হয় ১৯১১ সালে। বরোদার রাজা 'সায়াজিরাও গাইকোয়াড়' নিজরাজ্যে একটি সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে আমেরিকা থেকে William Alanson Bordenকে নিয়ে আসেন। কিছু গ্রন্থাগার কর্মীকে বৃত্তি মূলক শিক্ষাদানের উদ্দেশে Borden ১৯১১ সালে শিক্ষণ-শিবির খোলেন। বেশীদিন অবশ্য সেটি চালু ছিল না। আরো ব্যাপকভাবে গ্রন্থাগার শিক্ষণ ব্যবস্থা চালু হয় ১৯১৫ সালে পাঞ্জাবের লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ে Asa Don Dickinson'র নেতৃত্বাধীনে। ১৯৪৭ সাল পর্য্যন্ত, তথা ভারত বিখণ্ডিত হবার আগে পর্য্যন্ত, এটাই ছিল প্রাচীনতম গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতিষ্ঠান। এছাড়া এই বিষয়ে শিক্ষা-প্রবর্তনে যাঁরা পুরোধা ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন হচ্ছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় ডাঃ রঙ্গনাথন ১৯২৯ সালে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর কাজ শুরু করেন। এ বিষয়ে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। মাদ্রাজ থেকে বেনারস বেনারস থেকে দিল্লী এবং দিল্লী থেকে বাঙ্গালোর—চললো তাঁর গ্রন্থাগার শিক্ষণ প্রসারের কৃতিত্ব। সাধারণ ডিপ্লোমা কোর্স থেকে আরম্ভ করে উচ্চ পর্য্যায়ে গবেষণার ভিত্তিও তিনিই গড়ে যান। আরেকজন পথিকৃৎ ছিলেন কে, এম্ আসাদুল্লা, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক। তিনি Dickinson'র ছাত্র ছিলেন। ১৯৩৫ সাল থেকে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী ডিপ্লোমা কোর্স চালু করেন। ঠিক তারা এক বছর আগে, ১৯৩৪ সালে, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এই রাজ্যে প্রথম গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ প্রবর্তন করেন বাঁশবেড়িয়া পাবলিক লাইব্রেরীতে এবং কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয় এই শিক্ষণ শিবিরের অধ্যক্ষ ছিলেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে যে শিক্ষার প্রবর্তন হয়েছিল আজ সপ্তম দশকে তা অনেক জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে এবং এর বিশেষত্ব হচ্ছে যে শিক্ষণ ব্যবস্থা শুরু থেকেই আমেরিকা অথবা ব্রিটিশ পদ্ধতির অনুকরণে পরিচালিত।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ সম্বন্ধে ভারতের নিজস্ব অবদানও আছে। ডাঃ রঙ্গনাথনের 'কোলন্ বর্গীকরণ' (Colon Classification) এবং বর্গীকৃত পুস্তক তালিকা প্রণয়ন-সংহিতা' (Classified catalogue code) আজ বিশ্ব স্বীকৃত নতুন কর্মধারার প্রতীক। এটা কম গৌরবের বিষয় নয়।

আজ থেকে প্রায় ৯০ বছর আগে আমেরিকায় ভাবনা চিন্তায় আরম্ভ হয়, কী করে গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য কিছু বৃত্তিকুশলীর শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা যায়। আমেরিকার কলোম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে মেল্ভিল্ ডিউই শিক্ষণ শুরু করেন ১৮৮৭ সালে, আর ইংলণ্ডের লণ্ডন বিশ্ব বিদ্যালয়ে ১৯১৯ সালে, স্থাপিত হয় 'স্কুল অব্ লাইব্রেরিয়ানশিপ্ এণ্ড আর্কাইভ্স্'। এই দুই দেশে এরাই প্রাথমিক পর্য্যায়ের প্রতিষ্ঠান।

যদিও বৃত্তি-মূলক শিক্ষা হিসাবেই এর মুখ্য স্বীকৃতি, তবুও প্রাথমিক পর্য্যায় থেকে এই শিক্ষার একটা নিজস্ব নীতিও গড়ে ওঠে। গ্রন্থাগারিকতা শুধু বই যোগানোর সহায়ক নয়; জ্ঞান তত্ত্ব সংস্থানের অনেক উর্দ্ধে এর স্থান। আধুনিক পরিবেশে গ্রন্থাগারিকতা একটি জীবন-যাত্রার প্রণালী এবং এই শিক্ষণের মৌলিক উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীকে এই সত্য উপলব্ধি করতে সাহায্য করা। একটা নিছক শিক্ষানবীশির পর্য্যায় থেকে গ্রন্থাগার শিক্ষণকে উন্নত করার প্রচেষ্টা আজ থেকে প্রায় তিরাশি বছর আগে শুরু হয় আমেরিকায়; এবং তৎকালীন চিন্তাধারার যে পরিচয় আমরা পাই তা'তে মনে হয় এ বিষয়ে আমরা অর্দ্ধ-শতাব্দী

পিছনেই আছি। ১৯২৩ সালে Dr. C. C. Williamson কতকগুলি প্রস্তাব রাখেন, যেগুলি আমাদের দেশে আধুনিক পরিবেশেও অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায়নি। তাঁর মতে, প্রথমতঃ গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান-শিক্ষণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত কর্ত্তে হবে যাতে করে তাকে অন্ত যে কোনও নিয়মানুগ শিক্ষার সঙ্গে সমীকরণ করা যায়; দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষকদের মধ্যে বেশীর ভাগ হবেন পূর্ণ কালীন কর্মী, অবশ্য কিছু খণ্ডকালীন কর্মীরও প্রয়োজন থাকতে পারে, তাঁরা স্নাতক পর্য্যায়ে শিক্ষাদানে সমর্থ হবেন; তৃতীয়তঃ এই শিক্ষার জন্ত উপযুক্ত পাঠ্য পুস্তক লিখতে হবে; এবং চতুর্থতঃ একটি জাতীয় সংস্থা প্রতিষ্ঠিত কর্ত্তে হবে যা'র আসল কাজ হবে, গ্রন্থাগার-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলি যাতে বাধ্যতামূলকভাবে একটি সুস্পষ্ট এবং নির্দিষ্টভাবে বর্ণীত সুশ্রেবদ্ধ মান বজায় রাখে তার তদারকী করা। অর্দ্ধশতাব্দীরও আগে আমেরিকা যে পথ নির্দ্দেশ দিয়েছিল সে পথে আমরা কতটা অগ্রসর হতে পেরেছি, তা' এখন ভেবে দেখা দরকার।

এরপর, ১৯৪৩ সালে, ডাঃ উইলিয়ামসনের উপরোক্ত নির্দ্দেশগুলি প্রযুক্ত হওয়ার প্রায় বিশ বৎসর পরে Harvard Universityর K. D. Metcalf এবং A. D. Osborn এবং Chicago Universityর J. C. Russell যে প্রতিবেদন দাখিল করেন, তার সংক্ষিপ্ত সারাংশ হচ্ছে: প্রথমতঃ শিক্ষকদের শিক্ষাগত এবং প্রযুক্তি বিদ্যাগত যোগ্যতার অভাব; দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষণ-ব্যবস্থা ও কর্মসূচী এখনও প্রাথমিক পর্য্যায়েই আছে; এবং তৃতীয়তঃ গ্রন্থাগারিকতার কোনও দর্শন আজও দানা বেঁধে ওঠেনি, যাতে করে বিভিন্ন কর্মসূচীর প্রগাঢ়তা ও বৈশিষ্ট-সূচক লক্ষণ প্রতিপাদন করা যায়। আমেরিকায় এ সম্বন্ধে সমীক্ষা, পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ আজও চলছে, এবং চিন্তাশীল গ্রন্থাগারিকদের ধারণা যে গ্রন্থাগারিকতা একটি বৃত্তিগত পেশা যার জন্ত প্রয়োজন মানবস্থলভ বিস্তীর্ণ জ্ঞানভাণ্ডারের মুখ্য বিষয়গুলি সম্বন্ধে সমুচিত পরিচিতি, এবং ব্যক্তিগত গুণাবলী যথা, মানসিক প্রবৃত্তি, বুদ্ধিগত প্রতিশ্রুতি এবং তৎসংক্রান্ত অনুরাগ। শুধু বিষয় সংক্রান্ত জ্ঞান ও দক্ষতা গ্রন্থাগারিক বৃত্তির পক্ষে যথেষ্ট নয়। এদের চিন্তাধারাকে ভালভাবে অনুশীলন কর্লে দেখা যায় যে, বৃত্তিগত শিক্ষায় আগে মূল শিক্ষাগত বনিয়াদ এর উপর এঁরা বেশী ঝোঁক দেন; পাঠক্রমকে তাঁরা উন্নত করে পাণ্ডিত্যের পর্য্যায়ে নিয়ে যেতে চান; এবং শিক্ষার্থীদের সার্বিক জ্ঞানের ভিত্তি সুদৃঢ় কর্ত্তে চান যার উপর নির্ভরশীল হয়ে তারা যে কোনও অবস্থায় মোকাবিলা কর্ত্তে সমর্থ হবে। পটুতার সীমা থাকবে না, অথচ নিয়ম নিষ্ঠা ও বিধানাবলীর ঊর্দ্ধে থাকবে তাদের মন সম্পূর্ণ সঙ্কীর্ণতা মুক্ত। তাদের অর্জ্জিত শক্তি যন্ত্রবৎ স্বয়ংক্রিয় না হয়ে হবে প্রগতীবাদী—চিন্তা, বিচার ও মনোনয়নের পথ সব সময় খোলা থাকবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার পরিপূরক হিসাবে দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস ললিতকলা এবং সমাজবিজ্ঞান সম্বন্ধেও তাদের অবহিত হতে হবে, মনের সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত থাকতে গেলে।

গ্রন্থাগার-শিক্ষণের এই আদর্শ সামনে রেখে তাঁরা প্রায় ২৮ বছর আগে যে পাঠক্রম চালু করেছিলেন তা' হলো—

১) Classification and Cataloguing (গ্রন্থের বর্গীকরণ ও তালিকা প্রনয়ন)

২) Bibliography and Reference Work (পুস্তক বিবরণী ও তথ্যমূলক পুস্তক সম্বন্ধে জ্ঞান ও তার পরিবেশন)

৩) Book Selection and Book Purchase (পুস্তক নির্বাচন ও সংগ্রহ)

৪) Library Organization and Administration (গ্রন্থাগার সংগঠন ও পরিচালনা)

৫) Reading Habits, Interests and Needs (পাঠকের পঠন-অভ্যাস, রুচি ও প্রয়োজন জ্ঞান)

শিক্ষা-পদ্ধতিতে তাঁরা তত্ত্ব ও অনুশীলনের সংমিশ্রণের পক্ষপাতি, এবং তাকে কার্য্যকরী কর্ত্তে তাঁরা সুপারিশ করেছেন, যথাক্রমে বক্তৃতা (Lecture); পাঠ-শ্রেণীতে আলোচনা (Class Discussion); নির্দ্দিষ্ট বিষয় রচনা ও তৎসংক্রান্ত আলোচনা (Seminar); গবেষণাগারে কাজ (Laboratory Work); অনুশীলনের কাজ

(Practical Work); সমস্যার পরিচিতি (Acquiantance with Problems); রচনা ও পুস্তক-বিবরণী (Papers Bibliography) এবং বাহিরের গ্রন্থাগারে ভ্রমণ ও পর্য্যবেক্ষণ (field Trips).

আধুনিক প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে আমেরিকা, ইংলণ্ড, রাশিয়া, প্রভৃতি উন্নত দেশগুলিতে গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান-শিক্ষা আরো পরিবর্দ্ধিত হয়েছে। অনেক নূতন পাঠক্রম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যথা Documentation ; Information Storage and Retrieval ; Depth Analysis ; Indexing Systems, Organization of Information Grid in particular Subject Areas ; Reprographic Work ; Computerized Information System ইত্যাদি। কোন নিয়মানুগ শিক্ষা বিশেষ করে যা নতুন করে প্রচলিত হচ্ছে বৃত্তিগত ভিত্তিতে তার কার্যকারিতা সম্বন্ধে মূল্যায়ন সময় সময় আবশ্যক হয়ে পড়ে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৩৪৩ সালের আমেরিকায় যে প্রতিবেদনের কথা আগে বলেছি, তা বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। সমসাময়িক পরিবেশে, সামাজিক প্রয়োজনে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা সম্পর্কে একটা বাস্তবানুগ অভিগমন আবশ্যিক হয়ে পড়ে। ছাত্র, শিক্ষক থেকে শুরু করে পাঠক্রম ও পাঠন-পদ্ধতি প্রভৃতির সবকিছুরই মান পুর্নবিবেচনার সম্ভাবনা থাকে। যে কোনও প্রগতিশীল নিয়মানুগ শিক্ষা সম্বন্ধে ইহা প্রযোজ্য

আমাদের দেশে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনার প্রারম্ভে আমি ডাঃ রঙ্গনাথনের চিন্তা-উদ্দীপক কয়েকটী বক্তব্য আপনাদের জানাতে চাই। একথাগুলি তিনি চিঠিতে আমায় জানিয়েছিলেন ১৯৬৪ সালে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার শিক্ষণের প্রথম ডিগ্রী কোর্স প্রবর্তন করে আশীর্ব্বাদ কামনা করে যে চিঠি লিখি তারই উত্তরে। তিনি লিখলেন, "কিছুদিন যাবৎ আমার মনে একটা বিরাট অমঙ্গলজনক আশঙ্কা উদ্ভূত হয়েছে, আমরা গ্রন্থাগারিকদের যে শিক্ষা দিই সেই সম্বন্ধে। এই আশঙ্কার উদ্ভব আমার বেশ কয়েকটী নির্বাচন সমিতির সভ্য হিসাবে অভিজ্ঞতা প্রসূত। অভ্যর্থীদের সম্বন্ধে মনে হলো তারা পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হয়েছে শুধু সংক্ষিপ্ত মন্তব্য যা লেখন মুখস্থ বিদ্যাধারা অধিগত করে। তাদের ভিত্তি অতি সীমিত। তাদের সুসংবদ্ধ চিন্তনের কোনও শিক্ষাই দেওয়া হয়নি। নিঃসন্দেহে শিক্ষার মানের অধিকতর তরলীকরণ হয়েছে শুধু বৃত্তি-মূলক শিক্ষায় অবিরত সম্প্রসারণের ফলে। আমার ভয় হয় এই তরলীকরণ আমাদের বৃত্তির পক্ষে অমঙ্গল-সূচক। আমি বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন নির্ব্বাচন-সমিতির বৃত্তি বহির্ভূত সদস্যদের বিরূপ প্রতিক্রিয়া আর মন্তব্যে। যদিও তাঁরা আমার সম্বন্ধে যথেষ্ট শ্রদ্ধাবান হওয়ায় একথা স্পষ্টভাবে জানাননি, কিন্তু আমার মনে হয়, এই অনুভূতি প্রকট হয়ে উঠেছে যে, গ্রন্থাগার শিক্ষণ ব্যবস্থা একটী প্রতারণা মাত্র। কেন এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে? একথারও জবাব দিয়ে তিনি বলেছেন, "গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষকরা তাঁদের জীবন ও কর্ত্তব্যকে খুবই হাল্কা করে দেখেছেন, এই পরিস্থিতির মূল কারণ তাই দক্ষতার সহিত কোনও বৃত্তি-মূলক শিক্ষাদান সম্ভবপর হয় না যতক্ষণ না শিক্ষক নিজেকে গবেষকের পর্য্যায়ে উন্নীত কর্চ্ছেন। শিক্ষক নিজেকে অবসর ভোগী কর্মী বলে মনে করেন এবং তাঁর ছুটীর সময়টুকু ব্যক্তিগত কাজে অপব্যবহার করেন। তাঁকে অবকাশ দেওয়া হয় নিজেকে উপযুক্ত ভাবে সমৃদ্ধ করার জন্য যাতে তিনি শিক্ষক হিসাবে তাঁর কর্ত্তব্যকে কার্য্যে পরিণত কর্ত্তে পারেন, অধিকতর উন্নত মানের শিক্ষা দিয়ে।" ডাঃ রঙ্গনাথনের উপরোক্ত বক্তব্য যাঁরা গ্রন্থাগার শিক্ষণ ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাঁদের সকলেরই অনুধাবন যোগ্য।

তাঁর আশঙ্কা যে অমূলক নয়, আমি নিজেও তার কিছুটা আভাষ পেয়েছি। প্রায় দশটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক হিসাবে আমার অভিজ্ঞতা অনেক ক্ষেত্রে নৈরাশ্যজনক। যে সব জায়গায় নতুন করে এই শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুতির আগে, লক্ষ্য করেছি যেখানে ছাত্রদের মূল বিষয়বস্তুর সম্বন্ধে কোনও স্বচ্ছ ধারণা হয়নি এবং পরীক্ষকের প্রতিবেদনে জানিয়ে দিয়েছি যে বিষয়বস্তুর শিক্ষার মান অতিশয় নিম্ন এবং এর জন্য শিক্ষকরাই

অধিকাংশে দায়ী। এমনও হয়েছে যে রীতিমত প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বাধীনে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান পৃথকভাবে অনুরোধ জানিয়েছেন যেন তাঁর ছাত্রদের ত্রুটিবিচ্যুতির দিকে নজর না দিই। আবার কোথাও আভ্যন্তরিক পরীক্ষক যিনি উক্ত বিষয়ে শিক্ষক তাঁ'র অনুরোধ পেয়েছি যেন সব পরীক্ষার্থীকেই পাশ করিয়ে দিই। অযৌক্তিক অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভব হয়নি; বারংবার প্রশ্নপত্র অথবা 'মার্কসীট্' ঘোরাঘুরি করা সত্ত্বেও এর ফলে অনেক ক্ষেত্রে আমাকে পরীক্ষক হিসাবে বাতিল করা হয়েছে। সেটা আসল কথা নয়। মূল বক্তব্য হচ্ছে, এ ব্যাপারে নীতিগত দৃঢ়তার মনোভাব গ্রহণ করা প্রয়োজন আমাদের বৃত্তিকে যদি বাঁচাতে হয়। বহিঃস্থ পরীক্ষকের উপর চাপ সৃষ্টি করে নিজেদের অক্ষমতাকে প্রচ্ছন্ন রাখবার প্রচেষ্টা নিশ্চয়ই কেউ বরদাস্ত করবেন না।

আনুমানিক ৬০টী বিশ্ববিদ্যালয় বা অনুরূপ সংস্থা এবং পলিটেক্নিকে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে আছে প্রায় ৫টী। এই শিক্ষণের মূল কাঠামোর ওপর তিন পর্যায়ে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত যথা, প্রশংসাপত্র পর্যায় (certificate), স্নাতক পর্যায় (B. Lib. Sc.) এবং স্নাতকোত্তর পর্যায় (M. Lib. Sc.) প্রথমটী সাধারণত রাজ্য ভিত্তিক গ্রন্থাগারিক সংগঠনগুলির দ্বারা পরিচালিত, তবে এখনও কোনও কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশংসাপত্র পর্যায়ে পড়ানো হয়। এগুলি রাজ্য সংগঠনের হাতেই তুলে দেওয়া উচিত। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনও এ বিষয়ে সুস্পষ্ট অভিমত দিয়েছেন। এক্ষেত্রে আঞ্চলিক ভাষায় পরীক্ষার রেওয়াজ বেশী, এবং খুবই সঙ্গত কারনে। তবে আধুনিক কালে কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষা আঞ্চলিক ভাষায় চালু করেছেন। উদ্দেশ্য খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু সর্ব-ভারতীয় পর্যায়ে কোনও তুলনামূলক মূল্যায়নের প্রয়োজন হলে, আমরা শিক্ষার এবং শিক্ষিতদের মান সম্বন্ধে কোনও সিদ্ধান্তেই আসতে পারবোনা। তাছাড়া আঞ্চলিক ভাষায় উপযুক্ত পাঠ্য পুস্তক, কোষ ও তথ্যগ্রন্থাদির ব্যবস্থা না করে, কী করে এই উত্থানশীল প্রযুক্তি বিদ্যায় শিক্ষা দেওয়া যায় সেটাও চিন্তার বিষয়।

প্রায় ৬৫ বৎসর ধরে আমাদের দেশে গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান শিক্ষা প্রচলিত রয়েছে। অন্তঃসারশূন্য বিষয়বস্তুর বিশেষ পরি-বর্তন হয়নি। ইউ জি সির 'রিভিউ কমিটি' প্রবর্তিত নমুনা অনুযায়ী স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে বিষয়গুলি এইরূপ :

স্নাতক (বি লিব্ এস্ সি)

1. Library Organization
2. Library Administration
3. Library Classification (Theory)
4. ,, ,, (Practice)
5. Library Catalogue (Theory)
6. ,, ,, (Practice)
7. Physical Bibliography and Book Selection
8. Document Bibliography and Reference Service

স্নাতকোত্তর (এম্ লিব্ এস্ সি)

1. Universe of knowledge : Its Developement and Structure.
2. Depth Classification (Theory)
3. ,, ,, (Practice)
4. Advanced Library Catalogue
5. Any one from the following :
   a) Public Library System
   b) Academic Library System
   c) Research & Technical Library System
   d) Documentation
6. Project—Which is either preparation of a project on an approved topic falling within the optionals listed under paper 5, or preparation of a Documentation list on an approved topic.
7. Literature Survey in any one particular field listed in the syllabus,

মোটামুটি, উপরোক্ত বিষয়-বিন্যাস মেনে নিয়ে কোথাও কিছু রদ বদলও করা হয়েছে। সমালোচনাও হয়েছে অনেক। নূতন নূতন বিষয় অন্তর্ভুক্তির কথাও বলা হয়েছে বিভিন্ন 'সেমিনারে'। অনেকে এই শিক্ষণকে আরো কার্য্যকরী এবং সমসাময়িক প্রয়োজনীয়তার সমকক্ষ করে তুলতে সচেষ্ট। সুতরাং পরীক্ষা নিরীক্ষা যে চল্‌ছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, এবং এই সব প্রচেষ্টা স্বভাবতই উন্নয়নমুখী।

গভীর ভাবে চিন্তা কর্লে আমাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পটভূমিকায় এই বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে আজ পর্যন্ত আমরা স্বীকৃত নিয়মানুগ শিক্ষার পর্য্যায়ে উন্নীত করতে পারিনি। যদি গ্রন্থাগারিকের মুখ্য উদ্দেশ্য হয় সমাজ-সেবা, আমরা ছাত্রদের সমাজ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে মূর্খ করে রেখেছি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অর্ধ-শতাব্দীর চেয়ে পুরাতন পাঠক্রম আমরা আঁকড়ে ধরে আছি, কতকগুলি গ্রন্থাগারের কারীগর তৈরী করার জন্য। সহজাত-শিক্ষা, সমাজ-চেতনা, পূর্ণ মানবিক বিকাশের সব ছিদ্র রন্ধ্র বন্ধ রেখে যে শিক্ষা দিচ্ছি তাতে মিস্ত্রি তৈরী করা যেতে পারে, মানুষ গড়া যায় না। একটা উত্থানশীল নিয়মানুগ শিক্ষাকে অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত কর্তে হলে পাঠক্রমকে আরো বহুমুখী কর্তে হবে। প্রচলিত পাঠক্রম, শিক্ষাপদ্ধতি, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত এবং মানসিক প্রস্তুতির সম্বন্ধে বিষয়মুখী বিশ্লেষণ করারও প্রয়োজন আছে। স্নাতক পর্য্যায়ে দেখি ফলপ্রসূ লক্ষ্যপূর্ণ পরিকল্পনার অভাব, আর স্নাতোকোত্তর পর্য্যায়ে পাঠক্রম তো স্নাতক পর্য্যায়ের পাঠক্রমের প্রসারণ ছাড়া আর কিছুই নয়। তার নিজস্ব কোনও স্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট বিষয়মুখী তত্ত্ব-জ্ঞান নেই। গতানুগতিক ভাবে গড়ে তোলায় তার গতিও অসংলগ্ন।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানেরও একটা শিক্ষা-বিজ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এই ঢিলেঢালা নাম সর্বস্ব অন্তঃসারশূন্য অসর্কতার অবসান অতি আবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে, বৃত্তিমূলক গ্রন্থাগারিকের প্রাণ ও সম্মানের দায়ে যদি আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে, পাঠক্রম- শিক্ষার্থী, শিক্ষণ এবং শিক্ষা-পদ্ধতি সবই কোনও শিক্ষা-বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে যথাযথ ভাবে যাচাই করা হয়েছে, তবেই আমরা দাবী কর্তে পারো—যে, আমাদের শিক্ষা অন্য যে কোনও শিক্ষার সমতুল্য, আমাদের শিক্ষকেরা অন্য বিষয়ে শিক্ষকদের চেয়ে নিকৃষ্ট নন, এবং আমাদের ছাত্ররা এক বিদ্যালয়ের অন্যান্য ছাত্রদের সমকক্ষ —তারা 'ছাঁটাই মাল' নয়।

সম্প্রতি সাধারণভাবে জন-শিক্ষায় নব বিন্যাস হতে চলেছে ১০+২+৩, এই সংকেতে। এই সুযোগে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানকে আরো জনপ্রিয় এবং প্রচলিত কর্তে হলে, আমার মনে হয়, মাধ্যমিক শিক্ষার পর ১১ এবং ১২ স্তরে "বৃত্তিগত প্রবাহে" (Vocational Stream) গ্রন্থাগার বিজ্ঞানকে ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে স্থান দেওয়া উচিত যদি গার্হস্থ্য-বিজ্ঞানের যেখানে স্থান সঙ্কুলান হয় তাহলে গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানের না হওয়ার কোনও যুক্তি নেই। এর ফলে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের একটানা শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন হবে একেবারে স্নাতোকোত্তর পর্য্যায় পর্য্যন্ত। জানিনা আমাদের বৃত্তিমূলক সংগঠনগুলি এ বিষয়ে চিন্তা করেছেন কিনা, এবং যদি করে থাকেন কতোটা ফল পেয়েছেন। যদি কিছু না করা হয়ে থাকে তাহলে এখনও সময় অতিবাহিত হয়ে যায়নি এবং আপনারা এ বিষয়ে কালবিলম্ব না করে কর্মপন্থা স্থির করুন।

বৃত্তিমূলক সংগঠন সম্পর্কে আলোচনাকালে আমরা দুঃখের সহিত লক্ষ্য করেছি যে, গ্রন্থাগার কর্মীরা সাধারণতঃ এই সব সংগঠন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। এই উদাসীনতা আমাদের শিক্ষণ ব্যবস্থার নিস্ক্রীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতীক নয় কি? আমরা তাদের নানা রকম কৌশল শেখাই—পুস্তকাদি পাঠকের ব্যবহারযোগ্য করে তোলা, পাঠকের প্রয়োজনমত পুস্তক, পত্রিকা ও তথ্যাদি জোগান দেওয়া, গবেষকের নির্দ্দিষ্ট বিষয় বস্তুর সম্পর্কিত সব কিছু লিখিত নজীর বিবরণী প্রস্তুত করা, আরো কত কি? পাশ করলে তাদের ডিগ্রী দিয়েছি, সুপারিশ করেছি চাকুরী পেতে এবং তারা প্রায় সকলেই কর্মরত। কিন্তু কোনও দিন শিক্ষাক্রমের

মাধ্যমে আমরা কি তাদের এ গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের যে বিরাট সম্প্রদায়টি ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে, তাদের সম্বন্ধে অবহিত করেছি? বলেছি কোনও দিন যে, শিক্ষক, চিকিৎসক, আইনজীবি, বাস্তুকার প্রভৃতি বৃত্তি-কুশলীরা যেমন সংঘবদ্ধ আমাদেরও তেমনই হতে হবে? তাদের কি বুঝিয়েছি যে সামাজিক শৃঙ্খলার মধ্যে একক ভাবে গ্রন্থাগারিকের কোনও পরিচিতি নেই, স্থানও নেই? তাদের কি লক্ষ্যপথ সম্বন্ধে সচেতন করেছি যে আধুনিক গ্রন্থাগারিক সমগ্র বৃত্তি ভোগীদের সঙ্গে সমাসক্ত? তাদের সকলেরই এক সম্বল প্রয়োগবিদ্যা, একই কর্মক্ষেত্র জন-সেবা একই তথ্য ও অনুশীলন, একই উদ্দেশ্য ও নীতি? শুধু বৃত্তিতে তারা ভিন্ন। বহুদিন আগেই চিন্তা করেছিলাম, গ্রন্থাগার সংগঠন Library Organisation) এর পাঠ-ক্রমের মধ্যে আমরা কি বৃত্তিগত সংগঠনের তথ্য পরিবেশন কর্তে পারিনা? পারিনা কি তাদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল কর্তে যে, অন্যান্য বৃত্তিগত গোষ্ঠির মত গ্রন্থাগারিক-দেরও থাকবে উপযুক্ত সংস্থা যা এই বৃত্তিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে পূর্ণ পরিণতির পথে, পাণ্ডিত্যের পথে, সার্থকতার পথে এবং সামাজিক স্বীকৃতির পথে? আপনাদের কাছে অনুরোধ, যখন পাঠ্য নির্ঘণ্ট পরিবর্ত্তনের সুযোগ পাবেন, তখন বৃত্তিগত সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা, তার ঐতিহাসিক পশ্চাদভূমি, পেশাগত অপরিহার্য্যতা প্রভৃতি সম্বন্ধেও যথোচিত শিক্ষা দেবেন।

গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান-শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কে আমার শেষ বক্তব্য হচ্ছে এর পরিবেশনের অথবা সম্পাদনার নোংরামী সম্বন্ধে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের স্পষ্ট নির্দেশ আছে, গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থাগার-শিক্ষা বিভাগ পৃথক হবে। প্রথমটি দ্বিতীয়ের গবেষণাগারের (Laboratory) কাজ করবে। দুটি সংস্থারই প্রধান হবেন বিভাগীয় অধ্যক্ষের সমতুল। সংস্থা দুটি পরস্পর পরিপূরক হিসাবে কাজ করবে। কিন্তু কার্য্যতঃ দেখতে পাই, অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক দুটি পদই কবায়ত্ত করে রেখেছেন, অন্যথায় একের সঙ্গে অপরের সংযোগ সাবলিল তো নয়ই, উপরন্তু সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে শত্রুতার পর্য্যায়ে পর্য্যন্ত এগিয়েছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়েরও মঞ্জুরী কমিশনের নির্দেশ মানেনি। শিক্ষা বিভাগে যাহা সবচেয়ে চোখে পড়ে তা' হচ্ছে বিভাগীয় প্রধানকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অধ্যক্ষের পদই দেওয়া হয়না; ভাগ্যবান হ'লে তিনি উচ্চশ্রেণীর অধ্যাপক (Reader) নতুবা সাধারণ অধ্যাপক হিসাবেই (Lecturer) বিভাগীয় দায়িত্ব পালন করেন। পশ্চিমবঙ্গে কলিকাতা, যাদবপুর এবং বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়েও অনেকাংশে একই নৈরাজ্যের চিত্র। যাদবপুরের চিত্রটা কিন্তু আরো বিচিত্র। এখানে 'উচ্চশ্রেণীর অধ্যাপক' (Reader) বিভাগীয় প্রধানের পদাভিষিক্ত নন। জনৈক এম্ এ, বাড়-এট্-ল, যাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় কখনো বসাচ্ছেন ফ্যাকাল্টী অব্ আর্ট্সের ডীনের পদে, কখনও বা ছাত্রদের ডীনের পদে; আবার কখনও আর্টস্ কলেজের প্রধান পদে; তাঁকেই গ্রন্থাগার শিক্ষণ বিভাগের প্রধান হিসাবে বসিয়ে রেখেছেন। না আছে তাঁর শিক্ষণের অভিজ্ঞতা, না আছে গ্রন্থাগারিকের বৃত্তিগত শিক্ষা, এমনকি তাঁর ডিপ্লোমা কি সার্টিফিকেট্ পর্য্যন্ত নেই। তার অর্থ হচ্ছে যে গ্রন্থাগারবৃত্তির সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন একজন বৃত্তি-বহির্ভূত ব্যক্তিকে যাদবপুরের গ্রন্থাগার শিক্ষণ বিভাগের প্রধান বলে চালানো হচ্ছে। এই ব্যতিক্রম, বে-আইনী এবং নীতি বহির্ভূত। তবে, এ আচরণ একটি নিয়ম সত্যোরষ্ট অতিক্ষেপ। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তারা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানকে কী চোখে দেখেন, এই দৃষ্টান্তই তার উৎকৃষ্ট প্রমান। যদি আমরা সামান্য কাণ্ড-জ্ঞানেরও অধিকারী হই তাহলে সর্ব-ভারতীয় পর্য্যায়ে এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। এ ব্যাপারে নীতিগত দৃঢ়তার মনোভাব গ্রহণ করে বলিষ্ট বিরোধিতার জন্য প্রস্তুত হোন। প্রয়োজন হলে আমি নিজে আপনাদের সঙ্গে হাত মেলাবো। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় আরো অনেক অনাচারের তথ্য জমানো আছে, সময়মত সেগুলিরও সদ্ব্যবহার করা যাবে। সত্যিকারের বড়দের শ্রদ্ধা করবো নিশ্চয়ই, কিন্তু ব্রাত্যচারীদের

সঙ্গে আপোষের মনোভাব আমাদের বৃত্তিগত মনোভাবকে দুর্বল করে তুলবে।

গ্রন্থাগারিকের নীতি, ধর্ম বিশ্বাস ও দর্শন :

গ্রন্থাগারিকের সমাজ হিতকর আচরণবিধির মধ্যেই তার নীতিবিদ্যা নিহিত। নিয়মানুগ নৈতিক তথ্যাদি তার কর্মজীবনে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রাখে, পাঠকের সঙ্গে সে কি ভাবে ব্যবহার করবে তাদের রুচি এবং প্রয়োজন অনুযায়ী কি বই সংগ্রহ করবে, কি ভাবে অনুলগ্ন সেবাকে সুষম করবে, নিজেকে সহ কর্মীদের কি চোখে দেখবে, তার উপর আরোপিত পরিচালকমণ্ডলীর সম্বন্ধ বা তার কি সম্পর্ক হবে, ইত্যাদি। ব্যবহারিক জীবনে নির্দিষ্ট নীতির বহুল প্রয়োজন, বিশেষ করে গ্রন্থাগারিকের পক্ষে; কারণ সে একাধারে সমাজসেবী শিক্ষক, আত্ম-উন্নয়নে পথ প্রদর্শক এবং মানবিক বৃত্তির পরিপোষক। জনৈক লেখকের মতে, "নীতিবিদ্যা হচ্ছে সমস্ত আচরণ ও চরিত্রের বিজ্ঞান, যে বিজ্ঞান নৈতিক কর্তব্যের স্বভাব এবং অবস্থাকে পরিচালিত করে। এটা হচ্ছে মানুষের নিজের প্রতি কর্তব্যের এবং অন্যদের অধিকার সম্বন্ধে একটা মতবাদ। এই নিয়মাবলী কোনও বৃত্তির উপর প্রযুক্ত হলে, সেটাই হয় বৃত্তিগত নীতি।" নৈতিক সংহিতা যে কোনও বৃত্তিকুশলীকে কতকগুলি সামাজিক মূল্যায়নে দায়িত্বপূর্ণ করে তোলে, যাতে সে ব্যক্তিগত অর্থ ক্ষমতা এবং মর্যাদার ঊর্দ্ধে স্থান দেবে তার উপর-নির্ভরশীল জনগণের স্বার্থকে। এটা হচ্ছে গ্রন্থাগারিকের কর্তব্যনিষ্ঠার তুল্য সংজ্ঞা। আমাদের আচরণবিধি যে কোনও অবস্থায় অথবা সর্ব কালীন পরিস্থিতির সঙ্গে অনুশীলন করার মত নির্দিষ্ট রূপ হয়তো আজও নেয়নি। কিন্তু আমাদের ব্যক্তিগত উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে তাকে সংহত করতে হবে, গ্রন্থাগারিকতার মৌলিক নীতির রূপায়নে। গ্রন্থাগারিকের নিরপেক্ষতা স্বতঃসিদ্ধ। ধর্ম, রাজনীতি, আর্থিক বৈষম্য, নৈতিক চরিত্র এসব নিয়ে তার মাথাঘামানোয় কোনও প্রয়োজন নেই। তার উদ্দেশ্য হবে প্রতিটি সমস্যা এবং প্রশ্নের সকলরকম আলোচনা ও তথ্যাদি পাঠককে সরবরাহ করা গণতান্ত্রিক আদর্শে; সে নিজেকে বিতর্কের ঊর্দ্ধে রাখবে, থাকবে পক্ষপাতিত্বের বাইরে।

বৃত্তিহিসাবে গ্রন্থাগারিকতার ক্রম-বিকাশ হয়েছে যুগ যুগ ধরে পরিবর্তনশীল সামাজিক বর্ণনা প্রসঙ্গে। এই অনুপ্রাণিত রূপান্তর ঐতিহাসিক বাধ্যবাধকতার ফল। আমাদের নিরলস প্রচেষ্টায় যে নৈতিক তথ্যাদি রূপ নিয়েছে তারা আমাদেরই ক্রিয়াকলাপের সমর্থক, আমাদের উদ্দীপিত করে কি করনীয় সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা দিতে, এবং জন-মানসে তুলে ধরে আমাদের সুউচ্চ অভিষ্ট লক্ষ্যকে।

গ্রন্থাগারিক শৃঙ্খলার পূজারী। তার নীতিবিদ্যা, তার ধর্মবিশ্বাস একটা প্রগতিশীল নিয়মানুগ শিক্ষাকে শাশ্বত প্রেরণা যোগায়। এই অনলসের সত্যের সন্ধানে তাকে কেমন হতে হবে, কি করতে হবে কেন করতে হবে, কাদের জন্য করতে হবে, এই সব সিদ্ধান্তের জন্য তার বাস্তবানুগ অভিগমন। বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিক নিজ ক্রিয়াকলাপকে পাঠক কেন্দ্রিক করে তোলে, এবং তার নির্দিষ্ট মান বজায় রাখে গ্রন্থাগার জনসাধারণের হিতকর প্রতিষ্ঠান এবং সে নিজে গ্রন্থাগারের হিতকামী এ বিশ্বাস সে রাখে, যে কৃতজ্ঞতার প্রত্যাশী নয়। রাজনৈতিক, সামাজিক এবং প্রযুক্তিগত সমস্যায় সে অভিভূত হয় না। সাংস্কৃতিক নির্য্যাস তার আয়ত্বে, শিক্ষা ও জ্ঞানের ভাণ্ডারও তার করায়ত্ব; সুতরাং সে সব বক্তব্যকে সমানাধিকার দেয়, পাঠকের উপর কোনও অনুশাসন চাপায় না, কারণ সে দৃঢ় বিশ্বাসী যে, ভালোটাই হবে চিরন্তন, মন্দ মিলিয়ে যাবে অতীতে। ম্যাক্‌কল্‌ভিনের কথায়, "গ্রন্থাগার হচ্ছে উদ্দেশ্য সমৃদ্ধ সমাজের নিরপেক্ষ যন্ত্র।"

গ্রন্থাগারিকের শিক্ষার মূলে রয়েছে স্বাধীনতার অভিপ্রায় এবং তার পবিত্রতাকে সংরক্ষিত করা—যা তার সম্যক বৃত্তিকে পরিচালিত করে। সে ছয়টা স্বাধীনতার পূজারী—পঠনের স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা, বাচনের স্বাধীনতা সংবাদ-পরিবেশনের স্বাধীনতা, জ্ঞান-প্রচারের স্বাধীনতা, এবং শিক্ষার স্বাধীনতা। আধুনিক সমাজে

কল্যাণকামী ও কার্যকরি হতে গেলে গ্রন্থাগারিককে শুধু পুস্তক, পত্রিকা ও তথ্য সরবরাহ করে ক্ষান্ত হলে চলবেনা, তাকে সচেষ্ট হতে হবে পাঠকের মনের দারিদ্র্য দূর কর্তে যে কাজ বস্তুগত দারিদ্র্য দূরীকরণের চেয়েও কঠিন। বিবেকী গ্রন্থাগারিক গ্রন্থাগারের সমৃদ্ধি এবং পাঠক-সেবার উন্নয়নের সঙ্গে সচেতন ভাবে লিপ্ত থাকবে, আর্থিক প্রতিকূলতা ও বাধাবিপত্তি সত্বেও। জনসাধারণ সম্বন্ধে তার আদর্শ এবং স্থায়ী কল্পনা থাকবে। তার সাহস, বিজ্ঞতা এবং দায়িত্ববোধ পাঠকের মনে আস্থা আনবে এবং এই জনসাধারণের আস্থাই প্রকৃত গ্রন্থাগারিকতার নির্দেশক।

প্রযুক্তিবিদ্যার খুঁটিনাটি আর অভিনব আড়ম্বর গ্রন্থাগারিকের চিন্তকে যেন আচ্ছন্ন না করে, কারণ কলাকৌশল হলো নিমিত্ত মাত্র বা কার্যসাধনের উপায়; অভীষ্ট লক্ষ্য হলো গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের সেবা। নিজের ব্যক্তিত্বকে প্রচ্ছন্ন রেখে সে পাঠকের সমস্যার সঙ্গে সমতুল সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়বে, নিমজ্জিত হবে পাঠকের রাজনীতি ধর্ম ও নীতিশাস্ত্রে। তাই আরেকজন জ্ঞানী গ্রন্থাগারিক বলেছেন, "গ্রন্থাগারিকের যদি নিজস্ব রাজনীতি, ধর্ম ও নীতিশাস্ত্র না থাকে, তা'হলে সে সকল রাজনীতি, সকল ধর্ম, সকল নীতিশাস্ত্রের অধিকারী হবে।"

আমাদের মনে রাখতে হবে, গ্রন্থাগার পরিচালনার তত্ত্বাদি, গ্রন্থাগারিকের নীতি ও ধর্মবিশ্বাস সব কিছুর সমন্বয়ে তার ভাবমূর্তিকে পরিস্ফুট করে তোলে অন্তর্দর্শী মূল্যায়নের ফলে নিত্যকর্মের গুরুভার হাল্কা হয়ে যাবে, আর আমাদের বৃত্তিকে আরো মূল্যবান করে তুলে গ্রন্থাগারিকরা বিষয়মুখগুলির যথাযথ দৃষ্টিরূপ অভিক্ষিপ্ত করবে।

উপরোক্ত বক্তব্যের প্রবিপ্রেক্ষিতে আমাদের এই ধারনাই বদ্ধমূল করে যে, গ্রন্থাগারিকতার একটি নির্দিষ্ট ধর্মমত বা দার্শনিক মত আছে, যাকে সংরক্ষণ করা আমাদের কর্তব্য। তার নির্দিষ্ট এ সুস্পষ্ট নীতি বৃত্তিভোগী হিসাবে তাকে প্রবৃত্ত করে, পরিচালিত করে কর্মক্ষেত্রে এবং প্রদীপ্ত করে জনমানসে। তার দর্শনও আছে নিশ্চয়ই। এই দর্শনের রূপরেখা হয়তো আজও অস্পষ্ট, তাই কেহ কেহ বলেছেন যে, 'একটি বৃত্তিগত দর্শন গ্রন্থাগারিকতাকে স্বার্থহীন কার্যকারণে সহায়ক হবে, এবং এই দর্শন তার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতনতা থেকে উদ্ভূত হবে'। এই দর্শন সম্বন্ধে অনেক মতামতই পাওয়া যায় যেমন, 'আমাদের দর্শন ব্যবহারিক দর্শন যা গ্রন্থাগারিকের ক্রিয়াপ্রণালীকে পরিচালিত করবে'। কেউ আবার বলেন, 'আমাদের দর্শন বাস্তব ধর্মী বা প্রয়োগিক; আধিবিদ্যক নয়।' অন্যান্য বিষয়বস্তু সম্বন্ধে যেমন শিক্ষা, আইন, চিকিৎসা, সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজ-বিজ্ঞান মৌলিক ও প্রযুক্তি-বিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতি কলা, ললিতকলা ইত্যাদি সকলরকম নিয়মানুগ-শিক্ষার নিজস্ব দর্শন আছে, গ্রন্থাগারিকতা সম্বন্ধে তার অভাব কেন? এটা কি শুধু তত্ত্বীয় নিয়মাবলীর সংকলন? এ'র কি কোনও বিষয়ানুগ উদ্দেশ্য নেই? এটা কি শুধু প্রযুক্তির নির্দিষ্ট পরম্পরা? তাই অনেকে দুঃখপ্রকাশও করেছেন যে, বিভিন্ন সামাজিক কর্মক্ষেত্রে অন্যান্য সমপর্য্যায়ের কর্মীদের তুলনায় আমরা অসদৃশ ব্যবহার করে থাকি নিজেদের বৃত্তির তত্ত্বীয় দৃষ্টিকোন থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে এবং প্রয়োগ বিদ্যার ওপর পক্ষপাতিত্ব করে। গ্রন্থাগারিক তার সহজ বাস্তব ধর্মিতার মধ্যে নিঃসঙ্গ থাকে, অতি আবশ্যক প্রায়োগিক প্রণালীর সমাধান হলেই তার বৃত্তিগত স্বার্থসিদ্ধি হয়। একথা বললে সম্ভবতঃ বাগাড়ম্বর হবে না যে আজকের গ্রন্থাগারিক তার বৃত্তিগত লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং কর্তব্য সম্বন্ধে অনুচিন্তার কোনও সময় দেয় না। তাই আমাদের মধ্যে দূরদর্শী মনিষীরা বলেছেন, "জীবন সম্বন্ধে সুসম্বদ্ধ দৃষ্টিকোণের জন্য দর্শন হচ্ছে সত্যকারের বনিয়াদ, বিশেষ করে বৃত্তিগত দৃষ্টি কোণের জন্য।" "গ্রন্থাগারিকতার দর্শন আগেই মেনে নিয়েছে একটা তত্ত্বীয় সূত্রবদ্ধতা যা ক্রিয়াপ্রণালীকে সঙ্গতিপূর্ণ, যুক্তিসঙ্গত উৎকৃষ্ট নিদর্শনের সঙ্গে বিষয়মুখকে সম্বন্ধযুক্ত করবে। নিয়মানুগ তত্ত্বাদির চিরন্তন অনুসন্ধান চলবে, যার আলোতে আমাদের ক্রিয়াপ্রণালী আলোকিত হয়ে উঠবে।"

অনেকের ধারণা গ্রন্থাগারিকতা একটি সুনির্দিষ্ট বৃত্তিই নয়; যেহেতু তার অত্যাবশ্যক বস্তু বা সারমর্ম এবং লক্ষ্যবিন্দু নেই। উপরোক্ত আলোচনা এ ধারণাকে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করেছে। আসল সমস্যা হচ্ছে দর্শনের অভাব নয়;

গ্রন্থাগারিকতার দর্শন এতো বিশাল এবং গভীর যে তাকে সংক্ষিপ্ত এবং বিক্ষিপ্তভাবে একজন বৃত্তি-কুশলীর হাতিয়ার রূপে প্রতিষ্ঠিত করা কষ্টসাধ্য। এর বিস্তারিত পরিধি, দর্শন সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখতে পারেনা অন্যান্য বিষয় বস্তুর মতো। গ্রন্থাগারিকতার বৃত্তিগত সারমর্মের অভাব নেই এবং তার সামাজিক বিষয় খুব সহজেই অনুভূত হয়। কার্যাতঃ, অন্য যে কোন নিয়মাচ্ছন্ন শিক্ষার চেয়ে এর পরিধি খুবই বিস্তৃত, তবুও প্রশ্ন থেকে যায় কেন এই বৃত্তি অন্যদের তুলনায় কম সমৃদ্ধ? কেউ বলেন, সেটা গ্রন্থাগারিকের পাণ্ডিত্যের অভাব-প্রসূত; জ্ঞান, বিজ্ঞান, তথ্যাদির সংগ্রহণ, পরিচালন এবং পরিবেশনের দক্ষতাকে বুদ্ধিজীবিরা নাকি বিশেষ আমল দেন না। সেটা আমাদের দুর্ভাগ্য। গ্রন্থাগারিকের বৃত্তিগত কৌশল তার অন্তপ্রেরণা এবং স্বীয় পাণ্ডিত্যেরই সমাজতান্ত্রিক হাতিয়ার।

দর্শনের অনেকগুলি সংজ্ঞা আছে, তার মধ্যে দুটি আমাদের বৃত্তি বিষয়ে প্রযুক্তির সম্ভাবনা রাখে। যেমন, দর্শন হচ্ছে মূলসূত্র ধর্মমতের ভিত্তি ও কল্পনার একটি বিশ্লেষিত রূপ। অথবা, দর্শন ব্যক্তিবিশেষের বা দলবিশেষের বিশ্বাস, কল্পনা এবং আচরণের অনুমিতি। যদি আমরা গ্রন্থাগারিকের সার্বিক দার্শনিক পদ্ধতির অনুসন্ধানে থাকি তা'হলে আমরা নিরুৎসাহই হবো। যদি সংক্ষিপ্ত ভাবে দেখি যে আমাদের বৃত্তি সত্যসন্ধানী এবং তত্ত্ব সমৃদ্ধ, ক্রিয়াকলাপে সুসংবদ্ধ এবং সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সজাগ, যে সিদ্ধান্ত সত্তাকে স্পষ্ট ও বোধগম্য করে, তাহলে দর্শনের অভাব হবেনা। আমাদের দর্শন নিজস্ব ক্রিয়াকলাপ ও তার পূর্ণ-সংসাধন বিজ্ঞান-সম্মতভাবে পূর্ণ সংগঠিত করার প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়।

গ্রন্থাগার বৃত্তির ভবিষ্যৎ :

সব বৃত্তিরই সহজাত ব্যক্তিত্ব আছে। গ্রন্থাগারিক বৃত্তির যে বিস্তীর্ণ পরিধি উপরোক্ত আখ্যানে পরিলেখিত হয়েছে তার থেকে আমাদের এ অনুমিতি অসমীচীন হবে না। যে বৃত্তি হিসাবে গ্রন্থাগারিকতারও ব্যক্তিত্ব আছে, আছে আনুষঙ্গিক যশোলিপ্সা। এই ব্যক্তিত্ব বা যশ নির্ভর করে বৃত্তিভোগীদের ঐকান্তিক উৎকাঙ্ক্ষার উপর। এই উপলব্ধি গ্রন্থাগার কর্মীদের সকল স্তরে অনুধাবন প্রয়োজন।

প্রাথমিক পর্যায়ে, শিক্ষণের শুরুতে ছাত্র বাছাই করার সময় আমাদের বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন কর্তে হবে। যোগ্যতার নির্দিষ্ট মান ঠিক করে নিয়ে শুধু তাদেরই নির্বাচিত কর্তে হবে যাদের এই সেবা মূলক বৃত্তির উপযুক্ত মানসিক প্রবৃত্তি আছে, জ্ঞান-বিজ্ঞান তথ্যাদির অনুশীলনের আগ্রহ আছে, আসক্তি আছে পুস্তক, পত্রিকা, গ্রন্থাগারের উপর। তৎসত্ত্বেও কিছু অবাঞ্ছিত ছাত্র অনুপ্রবেশ কর্তে পারে। শিক্ষণ ব্যবস্থার মধ্যেই কোনও এক পর্যায়ে এদের ছাটাই কর্তে হবে, বৃত্তির মান, আদর্শ এবং ভবিষ্যৎকে অক্ষুন্ন রাখতে এবং উন্নত কর্তে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে, শিক্ষক নির্বাচনের ক্ষেত্রেও তদনুরূপ সতর্কতার প্রয়োজন। শিক্ষক ভালো না হলে শিক্ষকতার মান নিম্নমুখী হয়। ভালো ডিগ্রীধারী হলেই যে উপযুক্ত শিক্ষক হবে তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। শিক্ষকতা, তা' যে কোনও বিষয়েই হোক, নির্ভর করে আরো কতকগুলি লক্ষণ বা গুণাবলীর উপর, বিশেষ করে ছাত্র এবং সহকর্মীদের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার ও প্রতিক্রিয়াদের উপর। ছাত্রদের সম্বন্ধে যেমন, গ্রন্থাগারের নতুন প্রতিরূপ অভিক্ষেপনে অসমর্থ বলে, অথবা তার মানসিক প্রবৃত্তির অভাব বলে, বাতিল করার ব্যবস্থা থাকবে, শিক্ষকদের সম্বন্ধেও মূল্যায়নের কোনও ব্যবস্থা রাখা উচিত। এছাড়া গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষকের গ্রন্থাগার পরিচালনা সম্বন্ধে সমুচিত অভিজ্ঞতা থাকা দরকার।

সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন সুপারিশ করেছেন যে, ছাত্ররা শিক্ষকদের যোগ্যতার মূল্যায়ন কর্বেন। এ সুপারিশের যৌক্তিকতা কতখানি তা' বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আমি কানাডার (Canada) একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের PERPE নামযুক্ত একটি পন্থার উল্লেখ কর্তে চাই,

যা দুটি মানদণ্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত। সাট দফার এই মতিক্ষণের প্রতিক্রিয়া যেহেতু বেনামা, এতে শিক্ষকদের সম্বন্ধে ঈর্ষা অথবা বিদ্বেষের কোনও সুযোগ নেই। এই মূল্যায়ণের পদ্ধতি শিক্ষককে হতমান করার উদ্দেশ্যে নয়, তাঁদের পদোন্নতির উদ্দেশ্যেও নয়, এর একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষকদের শিক্ষণ শক্তির উন্নতি সাধন।

যেহেতু এটা বৃত্তিগত শিক্ষা; শিক্ষা প্রাপ্তদের কর্মসংস্থানের একটা ব্যবস্থা থাকা চাই। সমাজে শিক্ষক, আইনজীবি, চিকিৎসক, বাস্তুশিল্পী প্রভৃতির যেমন প্রয়োজন আছে, গ্রন্থাগার কর্মীর প্রয়োজন তার থেকে কম তো নয়ই, আমার মতে বেশী। সব বৃত্তির সহায়ক গ্রন্থাগার; জ্ঞানার্জন, তথ্যসন্ধান এবং গবেষণার মূল উৎস হচ্ছে গ্রন্থাগার।

এই সেদিন সংবাদপত্রে একটী পরিসংখ্যান পেলাম যে, চাকুরী সন্ধানী সংখ্যা বাড়তে বাড়তে নব্বই লক্ষতে গিয়ে ঠেকেছে। এটা অবশ্য সরকারী নিয়োগ দপ্তরের পরিসংখ্যান। এর বাইরে আরো কয়েককোটী হতভাগ্য কর্ম সংস্থানের আশায় ঘুরছে তার কোনও হিসাব নেই। সরকারী হিসাবে এদের মধ্যে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পর্য্যায়ের সংখ্যা হচ্ছে আট লক্ষ পচানব্বই হাজার তিনশতর মত। প্রায় নয় লক্ষ। জানিনা এঁদের মধ্যে কতজনা আছেন গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষিত? সরকার শিক্ষিত বেকারদের নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন কোনও সন্দেহ নেই, এদিকে আমাদেরও তো উৎকণ্ঠার শেষ নেই, যাদের শিক্ষা দিচ্ছি তাদের কর্মসংস্থান কর্তে পারছি কি?

এদিকে আবার "ন্যাশানাল্ কাউন্সিল্ অব্ এডুকেশনাল্ রিসার্চ এণ্ড ট্রেনিং" (NCERT) এক সমীক্ষায় প্রতিবেদনে জানাচ্ছেন যে, আমাদের দেশে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত মোট ৫, ৯২, ০৮০ (প্রায় ছয় লক্ষর মত) বিদ্যায়তন আছে, প্রাথমিক পর্য্যায় থেকে শুরু করে প্রাক্ স্নাতক মহাবিদ্যালয় পর্যন্ত। বিশ্ববিদ্যালয়কে তাঁরা এর মধ্যে ধরেননি। তাই যদি হয় বিভিন্ন স্তরে গ্রন্থাগার শিক্ষণ প্রাপ্ত ছেলেমেয়েদের কেন উপযুক্ত কর্মসংস্থান হবে না? এই সব বিদ্যায়তনের শতকরা নব্বইটির কোনও গ্রন্থাগারও নেই, তার কর্মীও কিছু নেই। দুটী পরিসংখ্যান পাশাপাশি রেখে বিচার করলে বোঝা যাবে যে, সমাজ-জীবনে আসল ক্ষত যেখানে তার কোনও চিকিৎসারই ব্যবস্থা হচ্ছে না, যে জমি উর্ব্বর তা'তে চাষ না করে, রাশি রাশি সার ঢালা হচ্ছে বন্ধ্যা জমির ওপর। কর্তৃপক্ষের কাছে সাধারণ মানুষের শিক্ষা যেমন অবহেলিত, তার চেয়ে অবাঞ্ছিত হচ্ছে গ্রন্থাগারব্যবস্থার সম্প্রসারণ। এই পরিস্থিতি দেশের সামাজিক চেতনার অবক্ষয় সূচনা করে নাকি? এক জায়গায় এর ছেদ টানতেই হবে। আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় যে উপযুক্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী শিক্ষায়তনগুলিতে গ্রন্থাগার এবং তার পরিচালনার জন্য গ্রন্থাগারিকের ব্যবস্থা সর্বাগ্রে কর্তে হবে। সঙ্গে সঙ্গে সরকারী সংস্থায় গ্রন্থাগারে যে পদগুলি বছরের পর বছর শূন্য পড়ে আছে, সেগুলি পূর্ণ কর্তে হবে। উচ্চস্তরের পদগুলি পূরণের টালবাহানায় আমাদের জাতীয় গ্রন্থাগার থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পর্যন্ত যে অনিশ্চয়তার মধ্যে কাটাচ্ছে তার আশু সমাধানের ব্যবস্থা কর্তে হবে। সরকারের আমলাতন্ত্র এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বৈরতন্ত্র এই দুই যাঁতাকলের পেষণে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির গ্রন্থাগারের প্রাণের স্পন্দন স্তিমিত। কর্তৃপক্ষের এই নির্লিপ্ততার বলি হচ্ছে কে বা কারা, আজ চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর দিন ঘনিয়ে এসেছে। এই ব্যাপারে আমাদের মধ্যে যাঁরা বিশেষজ্ঞর কাজ করে থাকেন, তাঁরা যে স্বীয় বৃত্তির মূলে কুঠারাঘাত কর্ছেন না, সে কথা কি তাঁরা ভেবে দেখবেন? "উপযুক্ত প্রার্থীর অভাব" এই উক্তি তাঁরাও যদি সমর্থন করেন দেশে বাট বছরের বেশী গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা ব্যবস্থার পর, তা হলে বুঝতে হবে 'বিশেষজ্ঞ'দের মধ্যেই গলদটা বেশী।

বিশদফা অর্থনৈতিক কর্মসূচী রূপায়িত হবার পর, শুনছি আবার আরেকটি বিশদফার কর্মসূচী নির্ঘন্ট তৈরী হবে। আশাকরি যে সমস্ত সমাজ কল্যাণকর কর্মসূচীর মধ্যে আমাদের গণতন্ত্রী সরকার শিক্ষা এবং গ্রন্থাগারের কথা বিস্মৃত হবেন না। বাধ্যতামূলক নিঃখরচায় শিক্ষা-

ব্যবস্থা এবং আইন ভিত্তিক সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা এই দুটি মানুষগড়ার সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে অবহেলা করারও একটা সীমা আছে। সামাজিক মূল্যবোধের যেখানে অভাব, সেখানে বক্তব্যের সারটুকু পৌঁছে দিতে চাই আমাদের সম্মিলিত সংগঠনের মাধ্যমে। এটা সর্ব-ভারতীয় সমস্যা এর সমাধানও সর্ব-ভারতীয় ভিত্তিতেই সম্ভব কর্ত্তে হবে।

আরেকটা দুঃশ্চিন্তার বিষয় উপস্থাপিত কর্ত্তে চাই। বিশ্ববিদ্যালয় মনজুরী কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিককে এবং তাঁর অধঃস্তন বৃত্তিকুশলী কর্মীদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন পদমর্য্যাদা ও বেতন সম্পর্কে, সে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলেন কি যুক্তিতে? "গাছে তুলে মই কেড়ে নেওয়ার" মধ্যান্তিক দৃষ্টান্ত আমাদেরই মত হতভাগ্য বৃত্তি-কুশলীদের উপর আরোপিত হলো? তাঁরা যদি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন যে গ্রন্থাগারিক ও শিক্ষক সমপর্য্যায়ের বৃত্তিধারী নয়, গ্রন্থাগারবিদ্যায় শিক্ষণ প্রাপ্ত স্নাতক ও স্নাতকোত্তরগণ করণিকদেরই সমতুল্য, তাহলে আমরা মঞ্জুরী কমিশনের মনোভাবের সঠিক পরিচয় পাবো এবং নিজেদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নিতে পারবো। বৃত্তিধারী গ্রন্থাগারিক আজও প্রাণবন্ত আছে, সমাজ মানসে উন্নীত হওয়ার অধিকারও তার আছে, এবং সেই অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত কর্ত্তে আমরা বদ্ধ পরিকর।

একটি জাগর স্বপ্নাতুর পুরোভূমি :

এক সাংবাদিকের হাল্কা লেখায় সেদিন পড়লাম শনিবারের বিখণ্ডিত অস্তিত্ব সম্বন্ধে। শনিবারের প্রথমার্দ্ধ একটানা সোমবার থেকে সাড়ে পাঁচদিনের কর্মমুখর জীবন, তারপর দ্বিতীয়ার্দ্ধে আমরা রবিবারে ছুটির দিনের স্বপ্ন দেখি পিকনিক, ভ্রমণ, সিনেমা, থিয়েটার প্রভৃতির। এরূপ মানবস্থলভ প্রতিক্রিয়ার কারণ সম্বন্ধে তিনি বলেন, বর্ত্তমান নিয়েই আমাদের জীবন পরিপূর্ণ থাকলেও মন থেকে আমরা ভবিষ্যতের মধ্যেই জীবনের আনন্দ দেখি, স্বপ্নও দেখি। একথা নাকি খেটে-খাওয়া বৃত্তিগত জীবনে বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

যে বিরাট পশ্চাদভূমির পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থাগারিকতার পার্শ্বচিত্রটা প্রতিফলিত করেছি, যে নৈতিক, আদর্শবাদী ও দার্শনিক গ্রন্থাগারিকের সমাজ কেন্দ্রীক চারুরূপ মনশ্চক্ষুর সামনে তুলে ধরেছি রঙীন-পাথর-জোড়া আস্তরণের মতো, তার বর্ত্তমান অনেক ক্ষেত্রেই বেদনাদায়ক নির্মম কঠোর জীবনের নিরস্থ হলেও তারও ভবিষ্যত আছে সম্ভাবনাপূর্ণ একটা জাগর স্বপ্নাতুর পুরোভূমি। এই আস্থা আমরা পাই নিজেদের জীবনের বিক্ষিপ্ত ঘটনার মধ্যে। দুর্গাপুর প্রোজেক্টের অভিনব ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগারের স্রষ্টা শ্রীহীরালাল সরকার যিনি সেখানে শিশুমহলে পরিচিত "বই কাকু" বলে, তিনি এক বিরাট সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়েছেন। আমরা বর্দ্ধমানরাজ কলেজের স্বর্গতঃ শঙ্কর দাস বর্মনের কথাও ভুলিনি, যিনি তাঁর কলেজের গ্রন্থাগারকে ভস্মীভূত হওয়া থেকে রুখতে গিয়ে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন এবং গ্রন্থাগারটাকেও বাঁচিয়ে ছিলেন, আমরা ভুলিনি শত শত গ্রন্থাগার কর্মীকে যাঁরা সেই দুর্দিনে বিপর্য্যয়ের মুখে দুষ্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন গ্রন্থাগারের কোনও ক্ষতি কর্ত্তে দেবেন না বলে; আমরা ভুলিনি সেই কর্ত্তব্যপরায়ণ গ্রন্থাগারকর্মীদের যাঁরা সামান্যতম উপচয়ের আশা না রেখে বিশৃঙ্খল অবস্থা থেকে নিজ নিজ গ্রন্থাগারে শৃঙ্খলা এনেছেন, বাধা, বিপত্তি, অবজ্ঞা, অবহেলার ঊর্দ্ধে দাঁড়িয়ে, সামান্য বেতনের অস্থায়ী নিয়োগপত্রের উপর আস্থা রেখেও আমরা ভুলিনি পূর্বসূরীদের যাঁরা আমাদের বৃত্তির পথিকৃৎ ছিলেন এবং সমকালীন সহকর্মীদের যাঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বৃত্তিভোগী গ্রন্থাগারিকের দাবীর স্বীকৃতি কিছুটা সফলপর হয়েছে; আমরা ভুলিনি নিরলস সংগঠন কর্মীদের যাঁরা বিনা প্রত্যাশায় অতিরিক্ত পরিশ্রম করেছেন বছরের পর বছর তাঁদের সংগঠনকে বাঁচিয়ে রাখতে এবং সমাজ-মানসে গ্রন্থাগার বৃত্তির সুচারু, সুষ্ঠু প্রতিরূপ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। আমরা আরো দেখেছি যে, গ্রন্থাগারিক যান্ত্রিক ও কৌশলগত বিষয়গুলিকেই প্রাধান্য না দিয়ে পাঠকের সেবামূলক কাজের উপর বেশী আস্থা রেখেছেন এবং অবিরাম প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন গতিশীল সমাজ জীবনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পরিবর্ত্তনের জন্যে সচেতন হতে।

আধুনিক সামাজিক পরিবেশে একদিকে রাষ্ট্র ও পঠন প্রয়াসী জনসাধারণ এবং অপরদিকে বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিক ও তাঁদের সংগঠনগুলি যদি আমার মূল বক্তব্যর নিরপেক্ষ অনুশীলন করে দেখেন, তা' হলে অনুমান কর্ত্তে অসুবিধা হবে না যে, আমাদের দেশে অদ্যাবধি গ্রন্থাগারিকতা সম্বন্ধে যুগোপযোগী মানসিকতার পরিবর্ত্তন হয়নি; তবে পরিবর্ত্তনের যে সূচী নেওয়া হয়েছে তাও স্পষ্টপ্রতীয়মান। সেই শুভলক্ষণের ইঙ্গিতও আমি দিয়েছি। যথাযথভাবে মৌলিক সমস্যা-গুলির সমাধানে প্রবৃত্ত হলে, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকতাকে উন্নীত করার পথ নিশ্চয়ই প্রশস্ত হবে এবং তার ইতিহাসে এক নব দিগন্তের সূচনা হবে। সকলের সহযোগিতায় আমার এ স্বপ্ন একদিন বাস্তবে রূপান্তরিত হতে বাধ্য।

এ সবের সার্বিক ফলশ্রুতি বৃত্তি গ্রন্থাগারিকের পুরো-ভূমিকে আলোকোজ্জ্বল করে সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। বর্তমানের ভুল, ত্রুটী, উপেক্ষা, অবক্ষয় দ্রুত হ্রাস পাবে। আমাদের মৌলিক শক্তি দৃঢ় থাকলে গ্রন্থাগারিক-বৃত্তির অবমতি অন্য কোনও শক্তিদ্বারা সম্ভব হবে না; উপরন্তু অন্যদের প্রাতিস্থাসের পরিবর্ত্তনও সম্ভবপর হবে এবং আমরাই সম-বৃত্তিধারীদের মধ্যে শীর্ষে উঠতে পারবো এ আশাও আমি রাখি। চিরদিনই আমি বাস্তব ধর্মী আশাবাদী তাই কর্মজীবনের নানাবিধ দ্বন্দ্বের মধ্যেও ছন্দ খুঁজে পাই, বাধার সামনেও দ্বিধাগ্রস্ত হইনা; বিরোধী প্রতিবেশেও আমরা নীতিভ্রংশ হই না। আমার সহকর্মীদের, গ্রন্থাগারিক বৃত্তি গ্রহণেচ্ছু শিক্ষার্থীদের এবং সহানুভূতি সম্পন্ন নাগরিক-দের সবাইকে আমার এই বৃত্তিগত অভিজ্ঞতার আশাবাদী অংশীদার কর্ত্তে চাই। এই হচ্ছে আমাদের বৃত্তি কুশলী গ্রন্থাগারিকদের জাগর-স্বপ্নাতুর পুরোভূমি।

মর্ম্মবাণী' পত্রিকার রচনা-পঞ্জী

সঙ্কলক : সুনীল দাস
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

শশিভূষণ বিশ্বাস

২০৬। [১]জন্মাষ্টমী (বক্তৃতা) ১ম বর্ষ, ৯ সং, ৬ আ: ১৩২২। পৃ: ২০৮-১০।

২০৭। বাঙ্গালা-সংবাদ-পত্রের এককাল (প্র:) ১ম বর্ষ, ১০ সং, ১৩ আ: ১৩২২। পৃ: ২২০ ২২।

২০৮। বিজয়ার প্রণাম (গ:) ১ম বর্ষ, ১৩ সং, ১৮ কা: ১৩২২। পৃ: ৩২১-২২।

২০৯। শোভাসিংহের বিদ্রোহ (ঐ: প্র:) ১ম বর্ষ, ১৩ সং, ১৮ কা: ১৩২২। পৃ: ৩১৮-২০।

শীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

২১০। মাতৃরা (ঐ: প্র:) ১ম বর্ষ, ১১ সং, ২০ আ: ১৩২২। পৃ: ২৭৫-৭৬।

শ্রী

২১১। অরুণা (না:) ১ম বর্ষ, ২১ সং, ১৪ পৌ: ১৩২২। পৃ: ৫০৩-৪।
,, (না:) ১ম বর্ষ, ২২ সং, ২১ পৌ: ১৩২২। পৃ: ৫৩৮-৩৯।
,, (না:) ১ম বর্ষ, ২৩ সং, ২৮ পৌ: ১৩২২। পৃ: ৫৪৫-৪৮।
,, (না:) ১ম বর্ষ, ২৪ সং ৬ মা: ১৩২২। পৃ: ৫৮১-৮৩।

২১২। আর্কের আবেদন (প্র:) ১ম বর্ষ, ১ম সং, ১৩ শ্রা: ১৩২২। পৃ: ২৬-২৭।

২১৩। আলোচনা [প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশ, ভারত-ইতিহাসে জোরোয়াস্ত্রীয় ধর্ম, হিন্দু সমাজের মহিমা] ১ম বর্ষ, ১৪ সং, ২৫ কা: ১৩২২। পৃ: ৩৪৬।

১. রাঙ্গামাটিতে [জন্মোৎসব] উপলক্ষে বক্তৃতার সারাংশ।

২১৪। আলোচনা [হায়দ্রাবাদে সাহিত্য প্রচার, বরোদায় স্ত্রীশিক্ষা, খনি সংক্রান্ত শিক্ষা, ভারতে 'নভেল' ভক্ত প্রাচীনতম তামিল পুঁথি, হিন্দুস্থানী ছাত্রগণের উৎসব সভা, সভাপতির বক্তৃতা (কে. ভি. শাস্ত্রী), বঙ্গেশ্বরের নব উপাধি, ৺লোকেন্দ্রনাথ পালিত] ১ম বর্ষ, ১৬ সং, ৯ অগ্রঃ ১৩২২। পৃঃ ৩৭৫-৭৬।

২১৫। তিলোত্তমা (কঃ) ১ম বর্ষ, ২৩ সং, ২৮ পৌঃ ১৩২২। পৃঃ ৫৫৭-৫৮।

২১৬। নিবেদন। ১ম বর্ষ, ১১ সং, ২০ আঃ ১৩২২। পৃঃ ২৪৩।

২১৭। প্রণয়ের পরিণতি (গঃ) ১ম বর্ষ, ২য় সং, ২০ শ্রাঃ ১৩২৮। পৃঃ ২৬-২৭।

২১৮। [২]বর্তমান জগৎ "সম্বন্ধে একটি কথা (প্রঃ) ১ম বর্ষ, ১৯ সং, ৩০ অগ্রঃ ১৩২২। পৃঃ ৪৪৭-৪৮।

২১৯। বিবিধ। ১ম বর্ষ, ২১ সং, ১৪ পৌঃ ১৩২২। পৃঃ ৫১৬।

২২০। ভারতীয় ভাষা (প্রঃ) ১ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সং, ১৬ ভাঃ ১৩২২। পৃঃ ১৩৩-৩৬।

ভারতীয় ভাষা (প্রঃ) ১ম বর্ষ, ৭ম সং, ২৩ ভাঃ ১৩২২। পৃঃ ১৫৪-৫৬।

ভারতীয় ভাষা (প্রঃ) ১ম বর্ষ, ৮ম সং, ৩০ ভাঃ ১৩২২। পৃঃ ১৭৯-৮২।

২২১। মঙ্গলাচরণ (প্রঃ) ১ম বর্ষ, ১ম সং, ১৩ শ্রাঃ ১৩২২। পৃঃ ১।

২২১ [১]সংস্কৃত সমালোচনা। ১ম বর্ষ, ১৮ সং, ২৩ অগ্রঃ ১৩২২। পৃঃ ৪৪৪।

২২২। সাহিত্য সংবাদ। ১ম বর্ষ, ২ সং, ২০ শ্রাঃ ১৩২২। পৃঃ ৪৮।

সাহিত্য সংবাদ। ১ম বর্ষ, ৫ম সং, ৯ ভাঃ ১৩২২। পৃঃ ১২০।

সাহিত্য সংবাদ। ১ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সং, ১৬ ভাঃ ১৩২২। পৃঃ ১৪৩।

সাহিত্য সংবাদ। ১ম বর্ষ, ৭ম সং, ২৩ ভাঃ ১৩২২। পৃঃ ১৬৮।

সাহিত্য সংবাদ। ১ম বর্ষ, ৮ম সং, ৩০ ভাঃ ১৩২২। পৃঃ ১৯২।

সাহিত্য সংবাদ। ১ম বর্ষ, ৯ম সং, ৬ আঃ ১৩২২। পৃঃ ২১৬।

সাহিত্য সংবাদ। ১ম বর্ষ, ১০ম সং, ১৩ আঃ ১৩২২। পৃঃ ২৩৯-৪০।

সাহিত্য সংবাদ। ১ম বর্ষ, ১৫ সং অগ্রঃ ১৩২২। পৃঃ ৩৭২।

সাহিত্য সংবাদ। ১ম বর্ষ, ১৯ সং, ৩০ অগ্র, ১৩২২। পৃঃ ৪৬৮।

সাহিত্য সংবাদ। ১ম বর্ষ, ২১ সং, ১৪ পৌঃ ১৩২২। পৃঃ ৪৯৫।

সাহিত্য সংবাদ। ১ম বর্ষ, ২২ সং, পৌ. ১৩২২। পৃঃ ৫৪৩।

সাহিত্য সংবাদ। ১ম বর্ষ, ২৩ সং, ২৮পৌ. ১৩২২। পৃঃ ৫৬৪।

শ্রীরাম শর্ম্মা

২২৩। আর্য্যদিগের জন্মভূমি (প্র.) ১ম বর্ষ, ২০, ৭ পৌ. ১৩২২। পৃঃ ৪৮-৯২

শ্রীরাম শাস্ত্রী

২২৪। বুদ্ধের মৃত্যু (ঐ. প্র) ১ম বর্ষ, ২৩ সং, ২৮পৌ. ১৩২২। পৃঃ ৫৩১-৬৩।

সতীশচন্দ্র ঘটক

২২৫। পথ (প্র) ১ম বর্ষ, ২য় সং, ২০ শ্রা. ১৩২২। পৃঃ ৩৩-৩৪।

সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

২২৬। ইতিহাসের রমনীয়তা ও ইতিহাস-পাঠের উপকারিতা (প্র) ১ম বর্ষ, ১৭ সং, ১৬ অগ্রঃ ১৩২২। পৃঃ ৪০৮-১২।

---

২. বিনয়কুমার সরকার বর্তমান জগৎ গ্রন্থের আলোচনা।

১. (ক) হরনাথ বসু বণিক বালা (উ) গ্রন্থের আলোচনা (খ) কুলদারঞ্জন রায় ও ভিলিস্টম গ্রন্থের আলোচনা।

২২৭। ভারতের ইতিহাসের উপকরণ ও ইতিহাস রচনা (প্র.) ১ম বর্ষ, ২৫ সং, ২য়া অগ্রঃ ১৩২২। পৃঃ ৩৪৯-৫৭।

সরোজনাথ ঘোষ

২২৮। বিসর্জন (গ) ১ম বর্ষ, ৪ সং, ২ ভাঃ, ১৩২২। পৃঃ ৭৮-৮৪।

সাতকড়ি মিত্র

২২৯। উদ্ভিদের অনুভূতি (বৈ. প্র.) ১ম বর্ষ, ৭ সং, ভাঃ। ১৩২২। পৃঃ ১৫২-৫৪।

২৩০। সেকালের কলিকাতা (ঐ. প্র.) ১ম বর্ষ, ৪সং, ২ ভাঃ ১৩২২। পৃঃ ৯৩"৯৬।

সুধীরচন্দ্র সরকার

২৩১। জৈন-মূর্তি (ঐ. প্র.) ১ম বর্ষ, ২১ সং. ১৪ পৌঃ ১৩২২। পৃঃ ৫১০-১২।

সুবোধকুমার পাঠক

২৩২। প্রভাতে (ক) ১ম বর্ষ, ২১ সং, পৌঃ ১৩২২। পৃঃ ৫১৫।

সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

২৩৩। কণিকা: ছুটি (গ) ১ম বর্ষ, ১১ সং, ২০ আঃ ১৩২। পৃঃ ২৭২-৭৩।

২৩৪। নিয়তি (গ) ১ম বর্ষ, ১০ম সং, ১৩ আঃ ১৩২২। পৃঃ ২১৯-২০।

২৩৫। ভাল ও মন্দ (প্র) ১ম বর্ষ, ১২ সং, ১১ কাঃ ১৩২২। পৃঃ ২৮৫-৮৭।

২৩৬। মৃত্যু (গ) ১ম বর্ষ, ৮ম সং, ৩০ ভাঃ। পৃঃ ১৮৪।

২৩৭। [১] রেণু (সমা) ১ম বর্ষ, ১ম সং, ১৩ শ্রাঃ ১৩২২। পৃঃ ৭-১১।

২৩৮। শালগাছ (গ) ১ম বর্ষ, ০ সং, ৬ আঃ ১৩২২। পৃঃ ২০৬।

সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

২৩৯। যুদ্ধে (প্র) ১ম বর্ষ, ১৪ সং, ২৫ কাঃ ১৩২২। পৃঃ ৩৫৫।

সুরেশচন্দ্র মিত্র

২৪০। প্রসঙ্গ (প্র.) ১ম বর্ষ, ১৬ সং, ৯ অগ্রঃ ১৩২২। পৃঃ ৩৯০/৯১।

প্রসঙ্গ (প্র.) ১ম বর্ষ, ১৯ সং, ৯ অগ্রঃ ১৩২২। পৃঃ ৪৫৮।

প্রসঙ্গ (প্র.) ১ম বর্ষ, ২১ সং, ১৪ পৌঃ ১৩২২। পৃঃ ৫০৬-৭।

২৪১। বঙ্গদেশে ইংরাজী-শিক্ষার ইতিহাস (প্র) ১ম বর্ষ, ১৮ সং, ২৩ অগ্রঃ ১৩২২। পৃঃ ৪২৭-২৯।

২৪২। বৌদ্ধযুগের মথুরা (ঐ. প্র.) ১ম বর্ষ, ৮ সং, ৩০ ভাঃ ১৩২২। পৃঃ ১৬৯-৭২।

২৪৩। [২] সমালোচনা। ১ম বর্ষ, ২১ সং, ১৪ পৌঃ ১৩২২। পৃঃ ৫০৯।

সুরেশচন্দ্র দত্ত

২৪৪। ওপারের যাত্রী (ভ্রমণ কাহিনী) ১ম বর্ষ, ১৪ সং, ২৫ কাঃ ১৩২২। পৃঃ ৩২০-৩২।

২৪৫। ওপারের শিল্প (শিল্পকলা প্রবন্ধ) ১ম বর্ষ, ২০ সং; ৭ পৌঃ ১৩২২। পৃঃ ৪৭১-৭২।

২৪৬। জাপানে বাণিজ্য শিক্ষা (আঃ) ১ম বর্ষ, ২২ সং, ২১ পৌঃ ১৩২২। পৃঃ ৫৩৯-৪০।

২৪৭। লোহের প্রোথিত (প্র.) ১ম বর্ষ, ১৩ সং, ১৮ কাঃ ৩০৬-৮।

২৪৮। শিল্প সম্পদের রাজপুতানা (ঐ. প্র.) ১ম বর্ষ, ২৪ সং, ৬ মাঃ ১৩২২। পৃঃ ৫৮৪-৮৭।

শিল্প সম্পদের রাজপুতানা (ঐ. প্র.) ১ম বর্ষ, ২৫ সং, ১৩ মাঃ, ১৩২২। পৃঃ ৫৯১-৯২।

---

১ * প্রিয়ম্বদাদেবী—রেণু কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা

২ * পঞ্চানন সিংহ—জুলিয়াস সীজার

সুশীলকৃষ্ণ মিত্র

২৪৯। ধর্ম-সম্বন্ধে জাপানীদিগের মত (প্র.) ১ম বর্ষ, ১৪ সং, ২৫ কাঃ ১৩২২। পৃঃ ৩৩৬।

২৫০। প্রাচীন গৌড়, (ঐ, প্র.) ১ম বর্ষ, ২১ সং, ১৪ পৌ, ১৩২২। পৃঃ ৫১৩-১৫।

২৫১। মহম্মদ তকি খাঁ (জী.) ১ম বর্ষ, ৫ম সং, ৯ ভাঃ ১৩২২। পৃঃ ১১৫-১৭।

সুশীলগোপাল বসু

২৫২। * সমালোচনা। ১ম বর্ষ, ১৭ সং, ১৬ অগ্রঃ ১৩২২। পৃঃ ৪০০।

সৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

২৫৩। অভিসার (ক) ১ম বর্ষ, ২৪ সং ৬ মাঃ ১৩২২। পৃঃ ৫৮১।

২৫৪। মোহভঙ্গ (ক) ১ম বর্ষ, ২৪ সং, ৬ মাঃ ১৩২২। পৃঃ ৫৮১।

হরনাথ বসু

২৫৫। বণিকবালা (উঃ) [সমাঃ] দ্র° ঐ।

২৫৬। পায়ের ঘাটে (ক) ১ম বর্ষ, ৫ সং ৯ ভাঃ ১৩২২। পৃঃ ১০০।

হরিচরণ মিত্র

২৫৭। কানের প্রসঙ্গ (শারীর তত্ত্ব) ১ম বর্ষ, ১৯ সং, ৩০ অগ্রঃ ১৩২২। পৃঃ ৪৫৯-৬১।

২৫৮। [1]নবাবী আমলের গল্প (গঃ) ১ম বর্ষ, ২০ সং. ৭ পৌঃ ১৩২২। পৃঃ ৪৮৩।

নবাবী আমলের গল্প (গঃ) ১ম বর্ষ, ২২ সং, ২১ পৌঃ ১৩২২। পৃঃ ৫৩২-৩৩।

হরিদাস গঙ্গোপাধ্যায়

২৫৯। [2]শশাঙ্ক (সমা) ১ম বর্ষ, ৫ম সং, ৯ ভাঃ ১৩২২। পৃঃ ১০৪-৬।

২৬০। সাহিত্য সংবাদ। ১ম বর্ষ, ৩য় সং, ২৭ শ্রাঃ ১৩২২। পৃঃ ৭১।

হরিপদ দে

২৬১। করুণার জয় (গ) ১ম বর্ষ, ১৮ সং, ২৩ অগ্রঃ ১৩২২। পৃঃ ৪২৯-৩০।

২৬২। প্রবাহিনী (ক) ১ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সং, ১৬ ভাঃ ১৩২২। পৃঃ ১৪৩।

২৬৩। কটিক জল (গ) ১ম বর্ষ, ৭ম সং, ২৩ ভাঃ ১৩২২। পৃঃ ১৬২-৬৩।

২৬৪। বন ফুল (ক) ১ম বর্ষ, ৯ম সং, ৬ আঃ ১৩২২। পৃঃ ২০৩।

হৃষীকেশ মিত্র

২৬৫। ঝাপতো গাছায় (ঐ প্রঃ) ১ম বর্ষ, ৫ম সং, ৯ ভাঃ ১৩২২। পৃঃ ১১৭-২০।

ঝাপতো গাছায় (ঐ প্রঃ) ১ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সং, ১৬ ভাঃ ১৩২২। পৃঃ ১২১-২৩।

হেমেন্দ্রকুমার রায় আরও দেখুন প্রসাদ দাস রায়

২৬৭। আগ্রার স্বপ্ন (ভ্রঃ) ১ম বর্ষ, ৩য় সং, ২৭ শ্রাঃ ১৩২২। পৃঃ ৫৭-৬২।

২৬৮। আমার কুঁড়ে (ক) ১ম বর্ষ, ৮ম সং ৩০ ভাঃ ১৩২২। পৃঃ ১৭৪।

২৬৯। কবির ঘর-কন্না (ক) ১ম বর্ষ, ১৬ সং ৯ অগ্রঃ ১৩২২। পৃঃ ৩৯০।

২৭০। জীবন সংগ্রামে (ক) ১ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সং, ১৬ ভাঃ ১৩২২। পৃঃ ১২৪।

২৭১। তোমার ভুবনে (ক) ১ম বর্ষ, ৮ম সং, ৩০ ভাঃ ১৩২২। পৃঃ ১৯২।

২৭২। দুই যাত্রী (ক) ১ম বর্ষ, ১৯ সং, ৩০ অগ্রঃ ১৩২২। পৃঃ ৪৬৮।

---

৩ * পূর্ণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—কর্ণাটকুমার (না.) গ্রন্থের সমালোচনা

১ রাবন্ত গল্পের অনুবাদ।

২ রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়—শশাঙ্ক গ্রন্থের সমালোচনা।

২৭৩। দেবী (গ) ১ম বর্ষ, ৮ম সং, ৩০ শ্রা: ১৩২২। পৃ: ১৭৫-৭৮।

২৭৪। নবাবের দেশে (ঐ প্র:) ১ম বর্ষ, ১৬ সং, ৯ অগ্র: ১৩২২। পৃ: ৩৮৫-৯০।

২৭৫। ৺নিগ্রোজাতির কর্মবীর (আং সমা:) ১ম বর্ষ, ১৮ সং ২৩ অগ্র: ১৩২২। পৃ: ৩৫৮-৫৯।

২৭৬। নিয়তি (গ) ১ম বর্ষ, ১৫ সং, ২রা অগ্র: ১৩২২। পৃ: ৩৫৮-৫৯।

২৭৭। পাতা-ঝরা (ক) ১ম বর্ষ, ১৮ সং, ২৩ অগ্র: ১৩২২। পৃ: ৪২৯।

হেমেন্দ্রকুমার রায়

২৭৮। বারাণসী (ঐ প্র:) ১ম বর্ষ, ৭ম সং, ২৩ ভা: ১৩২২। পৃ: ১৪৫-৫১।

২৭৯। বিধবা (গ:) ১ম বর্ষ, ১১ সং, ২০ আ: ১৩২২। পৃ: ২৬৩-৭১।

২৮০। বিবাহ বিপ্লব (নক্সা) ১ম বর্ষ, ২০ সং, ৭ই পৌ: ১৩২২। পৃ: ৪৭৯-৮০।

২৮১। ললিত কলায় মাতৃমূর্তি (শি: প্র:) ১ম বর্ষ, ২২ সং, ২১ পৌ: ১৩২২। পৃ: ৫৩৩-৩৭।

২৮২। সমালোচনায় মাসিক সাহিত্য (প্র) ১ম বর্ষ, ৩য় সং, ২৭ শ্রা: ১৩২২। পৃ: ২৬৯-৭১।

২৮৩। সাহিত্যে ব্যাভিচার: একালের কবিতা (প্র:) ১ম বর্ষ, ১৩ সং, ১৮ কা: ১৩২২। পৃ: ৩০৪-৬।

২৮৪। সোনার চুড়ী (গ) ১ম বর্ষ, ১ম সং ১৩ শ্রা: ১৩২২। পৃ: ১২-১৮।

২৮৫। হৃদয় বর্ষ (ক) ১ম বর্ষ ৫ম সং, ৯ ভা: ১৩২২। পৃ: ১০৬।

[সূচী পরবর্তী সংখ্যায় থাকবে]

৩ বিনয়কুমার সরকার অনু পুস্তকের সমালোচনা

পুস্তক আলোচনা

[এ বিভাগে নিয়মিতভাবে গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান এবং বিভিন্ন রেফারেন্স বইয়ের আলোচনা প্রকাশিত হবে। প্রকাশক ও লেখকদের কাছে অনুরোধ, আলোচনার জন্য তাঁরা যেন দু' কপি বই সম্পাদকীয় দপ্তরে জমা দেন। পুস্তক আলোচনা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হলেন: প্রদীপ চৌধুরী।—সম্পাদক, গ্রন্থাগার।]

CALCUTTA. Photographs by Raghubir Singh. Text by Joseph Lelyveld. Hong Kong, The Perennial press, 1975. 128p. Price: Rs. 165.75, U. S. $ 19.50.

আজকের কলকাতার গোড়াপত্তন হয়েছিল ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে। প্রতিষ্ঠাতা কোম্পানীর সাধারণ কর্মচারী জোব চার্ণক। খেয়ালী তরুণ চার্ণক সাহেব কোম্পানীর ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্ম কেন যে এ জায়গাটি বেছে নিয়েছিলেন, তার ইতিহাস আমাদের জানা নেই। এর পেছনে তাঁর দূরদর্শিতা কতটুকু ছিল—তাতেও নানা মুনির নানা মত। যাই হোক, সেই কলকাতা যুগ যুগ ধরে রূপ বদল করে আজকের চেহারা নিয়েছে। কলকাতার চেহারা দেখে অনেকেই খুশি নন—না অতীতে, না বর্তমানে। কলকাতাকে ক্লাইভ মনে করতেন, পৃথিবীর সবচেয়ে দুষ্ট জায়গায় (most wicked place in the Universe); কবি কিপ্‌লিঙ-এর কাছে কলকাতা ভয়ংকর রাত্রির নগরী ('city of dreadful night), চার্চিল কলকাতাকে মাত্র একটিবারের জন্যই দেখতে চেয়েছিলেন, কারণ তিনি জানতেন দ্বিতীয়বার দেখার ইচ্ছে তাঁর আর কখনো হবে না (I shall always be glad to have seen it...for the reason...that it will be unnescessary for me ever to see it

again)। নেহরু বলতেন 'দুঃস্বপ্নের নগরী' কিংবা 'মিছিল নগরী', ডম মোরেস-এর মতে 'মাকড়সা নগরী' (spider city)। আজও অনেককে বলতে শোনা যায়, 'দিনে মশা রেতে মাছি, এই নিয়ে কলকাতা আছি'। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, কলকাতার চেহারা যত কুশ্রীই হোক না কেন, তার সমস্ত দেহে যতই নোংরা আবর্জনা থাক না কেন, 'ইটের মধ্যে ইট, মধ্যিখানে মানুষ কীট' কিলবিল করছে তার সমস্ত শরীরে। পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম নগরীর মোহিনী মায়া কাটানো প্রায় অসম্ভব। তাই কলকাতাকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা চলছে। বিশ্বব্যাঙ্ক থেকে টাকা আসছে। পথ-ঘাট মেরামত করা হচ্ছে, বস্তি উন্নয়ন চলছে, যান বাহনের সমস্যা সমাধানের জন্য পাতাল রেলের কাজ চলছে, জায়গায় জায়গায় আবার বাগানও তৈরী হচ্ছে। তবু কিন্তু, জোসেফ লেলিভেল্ড-র মতো একটা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে—ভারত কি কলকাতাকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে পারবে? কারণ, কলকাতার সমস্যা অজস্র। বিচিত্র ধরণের। সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক—সমস্ত ধরণের সমস্যাই বিদ্যমান। একটার সমাধান হলে আরেকটির আবির্ভাব ঘটে। এই সমস্যা প্রধান কলকাতার নিখুঁত চিত্র তুলে ধরবার চেষ্টা করা হয়েছে আলোচ্য বইটিতে। এই অসামান্য চিত্র তুলে ধরেছেন ভারত বিখ্যাত আলোকচিত্র শিল্পী রঘুবীর সিং এবং ছবিগুলির মুখবন্ধ লেখক সাংবাদিক জোসেফ লেলিভেল্ড। লেলিভেল্ড লেখনীর মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন কলকাতার বিভিন্ন সমস্যার কথা। মন্তব্য করেছেন বিভিন্ন বিষয়ে। সাংবাদিক লেলিভেল্ড অত্যন্ত সুকৌশলে আজকের দুনিয়ার সামনে নিজস্ব দৃষ্টি-কোণ থেকে বর্তমান কলকাতার চেহারা তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর সমীক্ষায় আন্তরিকতার অভাব ছিল না, কিন্তু দৃষ্টি কতটা স্বচ্ছ ছিল সে সম্পর্কে হয়তো কারও কারও প্রশ্ন জাগতে পারে।

এ বইয়ের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হলো আলোকচিত্র-গুলি—কলকাতার ছবি। কলকাতার আলোকচিত্র নিয়ে বই ইতিপূর্বেও বেশ কিছু প্রকাশিত হয়েছে। পুরানো কয়েকটি বিখ্যাত ফটোগ্রাফির বইতে দিয়ে কলকাতার চেহারাও ধরা পড়েছে। এ ধরণের উল্লেখযোগ্য বইগুলো হলো: 1. Views of Calcutta and Barrackpore. By Bourne & Shepherd.—যাতে পাওয়া যাবে ১৮৬৮ থেকে ১৭৪০ খৃষ্টাব্দের কলকাতার ছবি। 2. Album containing 40 photographs of Calcutta and photo portraits of Government officials. 1860-1862. 3. Panorama of Calcutta. By Sache & Westfield. Taken from the Ochterrony Monument on the Maidan. A series of 7 plates. 1869 (?). 4. Calcutta Illustrated : a series of photographic views of the 'City of Palaces' including the Govt. officies, Public buildings, Gardens Native Temples Views on the Hooghly and other places of interest etc etc. With descriptive Letter press. Calcutta, Thacker, Spink & Co., 1906 (?). উল্লেখিত বইগুলিতে পাওয়া যাবে টাউন হল, (১৭০০ খৃঃ), বেঙ্গল ক্লাব (১৭০১), ক্যাথেড্রেল চার্চ (১৭০২), গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেল (১৭৪০), বিভিন্ন সরকারী উচ্চপদস্থ বৃটিশ কর্মচারী, ১৭০৯ খৃষ্টাব্দে ঘোড়ার গাড়ী এবং চার পাঁচজন নেটিভ সহ চৌরঙ্গীর বিস্তৃত দৃশ্য, ১৭২৫ খৃষ্টাব্দের কর্মচঞ্চল কলকাতা বন্দর, ময়দানে থিয়েটার, বড়বাজারের দৃশ্য ঘোড়ায় টানা ট্রামগাড়ী, বড় বড় বিল্ডিং সরকারী অফিস, গঙ্গায় পুণ্যার্থীদের স্নান...ইত্যাদি ইত্যাদি।

আজকের কলকাতার দৃশ্য স্বাভাবিক কারণেই অন্য রকম। দেখার দৃষ্টিভঙ্গিও অনেক বদলে গেছে যুগের প্রভাবে। তাই দেখা যায়, তরুণ খ্যাতিমান আলোকচিত্র শিল্পী রঘুবীর সিং জেনদৃষ্টি (?) ফেলেছেন কলকাতার বুকে। প্রথম চিত্রেই দেখা গেল, হাওড়াব্রীজ দিয়ে কলকাতা প্রবেশের জনবহুল পথ হ্যারিসন রোড। আকাশে একটি চিল (বাজপাখী ?) তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে যেন কলকাতাকে নিরীক্ষণ করছে। তারপর একে একে পোর্টার লাহিড়ি শ্যামবাজারের পাঁচমাথার মোড়, কর্মরত ঠেলাওয়ালা, ঘোড়ার গাড়ী, ট্রামে-বাসে অফিসযাত্রী, মাছবিক্রেতা, তুলোর ধুনার, রিক্সওয়ালা, বৃষ্টির মধ্যে মানকচুর পাতা মাথায় দিয়ে শাক-সব্জী বিক্রি করছে গ্রামের মেয়ে, বস্তির ভয়ঙ্কর সুন্দর দৃশ্য, ফুটপাতবাসিনীর রান্নার দৃশ্য, যানবাহনহীন রাস্তায় রিক্সা-চালকদের সুখনিদ্রা, ঘুটেওয়ালী, রাইটার্স বিল্ডিং-এ কর্মরত

কেরানীকুল, স্টক এক্সচেঞ্জের দালাল, ডি. এস. পি-এর কর্ম তৎপরতা, কর্মরত মুটে মজুর শ্রমিক, বাজার টেবিলের সদাব্যস্ততা, ছাত্র সমাজ, আড্ডাপ্রিয় প্রবীণ বুদ্ধিজীবির দল কলকাতার রাজনীতি, রাজনৈতিক নেতা পুলিশ, প্রেসিডেন্সীর রেলিংয়ে পুরানো বইয়ের দোকান, মল্লিক বাড়ীর কালীপুজো, কবরখানা, মধ্যবিত্ত (?) ঘরের আহার, বিবাহ উৎসব, ঘোড়দৌড়, ফুর্তি, ভাসানের দিনে এয়োদের মাহাত্ম সিঁদুর খেলা চিত্রশিল্পী মঞ্চাভিনেতা সিনেমার পরিচালক, পোলো খেলার মাঠ ও অভিজাত দর্শক, মিছিল, জনসভা, ময়দানে ঈদের জমায়েত ইত্যাদি ৭৭-টি আলোকচিত্রের সাহায্যে তিনি কলকাতার বাস্তবচিত্র ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টা করেছেন। তারমধ্যে কয়েকটি চিত্র আলোকচিত্র হিসেবেও অপূর্ব। যেমন, জনবহুল ও যানবাহন লাঞ্ছিত হ্যারিসন রোড (৪৯ পৃঃ), শ্যামবাজারে মাছ বিক্রেতা (৫৯ পৃঃ), দেয়ালে চিত্রিত দুর্গার মূর্তির পাশেই বস্তির জঞ্জাল (৬৬-৬৭ পৃঃ), রসা রোডে বঙ্কনরতা ফুটপাতবাসিনী (৬৮-পৃঃ), ৮৫ পৃষ্ঠায় দুটি দালালের সুখের অভিব্যক্তি, কলেজক্লমে ছাত্রীদের আড্ডা (৯৬ পৃঃ), মল্লিক বাড়ীর কালীপুজো (১০০ পৃঃ), পার্কস্ট্রীটের কবরখানা, বিবাহ আসর (১০৭ পৃঃ), এয়োদের সিঁদুর খেলা (১১৭ পৃঃ) জনসভা শেষে জনতার ফেরার দৃশ্য (১২৫-১২৫ পৃঃ) ও মনুমেন্টের তলায় ঈদের জমায়েত (১২৮ পৃঃ)। রঘুবীর সিং তাঁর রঙীন ছবির মাধ্যমে কলকাতার 'বিভিন্ন দিক' ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বইটি ভালো করে নিরীক্ষণ করার পর মনে প্রশ্ন জাগে কলকাতার এই কি সম্পূর্ণরূপ ? কলকাতার নগ্নতাই কি তার আসল রূপ ? ধমস্যা ছাড়া কি আর কিছু নেই —এ প্রশ্নগুলি মনে জাগার কারণ হলো ছবিতে কলকাতার অন্ধকার দিকটা যতটা জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে, অন্যান্য দিকটা সে তুলনায় অনেক ম্লান। তাছাড়া, রঘুবীর সিং-এর 'গঙ্গা' বইটি যাঁরা দেখেছেন, 'ক্যালকাটা' তাঁদেরও হতাশ করবে। 'গঙ্গা-র প্রতিটি ছবিই নিখুঁত—সিটোল লিরিক কবিতা বললেও অত্যুক্তি হয়না। আসলে দেশিভেল্ড ও রঘুবীর সিং উভয়েই যেন কলকাতার নগ্নতাই ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন বেশি করে। তাঁরা কলকাতার সার্বিকরূপ আঁকার চেষ্টা না করলেই ভালো করতেন। কলকাতার প্রেমে না পড়লে কলকাতাকে বোঝা খুবই কঠিন।

তবে বইটির অঙ্গসজ্জা কাগজ, মুদ্রণ ও পারিপাট্য এবং প্রচ্ছদের অলংকরণ প্রশংসনীয়। বইটি কলকাতা অনুরাগীবৃন্দের কাছে মূল্যবান সংগ্রহ হিসেবে বিবেচিত হবে।

প্রবীণ চৌধুরী

গ্রন্থাগার সংবাদ

কবি সুকান্তের ৫০ তম জন্মবার্ষিকী উৎসব

কাঁঠোয়া, নদীয়া—নদীয়া জেলার কাঁঠোয়া গ্রামের বিবেকানন্দ পাঠাগারের উদ্যোগে গত ২৪শে অক্টোবর বাংলা ৭ই কার্ত্তিক রবিবার, সভাপীর তলায় বেলা ৫ ঘটিকায় সংগ্রামী কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের ৫০-তম জন্মবার্ষিকী উৎসব বৈচিত্র্যপূর্ণ ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে বিপুল উদ্দীপনায় অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে "নদীয়া মুকুর" পত্রিকার সম্পাদক এবং সাহিত্যিক শ্রীসমীরেন্দ্র নাথ সিংহরায় সভাপতিত্ব করেন এবং প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন মহকুমা তথ্য আধিকারিক শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ সাহা। সভাপতি কবির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। অনুষ্ঠানে আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। বিচারক মণ্ডলীতে ছিলেন কামার হাটি চিত্তরঞ্জন হাইস্কুলের শিক্ষক গোপাল মজুমদার ও সমরেন্দ্র বিশ্বাস। প্রতিযোগিতায় ১ম ও ২য় স্থান অধিকারীদের নাম নিচে দেওয়া হল: "ক" বিভাগে "বিদ্রোহের গান"—১ম হয়েছে যুগ্মভাবে অনুপ অধিকারী ও নবীন বিশ্বাস, ২য় হয়েছে তাপস বিশ্বাস "খ" বিভাগে "অভিবাদন"—১ম হয়েছে বন্দনা দাস, ২য় হয়েছে সেতু দালাল। পাঠাগারের প্রাক্তন সাংস্কৃতিক সম্পাদক দিলীপ ঘোষাল তাঁর ভাষণে বলেন—"কবি সুকান্ত ছিলেন জাতীয়তাবাদী কবি। তাঁর আদর্শ ছিল সমাজতন্ত্র। আমরা যদি তাঁর আদর্শের কথা সমাজের প্রতিটি সাধারণ মানুষের নিকট পৌঁছে দিতে পারি, তবেই তাঁর প্রতি সত্যিকারের শ্রদ্ধা জানানো হবে।" এছাড়া সভাপতি, প্রধান অতিথি, গোপাল মজুমদার নারায়ণ দত্ত, অমর বিশ্বাস প্রমুখ বক্তৃতা করেন অনুষ্ঠানের শেষে একটি বিচিত্র অনুষ্ঠানে বেতার শিল্পী কার্ত্তিক দাস বাউল সংগীত পরিবেশন করেন।

অমরার গড় জিলনী পাঠাগার

গত ১১. ১১ '৭৬ তারিখে একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অমরার গড় প্রাচীন জিলনী পাঠাগারের সংগীত শিক্ষা বিভাগ এবং ক্রীড়া ও ব্যায়াম বিভাগের শুভ উদ্বোধন হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আউশগ্রাম ২নং উন্নয়ন সংস্থা অধিকারিক শ্রীযুক্ত এস. সি. টুডু মহাশয়। তা ছাড়া, শ্রীতারাপদ ঘোষ, E. O. S. E. Ausgram II, শ্রীনীরদ বরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রধান শিক্ষক, অমরার গড় উচ্চ বিদ্যালয় প্রমুখ অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি উক্ত অনুষ্ঠানকে অলংকৃত করেন। শ্রীনীরদ বরন বন্দোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর ভাষণে মানব জীবনে সংগীতের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রাঞ্জল আলোচনা করেন, এবং সভাপতি মহাশয় তাঁর ভাষণে ক্রীড়া ও ব্যায়ামের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং পাঠাগারের সর্বাঙ্গীন উন্নতি কল্পে সকল প্রকার সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

তমলুক জেলা গ্রন্থাগার
বিদ্যাসাগর জন্ম জয়ন্তী

১২ই আশ্বিন ১৩৮৩ (২৯।৯।৭৬ সন্ধ্যা ৬টায় তমলুক জেলা গ্রন্থাগারে পুণ্য শ্লোক পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্ম জয়ন্তী উদযাপিত হয়ে 'বিদ্যাসাগরের জীবনের যে ঘটনা তোমার সবচেয়ে ভাল লাগে তাহা বল"— বিষয়টির উপর একটি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ইহা সীমাবদ্ধ ছিল। কুমারী জয়ন্তী রায় কুমারী সন্ধ মিত্রা দাস ও শ্রীদাস স্নেহাংশু দাস যথাক্রমে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকার করে নগদ ৫ ০০, ৩·০০ ও ১ ০০ টাকা পুরস্কার লাভ করে। আলোচনায় অংশ গ্রহণকারীদের মধ্যে শ্রীমণিকনাথ চট্টোপাধ্যায় ও অধ্যাপক বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্যের নাম উল্লেখ্য। প্রতিযোগিতায় শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য্য বিচারকের আসন অলঙ্কৃত করেন। বিদ্যাসাগরের রচনাবলী থেকে পাঠ করে শোনান অধ্যাপক বিবেকানন্দ দাস। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ও সাময়িকভাবে পৌরোহিত্য করেন নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের স্থানীয় সভাপতি রাজা ধীরেন্দ্র নারায়ণ রায় এবং তাঁর অবর্তমানে শ্রীহরি সাধন সরকার। জেলা গ্রন্থাগারাধ্যক্ষ সভায় প্রাতঃস্মরনীয় পুণ্য শ্লোক পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র

বিদ্যাসাগরের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন এবং বিশেষভাবে উল্লেখ করেন যে জেলা গ্রন্থাগারে সারা বছর ধরে প্রতিদিন অনুষ্ঠিত পাঠচক্রে বিদ্যাসাগরের রচনাবলী পঠিত হয়ে আসছে। সবশেষে গ্রন্থাগারাধ্যক্ষ শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য্য সকলকে ধন্যবাদ জানান। সভাপতির ভাষণে শ্রীহরিবাবু খুবই উৎসাহ ভরে বলেন ছেলেমেয়েদের বিদ্যাসাগরের আদর্শে উদ্বুদ্ধ ক'রতে প্রতিযোগিতাটি খুবই উপযোগী হয়েছে এবং এর প্রকার একান্ত কাম্য মিষ্টি মুখের ব্যবস্থা থাকায় সকলেই খুশী হন।

তমলুক জেলা গ্রন্থাগার নৃতত্ত্বের আলোচনা

গত ১১শে অক্টোবর বুধবার তমলুক জেলা গ্রন্থাগার সন্ধ্যা ৬টায় নৃতত্ত্ব ও ভারতীয় সমাজ সংস্কৃতি এক ধর্মের উপর একটি মনোজ্ঞ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। পৌরো-হিত্য করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞানের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ডঃ প্রবাস কুমার ভৌমিক। তমলুকের কৃতবিদ্য গবেষক শ্রীতারাশীষ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে নৃতত্ত্ব ও সমাজ সংস্কৃতির গবেষণায় পি-এইচ ডি উপাধি লাভ করায় জেলা গ্রন্থাগার কর্তৃক আয়োজিত এই সভা তাঁহাকে শুভেচ্ছা ও সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করে। ডঃ মুখোপাধ্যায় তাঁহার গবেষণায় নৃতাত্ত্বিক সন্দ সম্বন্ধে সুন্দর ও সরস আলোচনা করিলে জেলা গ্রন্থাগারা-ধ্যক্ষ শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, মহকুমা জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীপরিতোষ দত্ত, অধ্যাপক বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য, সত্যগোপাল চক্রবর্ত্তী, অরবিন্দ পালই নির্মলাক্ষ ভট্টাচার্য্য, প্রণব বেরা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞানের গবেষণারত ছাত্রবৃন্দ নানা প্রশ্ন উত্থাপন ও সংক্ষেপে আলোচনা করেন। ডঃ মুখোপাধ্যায় কেলোমাল বা কালুয়া মহলের আটটি কালুয়া নামযুক্ত গ্রামের সমাজ সংস্কৃতি ধর্মানুষ্ঠান, আচারণ সম্পূর্ণ-রূপে নৃবিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে লব্ধ বা আহরিত জ্ঞান সংক্ষেপে বিবৃত করেন। হিন্দুদিগের শ্রেণীবিন্যাস ও জাতি-ভেদের বেড়াজালের মধ্য পূজা পার্বণ ব্রত উদ্‌যাপনে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মাহিষ্য, নাপিত, ধোপা গোকুল মণ্ডল, জেলে, তাঁতি, কামার, কুমোর কৃষিজীবি, জেলা বা পুরবাও, মুসলমান ২১ রকম বৃত্তির বা জাতিগত পেশার মানুষ সম্পর্কে সারবান আলোচনা হয়।

সভাপতি ডঃ প্রবোধ কুমার ভৌমিক তারাশীষ বাবুর বিবৃত বিষয়ের আলোচনায় সূত্র ধারাবাহিকতা ও নানা সমস্যা সংকুল প্রশ্নাদির সহজ ও সরল ব্যাখ্যায় প্রাঞ্জল আলোচনা করেন। নৃবিজ্ঞানের কঠিন কঠোর বিষয়কে সাধারণের বোধগম্যরূপে বর্ণনা, ভারতীয় সভ্যতা জাতীয়তা, সমাজ, সংস্কৃতি, আচার, অনুষ্ঠান, সভ্যতা, জীবন ধারণ, জীবিকা অর্জন, শ্রমের ব্যবহারে ভাষার বৈষম্য যে অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছে তাহা দূরীকরণে নৃতত্ত্বের অধ্যয়ন ও অধ্যা-পনা নবীকরণের আবশ্যকতা তাঁহার আলোচনায় স্থান লাভ করে, তিনি নিঃসংশয়ে বলেন নৃবিজ্ঞানের গবেষণায় যে সত্য উদ্ঘাটিত হয়েছে তাহা ভারতীয় সভ্যতায় কৃষিভিত্তিক বলিয়া নিরূপিত। রামায়ণে রামচন্দ্রকে শিকারীর রূপ বদলে হরধনু ভঙ্গ করার কথা উল্লেখ করেন এবং সীতাকে জনক রাজার লাঙলে তুলে কৃষির প্রবর্তনে রামচন্দ্রের প্রাধান্য এবং মহাভারতে বলরামের হাতে লাঙল কৃষির প্রতীক বলে ব্যাখ্যা করেন। তমলুকের স্মৃতিকথা প্রণেতা শ্রীহরিসাধন সরকার সভার তাৎপর্য্য সম্পর্কে প্রথমেই কিছু আলোচনা করেন। সভাশেষে জেলা গ্রন্থাগারধ্যক্ষ সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং ডঃ ভৌমিকের দশজন ছাত্রছাত্রী কর্তৃক তমলুকের জনসমষ্টির পেশাগত সমীক্ষার চিত্র পুস্তকাকারে প্রকাশের জন্য প্রস্তাব রাখিলে এক অনুরোধ জানাইলে সভাপতি বাংলা ভাষায় উক্ত বিষয়ের পুস্তক প্রকাশে সম্মতি জ্ঞাপন করেন।

রাবণকে সভ্য সমাজের নৃপতিরূপে বর্ণনা করেন। নানা প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়ায় সভাপতির আলোচনা ব্যাহত হয়। বানরদের সমভিব্যাহারে নররূপী অবতার রামচন্দ্র রাবনের রাজ্য থেকে সম্পদ সৃষ্টির কলা কৌশল অবগত হয়ে ভারতকে সভ্যতার আলোকে উন্নীত ক'রতে চেষ্টিত হন। তাই পরবর্ত্তীকালে ভারতবর্ষ কৃষিভিত্তিক রাজ্যে রূপান্তরিত হয়।

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মাসিক মুখপত্র

গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রতি

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রন্থাগারের খবর প্রকাশে আমরা আগ্রহী। গ্রন্থাগারের বিভিন্ন খবর কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে লিখে সম্পাদকের নামে পাঠান।

পাঠকদের প্রতি

'গ্রন্থাগার' পত্রিকা আপনাদের কেমন লাগছে, কোথায় তার ত্রুটি-বিচ্যুতি, কেমন হলে ভালো হতো নিঃসংকোচে জানান। আপনাদের পরামর্শ যতটা সম্ভব গ্রহণের জন্য চেষ্টা করা হবে।

লেখকদের প্রতি

বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগার আন্দোলন, গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান এবং গ্রন্থাগারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিবিধ বিষয়ে রচিত প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য আমরা খুবই আগ্রহান্বিত। প্রতিষ্ঠিত লেখক বিবেচ্য নয়, মূল্যবান লেখা-ই আমরা প্রকাশ করতে চাই। পত্রিকায় প্রকাশের জন্য প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখে সম্পাদকীয় দপ্তরে পাঠান। আপনার লেখার সাথে সংক্ষিপ্তাকারে English abstract পাঠালে ভালো হয়। কারণ প্রতিটি লেখার English Abstract আমরা প্রকাশ করে থাকি।

প্রকাশকদের প্রতি

'গ্রন্থাগার' পত্রিকা পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সমস্ত গ্রন্থাগারে, ভারতের কয়েকটি বিশিষ্ট গ্রন্থাগারে—এমন কি বিদেশের কয়েকটি গ্রন্থাগারেও নিয়মিত পৌঁছায়। সুতরাং 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া আপনাদের পক্ষে লাভজনক। বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী মলাটের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন।

আমরা গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্পর্কিত এবং বিভিন্ন রেফারেন্স বইয়ের (Encyclopaedia, Dictionary, Directory, Guide Book etc.) সমালোচনা নিয়মিতভাবে প্রকাশ করবার ইচ্ছা রাখি। আপনাদের প্রকাশিত বইয়ের প্রচারের জন্য পুস্তক আলোচনা বিভাগে দু'কপি পাঠান।

সম্পাদক, গ্রন্থাগার
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
পি-১৩৪, সি, আই, টি, স্কীম ৫২
কলিকাতা-৭০০০১৪
(ফোন : ৩৪-৮৫৫৬)

Annual Price Rs. 15.00
Single issue Re. 1·50

[illegible]
[illegible] No. WB/CC-CL-2
Postal Regd No. WB/CC—145
Regd No. RN/2674/57

Volume 26 : No. 7 Oct.-Nov. 1976

GRANTHAGAR

(The monthly organ of the Bengal Library Association devoted to the advancement of Library Science & Library Movement in West Bengal)

All payments should be sent to :
The Secretary
Bengal Library Association
Central Library,
Calcutta University
Calcutta-700073

All correspondence and papers for publicatiou should be addressed to :
The Editor, Granthagar
Bengal Library Association
P-134, CIT Scheme No. 52
Calcutta-700014
Phone : 44-8566

ENGLISH ABSTRCT of few articles will be published in the next issue

Published by : Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University, Cal-73

Printed by : Sourendramohan Gangopadhyay at the MUDRANEE 131B, Bipin Behari Ganguly Street, Calcutta-700012

Editor : Satyabrata Sen

Associate Editor : Minati Chakrabarti

২৬ বর্ষ, সংখ্যা ৮ | অগ্রহায়ণ, ১৩৮৩

সূচী

বার্ষিক চাঁদা—১৫'০০ | সম্পাদক : রামকৃষ্ণ সাহা | প্রতি সংখ্যা ১'৫০

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

পি-১৩৪, সি. আই. টি. স্কীম ৫২, কলিকাতা-১৪।

(ফোন : ৪৪-৮৫৬৬)

সম্পাদক—রামকৃষ্ণ সাহা | সহযোগী সম্পাদক—অচিন্ত্য মল্লিক

বর্ষ ২৬, সংখ্যা ৮ | অগ্রহায়ণ, ১৩৮৩

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের কয়েকটি অবহেলিত দিক

এবার বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ৪১তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হলো গত ২৮শে নভেম্বর। সে সভায় পরিষদের কর্মকর্তা নির্বাচন হলো এবং এ নির্বাচনে বর্তমান সম্পাদকের হাতে গ্রন্থাগার পত্রিকার দায়িত্ব পুনর্বার আসে।

শুরুতেই মনে হয়েছে আমাদের পত্রিকাটির একটি সালতামামী নিয়ে আরম্ভ করা ভালো এবং আরও মনে হয়েছে যে গ্রন্থাগার পত্রিকার এক বা একাধিক সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকা উচিত এবং সেগুলির রূপায়ণের জন্য সুষ্ঠু ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। এর মানে এই নয় যে আমরা উদ্দেশ্য-হীনতায় আচ্ছন্ন। কিন্তু প্রয়োজন হলো আমাদের সংকল্প একটা সুস্পষ্ট উল্লেখ।

মোটা কথায় যদি বলা যায় গ্রন্থাগার পত্রিকা হলো পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের অগ্রগতি, গ্রন্থাগার আন্দোলন এবং গ্রন্থাগার কর্মীদের আন্দোলনের এক ক্ষুদ্র প্রতিফলন তাহলে হয়ত খুব ভুল বলা হবে না। বিগত দুই পাঁচ বছরের পত্রিকাটির পাতাগুলি উল্টালে যে কয়েকটা বিষয় নজরে আসে সেগুলির আলোচনা দিয়েই শুরু করা যাক।

পঃ বাংলার গ্রন্থাগারগুলির অগ্রগতি সম্পর্কে যেটা নজরে আসে সেটা হলো পশ্চিমবাংলার বৃহৎ গ্রন্থাগারগুলির কার্যকলাপের কোনরকম বিবরণের অনুপস্থিতি। পত্রিকায় গ্রন্থাগার সংবাদ নিয়মিত প্রকাশিত হয়; কিন্তু তাতে বেশীর ভাগই থাকে ছোট ছোট গ্রন্থাগারগুলির ক্রিয়াকলাপের বিবরণ। কখনো কখনো জেলা গ্রন্থাগারগুলির কার্যকলাপ প্রকাশিত হয় কিন্তু বেশীরভাগই সংযোগবিহীন। বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলির, জাতীয় গ্রন্থাগারের, রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার-গুলির কর্মকাণ্ডের প্রতিচ্ছবি অনুপস্থিত। এই বার্ষিক বিবরণীর অনুপস্থিতিতে পঃ বাংলার গ্রন্থাগারগুলির কি পরিবর্তন ঘটছে তার কোন কিছুর প্রতিফলন গ্রন্থাগার কর্মীরা দেখতে পান না; ফলে সামগ্রিকভাবে আমরা এগোচ্ছি না পিছিয়ে পড়ছি তার কোন মূল্যায়ন নেই। এটা আমাদের এক দুর্বল দিক।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের বিষয়টি লক্ষ্য করলেও একই অবস্থার পুনরাবৃত্তি হবে মাত্র। পশ্চিমবাংলায় সাতটি গ্রন্থা-গার বিজ্ঞান প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আছে যথা তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে; তিনটি গ্রন্থাগার পরিষদগুলিতে; বাকীটি জেলা গ্রন্থাগার দ্বারা। কখনো কখনো কৃতকার্য ছাত্রছাত্রীদের নামের

তালিকা গ্রন্থাগারে প্রকাশিত, হয় কিন্তু তাও সবার নয়। প্রত্যেক বছরের সামগ্রিক বিশ্লেষণ আমাদের নজরে এখনো আসে নি। অর্থাৎ এই কয়টি ক্ষেত্রে যে পরিমাণ ছাত্রছাত্রী গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে কৃতকার্য হচ্ছেন এবং চাকুরীর দুয়ারে গিয়ে অসহায়তার মুখোমুখী হচ্ছেন তার মূল্যায়ন অবশ্যই গ্রন্থাগার-কর্মীদের বা গ্রন্থাগার বা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানীদের। এদিকটাও অনুপস্থিত।

আরেকটি বিষয় যা 'গ্রন্থাগারে' অনুপস্থিত সেটি হলো গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের আধুনিক যে বিষয়গুলি ক্রমশঃ বিকাশমান বা প্রকাশমান তার কোন প্রকাশনের ব্যবস্থা আমাদের হাতে নেই। এই ধরনের বিষয়গুলি এখন আর সংখ্যায় কম নয়। অনেকের ধারণা গ্রন্থাগার কর্মীদের মনে একাধারে হীন-মন্যতা ও আত্মতুষ্টির অভিব্যক্তি দেখা যাচ্ছে এর কারণ হিসাবে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের নতুন জ্ঞানের দিকগুলির dissemination এর অভাব বলা যাবে কিনা এ বিশ্লেষণও করার প্রয়োজন আছে।

যেমন ধরা যাক 'তথ্যবিজ্ঞান' নামক বিষয়টি। এ সম্পর্কে অনেকেরই কৌতুহল আছে। কারণ এটি বিদেশে খুবই প্রসারমান। তথ্যবিজ্ঞান কি এবং কেন, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সাথে এর সম্পর্ক কি প্রভৃতি বিষয় নিয়ে 'গ্রন্থা-গারে' আলোচনা প্রকাশিত হলে হয়ত পাঠক সমাজ যেমন উপকৃত হতেন আবার তেমনি মাতৃভাষায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান চর্চাও বাড়তো; শুধু তাই নয় গ্রন্থাগার কর্মীদের চিন্তার প্রসারতাও লাভ করতো বলে বিশ্বাস করি।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের আধুনিক কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো তুলনামূলক গ্রন্থাগারিকতা (Comparative Librarianship); স্বয়ংক্রিয় তথ্যোদ্ধার (Automatic Information Retrieval); পাঠকের গ্রন্থাগার ব্যবহার ও তাঁর প্রয়োজন (Users' needs and surveys) প্রভৃতি দিকগুলি আমরা প্রকাশ করতে পারিনি। অথচ এগুলি নিয়ে আজ আলোচনার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

লাইব্রেরী টেকনিক নিয়ে কিছু প্রবন্ধ হয়ত প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু বর্গীকরণের বার্ষিক খালতামামী (Review) বা সূচীকরণ পদ্ধতি সম্পর্কে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কি development হলো তার প্রকাশের কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থা আজও নজরে হয় নি; আবার তেমনি উপেক্ষিত থেকেছে তথ্যায়নের (Documentation) এর টেকনিকগুলি।

দেশবিদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলন যা আমাদের উৎসাহিত করে এবং আমাদের আন্দোলনের অগ্রগতিকে নতুন ধারায় প্রবাহিত করবে তার উল্লেখ বাস্তবিকভাবেই কম। নতুন চিন্তাভাবনার সংস্পর্শে না এলে কূপমণ্ডুকতায় আচ্ছন্ন থাকার সম্ভাবনা প্রবল।

কিন্তু এগুলি হলো অতি সত্যি কথা; যদিও দেখা হয়েছে নেতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে। একথা হয়ত অনেকেই বলবেন যে 'এরকম ভাল ভাল কথা' অনেকেই বলে; এবং এগুলো করেই বা কে। আবার কেউ হয়ত আরো এক পা এগিয়ে বলবেন এগুলো করার বাধাটা কোথায় বা হচ্ছে না কেন? যদিও এগুলো করার কোন বাধা নেই তবু একথা বলা যায় যে এ বিষয়ে উৎসাহের অভাব দেখা যায়।

এ সমস্ত বিষয়গুলির অনুপস্থিতির দায়িত্ব শুধুমাত্র 'গ্রন্থাগার পত্রিকার' কোন সম্পাদকের নয়। দায়িত্বটা রয়ে গেছে তাঁদের ওপর যাঁরা এগুলি নিয়ে পঠন পাঠন করেন বা গবেষণা করেন। তাঁরা যদি নিজেদের অভিজ্ঞতাগুলি 'গ্রন্থাগারের' মাধ্যমে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেন তবে হয়ত গ্রন্থাগার পত্রিকা একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছতে পারে।

এ প্রসঙ্গে ডঃ রঙ্গনাথনের জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য দিক স্মর্তব্য। তাঁর সংস্পর্শে যাঁরা এসেছেন তাঁদের তিনি প্রবৃত্ত করতেন লেখার জন্য সে লেখা যাই হোক না কেন। সেগুলিকে ঘষেমেজে এমন সুন্দর ভাবে উপস্থাপিত করতেন যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মনে অপূর্ব উদ্দীপনার সৃষ্টি করতো।

আজ ডঃ রঙ্গনাথন নেই। কিন্তু আমাদের গ্রন্থাগার আন্দোলনের পুরোভাগে যাঁরা রয়েছেন তাঁরা কি ওঁর আরব্ধ কাজ মাথায় তুলে নিতে পারেন না? না কি আমরা দ্বিতীয় রঙ্গনাথনের আবির্ভাবের জন্য অনাদিকাল তপস্যা করবো? এজন্য পঃ বাংলার সমগ্র গ্রন্থাগার বৃত্তিকুশলীদের প্রতি পত্রিকার আবেদন এই যে তাঁদের সক্রিয় সহযোগিতা ভিন্ন উল্লিখিত বিষয়গুলির সুষ্ঠু সম্পাদন সম্ভব নয়।

টেকস্ট বুক লাইব্রেরী

বিজয়া বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাকে অনেকে প্রশ্ন করেন "আপনাদের লাইব্রেরীতে সবাই গ্রাহক হ'তে পারেন?" আমি উত্তরে বলি—না, আমাদের গ্রন্থাগার কেবলমাত্র কলেজের ছাত্রছাত্রীদের জন্য, তাদের বিনা চাঁদায় লেখাপড়া করার সুযোগ দেবার উদ্দেশ্যেই এই গ্রন্থাগার হয়েছে। এটিতে মুখ্যত বিজ্ঞান, কলা ও বাণিজ্যিক বিভাগের সব বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক ও রেফারেন্স বই পাওয়া যায়। একথা শুনেই পূর্বের প্রশ্নকারী তৎক্ষণাৎ আরো অতি পরিচিত প্রশ্ন করেন—"ছেলেমেয়েরা বই পড়তে এসে বই এর পাতা কাটেনা? বই চুরি হয়না?" এর উত্তর হ'ল হ্যাঁ পাতা কাটে, বইও চুরি যায়।

বই-এর পাতা কাটা যায়না বা বই চুরি হয় না, এমন গ্রন্থাগার বোধ হয় খুঁজলে পাওয়া কম যাবে। পাঠকের পক্ষে, সে ছাত্রছাত্রীই হোক্ আর গবেষণারও কোনও শিক্ষিত ব্যক্তিই হোন্ বা সাধারণ গল্প উপন্যাসের পাঠকই হোন্ বই চুরি করেন না বা বই-এর পাতা কাটেন না, এমন চরিত্র কম। চুরি অনেকে অজ্ঞানে করেন বা সজ্ঞানে করেন। বইটা প্রয়োজনে লাগবে বা ভাল লেগেছে অতএব নিজের ক'রে পেতে হবে তাই চুরি ক'রে নেওয়াই যুক্তিসঙ্গত এটা হ'ল সজ্ঞানে চুরি করা আর অনেকে বই পড়ার লোভে বইটা এনে বরাবরের জন্য ফেরৎ দিতে ভুলেই গেলেন, একরকম বলতে গেলে আত্মসম্পদের মত নিজের বইএর আলমারীতে রেখে দিলেন, সেটা হ'ল অজ্ঞানে চুরি করা। আর পাতা কাটা? সেতো আছেই। পরীক্ষার পূর্বেকার সময়টাতেই এ ব্যাপারটা ঘটে বেশী। কি করবে? নোট্ করা বাকী বা অতটা নোট করার ধৈর্য্য নেই; কেটে ফেল পাতাটা। বই-এর মধ্যে কোনও একটা ছবি আছে, যেটা photostat করাতে পারলে ভাল কিংবা এমন কোনও অঙ্কন শিল্প আছে, যা আঁকতে পারছেন না কারণ হয়ত আঁকতে জানেনা, সময়ও নেই, ধৈর্য্যও নেই অতএব ছবিটা বই থেকে কেটে নিলে সব সমস্যা চুকে যায়। এতো হরদম হচ্ছে। বই যাতে চুরি না যায়, পাতা না কাটতে পারে, সেদিকে দৃষ্টি রাখার দায়িত্ব গ্রন্থাগার কর্মীদের। অনেক সময় লম্বা লম্বা খাতা বা তাবেরীজ ইত্যাদির ভেতরে ক'রে অতি সহজে পাতলা বইগুলো কাটা কয়েকটা বই-এর পৃষ্ঠা নিয়ে যায়।

গ্রন্থাগারে কতকগুলি নিয়ম অবশ্যই থাকা উচিত যার দ্বারা শৃঙ্খলাবোধ গড়ে ওঠে এবং অন্যায় কিছু করতে না পারার সুযোগ থাকে। ছাত্রছাত্রীরা সাধারণতঃ নিয়মকানুন দ্বারা পরিচালিত হ'তেই পছন্দ করে। তবে তারা তরুণ বয়সের মানুষ, নিয়মকানুনের বেড়াজাল ভাঙতেও মাঝে মাঝে পছন্দ করে, তবে অনেকটা সচেতনভাবেই আবার শাসনের কড়াকড়িও মেনে নেয়।

গ্রন্থাগারের বই নির্বাচনে স্বাধীনতা থাকাটা তারা বেশী পছন্দ করে। নিজেরা আলমারী খুঁজে বই বের ক'রে নিতে পারলে খুশী হয় এজন্য চাই গ্রন্থাগারে বই রাখার নিয়ম মাফিক পদ্ধতি। "Open Access System"এর ফলে অত্যন্ত কম সময়ের মধ্যে বাঞ্ছিত বইটি হাতে এসে যায় অথবা বইটি বেরিয়ে গেলে তারা সেটি বুঝে নিতে পারে। হয়ত বই নম্বর অনুযায়ী সাজিয়ে রাখতে পারেনা, স্থানচ্যুত হয়ে পড়ে তবে বই ঠিকমত গুছিয়ে সাজিয়ে রাখার দায়িত্বটা গ্রন্থাগার কর্মীদের হাতে থাকাই ভাল গ্রন্থাগারে পড়তে গিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা বই-এর জন্য হাপিত্যেশ করে দাঁড়িয়ে থাকাটা অত্যন্ত অধৈর্য্যকর ও সময় বিনষ্টকারী বলে

মনে হয় পাঠকের কাছে। পড়ার জন্ত যে মন তৈরী হ'য়ে থাকে সেটা বেখাপ্পা হ'য়ে ওঠে ফলে পড়ার সেই মেজাজটাই যায় হারিয়ে। গ্রন্থাগার পরিচালনায় সুষ্ঠু ব্যবস্থা থাকলে এরকম হয়না। তাছাড়া ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তক সংক্রান্ত গ্রন্থাগার আয়তনে এমন কিছু বৃহৎ প্রতিষ্ঠান হয়নি এখনও যে উপযুক্ত পরিমাণে কর্মীসংখ্যা থাকলে পরিচালনা ব্যবস্থায় বড় রকমের গলদ দেখা যাবে।

পাঠ্যপুস্তক বা রেফারেন্স বই যাই হোক্ না কেন, বরাবর নতুন সংস্করণটি তাদের হাতে যোগান দেওয়া কর্তব্য এবং বই কেনার আগে ছাত্রছাত্রীদের কাছে তাদের চাহিদা-মত বই সম্পর্কে সাহায্য ও পরামর্শ নিলে গ্রন্থাগারের প্রতি তাদের আগ্রহ বাড়ে। আজকালকার কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ায় তেমন উৎসাহ বা নিষ্ঠা নেই, এই অভিযোগ সবসময় মেনে নেওয়া কঠিন। হয়ত তারা সংখ্যায় অল্প, তবু একনিষ্ঠ পাঠকের দেখা পাওয়া যায় গ্রন্থাগারে। তবে আবার না-পড়ুয়ার দল যারা গ্রন্থাগারে আসে তাদের পাল্লায় পড়ে অনেক সময় পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীরাও মনোযোগ হারিয়ে ফেলে। এজন্ত চাই গ্রন্থাগারের পরিবেশ, নিয়ম শৃঙ্খলা, কর্মীদের সজাগ দৃষ্টি ইত্যাদি।

এই ধরণের গ্রন্থাগারগুলির সময় এমন হওয়া উচিত যাতে ছাত্রছাত্রীরা প্রতিদিন কলেজের ক্লাশ ফাঁকি না দিয়েও বসে কিছুক্ষণ পড়তে পারে। কর্মীরা ছাত্রছাত্রীদের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল ও সহযোগিতার মনোভাব পোষণ করলেও একান্ত বা অন্তরঙ্গ না হওয়াই শ্রেয়। অধিক অন্তরঙ্গতা উভয়পক্ষকে অনেকসময় অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির মধ্যে টেনে নিয়ে আসে; যেটা গ্রন্থাগার পরিচালনা ব্যবস্থায় পরিপন্থী। এই অন্তরঙ্গতার ফলে ছাত্রছাত্রীরা চাইতে পারে সবচেয়ে কম নিয়মকানুন মেনে বেশী পরিমাণে গ্রন্থাগারের বই সম্পর্কে নানারকম সুযোগ সুবিধা নিতে আর কর্মিও তখন নিয়মশৃঙ্খলার গণ্ডী সংক্ষিপ্ত করতে চাইতে পারেন।

গ্রন্থাগার মাঝে মাঝে সেমিনার, লেকচার ও আনন্দ অনুষ্ঠান হওয়া প্রয়োজন। এবং যতদূর সম্ভব ছাত্রছাত্রীদের সক্রিয় অংশ নেবার ব্যবস্থা রাখা উচিত তবে তাদের নিয়ে কোনও জটিল অবস্থার সৃষ্টি হলে গ্রন্থাগারের ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থের কথা চিন্তা করে সেই সমস্যার সমাধান করাই শ্রেয়। প্রয়োজন বোধে ছাত্রছাত্রীকে গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করতে হয় এবং তারজন্ত বিপরীত পরিস্থিতির উদ্ভব হলে তারও মোকাবিলা করতে হয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষকে। কোনও কোনও Day student's Home এর এর মত ছাত্রছাত্রীদের জন্ত গ্রন্থাগার গুলি তাদের উপযোগী খাদ্যের ব্যবস্থা রাখতে পারলে ভাল, কিঞ্চিৎ কম দামে, যতটা সম্ভব ভাল খাবার যোগান দিতে পারলে অনেকে উপকৃত হয়।

গ্রন্থাগার সংশ্লিষ্ট মঞ্চগুলিতে এমন ধরনের নাটক হওয়া উচিত যা ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে শিক্ষামূলক, তাদের বৃহত্তর জীবনের পথের দিশারী হতে পারে। তরুণ মনের বিকাশের পথে অন্তরায় না হয়। জ্ঞানে, রুচিতে, আচরণে, শিক্ষায় পূর্ণ মানুষ গঠন করতে সাহায্য করে। মঞ্চগুলি কেবলমাত্র অর্থ উপার্জনের উপায় হিসেবে ব্যবহার না করাই শ্রেয়। কি বই মঞ্চস্থ হবে, কর্তৃপক্ষের উচিত ভাল করে যাচাই করে দেখা। ছাত্রছাত্রীদের কথা মনে রেখে নাটক মঞ্চস্থ করতে দেওয়া উচিত। তরুণ মন সহজে আকৃষ্ট হতে পারে তেমন সস্তা বিষয়বস্তু বা দৃশ্যের অবতারণা যাতে মঞ্চস্থ না হয়, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত। তার বিপরীত প্রতিক্রিয়া ঘটে, গ্রন্থাগারের সামগ্রিক পরিবেশ নষ্ট হয়। গ্রন্থাগার একটি জ্ঞানের আলোর আধার, প্রজ্জলিত শিখাটি ম্লান হয়ে গেলে তার আলোর নীচের অন্ধকারই তাতে ঘনীভূত হয়। এ প্রসঙ্গে বলা যায় ট্রাস্ট বডি দ্বারা পরিচালিত কয়েকটি গ্রন্থাগার (ছাত্রছাত্রীদের জন্ত) আছে, যেখানে এই ধরণের মঞ্চগুলির বর্তমানে অপব্যবহার হচ্ছে বলে মনে করি।

বিদ্যাসাগর : গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার সম্বন্ধীয় গল্প

সন্তোষ কুমার কুণ্ডু
রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

বিদ্যাসাগর-সমকালীন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ প্রচলিত সামাজিক নিয়মকানুনের মধ্যেই বিচরণ করতে অভ্যস্ত ছিল। কোন সংকটেই তারা ঐ নিয়ম থেকে বেড়িয়ে আসতে চাইত না। সংস্কারপ্রার্থী বিদ্যাসাগরের একজ শত্রুর অভাব ছিল না। অনেকে তাঁর প্রাণ নাশের চেষ্টাও করেছে। বিদ্যাসাগর এই সব পণ্ডিত সম্বন্ধে একটি কাহিনীর উল্লেখ করতেন।—

"আরব সেনাপতি আমরু আলেকজান্দ্রিয়া জয় সমাপ্ত করে, খালিফ ওমরের নিকট জানতে চেয়েছিলেন যে, আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থশালার কিরূপ ব্যবস্থা হবে। উত্তরে খালিফ বলেছিলেন, গ্রন্থাগারের গ্রন্থগুলি কোরাণের অনুযায়ী হলে এক কোরাণই যথেষ্ট, অন্য পুস্তকের প্রয়োজন নেই। আর কোরাণের বিরুদ্ধে হলে তা তো অনিষ্টজনক, সুতরাং উভয় ক্ষেত্রেই গ্রন্থগুলি ধ্বংস করা প্রয়োজন।"[১]

বিদ্যাসাগর মহাশয় জমিয়ে গল্প করতে পারতেন। তাঁর গল্প করার ভঙ্গিমা এমন ছিল যে প্রতিটি কথায় উপস্থিত সকলেই না হেসে পারতো না। বিদ্যাসাগর জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে অনেকেই তাঁর গ্রন্থাগার সম্বন্ধে কতকগুলি কৌতুককর ঘটনা গল্পচ্ছলে উল্লেখ করেছেন। প্রশ্নের উত্তরগুলিতে বিদ্যাসাগরের গল্প করার ক্ষমতা ও স্পষ্টতার পরিচয় পাওয়া যায়। দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী লিখেছেন—"তাঁহার গল্প করিবার ক্ষমতা, তাঁহার লোকপ্রিয়তার অন্যতম কারণ। বিদ্যাসাগর মহাশয় গল্প আরম্ভ করিলে লোকে মুগ্ধ হইয়া শুনিত - মজলিস ভাঙিত না।"[২]

একবার এক ধনী ব্যক্তি বিদ্যাসাগরের বাড়ীতে গিয়েছেন কোনও এক দরকারে। বাড়ীতে লাইব্রেরীর বাঁধান পুস্তকগুলি দেখে ঐ ব্যক্তি বিদ্যাসাগরকে বললেন আপনি পাগল! এত টাকা খরচ করে বিলাত থেকে এই সব পুস্তক বাঁধিয়ে আনবার প্রয়োজন কি?

বিদ্যাসাগর উত্তরে বললেন—আপনার ঘড়িটি একগাছি দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখতে পারেন; এত টাকার সোনার চেনের প্রয়োজন কেন? কম্বল গায়ে দিতে পারেন, শাল গায়ে দিয়েছেন কেন? আপনিও তো পাগল। ঘটনাটির বিবরণ দিয়েছেন বিহারীলাল সরকার।[৩]

বিদ্যাসাগরের সহবাসী এক ভক্ত তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন—এত খরচ করে এ সকল বই বাঁধাই করার প্রয়োজন কি? বিদ্যাসাগর মহাশয় উত্তর দিয়েছিলেন—বই ভালবাসি বলিয়া। তুমি তোমার কুরূপা স্ত্রীকে এত রত্নালংকারে ভূষিত করে অর্থ নষ্ট কর কেন? গল্পটি উল্লেখ করেছেন দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী।[২]

একবার একজন অর্থবান সম্ভ্রান্ত লোক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন। সেখানে বহু ব্যয়ে বাঁধানো পুস্তকগুলি তার নজরে পড়ে। তিনি বিদ্যাসাগরকে জিজ্ঞাসা করলেন—এরূপ বহু ব্যয়ে পুস্তকগুলি বাঁধান কি ভাল? উত্তরে বিদ্যাসাগর সঙ্গে সঙ্গে বললেন—কেন, দোষ কি? তখন বাবুলোকটি প্রত্যুত্তরে বললেন- ঐ টাকায় অনেকের উপকার হতে পারতো। বিদ্যাসাগর মহাশয় তখন আর কিছু না বলে অন্য বিষয়ে আলাপ করতে লাগলেন আর তামাক খেতে থাকলেন। হঠাৎ বাবু লোকটির গায়ের দামী শালটির দিকে নজর পড়া মাত্র জিজ্ঞাসা করলেন—আপনার শালটি তো দেখছি বেশ শালটি কোথায় কত টাকায় কিনেছেন!' বাবু লোকটি সরলভাবে শালটির বেশ গুণ ব্যাখ্যা করে শেষে জানালেন শালটি পাঁচশত টাকায় খরিদ করেছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় অমনি বললেন—পাঁচ

শিকার করলেও তো শীত ভাঙে, তবে এত টাকার শালের প্রয়োজন কিসের ? এ টাকায় তো অনেকের উপকার হতে পারতো। আমি তো মোটা চাদর গায়ে দিয়ে থাকি। বাবুলোকটি উপযুক্ত উত্তর পেয়ে যতক্ষণ বসেছিলেন বিবর্ণ হয়ে রইলেন। পরে ফিরবার সময় বিনীতভাবে নিজের অন্যায় স্বীকার করে ক্ষমা চাইলেন। মহত্তপ্রিয় স্পষ্টবক্তা বিদ্যাসাগর সমস্ত হেসে উড়িয়ে দিলেন। বিদ্যাসাগরের সহজ সরল উক্তিটি বাবুলোকটির মর্মস্পর্শ করেছিল। ঘটনাটি বিবৃত করেছেন চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ![৩]

গ্রন্থাগার থাকলেই গ্রন্থপ্রিয় ব্যক্তি গ্রন্থের টানে সেখানে উপস্থিত হবেন। গ্রন্থ পড়বার জন্য ধার চাইবেনই। ধার নেওয়া সেই গ্রন্থ আবার যথাস্থানে ফেরত যাওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু পুস্তকের ব্যাপারে পড়তে চেয়ে ধার নিয়ে আবার ফেরত দেওয়া সব সময়ে হয় না। ফলে গ্রন্থমালিক গ্রন্থটির অভাবে খুবই মর্মাহত হন। অন্য কাউকে আর কোন গ্রন্থ ধার দিতে চান না। এই অভিজ্ঞতা অল্পবিস্তর সমস্ত গ্রন্থ-প্রেমীরই আছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এইরূপ একটি তিক্ত অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়েছেন চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি লিখেছেন—

"পূর্বে তাঁহার লাইব্রেরি হইতে প্রয়োজন মতো বন্ধুবান্ধবদিগকে পুস্তক লইতে দিতেন। কোনো এক বন্ধু আবশ্যক মতো একখানি বহুমূল্য পুস্তক লইয়া যান। কিছু দিন পরে বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই পুস্তকখানি চাহিয়া পাঠাইলে, উক্ত বাবু বলিয়া ছিলেন, 'সে বই আমি ফেরত দিয়া আসিয়াছি।' তদবধি বিদ্যাসাগর মহাশয় বিরক্ত ও মর্মাহত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, আর কাহাকেও কখনো বই লইয়া যাইতে দেবেন না। যে বই এরূপে হারাইল সেখানি একখানি দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত গ্রন্থ; জার্মানি ভিন্ন অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। আবার তাহাও পুনর্মুদ্রিত না হইলে, আবার পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু সকলে শুনিয়া অবাক হইবেন যে, ঐ বহুমূল্য গ্রন্থখানি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কোনো অপরিচিত পুস্তক বিক্রেতা (Hawker) তাঁহার নিকট বিক্রয় করিতে আনিল। তিনি সেই বইখানি দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন। কথকাল বিস্ময় বিজড়িত নীরবভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, পরক্ষণে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি এ বই কোথায় পেলে ?' সে বলিল, '—বাবুর বাড়ি হইতে কিনিয়া আনিয়াছি।' নাম শুনিবামাত্র ক্রোধে তাঁহার সর্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। বলা বাহুল্য বিক্রেতা যাঁহার নাম করিল, তিনিই বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বলিয়াছিলেন, 'সে বই আমি ফেরত দিয়া আসিয়াছি।' বিদ্যাসাগর মহাশয় আর বিরুক্তি না করিয়া, পুস্তক বিক্রেতা যে মূল্য চাহিল, তাহাকে তাহাই দিয়া পুস্তকখানি ক্রয় করিলেন। যিনি করিতে বাধ্য হন, মানুষের আচরণে ক্ষুব্ধ হইবার তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। এই ঘটনার পর আর কখনও কাহাকেও এক টুকরা কাগজও পুস্তকালয় হইতে লইয়া যাইতে দিতেন না।"[৩]

বিদ্যাসাগর : নিজস্ব গ্রন্থ-সংগ্রহ

বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছেন। সাহায্যের আবেদন মাত্র কাউকে বিফল না করে সে অর্থ দানও করেছেন। এ জন্য তাঁকে অনেক সময় নানা সংকটের মধ্যেও পড়তে হয়েছে। 'দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর' এই নামের মধ্যেই তাঁর উদার হৃদয়বত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। এ হেন লোকের যে কোনো বিলাসিতা থাকতে পারে তা ভাবতেও পারা যায় না। অথচ এই মানুষ বিদ্যাসাগরেরও বিলাসিতা ছিল। তিনি একমাত্র পুস্তকের জন্যই প্রচুর অর্থ খরচ করে গিয়েছেন। তাঁর নিজস্ব সংগ্রহের পুস্তকগুলি দেখলে বিলাসিতা সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা সহজেই করা যায়। সংগৃহীত পুস্তকগুলি ছিল তাঁর জীবনে পরম আত্মারও আত্মীয়। কেউ প্রয়োজনে সংগ্রহের কোন পুস্তক পড়তে চাইলে সে পুস্তক দিতে তাঁর মন সায় দিত না। একমাত্র পুস্তকের বেলাতেই তিনি আবেদনকারীকে কখনও কখনও ফিরিয়ে দিয়েছেন। অবশ্য এর পিছনে কয়েকটি দুঃখজনক ঘটনা বিদ্যাসাগরকে এইরূপ কঠোর হতে বাধ্য করেছিল।

তাঁর সারাজীবন ধরে সংগ্রহ করা পুস্তকগুলির সংখ্যা কম নয়। তিনি প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছেন নানা দেশী বিদেশী পুস্তক সংগ্রহ করতে। সংগ্রহ করেই তিনি ক্ষান্ত হননি। সেগুলি সুন্দর বাঁধাই করে নিতেন বিদেশের বিখ্যাত পুস্তক বাঁধাই দোকান থেকে। বিলাতের পুস্তক বিক্রেতাদের প্রতি নির্দেশ ছিল যে, নতুন ভাল পুস্তক প্রকাশ হওয়া মাত্র একইরূপ বাঁধাই করে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট পাঠাবেন। বাঁধাই খরচের জন্য কোনো কার্পণ্য করেননি। কারণ অতি অল্পমূল্যের পুস্তকের বাঁধাইও বহু খরচে করেছেন দেখতে পাওয়া যায়। পুস্তক বাঁধাই শেষে তবেই নিজস্ব গ্রন্থাগারে স্থান দিয়েছেন।

প্রতিটি পুস্তক একই প্রকার চামড়ায় বাঁধানো। তাতে সোনার জলের অক্ষরে পুস্তকের নাম, লেখকের নাম এবং নানা লতাপাতা আঁকা শিল্পকর্ম। শিল্পকর্মগুলি বর্তমান কালে একটি বিশিষ্ট দর্শনীয় বস্তু হিসাবে চিহ্নিত হবার মতো। এইরকম শিল্পকর্ম সমন্বিত বাঁধাই পুস্তক রমেশচন্দ্র দত্ত, জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি সুধী ব্যক্তিগণ নিজস্ব সংগ্রহে কিছু কিছু করেছেন। উল্লিখিত ব্যক্তিগত সংগ্রহগুলি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে সযত্নে রক্ষিত আছে। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংগ্রহের তুলনায় তা সংখ্যায় অতি নগণ্য।

এর থেকেই বোঝা যায় পুস্তক ছিল তাঁর প্রাণের অধিক স্নেহের বস্তু। চিরকালের ছাত্র বিদ্যাসাগর এই পুস্তকগুলি থেকেই শিক্ষালাভ করে কর্মে অনুপ্রেরণা লাভ করেছেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নিতান্ত ভগ্নশরীরেও যখনই সময় পেয়েছেন তখনই পুস্তক পাঠে ডুবে থেকেছেন। বিহারীলাল সরকার 'বিদ্যাসাগর জীবনী' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন "যে, ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস লেখবার ইচ্ছে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ছিল। এজন্য তিনি প্রাচীনতম ও অধুনাতম ইতিহাসের গ্রন্থসমূহ সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কামনা সিদ্ধ করতে পারেন নি। একথা স্মরণ করে বিদ্যাসাগর মহাশয় "একদিন আলমারি বদ্ধ এই সমুদয় ইতিহাস পুস্তক দেখিতে দেখিতে অবিরল-ধারায় অশ্রুবর্ষণ করিয়াছিলেন।" হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার উপকারিতা ও উপযোগিতা সম্বন্ধে স্থির নিশ্চিত হবার জন্য বিদ্যাসাগর হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বিষয়ক বহু পুস্তক সংগ্রহ করে পাঠ করেন। তিনি যখন যেখানে থাকতেন, সঙ্গে হোমিওপ্যাথি ওষুধের বাক্স ও পুস্তক থাকতো। এজন্য তাঁর সংগ্রহে হোমিও-প্যাথি বিষয়ক পুস্তক অনেক দেখা যায়। মূল্যের স্বল্পতা এবং সেবনে সুবিধা বুঝতে পেরে এই চিকিৎসার প্রচারের চেষ্টাও তিনি করেছেন। সংগৃহীত পুস্তকগুলির মধ্যে কিছু কিছু পুস্তক তিনি উপহার স্বরূপও গ্রহণ করেছেন। স্নেহভাজন কালীপ্রসন্ন ঘোষ রায়বাহাদুর বিনয় সহকারে বিদ্যাসাগরকে একটি চিঠিতে লিখেছেন—

"মহাশয়ের পুস্তকগুলি আগামী বুধবারে জাহাজে রওয়ানা হইবে। আমি মঙ্গলবার অপরাহ্নে পত্র পাইয়াছি। সময় পাইলে সেদিনই রওয়ানা করিতাম। এই পুস্তকগুলির মূল্য আমার লিখিতে হইতেছে না। আমি আমার প্রয়োজনের জন্য ২।৩ বৎসর হয়, কলাপের সমস্ত পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছিলাম। তন্মধ্যে 'আখ্যাত' ছাড়া আর সকলগুলি পুস্তকই ভাল পণ্ডিতের ঘরের। আমি কলকাতা থাকা কালেই এই বইগুলি মহাশয়কে উপহার দিব বলিয়া মনে মনে স্থির রাখিয়াছিলাম। এবং সেই সংকল্প অনুসারে আগামী জাহাজে পাঠাইতেছি। যদি মহাশয় গ্রহণ না করেন, অথবা মূল্য দিতে চান, আমি অন্তরে বড়ই আঘাত পাইব।"[৬]

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাসাগরের গ্রন্থাগার সম্বন্ধে বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন—

"তিনি নিজের ব্যবহারের জন্য একটি পুস্তকালয় প্রস্তুত করিয়াছিলেন. সংস্কৃত, ইংরাজী, বাঙ্গালা এবং হিন্দী পুস্তকে সে পুস্তকাগার পরিপূর্ণ, তাঁহার নিজের চেষ্টায় বহুসংখ্যক সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছিল, সে সকল পুস্তক ভিন্ন অসংখ্য সংস্কৃত হস্তলিখিত পুঁথি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। সংস্কৃত শাস্ত্র ও সাহিত্য গ্রন্থ তাঁহার পুস্তকালয়ে যেরূপ আর কোথাও হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। তিনি ইংরাজী

গ্রন্থ সকলের সমাদরও যথেষ্ট করিতেন। সুপরিচিত ইংরাজ গ্রন্থকার রচিত সমস্ত গ্রন্থই তাঁহার পুস্তকাগারে পাওয়া যায়। কি সংস্কৃত, কি ইংরাজী, কোনো নূতন গ্রন্থ প্রকাশ হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ তাহা আনাইতেন; কেহ কেহ এরূপ বলিয়া থাকে যে তাঁহার সংগ্রহ যেরূপ ছিল, তিনি সেরূপ বিদ্বান ছিলেন না। তাহা যদি হয়, তবে কোনো গ্রন্থে কিরূপ বিষয়ের আলোচনা আছে এবং তাহার ভাষা কেমন ও কি কি তত্ত্ব তাহা হইতে সংগৃহীত হইতে পারে, তিনি প্রয়োজনমতো কিরূপে বলিতে পারিতেন? যে কোনো বিষয়ে যখনই কোন কথা বলিয়াছেন, তাহার উত্তরে তৎক্ষণাৎ কোন সুপ্রবীণ লেখকের অভিমত উল্লেখ করিয়া তদীয় গ্রন্থ হইতে তাঁহাকে তাহা দেখাইয়া দিতে দেখিয়াছি— স্কট, সেক্সপিয়ার মিল্টন, হক্সলে, টিণ্ডেল, মিল, স্পেন্সার প্রভৃতি ইংরাজ কবি, উপন্যাসকার, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক পণ্ডিতগণের গ্রন্থগত বিষয়ের উল্লেখ করিতে দেখিয়াছি। কথা এই যে সময়ে তিনি যেরূপ সদ্ব্যবহার করিয়াছেন; আধুনিক কালে তাহার দৃষ্টান্ত দিতে বিরল। তিনি পুস্তকাগারের শোভাবর্ধনার্থ কোনো পুস্তক ক্রয় করেন নাই, যাহা ক্রয় করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশ পাঠ করিয়াছেন, পরে সে পুস্তক নিজের পছন্দমতো বাঁধাইয়া তবে তুলিয়া রাখিয়াছেন। তিনি পুস্তক সকল বহু ব্যয়ে সমুজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে সুন্দররূপে বাঁধাইতেন।"[৭]

বাংলা ১২৮৩ সালের আগে পর্যন্ত বিদ্যাসাগর কলকাতায় ভাড়া বাড়ীতে থেকেছেন। মাঝে মাঝেই তাঁকে বাড়ী বদলাতে হয়েছে। চার হাজারের উপর পুস্তক ও পুঁথি নিয়ে গ্রন্থাগারটিকে স্থানান্তরের নানা অসুবিধা দেখা দিয়েছে বিশেষভাবে। ফলে ক্ষতি হয়েছে আলমারী ও পুস্তকের। পুস্তকগুলিকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করে পড়াশোনায় নিমগ্ন থাকতে তিনি বাড়ী তৈরী করতে চাইলেন। পিতার সম্মতি নিয়ে বাদুড় বাগানে বিদ্যাসাগর ১২৮৩ সালের শীতকালে নতুন বাড়ীতে উঠে আসেন। চণ্ডীচরণ তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন—

"তিনি ১২৮৩ সালের শেষ ভাগে বাদুড় বাগানে স্বকৃত নূতন বাড়ীতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া নিজের পরম প্রিয় পুস্তকালয়টিকে সুন্দর করিয়া সাজাইয়া মনের দীর্ঘকালস্থায়ী দুঃখ দূর করিলেন। পুষ্পোদ্যান পরিশোভিত নির্জন ক্ষুদ্র বাটীতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিশেষ আনন্দ এই ছিল যে, একাকী বসিয়া লেখা পড়া করিবার বিস্তর অবসর পাইতেন এবং দিবারাত্রি কোন না কোন একখানি পুস্তক লইয়া জ্ঞানচর্চা বা শাস্ত্র পাঠ করিতে ভালবাসিতেন।"[৮]

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রয়াণের পর তাঁর সম্পত্তি, দেনা-পাওনা এবং উত্তরাধিকারী নিয়ে একটা সংকট উপস্থিত হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সারা জীবনে সংগ্রহ করা সখের গ্রন্থাগারটির অর্থাভাবে বন্ধক পড়ে। উত্তরাধিকারীর পক্ষে বন্ধকী স্বত্ব ছাড়ানো আর সম্ভব হয়নি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কার্যবিবরণীতে উল্লেখ আছে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গ্রন্থাগারটি "লালগোলার রাজা-বাহাদুরের নিকট বন্ধক ছিল। রাজা বাহাদুর ১৯১৪ সনের ৯ জানুয়ারী রেজিষ্টারীকৃত দলিল দ্বারা সেই বন্ধকী স্বত্ব বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদকে দান করিয়াছেন।"[৯]

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে 'বিদ্যাসাগর গ্রন্থাগার'কে সম্পূর্ণ পৃথক করে সযত্নে রাখা হয়েছে। সর্বমোট ৩২৭৩ খানি পুস্তক রয়েছে। ইংরেজী ২৭৭০, সংস্কৃত ও হিন্দী ৩২২ এবং বাংলা ১৯১ খানি পুস্তক। পরিষদের ত্রিতলে ২২টি আলমারিতে বইগুলি সুরক্ষিত। বিদ্যাসাগরের জন্মভূমি বীরসিংহ গ্রামে 'বিদ্যাসাগর মেমোরিয়াল হল রুরাল লাইব্রেরী' স্থাপিত হয়েছে। এই লাইব্রেরীতে বিদ্যাসাগর গ্রন্থাগারের অল্প কিছু পুস্তক একটি আলমারিতে রাখা আছে। বিদ্যাসাগর পুত্র নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় পুস্তকগুলি এই লাইব্রেরীতে দান করেছেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংগৃহীত হস্তলিখিত পুঁথির সংখ্যাও কম নয়। বর্তমানে বিভিন্ন বিষয়ে উপর ৩২৪ খানি হস্তলিখিত পুঁথি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুঁথিশালা

বিভাগে 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংগ্রহ' নাম দিয়ে সযত্নে রাখা হয়েছে।

বিদ্যাসাগর গ্রন্থসংগ্রহ : স্মৃতিচারণা

বিদ্যাসাগর মহাশয় জীবনের শেষ পর্যায়ে বেশীর ভাগ সময় নিজস্ব গ্রন্থাগারের মধ্যেই গ্রন্থপাঠে সময় কাটাইতেন। বিভিন্ন লোক বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করতে যেতেন। গ্রন্থাগারের আয়তন এবং সুদৃশ্য শিল্পকর্ম সমন্বিত উৎকৃষ্ট বাঁধাই পুস্তকগুলি দেখে দর্শক বিস্ময়ে অভিভূত হতেন। বিদ্যাসাগর সমস্ত সংগৃহীত পুস্তক পড়েছেন কি না এমন সন্দেহ কেহ কেহ প্রকাশ করতো। এ সন্দেহ অমূলক নয়। কারণ যে কোন লোকের পক্ষেই তৎকালে বিদ্যাসাগরের জ্ঞানের সীমা সম্বন্ধে ধারণা করা সম্ভব ছিল না।

১৮৮৮ সালের ২৬শে মার্চ অমৃতবাজার পত্রিকা লিখেছে "পাঠকগণ! আপনারা কি বিদ্যাসাগরের লাইব্রেরীতে কখন গিয়াছেন। সেই গৃহের উত্তর দিকে যে একটা স্ত্রীলোকের ছবি টাঙান আছে সেইটি বিদ্যাসাগরের মাতার ছবি।"১০

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে ম্যাকবেথের অনুবাদ পড়ে শোনাতে গৃহশিক্ষক পণ্ডিত রামসর্বস্ব ভট্টাচার্যের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের বাড়ীতে গিয়েছিলেন। তিনি জীবন স্মৃতিতে উল্লেখ করেছেন যে, "পুস্তকেভরা তাঁহার ঘরের মধ্যে ঢুকিতে আমার বুক দুরুদুরু করিতে ছিল।"১১

স্যার র.মেশচন্দ্র দত্ত হিন্দুশাস্ত্র ও ঋগ্বেদসংহিতা গ্রন্থ রচনার উপকরণ সংগ্রহের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গ্রন্থগার ব্যবহার করেন। তিনি বিদ্যাসাগর প্রয়াণে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে গিয়ে বিদ্যাসাগর গ্রন্থাগার সম্বন্ধে কিছু বিবরণ দিয়েছেন।

"পনের আজি ছয় বৎসর হইল যখন রাজকীয় কার্য হইতে অবসর লইয়া কলিকাতায় কিছুদিন বাস করিয়া ঋগ্বেদ সংহিতার অনুবাদ আরম্ভ করি, তখন সর্বদাই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট উপদেশ লইতে যাইতাম এবং তাঁহার সহিত বিশেষ পরিচয় হইল।

...তাঁহার সুন্দর পুস্তকালয় তিনি আমাকে দেখাই-লেন, তাঁহার সংস্কৃত পুঁথিগুলি বসিয়া বসিয়া ঘাঁটিতাম, অনেক বিষয়ে সন্দেহ হইলে তাঁহার নিকট উপদেশ চাহিতাম।"১২

মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (শ্রীম) ছিলেন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম। তিনি রামকৃষ্ণদেবের সান্নিধ্যে থাকার সময়ের দিনলিপি লিখে বিখ্যাত হয়েছেন। পরমহংস-দেব বাদুড়বাগানে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়ীতে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন। রাত ৯টায় বিদায়ের সময় বিদ্যাসাগর আলো সঙ্গে করে পরমহংসদেবকে গাড়ীতে তুলে দেন। মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত লিখেছেন—"সিঁড়ি দিয়া উঠিয়াই উত্তরে একটি কামরা, তাহার পূর্বদিকে হল ঘর। হলের দক্ষিণ-পূর্ব ঘরে বিদ্যাসাগর শয়ন করেন। ঠিক দক্ষিণে আর একটি কামরা আছে—এই কয়টি কামরা বহুমূল্য পুস্তক পরিপূর্ণ। দেওয়ালের কাছে সারি সারি অনেকগুলি পুস্তকাধারে অতি সুন্দররূপে বাঁধান বইগুলি সাজানো আছে। হলঘরের পূর্বসীমান্তে টেবিল ও চেয়ার আছে। হলঘরের পূর্বসীমান্তে টেবিল ও চেয়ার আছে। বিদ্যাসাগর যখন বসিয়া কাজ করেন, তখন সেইখানে তিনি পশ্চিমাস্য হইয়া বসেন। যাঁহারা দেখাশুনা করিতে আসেন; তাঁহারাও টেবিলের চতুর্দিকে চেয়ারে উপবিষ্ট হন।"১৩

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়ীতে যেতেন। তিনি লিখেছেন—"১৮৮৮ কি ৮৯ সালে...তখন তিনি বৃন্দাবন মল্লিক লেনে নিজ বাড়ীতেই থাকেন। বাড়ী উত্তর দিকে দোতলাতে যে তিনটি ঘর ছিল, পশ্চিমের ঘরে তিনি বসিয়াছিলেন।...বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়ি গেলাম। দেখিলাম—টেবিলের উপরে রাশিকৃত বই কাগজ ছড়ানো রহিয়াছে।"১৪

দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীর পিতৃবন্ধু ছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়। এই সূত্রে জীবনের মধ্যভাগ পর্যন্ত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সান্নিধ্যের সুযোগ লাভ করেন দেবপ্রসাদ সর্বাধি-কারী। তিনি 'স্মৃতি-রেখা' গ্রন্থে বলেছেন :

"বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাদুড়বাগানের বাড়িতে যাইয়া তাঁহার লাইব্রেরী দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতাম; কত যত্নে কত অর্থব্যয় করিয়া কত সময় ও পরিশ্রম সাহায্যে যে সে অদ্ভুত লাইব্রেরী সংগৃহীত হইয়াছিল তাহার ধারণা করা সম্ভব নহে। ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত, জার্মান, ফ্রেঞ্চ সকল ভাষাতেই সব শাস্ত্রেরই গ্রন্থ সংগ্রহ হইয়াছিল; সকল গ্রন্থই বহু অর্থব্যয় করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় বিলাত ও জার্মানী হইতে বাঁধাইয়া আনিতেন।......বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লাইব্রেরীর অন্নাংশ 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে' স্থান পাইয়াছে।"

শশিভূষণ বসু বিদ্যাসাগর স্মৃতি আলোচনা করতে গিয়ে বিদ্যাসাগর গ্রন্থাগার সম্পর্কে লিখেছেন :

"চারি দিকে পুস্তকের আলমারি চকচকে গ্রন্থাদিতে পূর্ণ।...কিন্তু আমি কাচে আবৃত শেলফের পুস্তকগুলির প্রতি বারবার তাকাইতে লাগিলাম। বিদ্যাসাগর মহাশয় আমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, 'এস বই দেখাই', এই বলিয়া এক একটি শেলফ খুলিয়া বই দেখাইতে লাগিলেন। ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন সম্বন্ধীয় পুস্তকাদি বিশেষ বিভাগে সজ্জিত করা হইয়াছে। এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন। সমস্ত পুস্তক একই রকমের বাঁধানো। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন বিলাতের পুস্তক বিক্রেতাদের নিকট এইরূপ বলা আছে, যে, নূতন ভাল পুস্তক বাহির হইলে, তাহারা একরূপ বাঁধাই করিয়া, আমার এখানে পাঠাইবেন দেখিলাম আবর্জিতের বেচবুক, এই সামান্য দরের পুস্তকখানিও অন্যান্য দামী পুস্তকের মতো বাঁধান হইয়াছে। বইখানি কিনতে যে খরচ পড়িয়াছে তাহা অপেক্ষা বাঁধাইয়ের মূল্য অধিক। এই সকল উৎকৃষ্ট গ্রন্থরাজির মধ্যে মধ্যে বসিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার সময় যাপন করিতেন। এত বড় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের পাশ্চাত্য সাহিত্য, ইতিহাস ও দর্শনের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগই তাঁহার প্রকাণ্ড লাইব্রেরী প্রকাশ করিতেছে, তখন এই কথাই মনে আসিতে লাগিল। বইগুলি তাঁহার এতই অনুরাগের ও ভালবাসার সামগ্রী ছিল যে কোন ব্যক্তি ঐ লাইব্রেরীর বই পড়িতে চাহিলে তিনি তাহা কখনই দিতেন না; এই কথাই বলিতেন, উহা দিলে তাঁহার প্রাণে লাগে। উহা না দিয়া তিনি সে পুস্তক একখানি কিনিয়া দিতেও প্রস্তুত হইতেন।"[১৪]

---

১ নন্দিতা চক্রবর্তী—বিদ্যাসাগর
২ দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী—স্মৃতি-রেখা ১৩৪০।
৩ বিহারীলাল সরকার—বিদ্যাসাগর
৪ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—বিদ্যাসাগর
৫ বিহারীলাল সরকার—বিদ্যাসাগর। ১৩২৯। ৫৭৭ পৃঃ।
৬ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—বিদ্যাসাগর। ১৩৭৬। ১৫৯-১৬০ পৃঃ।
৭ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—বিদ্যাসাগর। ১৩৭৬। ৩৮৫ পৃঃ।
৮ পরিষৎ পরিচয় (১ম সং)।...
৯ ইন্দ্রমিত্র—করুণাসাগর। ৬৫১ পৃঃ
১০ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—জীবন স্মৃতি।...
১১ রমেশ দত্ত—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। নব্যভারত। ১২৯৮, ভাদ্র। ২৪৪-২৪৯ পৃঃ।
১২ শ্রীম—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত (৩য়)। ১৩৭৭। ২ পৃঃ।
১৩ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—ভূমিকা। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে। ১৩৩৮।
১৪ শশিভূষণ বসু—বিদ্যাসাগর স্মৃতি। প্রবাসী, ১৩৩৩, শ্রাবণ। ৫৪৮ পৃঃ।

মর্ম্মবাণী পত্রিকার রচনা-পঞ্জী

সঙ্কলক : সুনীল দাস

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আখ্যা-সূচী

৪১তম বার্ষিক সাধারণ সভা এবং কাউন্সিল সভার প্রথম অধিবেশন

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ৪১তম বার্ষিক সাধারণ সভা অন্যতম সহ-সভাপতি শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু মহাশয়ের সভাপতিত্বে বিগত ২৮শে নভেম্বর তারিখে পরিষদ ভবনে অনুষ্ঠিত হয়।

প্রথমে মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ, রাম মোহন বসু, জে. এন. মজুমদার, কাজী নজরুল ইসলাম, নকুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ গ্রন্থাগারকর্মী, গ্রন্থাগার সুহৃদ ও শিক্ষাবিদের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ ও প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

কর্মসচিব শ্রীতুষার কান্তি সান্যাল ১৯৭৫-৭৬ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন সভায় বিবেচনার্থ পেশ করেন। প্রতিবেদনের উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সর্বশ্রী অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়, বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায়, গীতা চট্টোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়, রামরঞ্জন ভট্টাচার্য, সত্যব্রত সেন ও অজয় ঘোষ। সভাপতি শ্রীবসুও প্রতিবেদনের উপর তাঁর গুরুত্বপূর্ণ মত প্রদান করেন এবং বলেন যে শ্রীবিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায়ের আলোচনার সমর্থনে তিনিও মনে করেন, সাংগঠনিক স্বার্থেই সদস্যসংখ্যা হ্রাস সম্পর্কে যথার্থ মূল্যায়ন প্রয়োজন। কর্মসচিব বিভিন্ন সমালোচনার উত্তরে বিভিন্ন দিক সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেন এবং ভবিষ্যত নেতৃত্ব আরও সুষ্ঠুভাবে এবং যোগ্যতার সঙ্গে সংগঠনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন, এই আশাবাদ ব্যক্ত করেন। প্রতিবেদন সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

অতঃপর কোষাধ্যক্ষ শ্রীচঞ্চল কুমার সেন ১৯৭৫-৭৬ সালের পরীক্ষিত হিসাব পেশ করেন। আলোচনায় অংশ গ্রহণ সর্বশ্রী রামরঞ্জন ভট্টাচার্য, সত্যব্রত সেন, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল গুহ ও প্রমীলচন্দ্র বসু। কোষাধ্যক্ষ তাঁর জবাবী ভাষণে জানান যে হিসাবে হয়তো কিছু কিছু খাতকে বিস্তারিত দেখালে ভালো হতো, তবে আয়ব্যয়ের হিসাবের মধ্যে সব কিছুই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। হিসাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

পরবর্তী আলোচ্য তিনকড়ি দত্ত স্মারক পদক প্রদান সম্পর্কে সভাপতি মহাশয় জানান যে বিচারকদের মতে ১৩৮২ বঙ্গাব্দে 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ 'কাদের জন্য গ্রন্থাগার'-এর প্রবন্ধকার শ্রীতরুণ মিত্রকে এই পদক প্রদান করা হবে। শ্রীমিত্র সভায় উপস্থিত না থাকায় এই পদক তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করা হয়।

আগামী বছরের কর্মকর্তা ও কাউন্সিল নির্বাচনের সম্পর্কে কর্মসচিব জানান যে মনোনয়নপত্র জমা, ও পরীক্ষা ও প্রত্যাহারের পর অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, তাতে দেখা যায় যে কাউন্সিলের ব্যক্তিগত সদস্যের ১৫টি পদের জন্য ২৮ জন সদস্য থাকায় সেখানে নির্বাচনের প্রয়োজন হবে। এছাড়া সহ-সভাপতির একটি পদে ও কাউন্সিলের প্রতিষ্ঠানগত সদস্যপদে নদীয়া (১), বাঁকুড়া (১), বীরভূম (১), মুর্শিদাবাদ (১), মেদিনীপুর (১), ও হুগলী (২), জেলায় কোন মনোনয়নপত্র জমা না পড়ায় সেগুলিতেও নির্বাচন প্রয়োজন। পদগুলির জন্য বিভিন্ন প্রার্থীর নাম প্রস্তাব করেন শ্রীতুষার সান্যাল ও সমর্থন করেন শ্রীঅজয় ঘোষ। প্রার্থীরা নির্বাচিত বলে ঘোষিত হন। ইতিপূর্বে কর্মসচিবের বক্তব্য অনুসারে কর্মকর্তা পদে একাধিক প্রার্থী না থাকায় যাঁরা মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন, তাঁদেরকে নির্বাচিত বলে সভাপতি ঘোষণা করেন। (নির্বাচিতদের বিস্তারিত তালিকা অন্যত্র মুদ্রিত)

অতঃপর কাউন্সিলের ব্যক্তিগত সদস্যপদের জন্য নির্বাচন সর্বশ্রী মদনপ্রসাদ সিংহ, অজয়কুমার রায়, দিলীপকুমার বসু ও নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে গঠিত পরিচালন কমিটির পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রাপ্ত ভোটের ভিত্তিতে ১৫

জনকে নির্বাচিত ঘোষণা করা হয় (তালিকা নীচে দেওয়া হল)।

পরিষদের অর্থগ্রাহী কর্মীদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ সংক্রান্ত শ্রীঅজয় ঘোষের প্রস্তাব গ্রহণ করে যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কাউন্সিলে প্রেরিত হয়।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদান্তে সভা শেষ হয়।

নির্বাচিত ব্যক্তিদের তালিকা

সভাপতি :—ফণিভূষণ রায়

সহঃ সভাপতি :—অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় চৌধুরী, প্রবীর চন্দ্র বসু, রামরঞ্জন ভট্টাচার্য, সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়

কর্মসচিব :— বিমল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

যুগ্ম সম্পাদক :—অজয় কুমার ঘোষ

সহঃ সম্পাদক :—শশাঙ্ক কুমার বাগচী

কোষাধ্যক্ষ :—সত্যব্রত সেন

গ্রন্থাগারিক :— তুষার কান্তি সান্যাল

সম্পাদক 'গ্রন্থাগার' :—রামকৃষ্ণ সাহা

সদস্যবৃন্দ (ব্যক্তিগত)

অজিত কুমার ঘোষ, আরতি দত্ত, অরুণ কুমার রায়, আশিস নিয়োগী, অশোক বসু, চঞ্চল কুমার সেন, দেবদাস চট্টোপাধ্যায়, দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়, কিরণ কুমার দত্ত, কালী প্রসাদ, মিনতি চক্রবর্তী, প্রবীর রায় চৌধুরী, প্রদীপ চৌধুরী, প্রভোত কুমার বসু চৌধুরী, সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

(প্রতিষ্ঠান গত)

ধ্রুব সংহতি—বালসী, বাঁকুড়া

নেতাজী সাহিত্য পাঠাগার—কালনা, বর্ধমান

কানাই স্মৃতি পাঠাগার—কলিকাতা

মাইকেল মধুসূদন পাঠাগার—কলিকাতা

জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ—চুঁচুড়া, হুগলী

ত্রিবেণী হিতসাধন সমিতি পাবলিক লাইব্রেরী—ত্রিবেণী, হুগলী

সবুজ গ্রন্থাগার—পঞ্চাননতলা(?), হাওড়া

জেলা গ্রন্থাগার—তমলুক, মেদিনীপুর

বহরমপুর গার্লস কলেজ গ্রন্থাগার—বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

জেলা গ্রন্থাগার— কৃষ্ণনগর, নদীয়া

জেলা গ্রন্থাগার— বিজ্ঞানগর(?), ২৪ পরগণা।

কাউন্সিল সভা

বিগত ১২ই ডিসেম্বর ১৯৭৬, রবিবার, বেলা তিনটায় পরিষদ ভবনে নবনির্বাচিত কাউন্সিল সভার প্রথম অধিবেশন বসে। সভার আলোচ্যসূচী ছিল ১১টি। উল্লেখযোগ্য আলোচ্য সূচী হলো কাউন্সিল সদস্যদের অন্তর্ভুক্তি করণ; কার্যনির্বাহক সমিতির নির্বাচন; বিভিন্ন উপ-সমিতি নির্বাচন; গ্রন্থাগার পত্রিকার অবৈতনিক সহযোগী সম্পাদক নিয়োগ; অডিটর নিয়োগ; গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপন; ১৯৭৬-৭৭ সালের বাজেট; বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন ইত্যাদি।

সভায় সভাপতিত্ব করেন নবনির্বাচিত সভাপতি শ্রীফণিভূষণ রায়।

সভায় ৩৩তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন ১৯৭৭ সালের ফেব্রুয়ারীর শেষ নাগাদ চুঁচুড়ায় হুগলী জেলা গ্রন্থাগারে অনুষ্ঠিত হবে এরূপ স্থির হয়।

কাউন্সিল সভায় তিনজন সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে আলোচনা হয় যে অন্ততঃ একজন কলেজ গ্রন্থাগার থেকে এবং আরেক জন বিদ্যালয় গ্রন্থাগার থেকে সদস্য নির্বাচিত করা উচিত। আলোচনান্তে কলেজ গ্রন্থাগার থেকে শ্রীঅরুণ কুমার আদিত্য এবং বিদ্যালয় গ্রন্থাগার থেকে শ্রীমতি মঞ্জরী বসুকে সদস্য মনোনীত করা হয়।

কার্যনির্বাহক সমিতির সাতজন সদস্যের নির্বাচনের ক্ষেত্রে মোট ৯টি নাম প্রস্তাবিত হয়। এই নির্বাচনে গোপন ব্যালট ব্যবহার করার পর সাতজন সদস্য নির্বাচিত হন।

ভোট গণনায় সাহায্য করেন শ্রীঅজিত ঘোষ ও শ্রীআশিস নিয়োগী (জাতীয় গ্রন্থাগার)। নির্বাচিত সাতজন কার্যকরী সমিতির সদস্য হলেন— সর্বশ্রী হিরণ কুমার দত্ত; অশোক বসু; প্রবীর রায় চৌধুরী, সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়, চঞ্চল কুমার সেন, প্রদীপ চৌধুরী, দেবদাস চট্টোপাধ্যায়।

মেসার্স জর্জ রীড এণ্ড কোংকে আগামী বছরের জন্য হিসাব পরীক্ষক নির্বাচিত করা হয়।

জাতীয় গ্রন্থাগারের শ্রীঅচিন্ত্য মল্লিককে গ্রন্থাগার পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক হিসাবে মনোনয়ন করা হয়।

গ্রন্থাগার দিবসের সভা অনুষ্ঠিত হবে ষ্টুডেন্টস হলে, ২০শে ডিসেম্বর, সোমবার। ঐ দিনই ১৯৭৬ সালের সার্টিফিকেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের অভিজ্ঞান পত্র দেওয়া হবে। গ্রন্থাগার দিবসের কর্মসূচী নিয়ে আলোচনা চলে।

১৯৭৬-৭৭ সালের বাজেট নিয়ে আলোচনান্তে ১,৩৮,৮৯৮.২৩ টাকার বাজেট গৃহীত হয়।

সভায় নিম্নলিখিত উপ-সমিতির গঠিত হবে বলে স্থির হয়।

১। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ
২। গ্রন্থাগার পত্রিকা
৩। গ্রন্থাগার
৪। সাধারণ গ্রন্থাগার
৫। শিক্ষায়তনের গ্রন্থাগার এবং বিশেষ গ্রন্থাগার
৬। অর্থ
৭। ডাইরেক্টরী
৮। ছাত্র সংযোগ
৯। পরিভাষা

এর মধ্যে শেষের তিনটি এ্যাড হক উপ সমিতি অপরগুলি ষ্ট্যান্ডিং উপসমিতি। সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রচলিত নিয়ম হলো সভাপতি কর্মসচিব, কোষাধ্যক্ষ, এবং গ্রন্থাগার সম্পাদক সমস্ত উপ সমিতির এবং গ্রন্থাগারিক 'গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ উপসমিতির' এক্স-অফিসিও সদস্য থাকবেন। নীচে বিভিন্ন উপসমিতির নির্বাচিত সভাপতি সম্পাদক এবং সদস্যদের নাম দেওয়া হলো।

বিভিন্ন উপসমিতির নির্বাচিত সদস্যবৃন্দ

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ

সভাপতি : প্রমীল চন্দ্র বসু
সম্পাদক : হিরণ কুমার দত্ত
সদস্যবৃন্দ : তপন সেনগুপ্ত, অজিত ঘোষ, সুধেন্দু ভূষণ বন্দোপাধ্যায়, চঞ্চল কুমার সেন, প্রবীর রায় চৌধুরী, বিজয় সেনগুপ্ত, অশোক বসু, বিজয় পদ মুখোপাধ্যায় এবং নচিকেতা মুখার্জী।

গ্রন্থাগার পত্রিকা

সভাপতি : সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়
সম্পাদক : রামকৃষ্ণ সাহা
সহযোগী সম্পাদক : অচিন্ত্য মল্লিক
সদস্যবৃন্দ : চঞ্চল কুমার সেন, গীতা চট্টোপাধ্যায়, মিনতি চক্রবর্তী, নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়, প্রদীপ চৌধুরী, রুক্মিণী দাসগুপ্ত।

গ্রন্থাগার

সভাপতি : এম এন নাগরাজ
সম্পাদক : তুষার কান্তি সান্যাল
সদস্যবৃন্দ : অমলাংশু সেনগুপ্ত, অমলেন্দু রায়, অশোক বসু, দেবদাস চ্যাটার্জী, কালিপ্রসাদ, নমিতা ঘোষ, প্রদীপ চৌধুরী, সুধেন্দুভূষণ বন্দোপাধ্যায়।

সাধারণ গ্রন্থাগার

সভাপতি : রামরঞ্জন ভট্টাচার্য
সম্পাদক : অমিয়ভূষণ বন্দোপাধ্যায়
সদস্যবৃন্দ : অমলাংশু সেনগুপ্ত, অনিল কুমার দত্ত, বিশ্বরঞ্জন ভট্টাচার্য, কেশব লাল চক্রবর্তী,

ননী গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শশাঙ্ক কুমার বাগচী, শিবেন্দু রায়, স্বাগতা মুখার্জী, এবং সমস্ত প্রতিষ্ঠানগত সদস্য যাঁরা কাউন্সিলে নির্বাচিত হয়েছেন।

শিক্ষারতদের প্রকাশনা ও বিশেষ প্রকাশনা

সভাপতি : ডঃ আদিত্য কুমার গুহদেদার

সম্পাদক : চঞ্চল কুমার সেন

সদস্যবৃন্দ : অরুণ কুমার আদিত্য, দীপককুমার রায়, গীতা চট্টোপাধ্যায়, জুড়ানকৃষ্ণ সরখেল, কণা ব্যানার্জী, কীর্তিময় চক্রবর্তী, প্রদীপ চৌধুরী সুভাষ চক্রবর্তী, সুচিত্রা গাঙ্গুলী, সুধেন্দু ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধীন্দ্র মিত্র.

অর্থ

সভাপতি : পূর্ণেন্দু প্রামাণিক

সম্পাদক : সত্যব্রত সেন

সদস্যবৃন্দ : সমস্ত উপসমিতির সম্পাদকবৃন্দ।

ছাত্র সংযোগ

সভাপতি : প্রবীর রায় চৌধুরী

সম্পাদক : দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়

সহঃ সম্পাদক : প্রদ্যোত বসু চৌধুরী

সদস্যবৃন্দ : অজয় ঘোষ, অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়, অরুণ গোস্বামী, অরুণ দাস, অরুণ রায়, বুলা বসু, বুলবুল নাগ, চঞ্চল কুমার সেন, দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবদাস চ্যাটার্জী, কিরণ কুমার দত্ত, কালীকৃষ্ণ চক্রবর্তী, কমলেন্দু সরকার, মলয় কুমার রায়, মিনতি চক্রবর্তী, পার্থ চ্যাটার্জী, ফাল্গুনী সেনগুপ্ত, রবিশংকর মুখোপাধ্যায়, রুমা বল, শেফালী রুদ্র, সৌমেন ব্যানার্জী, সুচিত্রা গাঙ্গুলী, শুক্লা চক্রবর্তী, স্বপ্না মজুমদার, তরুণ পাইন।

ডাইরেক্টারী

সভাপতি : তরুণ কুমার মিত্র

সম্পাদক : দেবদাস চট্টোপাধ্যায়

সহ সম্পাদক : মলয় রায়

সদস্যবৃন্দ : অজয় ঘোষ, অমিতা কুণ্ডু, আরতি দত্ত, অমর চট্টোপাধ্যায়, অনন্যা দত্ত, বুদ্ধদেব কর্মকার, দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বপ্না মজুমদার, কালীকৃষ্ণ চক্রবর্তী, প্রদীপ চৌধুরী, রবিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, শুক্লা চক্রবর্তী, দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, ফাল্গুনী সেনগুপ্ত, কমলেন্দু সরকার, অরুণ দাস, নারায়ণ ঘোষ, অরুণ রায়, প্রবীর রায় চৌধুরী, গীতা চট্টোপাধ্যায়, কালী প্রসাদ, অসীম ঠাকুর, অসিত বরণ দাস, জোছনা বসু, শেফালী রুদ্র।

পরিভাষা ও অন্যান্য উপসমিতি

সংবিধান সংশোধন, শিক্ষা ও গবেষণা (Study and Research) এই তিনটি উপ সমিতি গঠনের দায়িত্ব কার্য নির্বাহক সমিতিকে দেওয়া হয়েছে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পরিচালিত
গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সার্টিফিকেট
পরীক্ষার ফল
১৯৭৬

প্রথম শ্রেণী
(গুণানুসারে)

রোল নং — নাম

১৩—রুক্মিণী দাশগুপ্ত
৩৩—গঙ্গারাম ভট্টাচার্য
১৯—ক্ষমা গুপ্ত
১৮—শুভ্রা ঘোষ
২৬—দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়
৭—উৎপলা ভৌমিক
২০—সীমিতা মুখোপাধ্যায়
৩৪—জয়দেব ভট্টাচার্য
৬৫—কমলেন্দু সরকার
৪৬—পিনাকীরঞ্জন দাশগুপ্ত
৯—দেবশিখা চট্টোপাধ্যায়
৬৬—বুদ্ধদেব সেন
১১—শিবাণী চৌধুরী (ভট্টাচার্য)
২৪—অঞ্জলী সরকার
৫৮—তপনকুমার মাইতি
৩০—সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায়
৫২—দীপক ঘোষ
৪৫—অমিত বরণ দাশ
৮৯—মনতোষ কুমার ঘোষ
২৮—শাশ্বত বন্দ্যোপাধ্যায়
১০৩—তপনকুমার মজুমদার
৩৬—অসীমকুমার চক্রবর্তী
১২—কবিতা দাশ
৩৫—সুনীতকুমার বিশ্বাস
৯৬—তপতী ঘোষ
১০২—দেবকুমার চক্রবর্তী
২৯—সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৬—সুমিতা ভৌমিক
৮—নীলিমা চন্দ্র
৬২—মৃন্ময় নন্দী
৬৭—তপনকুমার সেন
১০১—অলোককুমার বিশ্বাস
৩২—অসিত ভট্টাচার্য
৮৬—মণিদীপা দাস
৪০—তাপসকুমার চক্রবর্তী
২৫—সুপ্রিয়া সেনগুপ্ত
৮৮—অনিলকুমার ঘোষ
২২—রমা রায়

দ্বিতীয় শ্রেণী
(রোল নং অনুযায়ী)

রোল নং — নাম

১—বীথি বসু
২—শিখা ভদ্র
৩—তাতা ভাদুড়ী
৫—শুভ্রা ভট্টাচার্য
১০—লতিকা চট্টোপাধ্যায় (মুখোপাধ্যায়)
১৪—আরতি পারেন (রায়)

১৫—গীতা ঘোষ
১৬—কনক ঘোষ
১৭—শিখা ঘোষ
২১—নীলিমা সাহা
২৩—নন্দিতা রায়চৌধুরী
৩৭—চন্দন চক্রবর্তী
৪১—সমীরকুমার চট্টোপাধ্যায়
৪২—সত্যব্রত চট্টোপাধ্যায়
৪৩—তপনকুমার চট্টোপাধ্যায়
৪৭—সুহাস দাশগুপ্ত
৪৮—কিরণময় দত্ত
৪৯—সমীর দত্ত
৫০—অনিলকুমার দে
৫১—নিতাইচন্দ্র ঘটক
৫৩—গোরাচাঁদ ঘোষ
৫৪—বিমলকৃষ্ণ গোস্বামী
৫৫—চিত্তরঞ্জন জানা
৫৬—সুবিমলকান্তি কর্মকার
৫৭—আশিস কুমার মাইতি
৫৯—প্রদীপকুমার মুখোপাধ্যায়
৬০—তুষারকান্তি মজুমদার
৬১—পরিতোষ মণ্ডল
৬৩—প্রণব রায়
৬৪—তপনকুমার সান্যাল
৬৮ এন ৭৪—চন্দনা চক্রবর্তী
৬৯ এন ৭৪—তিমিরবরণ চক্রবর্তী
৭০ এন ৭৪—সুধীরকুমার কর্মকার
৭১ এন ৭৫—দীপালী ভট্টাচার্য
৭২ এন ৭৫—হারাধন ভট্টাচার্য
৭৩ এন ৭৫—নীলিমা ভৌমিক (গঙ্গোপাধ্যায়)
৭৪ এন ৭৫—বাণী চক্রবর্তী
৭৫ এন ৭৫—গোপালচন্দ্র দাস
৭৬ এন ৭৫—নীলরতন দাস
৭৭ এন ৭৫—নন্দিতা দাশগুপ্ত
৭৮ এন ৭৫—দীপালী দত্ত
৭৯ এন ৭৫—টমাস জন
৮০· রমেন্দ্রনাথ ধর
৮২—বিষাণ মুখোপাধ্যায়
৮৩—কল্যাণ কুমার পালিত
৮৫—মানসকুমার সাহু
৮৭—রেণুকণা দে
৯১—কণিকা ভৌমিক
৯৩—সুশীল প্রামানিক
৯৪—ভারতী কুণ্ডু
৯৫—অশোককুমার ঘোষ
৯৭—তপনকুমার সাহা
৯৮—শিবনাথ নিয়োগী
১০০—স্বপন বেরা
১০৮—মৃণালকান্তি সরকার
১০৫—আশিস সাহা

উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ সাধারণ গ্রন্থাগার : পাঠকচক্র : শিশু উৎসব

উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ সাধারণ গ্রন্থাগার পাঠকচক্রের পরিচালনায় গ্রন্থাগার প্রাঙ্গনে আগামী ২৩শে ডিসেম্বর থেকে ২রা জানুয়ারী পর্যন্ত ১১ দিন ব্যাপী বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, প্রদর্শনী, শিক্ষামূলক বক্তৃতা ও আলোচনা, আবৃত্তি প্রতিযোগীতা, ক্রীড়া প্রতিযোগীতা ইত্যাদি অনুষ্ঠানের মধ্যে শিশু উৎসব অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এই শিশু উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষের কথা মনে রেখে। উৎসবের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহন করবে পুরাঙ্গিনী (কলকাতা), ক্যালকাটা ইউথ প্যাপেট, এম. জি. এন্টারপ্রাইজ, এ. সি. সরকার (যাদু প্রদর্শনী), শিশু রঙ্গমহল, সব পেয়েছির আসর চিল্ড্রেনস্ অপেরা গ্রুপ, শিশু রঙ্গন, এবং গ্রন্থাগারের শিশু বিভাগ সহ প্রখ্যাত নাট্য-সংস্থাগুলি। পশ্চিমবঙ্গ সহ অন্যান্য রাজ্যের বিভিন্ন শিশু-সংস্থা এই উৎসবে অংশ গ্রহন করার সম্মতি জানিয়েছেন।

এই উৎসবের দর্শনী থেকে উদ্বৃত্ত অর্থ গ্রন্থাগারের শিশু বিভাগের উন্নয়ন কল্পে ব্যয়িত হবে।

২৩শে ডিসেম্বর শিশু উৎসবের উদ্বোধন করবেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রী এ. এল. ডায়াস। উৎসব সমিতির সভাপতিত্ব করছেন পশ্চিমবঙ্গের শ্রমমন্ত্রী ডাঃ গোপাল দাস নাগ। এবং পৃষ্ঠপোষকতা করছেন বর্ধমান বিভাগের কমিশনার শ্রী জ্যোতিষ চন্দ্র সেনগুপ্ত।

ENGLISH ABSTRCTS

BIJAYA BANDOPADHYAAY. ***Textbook library*** Discusses about the present problems of a textbook library particulary of Day Students' Home. Students' attitude, towards library and library wokers' attitude towards students and library service are discussed. Students involvement in different functions of the library are mentioned. Commented on the dramas those are Continuing in different libraries calcutta those run to Trust bodies an not creating congenial atmosphure for study and rading.

SANTOSH KUMAR BASAK. ***Vidyasayar : his anecdotes about his books and library.***

Described some anecdotes about his library and love for books. His fascination, was to purchase new books directly from foreign countris with an instruction to bound those volumes in a particular pattrw. Past of his collection is preserved in Bang'ya Sahitya Parishad.

News from libraries Pallisri Pathagar, Hirapur, Howra. Revelutionary Poet Kazi Nazrul Islam was.

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্য তালিকা (৮) : মেদিনীপুর মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া

MIDNAPORE

882. Biswanath Santra
Ghatal R. S. Mahavidyalay
P.o. Ghatal, Dist. Midnapore (7/76)

883. Pr mendrasundar Sarangi
P.o. Bhupatinagar
Dist. Midnapore (3/75)

884. Santwana Sarkar
C/o. Samatul Sarkar
Vill. Basurtora P.o. Jhargram
Dist. Midnapore (4.75)

885 Bharati SenGupta
Qr. No. C-56, I. I. T.
Kharagpur-2
Dist. Midnapur (7/76)

886 Sachinandan Sen Gupta
Librarian
Inda, Kharagpur
Dist. Midnapore (4/76)

887 Sujit Sen Gnpta
C/o, A. M. Sen Gupta. Advocate
Manoharchak, P. o. Contai
Dist. Midnapore

MURSHIDABAD

888 Bansabati Union Library
P.o. Bansabati, Dist. Murshidabad (7/75)

889 Berhampore Girls College Library
183, Chittaranjan Das Rd
P. o. Berhampore
Dist. Murshidabad (8/76)

890 Dakshingram Palli Unnayan Samity Library
P. o. Dakshingram
Dist. Murshidabad (8/76)

891 Hasanpur Milani Sangha
P. o. Hasanpur
Dist. Murshidabad (8/75)

892 Jalangi Kishore Sangha Pathagar
Jalangi
Dist. Murshidabad (7/76)

893 Jayhind Pathagar
P. o. Kandi
Dist. Murshidabad (10/75)

894 Kagram Nabarun Sangha Pathagar
P. o. Kagram
Dist. Murshidabad (1/74)

895 Kandi Sadharan Pathagar
P. o. Kandi
Dist. Murshidabad (6/74)

896 Lalgola N. N. Academy (Pub. Lib)
Lalgola
Dist. Murshidabad (1/74)

897 Netaji Ashram Charka Sangha Pathagar
P. o. Gangin
Dist. Murshidabad (12/75)

Ramendra Sundar Smriti Pathagar
P. o. Jems Kandi
Dist. Murshidabad (4/75)

899 Ramkrishna Mission Library
P. o. Sargachi Ashram
Dist. Murshidabad (3/73)

900 Kana Banerjee
141, Lal Dighi East, P.o. Berhampore
Dist. Murshidabad (8/76)

901 Amal Ranjan Baral
P.o. Jiagunj, Dist. Murshidabad (4/76)

902 Debiprasad Bhattacharjee
P.o. Jiaganj, Dt. Murshidabad (4/76)

903 Sanat Kumar Chakraborty
P.o. Jiaganj, Dt. Murshidabad (4/76)

904 Prafulla Kumar Das
Librarian, Kanchantala Palli Kalyan
Gandhi Ashram Rural Library
P.o. Dhulian, Dt. Murshidabad (4/76)

905 Debabrata Dhar
'Bidisha', Madhupur Road
P.o. Berhampore,
Dt. Murshidabad (2/74)

906 Sabita Prasad Dubey
Sripat Singh College
P.o. Jiaganj, Dt. Murshidabad (9/75)

907 Brajadulal Goswami
P.o. Jagtai, Via. Nimtita
Dt. Murshidabad (4/75)

908 Priti Kumar Roy Chaudhury
P.o. Jiaganj, Dt. Murshidabad (4/76)

909 Ananda Gopal Sarkar
Bhattapara, P.o. Jiaganj
Dt. Murshidabad (6/76)

910 Santosh Kumar Sarkar
Librarian D N College
P.o. Aarangabad
Dt. Murshidabad (4/73)

NADIA

911 B P C Institute of Technology
Krishnagar, Dt. Nadia (11/76)

912 Basanta Smriti Pathagar
P.o. Chakdaha, Dt. Nadia (1/75)

913 Dakshinpara Vivekananda Gramin Granthagar
P.o. Dakshinpara, Dt. Nadia (6/76)

914 Jagarani Sadharan Pathagar
Bishnupur, P.o. Purba Bishnupur
Via. Chakdaha, Dt. Nadia (3/76)

915 Krishnagnr Public Library
P.o. Krishnagar, Dt. Nadia (6/74)

916 Nabanwip Adarsha Pathagar
Boral Ghat, Nabadwip
Dt. Nadia (4/76)

917 Nadia District Library
Ghurni, P.o. Krishnagar
Dt. Nadia (6/76)

918 Ranaghat Public Library
Subhas Avenue
P.o. Ranaghat, Dt. Nadia (6/73)

919 Sadharan Pathagar
P.o. Madanpur, Dt. Nadia (6/76)

920 Santipur Public Library
Santipur, Dt. Nadia (5/73)

গ্র ন্থা গা র

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মাসিক মুখপত্র

গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রতি

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সংবাদ প্রকাশে আমরা আগ্রহী। গ্রন্থাগারের বিভিন্ন সংবাদ কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টভাবে লিখে সম্পাদকের নামে পাঠান।

পাঠকদের প্রতি

'গ্রন্থাগার' পত্রিকা আপনাদের কেমন লাগছে, কোথায় তার ত্রুটি-বিচ্যুতি, কেমন হলে ভালো হতো নিঃসংকোচে জানান। আপনাদের পরামর্শ যতটা সম্ভব গ্রহণের জন্য চেষ্টা করা হবে।

লেখকদের প্রতি

বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগার আন্দোলন, গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান এবং গ্রন্থাগারের সাথে সংশ্লিষ্ট বিবিধ বিষয়ে রচিত প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য আমরা খুবই আগ্রহান্বিত। প্রতিষ্ঠিত লেখক বিবেচ্য নয়, মূল্যবান লেখা-ই আমরা প্রকাশ করতে চাই। পত্রিকায় প্রকাশের জন্য প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টরূপে লিখে সম্পাদকীয় দপ্তরে পাঠান। আপনার লেখার সাথে সংক্ষিপ্তাকারে English abstract পাঠালে ভালো হয়। বর্তমানে প্রতিটি লেখার English Abstract আমরা প্রকাশ করে থাকি।

প্রকাশকদের প্রতি

'গ্রন্থাগার' পত্রিকা পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সমস্ত গ্রন্থাগারে, ভারতের কয়েকটি বিশিষ্ট গ্রন্থাগারে—এমন কি বিদেশের কয়েকটি গ্রন্থাগারেও নিয়মিত পৌছায়। সুতরাং 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া আপনাদের পক্ষে লাভজনক। বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী মলাটের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন।

আমরা গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্পর্কিত এবং বিভিন্ন রেফারেন্স বইয়ের (Encyclopaedia, Dictionary, Directory, Guide Book etc) সমালোচনা নিয়মিতভাবে প্রকাশ করবার ইচ্ছা রাখি। আপনাদের প্রকাশিত বইয়ের প্রচারের জন্য পুস্তক আলোচনা বিভাগে দু'কপি পাঠান।

সম্পাদক, গ্রন্থাগার
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
পি-১৩৪, সি, আই, টি, স্কীম ৫২
কলিকাতা-৭০০০১৪
(ফোন : ৪৪-৮২৬৬)

LICENCE No. [illegible]
Postal Regd No. WBCT—[illegible]
Regd No. RN/2674/57

Vol. [illegible] : No. [illegible]
[illegible]

GRANTHAGAR

(The monthly organ of the Bengal Library Association devoted to the advancement of Library Science & Library Movement in West Bengal)

All payments should be sent to :

The Secretary
Bengal Library Association
Central Library,
Calcutta University
Calcutta-700073

All correspondence and papers for publication should be addressed to :

The Editor, Granthagar
Bengal Library Association
P-134, CIT Scheme No. 52
Calcutta-700014
Phone : 44-8565

ENGLISH ABSTRCT of few articles will be published in the next issue.

Published by : Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University, Cal-73

Printed by : Sourendramohan Gangopadhyay at the MUDRANEE [illegible], Bipin Behari Ganguly Street, Calcutta-700012

Editor : Ramkrishna Saha

Associate Editor : Achintya Mullick

If undelivered please return to :
Bengal Library Association
P-134, C.I.T. Scheme 52
[illegible]

২৩ বর্ষ, সংখ্যা ৯ | পৌষ, ১৩৮০

সূচী

বার্ষিক চাঁদা—১৪·০০ | সম্পাদক : রামকৃষ্ণ সাহা | প্রতি সংখ্যা ১·৫০

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

পি-১৩৪, সি. আই. টি. স্কীম ৫২, কলিকাতা-১৪।

(ফোন : ৪৪-৮৫৩৬)

সম্পাদক—রামকৃষ্ণ সাহা　　　　সহযোগী সম্পাদক—অচিন্ত্য মল্লিক

বর্ষ ২৬, সংখ্যা ৯　　　　পৌষ, ১৩৮৩

সম্পাদকীয়

রীতি বজায় রেখে এবারও গ্রন্থাগার দিবস ও সপ্তাহ উদযাপিত হয়ে গেল। কেন্দ্রীয় জনসভায় কয়েকটি প্রস্তাব উত্থাপন সূত্রে প্রশ্ন উঠে যে বারংবার এই ধরণের প্রস্তাব গ্রহণের সার্থকতা কোথায়। এ প্রশ্নের উত্তর পত্রিকার পূর্ববর্তী বছরগুলি দেখলেই পাওয়া যায়। যে সময় থেকে ২০ ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস উদযাপনের সূত্রপাত হয় সেই সময় থেকে বিভিন্ন বছরে গৃহীত প্রস্তাবগুলি সময়ের আবর্তনে অনেকাংশেই রূপায়িত হয়েছে সেই সঙ্গে প্রস্তাবেরও পরিবর্তন ঘটেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে স্কুল গ্রন্থাগারের অস্তিত্বই যখন ছিল না তখন থেকেই পরিষদ স্কুল গ্রন্থাগারের দাবি জানিয়ে এসেছেন। আশানুরূপ উন্নতি না হলেও আজ শতাধিক স্কুলে গ্রন্থাগারের সংস্থান ঘটেছে। সাধারণ গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রেও কিছু কিছু পরিবর্তন যে ঘটেছে সেকথা অস্বীকার করা যায় না।

একথা বলার অর্থ আদৌ এই নয় যে আমরা এই স্বল্প পরিবর্তন ও মন্থর উন্নয়ন প্রয়াসে আত্মতুষ্ট আছি। গ্রন্থাগার দিবস ও সপ্তাহের প্রধান কাজ হল একাদিকে যেমন অতীতের বিশ্লেষণ ও বর্তমানের পর্যালোচনা তেমনি আগামী দিনের জন্যে সংকল্প গ্রহণ এবং তারসাথে আত্মসমালোচনা।

প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে গ্রন্থাগার উন্নয়নের বর্তমান মন্থরতার কারণ কি এবং কিভাবেই বা এ আন্দোলনে আরও বেগ সঞ্চার করা যায়। সমালোচনার বিষয় হিসাবে গ্রন্থাগার দিবস নিয়েই আত্মসমালোচনা শুরু করা যাক।

সাধারণতঃ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ একটি কেন্দ্রীয় সভার আয়োজন করে। তাতে প্রত্যেক গ্রন্থাগার কর্মীরই সুবিধাভিত্তিক অংশগ্রহণের নৈতিক দায়িত্ব থাকে। কিন্তু এবার মনে হয়েছে যে গ্রন্থাগার দিবস নিষ্প্রাণ—একটি নিত্যকর্মের সামিল সেখানে বাহ্যিক আকর্ষণ হয়ত কিছু ছিল—কিন্তু ছিল না গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রাণের পরশ। মনে হয়েছে আমাদের সব সমস্যা মিটে গেছে। আর আমাদের কোন দাবী দাওয়া যেন নেই। এ কিসের ইঙ্গিত? এ কি গ্রন্থাগার কর্মীদের সংগে গ্রন্থাগার সংগঠনের বিচ্ছিন্নতার লক্ষণ? যদি তাই হয়ে থাকে তবে গ্রন্থাগার কর্মীদের সংগে সংগঠনের অধিকতর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের জন্য নতুন পথনির্দেশের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই।

'গ্রন্থাগার দিবস'-এর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো জন সাধারণের সংগে গ্রন্থাগারের একটি সম্পর্ক স্থাপন করিয়ে

দেওয়া। সেদিনের সভায় জনসাধারণের উপস্থিতির সংখ্যা অবশ্যই কোন আশারই সঞ্চার করে না। অর্থাৎ জনসংযোগের দিকটাও উপেক্ষিত।

অভিযোগ এসেছে 'গ্রন্থাগার দিবসে' গৃহীত প্রস্তাবগুলির অভ্যাসিক পুনরাবৃত্তিকরণের। অর্থাৎ প্রতিবছর একই প্রস্তাব পঠিত এবং গৃহীত হয়েছে এবং এর কোন তারতম্য ঘটেনি এবারেও। কিন্তু আমাদের কাছে এ কৈফিয়ৎ অনেকেই দাবী করেন যে এগুলোর প্রয়োগ কবে হবে।

অভিযোগগুলি উড়িয়ে দিচ্ছি না। কিন্তু অনুরোধ করছি পশ্চিমবাংলার গ্রন্থাগারগুলির বাস্তব অবস্থার দিকে একবার দৃষ্টি ফেরাবার। উল্লাস আসে না আসে মনের নিভৃত কোণে এক বেদনা।— বুঝতে পারা যায় সবই কিন্তু ভিন্ন পথের সন্ধান পাওয়া যায় কোথায়?

১৯৫৮-১৯৬২ সালে ডঃ রঙ্গনাথনের প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব গ্রন্থাগার কর্মীদের সামনে এক সুযোগ এনে দিয়েছিলো। পশ্চিমবাংলা যা নাকি সারাভারতের গ্রন্থাগার আন্দোলনের এক পীঠস্থান সেখানে এর বহিঃপ্রকাশ দেখি এক বাস্তব চিত্রে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন যে চাপসৃষ্টি করেছে তার ফলে পশ্চিমবাংলা তো বটেই সারাভারতের গ্রন্থাগার আন্দোলন দুইধাপ পিছিয়ে পড়লো। এর প্রতিরোধ কোথায়?

বিদ্যালয়গুলিতে সর্বসময়ের জন্য গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত করতে হবে—এ বক্তব্য তত্ত্বগতভাবে কেউই অস্বীকার করেন না এমন কি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়ও নন। কিন্তু এর ব্যাপক প্রয়োগের দিকটাতেই যাবতীয় গোলমাল দেখা দেয়। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এককভাবে সারা জীবন তপস্যা করলেও এ দাবী মেটাতে পারবে কিনা এ বিষয়ে দ্বিমত থাকা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু শিক্ষক সংগঠন, শিক্ষাকর্মচারী সংগঠন এবং গ্রন্থাগার পরিষদের সম্মিলিত শক্তিই যে একে ব্যাপক প্রয়োগের পথে ঠেলে দিতে পারে এ মতের সমর্থকও হয়তো কম নয়।

বিভিন্ন দিক পর্যালোচনায় হয়তো গভীরতর অবস্থার সাক্ষাৎ মিলতে পারে কিন্তু সফলতার সাক্ষাৎ মিলবে হয়তো পশ্চিমবাংলায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত গ্রন্থাগারকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ করণে। কিন্তু এক্ষেত্রে বাস্তব অবস্থা কি? সবচেয়ে বেশী সুযোগ যেখানে অর্থাৎ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষালয়গুলি যেখানেও এ সমস্যাগুলির পর্যালোচনা করা হয় কতটা? গ্রন্থাগার আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের সংগে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষালয়গুলির যোগসূত্র স্থাপন করা প্রয়োজন। এখানেই ভাবী গ্রন্থাগারকর্মীরা অবহিত হবেন তাঁদের বর্তমান পরিস্থিতির ও ক্রমবর্ধমান বিপদ এবং সেগুলিকে মোকাবিলা করার মানসিক প্রস্তুতির। এ কাজেও আগ্রহের অভাব এবং সন্দেহপ্রবণতায় আচ্ছন্ন। এছাড়া সুযোগ সন্ধানীদের বিচ্ছিন্নকরণের দায়িত্বকেও অস্বীকার করার উপায় নেই।

তাই আজ গ্রন্থাগার দিবসের ডাক একটিই হওয়া উচিত—পশ্চিমবাংলার সমস্ত বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগার কর্মী এক হও; গড়ে তোল সম-শ্রেণীর সংগঠনগুলির সাথে ঐক্যাত্মিক বন্ধন; শিক্ষা আন্দোলনের সংগে ও জনসাধারণের ভিন্ন ভিন্ন সেক্টরগুলির সংগে গ্রন্থাগারের সম্পর্ক দৃঢ় করো; প্রত্যেক গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগার আন্দোলন বিকাশিত করো; গ্রন্থাগার আন্দোলন জাতীয় আন্দোলন হিসাবে গড়ে তোল।

শোক সংবাদ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের (১৯৭৬) ছাত্র শ্রীতুষার মজুমদারের আকস্মিক অকাল মৃত্যুতে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ শোকাহত। আমরা তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সহানুভূতি জানাই।

শ্রীমান তুষার ১৯৫৫ সালে জন্মগ্রহণ করে, ১৯৭১ সালে প্রথম বিভাগে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। ১৯৭৪ সালে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। ১৯৭৬ সালে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সার্টিফিকেট পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় অভিজ্ঞান পত্র বিতরণের দিন তাঁর মৃত্যু সংবাদ সমাবর্তন সভায় জানা যায়। সভায় প্রারম্ভে মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য দু'মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

সার্বদশমিক বর্গীকরণ : 1—দর্শন

বিমল কান্তি সেন
ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল সায়েন্টিফিক ডকুমেন্টেশন সেন্টার। নয়াদিল্লী।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

দর্শন সম্বন্ধীয় বইপত্র বর্গীকরণ করতে গেলে একটা জিনিষ সহজেই নজরে আসে, সে হল কতকগুলো বই কেবলমাত্র দর্শনের বিষয়বস্তু নিয়েই রচিত, যেমন Introduction to philosopy, A textbook of philosophy ইত্যাদি। আবার কতকগুলো বই কোন একটা বিষয়ের দর্শনের উপর রচিত। যেমন গণিতের দর্শন, পদার্থবিদ্যার দর্শন, ইত্যাদি। দ্বিতীয় পর্যায়ের বইগুলোর জন্ত অনেক ক্ষেত্রে তালিকায় বর্গসংখ্যা দেওয়া আছে যেমন ; 51.01-গণিতের দর্শন, 7.01- ললিত কলার দর্শন, ইত্যাদি। আবার অনেক ক্ষেত্রে নেই। যেমন বিজ্ঞানের দর্শন ; পদার্থবিদ্যার দর্শন ইত্যাদি। এই ধরণের বই বর্গীকরণ করতে হলে আমাদিগকে কোলন চিহ্নের সহায়তা নিতে নিতে হয়। আমরা জানি বিজ্ঞানের বর্গসংখ্যা 5 এবং দর্শনের 1, অতএব বিজ্ঞানের দর্শনের বর্গসংখ্যা 5:1, অনুরূপে পদার্থবিদ্যার দর্শনের বর্গসংখ্যা 53 : 1 ; জীববিদ্যার দর্শনের বর্গসংখ্যা 57 : 1 ইত্যাদি।

দর্শনের যে সমস্ত সংজ্ঞা রয়েছে তার মধ্যে একটি হল a discipline comprising logic, aesthetics, ethics, metaphysics and ep stemology (Webster)। সংজ্ঞায় লিপিবদ্ধ সমস্ত বিষয়গুলো 1 এর মধ্যেই স্থান পেয়েছে। 1 এর অধীনে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে সেটি হল মনোবিদ্যা।

থেলস (Thales) থেকে শুরু করে বিশ্বের বহু মনীষী বিচার বুদ্ধির কঠোর পথ ধরে সত্যের অনুসন্ধান করেছেন। তাঁদের সেই সত্যের অনুসন্ধানই জন্ম দিয়েছে বিভিন্ন দর্শনের। তাই দর্শনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দার্শনিক চিন্তাধারার সংগে জড়িয়ে গেছে দার্শনিকের নাম। Aristotelian philosophy, Platonic Philosophy, Hegelian philosophy ইত্যাদি হচ্ছে এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই ধরণের বর্গসংখ্যা গড়ার জন্ত দর্শনের বর্গসংখ্যার সাথে দার্শনিকের নামটিও জুড়ে দিতে হয়। উদাঃ 1 Aristotle = Aristotelian philosophy, 1 Hegel = Hegelian philosophy ইত্যাদি। 19 তেও এ ধরণের দর্শনের বই বর্গীকৃত করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে 19 Aristotle হবে Aristotelian philosophy আর 19 Hegel হবে Hegelian philosophyর বর্গসংখ্যা। বইগুলো 1এ না 19এ বর্গীত হবে সে সিদ্ধান্ত নিতে হবে বর্গীকরণিককে স্বয়ং।

দর্শনের বিকাশ বিশ্বের কোনও একটি নির্দিষ্ট দেশে বা সময়ে সীমাবদ্ধ থাকে নি। এর বিকাশ ঘটেছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে। তাই আমরা ভারতীয় দর্শন, গ্রীক দর্শন, চৈনিক দর্শন ; ইত্যাদি বিষয়ের বইপত্র যেমন পাই, ঠিক তেমনি পাই প্রাচীন দর্শন, মধ্যযুগের দর্শন, আধুনিক যুগের দর্শন ইত্যাদি বিষয়ের বই। স্থান এবং সময় সহায়িকা (Space & Time auxiliaries) ব্যবহার করে এ সমস্ত বিষয়ের বর্গসংখ্যা আমরা সহজেই পেয়ে যাই। উদাহরণ :

1 (34)—ভারতীয় দর্শন [1—দর্শন, (34)—প্রাচীন ভারত]

1 (38)—গ্রীক দর্শন, [1—দর্শন, (38)- প্রাচীন গ্রীস]

1 "04/14"—মধ্যযুগের দর্শন [1—দর্শন, "04/14"—মধ্যযুগ]

অ্যারিস্টোটলীয় দর্শন, হেগেলীয় দর্শন, ইত্যাদির বেলায় আমরা দেখেছি দুটি করে বর্গসংখ্যা সম্ভব। অনুরূপে দর্শনের ইতিহাসেরও দু'টি বর্গসংখ্যা সম্ভব। 1(091) এবং 19। দর্শনের ইতিহাসের বই 1(091) কিংবা 19, যে কোন জায়গায় রাখা যেতে পারে, তাতে ভুলের সম্ভাবনা নেই। তবে একটি গ্রন্থাগারে এই দুটি বর্গসংখ্যার যে কোন একটিতেই বইপত্র বর্গীত হওয়া উচিত। দুটি সংখ্যাতেই বইপত্র বর্গীত হলে একই বিষয়ের বই অযথা দুই জায়গায় ছড়িয়ে পড়বে।

মহাবিশ্ব এবং তার অন্তহীন বৈচিত্র্য মানুষকে ভাবিয়েছে চিরদিন। এই মহাবিশ্বের কি আদি অন্ত আছে? কীভাবেই বা এর সৃষ্টি হল? নক্ষত্র গ্রহ, উপগ্রহ, নীহারিকা এরাই বা এল কোথা থেকে? প্রত্যেকটি জ্যোতিষ্ক গতিই বা পেল কোথা থেকে? সময় কী? কীভাবেই বা এর ব্যাখ্যা করা চলে? এই ধরণের আরও কত প্রশ্ন? এর উত্তর দার্শনিকেরা যেমন খুঁজেছেন, তেমনি খুঁজেছেন বিজ্ঞানীরা' ফলে সৃষ্টি হয়েছে মহাবিশ্বতত্ত্বের(Cosmology)। এই বিষয়টি অতি স্বাভাবিক কারণেই দর্শনের এবং জ্যোতির্বিদ্যার ঘরে স্থান পেয়েছে যথাক্রমে 113 এবং 523.1এ।

কাজেই মহাবিশ্বতত্ত্বের বইপত্র বর্গীকরণের বেলায় বর্গীকরণকে সতর্ক হতে হয়। দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে লেখা মহাবিশ্বতত্ত্বের বই বর্গীত হয় 113এ, আর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে লেখা মহাবিশ্বতত্ত্বের বই বর্গীত হয় 523.1. মহাবিশ্বতত্ত্বের অনেক বইয়ে দার্শনিক চিন্তাধারা এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা দুটোরই উপস্থিতি থাকা সম্ভব। সে সমস্ত বই 113+523.1এর বর্গীত করা ভালো।

মহাবিশ্বতত্ত্বের * প্রত্যেকটি বিভাগও, যেমন দেশ (space), কাল, দেশ-কাল, (space-time), গতি, বস্তু, বল, শক্তি—দর্শন এবং বিজ্ঞান এই দুই বিষয়েই স্থান পেয়েছে। কাজেই এই সমস্ত বিষয়ের বইপত্র বর্গীকরণ করার বেলায় সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন আছে। বর্গীকরণিকদের কাজ সহজ করার জন্য মহাবিশ্বতত্ত্বের বিভিন্ন বিভাগের বর্গসংখ্যা দর্শন এবং বিজ্ঞানের ঘরে যা যা দেওয়া আছে, এখানে তা লিপিবদ্ধ করা হল:

বিষয়	দর্শনের ঘরের বর্গসংখ্যা	বিজ্ঞানের ঘরের বর্গসংখ্যা
মহাবিশ্বতত্ত্ব	113	523.1
দেশ (space)	114	531.111
কাল এবং দেশকাল	115	531.111
গতি	116	531.112
বস্তু	117	539.54
বল ও শক্তি	118	531.211, 531.6 ইত্যাদি।

অধিবিদ্যা ও তত্ত্ববিদ্যার অন্যান্য বর্গসংখ্যাগুলি হল:

122—হেতুবাদ (causality)

124—উদ্দেশ্যবাদ (teleology)

125—অসীম ও সসীম

128—আত্মা (জীবন ও মৃত্যু)

129—নিয়তি (Destiny)

13—মন এবং আত্মা সম্বন্ধীয় দর্শন

133—অপরসায়ণ, জ্যোতিষ-শাস্ত্র (astrology), যাদুবিদ্যা, হস্তরেখাবিদ্যা, ইত্যাদি।

133.9—আধ্যাত্মবাদ (spiritualism)

14 দার্শনিক তন্ত্র (system), মতবাদ ইত্যাদি

141—বিশেষ তন্ত্র ও দৃষ্টিভঙ্গি, দার্শনিক, মতবাদ ইত্যাদি।

141.12—জড়বাদ

141.13—ভাববাদ

141.131—প্লাটোর দার্শনিক মত ইত্যাদি

159.9—মনোবিদ্যা

মনোবিদ্যার বইপত্র বর্গীকরণ করতে গিয়ে অনেক সময় অসুবিধার সৃষ্টি হয়। কারণ এই বিষয়টির সংগে রয়েছে

শারীরবৃত্ত (physiology) এবং চিকিৎসাবিদ্যার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। তাই এ নিয়ে এখানে একটু আলোচনা দরকার। মনের দু'টি অবস্থা আছে। এক তো স্বাভাবিক, অপরটি রুগ্ন বা অসুস্থ। আমাদের দেহের মত মনেরও নানারোগ আছে, যেগুলোকে আমরা মনোরোগ বলে অভিহিত করি।

মনের বিকাশ, বৌদ্ধ ক্ষমতা, প্রতিভা, মস্তিষ্ক, সংবেদী প্রত্যক্ষণ (sensory perception), আবেগ, স্মৃতি চিন্তা, নিদ্রা, স্বপ্ন, মনোমিতি (psychometry), অস্বভাবী মনোবিদ্যা (abnormal psychology) সবই 159.9 এই বর্গসংখ্যার অধীনস্থ বিভিন্ন বর্গসংখ্যায় বর্গীত হয়।

মস্তিষ্ক আছে বলেই মন আছে। কাজেই মনোবিদ্যার সংগে মস্তিষ্কের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। মস্তিষ্ককে আমরা শারীরস্থান (anatomy), শারীরবৃত্ত এবং চিকিৎসা বিভাগেও দেখতে পাই। এবারে দেখা যাক মস্তিষ্কের কোন কোন দিকের (aspect) অধ্যয়ন কোন বিষয়ের আওতায় পড়ে। যখন মনস্তাত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে মস্তিষ্কের আলোচনা হয়, তখন নিঃসন্দেহে সেটা মনোবিদ্যার বিষয়। যখন দেহে মস্তিষ্কের অবস্থান, আকৃতি, ওজন, আয়তন, ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা হয়, তখন সেটা শারীরস্থানের বিষয় (বর্গসংখ্যা 611.81) শুধু মনের ব্যাপারে নয় সমগ্র শরীরকে পরিচালনা করার ব্যাপারে মস্তিষ্কের যে ভূমিকা, সেটা যখন আলোচিত হয়, তখন সেটা শারীরবিদ্যার বিষয়। এবং তখন মস্তিষ্কের বর্গসংখ্যা 612.82। যখন মস্তিষ্কের রোগ নিয়ে আলোচনা হয়, তখন সেটা রোগতত্ত্বের বিষয়। এখানে একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে মস্তিষ্কের রোগ আর মনোরোগ এক জিনিষ নয়। সমস্ত মনোরোগই মস্তিষ্কের রোগ, কিন্তু সমস্ত মস্তিষ্কের রোগ মনোরোগ নয়। মস্তিষ্কের অর্বুদ (tumour), মস্তিষ্কের স্ট্রোক, মৃগী, ইত্যাদি মস্তিষ্কের রোগ, কিন্তু মনোরোগ নয়। মস্তিষ্কের রোগের বর্গসংখ্যা 616.831 আর মনোরোগের বর্গসংখ্যা 616.89

অনেক সময় মনোবিদ্যার বইয়ে মনোরোগের অল্পসল্প বিবরণ থাকে। মনোরোগের বইতে মনোবিদ্যার কিঞ্চিৎ বর্ণনা থাকাও বিচিত্র নয়। এসব ক্ষেত্রে '+' চিহ্ন দিয়ে বর্গসংখ্যা গড়ার প্রয়োজন নেই। তাতে বর্গসংখ্যা অহেতুক দীর্ঘ হয়। একটি বইয়ে দুটি বিষয়ই যদি মোটামুটি সমান সমান গুরুত্ব পায় কিংবা গৌণ বিষয়টিরও যদি মোটামুটি ভালো আলোচনা থাকে, তবে '+' চিহ্ন দিয়ে বর্গসংখ্যা গড়া উচিত।

মনোবিদ্যার মুখ্য বিভাগগুলো বর্গসংখ্যাসহ এখানে দেওয়া হল।

159·91—শারীরবৃত্তীয় দিক (physiological aspect)। মানসিক স্বাস্থ্য।

159·92—মানসিক বিকাশ, ক্ষমতা, বৌদ্ধ, প্রতিভা।

159·93—সংবেদী প্রত্যক্ষণ। মনোমিতি। মনোপদার্থবিদ্যা।

159·94—কার্যনির্বাহী ও চেষ্টীয় ক্রিয়া (Executive and motor functions) : প্রক্ষোভ emotion), ইচ্ছা (conation, volition)।

159·95—উচ্চতর মানসিক প্রক্রিয়া (Higher mental process) : মনোযোগ, স্মৃতি, চিন্তা।

159·96—মানসিক এবং পরামানসিক প্রপঞ্চ (Psychic and parapsychic phenomenon) : নিদ্রা স্বপ্ন, ইত্যাদি।

159·97—অস্বভাবী মনোবিদ্যা। মানসিক অপেরণ (mental aberration)

159·98—Psychotechnique

16 যুক্তিবিদ্যা বা ন্যায়শাস্ত্র। জ্ঞানতত্ত্ব

161—মৌলিক ধারণা (fundamental concept), বিচার (judgement) ইত্যাদি।

162—বিচার (reasoning), যুক্তি (argument), সিদ্ধান্ত (conclusion), অবরোহ (deduction), আরোহ (induction)

161 প্রতীকী ন্যায়শাস্ত্র (symbolic logic। ন্যায়শাস্ত্রীয় গণন (Logical calculation)

165—জ্ঞানতত্ত্ব (Theory of knowledge)। জ্ঞানশাস্ত্র (Epistemology)

এই বিভাগটির সংগে আরও দুটি বিভাগের মিল রয়েছে। সেগুলি হল: 00 জ্ঞান ও কৃষ্টির মূলতত্ত্ব (Fundamentals of Knowledge and Culture) এবং 001—জ্ঞান, শিক্ষা (learning) এবং বিজ্ঞান (সাধারণভাবে) এবার এই তিনটি বিভাগের পার্থক্য নিরূপণ করা যাক। জ্ঞানতত্ত্ব এবং জ্ঞানশাস্ত্র বর্ণিত হয়, জ্ঞান কি? কতভাবে এর বৃদ্ধি বা বিস্তার ঘটছে, ইহা অসীম না সসীম, ইহা এক না বিভিন্ন বিষয়ের যোগফল ইত্যাদি। 001য়ের পরিসর (scope) এর শিরোনাম থেকেই স্পষ্ট। 001 হচ্ছে পাঁচমিশালী বিষয়ের ঘর। যে সব বইতে 1 থেকে 9 য়ের মধ্যে যে বিষয়গুলি আছে, তার বেশ কয়েকটি স্থান পেয়েছে, সে সব বইপত্র 001 য়ে বর্গীত হয়। উদা: 'জ্ঞান বিজ্ঞানের নানাকথা' 'বুক অব নলেজ' ইত্যাদি ধরণের সাধারণ জ্ঞানের বইপত্র। সাধারণ জ্ঞানের কোন বইয়ে যদি বিশ্বকোষের বা অভিধানের রূপটি (form) থাকে, তাহলে সেটা কিন্তু বর্গীত হবে 03তে। এখানে নয়।

167—বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান (Scientific Inquiry)

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান কেবলমাত্র যে বৈজ্ঞানিক বিষয়াবলীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ, এমন নয়। জ্ঞানের বহু বিভাগেই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান চলতে পারে। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে কিছু কিছু জিনিষকে স্বতঃসিদ্ধ ধরে নিতে হয়, প্রয়োগ করতে হয় বৈয়েষিক, সাংশ্লেষিক প্রভৃতি পদ্ধতির। অনুসন্ধানের ফলে গড়ে ওঠে প্রকল্প (hypothesis), সূত্র (law) এবং তত্ত্ব (theory)। এ সমস্ত কিছুই এ বিভাগটির অন্তর্ভুক্ত।

168—বৈজ্ঞানিক প্রণালীবদ্ধকরণ (Scientific systematisation)

সংজ্ঞা, বর্গীকরণ, প্রমাণ, বিভিন্ন বিজ্ঞানের সুশৃঙ্খল বিন্যাস, এই বিভাগের অন্তর্গত।

168·2—শ্রেণীকরণ বা বর্গীকরণ। বিভাজন বর্গীকরণ বা শ্রেণীকরণ এই বিষয়টির সাক্ষাৎ আমরা অন্যত্র পেয়ে থাকি। বইপত্রের বর্গীকরণ, যৌগ বা যৌগের বর্গীকরণ, উদ্ভিদের বর্গীকরণ, প্রাণীর বর্গীকরণ ইত্যাদি। এ সবের বর্গসংখ্যা তালিকায় দেওয়া আছে। বর্গসংখ্যাগুলো যথাক্রমে 025·4, 541·9, 582 এবং 592। এ ছাড়াও বর্গীকরণ অসংখ্য জায়গায় সম্ভব। তাই বর্গীকরণের জন্য একটি সাধারণ সহায়িকাও (Common auxiliaries রয়েছে। সেটি হল 001·3। সাধারণ সহায়িকার নিয়ম অনুযায়ী 001·3 যে কোন বর্গসংখ্যার সংগে ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন রোগের বর্গীকরণ 616·001·3, যন্ত্রপাতির বর্গীকরণ 621·001·3 ইত্যাদি।

17—নীতি (Morals)। নীতিশাস্ত্র (Ethics)। প্রথা (Convention)

এই বর্গসংখ্যাটিতে নীতি এবং নীতিবিষয়ক বইপত্র ছাড়াও প্রথা বিষয়টি স্থান পেয়েছে। দেশাচার বা রীতিনীতি যাকে ইংরেজীতে customs বলে, তার বর্গসংখ্যা কিন্তু 39।

নীতি এবং প্রথা, ধর্ম এবং দার্শনিক মতবাদ অনুসারে বিভিন্ন হয়ে থাকে। মুসলিম ধর্মের নীতি ইসলাম ধর্মের নীতি হিন্দু ধর্মের নীতি থেকে আলাদা। আবার আস্তিকতার যে নীতি, নাস্তিকতার নীতি তা নয়। এ থেকেই দেখা যাচ্ছে এই বর্গসংখ্যাটির সংগে 14 দার্শনিক তত্ত্ব এবং 2 ধর্মের রয়েছে নিগূঢ় সম্বন্ধ। সুতরাং 17য়ের সাথে 14 বা এর কোন বিভাগের এবং 2 বা এর কোন বিভাগের সাথে কোন সহযোগে বর্গসংখ্যা হামেশাই গঠিত হয়ে থাকে। উদা:

খৃষ্টধর্মীয় নীতিশাস্ত্র—17 : 22/28
ধর্মীয় নীতিশাস্ত্র—17 : 2
অস্তিত্ববাদী নীতিশাস্ত্র—17 : 141·32

অন্যদিকে নীতি এবং প্রথার সংগে আইনের সম্পর্কও নিকট। যে নীতি এবং প্রথা কোন দেশে দীর্ঘকাল ধরে চলে আসে, সেটাই এক সময় আইনে পরিণত হয়। সেই

নীতি বা প্রথার বাইরে কিছু করলেই, আইনের চোখে অপরাধ বলে গণ্য হয়। এর ব্যতিক্রমও আছে। আবার আমাদের দেশে আইন করে বিয়ের বয়েস বাড়ানো হচ্ছে, পণপ্রথা উচ্ছেদ করার কথা ভাবা হচ্ছে, আইন করেই সতীদাহ প্রথার উচ্ছেদ ঘটানো হয়েছে। কাজেই আইনের বলে অনেক নীতি এবং প্রথার রদবদল এবং উচ্ছেদ ঘটানোও সম্ভব।

171—সাধারণ নীতিশাস্ত্র। নৈতিক বিবেক (Moral conscience)। ব্যক্তিগত নৈতিকতা (Individual morality) নিজের প্রতি কর্তব্য।

172—সামাজিক নীতিশাস্ত্র। সামাজিক নৈতিকতা

এই বর্গসংখ্যাটির সংগে মিল রয়েছে 340·12র অর্থাৎ প্রাকৃতিক আইনের (natural law)। প্রাকৃতিক আইনের মূলে রয়েছে কখনও প্রাকৃতিক নিয়ম, কখনও বা মানুষের সঠিক বিচারবুদ্ধি, আবার কখনও ধর্ম। এই প্রাকৃতিক আইনগুলি মানব সমাজে নৈতিক দিক থেকে অবশ্য পালনীয়।

173—পারিবারিক নীতিশাস্ত্র। পারিবারিক নৈতিকতা।

পারিবারিক রীতিনীতির অনেক কিছুই পৃথিবীর প্রত্যেক দেশেই পারিবারিক আইন (Family law) উত্তরাধিকারের আইন (Hereditary law), ইত্যাদির অন্তর্ভুক্ত। তাই এই বিভাগটির সংগে আইনের যে বিভাগগুলো সম্বন্ধযুক্ত সেগুলি হল :

343·53—পারিবারিক শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে অপরাধ (Offences against family order)। ব্যভিচার। দুই বা বহু বিবাহ।

347·62—বিবাহ। বাগ্‌দান বা বিবাহের চুক্তি (engagement)।

এই বিভাগটির সংগে 392·3 বিভাগটিরও সম্পর্ক রয়েছে। 392·3 পারিবারিক জীবন এবং পরিবার তন্ত্রের (family system) রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং আচার (ritual) ইত্যাদি নির্দেশক।

174—পেশাগত নীতিশাস্ত্র এবং নৈতিকতা। ব্যবসায়িক নৈতিকতা।

175—নীতিশাস্ত্র এবং আমোদ-প্রমোদ, মনোরঞ্জন, বিনোদন (recreation), ইত্যাদি।

বিনোদন, মনোরঞ্জন এবং আমোদ-প্রমোদ করার জন্য বিশ্বে নানাবিধ পন্থা রয়েছে। তার মধ্যেও রয়েছে নীতিশাস্ত্রের শাসন। সেই শাসন ব্যতিরেকে হয়ত আমোদ-প্রমোদ এবং অতি বিনোদন শালীনতা হারাতো এবং বিশৃঙ্খলা ডেকে আনত। যেটা সমাজের পক্ষে হত ক্ষতিকর। যে সমস্ত বইপত্রে নীতিশাস্ত্রের সংগে আমোদ-প্রমোদ, বিনোদন, ইত্যাদির সম্পর্ক দেখানো হয়েছে, কিংবা আমোদ-প্রমোদের ওপর নীতিশাস্ত্রের প্রভাব সম্বন্ধে বলা হয়েছে, সেই সমস্ত বইই এখানে বর্গীত হবে।

176—যৌন নীতিশাস্ত্র

এই বিষয়টির সংগে যে বিষয়গুলোর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে, সেগুলো হল :

173—পারিবারিক নীতিশাস্ত্র এবং পারিবারিক নৈতিকতা

343·54—যৌন অপরাধ সংক্রান্ত আইন। নৈতিক অপরাধ, অশালীন অংগ প্রদর্শন (indecent exposure), ধর্ষণ, সমরতি (homosexuality), বেশ্যাবৃত্তি ইত্যাদি।

343·55—পারিবারিক শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে অপরাধ। দ্বি-বা বহু-বিবাহ।

177—নৈতিক এবং সামাজিক সম্বন্ধ।

একজন মানুষের সঙ্গে একজন মানুষের প্রতি কর্তব্য (obligation); সৌজন্য; সামাজিক; ভালবাসা এবং বন্ধুত্ব; সহানুভূতি ইত্যাদি এই বর্গসংখ্যাটির অন্তর্ভুক্ত।

178—ব্যসন (addiction), মিতাচার, মাদক-দ্রব্য পরিহার (temperance)

মদ, গাঁজা; আফিং, এল-এস, ডি, প্রভৃতি নানাবিধ মাদকদ্রব্যের প্রতি অতি আসক্তি কিছু কিছু লোকের মধ্যে দেখা যায় এবং বলাই বাহুল্য তাদের আচার ব্যবহার অনেক

সময় দুই সমাজ-ব্যবস্থার প্রতিকূল হয়ে পড়ে। মাদকদ্রব্য সেবনের ব্যাপারেও রয়েছে নীতিশাস্ত্রের বিধান এবং রাষ্ট্রীয় আইন (বর্গসংখ্যা 343.57) ব্যসন এক ধরণের মানসিক বিকার। কাজেই এর ওপর মনস্তত্ত্বের বইও আছে। যেগুলো বর্গীত হয় 159.97রে, যা নাকি অস্বাভাবী মনস্তত্ত্বের বর্গসংখ্যা।

এই বর্গসংখ্যাটির সংগে 613.8 বর্গসংখ্যাটিরও নিকট সম্বন্ধ রয়েছে। এই বর্গসংখ্যাটি স্নায়ুতন্ত্রের স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য ও নৈতিকতা; ব্যসন ইত্যাদির দ্যোতক। অতিরিক্ত পান, মাদকদ্রব্য সেবন ইত্যাদির প্রভাব প্রধানতঃ স্নায়ুতন্ত্রের ওপর পড়ে থাকে। যদি কোন বইয়ের বিষয়বস্তু স্বাস্থ্যের ওপর ব্যসনের প্রভাব দর্শায়, কিংবা স্বাস্থ্যের সংগে নৈতিকতার সম্বন্ধ প্রদর্শন করে, তাহলে সে বই 613.8রে বর্গীত হবে।

179—নীতিশাস্ত্রের অন্যান্য বিষয়াবলী

এই বর্গসংখ্যাটির অধীনে নীতিশাস্ত্রের অনেকগুলো বিষয় স্থান পেয়েছে। যার কয়েকটি হল: সংবাদপত্রের নৈতিকতা, শিশু ও প্রাণীর প্রতি নিষ্ঠুরতা; বীরত্ব ও ভীরুতা; আত্মহত্যা, খুন; মানুষের দোষাবলী: গর্ব, অহংকার, ঈর্ষা ইত্যাদি; মানুষের গুণাবলী: দয়া, নম্রতা, বিশ্বস্ততা ইত্যাদি।

18.01 সৌন্দর্য্যবিজ্ঞান (Aesthetics) রুচি (Taste)

সৌন্দর্য্যবিজ্ঞানের সাধারণতঃ দুই ধরণের বই দেখতে পাওয়া যায়। এক তো, সাধারণ সৌন্দর্য্যবিজ্ঞানের বই, যেগুলো এই বর্গসংখ্যায় বর্গীত হয়। দ্বিতীয়তঃ সাহিত্যে সৌন্দর্য, শিল্পে সৌন্দর্য, প্রকৃতিতে সৌন্দর্য, কারুশিল্পে সৌন্দর্য, এই ধরণের বই। এ ঘরের অনেক কিছুরই বর্গসংখ্যা তালিকাতে দেওয়া আছে। যেমন ললিত কলার সৌন্দর্য্যতত্ত্ব 7.01, সাহিত্যে সৌন্দর্য্যতত্ত্ব 82.01, 83.01 ইত্যাদি। এখানে .01 বিশেষ সহায়িকা, যা 7 বা 82/89রের যে কোন বিভাগের সংগে সরাসরি যুক্ত হয়ে বর্গসংখ্যা গঠন করতে পারে। উদা: 72.01 স্থাপত্যের সৌন্দর্য্যতত্ত্ব; 840.01 ফরাসী সাহিত্যের সৌন্দর্য্যতত্ত্ব ইত্যাদি।

19—দর্শনের ইতিহাস। দার্শনিক

[19রের সংগে দার্শনিকের নাম যোগ করে দার্শনিক বা তার প্রতিষ্ঠিত দর্শনের বর্গসংখ্যা গড়তে হয়। যেমন 19 Aristotle। ইচ্ছে করলে এই বর্গসংখ্যায় বইপত্র 1রেও বর্গীত হতে পারে। যা নিয়ে আগেই আলোচনা হয়েছে]

ক্রমশঃ

একটি আবেদন :

পরিষদের 'কুবেরের ধন ভাণ্ডার' নেই

শশাঙ্ক বাগচী

১৭, মুরারী পুকুর রোড, কলিকাতা-৬৭

উপরের 'হেডিং'টি একটি প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপনের অনুকরণ। তবে অনুকরণ হলেও এটি কারণবিহীন নয়। পরিষদের হিসেবের খাতায় দেখা যাচ্ছে সদস্যবৃন্দের অনেকেই গত কয়েক বৎসর চাঁদা জমা দেন নি। বিগত সাতাশে জুলাই (১৯৭৫) তারিখে অনুষ্ঠিত পরিষদের বিশেষ সাধারণ সভায় মাননীয় সদস্যগণ চাঁদার যে বর্দ্ধিত 'হার' অনুমোদন করেছিলেন সেই 'হার',—অর্থাৎ ব্যক্তিগত সদস্যদের জন্য 'সাতটাকা' এবং প্রতিষ্ঠানিক সদস্যদের ক্ষেত্রে 'দশটাকা' অনুযায়ী চাঁদা না দিয়ে পুরানো হারেই চাঁদা পাঠিয়েছেন। এদিকে বর্ত্তমান আর্থিক বৎসর অর্থাৎ এপ্রিল (১৯৭৬) থেকেই সদস্যদের বর্দ্ধিত চাঁদার 'হার' কার্য্যকর হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় পরিষদের সুষ্ঠু পরিচালনা কতটা সম্ভব সেটা সহজেই অনুমেয়। এই কারণেই পরিষদের কর্মপ্রবাহ ক্রমে যে মন্থগতি হয়ে পড়ছে এই সত্য আমরা ক্রমেই উপলব্ধি করছি।

অথচ পরিষদের সদস্যবৃন্দ এটা অবগত আছেন যে, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কি রাজ্যে, কি রাজ্যের বাইরে গ্রন্থাগার আন্দোলন সংগঠক হিসেবে একটি সু-প্রাচীন এবং ঐতিহ্যযুক্ত প্রতিষ্ঠান। সদস্যবৃন্দের অকুণ্ঠ সহযোগিতা এবং অকৃপণ সাহায্যকে মূলধন করেই এই প্রতিষ্ঠানটি তার কর্মকাণ্ডকে বিস্তৃততর করতে পেরেছে। নিরলসভাবে সম্প্রসারিত করছে এর কর্মোদ্যোগ। বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রন্থাগার এবং তার কর্মীদের হাজারো সমস্যা নিয়ে ভাববার সংগে সংগে, প্রতিটি মানুষ যাতে করে 'চাঁদা' না দিয়েও গ্রন্থাগারে তার প্রয়োজনীয় এবং পছন্দ মত 'বই-পত্র' পড়তে পারেন তার সুব্যবস্থা করণে রাজ্যে 'গ্রন্থাগার আইন' বিধিবদ্ধ করাতে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এই পরিষদ। প্রতিটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সর্বসময়ের গ্রন্থাগারিক নিয়োগের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি বস্তুতঃ পরিষদের মারফৎই অনেকে জেনেছেন এবং এর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন। বৃহত্তর কলকাতার মানুষের জন্য 'চাঁদা বিহীন' গ্রন্থাগার ব্যবস্থার দাবী জানিয়ে এই কয়েক মাস পূর্বেও পরিষদের পক্ষ থেকে কলকাতা পৌরসভা এবং রাজ্য সরকারকে পত্র দেওয়া হয়েছে। পরিষদের কর্মীবৃন্দ শুধুমাত্র পত্র পাঠিয়েই ক্ষান্ত থাকেন নি। বিষয়টি নিয়ে পৌরসভা এবং রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। এই সেদিন তাঁরা বিধান সভা ভবনে গিয়ে রাজ্যের মাননীয় জন প্রতিনিধিবৃন্দ এবং বিধান সভায় স্পীকার মহোদয়ের সঙ্গে "গ্রন্থাগার আইন" বিধিবদ্ধ করানোর বিষয় নিয়ে আলোচনা করে এসেছেন। মেদিনীপুর জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীঅশ্বিনী সেন কর্মচ্যুত হলে পরিষদের পক্ষ থেকে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করা হয়েছে এবং আন্দোলন সংগঠিত করতে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। পরিষদের কর্মীবৃন্দ ছুটে গিয়েছেন মেদিনীপুরে বার বার। জেলা স্তরে যেটুকু করা প্রয়োজন, সাধ্যমত সেটুকু করতে চেয়েছেন। উচ্চ পর্যায়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণেও পরিষদ যত্নবান রয়েছে এবং থাকবে। কিন্তু সাফল্য? নয়, সফল এখনও পরিষদের হয়নি। তবে হাঁ,—সফল পরিষদ হবেই। আর এই বিশ্বাসটুকু পাথেয় করেই পরিষদের কর্মীবৃন্দ তাঁদের সহস্র অসুবিধাকে ঠেলে সরিয়ে রেখে কাজ করে চলেছেন প্রেরণার উৎস মাননীয় সদস্যদের সহযোগিতা কামনা করে। এটাতো মানতেই হবে যে কালের চাকা থেমে থাকেনি কখনো কিংবা ইতিহাসের চাকা উল্টো ঘোরেনি কোনও যুগে। যৌথ উদ্যমের কাছে চির অপরিবর্তনীয় কিছু থাকতেই পারে না। আমাদের সংঘ শক্তিকে বিবর্দ্ধিত করা সেই যৌথ উদ্যমকে হাজার গুণ বাড়িয়ে দেবার প্রয়োজনই আজ বড় প্রয়োজন।

এই যখন অবস্থা এবং এই যখন পথ তখন পরিষদের সদস্যদের কর্তব্য নিরূপণ আজ কষ্টকর নয়। সদস্য চাঁদা না দিলে কিংবা সঠিক 'হার' অনুযায়ী না দিলে যদি এই সুপ্রাচীন এবং জনকল্যাণকামী প্রতিষ্ঠানের কর্মপ্রবাহ মন্থবেগ হয়ে যাবার আশঙ্কা দেখা দেয়, উপরন্তু অর্থনৈতিক কারণকে অগ্রাহ্য করে পরিষদের কর্মধারাকে গতিশীল রাখবার জন্য "কুবেরের ধন ভাণ্ডার" যদি তার হাতে না থাকে তাহলে সদস্যদের কাছে আবেদন জানাতেই হয় সময় মত তাঁদের দেয় চাঁদা দিয়ে দিতে এবং তা অবশ্যই সঠিক 'হার' অনুযায়ীই। নিতান্ত অর্থনৈতিক অসুবিধার জালে জড়িয়ে পড়ে পরিষদের কর্মপ্রবাহে ভাটা পড়ুক এটা পরিষদের সদস্যদের কেউ চাইতে পারেন না। তাহলে তো নিজেদেরই দাবীসমূহের পূর্তিই বিলম্বিত হবে। আমরা তা হতে দিতে পারি না।

কাজেই, পরিষদের "কুবেরের ধন ভাণ্ডার" নেই সত্যটি মনে রেখে প্রতিটি সদস্যের নিয়মিত সঠিক হারে চাঁদা জমা দেয়া একটি দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। যাঁরা সঠিক চাঁদার চেয়ে কম চাঁদা দিয়েছেন, অবিলম্বে তাঁদের বাকী অর্থ পরিষদ কার্যালয়ে পাঠানো প্রয়োজন। অনেক কয় বছর যাঁরা চাঁদা জমা দিন নি সেই সদস্যবৃন্দ পরিষদের নিয়মানুযায়ী চলতি বৎসরের সঙ্গে পূর্বের দুই বৎসরের চাঁদা অর্থাৎ – ব্যক্তিগত সদস্য হলে মোট সতেরো টাকা এবং প্রতিষ্ঠানের বেলায় মোট চল্লিশ টাকা জমা দিলেই তাঁদের সদস্য পদ নবীকরণ করা যাবে (মার্চ ১৯৭৭ পর্যন্ত)। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মত একটি ঐতিহ্যযুক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রাচীন সদস্যবৃন্দ মর্যাদায় স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী। সামান্য কিছু অর্থ বেশী দিয়ে সেই মর্যাদা রক্ষা করে যাওয়া কিন্তু কোন হিসেবেই ক্ষতি নয়। তাছাড়া মাননীয় সদস্যরা এটা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, চাঁদা নিয়মিত পরিশোধ না থাকলেও পরিষদের মুখপত্র 'গ্রন্থাগার' প্রভৃতি যথারীতি তাঁরা পেয়েছেন এবং অনেক দিন ধরেই পাচ্ছেন কাজেই ক্ষতি হবে না।

পরিষদ সদস্যকরণ কিন্তু বন্ধ করে নি। মানুষের এবং মানুষের কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান গ্রন্থাগার-এর উন্নয়নে আগ্রহী বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ্ আন্তরিক ভাবেই মানুষ এবং তাঁর প্রতিষ্ঠানের স্পর্শ পাতে আগ্রহী। সদস্য হবার আবেদন পত্র পরিষদ বিনা মূল্যে এবং নিজ ব্যয়ে সর্বত্র পাঠিয়ে থাকে। কাজেই পরিষদকে শক্তিশালী করতে যাঁরা সদস্য হতে ইচ্ছুক এবং পক্ষান্তরে নিজেদের দাবী সমূহ অর্জনে উৎসুক তাঁরা নির্দ্বিধায় আবেদন পত্রের জন্য লিখতে পারেন। পরিষদ এটা চায়ও। রাজ্যের সকল গ্রন্থাগার কর্মী, সকল গ্রন্থাগার অনুরাগী মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে পরিষদের মঞ্চথেকে দাবীতে সোচ্চার হবেন এটা পরিষদের জন্ম লগ্নের স্বপ্ন। এ স্বপ্ন সার্থক করার দায় আজ পরিষদের সদস্যদের। নিজে আসুন অন্যদের নিয়ে আসুন। হাতে হাত রাখুন। কাঁধে কাঁধ মেলান। পরিষদের কোনও 'ধন ভাণ্ডারই' নেই সেই সত্যও মনে রাখুন। পরিষদ এই ডাকই রাখছে রাজ্যের মানুষের জন্য। মাননীয় সদস্যবৃন্দ সেই ডাককে দিকে দিকে পৌঁছে দেবার কাজটুকু করবেন, এটি পরিষদের একটা সঙ্গত প্রত্যাশা। আমাদের সেই প্রত্যাশা পূরণ করতেই হবে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সার্টিফিকেট পরীক্ষার অভিজ্ঞানপত্র বিতরণ

বিগত ২০শে ডিসেম্বর ১৯৭৬ সালে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সার্টিফিকেট পরীক্ষায় (১৯৭৬) কৃতকার্য ছাত্রছাত্রীদের অভিজ্ঞান পত্র বিতরণ করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনিযুক্ত উপাচার্য ডঃ সুশীল কুমার মুখোপাধ্যায়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিষদের অন্যতম সহ-সভাপতি শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু।

সভার শুরুতে ১৯৭৬ সালের কৃতকার্য ছাত্র শ্রীতুষার মজুমদারের পরলোকগমনের সংবাদে সমস্ত সভা শোকাহত হয়ে পড়ে। সভায় তাঁর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে ২ মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

সভাপতির অভিভাষণে শ্রীবসু বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের ইতিহাস বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন এই গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ চল্লিশ বছরের পুরানো। আগে সারা ভারতবর্ষে একমাত্র পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়েই প্রখ্যাত গ্রন্থাগারিক আসা ডন ডিকিনসন পরিচালিত এক শিক্ষণব্যবস্থা ছিল। এরপর গ্রন্থাগার আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের প্রচেষ্টায় বিশেষভাবে কুমার মুনীন্দ্র দেববায় মহাশয় ও তিনকড়ি দত্তের উৎসাহে বাঁশবেড়িয়ায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের ব্যবস্থা হয়। ব্যবস্থাপনায় ছিলেন হুগলী জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ। এই পাঠক্রমের সূত্রপাত ১৯৩৩ সালে। ১৯৩৭ সালে আশুতোষ কলেজে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের ব্যবস্থা হয়। এই প্রসঙ্গে পরলোকগত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আগ্রহের কথা উল্লেখ করেন।

এ বছরের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দিয়েছিলেন ১০০ জন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন ৯৪ জন। তিনি উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রী অভিনন্দন জানান। ছাত্রছাত্রীরা এবার দেশবরেণ্য বৈজ্ঞানিকের কাছ থেকে অভিজ্ঞান পত্র গ্রহণ করবেন। গ্রন্থাগার আন্দোলনে ডঃ মুখোপাধ্যায়ের আগ্রহ অনেকদিনের। ইতিপূর্বে বজ আবুলিয়ায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে তাঁর অংশগ্রহণ অবশ্যই সভার মর্যাদাবৃদ্ধি করেছিল। শ্রীবসু আরও আবেদন করেন যে তিনি গ্রন্থাগার কর্মীদের আন্দোলনের সমর্থক হিসাবে অবশ্যই চাকুরীর ক্ষেত্রে দাবী দাওয়া পূরণে সচেষ্ট হবেন।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা এবং গ্রন্থাগারে চাকুরীর সংখ্যাল্পতার অনুপাতে অবশ্যই হতাশা-ব্যঞ্জক তবে কিছুদিন পূর্বেও কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের যে অবস্থা ছিল তার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে একথা বলা যায়। কিন্তু এদিকে আরও উন্নতিবিধান প্রয়োজন।

সাধারণভাবে পাঠাভ্যাস সম্পর্কে সভাপতি বলেন গ্রন্থাগারের পক্ষ থেকে পাঠাভ্যাস বাড়ানোর আরও উদ্যোগ গ্রহণ করা আশু প্রয়োজন। সবশেষে তিনি ডঃ মুখোপাধ্যায়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সভাপতির অভিভাষণের পর পরিষদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ উপসমিতির সম্পাদক শ্রীহিরণ কুমার দত্ত এবছরের ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার বিবরণ উপস্থাপিত করেন। পরীক্ষার জন্য ১০৫ জন প্রবেশ পত্র নিয়েছিলেন। তার মধ্যে ৫ জন অনুপস্থিত ছিলেন, পাশের হার শতকরা ৯৪। প্রথমশ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছেন ৩৮ জন বাদবাকী দ্বিতীয়শ্রেণীতে। পরীক্ষায় প্রথম হয়েছেন শ্রীমতী রুক্মিনী দাশগুপ্ত। তাঁকে পরিষদের পক্ষ থেকে 'কুমার মুনীন্দ্র দেববায় পদক' দেওয়া হয়।

সভায় ছাত্রছাত্রীদের অভিজ্ঞান পত্র বিতরণ করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সুশীল কুমার মুখোপা-

ধ্যায়। দীক্ষান্ত ভাষণে ডঃ মুখোপাধ্যায় ছাত্রছাত্রীদের অভিনন্দন জানান। যিনি এবছর প্রথম হয়েছেন তাঁকে বেশী অভিনন্দন জানান। পাশের হার ভালো। কারণ হিসাবে অবশ্যই পঠন পাঠন যে ভালো একথা বলা যায়। এটা আশাপ্রদ। গ্রন্থাগার বাদ দিয়ে শিক্ষাব্যবস্থা চলে না। বিশ্ববিদ্যালয় মানেই গ্রন্থাগার। পরীক্ষা ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গ নয়—না থাকলেই হয়তো ভালো ছিল। তবে বর্তমান সামাজিক পরিবেশে এর প্রয়োজন আছে, প্রতিযোগিতার জন্য ও ব্যক্তিগত মেধা বিকাশের জন্য। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানকে যাঁরা বিজ্ঞানে পরিণত করেছেন তাঁরা শ্রদ্ধেয়।

গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কে তিনি বলেন যে 'আন্দোলন' নাম দেওয়ার হয়ত প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু সমাজের সহানুভূতির অভাবেই এর এই নামকরণ করা হয়েছে। সভাপতি মহাশয় গ্রন্থাগারিকদের চাকুরীর অবস্থা সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন সেটা সহানুভূতির সংগে বিবেচিত হবে।

গ্রামে গ্রামে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রসার ঘটলে সেখানে যে শিক্ষা প্রসারিত হয়েছে তার ব্যবহার করা সম্ভব হবে, নচেৎ সেটা ব্যক্তিগত শিক্ষাই থেকে যাবে। বইয়ের দাম আজকের বেশী হওয়ায় গ্রন্থাগারে হয়ত বেশী বই আনা হয়ত সম্ভব নয়। কিন্তু তাই বলে বইয়ের ব্যবহার কম হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে এখন উচ্চশিক্ষা সম্ভব হচ্ছে; Doctorate পর্যায়ের শিক্ষাও অসম্ভব নয়। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন।

পরিষদের সভাপতি শ্রীফণিভূষণ রায় উপাচার্য মহাশয়ের সহানুভূতিসম্পন্ন বক্তব্যের জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

গ্রন্থাগার দিবস

(২৪৫ পৃষ্ঠার পর)

নির্দিষ্ট ব্যবস্থা থাকা দরকার। আমাদের নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই। ঐকান্তিক আশা নিয়েই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।

সভাপতির অভিভাষণের পর শ্রীবসু, শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর সভা পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করেন।

পরিষদের কর্মসচিব শ্রীবিমল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গ্রন্থাগার দিবসে বিভিন্ন প্রস্তাবগুলি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। (প্রস্তাবগুলি অন্যত্র মুদ্রিত হলো)

শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর নিজস্ব বক্তব্য হিসাবে বলেন যে যাঁরা পাশ করলেন তাঁরা অবশ্যই গ্রন্থাগারের কাজে অংশ গ্রহণ করবেন এ আশা করা যায়—"তাই আপনাদের কাছে আমার আবেদন এই যে আপনারা চাকুরী করলেও একজন সাধারণ বেতনভোগীর মত 'বেতনের জন্যই চাকুরী' এরূপ করবেন না। গ্রন্থাগারিকরা দেশ সেবকের মত দায়িত্ব নিয়ে কাজ করবেন। গ্রন্থাগারিকদের সামাজিক দায়িত্ব আছে।" শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘকাল যাবত গ্রন্থাগার আন্দোলনের সাথে যুক্ত রয়েছেন কিন্তু বর্তমান শারীরিক অবস্থায় আন্দোলনের সংগে দ্রুত তাল রাখা সম্ভব হচ্ছে না এরূপ মত প্রকাশ করে বলেন "আপনাদের হাতে পরিষদকে তুলে দিয়ে যাচ্ছি আপনারা অবশ্যই এর মর্যাদা রক্ষা করবেন এ আশা নিয়েই আমি আমি আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি।" সভাপতিকে ধন্যবাদান্তে সভার কাজ শেষ হয়।

গ্রন্থাগার দিবস

২০শে ডিসেম্বর ১৯৭৬, ষ্টুডেন্টস্ হল

কেন্দ্রীয় জনসভা

বিগত ২০শে ডিসেম্বর ষ্টুডেন্টস হলে সন্ধ্যা ৬টায় 'গ্রন্থাগার দিবস' উপলক্ষে কেন্দ্রীয় জনসভার আয়োজন করেছিলেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ। সভায় সভাপতিত্ব করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক এবং পরিষদের অন্যতম সহ-সভাপতি শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু। সভায় মূল বক্তব্য রাখেন পরিষদের সভাপতি শ্রীফণিভূষণ রায়।

শ্রীফণিভূষণ রায় বলেন যে জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানানো আমাদের সামাজিক রীতি। কোন প্রতিষ্ঠানের জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানানোর সংগে সংগে প্রতিষ্ঠানের কর্মধারার মূল্যায়ন হওয়া দরকার। এই মূল্যায়ন ভবিষ্যতের পথ নির্ধারণের সহায়ক। মূল্যায়ন দুই ভাবে করা সম্ভব। এক—আবেগের দিক দিয়ে, দুই—যুক্তিগ্রাহ্যতার মাপ-কাঠিতে। সমকালীন সমাজের অনুভূতি যদি কোন নির্দেশক হয়—তবে একথা স্বচ্ছন্দেই বলা চলে যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সমাজে আবেগ সৃষ্টি করে থাকলেও যুক্তিভিত্তিক কোন সার্থক রূপের সৃষ্টি করতে পারে নি।

গ্রন্থাগারকে মুখে বলার সময় আমরা মূল্যবান প্রতিষ্ঠান বলে উল্লেখ করি কিন্তু বিচ্ছিন্ন গ্রন্থাগারগুলিকে গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় রূপ দিতে এবং প্রকৃত অর্থে সার্বজনীন করে গড়ে তোলায় কোন সুষ্ঠু কর্মধারা গ্রহণ করার কোন প্রকাশ দেখতে পাই না। সমাজের দুই-তৃতীয়াংশ জনসাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবহারে অক্ষম কিন্তু তাঁদের জীবনে গ্রন্থাগারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার কোন পরিকল্পনা দেখা যায় না।

স্কুল কলেজের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার দিকে নজর ফেরালে এই অবস্থাই প্রতিভাত হয় যেন শিক্ষা পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে বক্তৃতা কেন্দ্রিক হওয়া ছাড়া অন্য কোন উন্নততর ব্যবস্থা সম্ভব নয়। নোট বই ; কোচিং ক্লাশ ইত্যাদির সহজ পদ্ধতির প্রভৃতির সৃষ্টি হওয়ায় প্রয়োজনীয় শিক্ষার অধিকাংশটাই অসার্থক হয়ে ওঠে। এর অবশ্যম্ভাবী ফল হিসবে ছাত্র-মহলে গণ—টোকাটুকিই পাশ করার অন্যতম অবলম্বন হিসাবে গৃহীত হয়। শিক্ষা অধিকর্তাদের কাছে পুলিশ প্রভৃতির সাহায্যে পরীক্ষার দুর্নীতি দমনের প্রচেষ্টাই প্রয়োজনীয় পথ হিসাবে পরিগণিত হয়।

কিন্তু আসল পথ হচ্ছে শিক্ষাকে গ্রন্থাগার কেন্দ্রিক করে গড়ে না তুললে শিক্ষা সম্পূর্ণ হতে পারে না এবং জনজীবনে গ্রন্থাগারকে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে শিক্ষা-সংস্কৃতি বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব নয়।

সভাপতি শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু বলেন যে গ্রন্থাগার দিবস আমাদের মূল্যায়নের দিন। তাই আজ আমাদের কর্ম-কাণ্ডের বিশ্লেষণ প্রয়োজন। প্রয়োজনের তুলনায় আমাদের অগ্রগতি অনেক কম। একারণে অনেকের মনেই ক্ষোভ আছে। কিন্তু তাই বলে আমাদের অগ্রগতি যে কিছু হয় নি আবার এটাও ঠিক নয়। সমাজ ব্যবস্থার পরি-প্রেক্ষিতে দেখলে হতাশ হওয়ারই কথা। যে সময় গ্রন্থাগার আন্দোলন শুরু হয়েছিল তার তুলনায় দেশ এগিয়েছে অনেক। কিন্তু গ্রন্থাগার আন্দোলন এগিয়েছে কম। গ্রন্থাগারে এখন বই পত্রের সংখ্যা আগের তুলনায় হয়ত বেড়েছে। বই ছাড়া গ্রন্থাগার হয় না এটাও ঠিক নয়। আধুনিক গ্রন্থাগারে Audio-visual এর ব্যবস্থা ক্রমশঃ প্রসার লাভ করছে—কিন্তু এ ব্যাপারে সরকারের একটি

(২৪৪ পৃষ্ঠায় দেখুন)

গ্রন্থাগার দিবসের প্রস্তাব

২০শে ডিসেম্বর, ১৯৭৬ গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে আহূত এই জনসভা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারকর্মীদের অবস্থা পর্যালোচনা করে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে।

জাতির অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতিতে গ্রন্থাগারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা মনে রেখে বর্তমান অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতি ও সম্প্রসারণের জন্য পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনের কর্মী ও দরদীদের এই সভা নিম্নলিখিত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়িত করবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষের নিকট দাবী জানাচ্ছে :

১) জনগণের জন্য উন্নত ও সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য বিনা চাঁদার আইনভিত্তিক সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।

২) রাজ্য শিক্ষা বাজেটের অন্যূন শতকরা ২.৫ ভাগ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য ব্যয় করতে হবে।

৩) প্রতিটি বিদ্যালয়ে সর্বসময়ের বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিকের অধীন বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।

৪) কলকাতার জন্য দ্বিতীয় অনুরূপ সাধারণ গ্রন্থাগার-ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।

৫) শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের বাজেটের অন্ততঃ শতকরা ৬.৫ ভাগ গ্রন্থাগারের জন্য ব্যয় করতে হবে।

৬) বেসরকারী গ্রন্থাগারগুলিকে নিয়মিত সুনির্দিষ্ট নীতি অনুযায়ী সরকারী সাহায্য দিতে হবে।

৭) স্পনসর্ড প্রথায় গ্রন্থাগার পরিচালন ব্যবস্থার অবসান করে এই গ্রন্থাগারগুলির দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে।

৮) গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে স্নাতক ও সার্টিফিকেটপ্রাপ্তদেরকে চাকুরির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং বৃত্তিকুশলী পদে অবৃত্তিকুশলী কর্মী নিয়োগ বন্ধ করতে হবে।

৯) সর্বস্তরের গ্রন্থাগার কর্মীদের যথাযথ বেতন ও পদমর্যাদা পরিবর্তনের দাবীগুলি মানতে হবে।

প্রস্তাবক : বিমল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সমর্থক : তুষার কান্তি সান্যাল

বেসরকারী কলেজ গ্রন্থাগারিকদের বেতন ও পদমর্যাদা সম্পর্কে প্রস্তাব

২০শে ডিসেম্বর, ১৯৭৬ গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এই জনসভা বেসরকারী কলেজের অশিক্ষক কর্মচারীদের সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও উদ্বিগ্ন বোধ করছে। গ্রন্থাগারকর্মীদের বিশেষ ধরণের বৃত্তিকুশল সেবাকে উপযুক্ত গুরুত্ব না দিয়ে কলেজের করণিক তথা টাইপিষ্ট, স্টোরকিপার প্রভৃতির সঙ্গে একীকরণের যে সিদ্ধান্তে সরকার উপনীত হয়েছেন, তাতে এই সভা বিস্ময়বোধ করছে। এই সভা সরকারকে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর না করার অনুরোধ জানাচ্ছে এবং অবিলম্বে গ্রন্থাগারকর্মী প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে অবস্থার পুনর্মূল্যায়ন ও সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার দাবী জানাচ্ছে।

এই সভা আরও মনে করে যে অন্যান্য শিক্ষাকর্মীদের মতো গ্রন্থাগারকর্মীদের চাকুরীর শর্ত অবিলম্বে নির্ধারিত হওয়া উচিত।

প্রস্তাবক : তুষার কান্তি সান্যাল
সমর্থক : চঞ্চলকুমার সেন

রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউণ্ডেশন সম্পর্কে প্রস্তাব

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার আন্দোলন সংগঠনে সাহায্য করবার জন্য রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউণ্ডেশন গঠিত হওয়াতে পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনের পথিক গ্রন্থাগারকর্মী ও দরদীদের মধ্যে খুব উৎসাহের সঞ্চার হয়েছিল। কিন্তু গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে আহুত এই সভা গভীর দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে বিগত বছরগুলিতে এই ফাউণ্ডেশনের গঠন ও কাজকর্মের সঙ্গে এর ঘোষিত উদ্দেশ্যসমূহের প্রচুর অসঙ্গতি দেখা যাচ্ছে এবং বর্তমানে এই সংস্থা একটি বই-বিলি কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। এই সভা তাই সংস্থার কর্তৃপক্ষের নিকট গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত প্রতিনিধিদেরকে ফাউণ্ডেশনে কর্মকাণ্ডে যথাযোগ্য অংশগ্রহণের মাধ্যমে ঘোষিত উদ্দেশ্যকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য এবং জাতীয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার রূপায়ণে যথাযোগ্য ভূমিকা পালনে তৎপর হবার জন্য দাবী জানাচ্ছে।

প্রস্তাবক : রামকৃষ্ণ সাহা

সমর্থক : দেবদাস চট্টোপাধ্যায়

পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন পাঠাগারে গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপন

ত্রিবেণী হিতসাধন সমিতি সাধারণ পাঠাগার, ত্রিবেণী হুগলী

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এ বৎসরেও ২০শে ডিসেম্বর ১৯৭৬, সোমবার, পাঠাগারে গ্রন্থাগার দিবস পালিত হয়।

বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ও সমাজকর্মী ডুমুরদহ হাই স্কুলের শিক্ষক শ্রীসুনীলকুমার মোদক, সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

পাঠাগারের সাধারণ সম্পাদক শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় আলোচনার সূত্রপাত করিয়া বলেন যে এই পাঠাগার, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নির্দেশে প্রতিবৎসর উপযুক্ত মর্যাদা সহকারে গ্রন্থাগার দিবস পালন করিয়া আসিতেছে। গ্রন্থাগার দিবস পালনের তাৎপর্য্য বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে "গ্রন্থাগার এবং সমাজ" অঙ্গাঙ্গী-ভাবে জড়িত। নিরক্ষরতা দূরীকরণে, সুস্থ সামাজিক পরিবেশ গড়ে তোলা, জনগণকে সর্বতোভাবে গ্রন্থাগারমুখী করে তোলার কাজে গ্রন্থাগারগুলির এক বিশেষ ভূমিকা আছে। সমাজকে বাঁচতে হলে গ্রন্থাগারগুলিকেও বাঁচান প্রয়োজন। প্রয়োজনীয় সরকারী সাহায্য ব্যতিরেকে গ্রন্থাগারগুলির উপর ন্যস্ত দায়দায়িত্বগুলি সুষ্ঠুভাবে পালন করা সম্ভব নয়। এই পাঠাগারের আর্থিক অবস্থা এবং দেয় সরকারী সাহায্যদানের রীতি নীতি বিশ্লেষণ করিয়া বলেন যে দেশের গ্রন্থাগারগুলি বিশেষ করে বেসরকারী সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি যথার্থভাবে পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছে সামগ্রিকভাবে গ্রন্থাগারগুলির উন্নয়নের জন্য অবিলম্বে দেশে উপযুক্ত গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের এবং জনগণের এবং জনগণের জন্য বিনা চাঁদায় আইনভিত্তিক উন্নত সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবী জানান।

পাঠাগার সভ্য শ্রীঅজিত কুমার দাস বলেন যে সরকার অন্যান্য শিক্ষা নিকেতনগুলিকে যে ভাবে আর্থিক সাহায্য করিয়া থাকেন শিক্ষার অন্যতম মাধ্যম হিসাবে গ্রন্থাগারগুলিকেও সমহারে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা সরকারের কর্তব্য।

সভার সভাপতি শ্রীসুনীল কুমার মোদক বলেন যে দেশের গ্রন্থাগারগুলিই হলো একমাত্র মাধ্যম যেখানে প্রতিটি নাগরিক তাঁদের সব কিছু প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পাইয়া থাকেন। দেশের স্বার্থে, সমাজের স্বার্থে ও সর্বপরি শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে প্রত্যেকটি গ্রন্থাগারকে প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য প্রদান করিতে সরকারের নিকট আবেদন জানান।

সবশেষে সভায় নিম্নোক্ত প্রস্তাবসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ হুগলী জেলা সমাজ শিক্ষা আধিকারিক, রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদে প্রেরণ করিবার সিদ্ধান্ত হয়।

১। এই সভা, জনগণের জন্য উন্নত ও সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য ; বিনা চাঁদায় আইন ভিত্তিক

সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবী জানাইতেছে।

২। এই সভা, বেসরকারী সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিকে নিয়মিত ও সুনির্দিষ্ট নীতি অনুযায়ী সরকারী আর্থিক সাহায্য প্রদান করিবার দাবী জানাইতেছে।

৩। এই সভা, স্পনসর্ড প্রথার অবসান, সর্বস্তরের গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রয়োজনীয় ও যথাযথ বেতন প্রদান, এবং রাজ্য বাজেটের অন্ততঃ শতকরা ২ ৫ ভাগ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য ব্যয় করিতে সরকারের নিকট আবেদন জানাইতেছে।

॥ জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার। বর্ধমান।

জাড়গ্রাম (বর্ধমান) ২২শে ডিসেম্বর '৭৬—বর্ধমান জেলার জামালপুর থানার অন্তর্গত জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগারের কর্মীবৃন্দের উদ্যোগে পাঠাগার ভবনে "গ্রন্থাগার দিবস" উপলক্ষে এক সভার আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীনিমাই চাঁদ ঘোষ মহাশয়। গ্রন্থাগারিক শ্রীবাসুদেব চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। সভায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রস্তাবিত আবেদনগুলি আলোচিত হয় এবং অবিলম্বে উক্ত প্রস্তাবগুলি কাজে রূপ দিবার জন্য সরকার বাহাদুরের নিকট অনুরোধ জানান হয়। সভাপতি মহাশয় গ্রন্থাগার দিবসের কথা বলিতে গিয়া মানবজীবনে ইহার বিভিন্ন দিকে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন।

বিবেকানন্দ পাঠাগার। (কাঁদোয়া, নদীয়া।

গত বছরের ন্যায় এবারও ২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস পালন করা হয়। এই উপলক্ষে গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য ও গ্রন্থাগারের বিভিন্ন বিষয় আলোচিত হয়।

প্রফুল্ল চন্দ্র সেন কৃষ্টি পরিষদ। বোলপুর। বীরভূম

বিগত ২০শে ডিসেম্বর ১৯৭৬ শ্রীঅংশুমান রায়ের সভাপতিত্বে গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপিত হয়। গ্রন্থাগারিক শ্রীঅজিত বন্দ্যোপাধ্যায় পঃ বঙ্গে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তিত না হওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করেন। এবং সর্বাগ্রে এই আইন পাশ করার দাবী জানান। তিনি আরও বলেন পশ্চিমবঙ্গে ৩২টি লাইব্রেরী কাম কমিউনিটি সেন্টার রয়েছে এদের কর্মীদের বেতন অল্প। তিনি সমস্ত লাইব্রেরী কাম কমিউনিটি সেন্টারগুলির কর্মীদের পূর্ণ বেতন দেওয়ার দাবী জানান। তিনি আরও দাবী করেন যে গ্রন্থাগারটিকে টাউন লাইব্রেরীতে রূপান্তরিত করতে হবে। এছাড়া বর্তমানে যে পরিমান টাকা contingency খাতে দেওয়া হচ্ছে তার পরিমাণ বৃদ্ধির এবং গ্রন্থাগারগুলিতে বই কেনার জন্য নির্দিষ্ট অর্থ ব্যয় করা আবেদন জানান।

শ্রীমতী অণিমা দেবী বলেন যে রাজ্য শিক্ষা বাজেটের অতি সামান্য অংশ লাইব্রেরীখাতে ব্যয় হয় এবং এর বৃদ্ধি আর ঘটছে না। বিদ্যালয়গুলিতে গ্রন্থাগার নেই। সরকার নিত্যনূতন কোর্স চালু করছে কিন্তু তার জন্য কোন লাইব্রেরী রাখার ব্যবস্থা করছে না। গ্রন্থাগার প্রতিটি মানুষের একান্ত প্রয়োজন।

শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় বলেন যে গোটা কয়েক গ্রন্থাগার তৈরী করলেই কর্তব্য শেষ হয়ে যায় না। সেগুলিকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব রয়েছে। দেশের নিরক্ষরতা দূরীকরণ সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য হলো যে এই কাজের জন্য একটি সমিতি হয়েছে—তা দিয়ে নিরক্ষরতা দূরীকরণ কোনদিন হবে না। গ্রন্থাগারই নিরক্ষরতা দূরীকরণের মস্তবড় স্থান। অবিলম্বে গ্রন্থাগারে স্পনসর্ড প্রথার অবসান করে সরকারকে নিজের হাতে গ্রন্থাগারগুলি নিতে দাবী করেন। সভাপতির ভাষণে শ্রীঅংশুমান রায় বলেন যে জনসাধারণকে গ্রন্থাগারমুখী করতে হবে উপযুক্ত বই দিয়ে। বইয়ের দাম ৩।৪ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে সরকারী অনুদান না থাকলে লাইব্রেরীগুলি চলবে কি করে? এই গরীব দেশে ২৫।৩০ টাকা দামের বই কিনে পড়ার সামর্থ কারও নেই। অবিলম্বে এই গ্রন্থাগারটিকে টাউন লাইব্রেরীতে রূপান্তরিত করা হোক।

রিষড়ায় কলেজ গ্রন্থাগারকর্মীদের সম্মেলন

গত ১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৭৬, রবিবার বেলা ২টায় রিষড়া বিধানচন্দ্র কলেজে হুগলী জেলার স্পনসর্ড ও নন-স্পনসর্ড কলেজগুলির গ্রন্থাগারকর্মীদের এক সম্মেলন হয়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন শ্রীরামপুর কলেজের সহ-গ্রন্থাগারিক শ্রীপ্রভাস চন্দ্র দাস। সভায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর আলোচনা হয় এবং প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়

(ক) বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন করে কলেজ গ্রন্থাগারিক, উপ ও সহ-গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষকদের সমতুল পর্যায়ে আনা হোক এবং তাঁদের কলেজ ডি. এ এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা শিক্ষকদের মত দেওয়া হোক।

(খ) যে সমস্ত গ্রন্থাগারিকের এখনও পর্যন্ত পুরানো UGC বেতনক্রমে fixation করা হয় নি সেগুলি সম্বন্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। এবং নতুন সংশোধিত বেতনক্রম ঘোষনা করার জন্য সরকারকে চিঠি ও স্মারকলিপি পাঠানো হোক।

(গ) কলেজ গ্রন্থাগারিক উপ ও সহ-গ্রন্থাগারিকসহ Teacher's Council এ সদস্যভুক্তির জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

এই সভা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে উপযুক্ত বিষয়ে সরকার এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সংগে আলাপ আলোচনার জন্য এবং চিঠিপত্র লেখার জন্য অনুরোধ জানায়।

(ঘ) সভায় আলোচনায় স্থির হয় যে, যে সমস্ত গ্রন্থাগারিক, উপ ও সহ-গ্রন্থাগারিক ১. ১. ৭৩ এর মধ্যে চাকুরীতে নিযুক্ত হয়েছেন তাঁদের UGC বেতনক্রমের আওতায় আনা হোক।

(ঙ) সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার বে-সরকারী কলেজের গ্রন্থাগারিক ও সহ-গ্রন্থাগারিকের যে বেতনক্রম স্থির করেছেন সে বেতনক্রম গ্রন্থাগারিকদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। সভায় স্থির হয় যে পরিষদের প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে আলোচনার জন্য সরকারের কাছে আরও সময় চাওয়া হোক। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সাথে আলোচনা না করে সরকার যেন কলেজ গ্রন্থাগারিক ও সহ-গ্রন্থাগারিকদের যারা UGC বেতনক্রমের আওতার বাইরে তাঁদের বেতনক্রম ঘোষণার ব্যাপারে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করেন।

(চ) এই সভা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে অনতিবিলম্বে পশ্চিমবঙ্গ কলেজ গ্রন্থাগার কর্মীদের একটি রাজ্য কনভেনশন ডাকার জন্য অনুরোধ জানায়।

(ছ) কলেজ গ্রন্থাগারের অন্যান্য কর্মীদের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। এই সভা মনে করে যে গ্রন্থাগারে অ-বৃত্তিকুশলী কর্মীদের (Library Attendant এবং Library Bearer) কখনই Office Bearer এর সমপর্যায়ে ফেলা যায় না। গ্রন্থাগারে এই সমস্ত অবৃত্তিকুশলী কর্মীরা বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে থাকেন এবং তাঁদের কাজের প্রকৃতিও ভিন্ন ধরনের। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয় যে যতদিন পর্যন্ত তাঁরা UGC'র আওতায় না আসেন ততদিন তাঁদের বেতনক্রম যেন Skilled worker'দের সমপর্যায়ভুক্ত করা হয়।

(জ) অধিকাংশ কলেজে একাদশ ও দ্বাদশ ক্লাশ চালু করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয় যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ অবিলম্বে Higher Secondary Cauncil এর সংগে আলোচনা করে এই সেকশনে সর্বসময়ের জন্য নতুন কর্মী নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারকে তৎপর হতে বলবেন।

চিঠিপত্র

[মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন]

মাননীয়

সম্পাদক 'গ্রন্থাগার'

১

মহাশয়,

গ্রন্থাগার পত্রিকা পশ্চিমবঙ্গে নিঃসন্দেহে গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটি ঐতিহ্য সম্পন্ন পত্রিকা। এতে গ্রন্থাগারের সমৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন Technical দিক নিয়ে যে বহু পণ্ডিত সারগর্ভ আলোচনা করেন তাতেও কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু, পরিতাপের বিষয় ইদানিং কালে পশ্চিমবঙ্গের তাবৎ গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রে কোনরূপ দিশারী প্রবন্ধ রচনা বা নেতৃত্ব দিতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। একথা অবশ্য বলা যায়না যে কখনই উক্ত উদ্দেশ্যের সহায়ক কোন রচনা গ্রন্থাগারে প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু যা হয়েছে তা নেহাতই দায়সারা গোছের। কোন রচনাতেই বা কোন সম্পাদকীয় প্রবন্ধেই যথেষ্ট আন্তরিকতা আছে বলে বোধ হয় না।

আমার বক্তব্যের সারবত্তা প্রমাণের জন্য বিগত দু'টি সংখ্যা বেছে নিচ্ছি। প্রথমটি শ্রীঅজয় ঘোষের (২৬ বর্ষ, সংখ্যা ৬) ছাত্র-সংযোগ একটি ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা। এখানে শ্রীঘোষ ছাত্র-সংযোগ উপলব্ধিতির প্রয়োজনীয়তা,— গ্রন্থাগার আন্দোলনকে গণ-আন্দোলনের উত্তরণ করার একটি অন্যতম হাতিয়ার হিসাবে দেখাতে চেয়েছেন। প্রশ্ন হচ্ছে গণ-আন্দোলন বলতে লেখক কি বোঝাতে চেয়েছেন? গ্রন্থাগার আন্দোলন কি কখনও মানুষের রুটিরুজির আন্দোলনের মত গণ-আন্দোলনের রূপ নেবে? যে দেশে এখনও ৩০-৩৫% লোক অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন সেদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে কতভাগ লোক আশা করেন। বক্তব্যটা কেমন অস্পষ্ট লাগছে না? বরঞ্চ বক্তব্য এমন হওয়া উচিৎ ছিল প্রজাকল্যানকামী একটি রাষ্ট্রের পক্ষে গ্রন্থাগারকে আইনের স্বীকৃতি দেওয়া জরুরী এই জন্যই যে উন্নয়নমূলক যে কোন গণ-আন্দোলনে গ্রন্থাগারগুলি উজ্জীবনী শক্তির কাজ করবে।

আর দ্বিতীয়টি সম্পাদকীয় (২৫ বর্ষ, সংখ্যা ৭)। বুঝতেই পারা গেলনা উক্ত প্রবন্ধে কার উপরে অভিমান করা হয়েছে। বড় বড় কাগজগুলির ওপর? 'গ্রন্থাগার' এর সম্পাদকীয়তে অভিমান প্রকাশ করলে বড় বড় কাগজগুলির কার কি এসে যায়। কিন্তু প্রশ্ন হলো রামমোহন ফাউণ্ডেশনের কেলেংকারী নিয়ে কাগজগুলি যখন উত্তাল তখন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ তথা তাদের মুখপত্র গ্রন্থাগার-এর ভূমিকা কি? তারা নীরব শ্রোতা বা দর্শকের ভূমিকায় কেন? তারা কি পারতেন না সবার সঙ্গে সুর মিলিয়ে এই অন্যায়ের তীব্র প্রতিবাদ তুলতে? তারা কি পারতেন না এই সুযোগে সরকারের কাছে তাদের অধিকারের নাযাত্তা তুলে ধরতে। এখনও সুযোগ আছে! আমাদের দাবী কেবল কেতাবী আলোচনার আসর না মাতিয়ে বাস্তব ভিত্তিক কিছু চিন্তা এবং কাজকর্ম পশ্চিমবঙ্গের সার্বিক গ্রন্থাগার আন্দোলনের স্বার্থে পরিষদ কিছু করুন।

নমস্কারান্তে ইতি অনন্ত ভট্টাচার্য্য

২

মহাশয়,

গত ২০শে ডিসেম্বর ১৯৭৬ সাল, হুগলী জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক, শ্রীঅনিল কুমার দত্তের সভাপতিত্বে আমরা আমাদের গ্রন্থাগারের পক্ষ থেকে 'বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করি। এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দিনটি উপযুক্ত মর্যাদার সঙ্গে পালন করা

হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতি, বিলটির তাৎপর্য্য বিশদভাবে বুঝিয়ে বলেন এবং সভ্যেরাও অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। এই আলোচনার বিষয়বস্তু আপনাকে জানাচ্ছি যাতে আপনি বুঝতে পারেন, 'লাইব্রেরী আন্দোলনের' সম্পর্কে আমাদের সভ্যেরা কী চিন্তা করেন।

'বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ' যারা পশ্চিম বঙ্গের অসংখ্য গ্রন্থাগারের কেন্দ্রীয় মুখপাত্র হিসাবে স্বীকৃত এবং সেই কারণেই গ্রন্থাগার সমূহ 'বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের' সভ্য হন এই আশায় যে, পৃথক পৃথক ভাবে গ্রন্থাগার সমূহের নানাবিধ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়, কেন্দ্রীয়ভাবে জোটবদ্ধ ভাবেই এই সমস্যার সমাধান সম্ভব, এই উদ্দেশ্যেই 'বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের' হাত শক্ত করার জন্য সকল গ্রন্থাগারের উচিত 'বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের' সভ্য হওয়া? পক্ষান্তরে 'বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ' সারা পশ্চিম বাংলার গ্রন্থাগার সমূহের কেন্দ্রীয় মুখপাত্র হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়ার পর, স্বাভাবিক ভাবেই পশ্চিম বঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়ার বিরাট দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারে না। কাজেই বাৎসরিক একটি অন্তর্ভুক্তির জন্য চাঁদা দেওয়া ও বৎসরে সম্মেলন করেই এ দায়িত্বের শেষ হওয়া উচিত নয়। আমাদের এই হুগলী জেলার কথাই ধরা যাক। এই জেলায় কম করেও ৭০০টি গ্রন্থাগার আছে। হুগলী জেলার সদর সহর চুঁচুড়া। এই জেলার গ্রন্থাগার সমূহের সমীক্ষা এবং পরিষদের পক্ষ থেকে দেখা শুনার জন্য জেলা ভিত্তিক কোন কমিটি আছে কিনা আমাদের জানা নেই বা যদি থেকেও থাকেও তাহলে ঐ কমিটির কোন কাজ আমরা দেখতে পাই না এবং এবিষয়ে পরিষদ তার দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারে না। পশ্চিম বাংলায় গ্রন্থাগার সমূহের সামগ্রিক উন্নতির জন্য সরকারের উপর কোন চাপ সৃষ্টি করতে হলে সারা দেশ ব্যাপি একটা সুনির্দিষ্ট কর্মসূচির মাধ্যমে সমস্ত গ্রন্থাগারকে ঐ আন্দোলনের সামিল করতে হলে তার দরকার পরিষদের জেলাভিত্তিক বলিষ্ঠ কমিটি এবং এই কমিটি পরিষদের প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে চালিত হবে, তবেই পরিষদ তার লক্ষে পৌঁছতে পারবে এর পটভূমি হিসাবে জেলায় জেলায় পরিষদের নেতৃত্বে আলোচনা সভার মাধ্যম দিয়ে জমি তৈরী করা দরকার। আমরা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে পরিষদের কাছ থেকে এই বলিষ্ঠ নেতৃত্ব আশা করছি।

ঐ সভায় আলোচনার কিছু অংশ আমরা আপনার অবগতির জন্য পাঠালাম। এবিষয়ে আপনার বক্তব্য জানালে অত্যন্ত বাধিত হবো।

নমস্কারান্তে।

বিনীত
গণেশ বক্সী
সাধারণ সম্পাদক
৩১।১২।৭৭

গ্রন্থাগার সংবাদ

পল্লীশ্রী পাঠাগার, হীরাপুর, হাওড়া ॥

নজরুল স্মরণ সভা

গত ৫ই সেপ্টেম্বর রবিবার, শ্রীপতিত পাবন পাত্রের সভাপতিত্বে পল্লীশ্রী পাঠাগারে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের মহাপ্রয়াণে এক স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি-কৃতিতে মাল্যদান, আবৃত্তি, গান ও আলোচনার মাধ্যমে বিদ্রোহী কবির স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করা হয়। নজরুল সম্পর্কে আলোচনা করেন অধ্যাপক সুদেব সানা, শিক্ষক কালীপদ মণ্ডল ও বাসুদেব ঘোশেল। নজরুলগীতি পরিবেশন করেন বেতার শিল্পী কমল কুমার সান্যাল, দিলীপ ঘোষাল, শেখ সিরাজুল হক ও তপজা দে। কবির 'কাণ্ডারী' কবিতা আবৃত্তি পাঠ করেন শুভেন চ্যাটার্জী।

তরুণ সংঘ, মধ্য-হিজলী, মেদিনীপুর ॥

বার্ষিক সাধারণ সভা

বিগত ৩রা অক্টোবর ১৯৭৬ তরুণ সংঘের কর্মকর্তা নির্বাচন হয়ে গেল। নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ বিভিন্ন পদে নির্বাচিত হয়েছেন।

সভাপতি—পশুপতি দাসাধিকারী, সহ-সভাপতি—জনার্দন দাসাধিকারী, সাধারণ সম্পাদক—পশুপতি মাইতি; শিক্ষা সম্পাদক—অমলেন্দু অধিকারী; স্বাস্থ্য ও রিক্রিয়েশন সম্পাদক—সুভাষ চন্দ্র জানা; সমাজ উন্নয়ন সম্পাদক ও গ্রন্থাগারিক—সুকুমার দাসাধিকারী, কোষাধ্যক্ষ—তপন কুমার দত্ত; সদস্যবৃন্দ: বিমলেন্দু দাসাধিকারী, দেবাশিস দত্ত, শ্রীপতিচরণ মাইতি; নির্মলেন্দু ঘোষ; উৎপলকান্তি মিত্র, শশাঙ্কশেখর দাসাধিকারী, পার্থ সারথি মেদ্দা ও উমা সরকার।

সবুজ গ্রন্থাগার, নিজবালিয়া, পোঃ পাতিহাল, হাওড়া ॥

বার্ষিক সাধারণ সভা

বিগত ১৫ই আগষ্ট অধ্যাপক ডঃ অজিত কুমার মাইতির সভাপতিত্বে সবুজ গ্রন্থাগারের ত্রিশতম বার্ষিক সাধারণ সভা তৎসহ কার্যকরী সমিতির ত্রৈ-বার্ষিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় কার্যকরী সমিতির ত্রৈ-বার্ষিক নির্বাচনে নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ আগামী ১৯৭৬-৭৯ বৎসরের জন্য কর্মকর্তা (Office Bearer) ও সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন:—সভাপতি: ডঃ অজিত কুমার মাইতি; সহ-সভাপতি নির্মলেন্দু মান্না ও পঞ্চানন সিংহ; কর্মসচিব—শিবেন্দু মান্না; কোষাধ্যক্ষ কাশীনাথ মাইতি; হিসাবরক্ষক—পঞ্চানন বেরা; সদস্য—মনোরঞ্জন জানা, প্রসাদ চন্দ্র ঘড়া, বেচারাম ঘোষ, ফণিভূষণ চ্যাটার্জী, অসিত বরণ ব্যানার্জী, অশোক-রঞ্জন ধর, বিমল কুমার মাইতি।

বার্ষিক প্রতিবেদনসূত্রে জানা যায় বর্তমানে পুস্তক সংখ্যা ৫৫৭৩; বই লেনদেন ৫০৬৪; সদস্য ও গ্রাহক সংখ্যা ১১১ জন; মোট আয় ৮২৬৮.০০ ব্যয় ৮৯৮৪.৫২ ঘাটতি ৭১৬.৫২।

আনন্দ আসর। সেনহাট। হুগলী ॥

গত ১৪/১২/৭৬ তারিখে বিকাল ৩ ঘটিকায় "মানব অধিকার দিবস" পালনে আনন্দ আসর (গভঃ স্পনসর্ড গ্রামীন গ্রন্থাগার) কর্তৃক একসভা সেনহাট রামমোহন ভবনে অনুষ্ঠিত হয়।

এই সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীমদন মোহন পাল পাল মহাশয়। সভায় শ্রীপ্রশান্তকুমার মিত্র (সম্প্রসারণ

অধিকারিক, সমাজ শিক্ষা), ছায়া রায় (মহিলা সম্প্রসারণ আধিকারিক, সমাজ শিক্ষা), আভা মণ্ডল (গ্রাম সেবিকা), তৃপ্তি দত্ত (এস. ডি. এস.) শ্রীনিলমণি দত্ত, শ্রীবিজয় শংকর পারিয়াল, ও শ্রীশিবপ্রসাদ মজুমদার প্রভৃতি বিশিষ্ট ও বিশিষ্টাগণ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় শ্রীপ্রশান্ত কুমার মিত্র "মানব অধিকার দিবসের" তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করে এক দীর্ঘ ভাষণ দান করেন। তিনি তার নিজের দেখা কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করে মানুষের প্রতি মানুষের মনোভাব কত ঘৃণ্য ছিল। মানুষের প্রতি মানুষের সংকোচ বোধ কতখানি ছিল তা বর্ণনা করেন। এবং সেটা যে সমাজের পক্ষে কতখানি ক্ষতিকারক তাও বর্ণনা করেন, এবং আজকে আমাদের মনোভাব কতখানি পরিবর্তন হয়েছে এবং আজ আমরা অনেকখানি সহজ হতে পেরেছি তার তিনি দু একটি ঘটনা উল্লেখ করে তার বর্ণনা দেন। পরিশেষে তিনি বলেন আজ যারা আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি তারা যাতে এই ভেদাভেদ মনোভাবটাকে কাটিয়ে উঠতে পারি বা আমাদের পাশাপাশি যদি কারও মনে এই রকম মনোভাব দেখা যায় তাকে যতটা পরিবর্তন করা যায় আমরা যেন তার যথাসাধ্য চেষ্টা করি। আমাদের ভারত সরকারও যে এর একটা সুষ্ঠু চিন্তা করছেন এবং কিছু আইন কানুনও রচনা করেছেন তার উল্লেখও তিনি করেন।

জেলা গ্রন্থাগার, তমলুক, মেদিনীপুর

শিশু দিবস

তমলুক জেলা গ্রন্থাগারে ১৪ই নভেম্বর তারিখে শিশু দিবস পালিত হয়। এই উপলক্ষে অপরাহ্নে জেলা গ্রন্থাগারে শিশু সমাবেশ পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর কর্মময় জীবনের একটি চিত্র প্রদর্শনী হয়। তিনদিন ধরিয়া পুস্তক, পত্র-পত্রিকা ও চিত্র প্রদর্শনী হইবার পর ১৬ই নভেম্বর সন্ধ্যায় শিশু ও কিশোরদিগের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় রবীন্দ্রনাথ, মধুসূদন, কামিনী রায়, কুমুদরঞ্জন ও অতুল প্রসাদের কবিতা, আবৃত্তি, গল্পবলা এবং মহাপুরুষদের জীবনী আলোচিত হয়। সভায় পৌরহিত্য করেন জেলা গ্রন্থাগারাধ্যক্ষ শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য।

ভ্রাম্যমান সেবাদল, শ্রীকৃষ্ণপুর, মহিষাদল, মেদিনীপুর।

প্রতিষ্ঠাদিবস

তমলুকের মহিষাদল থানার ১নং ব্লকের অন্তর্গত পঃ বঙ্গ সরকার অনুমোদিত শ্রীকৃষ্ণপুর তুষার স্মৃতি গ্রামনিকেতন গ্রামীন পাঠাগারের পরিচালনায় ভ্রাম্যমান সেবাদলের উদ্যোগে পাঠাগারের প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হয় ২৬শে নভেম্বর। উৎসবে বাউল গান, চলচ্চিত্র প্রদর্শন, অনুষ্ঠিত হয়।

বিবেকানন্দ পাঠাগার, কাঁঠোড়া, নদীয়া

গ্রন্থাগারে মানবিক অধিকার দিবস পালন।

গত ১০ ডিসেম্বর ১৯৭৬ পাঠাগারের পরিচালনায় "মানবিক অধিকার দিবস" উপলক্ষে এক আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়। আলোচনা চক্রের সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় সমাজ সেবী শ্রীদয়াল হরি সাহা মহাশয়। পাঠাগারের সম্পাদক শ্রীগোপাল চন্দ্র বিশ্বাস সহকারী সম্পাদক শ্রীকিশোর সাহা মহাশয় মানবিক অধিকার দিবসের পালনের কর্তব্য ও 1955 আইনের বিভিন্ন ধারাগুলির বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করেন। সভাশেষে সভাপতি মহাশয় তাঁর ভাষণে সকলকে স্বায় অধিকার কর্তব্যে উদ্বুদ্ধ হওয়ার অনুরোধ করেন ও প্রধান মন্ত্রীর ২০ দফা কর্মসূচী রূপায়নে সকলকে সহায়তা করার জন্য উদ্বুদ্ধ হতে বলেন।

অবৈতনিক পাঠ্য পুস্তক বিভাগ

বিবেকানন্দ পাঠাগার স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থে একটি অবৈতনিক পাঠ্যপুস্তক বিভাগ চালু করিয়াছে। গত ১২।১১।৭৬ তারিখে নদীয়া জেলা

প্রাধিকারিক শ্রীপরেশ নাথ চট্টোপাধ্যায় (তপশিলী উপজাতি কল্যাণ বিভাগ) মহাশয় পাঠাগারটী পরিদর্শন করিয়া সন্তোষ জনক অভিমত প্রকাশ করেন। পরিচালক তপশিলীজাতি উপজাতি মহাশয়ের অফিস হইতে যাহাতে সরকারী সাহায্য পাওয়া যায় তাহার আশ্বাস দেন। কাদোয়া গ্রামের শতকরা ৮০ জন অধিবাসী তপশিলী সম্প্রদায়ভুক্ত।

বিপিন বিহারী দে স্মৃতিপাঠাগার, ভদ্রকালী, হুগলী

গত ১৪. ১১. ৭৬ (রবিবার) ভদ্রকালী বিপিন বিহারী দে স্মৃতি পাঠগার কর্তৃপক্ষ শিশু বিভাগের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় প্রবীন শিক্ষক শ্রীবলাইলাল দে এবং প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন সাহিত্যিক শ্রীবুদ্ধদেব গুহ। ১৩৪০ সালে প্রতিষ্ঠিত এই গ্রন্থাগারটির উন্নতির নতুন পদক্ষেপের মূলে কতিপয় স্থানীয় যুবকের অক্লান্ত প্রচেষ্টা জনসাধারণের মনে আশার সঞ্চার করে। পাঠাগারের সদস্যা শ্রীমতী ভদ্রা চৌধুরীর আকস্মিক মৃত্যুতে ঐ দিনের সমগ্র অনুষ্ঠানটি শোকাহত ছিল।

সবুজ গ্রন্থাগার, হাওড়া

গত ২৩।১০।৭৬ তারিখে, সবুজ গ্রন্থাগার প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত এক ত্রি-স্তর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রথমভাগে অমর কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "জন্মশত বর্ষ" উদযাপিত হয়। শ্রীশীতল চন্দ্র সামন্ত স্বরচিত সঙ্গীতের মাধ্যমে শরৎচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন। শরৎ-জীবনী ও সাহিত্য বিচার সম্পর্কে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন শ্রীসমীর রঞ্জন সরকার। সবুজ গ্রন্থাগার কর্তৃক সংগৃহীত শরৎসাহিত্যসম্ভারের তালিকাটি পাঠ করে শোনান শ্রীবিমল কুমার মাইতি।

দ্বিতীয়ার্দ্ধে, "বরেণ্য বরণ" অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, সবুজ গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য, বর্তমানে আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন বিজ্ঞানী অধ্যাপক ডঃ অজিত কুমার মাইতিকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। ডঃ মাইতির সঙ্গে সবুজ গ্রন্থাগারের তথা এতদঞ্চলের জনমানসের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন শ্রীনির্মলেন্দু মান্না। ডঃ মাইতি, নবীন ও যুবকর্মীদের নিকট সবুজ গ্রন্থাগারের ভবিষ্যত কর্মপন্থার কথা বিবৃত করেন।

পরিশেষে, সবুজ গ্রন্থাগারের সদস্যবৃন্দ এবং স্থানীয় 'সুরতীর্থ' সঙ্গীতালয়ের ছাত্র-ছাত্রীগণ সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

সপ্তম ইয়াসলিক সেমিনার, ১৯৭৬

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়। ১৮. ১২. ৭৬—৩১. ১২. ৭৬

বিগত ২৮শে ডিসেম্বর ১৯৭৬ সালে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনায় ভারতীয় বিশেষ গ্রন্থাগার পরিষদ ও তথ্য কেন্দ্রের (IASLIC) সপ্তম সেমিনার অনুষ্ঠিত হলো। সভায় সভাপতিত্ব করেন ডকুমেন্টেশন রিসার্চ ও ট্রেনিং সেন্টারের অধ্যক্ষ শ্রী এ. নীলমেঘন। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা মন্ত্রী শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় সম্মেলন উদ্বোধন করেন। প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন সেন্ট্রাল সেক্রেটারিয়েট লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক এবং ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি শ্রী ডি. আর. কালিয়া। সম্মেলনে প্রায় দুইশত সর্বভারতীয় প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীরমারঞ্জন মুখোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে বর্ধমান শহরের প্রাচীনত্ব, ভৌগলিক অবস্থান প্রভৃতি উল্লেখ করেন। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্পর্কে তার অভিমত হলো এই শাস্ত্রটি অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় নবীন। জাতীয় জীবনে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা তিনি স্বীকার করেন। ভারতবর্ষে গ্রন্থাগার নতুন নয় বরং প্রাচীনত্বের দাবী করতে পারে। ভারতবর্ষের শিক্ষাকাঠামো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা তৈরী এবং সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থ বজায় রাখার জন্যই এই শিক্ষা ব্যবস্থা। গ্রন্থাগারিকদের প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের অনীহা এবং উপেক্ষা সম্পর্কে তিনি বলেন গ্রন্থাগারিকের প্রতি সম্মান এবং সুবিধাদি দিতে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন অনিচ্ছুক। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় ছাত্রছাত্রীদের অধিকতরভাবে গ্রন্থাগারের সংগে সংশ্লিষ্ট করতে হবে। 'শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসারের অঙ্গ হিসাবে গ্রন্থাগারিকদের বেতনক্রম নির্ধারণ করতে হবে।'

উদ্বোধনী ভাষণে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থাগার হচ্ছে অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ। বইয়ের দাম অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় ছাত্ররা বই পাচ্ছে না। ছাত্ররা গ্রন্থাগারকে উপযুক্তভাবে ব্যবহার করতে পারলে ক্লাশ না করেই শিক্ষালাভ করা যায়। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় লক্ষনীয় যে ছাত্ররা গ্রন্থাগার ব্যবহার করার ঝামেলা থেকে সরে থাকে। শুধু তাই নয় তাদের মধ্যে ক্লাশ না করেই পরীক্ষায় পাশ করার প্রবণতা দেখতে পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে বিশেষজ্ঞরা জনসাধারণের তুলনায় দ্রুত অগ্রসর হয়ে গেছেন অর্থাৎ সাধারণেরা অনেক পিছিয়ে পড়ে আছেন। এদের মধ্যে এই ফারাক যথা সম্ভব কমানো দরকার।

গ্রন্থাগারিকদের সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেন যে এরা ডিউই বর্গীকরণ গ্রন্থাগার সাজানো প্রভৃতি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ কিন্তু পাঠকদের গাইড করার কাজে অনেক পিছিয়ে আছেন। গ্রন্থাগারগুলিকে কখনই অচেতন বস্তুর সমাহার বলা যায় না। সেগুলি পাঠকের ব্যবহারের জন্যই সুতরাং সেগুলিকে পাঠকের প্রয়োজনে ব্যবহার করার ব্যবস্থা নিতে হবে। গ্রন্থাগার ছাত্র, শিক্ষক, শিল্পপতিদের সহায়ক হিসাবে ব্যবহার করতে হবে এবং উৎপাদন বাড়াতে হবে।

প্রধান অতিথির ভাষণে শ্রীকালিয়া মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে পশ্চিম বাংলায় গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন করার আবেদন জানান। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন মহারাষ্ট্র সরকার ট্যাক্স ছাড়াই গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন করার পথ দেখিয়েছেন।

সুতরাং পশ্চিমবাংলায়ও এইভাবে আইন প্রবর্তন করা যেতে পারে। সরকার যেমন করে স্কুল কলেজ ও হাসপাতাল পরিচালনা করেন গ্রন্থাগারও সেই ধারায় পরিচালিত হতে পারে। গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের ক্ষেত্রে পশ্চিমবাংলা পিছিয়ে আছে যদিও সরকার গ্রন্থাগার খাতে কম ব্যয় করেন না বরং বলা যায় গ্রন্থাগার খাতে গড় ব্যয়ের তুলনায় বেশীই ব্যয় করে থাকেন। আশা করা যায় সরকার এ ব্যাপারে দৃষ্টি দেবেন।

গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সংগে শিক্ষা ব্যবস্থার এক যোগসূত্র থাকা প্রয়োজন। কারণ হাজার হাজার প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের গ্রন্থাগারে পড়ার কোন ব্যবস্থা নেই।

এগুলি প্রবর্তনের জন্য আংশিক ব্যবস্থা গ্রহণ করার চাইতে সামগ্রিক একটি ব্যবস্থার প্রয়োগ প্রয়োজন। জনসাধারণ বা টেকনিশিয়ানদের 'আধুনিক কোন জ্ঞান আহরণ কিভাবে সম্ভব হবে এবং উৎপাদন ভিত্তিক শিক্ষাই বা হবে কি ভাবে? গ্রন্থাগার যে তথ্য সরবরাহ করে সেগুলি অন্যান্য কাঁচা মালের মতই সম্পদ। জাপান এবং জার্মানী তাঁদের নিজেদের দেশে যে শিল্প নৈপুণ্য সৃষ্টি করেছিল সেটা বিগত যুদ্ধে মোটেই নষ্ট হয় নি। সুতরাং আমাদের দেশেও নিপুণতা তৈরী করতে গেলে গ্রন্থাগার একান্ত আবশ্যক।

সম্মেলনের সভাপতি শ্রী এ. নীলমেঘন তাঁর মুদ্রিত বক্তৃতায় কলেজীয় শিক্ষা এবং তথ্যের ব্যবহার, পাঠককুলের গ্রন্থাগার শিক্ষা (user education), এ বিষয়ে গ্রন্থাগারিকদের কর্তব্য, শিক্ষানীতি, গ্রন্থাগার ও তথ্যনীতি প্রভৃতি আলোচনা করেন এবং এ সম্বন্ধীয় কিছু প্রস্তাব রাখেন। (সভাপতির অভিভাষণটি অনুবাদ করে মুদ্রণের ইচ্ছা রইলো)।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের রীডার—

শ্রীবিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় তার ভাষণে শিক্ষাব্যবস্থায় যে ত্রুটিগুলি রয়েছে তার কারণ সম্পর্কে বলেন যে আমরা ভুল যায়গায় জোর দিয়েছি বেশী। আমরা আমাদের ছাত্রদের এখনো শেখাই নি কি করে তথ্য আহরণ করতে হ শিক্ষাব্যবস্থা গ্রন্থাগারকেন্দ্রিক হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং শিক্ষা ব্যবস্থা নতুন করে ঢেলে সাজানো উচিত।

সভাপতি ও প্রধান অতিথিকে ধন্যবাদান্তে সভার কাজ শেষ হয়। টেকনিক্যাল পেপার্সের সম্মেলন শুরু হয় পরদিন সকালে। সম্মেলন দুটো বিষয়ের উপর হয়। ১) ডিউই বর্গীকরণ ২) গবেষণা ও উন্নয়নে গ্রন্থাগারের ভূমিকা।

প্রথম টেকনিক্যাল সম্মেলন :

(গ্রন্থাগার উন্নয়নে ডিউই দশমিক বর্গীকরণের অবদান। ২৯.১২.৭৬ সকাল ৮টা)

এ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বিভাগীয় প্রধান ডঃ ভি বি কৃষ্ণ রাও। তিনি তাঁর মুদ্রিত বক্তৃতায় ডিউই দশমিক বর্গীকরণের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় আলোচনা করেন। (তাঁর ভাষণটির বঙ্গানুবাদ মুদ্রণের ইচ্ছা রইলো।

এই সম্মেলনে মোট নয়টি প্রবন্ধ পাঠ করা হয়। তার মধ্যে ৭টি পুস্তকাকারে মুদ্রিত। ১টি সাইক্লোষ্টাইল করা। অপরটির কোনরূপ প্রতিলিপি প্রস্তুত সম্ভব হয় নি। আলোচনায় বেশ উৎসাহের সঞ্চার হয়। মোট ৪টি প্রবন্ধ সকালে পড়া হয় ও আলোচনা হয়।

দ্বিতীয় টেকনিক্যাল সম্মেলন : দুপুর ২টায় শুরু হয়। মোট পাঁচটি প্রবন্ধ এই সম্মেলনে পড়া হয় এবং আলোচনা হয়।

তৃতীয় টেকনিক্যাল সম্মেলন :

(ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে গবেষণা ও উন্নয়নে গ্রন্থাগারের ভূমিকা। ৩০.১২.৭৬ সকাল ৮টা)

সম্মেলনের দ্বিতীয় আলোচ্যসূচী ছিল ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে গবেষণা ও উন্নয়নে গ্রন্থাগারের ভূমিকা (Library's role in Research and Development in Indian context). সভায় সভাপতিত্ব করেন ডক্-

রেজেষ্টেশন রিসার্চ ও ট্রেনিং সেন্টারের বিভাগীয় প্রধান ও সম্মেলনের সভাপতি শ্রী এ. নীলমেঘন।

সভায় শুরুতে সভাপতি এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন বিষয়টি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। যদিও বিভিন্ন স্থানে এ বিষয় আলোচিত হয়েছে তা সত্বেও আরও আলোচনার হতে পারে। তার কারণ হলো এই বিষয়টির স্থিতিশীলতা কম। রিসার্চ ও ডেভলপমেন্টের কর্মরত পাঠক গ্রাহক সংখ্যা কম। আমাদের উচিত আরও নতুন নতুন পাঠক/গ্রাহক গ্রুপ তৈরী করা যারা তথ্য ব্যবহারকারী হবেন। এই শ্রেণীর পাঠকের এবং অন্যান্য অংশের কর্মীদের তথ্যের ব্যবহারিক মূল্যবোধ জাগানো; জাতীয় জীবনে তথ্যের ভূমিকা নির্ধারণ; দৈনন্দিন জীবনে তথ্যের ব্যবহার ক্ষমতাবৃদ্ধি এবং তৎসম্পর্কিত সার্ভিসগুলির প্রয়োগ প্রভৃতি নিয়ে আরও আলোচনার অবকাশ; তথ্যের সার্ভিস ও সিস্টেম নির্দিষ্ট পাঠক/গ্রাহকের নির্দিষ্ট প্রয়োজন অনুযায়ী হওয়া উচিত প্রভৃতি বিষয়গুলি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন তথ্য ব্যবহারের ক্ষমতাবৃদ্ধি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। বিশুদ্ধ বিষয়ে গবেষণা এবং ফলিত বিষয়ের গবেষণায় তথ্যের ব্যবহারের তারতম্য রয়েছে। এ সম্পর্কিত গবেষণায় জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ পাওয়া যেতে পারে।

এই সম্মেলনে আলোচনার জন্য মোট ১০টি প্রবন্ধ আসে। তার মধ্যে সকালে ৬টি প্রবন্ধ পাঠ করা হয় ও আলোচিত হয়।

চতুর্থ সম্মেলনটি জিমনাসিয়াম হলের পরিবর্তে গ্রন্থাগার ভবনে বসে। মোট ৬টি প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচিত হয়। শেষ প্রবন্ধটি কোন মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হয় নি এটি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক শ্রীঅজিত কুমার মুখোপাধ্যায়ের তিনটি প্রবন্ধের রচয়িতারা উপস্থিত ছিলেন না।

পঞ্চম ও সমাপ্তি অধিবেশন: ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৭৬। সকাল ৮টা।

সভায় অধ্যাপক নীলমেঘন, সম্মেলনের সভাপতি হিসাবে বিগত ৪ দিনের সম্মেলন নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করেন। শ্রী এন. কে. গোয়েল সম্মেলনের প্রস্তাবগুলি আলোচনার জন্য পেশ করেন। প্রস্তাবগুলি উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দের মধ্যে প্রচার করা হয়। আলোচনা ও সংশোধনের পর প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়।

পরবর্তী ইয়াসলিক সম্মেলন হবে কর্ণাটক বিশ্ববিদ্যালয়ে, (ধারওয়ার) ১৯৭৭ সালের অক্টোবর মাসে।

সম্মেলনের ব্যবস্থাপক হিসাবে শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

ঃ বিজ্ঞপ্তি ঃ

ছাত্র পুনর্মিলন উৎসব : ১৯৭৭

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষাক্রমের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীদের পুনর্মিলন উৎসব জানুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহে অথবা ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হবে।

এই উৎসবকে পূর্ণাঙ্গ ও সফল করার জন্য প্রাক্তন ও বিদায়ী ছাত্র-ছাত্রীদের পরিষদ কার্যালয়ে যোগাযোগের অনুরোধ জানাই।

নিবেদক—

যুগ্ম-সম্পাদক

ছাত্র পুনর্মিলন উৎসব সমিতি, ১৯৭৭

বার্তা বিচিত্রা

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা উদ্যোগ :

বিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতকোত্তর পাঠক্রমের ছাত্র এবং গবেষকদের জন্য দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান গ্রন্থাগার স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছে। প্রস্তাবিত বিজ্ঞান গ্রন্থাগারে বই এবং পত্র-পত্রিকা ছাড়াও 'গণক যন্ত্র'-এর (computer) মাধ্যমে তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থা থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন উক্ত বিজ্ঞান গ্রন্থাগারের ভবন নির্মানের জন্য দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়কে ষোল লক্ষ টাকা দিয়েছে। বিভিন্ন রকমের যন্ত্রাদির জন্য 'ফোর্ড ফাউণ্ডেশন' দিয়েছে সাত লক্ষ ডলার। বিজ্ঞান গ্রন্থাগারটি স্থাপিত হলে বিজ্ঞানের ছাত্র এবং গবেষকবৃন্দ বই প্রভৃতির জন্য বিভিন্ন বিভাগীয় গ্রন্থাগারসমূহে ছোটাছুটীর হাত থেকে রেহাই পাবেন। তাঁদের মূল্যবান সময়ের অপচয় রোধ হবে।

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় অন্যান্য বিভাগকেও গ্রন্থাগারের সুযোগ দিতে 'ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের' দেয় টাকায় চলতি বৎসরের মার্চ মাসের মধ্যেই 'বই-পত্র কিনে ফেলার সিদ্ধান্ত করেছে। এই উদ্দেশ্যে গ্রন্থাগার কর্মীবৃন্দ বাড়তি সময় কাজ করে চলেছেন।

দৃষ্টিহীন ছাত্রদের জন্য গ্রন্থাগার স্থাপন দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের আর একটি উদ্যোগ। উল্লেখ্য দিল্লীর বিভিন্ন অঞ্চলে স্নাতক-নিম্ন পর্যায়ের ছাত্রদের জন্য দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় আরও কিছু 'পাঠ্য পুস্তক গ্রন্থাগার' স্থাপনেরও উদ্যোগী হয়েছে।

সূচীকরণ ও নির্দেশিকরণে বিশেষ প্রশিক্ষণ

ইয়াসলিক (IASLIC) পরিচালিত 'সূচীকরণ' বিষয়ে ছয় সপ্তাহের প্রশিক্ষণটি গত ১লা নভেম্বর তারিখে আরম্ভ হয়ে বর্তমানে শেষ হয়ে গেছে। প্রথম বর্ষের এই প্রশিক্ষণে ২০ জন ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। শিক্ষান্তে ছাত্র ছাত্রীদের মানপত্র দেওয়া হয়। পারিপার্শিক রাজ্যগুলি হতেও ছাত্র ছাত্রীরা এই শিক্ষায় অংশ গ্রহণ করেন।

ভারতীয় বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা পঞ্জী :

নয়াদিল্লী জাতীয় ভারতের বৈজ্ঞানিক তথ্যকেন্দ্র অর্থাৎ Indian National Scientific Documentation Center (INSDOC) সম্প্রতি "ডাইরেক্টরী অব্ ইণ্ডিয়ান সায়েন্টিফিক পিরিওডিক্যাল্‌স : ১৯৭৬ (তৃতীয় সংস্করণ) প্রকাশ করেছে। এই পঞ্জী গ্রন্থে বিজ্ঞান, কারিগরী এবং সমপর্যায়ের বিষয়াদির ১৯৫৩ খানি পত্রিকা তালিকাভুক্ত হয়েছে। ভারতীয় ভাষা সমূহের পত্রিকা সংখ্যা কল তিনশত ষাট।

রাজ্যে রাজ্যে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ :

কর্ণাটক : কর্ণাটক বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৭৬ এ অনুষ্ঠিত এম, লিব, এস্‌সি পরীক্ষায় দশ জন পরীক্ষার্থীই দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছেন। বি, লিব, এস্‌সি পরীক্ষায় একজন প্রথম বিভাগ পেয়েছেন। অবশিষ্ট পরীক্ষার্থীদের ৩৩ জন দ্বিতীয় বিভাগ এবং ১৮ জন তৃতীয় বিভাগে পাশ করেছেন।

গুজরাট : গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৭০ সালের বি, লিব, এস্‌সি পরীক্ষায় ২৪ জন পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। দুজন প্রথম বিভাগ এবং ২২ জন দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করেছেন। মোট পরীক্ষার্থী ছিলেন ৩৩ জন।

পশ্চিমবঙ্গ : বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৭৫ এ অনুষ্ঠিত বি, লিব, এস্‌সি পরীক্ষায় ৩৭ জন পরীক্ষার্থীই পাশ করেছেন। শ্রীমতী নবনীতা সিংহ প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছেন।

বোম্বাই : বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৭৬ সালের এম, লিব, এস্‌সি পরীক্ষায় চার জন পরীক্ষা দিয়ে ৪ জনই পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। প্রথম বিভাগে ১ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ২ জন এবং তৃতীয় বিভাগে একজন পাশ করেছেন।

বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, লিব, এস্‌সি (১৯৭৬) পরীক্ষায় মোট উত্তীর্ণ হয়েছেন ২৫ জন পরীক্ষার্থী। প্রথম বিভাগ পেয়েছেন একজন। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বিভাগে ১২ জন উত্তীর্ণ হয়েছেন। পরীক্ষার্থীর মোট সংখ্যা ছিল ৪১ জন।

পাঠ অভ্যাস সমীক্ষা :

সম্প্রতি মদুরাই (তামিল নাড়ু)-এর এ, ভি, সি কলেজের অধ্যাপক মণ্ডলী এবং ছাত্রবৃন্দ গ্রামবাসীদের পাঠ অভ্যাস সম্পর্কে একটি সমীক্ষা করেছেন। সমীক্ষায় দেখা গেছে গ্রামবাসীদের প্রায় সকলেই সাক্ষর। এঁরা গ্রন্থাগারে যেতে খুবই আগ্রহী। স্থানীয় গ্রন্থাগার পরিচালন কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগার থাকা সত্ত্বেও কেউ কেউ নিজেদের গ্রন্থাগার রেখে চলেছেন।

আলোচ্য সমীক্ষায় ৩২ জন মহিলা সহ ১৬৩ জন গ্রামবাসী তথ্য সরবরাহ করেন। এদের শিক্ষাগত যোগ্যতা হল—শতকরা ১৪·৭৫ জন স্নাতক শতকরা ৩৩·৫৭ জন মাধ্যমিক পরীক্ষা উত্তীর্ণ এবং অবশিষ্ট অংশ মাধ্যমিক পরীক্ষা স্তরের নীচে। সমীক্ষায় জানা গেছে যে তথ্য প্রদানকারীদের শতকরা ৯৭·৫৭ জন ব্যক্তি সংবাদপত্র পড়েন। সাক্ষরতার উচ্চ হার সম্বন্ধে প্রধান কারণ হিসেবে গ্রন্থাগারের অবস্থিতির কথা সমীক্ষায় উল্লেখ করা হয়েছে।

আলোচ্য সমীক্ষাটি তামিল নাড়ুর পেরুরি তালুকের নাড়ুর গ্রামে পরিচালিত হয়। [প্রসংগত উল্লেখ্য ভারতের যে ৪টি রাজ্যে গ্রন্থাগার আইন রয়েছে, তামিল নাড়ু তাদের মধ্যে একটি]

সঙ্কলনে : শশাঙ্ক বাগচী

ঃ বিজ্ঞপ্তি ঃ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে ৩৩তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন আগামী ১১, ১৩ এবং ১৪ই মার্চ (১৯৭৭) তারিখে হুগলী জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের ব্যবস্থাপনায় চুঁচুড়াতে অনুষ্ঠিত হবে বলে স্থির হয়েছে। সম্মেলন সংক্রান্ত অনুসন্ধানাদি পরিষদ কার্য্যালয়ে অথবা শ্রীঅনিল কুমার দত্ত, গ্রন্থাগারিক, হুগলী জেলা গ্রন্থাগার (চুঁচুড়া)-এর নিকট করা যেতে পারে। সম্মেলনের অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় পরে জানানো হবে।

বিমল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
॥ কর্ম-সচিব ॥

জানুয়ারী ১২, ১৯৭৭

ENGLISH ABSTRACTS

BIMAL KANTI SEN : *Universal Decimal Classification : class 'Philosophy'*

—Discussed with explanatory notes on the treatment of 'Philosophy' in UDC. Explicitly stated the mechamism of deriving class numbers by using mnemonics. Compared the idea 'Cosmology' in philosophy with Astronomy. Explained the class 'Psychology' and its basic difference with 'Neurology'. Construction of Class number by synthesising different class number in 'Morals', 'Ethics' was explicitly shown.

SASANKA BAGCHI : *The library association has no 'El Dorado' : an appeal to its members.*

—States the financial problems which the Bengal Library Association is facing. Appealed to its memebers to send subscription properly and timely. Correlates the achievments of an association with its financial viability.

DISTRIBUTION OF CERTIFICATES *to the students of the BLA who have passed the Certificate in Library Science examination in 1976.*

—An account of the Convocation of BLA who have passed the 'Cert Lib 1976' examination conducted by the Bengal Library Association. The function was held in the Students' Hall on the 20th Dec 1976. Dr Sushil Kumar Mukherjee, Vice Chancellor of the Calcutta University had distributed the certificates to the students. Sri Pramil Chandra Bose, the Vice President of the Association presided over the function. Miss Rukmini Das Gupta who stood first in the Examination was awarded 'Kumar Munindra Deb Roy Medal'. Among the 100 students who appeared in the exmination, 38 students passed the examination with First Class, 58 students got second class and four students had failed in the Examination.

LIBRARY DAY 1976 :

—Bengal Library Association observed the 'Library Day' in Students' Hall on 20th December 1976 at 6 P. M. The meeting was presided over by Sri Pramil Chandra Bose. Key note Address was put forward by Sri Phani Bhusan Roy, the President of the Bengal Library Association. The President of the meeting reviewed the successess and failures of the Association and stressed the need for further review.

Three Resolutions were moved. First Resolution containing 9 demands was moved by Sri Bimal Chandra Chattopadhaya and was supported by Sri Tushar Kanti Sanyal. The second one was on the 'Pay and Status of the Private College Librarians' This was moved by Sri Tushar Kanti Sanyal and was duely supported by Sri Chanchal Kumar Sen. Third one was on 'The Rammohan Roy Library Foundation' It was moved by Sri Ramkrishna Saha and was supported by Sri Debdas Chattopadhayay.

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্য তালিকা (৯) : নদীয়া, পুরুলিয়া ও ২৪ পরগণা

921 Sri Krishna College
Bagula
Dt. Nadia (7.74)

922 Vivekananda Pathagar
P. O. Kandoa
Dt. Nadia (6.76)

923 West Bengal Govt. Sponsored
Library Employees' Association, Nadia
C/O. Nadia District Library
Ghurni, P.O. Krishnagar,
Dt. Nadia (4.76)

924 Arun Kumar Aditya
Vill. Bhaina P. O. Bagula,
Dt. Nadia (7.76)

925 Prahlad Kumar Bagchi
C/O. Bhakta Master
P.O. & Vill. Karimpur,
Dt. Nadia (6 74)

926 Suprakash Banerjee
P. O. & Vill. Kandoa,
Dt. Nadia (1. 74)

927 Renuka Bhattacharjee
B-12/124 Kalyani
Dt. Nadia (8.74)

928 Keshab Lal Chakraborty
Fulia Colony (near Bichalir Karkhana)
P.O. Fulia Colony, Dt. Nadia (7.76)

929 Benoy Bhusan Chatterjee
Ghurni, Shibtala
P.O. Krishnagar, Dt. Nadia (4.75)

930 Satya Chatterjee
P.O. Dharmada, Dt. Nadia (1.75)

931 Amarendranath Das Gupta
Registrar's Dept.
Kalyani University
P. O. Kalyani, Dt. Nadia (9.76)

932 Susanta Kumar Dey
C/O. Samiran Kumar Dey
Puratan Bazar Street
P.O. Ranaghat, Dt. Nadia (8.76)

933 Basudeb Goswami
Bara Goswami Para
P.O. Santipur, Dt. Nadia (7.76)

934 Narayan Nandan
Chakerpara
P.O. Krishnagar, Dt. Nadia ( )

935 Buddhadeb Nath
B-10/296 Kalyani
Dt. Nadia (7.75)

936 Santosh Kumar Pal
Fulia Siksha Niketan
P. O. Fulia Colony, Dt. Nadia (9.73)

937 Mohit Roy
'Kheya', Gate Road
P.O. Krishnagar, Dt. Nadia (8.73)

938 Biswanath Sinha
Librarian, Nadia District Library
Ghurni,
P.O. Krishnagar, Dt. Nadia (4.75)

PURULIA

939 Daldali Bani Library
P.O. Daldali, Dt. Purulia (7.74)

940 District Library, Purulia
Dt. Purulia (5.76)

941 Nabarun Sahitya Sadan
P.O. & Vill. Bishpuria,
Dt. Purulia (8/73)

942 Narayanpur Moumasi Granthagar
P.O. Rampur, Dt. Purulia (4.75)

943 Vidyasundar Sahitya Mandir
P.O. Garh Jaipur, Dt. Purulia (3.76)

944 Vivekananda Pathagar
Sri Ramakrishna Tarak Math
P.O. Ketika, Dt. Purulia (1.76)

945 Yogananda Sadharan Pathagar
P.O. & Vill. Rangamati
Via. Garh Jaipur, Dt. Purulia (4.75)

946 Mira Datta
Librarian, Nistarini College
Dt. Purulia (4.75)

947 Dhirendranath Goswami
Pathar Mahara Sriram Granthagar
P.O. Man Bazar, Dt. Purulia (4.75)

948 Susanta Kumar Hazra
Amdiha, P.O. & Dt. Purulia (4.75)

949. Raghab Chandra Kuiri
Jahar Public Library
P.O. Para, Dt. Purulia (4.75)

950 Pranata Kumar Mukherjee
Librarian, Gobindapur Public Library
P.O. Gobindapur, Dt. Purulia (4.75)

24-PARGANAS

951 Abhyudaya Sangha
Bankim Palli
P.O. Sodepur, Dt. 24-Parganas (9.76)

952 Bongaon Public Library & Town Hall
P.O. Banagram,
Dt. 24-Parganas (6.76)

953 Bhabasindhu Smriti Mandir
C/O. Haramohan Mandal
Vill. Parasmani
P.O. Lahiripur, Dt. 24-Parganas (1.76)

954 Bhatpara Sahitya Mandir
P.O. Bhatpara, Dt. 24-Parganas (8.76)

955 Basirhat Sadharan Pathagar
Town Hall, Basirhat
Dt. 24 Parganas (8.74)

956 Bharat Chandra Library
Mulajore, P. O. Shyamnagar
Dt. 24 Parganas (7.75)

957 Brati Sangha
32 Dr. Umesh Mitra Road
P. O. Budge Budge
Dt. 24 Parganas (7.76)

958 Budge Budge Text Book Library
30 Halderpara Road, Kalitala
P. O. Budge Budge
Dt. 24 Parganas (10.76)

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মাসিক মুখপত্র

গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রতি

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সংবাদ প্রকাশে আমরা আগ্রহী। গ্রন্থাগারের বিভিন্ন সংবাদ কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্টভাবে লিখে সম্পাদকের নামে পাঠান।

পাঠকদের প্রতি

'গ্রন্থাগার' পত্রিকা আপনাদের কেমন লাগছে, কোথায় তার ত্রুটি-বিচ্যুতি, কেমন হলে ভালো হতো নিঃসংকোচে জানান। আপনাদের পরামর্শ যতটা সম্ভব গ্রহণের জন্য চেষ্টা করা হবে।

লেখকদের প্রতি

বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগার আন্দোলন, গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান এবং গ্রন্থাগারের সংগে সংশ্লিষ্ট বিবিধ বিষয়ে রচিত প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য আমরা খুবই আগ্রহান্বিত। প্রতিষ্ঠিত লেখক বিবেচ্য নয়, মূল্যবান লেখা-ই আমরা প্রকাশ করতে চাই। পত্রিকায় প্রকাশের জন্য প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্টরূপে লিখে সম্পাদকীয় দপ্তরে পাঠান। আপনার লেখার সাথে সংক্ষিপ্তাকারে English abstract পাঠালে ভালো হয়। কারণ প্রতিটি লেখার English Abstract আমরা প্রকাশ করে থাকি।

প্রকাশকদের প্রতি

'গ্রন্থাগার' পত্রিকা পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সমস্ত গ্রন্থাগারে, ভারতের কয়েকটি বিশিষ্ট গ্রন্থাগারে—এমন কি বিদেশের কয়েকটি গ্রন্থাগারেও নিয়মিত পৌছায়। সুতরাং 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া আপনাদের পক্ষে লাভজনক। বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী মলাটের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন।

আমরা গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্পর্কিত এবং বিভিন্ন রেফারেন্স বইয়ের (Encyclopaedia, Dictionary, Directory, Guide Book etc.) সমালোচনা নিয়মিতভাবে প্রকাশ করবার ইচ্ছা রাখি। আপনাদের প্রকাশিত বইয়ের প্রচারের জন্য **পুস্তক আলোচনা** বিভাগে দু'কপি পাঠান।

সম্পাদক, গ্রন্থাগার
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
পি-১৩৪, সি. আই. টি. স্কীম ৫২
কলিকাতা-৭০০০১৪
(ফোন : ৪৪-৮৫৬৬)

Annual Price Rs. 15.00
Single issue Re. 1·50

Licensed to post without prepayment
LICENCE No. WB/CC-CL-2
Postal Regd No. WB/CC—145
Regd No. RN/2674/57

Volume 26 : No. 9 Dec-Jan. 1976-77

GRANTHAGAR

(The monthly organ of the Bengal Library Association devoted to the advancement of Library Science & Library Movement in West Bengal)

All payments should be sent to :
The Secretary
Bengal Library Association
Central Library,
Calcutta University
Calcutta-700073

All correspondence and papers for publication should be addressed to :
The Editor, Granthagar
Bengal Library Association
P-134, CIT Scheme No. 52
Calcutta-700014
Phone : 44-8566

ENGLISH ABSTRCT of few articles will be published in the next issue

Published by : Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University, Cal-73

Printed by : Sourendramohan Gangopadhyay at the MUDRANEE 131B, Ram Behari Ganguly Street, Calcutta-700012

Editor : Ramkrishna Saha

Associate Editor : Achintya Mullick

২৬ বর্ষ, সংখ্যা ১০-১১ মাঘ-ফাল্গুন, ১৩৮৩

সূচী

বার্ষিক চাঁদা—১৫.০০ সম্পাদক : রামকৃষ্ণ সাহা প্রতি সংখ্যা ১.৫০

॥ গ্রন্থাগার পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন ॥

'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া আপনার পক্ষে লাভজনক। কারণ পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে, গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগারানুরাগীদের কাছে পত্রিকা নিয়মিত পৌঁছায়। এ পত্রিকার মাধ্যমে গ্রন্থাগারিকরা পুস্তক নির্বাচন করে থাকেন।

বিজ্ঞাপনের হার

ছাপা অংশের সাইজ	কোন পৃষ্ঠায় কতটা	সাধারণ সংখ্যা টাকা	বিশেষ সংখ্যা টাকা
৮×৬ ইঞ্চি	পূর্ণ পৃষ্ঠা ৪র্থ মলাট	২৫০	৪০০
৮×৬ ইঞ্চি	পূর্ণ পৃষ্ঠা ২য় ও ৩য় মলাট	২০০	৩৫০
৪×৬ ইঞ্চি বা ৮×৩ ইঞ্চি	অর্ধ পৃষ্ঠা ঐ	১২৫	২০০
৮×৬ ইঞ্চি	সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১২৫	৩০০
৪×৬ ইঞ্চি বা ৮×৩ ইঞ্চি	ঐ অর্ধ পৃষ্ঠা	৭০	১৭৫
৪×৩ ইঞ্চি	সাধারণ এক চতুর্থাংশ পৃষ্ঠা	৪০	—

সম্পাদক, গ্রন্থাগার পত্রিকা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি ১৩৪, সি আই টি স্কীম ৫২

কলিকাতা ৭০০০১৪

ফোন : ৪৪-৮৫৬৬

॥ পরিষদ প্রকাশিত কয়েকটি বই ॥

West Bengal Library Directory
(1963 edition) মূল্য ২০·০০

বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগার সম্বন্ধে সর্বাধিক তথ্য সম্বলিত একমাত্র প্রামাণ্য গ্রন্থ।

Library Personality & Library Bill for West Bengal

By Dr. Ranganathan মূল্য ২·০০

পশ্চিমবঙ্গে সুসংগঠিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে গ্রন্থাগার আইনের খসড়া করেছিলেন বিশ্ববিশ্রুত গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানী ড. রঙ্গনাথন।

Library Service in India To-day

মূল্য ৩·০০

মার্কিন সংবাদ প্রতিষ্ঠান ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যুক্ত প্রচেষ্টায় আয়োজিত আলোচনা চক্রের বিবরণ।

নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা

(১৯৬৯ সংস্করণ) মূল্য ৫·০০

আড়াই হাজারের বেশী সুনির্বাচিত বাংলা বইয়ের তালিকা।

রবীন্দ্র সাহিত্যে গ্রন্থাগার

ডঃ বিমল দত্ত প্রণীত মূল্য ২·০০

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের একটি বিশেষ দিক সম্পর্কে আলোকপাত।

গ্রন্থবিদ্যা

ডঃ আদিত্যকুমার ওহদেদার প্রণীত মূল্য ৪·০০

বাংলা শিশু সাহিত্য : গ্রন্থপঞ্জী

বাণী বসু সঙ্কলিত মূল্য ৭·০০

১৮১৮ থেকে ১৯৬২ পর্যন্ত প্রকাশিত প্রায় ৫,৫০০ গ্রন্থ ও ১৫০ সাময়িক পত্রের প্রামাণ্য তালিকা।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি-১৩৪ সি. আই. টি. স্কীম ৫২

কলিকাতা-৭০০০১৪

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

৩৩ তম অধিবেশন

(৮-১০ এপ্রিল, ১৯৭৭)

চুঁচুড়া : হুগলী

সুধি,

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের (বেঙ্গল লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন) উদ্যোগে এবং হুগলী জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী কমিটির ব্যবস্থাপনায় হুগলী জেলা গ্রন্থাগারের (চুঁচুড়া) আগামী ৮ই এপ্রিল থেকে ১০ই এপ্রিল, ১৯৭৭, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের ৩৩ তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করবেন বিশিষ্ট গ্রন্থাগারিক শ্রীবিমলেন্দু মজুমদার।

সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় :—

১। সাধারণের গ্রন্থাগারে পরিষেবা প্রসঙ্গ ও ২। শিক্ষায়তনিক গ্রন্থাগারে পরিষেবা। আলোচ্য বিষয়ের জন্য গ্রন্থাগার কর্মী ও গ্রন্থাগারানুরাগীদের কাছ থেকে প্রবন্ধাদি আহ্বান করা হচ্ছে। প্রবন্ধে সাধারণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা এবং সাধারণ গ্রন্থাগারে পদ্ধতি (Service system) সম্পর্কে এবং নতুন শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষায়তনিক গ্রন্থাগারের ভূমিকা, তার পরিষেবা পদ্ধতি ও শিক্ষা প্রসারে শিক্ষায়তনিক গ্রন্থাগারের অবদান নিয়ে তথ্যভিত্তিক আলোচনা করা প্রয়োজন।

সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধাদি এবং সম্মেলনের সাধারণ অধিবেশনে আলোচনার জন্য কোনও প্রস্তাব থাকলে তা লিখিত আকারে পরিষদ কর্মসচিবের কাছে আগামী ৩১শে মার্চের মধ্যে অবশ্যই জমা দিতে হবে। উপযুক্ত প্রবন্ধ 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সম্মেলন পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

সম্মেলনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সকল সদস্য শুভানুধ্যায়ী এবং গ্রন্থাগারানুরাগী জনসাধারণকে যোগদান করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

সম্মেলন সম্পর্কে জ্ঞাতব্য বিষয় পর পৃষ্ঠায় দেওয়া হল। অন্যান্য সংবাদের জন্য অভ্যর্থনা সমিতি অথবা পরিষদ কার্যালয়ে যোগাযোগ করা যেতে পারে। সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সম্প্রসারণ এবং সুনিয়ন্ত্রিত গ্রন্থাগার আন্দোলন গড়ে তুলতে আপনাদের উপস্থিতি একান্ত কাম্য। নমস্কারান্তে

নির্মলচন্দ্র সেন
সভাপতি, অভ্যর্থনা সমিতি
হুগলী জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ
সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব ও ৩৩ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন
পোঃ চুঁচুড়া, জেলা : হুগলী।

বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
কর্মসচিব
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
পি-১৩৪, সি, আই, টি স্কীম নং ৫২
কলিকাতা—১৪
(ফোন নং : ৪৪-৮৫৬৬)

২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৭

—: জ্ঞাতব্য বিষয় :—

১। ৮ই এপ্রিল ১৯৭৭ শুক্রবার বিকেল ৪টায় সম্মেলনের উদ্বোধন হবে এবং চলবে ১০ই এপ্রিল, রবিবার, বেলা ১১টা পর্যন্ত।

২। প্রতিনিধি তালিকাভুক্তিকরণ শুরু হবে ৮ই এপ্রিল সকাল ৯টা থেকে।

৩। সম্মেলনে যে কোন ব্যক্তি যোগদান করতে পারেন। পরিষদের ব্যক্তিগত সদস্য, প্রতিষ্ঠানগত সদস্যদের কোন প্রতিনিধি বা অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যদের কোন প্রতিনিধি ফি লাগবে না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচয় পত্র থাকলে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদেরও কোন প্রতিনিধি ফি দিতে হবে না। অন্যান্যরা দুটাকা করে প্রতিনিধি ফি দিয়ে সম্মেলনে যোগদান করতে পারেন। সদস্য প্রতিষ্ঠান সমূহ দুজন করে প্রতিনিধি পাঠাতে পারেন।

৪। প্রত্যেককে নিজ নিজ বিছানা ও মশারী আনতে হবে।

৫। ৮ই এপ্রিল বিকেল থেকে ১০ই এপ্রিল দুপুর পর্যন্ত থাকা ও খাওয়া বাবদ জন প্রতি মোট ১২ টাকা করে দিতে হবে। সম্মেলনের আগে বা পরে থাকা ও খাওয়ার জন্য অতিরিক্ত অর্থ দিতে হবে। সম্মেলনে যোগদানেচ্ছু ব্যক্তিদের আগামী ৬ই এপ্রিলের মধ্যে অতি অবশ্যই অভ্যর্থনা সমিতিকে জানাতে হবে এবং প্রয়োজনীয় অর্থও পাঠাতে হবে।

৬। হুগলী জেলা গ্রন্থাগারে যাওয়ার পথ নির্দেশ :

(ক) হাওড়া ষ্টেশন থেকে চুঁচুড়া ষ্টেশন : ট্রেন ভাড়া ১.৫৫ পয়সা (দ্বিতীয় শ্রেণী)। সময় সাধারণত ১ঘণ্টা ১০মিঃ। চুঁচুড়া ষ্টেশনের কাছ থেকে বাস ভাড়া : ২৫ পয়সা (বাস রুট নং ১৭ এবং ১৮) হুগলী জেলা গ্রন্থাগার ষ্টপেজ।

(খ) শিয়ালদহ ষ্টেশন থেকে নৈহাটি জংশন : ট্রেন ভাড়া : ১.৪৫ পয়সা (২য় শ্রেণী)। সময় আনুমানিক ১ঘণ্টা। নৈহাটি থেকে লঞ্চ পার হয়ে চুঁচুড়া ঘাট। ভাড়া ১০ পয়সা। চুঁচুড়া ঘাট থেকে জিলার জেলা গ্রন্থাগার ভাড়া ৫০ পয়সা (হাঁটা পথ : ১০ মিনিট)

অনুষ্ঠানসূচী :

৮ এপ্রিল, শুক্রবার, ১৯৭৭

সকাল ৯টা—বিকেল ৩টা : নাম তালিকাভুক্তি করণ
বিকেল ৪টা—বিকেল ৫-৩০মিঃ উদ্বোধন অধিবেশন
বিকেল ৫-৩০মিঃ—সন্ধ্যে ৬টা : চা পান
সন্ধ্যে ৬টা—রাত ৮-৩০মিঃ প্রথম অধিবেশন
রাত ৮-৩০মিঃ—রাত ১০টা : নৈশ আহার
রাত ১০টা থেকে : কাউন্সিল সভা

৯ এপ্রিল, শনিবার, ১৯৭৭

সকাল ৭টা—সকাল ৮টা : জলযোগ
সকাল ৮টা—বেলা ১১টা : দ্বিতীয় অধিবেশন
বেলা ১১টা—দুপুর ১২টা : স্নানাদি
দুপুর ১২টা—২টা : দ্বিপ্রাহরিক আহার
বিকেল ২টা—বিকেল ৫-৩০মিঃ সাধারণ অধিবেশন
বিকেল ৫-৩০মিঃ—সন্ধ্যে ৬টা : চা পান
সন্ধ্যে ৬টা সন্ধ্যে ৭টা : পরিষদের জেলা শাখাসমূহের সভা
সন্ধ্যে ৭টা—রাত ৯টা : সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
রাত ৯টায় : নৈশ আহার

১০ এপ্রিল, রবিবার, ১৯৭৭

সকাল ৭টা সকাল ৮টা : জলযোগ
সকাল ৮টা—বেলা ১১টা : সমাপ্তি অধিবেশন
বেলা ১১টা—দুপুর ১২টা : স্নানাদি
দুপুর ১২টায় : দ্বিপ্রাহরিক আহার

[বিঃ দ্রঃ : অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অনুষ্ঠান সূচীর পরিবর্তন হতে পারে]

রাষ্ট্রপতির জীবনাবসান

বিগত ১১ই ফেব্রুয়ারী ভারতের রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দীন আলি আহমেদ পরলোক গমন করেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এ ঘটনায় শোকাহত। পরিষদ তাঁর পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করে।

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

পি-১৩৪, সি. আই. টি. রোড ৫২, কলিকাতা-১৪।

(ফোন: ৪৪-৮৫৬৬)

সম্পাদক—রামকৃষ্ণ সাহা   সহযোগী সম্পাদক—অচিন্ত্য মল্লিক

বর্ষ ২৬, সংখ্যা ১০-১১   মাঘ-ফাল্গুন, ১৩৮৩

সম্পাদকীয়

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের একটি সার্কুলারের অংশ বিশেষ গোপন সূত্রে আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। সার্কুলারের পুরোটা হাতে না থাকায় বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করার অবকাশ এখন ঘটলো না। কিন্তু এতে দেখা গেল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকদের অবস্থা যথেষ্ট আশংকা জনক।

সার্কুলারে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকদের কয়েকটি বেতনক্রমের উল্লেখ রয়েছে এবং তাতে রাজ্য সরকারগুলিকে ঐ বেতন হার বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে একটা নির্দিষ্ট সময় সীমা বেঁধে দিয়ে। যদি কোন রাজ্য সরকার এ বিষয়ে কোন জবাব ঐ সময়-সীমার মধ্যে না দেন তবে কেন্দ্রীয় সরকার মনে করবেন যে এতে রাজ্য সরকারের সম্মতি আছে।

পশ্চিমবঙ্গে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ইউ. জি. সি বেতনক্রম প্রবর্তনের প্রচেষ্টা দীর্ঘদিনের। পশ্চিমবঙ্গের কলেজগুলিতে গ্রন্থাগারিকদের এ্যাড হক হারে টাকা দেওয়া হচ্ছে সেই যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমল থেকে। তারও পরে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ রাজ্য সরকারের কাছে দাবী পেশ করার পর এ্যাড হকের পরিমাণ বেড়েছে। ফিক্সেশন সম্পর্কে রাজ্য সরকার বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে কলেজ ভিত্তিক টাকার হিসাব পাঠাতে বলেছিলেন। পরিষদ মোট ১১০-১১২টি কলেজের হিসাব পাঠিয়েছিল ১৯৭৩ সালে। কিন্তু ১৯৭৭ সালেও বহু কলেজেই গ্রন্থাগারিকের ফিক্সেশন হয়নি। সরকারী গ্রন্থাগারিকদের UGC বেতনক্রমের প্রচলন আজও হলো না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে কলকাতা, যাদবপুর, রবীন্দ্রভারতী প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐ বেতনক্রম আজও প্রবর্তিত হলো না। এই হলো বাস্তব অবস্থা।

সাম্প্রতিক যে বেতনক্রমের ছবি আমাদের সামনে কেন্দ্রীয় সরকার উপস্থাপিত করেছেন তা থেকে এ মনে করা অস্বাভাবিক নয় যে সরকার কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকদের বিষদৃষ্টিতে দেখছেন। যেমন ধরা যাক

কলেজ গ্রন্থাগারিকদের অবস্থা। সেখানে তিনটি বেতনক্রমের সুপারিশ রয়েছে। যে কলেজের গ্রন্থাগারিকের বেতনক্রম ৩০০-৬০০ তা নয়া বেতনক্রমে এসে ৫৫০-২৫-৭৫০-৩০-৯০০ দাঁড়াচ্ছে। অর্থাৎ আগে যেখানে গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষকদের সমতুল বেতনক্রমের ব্যবস্থা করার চেষ্টা হচ্ছিল এখন সেটা তার থেকে এক ধাপ নীচে নামিয়ে দেওয়া হলো। এই প্রসঙ্গে কলেজ লেকচারারদের বেতন ৭০০-১৬০০ স্মর্তব্য।

এটা শুধু একটা ক্ষেত্রেই করা হয়নি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। যেখানে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের বেতনক্রম ছিল প্রফেসরদের বেতনক্রমের সমান (১১০০-১৬০০) বর্তমানে সে ক্ষেত্রে দুটি বেতনক্রমের কথা বলা হয়েছে একটি ১৫০০-২৫০০ অপরটি ১২০০-২০০০। (প্রফেসরদের নয়া বেতনক্রম এখন ১৫০০-২৫০০) প্রথম বেতনক্রম প্রবর্তন করতে গেলে কয়েকটি নিয়ম বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এই বেতনক্রম শুধু তাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে যাঁরা যে কোন একটি বিষয়ে (গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ছাড়া) পণ্ডিতরূপে (Scholar) স্বীকৃত। এবং তার নিম্নলিখিত যোগ্যতা থাকা চাই—যেমন গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ছাড়া যে কোন বিষয়ে প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর মাষ্টার্স ডিগ্রী তৎসহ ডক্টরেট ডিগ্রী বা ডক্টরেট ডিগ্রীর সমতুল্য প্রকাশিত কোন গবেষণাপত্র থাকা চাই। গবেষণা কার্য পরিচালনার অভিজ্ঞতা বা এবং গ্রন্থাগার পরিচালনার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা। জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়। দ্বিতীয়তঃ স্নাতকোত্তর ক্লাসে পঠন-পাঠনের এবং গবেষণার দশ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে বা উচ্চ শিক্ষার কোন প্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট থেকে একক ভাবে গবেষণার অভিজ্ঞতা কিংবা উচ্চ শিক্ষার বা গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট থাকার অভিজ্ঞতা প্রয়োজন।

এ বিষয় আজ দিবালোকের মত পরিষ্কার যে বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিক হওয়ার জন্য গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষিত এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তির প্রয়োজন অপেক্ষা শিক্ষণের সংগে জড়িত ব্যক্তির অধিক প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। আর গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে উচ্চ শিক্ষিত এবং অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের দ্বিতীয় শ্রেণীর বেতনক্রম হচ্ছে। এর থেকে একথা ভাবা হয়ত অন্যায় নয় যে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানকে এবং গ্রন্থাগারিকতা পেশাকেই হেয় করার প্রচেষ্টা চলছে।

ডেপুটি গ্রন্থাগারিকদের বেতনক্রম ১১০০-১৬০০ এবং সহকারী গ্রন্থাগারিকদের ৭০০-১৩০০ বেতনক্রম সুপারিশ করা হয়েছে। পূর্বে উপ-গ্রন্থাগারিকদের বেতনক্রম ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের রীডারদের সমান (যাঁদের বর্তমান বেতনক্রম ১২০০-১৯০০) এবং সহ গ্রন্থাগারিকদের বেতনক্রম পূর্বে ছিল ৪০০-৯৫০ অর্থাৎ লেকচারারদের সমান। এঁদের যোগ্যতা সম্পর্কিত সুপারিশ হাতে না থাকায় এক্ষেত্রে বিশেষ কিছু বলা সম্ভব হচ্ছে না। কলেজের উপ ও সহ গ্রন্থাগারিকদের এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য অংশের কর্মীদের জন্য অন্য কোন বেতনক্রম সুপারিশ করা নেই।

কলেজ গ্রন্থাগারিকদের বেতনক্রম সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আর এক অস্বস্তিজনক অবস্থার সৃষ্টি করেছেন। সেখানে অ-ইউ জি সি গ্রন্থাগারিকদের বেতনক্রম আবার সোজাসুজি ডিভিশন করণিকদের সমতুল্য করে ছেড়েছেন। অর্থাৎ কলেজগুলিতে ইউ. জি সি যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তির প্রয়োজনীয়তাকে লঘুভাবে দেখা হয়েছে। (অবিলম্বে ঐ বেতনক্রম প্রত্যাহার করার দাবী জানানো কর্তব্য।) এমত অবস্থায় কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকদের সামনে দুটি পথ খোলা রইলো। প্রথম হচ্ছে নিজেদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ইউ. জি. সি প্রবর্তিত যোগ্যতার সমতুল করা দ্বিতীয়তঃ বেতনক্রমের এই নীতিগুলির বিরুদ্ধে জোরদার আন্দোলন গড়ে তোলা। দুটো পথই কঠিন এবং দীর্ঘস্থায়ী।

বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ বিভাগ ও গ্রন্থাগার পরিষদগুলির মধ্যে সমঝোতা ও ঐক্য বজায় রেখে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার কর্মীদের ভবিষ্যত আন্দোলনের রূপরেখা স্থির করা উচিত।

গ্রন্থাগার উন্নয়নে ডিউই দশমিক বর্গীকরণ পদ্ধতির অবদান

ডঃ ডি বি কৃষ্ণরাও

প্রাক্তন অধ্যাপক, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান, মাদ্রাজ-বিশ্ববিদ্যালয়

[বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত সপ্তম সর্বভারতীয় বিশেষ গ্রন্থাগার পরিষদ (ইয়াসলিক) সম্মেলনের (২৭ ডিসেম্বর ১৯৭৬ সালে) প্রথম অধিবেশনে প্রদত্ত ডঃ ডি. বি. কৃষ্ণরাও-এর উদ্বোধনী ভাষণের বঙ্গানুবাদ।

ডঃ ডি. বি. কৃষ্ণরাও এম এ, এম এসসি, পি এইচ ডি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন প্রধান এবং উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উক্ত বিভাগের সারদা রঙ্গনাথন অধ্যাপক ছিলেন। তিনি ১৯৫৬ সালে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'Facet Analysis and Depth Classification of Agriculture' নামে গবেষণাপত্রে পি এইচ ডি উপাধিতে ভূষিত হন। তিনি ডঃ রঙ্গনাথনের কৃতি ছাত্রদের অন্যতম।]

- **সূচনা**

ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ!

আমার এবং ইয়াসলিকের পক্ষ থেকে "গ্রন্থাগার উন্নয়নে ডিউই দশমিক বর্গীকরণ পদ্ধতির অবদান" সম্পর্কে আলোচনাচক্রে সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছি।

ইয়াসলিক পরিষদমণ্ডলী সর্বসম্মতিক্রমে আমাকে ডাইরেক্টর পদের দায়িত্ব অর্পণ করার জন্য ধন্যবাদ জানাই। ডিউই দশমিক পদ্ধতিতে আমার অভিজ্ঞতা ন্যূন এবং ইয়াসলিকের সঙ্গে যোগাযোগও একটা খুব বেশীদিনের নয়। তবুও এসব তুচ্ছতাকে অতিক্রম করে আমাকে এই আলোচনাচক্রের পরিচালকরূপে আমন্ত্রণ জানানোর আমি অভিভূত হয়েছি। আশা করি আপনাদের সহযোগিতায় এ আলোচনাচক্র সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হবে এবং কিছু প্রয়োজনীয় সুপারিশ করা সম্ভব হবে।

যাঁরা কষ্ট স্বীকার করে বিভিন্ন বিষয়ের বিভিন্ন অংশের পর্যালোচনায় অংশ গ্রহণ করে এবং বৃহত্তর বিষয়বস্তুর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে গবেষণাপত্র এই সম্মেলনে উপস্থাপিত করেছেন তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ।

১৯৭৬ সাল যা খুব শীঘ্রই শেষ হয়ে যেতে চলেছে, তা আমাদের সবার কাছে একটি স্মরণীয় বছর; এই বছরটি ডিউই দশমিক বর্গীকরণের শতবার্ষিকী পূর্তির বৎসর। ১৮৭৬ সালে ডিউই বর্গীকরণের আবিষ্কার এবং অঙ্কসজ্জা যা শতবর্ষপূর্বে আবিষ্কৃত হয়েছিল, তা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে একটি দৃঢ়পদক্ষেপরূপে স্বীকৃত। পরবর্তীকালে উন্নত ও বিবর্ধিত হয়ে গ্রন্থপরিগ্রহণ, সংগঠন এবং সমগ্র বিশ্বের গ্রন্থাগারের পরিপুষ্টির ও সঙ্কলনের সামগ্রিক মানদণ্ডরূপে তা প্রতিষ্ঠালাভ করেছে। এবং এ-কথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে এই এই ব্যবস্থার অভিযোজন মানবসমাজের পক্ষে কল্যাণকর হয়ে শিক্ষার ও প্রজ্ঞার প্রসার ঘটিয়েছে; অজ্ঞানের অন্ধকার বিদূরিত করে, মানবসমাজের কল্যাণকারী কার্যক্রম গ্রহণ করে সর্বক্ষেত্রে বিরাজমান হয়েছে। সুতরাং ইয়াসলিকের পরিষদীয় ব্যবস্থা 'ডিউই দশমিক বর্গীকরণ'কে একটি বার্ষিক আলোচ্য বিষয়বস্তুরূপে নির্বাচিত করে শুধু যে এক অভূতপূর্ব আবিষ্কারকেই সম্মান দিয়েছেন তা নয় বরং আবিষ্কারের পিছনে সেই বিরাট ব্যক্তিত্ব—সেই মেলভিল লুই কোসুথ ডিউইকেই সম্মানিত করেছেন।

আমি লক্ষ্য করেছি যে—গ্রন্থাগার সেবীদের মধ্যে অনেকেই ডিউই দশমিক পদ্ধতি বেশী পরিমাণে ব্যবহার করে থাকেন তাঁরা কিন্তু এই সমাধানবিধি সম্পর্কে অস্পষ্ট অবহিত। আমার মতে এই উপলক্ষে তাঁর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে দু'চার কথা বলার একান্ত প্রয়োজন।

বিধান, উচ্চ চিন্তাশীল আবিষ্কারকদের জীবনী, যার দ্বারা তাঁদের ভাবাদর্শ চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে আমাদের অনুপ্রাণিত করতে পারে এবং যাকে ভক্তি ও ত্যাগধর্মে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁদের গৌরবোজ্জ্বল ধারাকে সুউচ্চে স্থাপিত করার মতো উচ্চাকাঙ্খা রাখতে পারি, আমাদের পাঠ্যতালিকায় সেরকম সামান্যই থাকে।

গ্রন্থাগার উন্নয়নে ডিউই দশমিক পদ্ধতির অবদানের কথা বাদ দিলেও, শিক্ষার উন্নয়ন এবং গ্রন্থাগারের সর্বতোমুখী মানোন্নয়নের নানান প্রচেষ্টায় তাঁর অবদান অসীম, তথাপি গ্রন্থাগারিকদের কাছে তাঁর এ-সব কর্মময় জীবনের অনেক কিছুই অজ্ঞাত রয়েছে।

১. ডিউই দশমিক পদ্ধতি : একটি বিতর্কিত বিষয়

এই প্রসঙ্গে আপনাদের মধ্যে সমালোচক বা অনুসন্ধিৎসু যাঁরা আছেন তাঁদের আমি একটা কথা বলতে চাই যে জন মাস কর্তৃক লিখিত 'who invented Dewey's Classification ?' নামক প্রবন্ধটি যা ১৯৭২ সালে Wilson Library Bulletin V 47 সংখ্যায় ৪ঠা ডিসেম্বর প্রকাশিত হয়েছিল আমি সে সম্পর্কে অবহিত আছি। এই গবেষণাপত্রিকার ৩৩৫-৩৩৯ পৃষ্ঠায় জন মাস এই বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে কানেকটিকাটের (Connecticut) অধ্যাপক উইলিয়াম শ্লেক ১৮৭৬ সালে ফিলাডেলফিয়া শহরে শতবার্ষিকী প্রদর্শনীর যা আমেরিকার প্রথম বিশ্বমেলা রূপে পরিচিত তাঁর পরিকল্পনা রূপায়ণকালে এবং কর্মসচিব পদে অধিষ্ঠিত থাকা কালীন দশমিক পদ্ধতির উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ ঘটিয়ে ছিলেন। জন মাস নির্মমিকভাবে ডিউইর সংহতি সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন। আমি কেবলমাত্র গবেষণাপত্রের তাত্ত্বিক অংশের উদ্ধৃতি দিচ্ছি : "এটি সন্দেহাতীত যে মেলভিল ডিউই ১৮৭৩ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখের শ্লেকের পুস্তিকাটি পড়েই দশমিক বর্গীকরণ পদ্ধতির খসড়াটি প্রস্তুত করেছিলেন বই যে ১৮৭৩ সালে…বাস্তবিক পক্ষে ডিউই আমহার্স্ট গ্রন্থাগারে শ্লেকের পুস্তিকাটি পড়ার পরেই এই পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন।" যা হোক্, ডিউই-এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রশ্নাতীতরূপে নির্ভরযোগ্য এবং উচ্চ চিন্তার সাক্ষ্য দেয়।

২. মেলভিল ডিউই : উনিশ শতকের প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ

জন মাসের উপরোক্ত গবেষণাপত্র সত্ত্বেও, আমি আপনাদের সঙ্গে এ-কথা বলছি যে ডিউই-এর সার্বিক প্রচেষ্টা এবং শিক্ষার অগ্রগতির ক্ষেত্রে অবদান এতই উল্লেখযোগ্য এবং বিশাল যে মহান ডিউইকে আমাদের সমবেত কণ্ঠের প্রশংসা অর্পণ করার থেকে জন মাসের লেখনী বিরত করতে পারবে না।

গ্রস ভেনর ডিউই, ডিউই-এর জীবনীকার ঠিকই বলেছেন : 'এমন কোনো জীবনকাহিনী নাই, যা ডিউই-এর কর্মজীবনের মতো জীবন্ত হয়ে যুগপরম্পরায় সঞ্চারিত হয়েছে এবং তা সমগ্র বুদ্ধিজীবীগণমানকে উদ্দীপ্ত করবে যতদিন না দশটি সংখ্যার ব্যবহার ব্যাহত হয়।'

৩. মেলভিল ডিউই : একটি মানুষ

মেলভিল ডিউই ১৮৫১ সালের ১০ই ডিসেম্বর নিউইয়র্ক শহরের ওয়াটার টাউনের নিকট আডাম সেন্টারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর বাবা জোয়েল ডিউই একটি সাধারণ দোকান চালাতেন। তাছাড়া জীবিকার্জনের প্রয়োজনেই বুট ও অন্যান্য জুতো তৈরী করতেন। মাতাপিতার ধর্মচিন্তাধারার পটভূমিকায় ডিউই প্রথমে ভেবেছিলেন বিদেশে ধর্মপ্রচার করবেন কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই বুঝতে পারলেন যে তার জীবনের লক্ষ্য হল -জনগণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটানো। ১৮৭৮ সালে ডিউই সমগুণ সম্পন্না অ্যানি গড্রেকে বিয়ে করেন। তাঁরা চুয়াল্লিশ বছর ধরে সংসার যাত্রা নির্বাহ করেছেন পরমপ্রীতিতে। তারপর পঁচাশি বছর বয়সে ১৯৩১ সালের ২৬শে ডিসেম্বর মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের ফলে দেহত্যাগ করেন। এ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য যে তাঁর দেহাবশেষকে দাহ পর ভস্মাধার লেক প্রত্যার্পিত হয়ে সেখানকার গীর্জায় সমাধিস্থ করা হয়।

ডিউই-এর জীবনসত্তার প্রতিরূপ প্রকাশিত হয়েছে :

(১) তাঁর আশৈশব গভীর উচ্চাকাঙ্খায়।

(২) তাঁর মহানুভবতায় এবং সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের চোখে তাঁর জীবনের কৃতকর্মের যথার্থ বিচারের ভারার্পণে।

(৩) যাতে তাঁর জীবনের মূল্যবান প্রতিটি মুহূর্ত সদ্ব্যবহৃত হয় সেজন্য।

(৪) যাতে প্রকৃত শিক্ষা শিশুকাল থেকে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত প্রভাবিত করতে পারে।

(৫) তাঁর জীবনের মহান ব্রত ছিল জনগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতর উচ্চশিক্ষার অনুপ্রবেশ ঘটানো।

(৭) প্রত্যেক মানুষ যেন ভাবতে সক্ষম হন যে তাঁর জীবনটি হল ঈশ্বরের পরমদান, চারিত্রিক এবং নৈতিক জীবনবোধে বলীয়ান।

ডিউই-এর মানসিকতার পরিচয় এই মন্তব্যে নিহিত আছে : "সম্মুখে বাধা না থাকলে তিনি কখনই তৃপ্তিলাভ করতে পারতেন না ; সব কিছু ঠিকভাবে চললে তিনি এই ভয়ে অশান্ত হয়ে পড়তেন যে হয়তো কিছু ভুল হয়েছে অথবা সময়ের সদ্ব্যবহার হচ্ছে না।"

তার প্রচণ্ড কর্মক্ষমতা এবং পরিচালন দক্ষতা অবশ্য স্মরণীয়। যে কোনো কর্মযজ্ঞের যত ছোট ব্যাপারই হোক না কেন তাকে পরিপূর্ণ রূপ দেওয়ার জন্য খুঁটিনাটি ব্যাপারেও মনোনিবেশ করার মতো তাঁর আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল।

যা যুক্তিসম্মত নয়, যা বিরক্তিকর তাতে তাঁর রুচি ছিল না, তাই সারা জীবন ধরে ইংরেজী বানানের উৎকর্ষসাধন এবং মেট্রিক পদ্ধতির প্রবর্তনের প্রচেষ্টা করেছিলেন।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অত্যন্ত ধর্মনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি প্রচার করেছিলেন যে প্রত্যেক খৃষ্টানের এবং সৎ খৃষ্ট ধর্মরক্ষক (Good Templars)দের কর্তব্য হল সমস্ত সম্মানসূচক উপায়ে তামাকজাত দ্রব্যের উৎপাদন, বিক্রয় ও কোনোরকম ব্যবহারের উপর অনুকম্পা না দেখানো। এবং নিজেও জীবনে মদ্যপান, অহিফেন এবং তামাক সেবন থেকে বিরত ছিলেন।

মিতব্যয়িতার ভাবাদর্শ ডিউই দম্পতির মনে এমনভাবে গাঁথা হয়ে গিয়েছিল যে তাঁরা শুধু মাসিক আয়ব্যয়ের নয়, সাপ্তাহিক এবং মাসিক প্রতিবন্টার জন্য বাজেট ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁদের কেউ কখনোই সময়ের অপচয় ঘটাননি। অথচ ডিউই দম্পতির আতিথেয়তার উৎকর্ষ রূপ যাঁরা অতিথি হয়ে তাঁদের কাছে দেখা করতে যেতেন তাঁদের কাছে তা স্মরণীয় হয়ে উঠেছিল ; আর ছাত্ররাও তার বাদ পড়েনি।

প্রয়োজনীয় কাজকর্মে তিনি গভীর মনোনিবেশ করতেন, এবং ডিউই যে কোনো কাজে সদাসর্বদা সর্বোচ্চ কর্মক্ষমতা ও কর্মকুশলতার সংযোজন ঘটাতেন। তাঁর নিয়মিত অভ্যাস এবং নিয়মানুবর্তিতা ছিল, তিনি সুদৃঢ় ও সুঠাম শরীরের অধিকারী ছিলেন। প্রায় তাঁর সমগ্র জীবন ধরেই তাবেল খেলেছেন এবং ঘরের বাইরেও আমোদপ্রমোদে সময় কাটিয়েছেন।

ডিউই অতিমানব ছিলেন না কিন্তু প্রকৃত মানুষ ছিলেন। তাঁর আবার দোষত্রুটিও ছিল, কিন্তু তা তাঁর প্রখর ব্যক্তিসত্তার প্রতিচ্ছায়া মাত্র।

৪. মেলভিল ডিউই-এর সাফল্য

ডিউই-এর প্রধান সাফল্যগুলি হল :

(১) দশমিক বর্গীকরণ পদ্ধতির প্রবর্তন এবং কতিপয় সংস্করণসহ তার প্রকাশনা—যা তাঁর জীবিতাবস্থায় এবং দেহান্তরের পরেও সংঘটিত হয়েছে।

(২) আমেরিকার গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিষ্ঠা এবং ১৮৭৬ সালে লাইব্রেরী জার্নাল-এর প্রকাশন।

(৩) বানান সংস্কার পরিষদ গঠন (১৮৭৬) এবং সহজতর বানান পদ্ধতি সম্পর্কে প্রস্তাবদান।

(৪) বৃটিশ গ্রন্থাগার পরিষদ সংগঠনে সহায়তাকরণ (১৮৭৭)।

(৫) আমেরিকার প্রথম গ্রন্থাগার শিক্ষণকেন্দ্র স্থাপন (১৮৮৭)।

(৬) আমেরিকান লাইব্রেরী ইনস্টিট্যুট-এর প্রতিষ্ঠা (১৯০৬)।

(৭) 'যোগ্যতা পরিমাপক' জাতীয় শিক্ষালয়ে (ন্যাশনাল ইনস্টিট্যুট অফ এফিসিয়েন্সি) এবং যোগ্যতাজ্ঞাপক জাতীয় সংস্থায় (ন্যাশনাল এফিসিয়েন্সি সোসাইটি) অবদান উল্লেখযোগ্য।

(৮) ১৮৯৫ সালে লেক প্লাসিড্ ক্লাবের প্রতিষ্ঠা এবং কুড়ি দফা কর্মসূচীর প্রতিবেদন নিয়ে জাতীয় এবং আন্তর্জাতীয় শিক্ষার পরিক্রমণকে মুখ্য উদ্দেশ্য করে ১৯২২ সালে লেক প্লাসিড্ ক্লাবের শিক্ষা ফাউনডেশনের বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠাকরণ উল্লেখ্য।

(৯) তাঁর প্রগাঢ় উৎসাহ, অদম্য প্রচেষ্টা (১) আমেরিকার গ্রন্থাগার পরিষদের, (২) বানান পদ্ধতি সংস্কার সংস্থা এবং (৩) আমেরিকার মেট্রিক সংস্থার কর্মসচিবরূপে তাঁকে সাফল্যে ভূষিত করেছিল।

৫. দশমিক বর্গীকরণ :

গ্রন্থ বর্গীকরণের ক্ষেত্রে ডিউই দশমিক বর্গীকরণ পদ্ধতি নিঃসন্দেহে অধুনাতম বহুল প্রচারিত এবং ব্যবহৃত বর্গীকরণ পদ্ধতিগুলির মধ্যে প্রাচীনতম।

৫১ দশমিক বর্গীকরণ : প্রথম সংস্করণ

ডি দ. বর্গীকরণের প্রথম সংস্করণ 'A Classification and subject index for Cataloguing and arranging the books and pamphlets of a library' শিরোনামায় ১৮৭৬ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। এতে তখন বার পৃষ্ঠার মধ্যে ১,০০০ (এক হাজার) শ্রেণীর আনুষঙ্গিক সূচীর (Relative index) ও ২,০০০ (দুই হাজার) সংলেখের (Entries) স্থান ছিল। প্রথম সংস্করণে ডিউই-এর উল্লেখযোগ্য সাফল্যের কারণ হল তিনটি—(১) সুকৌশলে বিষয়গুলির পারম্পর্যরক্ষায় জন্য খুবই সরল চিহ্নের (Notation) প্রয়োগ। (২) পুস্তকসমূহের রক্ষিত গ্রন্থরাজির আনুষঙ্গিক অনুবর্তিতা (Relative Sequence) রক্ষণের মূলনীতির প্রবর্তন অর্থাৎ পুস্তকরাজির সম্পর্কিত পুস্তকগুলির যথাযথ সংস্থাপন। পুস্তকসংগ্রহ গ্রন্থাগারে যথেষ্ট বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও ক্রত পুরানো রীতি অনুসারে পুস্তকের স্থির অবস্থান বা রক্ষসংখ্যা (Shelf number) এবং পুস্তক সংখ্যা (Book number) ব্যবহারের বদলে আনুষঙ্গিক অনুবর্তিতার প্রয়োগ। সংখ্যার (৩) ব্যাপক আনুষঙ্গিক নির্ঘণ্ট (Comprehensive Relative Index) বিষয়ের বিভিন্ন দিকগুলিকে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত করতে পারে, যা প্রণালীবদ্ধ ব্যবস্থায় সম্ভব হয় না।

৫২ দশমিক বর্গীকরণ দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রথম সংস্করণের নয় বছর পরে ডিউই ১৮৮৫ সালে পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ অধিকতর ফলপ্রসূকরণের বাসনা নিয়ে নিম্নোক্ত নামে প্রকাশ করেন : Decimal Classification and relative index for arranging Cataloguing and indexing public and private libraries and pamphlets, Clippings, notes, scrape books, Index rerums etc.

ডিউই এই সব প্রথমের দিকের সংস্করণগুলিতে প্রথম চিহ্নের স্মরণিকা পদ্ধতির (Mnemonic system) প্রবর্তন করেছিলেন এবং সে পদ্ধতি পরবর্তীকালে অন্যান্য বিভাজন বিজ্ঞানীগণ বিষয়ের উপর 'দিক বিশ্লেষণ তত্ত্ব' (Facet analysis) প্রবর্তন ও নিয়মাপুগ করেছেন তা মূলতঃ ডিউই-এর প্রাথমিক সংস্করণে নিহিত ছিল। তিনি বিষয়ের বিভাগ উপবিভাগ এবং দেশ, কাল বিভাজনের নীতির স্রষ্টা ছিলেন।

৫৩ ডিউই দশমিক বর্গীকরণ : তৃতীয় থেকে অষ্টাদশ সংস্করণ

১৮৮৬ সাল থেকে ১৯৭১ সালের ভিতর ডিউই দশমিক পদ্ধতির তৃতীয় থেকে অষ্টাদশ সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

ত্বার পরিধিও ৪১৬ পৃষ্ঠা থেকে ৪১১৯ পৃষ্ঠায় তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

১ম খণ্ড : ১৪৬০ পৃষ্ঠা ; ২য় খণ্ড : ১৬২৭ পৃষ্ঠা এবং ৩য় খণ্ডে আছে ২৬৯২ পৃষ্ঠা। শ্রেণীগত বিভাগ এবং উপ-বিভাগের ক্ষেত্র অধিকতর ভাবে সূক্ষ্মতির স্বাতন্ত্র্যের গণ্ডীকে স্পর্শ করেছে। কাল (Chronological device) বিভাজনের কৌশল ভৌগোলিক (Geographical device) বিভাজন, জ্ঞানাংশ বিভাগ (facet device); স্বরূপ বিভাজন (Phase device) এবং বিষয় বিভাজননীতি (Subject device) অত্যন্ত সুন্দররূপে সংযোজিত হয়েছে। এবং পূর্ব সংস্করণের তুলনায় ব্যবহার কৌশলও সহজতর হয়েছে। যাঁরা সূক্ষ্ম বর্গীকরণে ইচ্ছুক তাঁদের জন্য বিস্তৃত সিডিউল ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এবং নানাবিধ পদ্ধতির উৎকর্ষ সাধনের জন্য উন্নত নির্দেশের সুযোগদান করেছেন।

৫৪ দশমিক বর্গীকরণ, অষ্টাদশ সংস্করণ : অভিনব অঙ্গসজ্জা

আজ পর্যন্ত যতগুলি দশমিক বর্গীকরণের সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে অষ্টাদশ সংস্করণটি হল সহনশীলতার দিক থেকে অধিকতর গুণসম্পন্ন (Versatile—embracing a variety of subject)। পূর্ববর্তী সংস্করণের ব্যবহারকারীরা যা অপছন্দ করেছেন তা এই সংস্করণে বাদ দেওয়া হয়েছে অথবা তার পরিমাণ হ্রাস করা হয়েছে। আর তাঁরা যা পছন্দ করেছেন বা সে সব রূপসজ্জা (Feature)-কে পরিবর্ধন করা হয়েছে। প্রয়োগনীতিকে সহজতর করার জন্য নানান প্রকার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে এই সংস্করণে ; যেমন : (১) সাধারণভাবে বিশেষ ভাবনায় (Concept) সুযোগদান করেছে। (২) পাঁচটি অতিরিক্ত বিভাগীয় তালিকা এবং (৩) ব্যবহারোপযোগী সূচীর প্রণয়ন।

বিষয়গুলির ক্রম বিন্যাস (Hierarchy) বিষয় শৃঙ্খলের (Chain of Subjects) মধ্যে বিন্যস্ত হয়েছে এবং তাদের নির্দেশনার জন্য চিহ্ন (Notation) ব্যবহৃত হয়েছে। মূলনীতি হল যা সামগ্রিক সত্য তা সমগ্র অংশের পক্ষে অনুসৃত হতে বাধ্য। আরেকটি মূলনীতি হল যে ক্রমানুবর্তী সিডিউল একক জ্ঞান'কে একবারই বিবৃত করবে, এবং তাতে সমগ্র বিষয়ের রূপই উপস্থাপিত হবে ; কিন্তু পুনরায় তাকে পরবর্তী উপবিভাগের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না। এই তালিকায় বিভাজননীতি সম্পর্কে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ নীতি প্রণয়নের প্রচেষ্টা হয়েছে।

নিয়মাবলী, পথনির্দেশক বিবৃতি (Guiding notes), সুযোগদানের জন্য বিবৃতি (Scope notes) এবং অন্যান্য নির্দেশমালা সংকলন, সহজতর ও সুস্পষ্ট হয়েছে যাতে প্রয়োগনীতির ক্ষেত্রে নির্ভুল হয়।

অষ্টাদশ সংস্করণের বিশেষ অঙ্গসৌষ্ঠব হল :

(১) বৃহত্তর সুযোগদানের গণ্ডী।

(২) ০৪ ব্যবহার করে সাধারণ সবিশেষ (General special) সঠিক উপ-বিভাগ বিভাজন করার ধারণার প্রবর্তন।

(৩) দু'খানি নতুন ফিনিস্ক তালিকা আইন ও গণিতের ক্ষেত্রে।

(৪) পাঁচটি অতিরিক্ত বিভাগীয় তালিকা নিয়ে সর্বসাকুল্যে সাতটি তালিকা।

(৫) বিদেশী ব্যবহারকারীদের জন্য নতুন সুযোগদান।

(৬) নতুন সূচী।

(৭) প্রস্তাবনা প্রভৃতির বিষয়বস্তু।

ফিনিক্স তালিকাগুলোর সুবিধা হলো যে বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারের বর্ধিষ্ণুতার সঙ্গে সে সঙ্গতি রক্ষা করতে পারে।

ডিউই দশমিক বর্গীকরণের অষ্টাদশ সংস্করণের সূচী সমস্ত সংস্করণের প্রকাশিত সূচী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম। এতে একটি সংলেখের (Entry) জন্য রয়েছে একটি সম্পূর্ণ সংখ্যা (Complete number) তা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দৃষ্টিকোণের (Significant term) থেকে গৃহীত হয়েছে আর তালিকায়ও

টেবিলে (Table) স্থান পেয়েছে। তারপর বিশদভাবে 'আরো দেখুন' (Cross reference) পদ্ধতি গৃহীত হয়েছে। যাতে লুক্কায়িত বিষয়বস্তুর (Hidden resources) সন্ধান দিয়ে সংলেখের সঙ্গে পারস্পরিক সম্বন্ধ সূচিত হতে পারে। ওই সব 'আরো দেখুন' (Cross references) পদ্ধতি ভালো বিষয়সূচীর তালিকার (Subject Index Catalogue) সমতুল্য। তাই ডিউই-এর অষ্টাদশ সংস্করণ সব চাইতে ব্যাপ্তিময় (Extensive) ও প্রকাশমান (Expressive) হয়ে দেখা দিয়েছে। অর্থাৎ এটিই হল সবচাইতে সহনশীল (Versatile) সংস্করণ। পৃথিবীর সর্বপ্রকারের গ্রন্থাগারসমূহ ক্রমশঃ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে এর ব্যবহার আরম্ভ করেছে তাতে এর স্থায়িত্বের সম্ভাবনা উজ্জ্বলতর হয়েছে এবং ঊনবিংশতম সংস্করণ যার প্রস্তুতিপর্ব চলছে তার আরো ক্রমোন্নতি হবে আশা করা যায়।

৬ দশমিক বর্গীকরণ : তার বিবর্তন।

ক্রমবর্ধমান ব্যবহার যদি তার উপযোগিতা ও প্রভাবের কারণ বলে পরিগণিত হয় তবে দশমিক বর্গীকরণ পদ্ধতিই হল আজ পর্যন্ত প্রকাশিত সমস্ত পদ্ধতির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিভাজন পদ্ধতি।

বৃদ্ধির পরিমাপ করা যায় বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হতে (১) সংস্করণ প্রকাশনের সংখ্যার উপর, (২) কত সংখ্যক পৃষ্ঠা আছে তার উপর, (৩) কত কপি বিক্রয় হয় তার উপর, (৪) কত সংখ্যক দেশ ব্যবহার করছে তার উপর, (৫) কত ভাষায় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে অথবা অনূদিত হয়েছে তার উপর, (৬) কত সংখ্যক বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগার তা ব্যবহার করছে তার উপর (৭) কলাকৌশল প্রয়োগের কতটা জটিলতার সৃষ্টি করা হয়েছে তার উপর।

সংস্করণের দিক থেকে দেখতে গেলে দশমিক বিভাজনের প্রথম সংস্করণ থেকে অষ্টাদশ সংস্করণ পর্যন্ত এগিয়েছে এবং শতবার্ষিকী পূর্তি উপলক্ষে ঊনবিংশ সংস্করণের প্রস্তুতিপর্ব চলছে।

পৃষ্ঠা সংখ্যার কথা বলতে গেলে ডিউই দশমিক বিভাজনের প্রথম থেকে চতুর্থ সংস্করণ পর্যন্ত বিয়াল্লিশ পৃষ্ঠা ছিলো, অষ্টাদশ সংস্করণে তার পৃষ্ঠার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৭১৯ পৃষ্ঠা।

কপি বিক্রয় প্রসঙ্গে বলতে হয় তার বিক্রয়ের পরিমাণ প্রচণ্ডরকম বেড়েছে. প্রথম সংস্করণে ১০০০ কপি আর সপ্তদশ সংস্করণে ৩৭,১৩৯ কপি বিক্রিত হয়েছে। অষ্টাদশ সংস্করণের বিক্রয়ের পরিমাণ এখনো নির্ণীত হয়নি। দশমিক বিভাজনের সংস্করণগুলির ৪৫% আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে বিক্রয় হয় এবং তার থেকে তার বিদেশে প্রভাবের খবরটি মেলে।

বিভিন্নদেশে বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগারে হরেকরকম তার ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়ে তার সাধারণ বিবরণ প্রবন্ধের সপ্তম অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে।

জটিলতার কথা বলতে গেলে বলা যায় প্রথম সংস্করণের সম্পূর্ণ সারণি গুনতি করা নির্দিষ্ট সংখ্যা ছিলো তার থেকে যথেষ্টভাবে দিকনির্দেশী (Faceted) কতিপয় বিভাজনকারী কৌশল জটিলতার সৃষ্টি করেছে যদিও তা কোলন বর্গীকরণের সমগোত্রীয় হয়নি।

দশমিক বিভাজনের দিগ্বিজয় :

দিগ্বিজয়ী দশমিক বিভাজন স্থান, কাল ভাষার বাধা অতিক্রম করে এগিয়ে চলেছে। ভিন্নধারার গ্রন্থাগার সমূহেও তার গতি অব্যাহত রয়েছে। এতে গ্রন্থাগারের অগ্রগতিতে তার প্রভাব, তার ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও ব্যবহারের ইঙ্গিত বহন করে।

সময় অনুপাতে দেখতে গেলে তার জন্ম হলো ১৮৭৬ সালে, অগ্রগতি, উন্নতি এবং স্থায়িত্বলাভ করতে সময় লেগেছে একশো বছর—১৮৭৬ থেকে ১৯৭৬ সাল। প্রথম সংস্করণ থেকে আরম্ভ করে অষ্টাদশ সংস্করণের মধ্যে দিয়ে উন্নত ও অগ্রগতিসম্পন্ন গ্রন্থাগারগুলিকে সমধিকার প্রভাবিত করেছে এবং একথা অবশ্যই বলা যেতে পারে যে গ্রন্থাগার-সমূহের বর্তমান চেহারায় পরিবর্তন না হলে ভবিষ্যতের এর

ব্যবহার অব্যাহত থাকবে। আমি একথা বলতে পারি যে তার জীবনীশক্তি এই ইঙ্গিতই বহন করে যে 'কাল'কে জয় করে চিরন্তন স্থান অধিকার করবে সে।

স্থানের কথা বলতে হলে দশমিক বিভাজন পৃথিবীর চারদিকেই ছড়িয়ে পড়েছে। দিগ্বিজয়ী হয়েছে এবং এতে এই ইঙ্গিতই বহন করে যে উন্নতশীল গ্রন্থাগার সমূহের উপর তার প্রভাব আছে এবং জনপ্রিয়ও বটে।

প্রতিটি মহাদেশে কোথাও বেশী অথবা কোথাও কিছু কম—এইভাবে দশমিক বর্গীকরণ ছড়িয়ে পড়েছে। উদাহরণ স্বরূপ উত্তর আমেরিকা দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা এশিয়া ও অষ্ট্রেলিয়া নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

দেশের কথা বলতে গেলে দশমিক বর্গীকরণ তার প্রভাব বিস্তার করেছে কানাডা, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, পর্তুগাল, স্পেন, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড জার্মেনী, ইটালী, নরওয়ে, হাঙ্গেরী, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র, চীন, জাপান, ভারতবর্ষ পাকিস্তান, কিছু কিছু আরবীয় দেশে, ব্রহ্মদেশ, ইন্দোনেশিয়া, অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন রাজ্যে এবং নিউজিল্যাণ্ডে।

ভাষার কথা বলতে গেলে দশমিক বিভাজনের দিগ্বিজয় ভাষার বাধাকে অতিক্রম করেছে। নিম্নোক্ত ভাষাসমূহে দশমিক বিভাজনের তালিকার পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে—ফরাসী, জার্মান, ইটালিয়ান, স্প্যানিশ, পর্তুগীজ, নরওয়েজিয়ান, রাশিয়ান, হাঙ্গেরিয়ান, বোহেমিয়ান, চৈনিক, জাপানী ভাষায়। সংক্ষিপ্তভাবে আইসল্যান্ডিক, ইন্দোনেশিয়ান জাপানী ও কোরিয়ান ভাষায়, মালয়, নরওয়েজিয়ান তুর্কী এবং ভিয়েৎনামী ভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছে। ভারতবর্ষে পি. এন. গৌর হিন্দীতে সবিশেষ অষ্টাদশ সংস্করণের সংক্ষিপ্ত ও যথাযথ অনুবাদ আমাদের সবার স্বার্থেই প্রকাশিত করেছেন।

নানান ধরণের গ্রন্থাগারের কথা তুললে বলতে হয় যে দশমিক বিভাজনের দিগ্বিজয় সমস্ত প্রকারের গ্রন্থাগারকে জয় করে নিয়েছে। সংক্ষিপ্ত সংস্করণগুলি স্বল্পায়তনের গ্রন্থাগারসমূহে গ্রামীন ও বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে ব্যবহৃত হয়। পূর্ণ-সংস্করণসমূহ বৃহদায়তন গ্রন্থাগার যেমন সাধারণ গ্রন্থাগার, কলেজ গ্রন্থাগার, বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে ব্যবহৃত হয়। দশমিক বিভাজনের মধ্যে অষ্টাদশ সংস্করণই হলো সর্বশ্রেষ্ঠ নমনীয় গুণসম্পন্ন সংস্করণ এবং দশমিক বিভাজনের গ্রন্থপঞ্জী-সংক্রান্ত বিবৃতি অর্থাৎ UDC যথেষ্ট গুণসম্পন্ন এবং বৈজ্ঞানিক, কারিগরী ও গবেষণাগারের গ্রন্থাগারে ডকুমেন্টেশন কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সূক্ষ্মতর বর্গীকরণের প্রয়োজন মেটাচ্ছে।

উপরোক্ত বিষয়বস্তু ব্যতিরেকেও দশমিক বিভাজন, জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী জয় করেছে ও অগ্রগতিকে প্রভাবিত করেছে, যেমন বৃটিশ জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী ভারতীয় জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী, অষ্ট্রেলিয়ান জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী, কানাডীয়ান জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী, ফ্রান্সের জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী, আইসল্যাণ্ডের জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী, ইটালী মিশর, ইথিওপিয়া, আইভরী কোষ্ট, রোডেশিয়া, সিয়েরা লিয়ন, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং তানজানিয়ার জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী এবং এশীয় দেশের মধ্যে ইরাণ, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, তুরস্কের জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীর সংকলনকরণ এবং অন্ত অনুকরণের দশমিক বর্গীকরণের ব্যবহার সুবিদিত। দক্ষিণ মধ্য আমেরিকার আর্জেন্টিনার ও ব্রাজিল দেশের দশমিক বিভাজনের ব্যবহার উল্লেখ করার মতো বিষয়।

ডিউই এবং দশমিক বর্গীকরণে, গ্রন্থাগারের বিভাজনের এবং সমগ্র গ্রন্থাগারিকের পরম কৃতিত্বের পরিচয় হল যে যেখানে রাজনীতিবিদগণ লৌহ প্রাচীরের ভিতরে প্রবেশ করতে অসমর্থ হয়েছেন; ডিউই দশমিক বর্গীকরণ পদ্ধতি সেখানে লৌহ প্রাচীর ভেদ করে দেশে অন্তঃস্থলে প্রবেশ করে গ্রন্থাগারগুলিকে সেখানে প্রভাবিত করতে সমর্থ হয়েছে।

৮. ইয়ানসিকের ডিউই দশমিক বিভাজন কমিটি

আমি এখন পর্যন্ত কলাকৌশলের সু-প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনার গভীরে প্রবেশ করিনি কারণ এখানে আমার থেকে বড়ো কুশলী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি উপস্থিত আছেন। এই

অল্প দিন হলো আমি গবেষণাপত্র উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করেছি। আবার আমার পক্ষে প্রস্তাবনামূলক কোনো মন্তব্য করারও কথা নয়। ইয়াসলিক পরিষদ (IASLIC council) বিভিন্ন বিষয়বস্তুর আলোচনা সম্পর্কে নিয়মাবলী প্রবর্তন করেছেন। আলোচনাচক্রে বহু বিষয় অধিত এবং আলোচিত হবে। আমি আশা করছি এবং অনুরোধ করলাম যে আপনারা যেন সবাই নিয়মের বন্ধনকে মেনে চলেন।

পরিশেষে উপসংহারে এই প্রস্তাব আপনাদের এবং ইয়াসলিকের অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত করছি :

'এই আলোচনাচক্র ইয়াসলিকের পাঁচজন সদস্য সম্বলিত একটি স্থায়ী দশমিক বর্গীকরণ কমিটি সৃষ্টি এবং একজন সদস্যকে তার সভাপতিরূপে মনোনীত করে ভারতবর্ষের গ্রন্থাগার সমূহের উপর দশমিক বর্গীকরণের প্রভাব ও ভারতীয় গ্রন্থবিভাজনের অভিজ্ঞতার সমীক্ষা করে সময় সময়ান্তরে দশমিক বর্গীকরণের প্রকাশকদের কাছে তার ক্রমোন্নতির জন্য অনুমোদন সাপেক্ষে তা প্রেরণ করবে।'

৯ ডিউই দীর্ঘজীবী হোক!

জোয়েল সি. ডাউনিং তার The D. D. C : the classification upon which the Sun never sets' নামক গবেষণাপত্রে ঘোষণা করেছেন যে—'গ্রন্থাগার বিভাজন পদ্ধতির ক্ষেত্রে সুযৌক্তিক, বাস্তব, বৃহত্তর এবং ব্যাপ্তিময় ও আন্তর্জাতিক মানের পদ্ধতি বর্তমান থাকা সত্ত্বেও প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সে শতবর্ষ অবলোকন করে ঊন-বিংশতম সংস্করণ এবং একাদশতম সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রভৃতির দিকে এগিয়ে চলেছে। ডিউই দশমিক বর্গীকরণ পদ্ধতির স্থায়িত্ব এই কথায় বলা যে যত দিন পর্যন্ত ভারতীয় দশটি সংখ্যা থাকবে ততদিন পর্যন্ত সে বর্তমান থাকবে। তার ব্যবহারের পক্ষে এই প্রশংসাপত্রই যথেষ্ট।

দশমিক বিভাজন দীর্ঘজীবী হোক!!!

ভাষান্তর : শ্রীঅখিল কুমার পাল
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

শোকবার্তা

দীনেশচন্দ্র সেন

উত্তরবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনের কর্মী এবং পুঁওবাড়ী গ্রামীন গ্রন্থাগারিক শ্রীদীনেশ চন্দ্র সেন বিগত ১৪ই জানুয়ারী রাত্রি বারোটায় ডাকাতদল কর্তৃক স্বগৃহ আক্রান্ত হন। বিবরণে জানা যায় যে লুণ্ঠনকারীরা দীনেশবাবুকে ভয়ানকভাবে বর্শাঘারা পেটে এবং লাঠিদ্বারা মাথায় আঘাত করে। তাকে মৃতপ্রায় অবস্থায় হাসপাতাতে স্থানান্তরিত করা হয়। কয়েকবার অপারেশন করা হয়—কিন্তু ৩১শে জানুয়ারী সকালে দীনেশবাবু শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। উল্লেখ্য, দীনেশবাবু পরিবারের একমাত্র উপার্জনশীল ব্যক্তি ছিলেন। কয়েকমাস পূর্বে তাহার বিবাহ হয়। তিনি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সক্রিয় কর্মী ছিলেন।

তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় হতে বি লিব এসসি পাশ করেছিলেন। আমরা তাঁর মাতা, পত্নী ও পরিবার বর্গকে আন্তরিক সমবেদনা ও সহানুভূতি জানাচ্ছি।

সাধারণের গ্রন্থাগারের পরিসেবা প্রসঙ্গ

সত্যব্রত সেন

জেলা গ্রন্থাগারিক, ২৪ পরগণা (উত্তর) জেলা গ্রন্থাগার, হাবড়া, ২৪ পরগণা।

১. ভূমিকা

আলোচনার শুরুতে ভূমিকা হিসাবে নিম্নলিখিত কয়েকটি সিদ্ধান্ত সামনে রেখে এগোনো বোধ হয় শোভন ও সুবিধাজনক :

১.১ শিক্ষিত জনগণ দেশের সম্পদ, সম্পদ সৃষ্টির কারণ।

১.২ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাপ্রাপ্তিকে সুনিয়ন্ত্রিত করে, ত্বরান্বিত করে।

১.৩ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের রকমফের আছে স্তরানুযায়ী এই রকমফের, সামাজিক অবস্থা অনুযায়ী এর রকমফের।

১.৪ শিক্ষার যেখানেই শুরু হোক না কেন, শিক্ষার কোন শেষ নেই, শিখতে হয় আজীবন।

১.৫ সাধারণের গ্রন্থাগার সাধারণের স্বশিক্ষার একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান— সম্ভবত একমাত্র প্রতিষ্ঠান।

১.৬ সামাজিক কাঠামো— প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক, গ্রন্থাগার পরিসেবা-কার্য নিয়ন্ত্রণে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

১.৭ গ্রন্থাগারের পরিসেবা কার্যবিষয়ক ধারণাকে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করা সরকারী দায়িত্ব।

২ ইউনেস্কো মেনিফেস্টো

উক্ত সিদ্ধান্তসমূহ সম্পর্কে বিরোধ থাকলে এই প্রবন্ধ অনুধাবনে অস্বস্তি বা অসুবিধা হওয়া স্বাভাবিক। কেননা উক্ত সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠার জন্য কোন ব্যাখ্যা বা বিস্তারনের উক্তি এই প্রবন্ধে থাকছে না। শুধু ইউনেস্কোর সাধারণ মেনিফেস্টোর কিছু বক্তব্য এখানে উল্লেখ করছি।

২.১ এই মেনিফেস্টোতে ঘোষিত হয়েছে : "সাধারণের গ্রন্থাগার শিক্ষার, সংস্কৃতির এবং তথ্যাদেশীর একটি জীবন্ত প্রতিষ্ঠান এবং জনসাধারণের মধ্যে ও জাতিসমূহের মধ্যে পারস্পরিক শান্তির ও বোঝাপড়ার পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান

২.২ "নিরবচ্ছিন্ন আজীবন আত্মশিক্ষার জন্য, গণতান্ত্রিক বিশ্বাসের বাস্তব অভিব্যক্তি, এই সাধারণের গ্রন্থাগার" এর সহায়তায় জ্ঞানের ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মানবিক কীর্তি সমূহের উপলব্ধি সম্ভব হয়। মানুষের চিন্তাভাবনার নথিপত্র এবং সৃজনশীল কল্পনার অভিব্যক্তি সর্বসাধারণের কাছে অবাধে উন্মুক্ত করে দেবার মুখ্য উপায় হচ্ছে সাধারণের গ্রন্থাগার।

২.৩ "আমোদ প্রমোদ ও আনন্দের জন্য বইপত্র সরবরাহ করা, ছাত্রসমাজের সাহায্য করা, কারিগরি, বৈজ্ঞানিক ও সমাজবিজ্ঞানের তথ্যাদি সরবরাহ করা ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষের চেতনায় পূর্ণবিকাশ সাধনের কাজে সাধারণের গ্রন্থাগার সংশ্লিষ্ট।

২.৪ "সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হবে আইনের নির্দেশে। আইনটি তৈরী হবে এমনভাবে যাতে সারা দেশে সমগ্র মানুষের মধ্যে সাধারণের গ্রন্থাগারের পরিসেবার বিস্তৃতি নিশ্চিত হয়। সামগ্রিক জাতীয় সম্পদ সম্পূর্ণভাবে ব্যবহৃত হওয়া এবং যে কোন পাঠকের সেবা করতে সক্ষম হওয়ার জন্য গ্রন্থাগার সমূহের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা খুব প্রয়োজন।

২.৫ "সাধারণের গ্রন্থাগার সম্পূর্ণভাবে প্রতিপালিত হবে সাধারণ অর্থভাণ্ডারের সহায়তায়। এবং সেবাকার্যের জন্য

কারো কাছ থেকেই সরাসরি কোন মূল্য নেওয়া হবে না।

২.৬ "সাধারণের গ্রন্থাগারের প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এখানে জনসাধারণের অবাধ গতিবিধির সুযোগ থাকবে এবং জাতি, ধর্ম, বর্ণ, বয়স, ভাষা, শিক্ষাস্তর ও নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকল সদস্যবর্গের অবাধ ও সমান ব্যবহার সুযোগ অবশ্যই রাখতে হবে।...

২.৭ "...সাধারণের গ্রন্থাগার পরিসেবার মূল্য প্রদর্শন ও তার ব্যবহারকে উৎসাহিত করার কাজে সাধারণের গ্রন্থাগারের দৃষ্টিভঙ্গী হবে ইতিবাচক ও সজীব। বিদ্যালয়, বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র, অবসর বিনোদন সংস্থা, শিল্পবিকাশে তৎপর সংস্থা, জাতীয় শিক্ষা, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সাধারণের গ্রন্থাগার সংযোগ স্থাপন করবে।..."

দ্বিধা নেই এখানে।

৩ কর্মসূচী

তবুও দেখতে পাই বিভিন্ন দেশে সাধারণের গ্রন্থাগার উন্নয়নের ক্ষেত্রে বহুরূপী বেশ, বহু আঙ্গিকের সমাবেশ আমাদের দেশেও। পশ্চিমবঙ্গও এই বেশ ও সমাবেশে আপ্লুত যদিও সাধারণের গ্রন্থাগার আজ এদেশে স্বল্প পরিমাণে ও স্বল্প পরিসরে হলেও বাস্তব সত্য। এই সাধারণের গ্রন্থাগারের কর্মসূচী কি তা প্রথমে জেনে নেওয়া দরকার :

৩.১ সমাজের সকলের রীতিবহির্ভূত স্বশিক্ষার ক্ষেত্রে সহজতা দান।

৩.২ যে সর্ববিষয়ে কোন ব্যক্তি রীতিমাফিক শিক্ষা গ্রহণ করে তাকে সমৃদ্ধ ও উন্নত করা।

৩.৩ প্রত্যেকেরই তথ্য প্রত্যাশাকে পূর্ণ করা।

৩.৪ বিবিধ গোষ্ঠীর এবং সংগঠনের শিক্ষাবিষয়ক, নাগরিক, সাংস্কৃতিক কার্যকলাপকে সমর্থন করা।

৩.৫ সার্বিক আনন্দানুষ্ঠানে ও গঠনমূলক অবসর বিনোদনে উৎসাহিত করা।

৪ প্রায়োগিক দিক

এই কর্মসূচীর উল্লেখ পাওয়া যায় আমেরিকান লাইব্রেরী এ্যাসোসিয়েশনের ১৯৫৬ সালের দলিলপত্রে। মনে রাখতে হবে, এই কর্মসূচীকে বাস্তবে অনুসরণ করতে হলে, গ্রন্থাগার দ্রব্য বা পাঠবস্তু সমূহকে যুক্তিযুক্তভাবে সাধারণের ব্যবহারের ক্ষেত্রে সুবিধা হয় এমনভাবে বর্গীকৃত করে, সূচীকরণের মাধ্যমে সাজিয়ে রাখতে হবে। পাঠ্যবস্তু সমূহ কোন কোন পাঠকের সুবিধামত স্থানে ও সময়ে যাতে পড়তে পারে তার জন্য ধার দেওয়ার ব্যবস্থা রাখতে হবে। প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশ দিতে হবে কোথায় কোন তথ্য পাওয়া যাবে। কিভাবে শিক্ষনীয় ও আনন্দবিধায়ক দ্রব্য ব্যবহার পদ্ধতি বিষয়েও প্রত্যেককে সাহায্য করতে হবে। শিক্ষা, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংগঠন সমূহকেও তাদের নিজ নিজ প্রবন্ধাদি প্রণয়নেও সাহায্য করা চাই। গ্রন্থাগার ব্যবহারে উৎসাহিত করা এবং গ্রন্থাগারদ্রব্যসামগ্রীর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করার জন্যও প্রচার, প্রদর্শন, পাঠবস্তুর তালিকা প্রকাশ, গল্প-আসর, বক্তৃতামালা ইত্যাদির সংযোজনও সাধারণের গ্রন্থাগারের প্রয়োগিক দিক।

৫ বাস্তব রূপায়ণ

আজকের দিনের গণতান্ত্রিক সভ্য সমাজে সাধারণের গ্রন্থাগারের গুরুত্ব জনজীবনের নানাদিক নিয়ন্ত্রণে অপরিসীম। কেননা গণতান্ত্রিক সমাজে প্রত্যেক মানুষের বিকাশসাধন স্বীকৃত।

এখন স্থির করতে হবে, এই কর্মসূচীর বাস্তবে রূপায়ণের জন্য কি কি বিষয় ও মাধ্যম প্রয়োজন :

৫.১ সাধারণের গ্রন্থাগারের প্রয়োজন বিষয়ক সাধারণের প্রস্তাব

৫.২ সাধারণের গ্রন্থাগার স্থাপনের জন্য স্থান, তথা গৃহ

৫.৩ গ্রন্থাগারের জনসাধারণ

৫.৪ প্রশাসনিক সংগঠন

৫.৫ গ্রন্থসম্ভার

৫.৬ গ্রন্থাগার কর্মী

৫.৭ অর্থ সংস্থান ও অর্থব্যয়

৫.৮ গ্রন্থাগার আন্দোলন ও তার সংগঠন

৬ বিস্তৃত আলোচনা

উপরোক্ত প্রত্যেকটি বিষয় তথা মাধ্যম সম্পর্কে পর পর আলোচনার আসর সাজিয়ে তোলা এখন প্রয়োজন।

৬.১ সাধারণের গ্রন্থাগার প্রয়োজন বিষয়ে সাধারণের প্রস্তাব

৬.১১ ভূমিকায় উল্লেখিত সিদ্ধান্তের প্রথম পাঁচটি সাধারণের গ্রন্থাগার সম্পর্কে প্রস্তাব গ্রহণের স্বপক্ষে। তাই সমাজবদ্ধ মানুষ আত্মোন্নতির জন্য নির্বিরোধ পরিবেশে—সুস্থ গণতান্ত্রিক পরিবেশে স্বশিক্ষার স্বপক্ষে—সমাজে গ্রন্থাগার প্রয়োজন বিষয়ে প্রস্তাব করবেই। ইতিহাস ঘাঁটুন, দেখবেন, ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, রাশিয়া, চীন এমনকি ভারতেও এ বিষয়ে এক কথা। গীর্জার গ্রন্থাগার, রাজপ্রাসাদের গ্রন্থাগার, প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারকে পথ করে দিতে হয়েছে সাধারণের জন্য। সেই পথ অনুসরণ করেই নতুন ধরণের সামাজিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সাধারণের গ্রন্থাগারের পত্তন হয়েছে। রাজপুরুষদের সশ্রদ্ধ উল্লেখ দেখতে পাওয়া যাবে এরই স্বপক্ষে, বর্ণনা করতে দেখা যায়, সাধারণের গ্রন্থাগার সাধারণের বিশ্ববিদ্যালয়।

৬.১২ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীতেও তার প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গেও একই ভাবধারা। ১৯৭০ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত একত্রিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনও প্রস্তাব গ্রহণ করেছে প্রতি হাজার জনসংখ্যা পিছু একটি করে গ্রন্থাগার চাই। তার উপরে মহকুমা গ্রন্থাগার, জেলা গ্রন্থাগার ও রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার। উপরের গ্রন্থাগার সমূহের অতিরিক্ত বিশেষ প্রয়োজন সমন্বয় সাধনের জন্য।

৬.২ গ্রন্থাগার স্থাপনের জন্য স্থান ও গৃহ

৬.২১ প্রস্তাব যখন সঠিক প্রয়োজনকে কেন্দ্র করে গৃহীত হয়, তখন জনসাধারণই গ্রন্থাগারের জন্য স্থান নির্ণয় করে দেন। এটাই স্বাভাবিক। এবং এই স্বাভাবিকভাবে নির্দিষ্ট স্থানটি হয় জনবসতির কেন্দ্রস্থলে—যেখানে জনসাধারণের যাতায়াতের সুবিধা—খরচ নেই বা কম, কোলাহলমুক্ত শান্ত পরিবেশ। কেন্দ্রস্থল, যাতায়াতের সুবিধা ও শান্ত পরিবেশ, এই তিন গুণ সম্পন্ন স্থান নির্বাচন সহজ নয়; কেননা বহু স্বার্থ সংঘাত অনিবার্য হয়ে দেখা দেয়, কিন্তু ভূমিকার প্রথম পঞ্চ সিদ্ধান্ত যদি জনসাধারণের সঠিক উপলব্ধিতে আসে তবে স্বার্থ সংঘাত কমতে কমতে প্রায় বিলীন হয়ে যায়। অন্যথায় দেখতে পাওয়া যাবে, পাড়ার এক কোনায় বা পচা ডোবা ভরাট করা জমি বাজারে হট্টগোলের মধ্যে স্থান হলো সাধারণের গ্রন্থাগারের।

৬.২২ পশ্চিমবঙ্গে অনেক স্থান পাওয়া যায় যেখানে জনবসতিটি অনেক দূরে, মাঠের মাঝখানে গ্রন্থাগার, পচাডোবার পাশে। ভরাট করা পচা ডোবায় তো অনেক গ্রন্থাগার এখনো দেখতে পাওয়া যায়—যেখানে গ্রন্থাগার সামগ্রী বা গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী বা পাঠকের স্বাস্থ্য কতদূর রক্ষিত হবে সে চিন্তা আদৌ উপযুক্ত মর্যাদায় বিবেচিত হয় নি। স্কুল কলেজের কাছাকাছিও স্থান নির্বাচিত হয়েছে বহুক্ষেত্রে।

৬.২৩ গ্রন্থাগার গৃহ স্বতন্ত্র বস্তু। নির্দিষ্ট স্থানে গৃহ নির্মাণের সময় জলবায়ু ও পোকামাকড়ের থেকে কতটা রক্ষিত হবে, সে বিষয়ে সুচিন্তা অবশ্য প্রয়োজন। আলো বাতাস ও তাপমাত্রার পরিমা সম্পর্কে সচেতন থাকতে হয়। গ্রন্থ সামগ্রী প্রধানতঃ কাগজ এবং বাঁধাই সামগ্রী ও সযত্ন রক্ষণাবেক্ষণ সাপেক্ষ। তদুপরি পাঠকের বসবার বন্দোবস্ত হবে আরামদায়ক; সহজ স্বাভাবিকভাবে চলাফেরার ব্যবস্থা আছে। গ্রন্থসামগ্রীর মধ্যে অবাধ ঘোরাফেরার সুযোগ পাঠকদের দিতে হয় সাধারণের গ্রন্থাগারে। পাঠকদের মনোভাব স্বল্প চাহিদাকে উদ্দীপ্ত করতে ও আগোছালো চাহিদাকে গুছিয়ে নিয়ন্ত্রণ করতেও এর প্রয়োজন। পাঠকদের সময়ের যথার্থ মূল্য দিতেও। আসবাবপত্রও এর স্বতন্ত্র ও স্বতন্ত্র তার সাজান পদ্ধতি। আকর্ষণীয় ও সুবিধাজনক হওয়া চাই। ধরা যাক একটি চারটে দেয়াল ও একটু

ছাদ খুব বেশীদিন সুখপ্রদ নয়। এমন কি, অদূরদর্শীতার শিকার হয়ে পরিকল্পনাবিহীন গৃহ নির্মাণের জন্য গ্রন্থাগার অদূর ভবিষ্যতে জনপ্রিয়তা হারায়। ভবিষ্যতের কথা অর্থাৎ গ্রন্থাগার যে দিন দিন নানাদিক দিয়ে বাড়বে সেকথাকে যথেষ্ট গুরুত্ব না দিলে ভূমিকায় উল্লেখিত অনেক সিদ্ধান্তের প্রতি সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করা হয়ে থাকে।

৬.২৪ পশ্চিমবঙ্গে যে গ্রন্থাগারগৃহ আবোলতাবোল ভাবে গ্রামীন গ্রন্থাগার ব্যবস্থা বা সরকারী বদান্যতায় গড়ে তোলা হয়েছে, সেখানে এই দিকটি একেবারেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী বিবর্জিত। গৃহনির্মাণ বাবদ টাকা দেওয়ার সময়, জমি বিনামূল্যে যোগাড় করতে বলা হয়েছে, বিনামূল্যে বলতে অবশ্য বুঝিয়েছে যে জায়গাটা হবে গ্রন্থাগারের এবং এই জায়গা কিনবার জন্য সরকারী টাকা পাওয়া যাবে না। গৃহ নির্মাণের জন্য ব্যয়ের বড় অংশ, প্রায় ৭৫ ভাগ সরকার দিয়েছে। বাকী টাকা স্থানীয় ভাবে সংগ্রহ করতে বলা হয়েছে-- অবশ্য জেলা ও মহকুমার ক্ষেত্রে নয়। অধুনা গৃহ নির্মাণ ব্যয় একেবারেই না দেওয়ার দিকে ঝোঁক। ফলে এর গৃহ সংস্থানে সবদিক থেকে কাৎচুপ। একটু খুঁটিয়ে দেখলেই তা ধরা পড়ে। প্রবেশ পথ, পত্র-পত্রিকা পড়ার ব্যবস্থা, বইপত্র হারানো, ছেঁড়া ও পুরানো বই রাখার বিশেষ ব্যবস্থা ইত্যাদি প্রসঙ্গ অবশ্যই গৃহ নির্মাণ পরিকল্পনা পর্যায়ে বিবেচ্য। গ্রন্থাগার নির্দেশজ্ঞকে অজ্ঞ ব্যক্তি মনে করার রেওয়াজ মুক্ত হতে সময় লাগে ঠিকই—কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে প্রায় পঁচিশ বৎসর যাবৎ সাধারণের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে তুলতেও মর্যাদা দেওয়ার কথা মনে পড়ে না। এ বিষয়ে আমেরিকা বোধহয় ইংলণ্ডের চাইতেও যত্নশীল। ইংলণ্ডে জাঁকজমক ব্যবস্থা এখনও প্রাধান্য পায়। ভারতবর্ষ ওদেরই অনুসরণ করতে গিয়ে নিজের দেশের বাস্তব পরিস্থিতির কথা বহুক্ষেত্রেই ভুলে যায়। এবং পুরানো নবাব বাড়ী বা মনিষী-বাসভবন ক্রয় ও মেরামত করে সাধারণের গ্রন্থাগার সংস্থাপনে তৎপর হয়ে থাকে। বর্তমান কলিকাতাস্থিত জাতীয় গ্রন্থাগার, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কয়েকটি জেলা গ্রন্থাগার প্রভৃতি এই দোষে দুষ্ট। ভুক্তভোগীরা তাই বলবার সুযোগ পান, সাধারণের হিত চিন্তা এই গ্রন্থাগার প্রবর্তনের মধ্যে যতটা রয়েছে, তার চাইতে বড় হয়েছে, বিশিষ্টজন বা তাদের উত্তরসূরীদের ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সাহায্য করা। স্কুলের অংশ বিশেষ বা কোন প্রতিষ্ঠানের বা কারো বাড়ীর অংশবিশেষ নিয়ে সাধারণের গ্রন্থাগারের সূচনা ঘটানো গেলে, তাই নিয়ে ক্রমোন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা যায় না।

৬.২৫ গৃহ নির্মাণই গৃহসংস্থার শেষ নয়, তার **বাৎসরিক রক্ষণাবেক্ষণ** একটি জরুরী ব্যাপার। পশ্চিমবঙ্গে একসময় দেওয়া হত বছরে অনুমোদিত নির্মাণ-ব্যয়ের শতকরা এক ভাগ; এখন শতকরা আড়াই ভাগ, এই হার নির্ধারণে গ্রন্থাগারগৃহের স্বতন্ত্র চরিত্রের কথা বিবেচনায় নেই। ফলে অধিকাংশ গ্রন্থাগার গৃহ ভগ্নদশা প্রাপ্ত এবং গ্রন্থাগার সামগ্রী তথা পাঠকসমাজের স্বাস্থ্যের দিকটি দিন দিন অবহেলিত হয়। আলোর বাতাসের জোগান এবং নির্বাহও একটি সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছে। বাড়ের দর বৃদ্ধির দিকটি এই মাপকাঠিতে ধর্তব্যের বাইরেই থেকে গেছে।

৬.৩ গ্রন্থাগারের জনসাধারণ

৬.৩১ ভূমিকায় উল্লেখিত চতুর্থ ও পঞ্চম সিদ্ধান্ত অনুসারে সাধারণের গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হবে সর্বসাধারণের জন্য; অর্থাৎ নারী-পুরুষ, ছাত্র-শিক্ষক, ধনী-দরিদ্র শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলেই সাধারণের গ্রন্থাগারের ফায়দা লুটবার অধিকারী, কাজেই এই সর্বসাধারণকে বিশ্লেষণ ও উপযুক্ত ভাবে গ্রন্থাগার স্বার্থে সক্রীয়ণ একটি প্রয়োজনীয় দিক, তারাই গ্রন্থাগারের জনসাধারণ—কিছু মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ক্ষমতাসীন সম্প্রদায় নয়। কিন্তু এই বোধ অপরিচ্ছন্ন হলে, নানা বিধিনিষেধ-মূলক গ্রন্থাগার নিয়মাবলী তৈরী হয় শৃঙ্খলা রক্ষার নামে সেখানে আবেদনপত্র, চাঁদা জমা বাৎসরিক সদস্যপদ নবীকরণ ও সময়ের বাঁধাবাঁধি সম্পর্কিত ব্যবস্থাপত্র জনসাধারণকে দূরে ঠেলে দেয়। গ্রন্থাগারে অশিক্ষিত বলতে অক্ষরজ্ঞানহীন

জনসাধারণকে গ্রন্থাগার ব্যবহারের অনুপযুক্ত আখ্যায় ভূষিত করতে এতটুকুও দ্বিধা নেই।

৬.৩২ পশ্চিমবঙ্গে তো এই চিত্র প্রকট। সত্যি কথা বলতে কি, ইউনেস্কোর বক্তব্য অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে যে একটিও সাধারণের গ্রন্থাগার নেই; আইনের অভাবই একমাত্র কারণ নয়, সার্বিক জনসাধারণের প্রতি উদারতা প্রদর্শনে কার্পণ্য এই বক্তব্যের স্বপক্ষে অন্যতম বলিষ্ঠ উদাহরণ। চাঁদা, আবেদন পত্র জমা প্রথা সর্বত্র। নিরক্ষরদের জন্য শ্রবণ দর্শন মাধ্যমের যোগান নেই। কয়েকটি ক্ষেত্রে থাকলেও তা এমন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে, যারা জনসাধারণের প্রতি আদৌ শ্রদ্ধাশীল কিনা সন্দেহ। শিক্ষণীয় ফিল্ম সরবরাহ ব্যবস্থা নেই, রেকর্ড-প্লেয়ার নেই, রেকর্ড কেনার ব্যবস্থা নেই। বক্তৃতামালার যে ব্যবস্থা মাঝে মাঝে দেখা যায়, তাও আবার সুধী সমাজের জন্য পোষাকী প্রথায়; নিরক্ষর সমাজ বুঝবেন না, তারা ঢুকতেও বিদেশ বিভূঁয়ে ঢুকছেন মনে করবেন। নিরক্ষরদের অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন করার কাজেও গ্রন্থাগারকে সুযোগ দেওয়া হয়নি; নিরক্ষরতা দূরীকরণ কর্মসূচী ও গ্রন্থাগার উন্নয়ন কর্মসূচী একে অন্যের কাছ থেকে অনেক অনেক দূরে, যদিও একই শিক্ষা আধিকারিকের তত্ত্বাবধানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তা চালিয়ে থাকেন। গ্রন্থাগার কর্মীও নিরক্ষরতা দূরীকরণের কর্মীদের মধ্যে কোন সমঝোতামূলক কর্মসূচী তথা প্রচেষ্টা নেই। আশ্চর্যের ব্যাপার বছরের পর বছর লক্ষ লক্ষ টাকা নিরক্ষরতা দূরীকরণ প্রকল্পে সরকারী অর্থ ঐ আধিকারিকের তত্ত্বাবধানে খরচ হওয়া সত্ত্বেও তার মূল্যায়ন নেই—সমীক্ষা নেই। বাজেটে দেখাতে হয়, দেখালাম, খরচ করতে হয় করলাম—কতদূর কি হয়েছে জিজ্ঞাসিত হলে, খরচের অঙ্কটি বড় করে উল্লেখ করে চাকরী বজায় রাখলাম, এই পর্যন্ত।

৬.৩৩ গ্রন্থাগারের জনসাধারণকে নিয়ে গ্রন্থাগার পরিচালক গোষ্ঠীরও মাথাব্যথা কম। কেননা, পশ্চিমবঙ্গে যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তা শ্রেণীস্বার্থে ব্যবহারের ঝোঁক প্রবল। সর্বশ্রেণীর মানুষকে মর্যাদা দেওয়া প্রসঙ্গে এঁদের চিন্তা যথেষ্ট উদার নয়। উদারতা আনতেও অবশ্য সামর্থ্যের প্রশ্ন আছে। গ্রাম সমাজেই নিরক্ষর জনসাধারণ বেশী। অথচ সেক্ষেত্রে গ্রামীন গ্রন্থাগারে কর্মী ব্যবস্থা যথোপযুক্ত নয়—সংখ্যা ও শিক্ষার স্বল্পতা রয়েছে সেখানে। শহরাঞ্চলেও নিরক্ষর বা স্বল্পশিক্ষিত জনসাধারণকে আকর্ষণ করা বিষয়ে যথোপযুক্ত নজর দিয়ে কর্মী ব্যবস্থা করা হয়নি। এই দিকটি পশ্চিমবঙ্গে একটি বড় রকমের ত্রুটির দিক। গ্রন্থাগারের জনসাধারণ কারা যদি সঠিকভাবে জানি তবে সাধারণের গ্রন্থাগারকে জনসাধারণের করে তুলতে প্রতিটি গ্রন্থাগারকেই নিয়োজিত করতে হবে এবং উদ্যোগ নিতে হবে। সেখানে প্রভাবশালী জনসাধারণের অনুদার চাপকে ভ্রূক্ষেপ না করার মত শক্তির যোগানও দরকার। কোন গোষ্ঠীর বা সম্প্রদায়ের ছলে বলে কৌশলে সাধারণের গ্রন্থাগারকে কুক্ষিগত করে রাখার অভিসন্ধিকে চিনতে হবে এবং তা যে সামাজিক দুষ্কৃত তা প্রত্যেককেই বুঝিয়ে উদারতায় প্রত্যেককেই আপ্লুত করতে হবে। উদারতার শিক্ষা শুধু মাত্র বক্তৃতার মাধ্যমে সম্ভব নয়। তার বীজ বপন করা প্রয়োজন স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থায় ও সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক শিক্ষার ক্ষেত্রে। কাজটি কঠিন—সংঘর্ষ প্রাবল্য সেখানে বর্তমান সন্দেহ নেই।

৬.৩৪ সারা এল ওয়ালেস একটি প্রবন্ধে, জনসংযোগ রক্ষা প্রথা, গ্রন্থাগারে ভাবমূর্তি গড়ে তুলবার বিশেষ প্রয়াস, প্রদর্শন কর্মসূচী, ইত্যাদির কথা উল্লেখ করেছেন। ব্যবসায়ী সংগঠনের মত নিজের কার্যাবলীর বা উৎপাদিত দ্রব্যাদির পরিচিতি ঘটাতে, জনসংযোগ ব্যবস্থা গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে অবশ্য প্রয়োজন; অর্থাৎ প্রচার ব্যবস্থাক্রমকে মূল্য দিতে হবে। মূল্য দিতে হবে প্রতিটি মানুষকে স্বতন্ত্রভাবে, গ্রহণ করতে ও আহ্বান জানাতে হবে বন্ধুভাবে। এর জন্য দরকার হলে পূর্ণসময়ের কর্মী বা আংশিক সময়ের কর্মী কিংবা স্বেচ্ছাকর্মীর সমাবেশ একান্তই দরকার। সমাজ-সমীক্ষা গ্রন্থাগার সমীক্ষা প্রভৃতি এরূপ কর্মীর নির্দেশে সম্পাদিত হতে থাকলে একটি নিরবচ্ছিন্ন গ্রন্থাগার ভাবমূর্তি জনসাধারণের মধ্যে গড়ে উঠবে—জনসাধারণও গ্রন্থাগারের হয়ে উঠবে। গ্রন্থাগার মারফৎ পুস্তক মেলা, বয়স্ক শিক্ষা,

শিশু-সপ্তাহ উদযাপন, জাতীয় গ্রন্থাগার সপ্তাহ প্রতিপালন, বক্তৃতা, ভ্রমণ ইত্যাদি জনসংযোগের মনোজ্ঞ উপায়।

৬.৪ প্রশাসনিক সংগঠন

৬.৪১ প্রত্যেক গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে ঘিরে একটি প্রশাসন ব্যবস্থা সামাজিক সব সংগঠনের মত গ্রন্থাগার জগতেও দরকার। একজন ফরাসী শিক্ষাবিদ হেনরি ফয়েলের মতে পরিচালনার অঙ্গীভূত কাজগুলি হচ্ছে :

৬.৪১১ পরিকল্পনা রচনা করা—ভবিষ্যতের উপায় নিরীক্ষণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি রচনা।

৬.৪১২ বস্তুভাণ্ডার গড়ে তোলা—ব্যবসায়িক সংগঠন গড়ে তোলা— মানুষ ও বস্তু-ভাণ্ডারকে সংগঠিত করা।

৬.৪১৩ কর্মীদের স্বীয় কর্তব্য সম্পাদন করতে নির্দ্দেশ দেওয়া ও নিয়ন্ত্রণ করা।

৬'৪১৪ ঐক্য ও সকল কাজের সম্পর্ক স্থাপনে সমন্বয় ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

৬.৪১৫ প্রবর্তিত নিয়মমাফিক ও প্রদত্ত নির্দ্দেশানুযায়ী সবকিছুই যাতে সংগঠিত হয়, তার উপায়সমূহকে নিয়ন্ত্রণ করা।

৬.৪২ এসব কথা শিল্পক্ষেত্রের হলেও, সাধারণের গ্রন্থাগার পরিচালনা প্রসঙ্গেও আসা স্বাভাবিক। বিশেষত যেখানে লোকজনের স্বল্পতা, বস্তুভাণ্ডারের সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি প্রতি-পদেই অনুভব করতে হয়। সীমাবদ্ধতা উত্তরণের জন্য কৌশল দরকার—কৌশলের পরিকল্পনার জন্য প্রশাসনিক সংগঠন চায়। প্রশাসনিক সংগঠন আসলে একটি এমন কেন্দ্র বিন্দু যার থেকে আসবে কেন্দ্রীয় নির্দ্দেশ ও পরামর্শ— প্রতিষ্ঠানের সব দিকগুলি লক্ষ্যে থাকবে তার, প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অন্য প্রতিষ্ঠানের স্বচরিত্রের বা ভিন্নচরিত্রের যাই হোক না কেন। দেখা গেছে অন্যথায় ভিন্ন ভিন্ন মানুষ একটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তালে তাল মিলিয়ে বেশীক্ষণ সাফল্যের ও দক্ষতার সঙ্গে কাজ করতে পারে না। প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য প্রশাসনিক সংগঠনের কাজ তাই জন-সাধারণের গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে :

৬.৪২১ (ক) সমীক্ষা, (খ) পরিসংখ্যান প্রস্তুত করা,
(গ) তুলনা করা, (ঘ) সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখা,
(ঙ) পরিদর্শন করা, (চ) নেতৃত্ব দেওয়া,
(ছ) কর্তৃত্ব বহাল রাখা, (জ) নির্দেশ দেওয়া,
(ঝ) যে কোন বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা,
(ঞ) কর্মী নিয়োগ করা, ট) গবেষণা কার্যবিধি চালু রাখা, (ঠ পরিকল্পনা প্রস্তুত করা,
(ড) হিসাব পত্র বুঝে নেওয়া ইত্যাদি প্রশাসক বা প্রশাসনিক সংগঠনের কাজ।

৬.৪৩ কাজেই এখানে দক্ষতা ও উদারতা থাকা চায়। বিভিন্ন বিষয় অনুধাবনক্ষম পরিশ্রমী, উৎসাহী কাজ করতে সক্ষম, সময় দিতে সক্ষম, শিক্ষানুরাগী ও সংস্কৃতি পরায়ণ সামাজিক মনোবৃত্তি সম্পন্ন, নির্লোভ ক্ষমতালিপ্সাহীন দূরদর্শী এমন ব্যক্তি বা শক্তি সমবায়ে গঠিত হবে প্রশাসন যন্ত্র। এর কোন গুণটিই স্বল্প গুরুত্বের নয়। সমন্বয় ক্ষমতা এখানে একান্ত প্রয়োজন ; কেননা সকলের মধ্যে সব গুণাবলী প্রত্যাশা করা অবাস্তব। গ্রন্থাগারের চার মূল উপাদান সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা তো অবশ্য প্রয়োজনীয়।

৬.৪৪ যে কোন রাজ্যসরকার প্রশাসন যন্ত্র সৃষ্টির অন্যতম অবধায়ক। ভারত সরকার নিয়োজিত গ্রন্থাগার পরামর্শদাতা কমিটি ১৯৫৯ সালে সাধারণের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্য রাজ্যে রাজ্যে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন মারফৎ এই প্রশাসন যন্ত্র বা সংগঠন গড়ে তোলার সুপারিশ করেছিলেন, যদিও সেই সুপারিশের মধ্যে বিদেশী রীতি-নীতির প্রভাব আছে তবু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বা সমাজে সেই পথ অনেকাংশে অনুসরণ অশোভন নয়।

৬.৪৫ কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এখন যে গ্রন্থাগার প্রশাসন যন্ত্র রয়েছে তাতে একজন উপশিক্ষাধিকার (সমাজশিক্ষা)

হচ্ছেন প্রশাসনিক কর্ণধার। তাঁর গ্রন্থাগার সম্পর্কে আদর্শগত ধ্যানধারণা ও কিঞ্চিৎ জ্ঞান থাকলেও গ্রন্থাগার পরিচালনাগত অভিজ্ঞতা আছে কিনা তা বিবেচনায় আনা হয় না। তাঁকে সাহায্য করার জন্য যে সব জেলা আধিকারিক আছেন তাঁরাও ঐ একই শ্রেণীর। ফলে গ্রন্থাগারের কাজকর্মের সঙ্গে মানানসই নির্দেশাদি কালেভদ্রে পাওয়া যায়। গ্রন্থাগার বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে মাঝে মাঝে মিলিত হয়ে পরিকল্পনা রচনা ও জটিলতা পরিহারের চেষ্টা, গ্রন্থাগারের কাজকে উজ্জীবিত করে চালানোর চেষ্টা তথা নেতৃত্ব দেওয়া দীর্ঘ ১০ বছরের ইতিহাসে পাওয়া যায় না। তাই সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারের স্থানীয় প্রশাসন যন্ত্রগুলি একইভাবে আবর্তিত। গ্রন্থাগারিক বা গ্রন্থাগার কর্মীদের অসংখ্য প্রশাসন যন্ত্রের ক্ষেত্রে তাঁর অবশ্য প্রয়োজনীয় অংশ বলে গণ্যই করা হয় না। ফলে প্রতি গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে ধুঁকধুকি অবিরত বিদ্যমান। গ্রন্থাগার প্রশাসনিক গোলযোগে নিস্তব্ধ হয়ে গেলে বা উঠে গেলে দায়িত্ব কার তা নির্ণয় করা অসম্ভব ব্যাপার। এরকম নিস্তব্ধ হয়ে যাওয়া বা উঠে যাওয়া গ্রন্থাগারের সংখ্যা নগণ্য নয়—যা একটি দুঃখজনক ঘটনা।

৬.৪৬ প্রচলিত রীতি অনুযায়ী, বহুসংখ্য লোক নিয়ে প্রশাসনিক সংগঠন গড়ে তোলা হয় যাদের নিয়মিত গ্রন্থাগার সম্পর্কে খোঁজ খবর রাখা অসম্ভব ব্যাপার। সমীক্ষা, পরিদর্শন, প্রকল্প রচনা ইত্যাদি তো সেখানে অবান্তর প্রসঙ্গ। জেলাশাসককে জেলা গ্রন্থাগার সমিতির সভাপতি করে ও জেলা সমাজ শিক্ষা আধিকারিককে সম্পাদক করে যে সংগঠনগুলি গড়ে তোলা হয়েছে সেগুলির কার্যকলাপ সক্রিয়তার সঙ্গে অনুধাবন করলেই তা ধরা পড়বে। এইরকম পদাধিকার বলের অনেক ব্যক্তিকে নিয়ে এসে যন্ত্রের অংশ করা হয়েছে—অথচ, একজন ও গ্রন্থাগার বিষয়ে বিশেষ বিশেষ পাঠ নেওয়া ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে সেই যন্ত্রের অংশ হিসাবে খুঁজে পাওয়া যাবে না। তবে আশ্চর্য হবেন যে, কোন একজন জেলাশাসক, পদাধিকার বলে অনেক জেলা গ্রন্থাগার সমিতির সভাপতি হিসাবে বিভিন্ন জেলায় যুক্ত থাকা সত্ত্বেও গ্রন্থাগারেরও যে একটি দৈনিক প্রশাসনিক দিক আছে তা বুঝে নিতে বিস্ময় প্রকাশ করেন। গ্রন্থাগার মারফৎ যে গ্রন্থাগার সেবাকার্য দেওয়া হয়ে থাকে এবং সেই যানটি চালাতে যে ড্রাইভারের দরকার হয় তাও তিনি ভুলতে লজ্জাবোধ করেননি।

৬.৪৭ মনে রাখা দরকার এই প্রশাসন সংগঠন গ্রন্থাগার পরিষেবার নীতি নির্ধারক, দৃষ্টিভঙ্গীর নিয়ন্ত্রক, সমন্বয় সাধক—এককথায় উদার সমাজ নেতৃত্বের অভিব্যক্তি।

৬.৫ গ্রন্থসম্ভার

৬.৫১ সাধারণের গ্রন্থাগার সাধারণের জন্য। অর্থাৎ সাধারণের জ্ঞানার্জন ইচ্ছা, জ্ঞানার্জন প্রয়োজন ইচ্ছাকে অনুধাবন মাধ্যমে গ্রন্থসম্ভার গড়ে তুলবার নির্দেশ পাওয়া যায়, বিভিন্ন গ্রন্থাগারের ইতিহাসে। বিশিষ্ট গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী ডঃ রঙ্গনাথন তো তাঁর পঞ্চ আইনের মধ্যে তিন আইনেই উল্লেখ করেছেন, যেখানে গ্রন্থ ও পাঠক, এই দুই গ্রন্থাগার উপাদান পরস্পর পরস্পরের দিকে যেন তাকিয়েই রয়েছে।

৬.৫২ তাই, গ্রন্থসম্ভার গড়ে তুলবার ক্ষেত্রে (১) জনসাধারণ, (২) গ্রন্থাগারিক, (৩) গ্রন্থাগার প্রশাসন যন্ত্র, এই তিনের যোগাযোগ একান্ত প্রয়োজন। সেখানে কেউ কারো অভিভাবক হওয়ার সুযোগ থাকা উচিত নয়। এখানে থাকবে সুসংহত পরিকল্পনা;

৬.৫৩ মনে রাখা দরকার, সাধারণের গ্রন্থভাণ্ডার গড়ে তুলবার কয়েকটি উদ্দেশ্যকে স্পষ্টভাবে বিবেচনায় আনতে হয়। উদ্দেশ্যগুলি হচ্ছে:

৬.৫৩১ পাঠকেরা যেন নিজেরাই নিজেদের শিক্ষিত করে তুলতে পারে

৬.৫৩২ বিভিন্ন জ্ঞানের ক্ষেত্রে যে সম্প্রসারণ দিন দিন ঘটছে তার সঙ্গে তাল রেখে পাঠক সমাজ যেন চলতে পারে

৬.৫৩৩ ঘরে বাইরে যেন প্রতি পাঠক উন্নততর হয়ে উঠতে পারে

৬.৫৩৪ রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্তব্য সঠিকভাবে সম্পাদন করতে পারে

৬.৫৩৫ প্রতিদিনের জীবিকানির্বাহী কাজে যেন দিন দিন সক্ষম হয়ে উঠতে পারে

৬.৫৩৬ সৃজনশীল ক্রমোন্নয়ন সম্ভব হতে পারে

৬.৫৩৭ শিল্প ও সাহিত্যকর্মসমূহ উপভোগ করতে এবং মূল্য দিতে পারে

৬.৫৩৮ অবসর বিনোদন করবে এমনভাবে যাতে সামাজিক ও ব্যক্তি উৎকর্ষতা লাভ ঘটে

৬.৫৩৯ জ্ঞানজগতেও যেন নতুন কিছু সংযোজন ঘটাতে পারে।

৬.৫৪ উদ্দেশ্যগুলির উল্লেখ করলাম ১৯৪৬ সালের আমেরিকান লাইব্রেরী এসোসিয়েশনের নথিপত্র থেকে। ডঃ রঙ্গনাথন এই উদ্দেশ্যসমূহকে অন্যভাবে সাজিয়েছেন:

৬.৫৪১ সাধারণ শিক্ষার সময় সাহায্য করা

৬.৫৪২ অর্থনৈতিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সাহায্য করা

৬.৫৪৩ রাজনৈতিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সাহায্য করা

৬.৫৪৪ সাংস্কৃতিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সাহায্য করা

৬.৫৪৫ শিল্পজগত সম্পর্কে শিক্ষায় সাহায্য করা

৬.৫৪৬ সংবাদ বা তথ্য সংগ্রহে সাহায্য করা

৬.৫৫ উদ্দেশ্যসমূহ যেভাবে বা ভাষায় লিপিবদ্ধ হোক না কেন, তা প্রতি সাধারণের গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র করে প্রকাশ্যে বিবৃত করা দরকার। অবশ্য কোন একটি বিশেষ উদ্দেশ্যের প্রতি বিশেষ পক্ষপাত থাকলে—অনেক ক্ষেত্রে যেমন শিল্প-ক্ষেত্রে বা কৃষিপ্রধান এলাকায় যা থাকা স্বাভাবিক বা থাকা প্রয়োজন—প্রয়োজনটি নির্ধারিত হবে অবশ্য স্থানীয় সার্বিক জনসাধারণের স্বার্থে—তাও বিবৃত করা উচিত। এই বিবৃতিই ইঙ্গিত করবে সংগৃহীত গ্রন্থসম্ভারের চরিত্র বা সংগ্রহনীতির চরিত্র। পাঠকের মুখোমুখি হয়ে গ্রন্থাগার পরিসেবা প্রদানে গ্রন্থাগার কর্মী তাতে আনন্দবোধ করবেন, তৃপ্ত হবেন। কথা উঠতে পারে অবশ্য যে, পাঠকের যা কিছু চাহিদা বা ফরমাইস সবই কি সম্মানিত হবার উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে? এখানে 'না' উত্তরটি খুব বিপজ্জনক। 'না' সিদ্ধান্ত যদি গৃহীত হয় তবে, তা বহু বিবেচিত হওয়া চাই। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বা সমাজে তো এবিষয়ে খুবই সাবধানতা দরকার। অনেক সরকারী নির্দেশও এবিষয়ে বিভ্রান্তির কারণ হয়ে দেখা দেয়। আর আর্থিক সামর্থ্যজনিত সীমাবদ্ধতাও বিশেষ বিশেষ পক্ষপাতিত্বকে প্রশ্রয় দেয়।

৬.৫৬ গ্রন্থাগার গড়ে তুলবার ক্ষেত্রে গ্রন্থ প্রকাশকরা প্রভাব বিস্তার করে থাকেন। তাদের ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গী যদি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীকে ক্ষীণ করে দিয়ে আজে বাজে গ্রন্থ প্রকাশনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, তবে তজ্জনিত দুর্বলতার শিকার হতে হয় গ্রন্থাগারকে। ব্যবসায়িক অসাধুতা ও গ্রন্থ সম্ভারকে দুর্বল করে দিতে অনেকাংশে সক্ষম। দুর্বল প্রকাশনা ও ব্যবসায়িক অসাধুতাকে রুখবার জন্য সাধারণের গ্রন্থাগারকে সংগঠিত ভাবে তৎপর থাকতে হয়। লেখক সৃষ্টিতেও প্রকাশক সমাজের মত অবদান রাখবার সুযোগ গ্রন্থাগার জগতকে সৃষ্টি করতে হবে।

৬.৫৭ গ্রন্থসম্ভার গঠনে সরকারও প্রভাব বিস্তার করে থাকেন। কোন কোন বিশেষ গ্রন্থ কিনবার নির্দেশ দিয়ে, বিশেষ বিশেষ ধরণের গ্রন্থ প্রকাশ করে ও বিতরণ করে বা গ্রন্থ কেন্দ্রীয়ভাবে কিনে সাধারণ গ্রন্থাগারে বিতরণ করে এই প্রভাব বিস্তৃত হয়। এতে বিভিন্ন গ্রন্থাগারের স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য-জ্ঞাপক বিবৃতি প্রভাবিত হয়—অনেক সময় উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়, যদি সেই সরকারী প্রকাশ কেন্দ্র, ক্রয় কেন্দ্র ও বিতরণ কেন্দ্রসমূহ গ্রন্থাগার জগতের সঙ্গে নিবিড় সংযোগহীন হয়ে চলে। অর্থদান প্রথার মাধ্যমেও এই গ্রন্থসম্ভার প্রভাবিত হয়। অর্থ কিভাবে কখন খরচ করবে, তার নির্দেশ থাকবে অথচ সেইভাবে সম্ভব কিনা তা সরকারী বিবেচনায় বা দাতার বিবেচনায় না থাকলে প্রভাবটি হয় প্রতিকূল।

৬.৫৮ গ্রন্থসম্ভার যা গড়ে উঠল, তাও আবার সাজানো-গুছানোর তারতম্য ভেদে পাঠকসমাজের অনুকূল প্রতিকূল হতে পারে। পাঠক গ্রন্থ পাঠ করে গ্রন্থস্থিত লিপিবদ্ধ তত্ত্ব ও তথ্যাবলী থেকে জ্ঞানার্জনের জন্য। কাজেই সাজিয়ে

গুছিয়ে রাখবার কাজে যদি গ্রন্থস্থিত লিপিবদ্ধ জ্ঞানবিষয়টির সহজ অভিপ্রকাশ পাঠক দেখতে বা বুঝতে না পারে, তবে বহু গ্রন্থ অপঠিত থাকবার সম্ভাবনা। এক্ষেত্রে বর্গীকরণ সূচীকরণ ও র‍্যাকে সাজানো এই তিন কাজ জড়িত। পাঠকের বোধগম্য সহজে হয়, আহ্বান জানায় এমন বর্গীকরণ সূচীকরণ প্রথা সাধারণের গ্রন্থাগারে অনুসরণ করা কর্তব্য। র‍্যাকে সাজানোটা নিয়মিত এবং ঘন ঘন হওয়া দরকার—র‍্যাকের মধ্যে পাঠকের ঘোরাফেরার অবাধ সুযোগও দরকার। নতুন গ্রন্থাদির খবরাখবর খুব সত্বর পাঠক সমাজকে জানিয়ে দেওয়া উচিত। পুস্তক লেনদেন প্রথাও এক্ষেত্রে অল্পবিস্তর প্রভাব ফেলে। কতদিন রাখা যাবে বা কতক্ষণ রাখা যাবে —দিনের জন্যে দণ্ডব্যবস্থাইবা কি, তা অনুসরণ করে সুপরিব্যবস্থা অবশ্য প্রয়োজন। অনুরূপ সেবাকার্য ব্যবস্থাও এই সঙ্গে সমান গুরুত্ব নিয়ে জড়িত।

৬.৫৯ গ্রন্থসম্ভার গঠনে আরও প্রভাব পড়ে গ্রন্থালয়ের গ্রন্থাগার সামগ্রীর শরিরীক গঠন। কাগজ খারাপ হলে, বাঁধাই ভাল না হলে, বা বিশেষ সামগ্রী রক্ষণাবেক্ষণে বিশেষ যন্ত্র বা কলাকৌশলের প্রয়োজন হলে গ্রন্থভাণ্ডার প্রভাবিত হয়—অনুকূল প্রতিকূল, দুই পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় গ্রন্থাগারকে।

৬.৫৯.১ গ্রন্থদাতারাও গ্রন্থভাণ্ডার গঠনে প্রভাব বিস্তার করেন। সর্ত দিয়ে প্রভাব বিস্তার করেন। শরিরীক দিক থেকে ভাল মন্দ, পুরাতন নতুন পুস্তক দান করে থাকেন। তবে এক্ষেত্রে গ্রহণ বর্জনের ক্ষমতা থাকে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারের, এই যা সুবিধা।

৬.৫৯.২ পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এচিত্র অদ্ভুত। এখানে স্বাভাবিক অবস্থায় স্বতন্ত্র গ্রন্থাগারগুলি গ্রন্থ ভাণ্ডার গঠনে সক্ষম। তবে পাঠকদের আমল দিলেও সম্মান দেখাবার সামর্থ্য নেই। গ্রামীন গ্রন্থাগারের জন্য গ্রন্থক্রয় বাবদ সরকারী অর্থবরাদ্দ নেই। চাঁদার টাকায় গ্রন্থক্রয় অসম্ভব ব্যাপার। জেলাস্তরে ইদানীং কিছু কিছু গ্রন্থক্রয় করে গ্রামীন গ্রন্থাগারে বিতরণের ব্যবস্থা যা দেখা যায় তাতে বিক্রেতাদের বরাদ্দবিতরণ পাবার জন্য সে এক পঙ্কিল পরিস্থিতি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারেরও কেন্দ্রীয় ক্রয় ব্যবস্থা রয়েছে—তা কার স্বার্থে বুঝে উঠা মুস্কিল। অনেকের মতে তা পুস্তক প্রকাশক বা বিক্রেতার তথা ক্রেতা অধিকর্তার স্বার্থে। সম্প্রতি ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউণ্ডেশন গঠন করে সাধারণের গ্রন্থাগারের গ্রন্থভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে তোলার প্রকল্প ঘোষণা করেছেন। ১৯৭২ সাল থেকে কাজে নেমেছে। কোলকাতায় বসে ভারতের সাধারণের গ্রন্থাগারের গ্রন্থভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করতে তৎপর। তবে, কার্যাবলী দেখে ও কর্মকর্তাদের গতিবিধি দেখে মনে হওয়া স্বাভাবিক, এই প্রকল্পও গ্রন্থব্যবসায়ীদের স্বার্থে। আমি বলি অসাধু গ্রন্থব্যবসায়ীর স্বার্থে। তাছাড়া উক্ত কটি কেন্দ্রীয় ক্রয়মাধ্যমে গ্রন্থ বিতরণের ক্ষেত্রে পাঠকসমাজের সঙ্গে কর্তাব্যক্তিদের সম্পর্ক নেই—নেই বিশিষ্ট গ্রন্থাগারিক বা গ্রন্থাগারকর্মীর সঙ্গেও। জনসাধারণের অর্থ দাতার চঙে দান—অপব্যয় কিনা সে বিবেচনা করার সুযোগ রহিত হয়ে সৃষ্ট হয়েছে এক যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতি। কমিশনের জন্য অধিক পীড়াপীড়িও অসাধুতাকে প্রশ্রয় দেয়। এসব মিলিয়ে গ্রন্থাগারের গ্রন্থভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়ে থাকছে ক্লীব।

৬.৫৯.৩ প্রকাশনার ক্ষেত্রেও পশ্চিমবঙ্গ খুব অগ্রসরমান নয়। বাংলা পুস্তকের চাহিদা পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে বা সহরে খুব অধিক। অথচ উপন্যাস ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে পুস্তক প্রকাশন খুব সীমিত। প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে কোন সমীক্ষা কি প্রকাশক মহল, কি গ্রন্থাগার মহল, কি সরকার, কেউ করেননি, বাংলা পত্রপত্রিকা জগতটিও খুব দীন। গ্রন্থাদির মূল্য অত্যধিক বেশী হওয়ায় অর্থাভাবগ্রস্ত সাধারণের গ্রন্থাগারগুলি গ্রন্থাদি বাজারে যা পাওয়া যায় তাও ক্রয় করতে পারেন না। গ্রন্থদাতাও স্বল্প। যেটি ঘরে আর রাখা যাচ্ছে না সেইটি দান করার প্রবণতা রয়েছে। দানের চঙ স্বাস্থ্যকর নয়।

৬.৫৯.৪ গ্রামীন গ্রন্থাগার বা শহরের গ্রন্থাগারগুলিতে সাজানোর পদ্ধতি অধিকাংশ ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক বলতে এখানে যা বোঝায় তা বিদেশী ধ্যানধারণা পুষ্ট। ফলে দশমিক বর্গীকরণ, এ্যাংলো আমেরিকান সূচীকরণ ব্যবস্থা, নিদর্শক

প্রনয়ণ প্রসঙ্গ মোটেই এখানকার অবহ্যাল্প নয়। এদিকে গ্রন্থাগার বিশেষজ্ঞদের দানও বিশেষ কিছু নেই। গ্রন্থভাণ্ডারের সমৃদ্ধির পরিচয় যেখানে ব্যবহারের মধ্যে বিধৃত, সেখানে চিত্রটি দরিদ্র। কোন সমীক্ষাদি চালাবার উদ্যোগ অনুপস্থিত। ইংরেজী ভাষার ও বিদেশী চিন্তাজগতের প্রভাব বিপুল। তাই পশ্চিমবঙ্গের সাধারণের গ্রন্থাগারগুলি বিবেচনাসঙ্কটের সম্মুখীন।

৬.৬ গ্রন্থাগার কর্মী

৬.৬১ গ্রন্থাগারের পরিসেবা শতকরা ৯০ ভাগ গ্রন্থাগার কর্মীদের উপর নির্ভরশীল। কর্মীসমাজ—সর্বক্ষণের কর্মী—তাদের জীবিকার্জন এই কাজ থেকেই। ফলে বলা যেতে পারে শয়নে স্বপনে গ্রন্থাগারের নানাদিক এঁদের রক্তেমাংসে প্রবহমান—অন্তত তাই প্রত্যাশিত। এই কর্মীসম্প্রদায়ের বিজ্ঞতা বা অকর্মজ্ঞতা গ্রন্থাগারের পরিসেবাকার্য নিয়ন্ত্রক। সেই কর্মীসম্প্রদায় গড়ে তুলতে তাই সতর্কতার প্রয়োজন। সতর্ক থাকতে হবে, নিযুক্ত বা নিয়োগ প্রাপ্তব্য কর্মীর—

৬.৬১১ সাধারণ শিক্ষার স্তরটি কি? যে ধরণের গ্রন্থভাণ্ডার ও পাঠক গ্রন্থাগারে সমাদৃত হয়েছে বা হবে তার তাৎপর্য ও মর্ম বুঝতে কতটা সক্ষম?

৬.৬১২ বৃত্তিগত শিক্ষা আছে কিনা? থাকলে তা কোন স্তরের বৃত্তিগত শিক্ষা? সেই শিক্ষা সংশ্লিষ্ট গ্রন্থসম্ভারকে সাজিয়ে-গুছিয়ে সামলাবার পক্ষে, ও যে পাঠক-সম্প্রদায় গ্রন্থাগারের সমবেত হয় বা হবে বলে ধরে নেওয়া হয়েছে তাদের বুঝতে সক্ষম কিনা?

৬.৬১৩ গ্রন্থাগার যে উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে গড়ে উঠেছে সেই উদ্দেশ্যের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে কিনা, উদ্দেশ্যসমূহ তার কাছে সহজ বোধগম্য ও তাৎপর্য পূর্ণ কিনা?

৬.৬১৪ গ্রন্থাগারের জনসাধারণের প্রতি সহকর্মী-দের প্রতি গভীর সহানুভূতিশীল, দরদী এবং সহৃদয় মোকাবিলায় সক্ষম কিনা?

৬.৬১৫ পরিশ্রমী ও উদ্ভাবনশীল কতটা? গ্রন্থা-গারের আকৃতি-প্রকৃতি অনুযায়ী তা যথেষ্ট কিনা?

৬.৬১৬ সরকারী গ্রন্থাগার উন্নয়ণ প্রকল্প বুঝতে পারে কিনা? স্থানীয় বিশিষ্টজনদের বা কমিটিকে বিভিন্ন সুবিধা অসুবিধার কথা বুঝিয়ে বলতে পারে কিনা প্রভৃতি।

৬.৬২ এই ছয়টি গুণাবলী যাচাই সঠিকভাবে করতে পারলেই যথেষ্ট, যদিও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তকে আরও কতক গুণাবলীর কথা বলা হয়ে থাকে।

৬.৬৩ গুণাবলী যাচাই অবশ্য প্রয়োজন সন্দেহ নেই কিন্তু সমস্যা হচ্ছে গ্রন্থাগারের স্তরভেদ নির্ণয়ে—কোন স্তরের কোন স্তরের গ্রন্থাগার কর্মী তথা কর্মীসম্প্রদায় দরকার তার নির্ণয়ে। গ্রন্থাগার কর্মীরা সর্বরকমে গ্রন্থাগারকে বিবেচনায় এনে নির্দ্ধারণ করা সম্ভব। এবং কোন স্তরের গ্রন্থাগার কর্মীর কোন কোন গুণাবলী থাকতে হবে তা বিবৃত করা খুব কঠিন নয়। কঠিন হচ্ছে অনুসরণ করা। কেননা গুণাবলী অনুযায়ী চাকুরীর সর্ত ও পারিশ্রমিক নির্দ্ধারণ এবং নির্দ্ধারিত পারিশ্রমিক দান প্রথা মেনে চলতে অনেকের পক্ষেই সম্ভব নয় কিংবা অনীহা দেখা দেয় অনেক প্রশাসকযন্ত্রের দিক থেকে।

৬.৬৪ গুণাবলীর যে উল্লেখ উপরে করা হয়েছে—তার কোনটিই বোধ হয় কারো জন্মগত নয়। উক্ত গুণাবলী অর্জন সাপেক্ষ। অর্থাৎ তার জন্য প্রয়োজন বিশেষ প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা। গ্রন্থাগার কর্মী প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর প্রতি নজর রাখা দরকার। বিশেষত, সাধারণের গ্রন্থাগার সমূহের দিক থেকে। তার সিলেবাস কতখানি সুবিচার করছে বিভিন্ন স্তরের কর্মীবাহিনী সৃষ্টির কাজে তা বিচার করতে হবে—সময়ে

সম্বন্ধে সুপারিশ জানাতে হবে যাতে উপযুক্ত কর্মী সৃষ্টি করে বাজারে ছাড়া হয়। সাধারণের গ্রন্থাগারের কর্মীরা খাতপ্রাপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৬.৬৫ কর্মী প্রসঙ্গে আরও ঠিক করতে হবে :

৬.৬৫১ কতজন বিভিন্ন কর্মী কোন কোন ধরণের কাজ করবেন ?

৬.৬৫২ কর্মীদের জন্য সামগ্রিক ব্যয়বরাদ্দ কত— সমস্ত খরচের কত শতাংশ ?

৬.৬৫৩ দক্ষ ও শিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীর সরবরাহ কখন, কিভাবে, কত পরিমাণে পাওয়া যাবে ?

৬.৬৫৪ নিয়োগ পদ্ধতি ও উপযুক্ততা যাচাই পদ্ধতিটি কি হবে ?

৬.৬৫৫ ভবিষ্যৎ কর্মসূচী কতটা পরিমাণে কর্মীদের সামনে স্পষ্টভাষায় তুলে ধরা যাবে

৬.৬৫৬ কর্মীদের দক্ষ দেখতে ও উদ্ভাবনশীল পরিশ্রমী রাখতে কতখানি বাস্তব উৎসাহ উদ্দীপক চিত্র পদোন্নতির চিত্রসহ তাদের সামনে তুলে ধরা যাবে ?

৬.৬৫৭ কর্মীদের পারস্পরিক মেলামেশা, গ্রন্থাগার কার্যের কলাকৌশল বিষয়ে মতবিনিময়, গ্রন্থাগার পরিদর্শন মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণ, চাকুরী চলতে চলতে প্রশিক্ষণ ও চাকুরীর অন্যান্য সর্তাবলী— গ্রন্থাগার জগতের বাইরের চাকুরীর চাইতে—উন্নত বা অবনত কি ?

৬.৬৬ মজার ব্যাপার হচ্ছে সাধারণ গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে উক্ত বিষয়সমূহের প্রতি গুরুত্ব খুব কমই দেওয়া হয়। ইংলণ্ডই বলুন, আমেরিকাই বলুন, সাধারণের গ্রন্থাগারে কর্মরত কর্মীদের মধ্যে—উঁচু-নীচু যেই হোন না কেন, কিঞ্চিৎ অবদমিত। কেননা সম্মানী পাওয়ার দিক থেকে তারা অনেকক্ষেত্রে দরিদ্র—দীর্ঘ দিনের বিস্তর অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও। ফলে অভিজ্ঞ গ্রন্থাগার কর্মীরা সাধারণের গ্রন্থাগার ছেড়ে চলে যেতেই উৎসুক। সাধারণের গ্রন্থাগার নিয়ে সংগ্রামী নিরবচ্ছিন্ন কর্মীর অভাব অনুভূত হয়ে থাকে বিভিন্ন দেশে।

৬.৬৭ সাধারণের গ্রন্থাগারের কর্মীদের নিজ নিজ যোগ্যতা ও গ্রন্থাগারের যোগ্যতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধির জন্য, জনসমর্থনও কর্মী গ্রন্থাগারের স্বপক্ষের ব্যাপক ভাবে আনবার জন্য কর্মী ঐক্য গড়ে তোলা খুব দরকার। যোগ্যতা বৃদ্ধি ও জনসমর্থন এই উপাদান গুলি তখন অনেক অবহেলা বা উপেক্ষা বিদূরিত করতে সক্ষম। বলা বাহুল্য এতে প্রধান প্রধান বাধা সমূহ হচ্ছে কর্মীদের কর্মস্থলের পারস্পরিক দূরত্ব, স্বায়ংশাসিত প্রশাসন যন্ত্রে প্রবর্তিত বহুবিধ চাকুরীর সর্তাবলী ও কেন্দ্রীয়ভাবে কর্মীসমাজের মেলামেশা, আলাপ আলোচনার সুযোগের অভাব, সাধারণত একটি সাধারণের ব্যবস্থার গ্রন্থাগার বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থাগার সমবায়ে গঠিত এবং ক্ষুদ্র গ্রন্থাগারে কর্মীর সংখ্যা খুব বেশী হয় না। তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে স্বল্পবেতন। ফলে ঐক্যপ্রচেষ্টা চলে খুব শ্লথ গতিতে—সাধারণের গ্রন্থাগারের কর্মীরা তাই সংঘবদ্ধভাবে সরকারী দৃষ্টি বা জনগণ নিয়ামক দৃষ্টি আকর্ষণে যথেষ্ট সক্ষম নয়।

৬.৬৮ সাধারণের গ্রন্থাগারের কর্মীসম্প্রদায় প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ পড়ে রয়েছে এক তিমিরান্ধকারে। ভারতসরকার নিয়োজিত গ্রন্থাগার পরামর্শদাতা কমিটির কোন সুপারিশই প্রকৃত অর্থে কার্যকরী করা হয় নি।

৬.৬৯ ঐ পরামর্শদাতা কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী :

৬.৬৯১ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মীরা সরকারী কর্মচারী হওয়ার কথা, কিন্তু শুধু রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের জন্য ত্রিশেক ও অন্যান্য কয়েকটি গ্রন্থাগারের জন্য পঁয়ত্রিশেক কর্মী সরকারী কর্মচারীরূপে গণ্য। বাদ বাকী প্রায় উনিশশ 'কর্মী বেসরকারী কর্মী।

৬ ৬৯২ রাজ্যের সাধারণের গ্রন্থাগারগুলিতে নিযুক্ত কর্মীদের স্তরভেদ হওয়ার কথা, রাজ্যের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষক ও শিক্ষা-দপ্তরের প্রশাসকপদের অনুরূপ। বাস্তবে এই স্তরবিন্যাস একেবারেই অনুপস্থিত।

৬ ৬৯৩ রাজ্যের সাধারণের গ্রন্থাগারে শিশুদের কাজের ও বয়স্কদের কাজের জন্য শিক্ষণ প্রাপ্ত বিশেষজ্ঞ থাকার কথা। কিন্তু এদিকটি সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত।

৬ ৬৯৪ সাধারণের গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় নিযুক্ত গ্রন্থাগারিকরা বৃত্তিমূলক শিক্ষনীয় বিষয়-সমূহের পাঠ্যনস্থর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করছে কিনা তা দেখবার দায়িত্ব থাকবার কথা রাজ্য গ্রন্থাগারিকের—জেলা গ্রন্থাগারিক ও বৃহৎ নগর গ্রন্থাগারিকরা লক্ষ্য রাখবেন, তদধীন গ্রন্থাগার কর্মীদের উপর। কে খোঁজ রাখে এই সুপারিশের ?

৬.৬৯৫ রাজ্য সরকার রাজ্য গ্রন্থাগারিক ও জেলা গ্রন্থাগারিকরা যাতে অন্তত বৎসরে একবার এক থেকে চারদিনের ক্যাম্পে পরস্পর মিলিত হয় তার ব্যবস্থা করার কথা সুপারিশ করেছিলেন। সুপারিশ করে-ছিলেন, জেলা গ্রন্থাগারিকদেরও ভার দেওয়া হবে, বৎসরে অন্তত একটি ব্লক গ্রন্থাগারিকদের সভা ও ক্যাম্প সম্মেলন সংগঠিত করার। কিন্তু ২০ বৎসরের ইতিহাসে এমন ঘটনার কথা ক'লাইন শোনা গেছে ?

৬ ৬৯৬ প্রযুক্তি বিদ্যা বিষয়ে গ্রন্থাগারিকরা শুধু-মাত্র বৃত্তিকুশলী—শিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক-দের কাছ থেকে নির্দেশ বা আদেশ নেবে। কিন্তু বর্তমান অবস্থা হচ্ছে সরকারী আধিকারিক বা স্থানীয় কতৃপক্ষের মাতব্বর ব্যক্তিবর্গের গ্রন্থাগারের প্রযুক্তিবিদ্যা বিষয়ে পাঠ না থাকলেও মনগড়া নির্দেশ দিয়ে থাকেন এবং দৈনন্দিন কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে দ্বিধাবোধ করেন না।

৬ ৬৯৭ রাজ্য গ্রন্থাগার দপ্তর রাজ্যের প্রত্যেক গ্রন্থাগার কর্মীর—রাজ্য গ্রন্থাগারিক থেকে গ্রাম্য গ্রন্থাগারিক পর্যন্ত, সকলের কাজকর্ম কর্তব্য নির্দেশবহ উপযুক্ত পুস্তিকা প্রকাশের পরামর্শ দিয়েছিলেন। অথচ সেই প্রত্যাশা যে আজও অরণ্যরোদন মাত্র।

৬ ৬৯৮ উক্ত কমিটির সুপারিশ ছিল, বিশেষভাবে সাধারণের গ্রন্থাগারগুলির জন্য প্রয়োজনীয় বৃত্তিকুশলী কর্মীদের উপযুক্ত উন্নতমানের গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষণ ব্যবস্থার বা পঠন-সূচীর—যাতে দুই স্তরের গ্রামীন গ্রন্থা-গারের কাজের উপযুক্ত ও দৈনন্দিন গ্রন্থা-গারের নিয়মমাফিক কাজ করতে পারেন এমন গ্রন্থাগার করণিকের—আধাবৃত্তি-কুশলী শিক্ষণ ব্যবস্থার প্রবর্তন করবে রাজ্য সরকার। সরকার প্রাথমিক শিক্ষণের মান, পাঠক্রম, শিক্ষণকাল, শিক্ষক নির্বাচন ও পরীক্ষা পরিচালন পদ্ধতির নীতিও প্রণয়ন করবে এমন সুপারিশও ছিল। কিন্তু এসব সুপারিশের ভাগ্যও এক নৈরাশ্যে নিমজ্জিত।

৬ ৬৯৯ ফল হয়েছে এই, পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার কর্মী নিয়োগের বেলায়—বিশেষজ্ঞ

সাধারণের গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে—প্রকৃত গুণাবলী বাচাই'এর পরিবর্তে, দলীয় মনোভাব, অবাঞ্ছিত অর্থ আদান প্রদান ইত্যাদিই প্রাধান্য পেয়েছে ও পাচ্ছে।

৬.৬১১•১ সম্প্রতি গ্রন্থাগার কর্মীদের স্তরভেদে ও শিক্ষাজগতের অন্যান্য কর্মীদের সমতুল্যতা প্রদর্শন করে একটি প্রস্তাব গ্রন্থাগার কর্মীরাই সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করেছেন এখানে তার কিছুটা সংযোজন করা হল :

৬.৬১১•১১ গ্রন্থাগারিক স্তর ২ :

জাতীয় গ্রন্থাগারের উপ-গ্রন্থাগারিক, জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীর গ্রন্থাগারিক / সম্পাদক, বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার (মুখ্য) গ্রন্থাগারিক, রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক	গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে মাষ্টার ডিগ্রী, গ্রন্থাগার কাজে দশ বৎসরের অভিজ্ঞতা

৬ ৬১১•১২ গ্রন্থাগারিক স্তর ৩ :

জাতীয় গ্রন্থাগারের সহ-গ্রন্থাগারিক, বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের উপ-গ্রন্থাগারিক, জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীর সহ-সম্পাদক, ডকুমেন্টেশন অফিসার, রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের উপ-গ্রন্থাগারিক	গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে মাষ্টার ডিগ্রী ও গ্রন্থাগারের কাজে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা।

৬.৬১১•১৩ গ্রন্থাগারিক স্তর ৪ :

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সহ-গ্রন্থাগারিক, কলেজের গ্রন্থাগারিক, রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থা গ্রাগা-রের সহ-গ্রন্থাগারিক, জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক	গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে মাষ্টার ডিগ্রী

৬.৬৯৮১•১৪ গ্রন্থাগারিক স্তর ৫ :

জাতীয় গ্রন্থাগারের সিনিয়র টেকনিক্যাল সহকারী, বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগার সহকারী, জেলা গ্রন্থাগারের উপ-গ্রন্থাগারিক মহকুমা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক, উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের গ্রন্থাগারিক, কলেজের সহ গ্রন্থাগারিক	গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিগ্রী ও কোন বিষয়ে মাষ্টার ডিগ্রী

৬.৬১১•১৫ গ্রন্থাগারিক স্তর ৬ :

মাধ্যমিক স্কুলের গ্রন্থাগারিক জেলা গ্রন্থাগারের সহ-গ্রন্থাগারিক, মহকুমা/কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সহ-গ্রন্থাগারিক, জাতীয় গ্রন্থাগারের জুনিয়র টেকনিক্যাল সহকারী, বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের জুনিয়ার সহকারী।	গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিগ্রী ও স্নাতক

৬.১১•১৬ গ্রন্থাগারিক স্তর ৭ :

গ্রামীন গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগার সহকারী, কলেজ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগার সহকারী	গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সার্টিফিকেট ও মাধ্যমিক

৬.৬১•২ প্রথম স্তরে থাকছে জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক বা ডিরেক্টর যাঁর অবশ্য যোগ্যতাবলীর মধ্যে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে মাষ্টার ডিগ্রী ও গবেষণা কাজ থাকা উচিত। এই ছক অবশ্য একটি সম্ভাব্য ছক, এবং বিন্যাস সমস্ত পুনর্বিন্যাস বাস্তব পরিস্থিতিকে সামনে রেখে করতে হবে সন্দেহ নেই।

৬.৬১•৩ উক্ত ছকে দেখা যাবে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষার তিনটি স্তরের উল্লেখ আছে। এই স্তরভেদ পাঠক্রম বিন্যাস সাপেক্ষ। বিন্যাসকালে সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মীসমাজকে সাধারণের গ্রন্থাগারের উপযুক্ত করে শিক্ষিত করে

বাজারে ছাড়াটাই শোভন। বর্গীকরণ সূচীকরণ ও গ্রন্থপঞ্জী প্রনয়ণে কৃতবিদ্য হলেই যথেষ্ট হবে না। এই তিন বিষয় ও পাঠক্রমে সাধারণের গ্রন্থাগারে প্রযুক্ত হওয়ার যুক্তি-যুক্ততা বিচার সাপেক্ষ হওয়া উচিত যা নেই আমাদের দেশে।

৬.৬১০৪ এই পাঠক্রমে পাঠকের অনুসন্ধানের ভাষা বিষয়ে একটা বিশেষ পাঠ থাকা উচিত। বিদেশী ভাষায় অনুসন্ধান কৌশলকে ভিত্তি করে নির্দেশক প্রণয়ন, সূচী প্রণয়নের পাঠ সাধারণের গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা শুধু বিসদৃশই নয়, জ্ঞানরাজ্যে পাঠক ও কর্মীর মধ্যে এক দুস্তর ব্যবধান তৈরী করে রাখা।

৬.৬১০৫ পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মীরা যথেষ্ট ঐক্যবদ্ধও নয়। যে যেটুকু সুবিধা পায়, তাই নিয়ে এক স্বতন্ত্র জগত সৃষ্টি করে আত্মগোপন করে থাকবার প্রবণতা রোগে ভুগছেন। অবশ্য স্বল্পবেতন, অনিয়মিত বেতন দান প্রথা, চাকুরীর নিরাপত্তাহীনতা, পারস্পরিক মেলামেশা ও মতামত বিনিময়ের সুযোগের অভাব এই পরিস্থিতির সৃষ্টি ও লালনপালনকারী সন্দেহ নেই। তার থেকে মুক্ত হওয়া বিষয়ে নেতৃত্ব যা আছে তার ভীরুতার নামান্তর। ফল জনসাধারণের ভোগান্তি—স্বশিক্ষার ক্ষেত্রে বন্ধ্যাত্ব।

৬.৭ অর্থসংস্থান ও অর্থব্যয়

৬.৭১ গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য স্থিরীকরণের মধ্যে গ্রন্থাগারের অর্থের সংস্থান ও অর্থব্যয় পদ্ধতির মূল কাঠামো ঠিক হয়ে যায়। এক একটি উদ্দেশ্য বাস্তবে অনুসরণ অর্থব্যয় সাপেক্ষ। কাজেই কোন কাজের জন্য অর্থ কোথায় পাওয়া যাবে তা চোখের সামনে স্পষ্টভাবে না রাখলে উদ্দেশ্য ঘোষণা কেবল পুঁথিপত্রের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াতে বাধ্য।

৬.৭২ সাধারণত, সাধারণের গ্রন্থাগারের জন্য অর্থের যোগান সম্ভব হয়:

৬.৭২১ চাঁদা—অর্থাৎ গ্রন্থগারের সেবাকার্য পাওয়ার জন্য পাঠক কর্তৃক দেয় নিয়মিত কিছু কিছু অর্থ—

৬.৭২২ দান অনেক বিশিষ্ট সমাজহিতৈষী ব্যক্তি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার জন্য, দৈনন্দিন চালাবার জন্য, কোন কোন কাজে উৎসাহ দেবার জন্য বা কোন কোন দ্রব্য-সামগ্রী যেমন, পুস্তক, আসবাবপত্র ইত্যাদি কিনবার জন্য অর্থ দান করে থাকেন ক্ষেত্রবিশেষে দ্রব্যসামগ্রী দান করে থাকেন।

৬.৭২৩ কর—সরকারী সাহায্য কর বসাবার অনু-কূলে অনুমতি দিয়েও অর্থ সংস্থান ব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখা হয়।

৬.৭২৪ অনুদান—অনুদান, সাধারণত, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সংস্থা, রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকারী সাধারণ অর্থভাণ্ডার থেকে বরাদ্দ মাধ্যমে হয়ে থাকে।

ফাইন, সুদ ইত্যাদি থেকে উল্লেখযোগ্য আয় আশাকরা বৃথা।

৬.৭৩ এখন প্রশ্ন হচ্ছে অর্থ সংস্থানের কোন পথটি শ্রেয়। এই শ্রেয় প্রসঙ্গটি নির্বিরোধে স্থির করা সহজ নয়। তবে সব সময়ে মনে রাখতে হবে সাধারণের গ্রন্থাগারে সর্ব-সাধারণের জন্য উন্মুক্ত রাখার প্রয়োজনীতাকে শক্তি-শালী করতে হবে। চাঁদা বা টুকরো টুকরো সেবাকার্যের বিনিময়ে পাঠকদের কাছ থেকে অর্থসংগ্রহ শুভ উপায় নয়। এতে বহু ব্যক্তিকে জ্ঞানার্জনের স্বশিক্ষার পথটির প্রতি বিরূপ করে তোলা হয়।

৬.৭৪ দানেও সর্ত কণ্টকিত কিছু হলে সাধারণের স্বার্থ মার খায়। নিসর্ত দানে অবশ্য কোনও বিরূপতার সৃষ্টি হয় না।

৬.৭৫ কর বসিয়ে গ্রন্থাগারের শ্রীবৃদ্ধি বিশেষত সাধারণের ক্ষেত্রে এক অদ্ভুত প্রথা, যদিও ইংলণ্ড আমেরিকা কর মাধ্যমে তাদের সাধারণের গ্রন্থাগার ব্যবস্থাটির প্রকৃত সূত্রপাত ঘটিয়েছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে উন্নয়নের তাল এক এক জায়গায় এক এক রকম। ধরা যাক, সম্পত্তির মূল্যের উপর বা উপার্জনক্ষম ব্যক্তির উপর বা বার্ষিক উপার্জনের উপর কর বসাবার অনুমতি মিলেছে। এই ধরনের ব্যবস্থায় কর সংগ্রহ একটি সমস্যা হয়ে গ্রন্থাগারের উপর অতিরিক্ত পড়ে থাকে। যদি নাও পড়ে অর্থাৎ স্বতন্ত্র কোন সংস্থা কর সংগ্রহ করে গ্রন্থাগারকে দেবে এমন ব্যবস্থাও যদি করা হয়, ঐ স্বতন্ত্র সংস্থার সঙ্গে যুক্ততা বজায় রাখার সমস্যাটি এসে পড়বে এবং তার কার্যকরতার সীমাবদ্ধতা বা গড়িমসী সাধারণের গ্রন্থাগার উন্নয়ণ কাজটি ব্যাহত হবে। তাছাড়া স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত অর্থ সেবাকার্য পেতে পারে এমন জনসংখ্যার আনুপাতিক হার যথেষ্ট না হলে একই দেশে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরণের ও স্তরের কার্যক্রম অনুসৃত হতে বাধ্য।

৬.৭৬ রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকার জনসংখ্যার কথা স্মরণ রেখে, শিক্ষিত—অশিক্ষিতের হারের কথা স্মরণে রেখে যদি আনুপাতিক হারে অর্থের অনুদান ব্যবস্থা করেন তবেই সাধারণের গ্রন্থাগার পরিসেবার ক্ষেত্রে একটি নিবিড় একই মাপকাঠির কার্যক্রম প্রবর্তিত হতে পারে। এই অনুদান প্রথাকে অবশ্য সাধারণভাবে শিক্ষা সংক্রান্ত সরকারী বাজেটের মধ্যে একটি উপযুক্ত শতকরা হারের বাঁধনে ফেলে দেওয়া অধিক যুক্তিসঙ্গত। অবশ্য এক্ষেত্রেও সীমাবদ্ধতার সুযোগ থেকে গেল। তবে শিক্ষার জন্য, বয়স্ক শিক্ষার জন্য তথা সার্বিক শিক্ষার জন্য জনসাধারণের মধ্যে যদি যথোপযুক্ত চেতনা থাকে তবেই তা স্বচ্ছতার রূপ পায়—অন্যথায় যথার্থ প্রয়োজন অবহেলিত হয়। বিভিন্ন দেশের সাধারণের গ্রন্থাগারের ব্যবস্থার অর্থচিত্র উল্টালে দেখা যাবে, সরকারী অনুদানই দিন দিন বাড়ছে—তার প্রতিই সাধারণের দাবীও বেশী। গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সমাজ উন্নয়ণমূলক কল্যাণকর কাজ। অতএব রাষ্ট্রীয় সরকার নাগরিকদের মানসিক উন্নয়ণের জন্য সরকারী সাধারণ অর্থভাণ্ডার থেকে সাধারণের গ্রন্থাগারের জন্য অর্থবরাদ্দ করবেন, সেটা খুবই স্বাভাবিক—যেমন করা হয় কল্যাণরাষ্ট্রের সরকারী হাসপাতাল সমূহ ও সাধারণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে।

৬.৭৭ তবে সব ক্ষেত্রেই গ্রন্থাগার পরিচালক গোষ্ঠীকে প্রস্তুত করতে হবে, সাধারণ গ্রন্থাগারের অর্থ-প্রয়োজনীয়তার বিশ্লেষমূলক চিত্র—নানাদিক থেকে—ছোট বড় সকল গ্রন্থাগারের দিক থেকেই এবং তা একটা সর্বজনগ্রাহ্য মাপকাঠি অনুযায়ী।

৬.৭৮ আমাদের দেশে, অর্থ সংগ্রহ প্রথাও প্রধানত ঐ চার পথ ধরেই চলেছে। অধিকাংশ গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে এখনও চাঁদাই প্রাণবায়ু—যার সীমাবদ্ধতা এত বেশী ব্যাপক যে সাধারণের উন্নয়ণ চিত্র খুবই ক্লিষ্ট। দানপ্রাপ্তিও যৎসামান্য এবং বহুক্ষেত্রেই শর্তারোপিত। কর ব্যবস্থা তিনটি প্রদেশে গ্রন্থাগার আইন মারফৎ প্রকাশিত হলেও সংশ্লিষ্ট রাজ্যের গ্রন্থাগার জগত স্বচ্ছতা বোধ করছে না। চতুর্থ একটি রাষ্ট্রে সম্পূর্ণ অনুদান ব্যবস্থা সংযোজিত করছে নব প্রবর্তিত গ্রন্থাগার আইনে। এসব ব্যবস্থার মূল ত্রুটি কিন্তু সম্পূর্ণভাবে থেকে গেছে; অর্থাৎ প্রয়োজনের বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণ নেই। উদ্দেশ্যের ঘোষণায় রয়েছে আন্তরিকতার অভাব।

৬.৭৯ পশ্চিমবঙ্গে সাধারণের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রধানত নির্ভরশীল সরকারী অনুদানের উপর, যা থেকে সর্বস্তরের কর্মী সমাজের বেতনাদি প্রদান সহ পুস্তক সংগ্রহ ও আনুষঙ্গিক খরচপত্র নির্বাহ হয়। এর জন্য বরাদ্দ ব্যবস্থায় সরকারের হাতে কোন বিশ্লেষণমূলক চিত্র নেই। তদুপরি দেবার পদ্ধতি এমন যে সময়ে পাওয়া দুষ্কর। এই অনুদান প্রথার সঙ্গে সাধারণের উদ্দেশ্য ঘোষণা নেই, প্রয়োজনের বিশ্লেষণ নেই, সার্বিক শিক্ষা-উন্নয়ণ কর্মসূচীর সঙ্গে কোন আনুপাতিক হার স্থিরীকৃত নেই ফলে ক্রমে ক্রমে অব্যবস্থা তথা প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলা ও সরকারী অর্থের অপচয় ও অপব্যয় প্রশ্রয় পাচ্ছে দিন দিন। যদিও ব্যয় প্রায় বছরে ৭০-৭৫ লক্ষ।

৬.৭২০১ এর পর অর্থব্যয় পদ্ধতি। জনসাধারণের গ্রন্থাগারে অর্থ বা হোক কিছু সংগৃহীত হল। কিন্তু ব্যয়-নির্বাহের ক্ষেত্রে কর্তারা বহুরূপী। সরকারী অর্থবরাদ্দের ক্ষেত্রে কি উদ্দেশ্যে কতটাকা খরচ করতে পারবে তা বলে দেওয়া হয়ে থাকে সচরাচর, কিন্তু কি মাপকাঠিতে তা স্থির করা হলো তা বলা থাকে না। ব্যয়ের সময় সীমা দেওয়া থাকে কিন্তু সেই সময়ে ব্যয় নির্বাহ সম্ভব কিনা তা বলা থাকে না।

৬.৭২০২ স্বতন্ত্র গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ ও গ্রন্থাগারের ব্যয় নির্বাহের ক্ষেত্রে আনুপাতিক হারের প্রয়োজন করে নিতে পারেন না। মোট সংগ্রহের কত অংশ গ্রন্থাগার কর্মী প্রতিপালনে, কত অংশ গ্রন্থাদি ক্রয়ে ও কত অংশ অন্য কার্যক্রমের জন্য ব্যয়িত হওয়া উচিত তা স্থির করেই ব্যয় নির্বাহ পদ্ধতি অনুসৃত হয়। এও আরেক গুরুত্বপূর্ণ কারণ সাধারণের গ্রন্থাগার উন্নয়নের ভারসাম্য হীনতার। জনসাধারণ সাধারণের গ্রন্থাগারের স্বাদই পেল না আজ ২০।২২ বছরেও। ভারতে সাধারণের গ্রন্থাগার খাতে প্রতি ব্যক্তি পিছু আজও বার্ষিক ব্যয় দশ পয়সার নীচে; অথচ, বাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত ১৯৭২ এর এক সম্মেলনের সিদ্ধান্ত হচ্ছে মাথাপিছু বার্ষিক একটাকা। পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলন চাইছে রাজ্য শিক্ষা বাজেটের ২ ৫ শতাংশ মাত্র।

৬.৭২০৩ এই অর্থ সংস্থান ব্যবস্থাক্রম ও অর্থব্যয় পদ্ধতির মধ্যে লুকিয়ে আছে সাধারণের গ্রন্থাগারের কার্যাবলীর গুণগত ক্ষয় ও জনস্বার্থহীন সাফল্য।

৬.৮ গ্রন্থাগার আন্দোলন ও তার সংগঠন

৬.৮১ সাধারণের গ্রন্থাগারের সৃষ্টি জনসাধারণের দ্বারা, জনস্বার্থে তাকে লালন পালনের ভার জাতীয় সরকারের। কিন্তু প্রয়োজন মিটছে কিনা, কিভাবেই মিটছে, কিছু কিছু ঢেলে সাজাবার প্রয়োজন আছে কিনা তার মূল্যায়নের ভার নেওয়া দরকার জনসাধারণের। এই মূল্যায়নের ক্ষেত্রে জনসাধারণ কিন্তু অসংগঠিত ভাবে খুব বেশী কিছু করতে পারে না এবং সংগঠিত হওয়ার নেতৃত্ব কাদের হাতে থাকবে তাও নির্ধারণ একটি সমস্যা। তবে ইতিহাস বলছে, যে জনসাধারণ তাদের বণিকার ক্ষেত্র সাধারণের গ্রন্থাগার ব্যবহার কথা বলে থাকে, তারাই সংগঠিত হয়ে গ্রন্থাগারের সহিতে যেরূপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে সেরূপ মূল্যায়নের কাজেও অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে থাকে। তবে নেতৃত্ব বহন হয়ে পেষে গ্রন্থাগার বিশেষজ্ঞ, বিজ্ঞানী তথা গ্রন্থাগার কর্মীদের উপরই অগ্রণী ভূমিকা বর্তায়। কেননা, গ্রন্থাগার কর্মীরা প্রতিদিন সেবাকার্য প্রদানের মারফৎ প্রতিটি গ্রন্থাগারের জনসাধারণের সংস্পর্শে আসেন এবং বুঝতে শিখেন জনস্বার্থের ভাষা। অতএব গ্রন্থাগার প্রয়োজনীতা তথা গ্রন্থাগার সেবাকার্যের মূল্যায়ণ এই দুমুখো কাজের জন্য এমন একটি মঞ্চের সৃষ্টি অবশ্য প্রয়োজন যার কার্যসমূহ ভাগ করে নিলে দেখা যাবে :

- ৬.৮১১ গ্রন্থাগার সেবাকার্যের বিভিন্ন স্তর নির্ধারণ
- ৬.৮১২ বিভিন্ন স্তরে প্রয়োজনীয় কর্মীসংখ্যা ও কর্মীদের যোগ্যতার মাপকাঠি নির্ণয়
- ৬.৮১৩ আধুনিক যন্ত্রকৌশল প্রয়োগ পরিমাণ
- ৬.৮১৪ অর্থভাণ্ডার ও প্রশাসন সংগঠনে অদল বদলের প্রয়োজনীতা ও রূপ নির্ণয়
- ৬.৮১৫ সরকারী আইন কানুনের প্রয়োজনীতা নির্ণয়
- ৬.৮১৬ গ্রন্থাগার দ্রব্যাদি সাজানো গুছানো ও সংরক্ষণ কৌশলের পর্যালোচনা ও অদল-বদল করা
- ৬.৮১৭ ছোট বড় গ্রন্থাগার তথা গ্রন্থাগার কর্মী সম্মেলন বা ঐক্যানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি কার্যাবলী তালিকাবদ্ধ হয়েছে।

৬.৮২ সাধারণের গ্রন্থাগার জগত যাতে কখনও ঝিমিয়ে না পড়ে এবং জনস্বার্থমুখী কাজে সর্বদা তৎপর থাকে, তার প্রতি নজর রাখা গ্রন্থাগার বিষয়ক সংগঠিত জনসাধারণের অন্যতম কাজ। এর অভাব বা এতে দুর্বলতা থাকলে, শত সরকারী আইনকানুন ও সাধারণের গ্রন্থাগার পরিসেবার কর্মীকে জীবন্ত রাখতে পারে না।

৬.৮৩ আমাদের দেশে এধরণের সংগঠন গড়ে উঠেছে প্রায় প্রতি রাজ্যে রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদ। এবং সেই সঙ্গে জাতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ দুটি। অবশ্য জাতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ দুইটি সংগঠনিক চরিত্র রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদ সমূহের মতই। রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদ ও জাতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রত্যেকে স্বতন্ত্র, কেউ কারো মতামত গ্রহণ বা অনুসরণ করতে বাধ্য নয়, বক্তব্য জানাতে বা শুনতেও বাধা নয়। যে যতটুকু যোগাযোগ রাখল বা শুনল।

৬.৮৪ এই গ্রন্থাগার পরিষদগুলিতে, গ্রন্থাগার কর্মী যে কোন গ্রন্থাগারে কর্মরত হোক না কেন, সদস্য হতে পারেন। এখানেও রকমফেরের বাধা নিষেধ হীন। যে কোন গ্রন্থাগারও সদস্য হতে পারেন প্রতিষ্ঠান সদস্য হিসাবে। গ্রন্থাগার বিশেষজ্ঞ, দরদী, বিজ্ঞানী নির্বিশেষে সকলের জন্যই এদের সদস্যভুক্তির দরজা খোলা। তৎসত্ত্বেও বোধ হয় সকলের সম্মিলিত সদস্য সংখ্যা ২৫০০০ এর বেশী হবে না। অথচ শুধু সরকারে গ্রন্থাগার কর্মী সংখ্যাই হবে প্রায় পৌনে এক লক্ষের কাছাকাছি যার মধ্যে সাধারণের গ্রন্থাগারে কর্মরত সর্বস্তরের কর্মী সংখ্যা হবে প্রায় ২৫০০০ এর মত। গ্রন্থাগারের সংখ্যাও হবে প্রায় পৌনে এক লক্ষ। শুধু পশ্চিমবঙ্গেই পাওয়া যাবে সরকারী সাধারণের গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনার অধীন, ৭৫০ গ্রন্থাগার ও ২০০০ গ্রন্থাগার কর্মী। তার বাইরে রয়েছে অন্তত ৪০০০ বিবিধ প্রকারের গ্রন্থাগার এবং সর্বস্তরের গ্রন্থাগার কর্মী প্রায় ২০০০। সেখানে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্য সংখ্যা সবমিলিয়ে ১৫০০এর বেশী নহে। গ্রন্থাগার আন্দোলন ও আন্দোলনের জনসংগঠন সম্পর্কে বিগত প্রায় পঞ্চাশ বৎসরে বিশেষ সচেতনতা জনসাধারণ ও গ্রন্থাগার কর্মীদের মধ্যে আশাব্যঞ্জক নয়। সংখ্যাসমূহ আনুমানিক হলেও সমীক্ষায় হেরফের হবে খুব সামান্য। এবং সম্ভবত এই দুর্বলতার জন্য পশ্চিমবঙ্গে তথা ভারতবর্ষে সাধারণের গ্রন্থাগার উন্নয়ন খুব শ্লথ—সরকারী বদান্যতাও

৬.৮৫ এই গ্রন্থাগার আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে হলে আন্দোলনের সংগঠনকে জনসাধারণের মধ্যে নিয়ে যাওয়ার প্রশ্ন রয়েছে। উপায়ও এখন খুব কঠিন নয়—গ্রন্থাগার কর্মীদের সহায়তায় একাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। এবং সেইমত সংগঠনের নিয়মাদির অদল বদল করে নিতে হবে। দেখা যায়, পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার পরিষদটির বেলায়, তার বার্ষিক সাধারণ সভায় গড়ে ১৫০ সদস্য উপস্থিত থাকেন, রাজ্য গ্রন্থাগার সম্মেলনে উপস্থিতির গড় ৩০০। পরিষদের নেতৃত্ব দীর্ঘদিন ধরে একদল কর্মীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ—নতুন কর্মীর সংযোজন করা খুব কষ্ট সাধ্য এবং সেই কষ্টকর পথ-পরিক্রমার উৎসাহ যায় নিবে। মফঃস্বলের কর্মীরা কেন্দ্রীয় ভাবে দৈনন্দিন কাজে অংশ গ্রহণে অক্ষম বলেই যে আসেন না, তা যতটা সত্য, তার চাইতে সত্য অর্থনৈতিক দুর্বলতার চিত্র। যাতায়াত ব্যয় নির্বাহ করতে অক্ষমতা একটি অন্যতম কারণ। সময় দেওয়া যে একেবারে কঠিন তা ঠিক নয়। মফঃস্বলেও যে সাধারণের গ্রন্থাগার বিষয়ে আন্দোলন করার মত সুযোগ রয়েছে, সে সুযোগ অনেকেই বুঝে উঠলেও সেখানেও অর্থনৈতিক অক্ষমতা একটা উল্লেখযোগ্য বাধা হয়ে দাঁড়ায়। পরিষদের কেন্দ্রীয় অর্থভাণ্ডার তথৈবচ—শুধুমাত্র নিয়মরক্ষা গোছের কাজ সমূহ করতে রসদ যায় ফুরিয়ে। তবে বিশ্বাস রাখা বোধ হয় উচিত, জনসংযোগ যদি বাড়ানো যায় এবং ব্যাপক করে তোলা যায় তবে অর্থের যোগান বোধ হয় আনুপাতিক হারে বাড়বে—কর্মীসমাজের উৎসাহ বৃদ্ধিও বোধ হয় তদ্রূপ। প্রসঙ্গক্রমে কয়েকটি প্রস্তাব এখানে উল্লেখ করার সুযোগ নিচ্ছি :

৬.৮৫১ পরিষদের সংবিধান সংশোধন করা। গ্রন্থাগার কর্মীদের বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে উপপরিষদ গড়ে তোলা—জেলায় জেলায় জেলাদপ্তর গড়ে তোলা—জেলাদপ্তরের ভার নেওয়ার মত জেলা সদরে অন্তত দশ-জন গ্রন্থাগার কর্মীর সমাবেশ ঘটানো—তাদের আজীবন সদস্যতালিকাভুক্ত করা যায় কিনা চেষ্টা করা।

৬.৮৫২ একমাত্র কেন্দ্রীয়ভাবে মুখপত্র, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও আন্দোলন বিষয়ক গ্রন্থপ্রকাশ ছাড়া, বাকী সমস্ত কর্মসূচীই যাতে জেলাস্তরেও অনুসৃত হয় তার ব্যবস্থা করা। বার্ষিক বা দ্বিবার্ষিক পর্যায়ের সমীক্ষা, পরিদর্শন ও তার রিপোর্ট প্রস্তুতিও হবে জেলা স্তরের কাজ। জেলাস্তরেই একটি আয় ব্যয়ের বাজেট রচিত হবে যাকে ভিত্তি করে কেন্দ্রীর বাজেট রচিত হবে।

৬.৮৫৩ রাজ্য গ্রন্থাগার সম্মেলন প্রতি দু'বছর অন্তর করা—অন্তর্বর্তী বছরে হবে জেলায় জেলায় জেলা-গ্রন্থাগার সম্মেলন। সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবাদি নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে যাওয়া বা অন্যান্য কাজ করা এবং তা হচ্ছে কিনা দেখাশুনার জন্য সমন্বয় সাধন ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

৬.৮৫৪ রাজ্য নেতৃত্বের কোন ব্যক্তি তিন বৎসর অন্তর অন্তর এক বৎসরের জন্য অবসর নেওয়া বা এক চতুর্থাংশ প্রতি বছর অবসর নেওয়া ও নতুন নেতৃত্ব সৃষ্টির সুযোগ দেওয়া।

৬.৮৫৫ প্রবীন নেতৃবর্গ ও বিশেষজ্ঞ বা বিজ্ঞানীদের নিয়ে একটি বা কয়েকটি পরামর্শদাতা সমিতি বা পৃষ্ঠপোষক সমিতি গড়ে তোলা।

৬.৮৫৬ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্রদের জন্য একটি উপসমিতি গড়ে তোলা যাদের মধ্য থেকে শুধুমাত্র গ্রন্থাগার কর্মীর সরবরাহ হবে না, গ্রন্থাগার আন্দোলনের ভবিষ্যৎ নেতৃবর্গও সৃষ্টি হবে।

৬.৮৫৭ পরিষদের অর্থনৈতিক অবস্থাকে সবল করতে নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা চালানো। অর্থ আসবে প্রকাশনা ও প্রকাশন বিক্রয় থেকে, সদস্যদের চাঁদা থেকে, সরকারী অনুদান থেকে, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দান থেকে, পত্রিকা বা স্মরণীগ্রন্থে প্রকাশের জন্য দেওয়া ব্যবসায়ীদের বিজ্ঞাপন বাবদ প্রাপ্তব্য অর্থ থেকে।

৬.৮৫৮ কেন্দ্রীয় সভায় যা সংগঠন পরিচালনার জন্য অনুষ্ঠিত হয় এবং যা প্রতিনিধিত্বমূলক হওয়ার প্রয়োজন, সেক্ষেত্রে মফঃস্বল কর্মীদের অন্তত আংশিক যাতায়াত ব্যয় দেওয়া বা দেওয়ার ব্যবস্থা করা, সদস্যরা যাতে নেতৃত্ব গঠনে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করতে পারে, তার জন্য পোস্টাল ব্যালট বা রাজ্য গ্রন্থাগার সম্মেলনে বার্ষিক সম্মেলন বা নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থা প্রচলন করা

৬.৮৫৯ গবেষণা, সমীক্ষা, পরিদর্শন ও নিরক্ষরতা দূরীকরণ কাজে অধিক পরিমাণে উৎসাহ দেওয়া ও বিভিন্ন স্তরের ও চরিত্রের গ্রন্থাগার পরিসেবা কাজের মান, কর্মীর যোগ্যতা ও সংখ্যা নির্দ্ধারণ, গ্রন্থাগার গৃহের মান নির্দ্ধারণ বিষয়ে তৎপর হওয়া, গ্রন্থাগার পরিচালনা বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া, সুস্থ পরিচালন সংস্থা গঠনের বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া—দৈনন্দিন কাজের কলাকৌশল উদ্ভাবন বিষয়ে চিন্তা করা ইত্যাদিও হবে গ্রন্থাগার পরিষদের কাজ।

৬.৮৯.০১ গ্রন্থ প্রকাশনকে গ্রন্থাগারমুখী প্রকাশনের জন্য প্রভাবিত করা, গ্রন্থাগার সামগ্রী

সরবরাহকারীদের সুষ্ঠু করে তোলা, গ্রন্থবিক্রয়ে ও সংগ্রহে অসাধুতার পরিহারে প্রভাব বিস্তার করা।

৬.৮৫৯০২ গ্রন্থাগার আন্দোলন গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন মারফৎ সাধারণের গ্রন্থাগারকে সমাজে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করা ও লালন পালনের ভার সরকারকে নিতে প্রভাবিত করা

৬.৮৫৯০৩ সাধারণের গ্রন্থাগারে যাতে নিয়মিত ও নির্দিষ্ট পরিমাণ যথোপযুক্ত স্বল্প-ব্যয়ে গ্রন্থসম্ভার সরবরাহ বজায় থাকে, তার জন্য কেন্দ্রীয় ক্রয় ও বিতরণ ব্যবস্থা গড়ে তুলতেও পরিষদ সমূহ উদ্যোগ নিতে পারে। ইতিমধ্যে ঐ ধরণের সরকারী বা আধাসরকারী ব্যবস্থা যা দেখা যাচ্ছে তাকে গ্রন্থাগার স্বার্থমুখী করার জন্য প্রভাব বিস্তার করতে হবে।

৭. উপসংহার

দীর্ঘ প্রবন্ধ শেষে এখন উপসংহার।

৭.১ উপসংহার পর্যায়ে এসে দেখব, সাধারণের গ্রন্থাগার পরিষেবা প্রসঙ্গে যে সমস্যাদির কথা আলোচিত হল, তার থেকে মুক্ত হবার পদক্ষেপ কি কি ভাবে নেওয়া যায়। পদক্ষেপ গুলি অবশ্য প্রধানতঃ সংশ্লিষ্ট রয়েছে, সরকার, গ্রন্থাগার আন্দোলনের সংগঠন, গ্রন্থাগার কর্মী ও বিশেষজ্ঞ। তাই তাঁদের কর্তব্যসমূহ নিয়েই পদক্ষেপের একটি ছক নিয়ে দেওয়া হল :

৭.১১ রাজ্যসরকার অবিলম্বে গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন করবেন—গ্রন্থাগারের সামাজিক প্রয়োজন ও অস্তিত্ব দৃঢ়-ভিত্তিক করা হোক। বর্তমানে বিভিন্ন সাধারণের গ্রন্থাগার প্রশাসন ব্যবস্থা সুষ্ঠু নয়—অর্থ, গ্রন্থ, কর্মীসংস্থান যথেষ্ট নয়, নিরাপদ নয়—বর্তমানে সরকারী বেসরকারী চক্রের দ্বারা-কথিত চালু জেলা গ্রন্থাগার পরিষদগুলি আদৌ সঠিকভাবে চলতে সক্ষম না। গ্রন্থাগার পরিষেবার জনস্বার্থমুখী চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হতে অক্ষম—সাধারণের গ্রন্থাগার যা সরকারী আনুকূল্যে গড়ে উঠেছে তার মধ্যে কোন সমন্বয় সাধনের ব্যবস্থা করা হয়নি—সম্মিলিত পরীক্ষণ আইন গ্রন্থাগার সংগঠনের মর্ম বুঝতে অক্ষম—এর অবধারক গ্রন্থাগার বিষয়ে অজ্ঞ। অবাঞ্ছিত হয়ে পড়ে ও অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে তাদের তত্ত্বাবধান—বিভিন্ন খামখেয়ালী প্রশাসনিক ব্যবস্থার শিকার হতে বাধ্য হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণের গ্রন্থাগারকে।

৭.১২ সাধারণের গ্রন্থাগার উন্নয়নের জন্য রাজ্যসরকার যেন স্বতন্ত্র দপ্তরের ব্যবস্থা করেন—ত্রিবার্ষিক ও পঞ্চবার্ষিক গ্রন্থাগার উন্নয়নের কর্মসূচী প্রণয়ণ করে প্রকাশ করেন, আদর্শ ও উদ্দেশ্য জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রচার করেন এই কর্মসূচী প্রণয়ণ কালে সাধারণের গ্রন্থাগার আন্দোলনের অভিজ্ঞ ব্যক্তি ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী, সাধারণের গ্রন্থাগারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগার কর্মীদের পরামর্শ দেওয়ার জন্য আহ্বান জানান,—পরামর্শসমূহ নিয়ে সম্মিলিত আলোচনায় বসেন—স্বতন্ত্র দপ্তরে যেন গ্রন্থাগার বিষয়ে অভিজ্ঞব্যক্তির সমাবেশ ঘটানো হয়।

৭.১৩ সাধারণের গ্রন্থাগারে কর্মরত কর্মীদের স্তরভেদ নির্ধারণ করে, উপযুক্ত বেতনভাতা ও চাকুরীর নিরাপত্তা দেওয়া হোক এবং প্রতিস্তরের কর্মীদের ন্যূনতম শিক্ষাগত / বৃত্তিগত যোগ্যতা নির্ধারণ করে কোন স্তরের কর্মীদের কোন কোন কাজ কখন কখন করণীয় তা নির্ধারণ করে দেওয়া হোক। সরকারী অন্যান্য শ্রেণীর কর্মীদের সঙ্গে বৈষম্য পরিহার করা হোক।

৭.১৪ প্রতি দু হাজার জনসংখ্যা পিছু একটি সাধারণের গ্রন্থাগার প্রবর্তন করে জনসাধারণের স্বশিক্ষার ক্ষেত্র পরিবর্দ্ধিত করা হোক যেখানে থাকবে ন্যূনপক্ষে তিনজন সর্বক্ষণের কর্মী যার মধ্যে একজন গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষণ-প্রাপ্ত, একজন স্বাক্ষরতা ও বয়স্ক শিক্ষায় বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হবে। এইরূপ সাধারণের গ্রন্থাগার প্রবর্তন কালে বর্তমানে

যে সব স্বেচ্ছাকর্মী পরিচালিত গ্রন্থাগার রয়েছে তাদের অধিগ্রহণ যেন অগ্রাধিকার পায়। প্রতি সাধারণের গ্রন্থাগারে উদ্দেশ্য ও আদর্শ জ্ঞাপক বিজ্ঞপ্তি স্থানীয় জনসাধারণে মধ্যে ঘন ঘন প্রচার করতে হবে- গ্রন্থাগারকে জনপ্রিয় করার কাজ এককভাবে বা গোষ্ঠীবদ্ধভাবে করতে উৎসাহিত করতে হবে।

৭.১৫ সার্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষা প্রবর্তন সাপেক্ষে নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজে সাধারণের গ্রন্থাগারকে লাগানো হোক - ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক সমাজের সহযোগিতা যাতে এই কাজে গ্রন্থাগার সমূহ পেতে পারে তার সুযোগ সৃষ্টি করা হোক।

৭.১৬ গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষাক্রমে সাধারণের গ্রন্থাগারের চাহিদা ও কলাকৌশল বিষয়ে বিশেষ পাঠদান ব্যবস্থা গড়ে তুলতে বিভিন্ন স্তরের গ্রন্থাগার শিক্ষণ ব্যবস্থায় সংযোজন করা হোক,—বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষাক্রমগুলির পাঠক্রমে সংশোধন করে নিতে সরকারী প্রভাব বিস্তৃত হোক।

৭.১৭ গবেষণা, সমীক্ষা, জনস্বার্থমুখী গ্রন্থাগার কলাকৌশল উদ্ভাবনে গ্রন্থাগার কর্মী তথা বিজ্ঞানীদের উৎসাহিত করা হোক—বাংলা গ্রন্থ ও বাংলায় গ্রন্থাগার এই বিষয়ে বিশেষ চিন্তা নিয়ন্ত্রণকে সম্ভব করে তোলা হোক।

৭.১৮ সাধারণের গ্রন্থাগারের জন্য সরকারী অর্থদান প্রথাকে সুবিবেচিত ও বিজ্ঞান সম্মত করা দরকার—পক্ষপাত দুষ্টতা ও দুষ্টচক্রের প্রভাবমুক্ত হওয়া একান্ত দরকার। অর্থদান প্রয়োজনভিত্তিক হওয়া উচিত। গ্রন্থাগার কর্মীদের সম্মেলন, পুনশিক্ষণ ইত্যাদির জন্যও নিয়মিত অর্থবরাদ্দ থাকা উচিত। এই সরকারী অর্থভাণ্ডারটি গঠিত হবে রাজ্য শিক্ষাবাজেটের শতকরা ২.৫ ভাগ বরাদ্দ করলে। সাধারণ শিক্ষা কর্মসূচীর সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষা করে আনুপাতিক হারে সাধারণের গ্রন্থাগার উন্নয়ন শোভন।

৭.১৯ গ্রন্থাগার আন্দোলনের সংগঠনকে মজবুত করতে হবে—গণসংগঠনে পরিণত করতে হবে—গ্রন্থাগার কর্মী, দরদী, বিশেষজ্ঞ ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্রদের ঐক্যস্থলে পরিণত করতে হবে—জেলায় জেলায় শাখা সংগঠন ও কমিটি গড়ে তুলতে হবে—উপ-গ্রন্থাগার কর্মী পরিষদ গঠনে উৎসাহিত করতে হবে। পরামর্শদাতা বা পৃষ্ঠপোষকমণ্ডলী গঠন করতে হবে। প্রতি বৎসর এক তৃতীয়াংশ কার্যকরী কমিটির সদস্য বার্ষিক রাজ্য সম্মেলনে বা পোস্টাল ব্যালটে প্রথম নির্বাচিত করে এবং একনাগাড়ে তিন বৎসরের বেশী কেউ যেন কার্যকরী সমিতির সদস্য হিসাবে না থাকে—অন্তত একবছর অবসর নিয়ে পরিষদের নেতৃত্বে নতুনমুখ আনবার সুযোগ করে দেয়।

৭.১৯০১ গ্রন্থাগার আন্দোলনের সংগঠন গ্রন্থাগার পরিষদের অর্থভাণ্ডারকে শক্তিশালী করতে হবে—বাংলায় গ্রন্থাগার বিষয়ে ও অমূল্য সেবামূলক পুস্তকের সমাবেশকে শক্তিশালী করতে পরিষদ সংশ্লিষ্ট প্রকাশনায় নামবে—মুখপত্রকে নিয়মিত ও সমৃদ্ধ করে প্রচার সংখ্যা বিস্তৃত করবে। সাধারণের গ্রন্থগার বিষয়ে রচনা সন্নিবেশ বাড়িয়ে দিতে হবে।

৭.১৯০২ রাজ্যের বিভিন্ন শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী সমিতি, বিজ্ঞান, সংস্থা পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি, শ্রমিক কর্মচারী সমিতির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন ও ঘনিষ্ঠতা বাড়াবে—বিভিন্ন কাজকর্মে সমর্থন তথা সাহায্য চাইবে—সংশ্লিষ্ট সরকারী দপ্তর সমূহের সঙ্গে, বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য প্রকারের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালক বা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগকে নিবিড় করে তুলবে, কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক পুস্তক প্রদর্শনী ব্যাপক করে তোলা হোক—প্রদর্শনীর মাধ্যমে সাধারণের গ্রন্থাগারকে পুস্তক সংগ্রহে উৎসাহ দেওয়া—বর্তমান পদ্ধতির কেন্দ্রীয় পুস্তকক্রয় বিতরণ ব্যবস্থার পরিবর্তে একান্ত প্রয়োজন।

৭.১৯০৩ সরকারী উদ্যোগ সাধারণের গ্রন্থাগার উন্নয়নের স্বার্থে যতটুকুই পাওয়া যাক না কেন, সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মীসমাজকে একটি সচেতন নেতৃত্ব সৃষ্টি করতে হবে সম্মেলন, আলোচনা, সমীক্ষা ঘন ঘন হতে থাকলে এই নেতৃত্ব গঠনের পথ উন্মুক্ত হবে সন্দেহ নেই।

৮. সাধারণ কয়েকটি কথা

৮.১ সাধারণের গ্রন্থাগারের পরিসেবা প্রসঙ্গে উপরোক্ত উপসংহার সমূহ কতটা প্রাসঙ্গিক সে বিষয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু আমার মনে হয়, পরিসেবার দিক যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হলে, সাধারণের গ্রন্থাগারের পরিসেবার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন দিকই অবহেলিত হওয়া উচিত নয়। গোড়ায় গলদ যাতে না দেখা দেয় সেদিকে নজর দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

৮.২ উপরোক্ত উপসংহারে অবশ্য আসা কঠিন, যদি না, ভূমিকার সিদ্ধান্তসমূহ কারো কাছে গ্রহণীয় না হয়।

৮.৩ প্রবন্ধের কোন বক্তব্যই যাতে উন্নাসিকতা দুষ্ট না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। জনৈক ডক্টর এর মত 'আপনারা কিছুই করেন না' সুলভ বক্তব্যকে বোধ হয় স্থান দিতে অক্ষম হয়েছি।

৮.৪ কাজেই গ্রন্থাগার সম্মেলনে ব্যাপক আলোচনা সাপেক্ষে একটি সুস্থির কার্যকরী উপসংহারে আসার সুযোগ রয়েছে।

৮.৫ সম্মেলনে আলোচনান্তে উপসংহার যাই হোক না কেন, ঐ উপসংহারকে কার্যকরী দেখবার জন্য গ্রন্থাগার কর্মী ও সুহৃদ ঐক্য গড়ে উঠলেই আনন্দ—আমার, আপনার সকলের।

গ্রন্থপঞ্জী

1. Bowler Roberta. Local Public Library Administration Chicago, The International City Managers' Association, 1964.
2. Unesco bulletin for libranies Vol. XXVI, 1972.
3. American Libray Association, Coordinating Committee on Revision of Public Library Standards, Public Library Service, A guide to Evaluation with minimum Standard. Chicago. The Association, 1956.
4. S. R. Ranganathan, Library Manual 2nd ed. Bombay. Asia Publishing House, 1960.
5. S. R. Ranganathan & A Nealameghan Public Library System. Bangalore, DRTC, 1972.
6. Govt. of India Report of the Library Advisory, Committee, 1959.
7. RRR. LF, Calcutta. Perspective Scheme of work for the 5th five year plan period 1973.
8. Report of the Working Group on Public Libraries. New Delhi. Planning Commission, India 1965.
9. W. J. Murrison. Public Library : its Origin, purpose and siginificance, 2nd ed, 1971,
10. Thomas Kelly. Early Public Libraries 1966.
11. S. R. Ranganathan ed. Free Book Service for all. 1968.

৩৩ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে আলোচ্য প্রবন্ধ

সর্বসাধারণের শিক্ষায় অবারিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা

রামরঞ্জন ভট্টাচার্য

জেলা গ্রন্থাগারিক, জেলা গ্রন্থাগার, তমলুক, মেদিনীপুর।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলন পর্যালোচনা করতে প্রয়াসী হলে সর্বপ্রথমেই পাবলিক লাইব্রেরী বা সাধারণের গ্রন্থাগারের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে থাকে। যদিও বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, ধর্মপ্রতিষ্ঠান, গবেষণালয়, শিল্প, বানিজ্য, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান সংস্থাপিত গ্রন্থাগার সমূহের প্রয়োজনীয়তা ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় মোটেই গৌণ নহে। প্রতিরক্ষা ও সমর বিভাগেও গ্রন্থাগার নিঃসন্দেহে অপরিহার্য। রাজ্যে কেন্দ্রীয় সরকারী দপ্তর, জেলা ও মহকুমা সরকারী দপ্তর এবং বিভাগীয় গ্রন্থাগার সমূহ জাতীয় জীবনে অপরিসীম মূল্যবান। কারাগার ও হাসপাতাল সমূহেও গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। "সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে মোরা পরের তরে", কবি কামিনী রায়ের প্রবচনটি গ্রন্থাগার আন্দোলনের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় সফল রূপায়ণ সম্ভব কিনা দেখলে ক্ষতি কি। সমস্ত প্রতিষ্ঠানেরই মৌল বা মুখ্য উদ্দেশ্য একই। তাহা সর্বক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে শিক্ষার প্রসার বা বিশেষ ব্যবস্থা ব্যতীত অন্য কিছু নহে। একটু চিন্তা করলেই সকলেই সকলের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম যোগসূত্র বিদ্যমান বলে অন্তরে প্রতীতি জন্মে।

সুস্থ ও সমৃদ্ধ সমাজ গঠনে যেমন সুশৃঙ্খল প্রশাসনিক ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক তেমন সমাজের সার্বিক উন্নয়নে যাহার প্রয়োজন অবিচ্ছেদ্যভাবে সর্বপ্রধান তাহা শুধু গ্রন্থাগার ব্যবস্থা। এ পর্যন্ত ভারতের কয়েকটি রাজ্যে সে প্রচেষ্টা আংশিক সফল হয়ে থাকলেও নিঃসংশয়ে বলা চলে তাহা ত্রুটিমুক্ত নহে। তাই বর্তমানে পরিবর্তিত বিশ্বে সময়ের তালে তাল মিলিয়ে পদক্ষেপ এবং তাহারই ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য শক্ত হাতে হাল ধরে নিপুণ নিষ্ঠায় সামঞ্জস্য বিধানে গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় রূপান্তর বা নবীকরণ প্রয়োজন। যে সমস্ত রাজ্যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা আইনের মর্যাদা লাভে সমর্থ হয় নাই তথায় অবিলম্বে গ্রন্থাগার আইন জাতীয় স্বার্থে বিধিবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। সম্পূর্ণরূপে সংশয়মুক্ত হয়ে সম্মিলিতভাবে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে জাতীয় স্বার্থে ভারতে সুস্থ, সবল ও সমৃদ্ধ সমাজ গঠনে জাতীয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন একান্তরূপে আবশ্যক। গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তিত রাজ্য সমূহের অভিজ্ঞতা জাতীয় গ্রন্থাগার প্রকল্প রচনায় সহায়ক হতে পারে।

প্রকল্পের রূপরেখা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ এই প্রবন্ধে কম। তাই আজ সে বিষয়ে বিরত থেকে এই মুহূর্তে গ্রহনীয় কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনায় প্রবৃত্ত হলে দিশারী হিসাবে অবলম্বন করে পরবর্তীরা বা বিচক্ষণেরা কার্যে অগ্রসর হওয়ার কথা ভাবতে পারবেন।

ভারতের অন্যান্য রাজ্য সমূহের ন্যায় বঙ্গদেশের পশ্চিম আঙ্গিনায় প্রায় ৮০% জন গ্রামে গঞ্জে বাস করে। সহর বাসীদের তথা নগর বাসীদের ধরে শতকরা অনধিক ৩২ জন তাহাদের মধ্যে অক্ষর-জ্ঞান সম্পন্ন বলে দাবী করা হয়। নিরক্ষরতার বলিতে লিপ্ত হলেও ভারতের বিরাট জনসংখ্যা অশিক্ষিত এক কথা নিঃসংশয়ে কেহ বলিতে পারেন না। আবার একথাও হলপ করে বলা চলে না যে পরাধীন ভারতে বৃটিশ সরকার আপামর জনসাধারণের শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিল কিম্বা স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরেও জাতীয় সরকার কর্তৃক ভারতের আপামর নিরক্ষর জন-

সাধারণের শিক্ষায় সুব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। যদিও সংবিধানে সকলেরই অর্থাৎ ব্যক্তিমাত্রেরই শিক্ষার কথা স্বীকৃত হয়ে আসছে। তবে একথাও ঠিক যে, জাতীয় সরকার বয়স্ক ও সমাজ শিক্ষার দপ্তর খুলে সদিচ্ছার স্বাক্ষর রেখেছেন। যাহার ফলে সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত গ্রন্থাগার পরিপুষ্ট হয়েছে। ক্ষেত্রে বিশেষে সরকার কর্তৃকও কয়েকটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠালাভ করিয়েছে এবং সরকারের পরিচালনাধীনে অন্যান্যের মতই তাদের দৈনন্দিন কাজ চলছে কোনটিই আদর্শ স্থানীয় নহে। সরকারী ব্যবস্থা হিসাবে যাহা প্রকীর্ত্তিত হয়ে থাকে তাহা নিম্নরূপ :

রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার
|
আঞ্চলিক গ্রন্থাগার — জেলা গ্রন্থাগার, মহকুমা বা শহর গ্রন্থাগার
|
গ্রামীন গ্রন্থাগার
|
পরবর্তী পর্যায়ে হওয়ার কথা — পঞ্চায়েত গ্রন্থাগার।
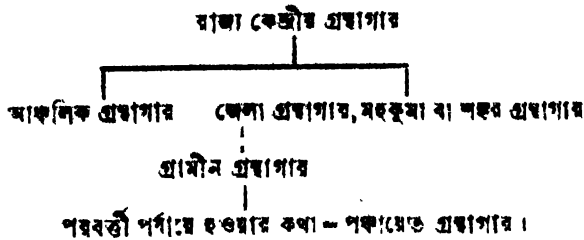
ডি. পি. আইনের অধীনে জেলা বা মহকুমা সমাহর্তা-দিগের মাধ্যমে ও জেলা সমাজ শিক্ষা প্রাধিকারিকের সহযোগে স্থানীয় স্বনির্ভর কমিটির পরিচালনায় উপর্যোক্ত পর্যায়ে গ্রন্থাগারের কাজ আরম্ভ হয়। এবং এইভাবে সম্ভবত ২য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মহাযজ্ঞের কাল উত্তীর্ণ হয়। এবং তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময় গণ্ডীর মধ্যে জেলা সমাজ শিক্ষা প্রাধিকারিকদিগকে জেলা সমাহর্তার অনুমত্যাধীনে সরকারী সাহায্যের অর্থবন্টন ব্যবস্থার ক্ষমতা প্রদত্ত হয়। পশ্চিমবঙ্গে জেলা সমাজ শিক্ষা প্রাধিকারিক (জেলা সমাজ শিক্ষাধিকারিক নামে খ্যাত) ভারতের অন্যান্য রাজ্যে এডুকেশন অফিসাররূপে আখ্যাত হয়ে থাকেন। আশা করা গিয়েছিল গ্রন্থাগারের সেবার ক্ষেত্র প্রতিটি গ্রামের জনসাধারণের কাছে প্রসারিত হবে এবং সমস্ত কর্মকাণ্ড শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে একযোগে চলে সাফল্য ত্বরান্বিত করতে সমর্থ হবে। কিন্তু ঘটনা প্রবাহ যে সাক্ষ্য বহন করছে তাহা মোটেই উৎসাহ ব্যঞ্জক নহে বরং প্রলয়ের আভাস সর্বত্রই বিদ্যমান। ফলে গ্রন্থাগার সমূহে সময় মত অনুদান পৌঁছায় না। কর্মীরা বেতন পান জেলা সমাজ শিক্ষা দপ্তরের মর্জিমত এবং সেবা প্রসারে পৌনঃপুনিক সরকারী বরাদ্দীকৃত টাকাও। অথচ খবরদারি বজায় থাকে সেবাকার্যের প্রসারে ও পরিচালনে গ্রন্থাগারের অপটুতা প্রমাণে। সেবার গণ্ডী ছেড়ে ধ্বংসের আহ্বান প্রকটিত বলে প্রতীয়মান এবং পরিদৃষ্ট হয়।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনারূপ মহাযজ্ঞের কর্মসূচী রূপায়নে সাধারণের শিক্ষায় ও মনোরঞ্জনে যে সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছিল উনিশশত পঞ্চাশ দশকের গোড়ায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা তাহার অন্যতম। অডিও-ভিসুয়াল, আলোক চিত্র বা চলচ্চিত্র প্রদর্শন, রেডিও শোনানর ব্যবস্থা এবং পরে লোকরঞ্জন শাখার মাধ্যমে নাট্যাভিনয়, তর্জা ও সঙ্গীত পরিবেশনে আনন্দ আপ্যায়নের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকাল পর্যন্ত সব শাখা প্রশাখাগুলি ই অস্তিত্ব জনমানসে দানা বাঁধতে কিছুটা সমর্থ হয়েছিল। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে শাসক সম্প্রদায়ের খ্যাতি প্রচার মুখ্যলক্ষ্যে অলিখিতভাবে রূপান্তরিত হওয়ায় জনসাধারণের শিক্ষায় উদ্যমে ভাঁটা পড়ে এবং লক্ষ্য পূরণের স্পৃহাও ম্রিয়মান হয়ে আসে। অডিও-ভিসুয়াল শাখায় অস্তিত্বের কথা বিস্মৃত প্রায় হয়ে উঠেছে। উক্ত ত্রিকোনী ব্যবস্থার মধ্যে কর্মক্ষেত্রে যে পারস্পরিক সংগতি ও সংহতি গড়ে উঠেছিল তাহা, কোন্ অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে আজ মুছে গিয়েছে, নিরূপন করা কঠিন। কলহ ও দ্বন্দ্বের অবসানে লোকরঞ্জনের আগোছাল বা লক্ষ্যহীন অনুষ্ঠানাদি তেলা মাথায় তেল দেওয়ার মতই হয়ে থাকে।

জাতির তথা সমাজের সার্বিক উন্নয়নে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মহাযজ্ঞের প্রথমপাদে পরীক্ষামূলকভাবে যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা অস্থায়ীভাবে প্রবর্ত্তিত হয়েছিল এবং কর্মসূচী রূপায়ণে বার্ষিক ব্যয়বরাদ্দের পরিমান নির্দিষ্ট হয়েছিল দীর্ঘ দুটি দশক অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও আজ পর্যন্ত তদানীন্তন ব্যয় বরাদ্দের পরিমান অপরিবর্ত্তিত অবস্থাতেই আছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অন্তরে সে বিষয়ে সেবকবৃন্দ কোন উত্তাপ সৃষ্টি করতে পারে নাই। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ তথা পশ্চিমবঙ্গ

স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীপরিষদ তাঁহাদের চৈতন্যের দরজায় ডাকাডাকি, হাঁকাহাঁকি ও পুনঃ পুনঃ মৃদু করাঘাতে এমন কিছু করতে পারে নাই যাহাতে সরকারী কর্মকর্তারা গ্রন্থাগার তথা অন্যান্য শাখা প্রশাখায় ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধি ও সময়োপযোগী ব্যবস্থা অবলম্বনে প্রবৃত্ত হন। সুতরাং আমরা যে তিমিরে ছিলাম সেই তিমিরেই আছি না আরও গভীর তিমিরে ডুবেছি তাহা অবাক বিস্ময়ে ভাবনার বিষয়।

বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় টেলিভিশন যন্ত্র যখন সহজলভ্য হয়েছে তখন অডিও ভিসুয়াল শাখার মারফৎ বর্তমানে নির্বাচিত গ্রন্থাগার সমূহে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সমস্ত এলাকার লোকদের সুবিধার্থে; এবং যে এলাকায় তেমন গ্রন্থাগার বা পাঠাগার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়ে উঠে নাই সেখানে বিশিষ্ট ক্লাবে একটি টেলিভিশন সেট প্রদান হওয়া দরকার। বিজলীর ব্যবস্থা সম্প্রসারিত না হয়ে থাকলে সেই সমস্ত অঞ্চলে নিশ্চিতরূপে লোকরঞ্জনের অনুষ্ঠান, রেডিও সেট প্রদান, আলোক চিত্র প্রদর্শন বা বিকল্প ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু কে ঘণ্টা বাজাবে? দায়িত্ব কে বহন করবে? গ্রন্থাগার, লোকরঞ্জন, অডিওভিসুয়াল সকলেরই কর্মপ্রয়াস বিচ্ছিন্ন, আবার সরকারী, বেসরকারী ও স্পনসর্ড গ্রন্থাগার সমূহের মধ্যে সংযোগ ও সংহতির অভাব। তাই কেহই কাহারও ধার ধারে না বা বাধ্য নহে।

রাজ্যের শিক্ষা বিভাগের অধীনে গ্রন্থাগার তথা সমাজ ও বয়স্ক শিক্ষার প্রসারে বা সম্প্রসারণের দায়িত্ব পরিচালনে বেতনভুক উপ-শিক্ষাধিকর্তা এবং তাহাকে সাহায্য করার জন্য সহকারী উপ-শিক্ষাধিকর্তা নিযুক্ত আছেন। রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার পরিচালন দায়িত্ব গ্রন্থাগার সংক্রান্ত উপ-শিক্ষাধিকর্তাকেই বহন করার রীতি প্রচলিত আছে। আবার জেলা ভিত্তিক সমাজও বয়স্ক শিক্ষা তথা গ্রন্থাগার সমূহের সেবার ক্ষেত্র সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে জেলা সমাজ শিক্ষা-প্রাধিকারিকই একটি রীতিমাফিক দপ্তর সহ বর্তমান। জেলার দুই অঞ্চল সমূহে সমষ্টি উন্নয়ন সংস্থাগুলিতে দুইজন পুরুষ ও মহিলা শিক্ষাকর্মী এবং দুইজন গ্রাম সেবক ও সেবিকা নিযুক্ত আছে। ইহারা জেলা সমাজ শিক্ষা দপ্তরের কাজে কর্মে সাহায্য করে থাকে। কর্তা বা কর্মীবৃন্দের দক্ষতা থাকলেও সুষ্ঠু চিন্তা, পরিকল্পনা সঙ্গত কর্মব্যপারায়ণতার তথা ব্যক্তিত্ব মাধুর্যের অভাবে গ্রন্থাগারের সমুন্নতি সাধন সুদূর পরাহত।

সরকারী সাহায্য ব্যতিরেকেই বৃহত্তর জনসাধারণের তথা সমাজের সেবায় যুব সম্প্রদায় স্বেচ্ছা প্রনোদিত ভাবে গ্রাম উন্নয়নে ও শিক্ষার প্রসারে এবং সমাজ সংস্কারে এবং স্বাস্থ্যের চর্চায়, জাতিধর্ম নির্বিশেষে ধর্মানুষ্ঠান, যাত্রা, থিয়েটার, নাচ গান, সভা সমিতি, প্রতিযোগিতা, কথকতা, মেলা, প্রদর্শনী, উৎসবাদির আয়োজন করত। একদিকে গ্রামবাসীদের আনন্দদান ও অপর দিকে গণ শিক্ষার মহাযজ্ঞ সম্পূর্ণরূপে নিজেদের প্রচেষ্টায় ও গ্রামবাসীদের সামর্থ্যে সুষ্ঠুভাবে সাফল্যের পথে পরিচালনা করে এসেছে। তাহা বর্তমানে সরকারী সাহায্যের নামে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে এবং হিসাব করে দেখলে দেখতে পাওয়া যাবে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জাতীয় সরকারের দায়দায়িত্বের উপর নির্ভরশীল হতে গিয়ে গ্রামোদ্যোগে সাধারণের শিক্ষা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে। এমতাবস্থায় বেশীদিন চলতে পারে না। চলা উচিত নহে। চললে জাতীয় জীবনে প্রলয় অনিবার্য হয়ে উঠবে। তাই এইখানে সতর্কতা অনিবার্যরূপে আবশ্যক। অন্তবর্তী গ্রন্থঋণ ও ইউনিয়ন ক্যাটালগ অবশ্যম্ভাবীরূপে ফলদায়ী হবে।

সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা বলতে গ্রামবাসীরা বুঝে গ্রাম্য ক্লাব। যাহারা (যুবক ছেলেরা) সংগঠিতভাবে গ্রামের তথা গ্রাম্য সমাজের সাহায্যে নিঃস্বার্থ সেবা করে থাকে। গ্রন্থাগার, খেলাধুলা, ব্যায়াম, ব্যবসা বাণিজ্য বা কুটির শিল্পের প্রসারের শ্রম দিয়ে সাহায্য করা, রাস্তাঘাট নির্মান ও পরিষ্কার রাখা, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, রুগ্নের সেবা, চোরের উপদ্রব থেকে গ্রাম রক্ষায় রাত্রে পাহারার ব্যবস্থা ইত্যাদি এবং যেখানে হাট বাজারের অসুবিধা সাধ্যমত সেখানে হাট বা বাজার বসানো, দাতব্য চিকিৎসার আয়োজন, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা, গ্রাম্য দলাদলি পরিহারের ব্যবস্থা, কর্তব্যরূপে পালিত হয়।

অর্থাৎ একটি ক্লাবকে কেন্দ্র করে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সমাজ সংসারে নিত্য প্রয়োজনে নানা ব্যবস্থার মাধ্যমে নিঃস্বার্থ ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সেবায় ধারা ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের অভাব বা অসুবিধা মেটাবার চেষ্টা হয় যে প্রতিষ্ঠানে তাহাই সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা হিসাবে গণ্য হয়ে থাকে। সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় চাঁদা আদায়ের ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছে কোন অনাদিকাল থেকে তাহা সঠিকভাবে নিরূপণ করা কঠিন।

সরকারী ব্যবস্থায় অর্থাৎ সাহায্যপুষ্ট গ্রন্থাগারেও চাঁদা আদায়ের ব্যবস্থা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চালু আছে। তাই বিদেশী অর্থে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা এদেশে চালু হয় নাই।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীগণ তথা তাঁহাদের মন্ত্রীপরিষদ এমনকি বিধান সভার বৃহত্তর অংশের সদস্যগণও এমন মত পোষণ করেন যে, গ্রন্থাগারের সুযোগগ্রাহীদিগকে গাঁটের পয়সা দিয়ে সেবার সুযোগ গ্রহণ মোটেই অন্যায় নহে এবং তাহা কোন বাধা নহে।

এমতাবস্থায় লক্ষনীয় এই যে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় প্রতিটি গ্রামে কোনও না কোনও রকম ক্লাব আছে, এবং তাহারা সকলেই নিঃস্বার্থভাবে গ্রামের সেবা তথা সমাজের সেবা করতে অভ্যস্ত। ইহাদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গ্রন্থাগার ব্যবস্থা যত সামান্যই হউক না কেন আছে বা থাকে। হয়ত বা নিয়মিত ভাবে তাহা চলে না। কোনও কিছু অনুষ্ঠান উপলক্ষ করে, তাহা বারোয়ারী পূজা হোক অথবা মেলা, উৎসব, যাত্রা কিম্বা ক্রীড়ানুষ্ঠানকে অবলম্বন করেই হোক, গ্রামবাসীরা আত্মকলহ ভুলে একত্র হওয়ার সুযোগের সদ্ব্যবহার করে। এই সময়ে গ্রন্থাগার ও ক্লাবের প্রয়োজন অনুভূত হয় এবং সেইমত সেবাব্রত যুবকেরা সাধারণের শিক্ষায় নূতন গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা এবং পুরাতনের পুনর্জীবন দান করে।

তবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বিষয়ে গ্রাম সমূহের অথবা ক্লাব প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগার বা পাঠাগার নিয়তম যোগ্যতা সম্পন্ন প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা লাভ করতে পারে নাই। তাই সেগুলি অপাংক্তেয়রূপে পরিগণিত হয়। যাহারা অকাল মৃত্যুর হাত এড়িয়ে নিয়মানের যোগ্যতা অর্জনে সমর্থ হল, উন্নীত হলেও সাহায্যের জন্য সরকারের নথিভুক্ত হতে তাহাদেরও দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়। সম্পূর্ণরূপে নিজেদের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত এই সমস্ত ছোট খাট জন শিক্ষা কেন্দ্রগুলি দীর্ঘদিনের ধকল সামলাতে অসমর্থ হলে গ্রাম্য জীবনে অশিক্ষার অনিবার্য অভিশাপ নেমে আসে অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানটির অকাল প্রয়াণ হয়। তমাসার ভয়াবহরূপ কল্পনা করলেও শিহরণ জাগে। ইহাতে গ্রামের খুব শক্তির তথা অর্থও সামর্থের অপচয় ঘটে। জাতীয় জীবনে, এই অবক্ষয়ী ফল মোটেই অভিপ্রেত নহে। যোগ্যতাসম্পন্ন পাঠাগার বা গ্রন্থাগার সমূহের (যাহার কমপক্ষে ৫০০ বই এবং বার্ষিক আয় ও ব্যয় ৩০০) মধ্যেও যাহারা ছিটে ফোটা সরকারী সাহায্য মাঝে মাঝে পেয়ে থাকে তাহাদের সংখ্যাও খুবই সীমিত। জনসাধারণ সরকারী সাহায্য প্রাপ্তির কারণে অর্থাৎ সাহায্য প্রাপ্ত হওয়ায় নিজেদের স্বতঃস্ফূর্ত সাহায্যের হাত সরিয়ে নিয়েছেন। ফলে অদ্ভুত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। কালের করালে পতিত হয়ে এই জাতীয় পাঠাগারগুলিও ক্ষতিগ্রস্থ হতে থাকলে আর বেশীদিন টিকে থাকা সম্ভব হবে না। এবং এমন দিন আসবে যখন সাধারণের চেষ্টায় ও অর্থ ব্যয়ে প্রতিষ্ঠিত পাঠাগারগুলিত থাকবেই না, অধিকন্তু, নূতন করে যুব সম্প্রদায়, বীতশ্রদ্ধ অভিভাবকস্থানীয়দের অবস্থা দর্শন ও পর্যালোচনাক্রমে আর নূতন প্রতিষ্ঠান গঠনে উৎসাহবোধ করবে না। সামগ্রিক প্রচেষ্টায় উন্নয়ণ ও সেবামূলক কার্যের যে মূল্যবোধ হওয়া উচিত তাহা তাহাদের মগজে ঢোকার বা প্রবেশের সুযোগ পায় না। যাহুষ অভাবের তাড়নায় ও বেকার জীবনের ঘুর্ণিপাকে হাবুডুবু খেয়ে আত্মকেন্দ্রিক চিন্তায় মগ্ন ও ব্যস্ত থাকতে বাধ্য হবে।

গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্র যাহা নিশ্চিতরূপে সম্প্রসারিত হওয়া আবশ্যক তাহা সঙ্কুচিত হয়ে পড়বে এবং তাহার বীভৎসরূপ কল্পনা করতেও ভয় হয়

বৃহত্তর জনসাধারণের তথা সমাজের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানরূপে প্রতিটি গ্রামে ও শহরে সক্রিয় পাঠাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে জাতির স্বার্থে ও সমাজের সর্বাঙ্গীন উন্নয়নে। অন্যথায় জাতির ভবিষ্যৎ নিশ্চিতরূপে তমসাবৃত থাকবে। আর সেই সুযোগে ব্যক্তি স্বাধীনতা বিলুপ্ত হতে বাধ্য হবে। এবং জাতি দুর্বল হয়ে পড়বে। তখন ভারত রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সংহতি রক্ষার মত বলিষ্ঠ ও দক্ষ প্রতিভার নিতান্ত অভাব দেখা দেবে।

তাই ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম থেকে আরম্ভ করে শহর ও রাজধানীর সর্বত্র বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে এবং পাশাপাশি সাধারণ পাঠাগার সমূহ সরকার ও জনগণের যুগ্ম-প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠা ও সুষ্ঠু পরিচালন ব্যবস্থা আইন ভিত্তিক-ভাবে প্রবর্তিত হওয়া অনতিকাল মধ্যে আবশ্যক।

দেশের ছাত্র সমাজ সমগ্র জাতির একটি নগণ্য অংশ মাত্র। তথা শিক্ষিতের সংখ্যাও গলাবাজি করে বলার মত নহে এবং তাহাও নগণ্য বলা চলে। সুতরাং সমগ্র দেশের তথা রাজ্য সমূহের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় সীমিত ক্ষেত্রেই অপ্রতুল। আর নিরক্ষর জনগণের অর্থাৎ সমগ্র জনসংখ্যার ৭০% শতাংশ শিক্ষিত হওয়ার সুযোগ থেকে শত সহস্র বৎসর বঞ্চিতই থেকে যাবে। কারণ তাদের জন্য কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থাই এ পর্যন্ত প্রচলিত হয় নাই। প্রচলনের আভাসও অবর্তমান। তাই বর্তমান শিক্ষা দপ্তর ও বিভাগের সংগে সম্পূর্ণ সম্পর্ক শূন্য ভাবে নূতন করে জনশিক্ষার ব্যবস্থাপনায় গ্রন্থাগার দপ্তর ও গ্রন্থাগার বিভাগ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এবং দেশের তথা জাতির প্রয়োজনে অধিকাংশ জনগণের শিক্ষার সুব্যবস্থা করতে হবে। দেশ থেকে নিরক্ষরতা ও অশিক্ষার অভিশাপকে নির্মূল করতে ত্রৈ-বার্ষিক বা দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা রচনায় কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক পরিকল্পনা কমিশনকে নির্দেশ দান অবিলম্বে আবশ্যক। জাতীয় জনশিক্ষা পরিকল্পনা যোজনা নামে ইহা খ্যাত হবে। রাজ্যে রাজ্যে গ্রন্থাগার দপ্তর ও গ্রন্থাগার বিভাগ তার নিজস্ব প্রকৃতিতে কাজ করবে। অন্য কাহারও অঙ্গীভূত হয়ে চলা একেবারেই অনাবশ্যক। যে চিন্তা দেখা দিলে সম্পূর্ণ বিপরীত ফল প্রসারিত হবে। সুতরাং বিনা দ্বিধায় শতকরা ৭০ জনের শিক্ষায় জাতীয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনে দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে এই প্রস্তাব রাখছি।

জাতীয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা রূপায়ণে পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা পরবর্তী, নিবন্ধে উপস্থাপিত করার প্রতিশ্রুতি রেখে আলোচনা করতে চাই।

দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে সেনানীরাও একদিন যে সমস্ত অখ্যাত পাঠাগারের অন্তরালে সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন আজ সেগুলিও লুপ্তপ্রায়। তাই খোঁজ করে সেইগুলিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠায় আবশ্যকতা বোধ করছি। সেনানীবৃন্দের মধ্যে যাঁহারা নেতৃত্বের অধিকারী হয়েছেন বা হয়েছিলেন তাঁদের অনেকেই মহাপ্রস্থানের পথে চলে গিয়েছেন এবং বাকীরাও হয়ত বা খুব বেশীদিন এই ধরার ধুলায় মায়ায় আবদ্ধ থাকবেন না। তাই বেলগাঁওয়ের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন এবং দেশবন্ধুর প্রচেষ্টায় গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সারাভারতে সংগঠিত করার প্রস্তাব কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করে জাতীয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনে জাতীয় সরকারকেই আহ্বান জানাই।

প্রবর্তিত সমাজ শিক্ষার ব্যবস্থাপনা তথা জেলা সমূহে সরকারী অর্থে গ্রন্থাগার পরিচালনায় শরৎচন্দ্রের বলিষ্ঠ লেখনী প্রসূত অচ্ছুৎ প্রথায় সমাজের অবক্ষয় ও গলিত সমাজ ব্যবস্থার ন্যায়, সরকারের দায়িত্ব গ্রহণে বা পালনে অনীহা প্রমাণ করে। তাই স্বামী বিবেকানন্দের কথায় গলিত অঙ্গের ছেদন অর্থাৎ মায়ায় আবদ্ধ না হয়ে উপরে উক্ত জাতীয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা স্বতন্ত্ররূপে আবশ্যক।

কাহারও প্রতি কটাক্ষ না করে আজ দৃঢ়কণ্ঠে ও উচ্চৈঃস্বরে বলা প্রয়োজন যে, পশ্চিমবঙ্গে যে সদিচ্ছা নিয়ে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সিংহভাগের অর্থানুকূল্যে মন্জুবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা পরিকল্পনামত পরীক্ষা-মূলকভাবে প্রবর্তিত বা শুভারম্ভ হয়েছিল আজ সেদিনকার বলিষ্ঠ চিন্তাশীল পরিকল্পনাকারী রূপদানে ও পরিচালনে দক্ষ,

ব্যক্তি প্রতিভার অভাবে অর্থাৎ ব্যক্তি বিশেষের অবসর গ্রহণে এবং নবাগত পরিচালকদের মধ্যে তেমন ব্যক্তিপ্রতিভার অবর্তমানে আমলাতান্ত্রিক প্রভাবে পর্যুদস্ত হয়ে তাহা গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রে সাফল্য প্রতিষ্ঠায় সম্প্রসারিত না হয়ে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে চলেছে। সমাজ শিক্ষার নামে পশ্চিমবঙ্গে যাহা চ'লছে তাহা অনভিপ্রেত বলে বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণেরা মন্তব্য করে থাকেন। সমাজ শিক্ষার পবিত্র দায়িত্ব পালনে যাঁরা উচ্চপদে ও সর্বদায়িত্বে অধিষ্ঠিত আছেন তাঁহারা অনেকেই নিজেদের আচরণ সম্পর্কে সচেতন নহে; অধিকন্তু নিজ নিজ আমলার প্রভাবের কাছে আত্মসমর্পন করে গ্রন্থাগারের সেবার ক্ষেত্র সম্প্রসারণে নিযুক্ত বিচক্ষণ সেবকদিগের সহিত পরামর্শ করে কর্তব্য নির্ধারণকে অসম্মানজনক বলে মনে করেন এবং কলহে লিপ্ত হতে গর্ববোধ করেন। ফলে সেবার ক্ষেত্রে নৈরাজ্য বিরাজ করে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী বিঘোষিত ২০ দফা উন্নয়নসূচী রূপায়ণে বৎসরাধিককাল যাবৎ অনেক গ্রন্থাগার, যাহা জনমানসে সেবার কার্যে সুখ্যাতি অর্জনে সমর্থ হয়েছিল, সরকারী পৌনঃপুনিক রক্ষণাবেক্ষণ-ব্যয় সঙ্কুলনে প্রদত্ত মঞ্জুরীকৃত অর্থ প্রাপ্ত না হওয়ায় কায়ক্লেশে দিন গুজরান করছে। অথচ বিস্ময়ের বিষয় এই যে সেবার কার্যে সুখ্যাত সেই সমস্ত গ্রন্থাগারগুলিকে সম্পূর্ণরূপে অকেজো আড্ডা নামে খ্যাত করার প্রচেষ্টায় নিযুক্ত পরিদৃষ্ট হয়ে থাকে। দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিতরা এবং এই সমস্ত গ্রন্থাগার অনাবশ্যক বলে তাহা বিলুপ্ত করার অভিপ্রায়ে তাদের শাসনে তুঘলকী ব্যবস্থা প্রবর্তনের পরামর্শ উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে দেওয়ার প্রমাণ পরিদৃষ্ট হয়।

এ বিষয়ে বে-সরকারী তদন্ত কমিটি গঠন করে প্রকৃত অবস্থার পর্যালোচনা এবং জাতির ভবিষ্যৎ যাহাতে তমসাবৃত না হয়ে অগ্রগতির পথে উজ্জ্বল স্বাক্ষর রাখতে সমর্থ হয় সেইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে উদ্যোগী হতে আহ্বান জানাই। বিলম্বে প্রতিষ্ঠানের ও কর্মরত সেবকদের সমূহ ক্ষতি অপ্রতিরোধ্য হবে। ফলে জাতির অপূরণীয় ক্ষতি সংসাধিত হবে।

গ্রন্থাগার তথা গবেষণা সংস্থা, বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারী বে-সরকারী দপ্তর, সামরিক বা অসামরিক, ব্যবসায়িক, বাণিজ্যিক, মিল্ বা কারখানা, ব্যক্তিগত বা প্রতিষ্ঠান যুক্ত যাহাই হউক না কেন সকলেরই উদ্দেশ্য মহান এবং নিজ নিজ স্বার্থে কর্মীদের তথা শিক্ষার্থীদের নিপুণতা বৃদ্ধি, জ্ঞানের প্রসারে সকলকে উদ্বুদ্ধ করা। আবার সাধারণ গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে জাতীয় গ্রন্থাগার থেকে পল্লী পাঠাগার পর্যন্ত সকলেই সমাজের সর্বস্তরের জনগণের শিক্ষার প্রসারে যে যার গণ্ডীর মধ্যে ক্ষমতানুসারে সেবার কার্যে নিরত। জাতীয় গ্রন্থাগার প্রকল্পের অভাবে বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টায় এ পর্যন্ত আশানুরূপ ফল লাভ সম্ভব হয় নাই, সকলের মধ্যে যোগসূত্র সংস্থাপন, সংগতি ও সংহতি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হলে শিক্ষায়, দীক্ষায়, গবেষণায় এবং সমাজের তথা জাতির উন্নয়নে আশাতীতরূপে ফল অনায়াস লব্ধ হবে। সামগ্রিক প্রচেষ্টা সংঘবদ্ধ হলে যে অর্থ বর্তমানে বিচ্ছিন্নভাবে ব্যয়িত হয় তাহার দ্বারা জাতির কল্যাণ সাধনে নিশ্চিতরূপে অধিকতর সাফল্য অর্জিত হবে। জাতীয় গ্রন্থাগার পরিকল্পনা রচিত হলে জনশিক্ষা বা সমাজ শিক্ষায় নিয়ন্ত্রিত পথে পরিচালিত হয়ে গ্রন্থাগার সমূহ জাতির প্রাণ বিক্ষোভ ও অনিষ্টকর প্রথার অবসান ঘটিয়ে যে যাহার ক্ষেত্রে সক্রিয় জীবন কেন্দ্রে পরিণত হবে। তখন দেশ থেকে অশিক্ষার বা নিরক্ষরতার অভিশাপরূপ অন্ধকার চিরতরে বিদূরীত হবে এবং পল্লী, গ্রামে, শহরে ও নগরে অবস্থিত গ্রন্থাগার রূপ প্রাণকেন্দ্রগুলি মানুষের দৈনন্দিন জীবনে নিত্য সহচরের কাজ করবে।

এই নিবন্ধের সীমারেখা টানতে গিয়ে কবি কামিনী রায়ের বাণীরূপ প্রবচনটি সকলের অর্থাৎ সরকারী ও বে-সরকারী যৌথ উদ্যোগে সার্থক হউক কামনা করি। এবং প্রস্তাব পেশ করি যে আজকের এই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন কর্তৃক নিবন্ধটি যথাযথ আলোচনা ও বিবেচনাক্রমে গৃহীত হউক এবং সমাজের স্বার্থে অবিলম্বে জাতীয় গ্রন্থাগার পরিকল্পনা রচিত ও জাতীয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হউক।

জাতীয় গ্রন্থাগার প্রকল্পে কেন্দ্রে তথা প্রতিটি রাজ্যে

কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার মন্ত্রক একজন পূর্ণমন্ত্রীর অধীন এবং রাজ্যে রাজ্যে গ্রন্থাগার মন্ত্রকে পূর্ণ রাজ্য মন্ত্রী, সচিবালয়, বিভাগীয় দপ্তর, পরিচালক, উপ-পরিচালক, জেলায়, মহকুমায়, থানায় ও সমষ্টি উন্নয়ন অঞ্চলে সরকারী দপ্তর প্রতিষ্ঠা ও কর্মী নিয়োগ অবশ্য কর্তব্য। গ্রন্থাগার তথা সমাজ শিক্ষার সম্প্রসারণ কার্যে যাহাতে ব্যাহত না হয় এবং সেবকবৃন্দের কর্তব্য সম্পাদন ও বৃহত্তর জনসাধারণের গ্রন্থাগার ও অন্যান্য সুবিধা সদ্ব্যবহারে বিঘ্ন হেতু উদ্ভূত পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের (Inspection) দায়িত্ব বে-সরকারী রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদের উপর অর্পিত হবে। অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি পরিহারে গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত ব্যবস্থাদি গ্রহণ ও রূপদান সংশ্লিষ্ট সরকারী দপ্তরের আবশ্যিক কর্তব্যরূপে পালিত হবে। গ্রন্থাগার মন্ত্রক রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদের পরামর্শ গ্রহণে পরাঙ্মুখ না হয়ে খোলা মনে ও উদার চিত্তে পরিষদের সুচিন্তিত মতামত ও পরিকল্পনা গ্রহণ এবং তাহাদের সহযোগে জাতীয় স্বার্থে রূপদানের ব্যবস্থা করবেন। আমলাতান্ত্রিক প্রভাব মুক্ত সনিষ্ঠ কর্তব্য সম্পাদন সাফল্য অর্জনে নিশ্চিতরূপে সমর্থ হবে।

সর্বভারতীয় ও রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদ, কৃষি, কারিগরী, সঙ্গীত, নৃত্য ও নাট্যকলা, শিল্প বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষামন্ত্রী, জাতীয় গ্রন্থাগার, রাজ্য গ্রন্থাগার এবং জেলা গ্রন্থাগার ও মিউজিয়ম থেকে প্রতিনিধি এবং বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও শিক্ষাব্রতী, পুরাকীর্তি, প্রত্নতত্ত্ব ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিশারদদিগকে নিয়ে উপদেষ্টা পরিষদ গঠন এবং পরামর্শ গ্রহণ আবশ্যক, প্রতি রাজ্যে রাজ্যপাল ও গ্রন্থাগার মন্ত্রী যথাক্রমে উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতি ও সচিবের পদ অলঙ্কৃত করবেন অথবা প্রতি রাজ্যে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সভাপতি এবং রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি সচিবের কার্য করবেন আর রাজ্যপাল ও গ্রন্থাগার মন্ত্রী পৃষ্ঠপোষক পদাভিষিক্ত হবেন। এবং হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি বিধান সভার সভাপতি পৃষ্ঠপোষকরূপে পরিগণিত হবেন।

যেহেতু বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় সর্বসাধারণের প্রবেশ অবাধ বা অবারিত নহে সেকারণ একটি সার্বিক ও স্ব-নির্ভর জাতীয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনে সক্রিয় ও সফল আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে আহ্বান জানাই।

শিক্ষায়তন গ্রন্থাগার সমূহের পরিসেবা (Services) সংক্রান্ত সমস্যাসমূহ : কলেজ গ্রন্থাগার—একটি নমুনা সমীক্ষা

অশোক বসু . তুষার সান্যাল

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কলিকাতা . কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা

[সংক্ষিপ্তসার : পশ্চিমবঙ্গের কলেজ গ্রন্থাগার সমূহের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনান্তে গ্রন্থাগার পরিসেবার বিভিন্ন সমস্যা আলোচনা করে বলা হয়েছে যে, পরিবর্তিত নয়া-শিক্ষাব্যবস্থার সংগে সংগতি রেখে কলেজের গ্রন্থাগারগুলির কী ধরনের গ্রন্থাগার পরিসেবার ব্যবস্থা প্রচলন করা উচিত। পরিসেবার ক্ষেত্রে কোনও নির্দিষ্ট ন্যূনতম মান (minimum standard) না থাকায় একই সর্বভারতীয় মান নির্ধারণের (all India standard) প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।]

১ ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষায়তন গ্রন্থাগারগুলির সমস্যা বিবিধ। বহুতর সমস্যার মধ্যে পরিসেবার (Services) সমস্যাটি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শিক্ষায়তন গ্রন্থাগারগুলির বাস্তব অবস্থার সামগ্রিক সমীক্ষা (comprehensive survey) একান্ত প্রয়োজন। এই সমীক্ষার উপর নির্ভর করে যে সব সুপারিশ করা হবে, যেগুলি আগামী দিনে, গ্রন্থাগারগুলির অনুদান (Grant), সংগঠন (organisation), কর্মীসংখ্যা (staff pattern), পরিসেবা (services), ইত্যাদি বিষয়ে সর্বজনগ্রাহ্য ন্যূনতম মান (minimum standard) নির্ধারণে সহায়ক হবে। এই ন্যূনতম মান আগামীদিনে শিক্ষায়তনগুলির পরিসেবার উৎকর্ষ (quality) সাধনে সক্ষম হবে বলে আমরা মনে করি। শিক্ষায়তন গ্রন্থাগারগুলিও নয়া শিক্ষা ব্যবস্থায় অপরিহার্য সহায়ক ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে।

এই নিবন্ধে উপরোক্ত উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে একটি নমুনা সমীক্ষা (sample survey) করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষায়তনগুলির মধ্যে প্রধানতঃ কলেজের গ্রন্থাগারগুলিকেই সমীক্ষার আওতাভুক্ত করা হয়েছে। কলেজগুলিকে যথাক্রমে সরকারী, বেসরকারী ও স্পনসর্ড এই তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।

নমুনা সমীক্ষার তথ্যগুলি প্রধানতঃ বিভিন্ন কলেজ থেকে ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে সংগৃহীত হয়েছে। ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে গ্রন্থাগারগুলির বিভিন্ন বাস্তব অবস্থার সংগে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হওয়ার এবং পরিসেবার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারকর্মীদের বিভিন্ন চিন্তাভাবনার সংগে ঘনিষ্ঠ হওয়ার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। এটা অনুভূত হয়েছে যে, যথাযোগ্য বেতন ও পদমর্যাদার অভাব পরোক্ষভাবে গ্রন্থাগার পরিসেবাকেও প্রভাবিত করছে।

তথ্য সংগ্রহে ও প্রবন্ধটির রূপরেখা প্রসংগে বিভিন্ন গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মী, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষকমণ্ডলী এবং বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে আমরা যে সহযোগিতা পেয়েছি, সেজন্য তাঁদের সবার কাছে আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

২ বিভিন্ন ধরনের শিক্ষায়তন এবং তাদের সংগে যুক্ত গ্রন্থাগারসমূহের বাস্তব অবস্থার বিশ্লেষণ

২১ বিভিন্ন ধরনের শিক্ষায়তন

১৯৭৬ সালের পরিসংখ্যান অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে ১০টি বিশ্ববিদ্যালয় বা তার সমমর্যাদা সম্পন্ন প্রতিষ্ঠান,—টি কলেজ এবং—টি বিদ্যালয় আছে। এই সমস্ত শিক্ষায়তনের প্রায় প্রতিটির (বিদ্যালয় বাদে) সংগেই একটি করে গ্রন্থাগার যুক্ত আছে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন শিক্ষায়তনের সংগে যুক্ত গ্রন্থাগারগুলির বর্তমান অবস্থা গভীরভাবে পর্যালোচনান্তে যথাযথ সুপারিশ, পরিসেবার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

বর্তমান নমুনা সমীক্ষাটি কলকাতা শহরাঞ্চলে অবস্থিত বিভিন্ন কলেজ গ্রন্থাগারের উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে। যেহেতু কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের প্রাণকেন্দ্র এবং জনসংখ্যার চাপ জনিত বহুতর সমস্যার ভারে ভারাক্রান্ত, সমস্যাগুলির বৈচিত্র্যও এখানেই সবচেয়ে বেশী।

২২ বাস্তব অবস্থার বিশ্লেষণ

নিম্নলিখিত কলেজগুলিকে এই নমুনা সমীক্ষার আওতাভুক্ত করা হয়েছে। (বিস্তৃত তথ্য সারণী ১ দ্রষ্টব্য)

আনন্দমোহন কলেজ		ভবানীপুর এডুকেশন সোসাইটি কলেজ	
আশুতোষ	,,	মুরলীধর গার্লস্	,,
উইমেন্স	,,	সাউথ ক্যালকাটা গার্লস	,,
বঙ্গবাসী	,,	সকাল সিটি (দক্ষিণ), সকাল, দিবা, সন্ধ্যা	,,
ঐ	,,	দিবা শেঠ আনন্দরাম জয়পুরিয়া	,,
ঐ	,,	সান্ধ্য সংস্কৃত কলেজ	,,
বিদ্যাসাগর	,,	স্কটীশচার্চ	,,
বিবেকানন্দ	,,		

সারণী—১

কলেজের ক্রমিক সংখ্যা	কলেজের নাম ও তার শ্রেণী	পাঠ্য বিষয় প্রাক স্নাতক সাম্মানিক	পাঠ্য বিষয় স্নাতকোত্তর ও গবেষণা	কার্য কালীন সময়	গ্রন্থাগারের আয়তন পাঠকক্ষ	গ্রন্থাগারের আয়তন গ্রন্থক	গ্রন্থাগারের আয়তন কর্মী
০	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	আনন্দমোহন কলেজ (বে-সরকারী)	আছে	নাই	৭ ঘন্টা	আছে	.	.
২	আশুতোষ „ („)	„	„	„	„	.	.
৩	উইমেন্স „ („)	„	„	„	১৬ জনের-১৫' × ১৫' আছে		
৪	বঙ্গবাসী („ সকাল) („)	„	„	„	„	.	.
৫	ঐ („ দিবা) („)	„	„	„	„	.	.
৬	ঐ („ সান্ধ্য) („)	„	„	„	„	.	.
৭	বিদ্যাসাগর („)	„		„	৩৩১৮ বর্গফুট মোট আয়তন	.	.
৮	বিবেকানন্দ মহিলা কলেজ („)	„	„	„	.	.	.
৯	ভবানীপুর এডুকেশন সোসাইটি কলেজ („)	„	„	১৭ঘণ্টা	আয়তন মোট ৬০০০ বর্গফুট ৯০০ বঃফুঃ		
১০	মুরলীধর গার্লস কলেজ („)	„	„	„	২৭২৩ বঃফুঃ মোট ৯০০ বঃফুঃ আছে		
১১	সাউথ ক্যালকাটা গার্লস কলেজ („)	„	„	„	.	.	.
১২	সিটি সাউথ (সকাল, দিবা, সান্ধ্য) („)	„	„	„	২২১৭ বঃফু.	৫২৮৯ বঃফুঃ	৫০০ বঃফুঃ
১৩	শেঠ আনন্দরাম জয়পুরিয়া („)	„	„	„	৬০০০ বঃফুঃ মোট আয়তন		
১৪	সংস্কৃত কলেজ (সরকারী)	„	আছে	১৪ ঘন্টা পড়ে	২,৪০০ বঃফুঃ	১৮০০ বঃফুঃ	৩৬০ বঃফুঃ
১৫	স্কটিশ চার্চ (স্পেশাল স্পনসর্ড)	„	আছে	৭ ঘন্টা	.	.	.

কলেজের ক্রমিক সংখ্যা	অনুদান / ব্যয়			ব্যবহারকারীর সংখ্যা ছাত্র			শিক্ষক			কর্মী			মুক্তাক্ষীনা (Access)
	১৯৭০	১৯৭৪	১৯৭৬	১৯৭০	১৯৭৪	১৯৭৬	১৯৭০	১৯৭৪	১৯৭৬	১৯৭০	১৯৭৪	১৯৭৬	↓
	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১		,,	,,	২৭৬৯	১৯৯৮	.	১০৬	৮১	.	.	.	.	না
২	২৩৪৯১	২৭৪৮১	,,	২১০১	২০৯০	.	৯২	৯৬	.	.	.	.	,,
৩	৪০০	৪০০	১৫,০০০ বুক ব্যাঙ্ক	১০০০	১০০০	১০০০	২০	২০	২০	১২	১২	১২	,,
৪	.	.	.	.	১৬৮৪	.	৯০	৮৯	.	.	.	.	,,
৫	১৬৮৪১	১৫০৯৯	.	.	২০৫০	.	১১২	৯৯	.	.	.	.	,,
৬	২৫৬০৭	৭৫৫৬	.	২৪৩৭	১৪৩৪	.	৯৬	৮০	.	.	.	.	,,
৭	তথ্য পাওয়া যায় নি		.	.	.	.	.	.	৮৫	.	.	৭৭	,,
৮	১৯,৪৯৪	১৩২৮৭	.	৮৬৫	১০৭৪	.	৩৪	৩৬	.	.	.	.	,,
৯	জানা যায় নি, অর্থ কোনও সমস্যা নয়			৫০০০	৫২৫০	৫৫০০	৯০ ২ পরে	৯৫ ২ পরে	১০৫ ৮ পরে	৭৫	৮৫	১০০	,,
১০	১৯৪০এ প্রতিষ্ঠার পর থেকে ২.২.৭৭ পর্যন্ত ৮১,৭২৩ টা			১০৩১	১০৮৩	১১৫৮	৫১	৫৪	৫৭	২১	২১	১৯	,,
১১	৩০০০	১৫০০	১,০০০	৪৯০	৫৬৬	১৯০০	৩৩	৩৭	৪০	.	.	.	,,
১২	তথ্য পাওয়া যায় নি			১৫০০	২০০০	২২০০	১৩৮	১৪৬	১৫৯	১১৩	১২৩	১১৬	,,
১৩	,,			৩৫০০	৩০০০	৩০০০	১২৫	১২৫	১২৫	৫২	৫২	৫২	,,
১৪	,,			.	.	১৭২	.	.	৩৮+ ৪ পরে	.	.	৬৫	,,
১৫	,,			,,	১৭৬০	১২০০	,,	১০৪	১০৬	,,	,,	২৬	,,

কলেজের	পুস্তকাদির সংখ্যা						গ্রন্থাগারপরিসেবা (Library Service) পুস্তক ব্যবহারের সংখ্যা						
ক্রমিক সংখ্যা	পুস্তক			পত্রপত্রিকা			পাঠকক্ষে (ReadingRoom)			লেনদেন (Lending)			অন্যান্য
	১৯৭০	১৯৭৪	১৯৭৬	১৯৭০	১৯৭৪	১৯৭৬	১৯৭০	১৯৭৪	১৯৭৬	১৯৭০	১৯৭৪	১৯৭৬	
	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩
১	৬২০৫	৬৮৬৯	.	.	.	.	.	.	.	২৪,০০০	২০,০০০	.	.
২	২১২১৫	২২৫১৭	.	.	.	.	১৪৩৮৮	৯৯৭৬	.	৩১৫২	৪০৭২	..	.
৩	১০,০৪৮	১১,৩১৯	১২৪০১	১৬	৮	৩	.	.	.	৭০০০	৭০০০	৭০০০	
৪	২৩৮৮	২৪৮০৬	.	.	,	.	.	.	.	১২	২৮৯২৫	.	.
৫	২৯৩৭০	৩০২১৩	.	.	.	.	.	.	.	৯৮০০	১৩০০৫		
৬	তথ্য পাওয়া যায় নি	.	.	.	.	.	.	.	.	—	—	—	.
৭	২৩৬৩৬	২৪৭৫৫	২৭৫৩৭	৮	১০	১০	.	.	.	—	—	—	.
৮	তথ্য পাওয়া যায় নি		.	.	.	.	.	.	.	৩২৪০০ (পাঠকক্ষসহ)	৩৩০০০	—	.
৯	১১,০০০	১৭,০০০	২০,০০০	৩৬	৪২	৪৫	৭০০০	১১০০০ (লেনদেন সহ)	১৬,০০০	.	.		প্রতিদিন গড়ে ১৫টি করে অনুলয় সেবা
১০	১০৪৭১	১৩৯০৯	১৪৮০৮	২৯	৩৩	৩৪	৯৩২৪	৯৭৩৫ (লেনদেন সহ)	১৯৪৯৯	.	.	.	,
১১	৬৯৬২	৭৭০১	৭৭১৮	.	.	.	৩০২৪	১৭৮৪৫ (লেনদেন সহ)	২১৯৩০	.	.	.	. .
১২	১৮৬০৩	২১২৮৬	২১৬৫২	৬৮	৬০	৩৮	২৫৭৫২	১২৫২০ (লেনদেন সহ)	১৮৫০০	.	.	.	.
১৩	১৬০০০	১৮০০০	২০০০০	২৪	২২	১৮	২৮,০০০	৩০০০০ (লেনদেন সহ)	৩৪,০০০	.	.	.	.
১৪	.	.	.	.	.	.	গড়ে প্রতি বছর ৪৫৭২০ খানা			গড়ে প্রতিবছর ১৫৪০৮ খানা			গড়ে ৬০০ অনুলয় সেবা
১৫	.	৬৫,২৪৮	.	.	.	.			৫৬৫০	. :	১৬,০০০		নতুন সং যোজন তালিকা এবং Current Contents প্রকাশিত হয়

কলেজের ক্রমিক সংখ্যা	গ্রন্থাগার কর্মী সংখ্যা বৃত্তিকুশলী ১৯৭০	১৯৭৪	১৯৭৬	অবৃত্তিকুশলী ১৯৭০	১৯৭৪	১৯৭৬	বেতনক্রম বৃত্তিকুশলী ইউজিসি	অবৃত্তিকুশলী অন্যান্য		কর্মবাহী শিক্ষক কাউন্সিলের সদস্যকিনা	গ্রন্থাগার পরিচালন	মন্তব্য
	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	৪২	৪৩	৪৪	৪৫
১	২	২	২	৫	৫	৫	.	.	.	.	.	Book Bank
২	১	১	১	৯	৯	৯	.	.	.	.	.	
৩	১	১	১	৩	৩	৩	ফিক্সেশন হয়েছে		গ্রন্থাগার সহকর্মী (৭৫-১৫০) গ্রন্থাগার অ্যাটেণ্ডান্ট (৫৫-৮৫)	না	গ্রন্থাগার কমিটি নেই	.
৪	১	১	১	৫	৬	৬	.	.		.	.	.
৫	—	—	—	৮	৬	৬	.		.	.	.	.
৬	২	২	২	৬	৫	৫	.		.	.	.	.
৭	.	.	৩			৫	কলেজ ১জন বৃত্তকুশলীর জন্য সুপারিশ করেছেন		গ্রন্থাগার সহকর্মী ৮০-১৯০ অন্যান্য ৩৫-৯৫	হাঁ	আংশিক	COHSIP[1] এর বরাদ্দ১০,০০০ টাকা '৭৫ এ COSIP[2] এর জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা
৮	.	১	১	.	৪	৪	.	.	.	.	.	.
৯	৫	৫	৬	৮	৯	৯	তথ্য পাওয়া যায় নি			.	.	৩টি বিভাগীয় গ্রন্থাগার আছে •Book Bank আছে •Ref Section খোলা হচ্ছে
১০	৩	৩	২	২	২	.	.	.	.	.	.	১৯৭১ থেকে Book Bank
১১	২	২	২	—	—	১	.	.	.	.	গ্রন্থাগার কমিটি	.
১২	৩	৫	৫	১১	১০	৭	.	.	.	.	Prof-in-charge	.
১৩	.	.	২	.		৮	গ্রন্থাগারিকের ফিক্সেশন হয়েছে	.	.	হাঁ	.	.
১৪	.	.	১৩	.	১৮		সরকারী বেতনক্রম	.	.	না	.	স্নাতকোত্তর ও গবেষণা
১৫	.	৩	.	৫	.		অ্যাডহক পাচ্ছেন	সহঃ গ্রন্থাগারিক গ্রন্থাগারিক (১৩০-২৩০)	Bearer ৩৫-৫৫	না	.	•স্নাতকোত্তর শিক্ষা Book Bank

২২১ সমীক্ষাভুক্ত গ্রন্থাগারগুলির পুস্তক সম্ভার

১নং সারনীর পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে সমীক্ষাভুক্ত গ্রন্থাগারগুলির পুস্তক সম্ভারের মধ্যে মাত্র তিনটি কলেজের পুস্তকের সংখ্যা ৩০ হাজারের উর্দ্ধে। (সারনী ২ দ্রষ্টব্য)।

সারনী ২

(১৯৭৪ সালের হিসাব অনুসারে)

পুস্তক সংখ্যা	কলেজের সংখ্যা
৬,০০০—১০,০০০	২
১০,০০০—১৪,০০০	২
১৪,০০০—১৮,০০০	২
১৮,০০০—২২,০০০	১
২২,০০০ ২৬,০০০	৩
২৬ ০০০—৩০,০০০	—
৩০,০০০ উর্দ্ধে	৩

মোট ১১ কলেজের তথ্যের ভিত্তিতে

২২২ বিভিন্ন কলেজে পাঠকক্ষ, মঞ্চ ইত্যাদির ব্যবস্থা

নমুনা সমীক্ষাভুক্ত ১৫টি কলেজ গ্রন্থাগারের মধ্যে ১০টি গ্রন্থাগারে পাঠকক্ষ, গ্রন্থমঞ্চ এবং কর্মীদের কাজের জন্য পৃথক স্থানের ব্যবস্থা রয়েছে (সারনী ৩ দ্রষ্টব্য)। নমুনা সমীক্ষার থেকে অবস্থা আশাব্যঞ্জক হলেও, পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ কলেজ গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে বিপরীত চিত্র পাওয়া যাবে।

সারনী ৩

	গ্রন্থাগারের স্থান	কলেজ সংখ্যা
১	পাঠকক্ষ, মঞ্চ এবং কর্মীর জন্য স্বতন্ত্র স্থান	১০
২	পাঠকক্ষ, মঞ্চ এবং কর্মীর জন্য একই স্থান	৫

• কোঠারী কমিশনের সুপারিশ

এই প্রসংগে কোঠারী কমিশনের সুপারিশ হোল আকর গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা, অনুলয় সেবা ইত্যাদির জন্য পৃথক স্থান নির্দিষ্ট থাকা প্রয়োজন।

২২৩ কার্যকালীন সময়

আমরা দেখতে পারছি যে, ১৫টি কলেজের গ্রন্থাগারের মাত্র ২টি কলেজ গ্রন্থাগারে ১৪ ঘন্টা খোলা রাখা হয়। বাকী ১৩টি মোট ৭ ঘন্টা খোলা থাকে। (দ্রষ্টব্য সারনী ৪)

সারনী ৪

কার্যকালীন সময়	কলেজের সংখ্যা
৭ ঘন্টা	১৩
১৪ ঘন্টা	২

কোঠারী কমিশনের সুপারিশ

কোঠারী কমিশন আরও বেশী সময় এবং বেশীদিন গ্রন্থাগারগুলি খুলে রাখার জন্য সুপারিশ করেছেন।

২২৪ বৃত্তিকুশলী কর্মীর সংখ্যা, ছাত্রসংখ্যা ইত্যাদি

১৫টি কলেজ গ্রন্থাগারের কোনটিতেই ছাত্র—গ্রন্থ—কর্মী সংখ্যার মধ্যে কোনও সামঞ্জস্য নেই। (দ্রষ্টব্য সারনী ৫)

সারনী ৫

বৃত্তিকুশলী কর্মীর সংখ্যা	পুস্তকাদির সংখ্যা (BookBank সহ)	ছাত্রসংখ্যা	কলেজের সংখ্যা
১	১১ ০০০-২৫,০০০	১০০০-২০০০	৪
২	৬,০০০-১৮,০০০	১৪০০-৩০০০	৪
৩	১৪ ০০০-৬৬,০০০	১০০০-১২০০	৩

অথচ একটি গ্রন্থাগারকে যদি কলেজীয় শিক্ষার সংগে সহযোগীর ভূমিকা পালন করতে হয়, তবে ছাত্র-গ্রন্থ-কর্মী সংখ্যার মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা প্রয়োজন।

২২৫ সাম্মানিক, স্নাতকোত্তর বিষয়ে পঠন পাঠন ব্যবস্থা এবং গ্রন্থাগার পরিসেবা

সমীক্ষায় দেখা যায় যে, ১৫টি কলেজেই কোন না কোনও বিষয়ে সাম্মানিক শিক্ষাক্রম রয়েছে। ২টি কলেজে কেবল-

মাত্র স্নাতকোত্তর শিক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হোল যে, সাম্মানিক বিষয়ে পঠন পাঠনের ব্যবস্থা থাকা সত্বেও, উপযুক্ত গ্রন্থাগার পরিসেবার কোনও ব্যবস্থা নেই। মাত্র দুটি কলেজে অনুলয় (Reference Service) সেবার ব্যবস্থা আছে। (সারনী ৬ দ্রষ্টব্য)

সারনী ৬

	অনুলয় সেবা	তথ্যায়ন পরিসেবা	মুক্তাক কক্ষ ব্যবস্থা ইত্যাদি	কলেজের সংখ্যা
১ সাম্মানিক বিষয়ে পঠন পাঠনের ব্যবস্থা	২	না		১৫
২ স্নাতকোত্তর পঠন পাঠন ও গবেষণা	১	১	না	২

কোঠারী কমিশনের সুপারিশ

কমিশন সুপারিশ করেছেন যে, উচ্চশিক্ষার চাহিদার বৃদ্ধির সংগে সংগে গ্রন্থাগারগুলিও যথোপযুক্ত পরিসেবার ব্যবস্থা করবে। এইজন্য অনুলয় সেবা, মুক্তাক ব্যবস্থা (easy accessibility to books) প্রভৃতির সুপারিশ করেছেন। প্রাক এবং স্নাতকোত্তর উভয় পর্যায়েই সমস্ত ধরনের গ্রন্থ/তথ্য চাহিদা পূরণে গ্রন্থাগারগুলি সক্ষম হবে।

২২৬ বিভিন্ন ধরনের পরিসেবা

১নং সরনীটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে কলেজ গ্রন্থাগারগুলি মূলতঃ গ্রন্থ লেনদেন এর মধ্যে গ্রন্থাগার পরিসেবাকেই সীমাবদ্ধ রেখেছে। (সারনী ৭ দ্রষ্টব্য)।

সারনী ৭

বিভিন্ন ধরনের পরিসেবা	কলেজের সংখ্যা
১ পাঠকক্ষ (Reading Room) ও গৃহে (Lending) পুস্তক লেনদেনের সুযোগ	১৫
২ অনুলয় সেবার সুযোগ	২
৩ সংযোজনের তালিকা (List of additions)	১
৪ পত্রপত্রিকার সূচীপত্র প্রকাশ (Current Contents)	১
৫ গ্রন্থপঞ্জী সংকলন, তথ্যপঞ্জী সংকলন	×

কোঠারী কমিশনের সুপারিশ

কোঠারী কমিশনের মতে শুধুমাত্র গ্রন্থাগারের সম্ভারই, গ্রন্থাগারটির উৎকর্ষের নিয়ামক নয়। গ্রন্থাগারটিকে বিভিন্ন পরিসেবার মাধ্যমে তাদের ব্যবহারিক অপরিহার্যতা প্রমান করতে হবে যাতে করে গ্রন্থাগারটি একটি intellectual workshopএ পরিণত হতে পারে।

২২৭ নির্দিষ্ট মানের (minimum Standard) অভাব

১নং সারনীটি সামগ্রিকভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, গ্রন্থাগারের আয়তন, অনুদান, গ্রন্থের ব্যবহার, পরিসেবা, গ্রন্থাগার কর্মীর সংখ্যা ইত্যাদির মধ্যে কোনও নির্দিষ্ট মান নেই। স্বভাবতই, পরিসেবার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারগুলি কোনও ন্যূনতম মান বজায় রাখে না। কলেজীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারগুলি তাঁদের যোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারছে না।

কোঠারী কমিশনের সুপারিশ

যদিও কমিশন কলেজ গ্রন্থাগারগুলির ক্ষেত্রে কোনও নির্দিষ্ট মানের উল্লেখ করেন নি, তবুও নির্বাচিত গ্রন্থসম্ভার, উপযুক্ত গ্রন্থাগার কর্মী এবং সুপরিকল্পিত গ্রন্থাগার পরিসেবার (well planned physical facilities) প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কমিশন আরও সুপারিশ করেছেন যে, গ্রন্থাগার সম্পর্কে প্রচলিত ধ্যানধারণা (শুধুমাত্র গ্রন্থ লেনদেন) সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করতে হবে এবং অনুলয় সেবা এবং তথ্যায়নের পরিসেবা (Documentation service) প্রতি আরও বেশী গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

৩ কলেজীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় কলেজ গ্রন্থাগারের ভূমিকা :

কলেজ গ্রন্থাগারগুলির বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনা করতে গিয়ে আমরা অনুভব করেছি কলেজীয় শিক্ষা ব্যবস্থায়

গ্রন্থাগারগুলি যথাযথ গুরুত্ব পাচ্ছে না। অথচ পল বাকের কথায়, 'সুষ্ঠু গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ছাড়া শিক্ষা ব্যবস্থা কখনো সর্বাঙ্গ সুন্দর এবং পরিপূর্ণ হতে পারে না। কলেজীয় শিক্ষাক্রমে পাঠ্যপুস্তককেন্দ্রিক (Text book centred) শিক্ষাব্যবস্থাকে তুলনা করা চলে দেশভ্রমণে গিয়ে পারিপার্শ্বিকের সাথে পরিচিত না হয়ে শুধুমাত্র Guide book-এ আবদ্ধ থাকার সাথে। শিক্ষা ব্যবস্থা শুধুমাত্র text book centred হলে কোন বিষয়েই গভীরতা জন্মে না। তার জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন ধরণের বই পত্রপত্রিকার ব্যাপক পঠন।" সুতরাং শিক্ষাব্যবস্থা এমন হওয়া প্রয়োজন যাতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিষয় সম্পর্কে আগ্রহ ও কৌতূহল জাগে। এই কৌতূহল মেটাবে কলেজের গ্রন্থাগার। প্রকৃত গ্রন্থাগার মুখী শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলন হলে কলেজ গ্রন্থাগারগুলিও classroom ও Laboratoryর সমান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। সুতরাং পরিবর্তিত নয়া শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কেও সামাজিক ধারণার পরিবর্তন প্রয়োজন। যেমন :

১ কলেজ গ্রন্থাগার কলেজের অন্যান্য শিক্ষা বিভাগের সম মর্যাদা সম্পন্ন হবে এবং গ্রন্থাগারিক বিভাগীয় প্রধানের সমান ;

২ কলেজ গ্রন্থাগারিক শিক্ষক সমিতির/শিক্ষানিয়ামক সমিতির সভ্য হবেন এবং সরাসরি অধ্যক্ষের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন ;

৩ কলেজ গ্রন্থাগার কলেজের অন্যান্য প্রশাসনিক শাখার মতই একটি অংশ—এই প্রচলতি ধারণা/ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে হবে ;

৪ বিভিন্নস্তরের বৃত্তিকুশলীদের শিক্ষকদের সমমর্যাদা দিতে হবে ;

৫ গ্রন্থাগারে Text book ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ের আকর গ্রন্থ পত্রপত্রিকা সহ উপযুক্ত গ্রন্থ সম্ভার গড়ে তুলতে হবে ;

৬ সুপরিকল্পিত গ্রন্থাগার ভবন/গৃহ তৈরী করতে হবে যা শুধুমাত্র বর্তমানের প্রয়োজনই মেটাবে না, আগামী দিনের প্রয়োজনও মেটাবে ;

৭ বর্তমান প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে উপযুক্ত সংখ্যক বৃত্তি/অবৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগার কর্মী নিয়োগের ব্যবস্থা থাকা চাই ; এবং

৮ শিক্ষক-ছাত্র গ্রন্থাগারিকের মধ্যে সহযোগিতামূলক পরিবেশ ছাড়াও থাকবে এমন একটি গ্রন্থাগার কমিটি যেখানে অন্য দু'একটি শিক্ষায়তনের গ্রন্থাগারিকও সভ্য থাকবেন। এর ফলে **আন্তঃ কলেজ গ্রন্থাগার সহযোগিতার** (Inter-library cooperation) পরিবেশ গড়ে উঠবে। নমুনা সমীক্ষায় দেখা গেছে কলেজ গ্রন্থাগারগুলি পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন।

৪ কলেজ গ্রন্থাগারের ব্যবহারকারী ও তাঁদের চাহিদা

কলেজ গ্রন্থাগারের ব্যবহারকারীদের নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা যায় :

১ শিক্ষার্থী

১১ পাশ কোর্স

১২ সাম্মানিক

১৩ স্নাতকোত্তর (যেসব কলেজে আছে)

সাম্মানিক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীর শিক্ষার্থীর গ্রন্থ/তথ্য চাহিদার প্রকৃতি স্বাভাবিক কারণেই পাশকোর্সের শিক্ষার্থীদের থেকে ভিন্ন এবং এদের শুধুমাত্র নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তকে সীমিত থাকে না, নির্দিষ্ট বিষয়ের বিভিন্ন গ্রন্থ/তথ্য সম্পর্কে এরা আগ্রহী।

২ শিক্ষক মণ্ডলী

এঁদের চাহিদা মেটাতে প্রয়োজন বিভিন্ন বিষয়ের আকর গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাদি।

৩ কর্মীমণ্ডলী

কর্মীদের মধ্যে অনেকেই আছেন যাঁরা উচ্চশিক্ষার প্রয়োজনে কলেজ গ্রন্থাগার ব্যবহার করে থাকেন।

সুতরাং গ্রন্থাগার পরিসেবার ব্যবস্থাও ব্যবহারকারীদের চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখেই পরিকল্পিত হওয়া উচিত।

৫ গ্রন্থাগার পরিসেবা

৫১ চাহিদার প্রকৃতি

কোন নির্দিষ্ট বিষয়/বিষয়গুলি সম্পর্কে তথ্য/ইতিহাস/বিবরণ/ঘটনা ইত্যাদি জানতে চায় ছাত্র ছাত্রীরা। এদের পরিসেবা চাহিদা মূলত শিক্ষক মণ্ডলীর বক্তৃতা/নির্দেশ কেন্দ্রিক অথবা শিক্ষক নির্দেশিত রচনা/প্রবন্ধ/প্রকল্প (Project/assignment) কেন্দ্রিক। এছাড়াও আছে প্রতিযোগিতামূলক কাজে অংশ গ্রহণের জন্য। শিক্ষকদের চাহিদা নির্দিষ্ট পাঠ্যবিষয় প্রস্তুত করার প্রয়োজনেই সাধারণত হয়ে থাকে। সুতরাং প্রয়োজনীয় গ্রন্থ ও পত্র পত্রিকার সুনির্বাচিত সম্ভার গ্রন্থাগারে থাকা প্রয়োজন।

৫২ পরিসেবার ধরণ

এক্ষেত্রে কলেজ গ্রন্থাগারগুলি কি ভাবে শিক্ষক ও ছাত্রদের তথ্যচাহিদা মেটাবে? সরাসরি প্রয়োজনীয় তথ্য-পরিবেশন করে অথবা তথ্যের প্রকার ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে কিভাবে কোথায় পাওয়া যাবে তা নির্দেশ দিয়ে?

সরাসরি তথ্য পরিবেশন করার পরিবর্তে তাকে প্রার্থীত তথ্য কিভাবে এবং কোন ধরণের বইতে পাওয়া যাবে সে পদ্ধতিই তাকে শেখাতে হবে বিভিন্ন ধরণের আকর গ্রন্থের সাথে তাকে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। এভাবেই জাগবে তার মধ্যে তথ্য/বিষয় সম্পর্কে কৌতূহল এবং সে জানবে তা মেটাবার স্বাভাবিক উপায়। ক্রমশ আন্তঃ বিষয় (inter-disciplinary) চর্চার দিকে শুরু করবে এবং নিজেকে আরও সমৃদ্ধ করবে।

৫৩ বিভিন্ন ধরনের পরি সেবা

কলেজ গ্রন্থাগারে নিম্নলিখিত শ্রেণীর গ্রন্থাগার পরিসেবার আয়োজন করা যেতে পারে।

১ গ্রন্থাগার পরিচিতি
(Orientation course on the library facilites)

২ বই লেন দেন ব্যবস্থা ;

৩ তাৎক্ষনিক/বর্তমান প্রসঙ্গ সম্পর্কিত চাহিদা (topical collection) ;

৪ ক্লাশ লাইব্রেরী/সেমিনার লাইব্রেরী/বুক ব্যাঙ্ক ;

৫ গ্রন্থপঞ্জী ;

৬ নতুন বইয়ের তালিকা ;

৭ অনুলেখ পরি সেবা,

৮ গ্রন্থ/পত্রিকার জন্য পৃথক পাঠকক্ষ

৫৩১ গ্রন্থাগার পরিসেবা পরিচিতি

প্রতিবছরই নতুন ছেলেমেয়েরা কলেজে আসছে। কলেজ গ্রন্থাগারের সাথে এদের পরিচিতি খুবই জরুরী। কয়েকটি দলে ভাগ করে এদের সামগ্রীক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। তাদের বুঝিয়ে দেওয়া প্রয়োজন গ্রন্থাগার কি ধরণের পরিসেবা আছে এবং তা কিভাবে পেতে হয়। ভাল হয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে একটি ছোট অথচ তথ্য সমৃদ্ধ guide book থাকলে। এতে থাকবে

১ কলেজ সহ গ্রন্থাগারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ;

২ গ্রন্থাগার ভবন/ গৃহের বিভিন্ন বিভাগের পরিচিতি-সহ কিছু ছবি ;

৩ বই কিভাবে সাজান থাকে তার ব্যাখ্যা ;

৪ গ্রন্থতালিকা (catalogue) দেখে কিভাবে বই বের করা যায়,

৫ কিভাবে বই লেন-দেন হয়,

৬ বই নেওয়া-দেওয়ার সময় সহ গ্রন্থাগার ব্যবহারের নিয়মাবলী :

৭ গ্রন্থাগারিক ও অন্যান্যদের কাজের দায়িত্ব সহ পরিচিতি ; ইত্যাদি।

সমস্ত অবস্থাটা একবারেই ছাত্রদের শেখান সম্ভব নয় এটা পর্য্যায়ক্রমে করতে হবে এবং সেটা কলেজের রুটীনের অংগীভূত হওয়া প্রয়োজন।

৫৩২ বই লেন-দেন ব্যবস্থা

সামগ্রীকভাবে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা নিম্নমুখী। অথচ শিক্ষা ব্যয় ক্রমেই বেড়ে চলেছে। বই কিনে পড়া বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই সম্ভব নয়—এর বিকল্প গ্রন্থাগার। শিক্ষায়তন গ্রন্থাগারগুলির ওপর তাই আরও বেশী চাপ পড়ছে।

কলেজ গ্রন্থাগারে অনুমোদিত পাঠ্যপুস্তক (Text Book)র চাহিদাই সবচেয়ে বেশী এবং বই লেনদেনের ক্ষেত্রেও অনুমোদিত পাঠ্যপুস্তকের (text book) সংখ্যা বেশী। স্বভাবতই এই ধরণের বেশী সংখ্যার পুস্তক কলেজ গ্রন্থাগার থেকে সরবরাহ করা প্রয়োজন। লেনদেন ব্যবস্থার সরলীকরণ (Simplification) প্রয়োজন যাতে করে অল্প সময়ের মধ্যে পাঠক তাঁর প্রার্থীত পুস্তক সংগ্রহ করতে পারেন।

৫৩৩ বর্তমান প্রসঙ্গ সম্পর্কিত প্রদর্শনী (Display of topical subject)

সমসাময়িক কোন সমস্যা / ঘটনা / উপলক্ষ্যকে কেন্দ্র করে বই/পত্র-পত্রিকা/প্রদর্শনীর আয়োজন করা যায়। যেমন ৪২তম সংবিধান সংশোধন আইন, মুদ্রাস্ফীতি, মূল্যমানবৃদ্ধি, রবীন্দ্রজয়ন্তী / শরৎসাহিত্য। এটা সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কে আগ্রহী হতে পাঠকদের অনুপ্রাণিত করবে যাতে করে পাঠকরা প্রয়োজনীয় তথ্যের মাধ্যমে নিরপেক্ষ মতামত গঠন করতে পারেন।

৫৩৪ ক্লাশ লাইব্রেরী

ক্লাশে বিশেষ করে অনার্স ক্লাশগুলিতে ক্লাশ / সেমিনার লাইব্রেরী থাকা উচিত, এই ধরণের ব্যবস্থা অগ্রণী (advanced) শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট বিষয়ের বিভিন্ন ধরণের সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এ ছাড়াও এই ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের গ্রন্থাগার ব্যবহারের মৌল নীতির সংগে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হবার সুযোগ করে দেয়।

৫৩৫ গ্রন্থপঞ্জী / তথ্যপঞ্জী

পাঠক্রমের সংগে সমতা রেখে বিভিন্ন বিষয়ের উপর মাঝে মাঝে গ্রন্থপঞ্জী / তথ্যপঞ্জী প্রকাশ করলে ছাত্র / শিক্ষক উভয়েরই সুবিধা হবে। এধরণের পঞ্জী সংকলনের বিষয় শিক্ষকদের সংগে অবশ্যই আলোচনা করতে হবে।

৫৩৬ নতুন বইয়ের তালিকা (List of Additions)

এই তালিকা নিয়মিতভাবে শিক্ষক, ছাত্র এবং অন্যান্য ব্যবহারকারীদের নিকট পরিবেশন করলে নির্দিষ্ট কলেজ গ্রন্থাগারের সংযোজনের সংগে তার ব্যবহারকারীদের স্বতই সংযুক্ত রাখে।

৫৩৭ অনুলেয় পরিসেবা (Reference Service)

কলেজ গ্রন্থাগারের ব্যবহারকারীদের মধ্যে বিশেষ করে সাম্মানিক শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক মণ্ডলী বিভিন্ন সময়ে তাঁদের প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয় অনুলয় সেবার মাধ্যমে পেতে পারেন। এর জন্য গ্রন্থাগারে নিয়মিতভাবে প্রয়োজনীয় সংখ্যক আকর গ্রন্থ (Reference tools) সংগ্রহের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। এছাড়াও একটি স্বতন্ত্র অনুলয়সেবা কক্ষ (Reference Section)র ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

৫৩৮ পাঠকক্ষ

গ্রন্থাগারের বিশেষ ধরণের কতকগুলি গ্রন্থ গৃহে লেনদেন এর জন্য দেওয়া চলে না। আকর গ্রন্থ, পত্রপত্রিকার সর্বশেষ সংখ্যা ছাড়াও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাদি গৃহে লেনদেন এর জন্য নির্দিষ্ট নয়। স্বভাবতই এর জন্য নির্দিষ্ট পাঠকক্ষ প্রয়োজন। এছাড়াও শিক্ষার্থীরা তাঁদের অবসর সময়ে, কলেজ গ্রন্থাগারের পাঠকক্ষ ব্যবহার করে তাঁদের বিভিন্ন পাঠ্য বিষয় প্রস্তুত করে নিতে পারেন।

নমুনা সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, অধিকাংশ কলেজেই পাঠকক্ষের জন্য পরিকল্পিত ব্যবস্থা নেই।

৬ মান নির্দ্ধারণের প্রয়োজন

নমুনা সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, কলেজ গ্রন্থাগারগুলির আয়তন (Space), কর্মী সংখ্যা (Employees),

অনুদান (Grant), পরিষেবা (Service), ইত্যাদির ক্ষেত্রে কোন মান অনুসরণ করা হয় না। বিভিন্ন কলেজে বিভিন্ন ধরণের পরিস্থিতি বিরাজমান। স্বভাবতই কলেজ গ্রন্থাগারগুলি এক উদ্দেশ্যহীনতার শিকারে পরিণত হয়েছে। নয়া-শিক্ষা ব্যবস্থায় কলেজ গ্রন্থাগারগুলি যে ভূমিকা পালন করতে পারতো, বর্তমান অবস্থায় বা অব্যবস্থায়, সেটা পালন করা বাস্তবক্ষেত্রে কখনই সম্ভব নয়। বিশেষ করে, পরিষেবার বিষয়টি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। নমুনা সমীক্ষার আওতাভুক্ত অধিকাংশ গ্রন্থাগারগুলি গ্রন্থ লেনদেন এর মধ্যে পরিষেবার সামগ্রিক বিষয়টি সীমাবদ্ধ রেখেছেন বা রাখতে বাধ্য হয়েছেন। শিক্ষার স্বার্থেই এই পরিস্থিতির আশু পরিবর্তন প্রয়োজন।

সুতরাং আমরা সম্মেলনের কাছে এই অনুরোধ করব যে, পশ্চিমবঙ্গের কলেজ গ্রন্থাগারগুলির বাস্তব অবস্থার সামগ্রিক এবং ব্যাপক সমীক্ষার (Comprehensive survey) জন্য অবিলম্বে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের নিকট অনুরোধ করা হোক।

আমরা সম্মেলনের কাছে আরও অনুরোধ করব যে, পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের কলেজ গ্রন্থাগারগুলি আয়তন (Space), কর্মীসংখ্যা (employees), অনুদান (grant), পরিষেবা (services) প্রভৃতির ক্ষেত্রে যাতে সর্বনিম্ন মান (minimum standard) বজায় রাখেন তার জন্য বাস্তব কার্যকর ব্যবস্থা অবিলম্বে গ্রহণ করা হোক।

৭ উপসংহার

৭১ বিভিন্ন সমস্যা

নমুনা সমীক্ষা করতে গিয়ে আমরা কলেজ গ্রন্থাগারগুলির ন্যূনতম মানের ক্ষেত্রে যে সব সম্ভাব্য বাস্তব অসুবিধে লক্ষ্য করেছি, সেগুলি নিয়ে উল্লেখ করা হোল

১ স্থানাভাব

২ কর্মীসংখ্যার অপ্রতুলতা ও বেতনহারের বৈষম্য

৩ অনুদান এর পরিমানের মধ্যে তারতম্য ও অনিশ্চয়তা

৪ বুক ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা সফল করার জন্য প্রয়োজনীয় স্থান, কর্মী, রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় প্রভৃতির অভাব

৫ কার্যকালীন সময়ের (Working hours) স্বল্পতা

৬ পত্র পত্রিকার সংখ্যার স্বল্পতা

৭২ সমস্যা সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব

উপরোক্ত সমস্যাগুলির সমাধান আশু প্রয়োজন।

আমরা সম্মেলনের নিকট নিম্নলিখিত প্রস্তাব পেশ করছি :

১ পশ্চিমবঙ্গের কলেজ গ্রন্থাগারগুলির বাস্তব অবস্থার সামগ্রিক এবং ব্যাপক (comprehensive) সমীক্ষার জন্য অবিলম্বে রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের নিকট আর্থিক অনুদান চেয়ে অনুরোধ করা হোক ;

২ পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের কলেজ গ্রন্থাগারগুলির আয়তন (Space), কর্মীসংখ্যা (employees), অনুদান (Grant), পরিষেবা (Services) প্রভৃতির ক্ষেত্রে যাতে সর্বনিম্ন মান (minimum standard) বজায় রাখেন, তার জন্য বাস্তব কার্যকর ব্যবস্থা অবিলম্বে গ্রহণ করা হোক,

৩ বুক ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা সফল করার জন্য প্রয়োজনীয় স্থান, কর্মীসংখ্যা, রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় প্রভৃতির নিয়মিত ব্যবস্থা করা হোক।

৪ পাঠকদের সুবিধার্থে কার্যকালীন সময় বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক ;

৫ পত্রপত্রিকা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ন্যূনতম সংখ্যা নির্ধারিত করে তাকে বজায় রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

স্নাতকোত্তর গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য
৩৩তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে যোগদান করবার সুযোগ দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চিঠি

Government of West Bengal
Education Directorate
Writers' Buildings

Memo No. $\frac{\text{419(16)/SO/E}}{\text{G-42 Soc/76}}$ Dated, Calcutta, the 9th March 1977.

From : Director of Public Instruction, West Bengal.

To

All The District Social Education Officers

P.O. ______________ Dist ______________

Sub : 33rd Bengal Library Conference at the Hooghly District Library, P.O. Chinsurah, Dist. Hooghly from 8th April '77 to 10th April' 77.

The Bengal Library Association has proposed to hold their 33rd Conference at the Hooghly District Library, P.O. Chinsurah Dist. Hooghly from 8th April '77 to 10th April '77.

He/she is requested to depute one member of the staff from each of the Rural Library Sub-Divisional Library, Area Library and Community Centre and two members of the staff of the District Library under his/her control to attend the aforesaid conference.

The T. A. for their attending the conference may be met from the Library.

The absence of the participating personnel in attending the conference including the period spent on journeys may be treated as on duty.

Sd/- **S K Gupta**

for Director of Public Instruction West Bengal

গ্রন্থাগার সংবাদ

আনন্দ আসর, সেনহাট (হুগলী)

গত ২০শে ডিসেম্বর (১৯৭৬) তারিখে সেনহাটের 'আনন্দ আসর' কতৃক 'গ্রন্থাগার দিবস' অনুষ্ঠান পালিত হয়েছে। অনুষ্ঠাও উপলক্ষে আয়োজিত সভায় গ্রন্থাগারিক শ্রীসুকুমার রায় গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন। শ্রীরায় সমাজ জীবনে গ্রন্থাগারের বিশেষ ভূমিকা এবং শিক্ষায় গ্রন্থাগারের গুরুত্ব উল্লেখ করে ভাষণ দেন। তিনি গ্রন্থাগারের অপ্রতুল পুস্তক সংগ্রহ এবং রাজ্য সরকারের অনুদানের স্বল্পতার উল্লেখ করেন। সভায় সর্বশ্রী কৃষ্ণানন্দ সিংহরায়, মদনমোহন পাল, এবং নিরঞ্জন অধিকারী বক্তব্য রাখেন। সভাপতিত্ব করেন শ্রীদাশরথি আঢ্য।

কালনা সাবডিভিসনাল লাইব্রেরী, বর্দ্ধমান

গত ২৮শে ডিসেম্বর (১৯৭৬) তারিখে গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে জানা গেছে। সভায় সভাপতিত্ব করেন কালনার পৌরপিতা শ্রীতারাপদ ঠাকুর। গ্রন্থাগারের সম্পাদক এবং স্থানীয় মহিষ মর্দিনী ইনষ্টিটিউশনের প্রধান শিক্ষক শ্রীকানাইলাল পাল বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের দাবীসমূহ সমর্থন করে বক্তব্য রাখেন। "উজানী" পত্রিকার সম্পাদক শ্রীবিবেকানন্দ সেনগুপ্ত এবং অন্যান্য গ্রন্থাগার কর্মীদের ব্যবস্থাপনায় সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে আয়োজিত সংগীতানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন সর্বশ্রী উৎপল সাহা, শ্যামসুন্দর মোদক, শোভন গুহ, মহঃ রফি প্রভৃতি। এই সভায় কালনার মহকুমা শাসক অরুণ কুমার রায় সস্ত্রীক উপস্থিত ছিলেন বলে জানা গেছে।

পল্লীশ্রী পাঠাগার, ডোমজুড়? (হাওড়া)

গত ২৩শে জানুয়ারী পল্লীশ্রী পাঠাগারে নেতাজী জন্ম দিবস অনুষ্ঠান পালিত হয়েছে। ২৬শে জানুয়ারী প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে এখানে একটি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। শহীদ বেদীতে মাল্যদান, জাতীয় পতাকা উত্তোলন, পথ পরিক্রমা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের অঙ্গ ছিল। প্রজাতন্ত্র দিবসের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করেন স্থানীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীকালীপদ মণ্ডল।

জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার (বর্দ্ধমান)

নেতাজী জন্ম জয়ন্তী অনুষ্ঠান জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগারের উদ্যোগে গত ২৩শে জানুয়ারী অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে গ্রন্থাগারিক শ্রীবাসুদেব চট্টোপাধ্যায় এবং সভাপতি শ্রীজগন্নাথ ভট্টাচার্য্য নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবন ও কার্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন।

গত ২৬শে জানুয়ারী এই প্রতিষ্ঠানে প্রজাতন্ত্র দিবসানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে জানা গেছে। পতাকা, উত্তোলন, শহীদ বেদীতে পুষ্পার্ঘ্য প্রদান, সভ্যবাণী পাঠ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের অঙ্গ ছিল।

রাধাবল্লভপুর পাবলিক লাইব্রেরী (মেদিনীপুর)

গত ১৬ই জানুয়ারী রাধাবল্লভপুর পাবলিক লাইব্রেরীর নতুন পাঠ কক্ষের উদ্বোধন করেন রাজ্য সরকারের সমাজ শিক্ষা দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা শ্রীসন্তোষ কুমার দে। জেলা সমাজ শিক্ষা অধিকারিক শ্রীজগদীশ সামন্ত, তমলুক জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের অন্যতম সহ-সভাপতি শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য্য এবং তমলুক উন্নয়ন ব্লকের কর্মীবৃন্দ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

গ্রন্থাগারের সভাপতি শ্রীপূর্ণেন্দু শেখর চন্দ্র নবনির্মিত পাঠকক্ষের নির্মান বিষয়ে স্থানীয় জনসাধারণ ও সরকারের সাহায্যের উল্লেখ করে বক্তব্য রাখেন। পাঠ কক্ষের উদ্বোধক শ্রীদে সমাজ শিক্ষায় গ্রন্থাগারের ভূমিকা এবং সরকারের পরিকল্পনা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য্য তাঁর ভাষণে সমাজ সেবায় গ্রন্থাগার ও তার কর্মীদের দায়িত্ব সচেতনতার উল্লেখ করেন। তিনি পাঠকদের চাহিদা পূরণে গ্রন্থাগার গুলির সমন্বয় সাধনের আবশ্যকতা সম্পর্কে আলোচনা করেন।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে পাঠ্য পুস্তক সমিতির সম্পাদক শ্রীশচীদাস বক্সী উপস্থিত ছিলেন।

বার্তা বিচিত্রা

চুঁচুড়া কিশোর প্রগতি সংঘে পরিষদ প্রতিনিধি

পরিষদের পক্ষ থেকে সহ কর্মসচিব শ্রীশশাঙ্ক বাগচী গত ১৬ই জানুয়ারী (১৯৭৭) চুঁচুড়া কিশোর প্রগতি সংঘের সম্পাদক এবং অন্যান্য ব্যক্তিদের সংগে সংঘ ভবনে মিলিত হয়ে পরিষদের কার্যক্রম সমূহ ব্যাখ্যা করেন। আলোচনা প্রসংগে পরিষদের হুগলী জেলা শাখা পুর্নগঠনের বিষয়টিও উত্থাপিত হয়। সহ কর্মসচিব শ্রীবাগচী গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্প্রসারিত করতে পরিষদের সুসংগঠিত এবং সুপরিচালিত জেলা শাখার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করেন। চুঁচুড়া কিশোর প্রগতি সংঘের সাধারণ সম্পাদক শ্রীগণেশ নন্দী, শ্রীকরুণা শীল প্রমুখ ব্যক্তিবৃন্দ যথেষ্ট আগ্রহ সহকারে পরিষদের কার্যক্রম পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তাঁরা সংঘের বহুমুখী উদ্যোগের বর্ণনা প্রসঙ্গে প্রতিষ্ঠানটির নিজস্ব ভবন নির্মাণের প্রচেষ্টার কথা জানান। সম্পূর্ণ নিজস্ব প্রচেষ্টায় সংঘের পরিচালকবৃন্দ ভবন নির্মাণে উদ্যোগী হয়েছেন। সরকারের পক্ষ থেকে প্রতিষ্ঠানটিকে উপযুক্ত সাহায্য প্রদান প্রয়োজন বলে পরিষদ প্রতিনিধি অনুভব করেন।

নদীয়া জেলা গ্রন্থাগার, ঘুর্ণি (নদীয়া)

গত ১৯শে জানুয়ারী রাজ্যের মাননীয়া উপশিক্ষামন্ত্রী শ্রীমতী অমলা সোরেন নদীয়া জেলা গ্রন্থাগার পরিদর্শন করেন। জেলা সমাজ শিক্ষাধিকারিক শ্রীহরপদ ভট্টাচার্য্য জেলার গ্রন্থাগার ব্যবস্থা উন্নয়ন বিষয়ে মাননীয়া উপমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেন বলে জানা গেছে। রাজ্যে সুষ্ঠু গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রচলন উদ্দেশ্যে পঃ বঃ শিক্ষা দপ্তরের ১৯৭৪ সালের সুপারিশ কার্যকর করা প্রসঙ্গে মাননীয়া উপমন্ত্রীকে নদীয়া জেলা সনদভুক্ত গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির সম্পাদক শ্রীমদন মোহন মল্লিক একটি স্মারক পত্র প্রদান করেন। শ্রীযুক্তা সোরেন বিষয়টি নিয়ে শিক্ষা দপ্তরের রাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র নস্করের সঙ্গে আলোচনা করবেন বলে জানান।

সর্বভারতীয় শিক্ষা সম্মেলনে "গ্রন্থাগার" বাদ

শিক্ষা ও শিক্ষকদের সমিতি সমূহের সর্বভারতীয় সংস্থা "অল ইণ্ডিয়া ফেডারেশন অব এডুকেশন্যাল এ্যাসোসিয়েশন"-এর ৫১তম সম্মেলন গত ডিসেম্বর মাসে নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সম্প্রতি উক্ত সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবগুলি থেকে জানা গেল যে আলোচ্য সম্মেলনে সর্বভারতীয় শিক্ষক নেতৃবৃন্দ বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনান্তে সর্বভারতীয় স্তরে শিক্ষার উন্নয়ন বিষয়ে নানা প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। শিক্ষকদের বেতন ও ভাতা প্রসঙ্গও আলোচিত হয়েছে। কিন্তু শিক্ষার সঙ্গে 'গ্রন্থাগার'কে যুক্ত করা নিয়ে কোনও প্রস্তাব সেখানে নেওয়া হয়নি।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য এই সম্মেলন রাজ্য সমূহের মোট ব্যয় বরাদ্দের অন্ততঃ ৩০% শিক্ষার জন্য ব্যয়ের সপক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছে।

মেয়েদের বই পড়া সমীক্ষা

দৈনিক বসুমতী পত্রিকায় গত ১লা মার্চ (১৯৭৭) "বৌঠাকুরাণীর হাট"—এর পাতায় মেয়েদের বই পড়া বিষয়ে একটি সমীক্ষার বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। সমীক্ষা করেছেন মাধুরী সিংহ।

সমীক্ষায় দেখা গেছে মহিলা পাঠিকাবৃন্দ 'বই' কে আজকের দিনে অপরিহার্য্য বলে মনে করেন। অজানা বিষয়কে জানার আগ্রহে তাঁরা বই পড়েন। বইকে মানুষের সব চেয়ে বড় সঙ্গী বলেও তাঁরা মনে করেন।

সমীক্ষা থেকে জানা গেছে যে মেয়ে পাঠিকাগণ উপন্যাস পড়তে ভাল বাসলেও 'দেহবাদী' সাহিত্য এদের পছন্দ নয়। জীবন যেমন তা সেই ভাবেই সাহিত্যে পরিস্ফুট হোক এটাই তাঁদের কাম্য।

মেয়ে পড়ুয়াগণ বই পড়াই ছেড়ে দেন না। সমীক্ষা থেকে জানা গেছে যে তাঁরা রীতিমত সমালোচনা করেন। ভাবনা চিন্তা করেন। দোষ গুণ বিচার করে বেছে নেন সেই সকল বই যার বৈপ্লবিক বিশিষ্টতা আছে। পুরানো বলে কিছু বাদ দেন না। আবার নতুনের মাঝ থেকেও সেইগুলিই তাঁরা বেছে নেন যেগুলি আগামী দিনে হয়ে উঠবে চিরায়ত সাহিত্য।

ENGLISH ABSTRACTS

Dewey Decimal Classification : Its contribution to the development of Libraries by D B. KRISHNA RAO.

—This is a lecture deliverd by the author as the Director of the Seventh IASLIC Seminar, Dec. 1976. Mentioned the controversial point 'who invented Dewey's Classification'. Outlined the biography of Melvil Dewey and his achievements. Origin and development of Dewey Classification since its edition 1. Widely discussed the new features of the 18th ed. DDC has conquered the time, space, language and type of libraries. This is a remarkable indication of the demand & use consequently its influence on the growth and development of libraries. Suggested that IASLIC should form a standing DC Committee for continuously studying the impact of DC on Indian Libraries and Indian experience in library classification and periodically suggesting its inprovements etc. to the DC publishers.

On Public Library Services with reference to West Bengal by SATYABRATA SEN.

—The author begins with seven postulates on the role of educational institutions and libraries. Refers UNESCO manifesto for the public libraries, lays down some programmes for implementation. Factors on which the structure and function of the public library depends were highlighted. These are, location, users, organisation, document collection, library workers and their eligibility, income and expenditure and library movement. Twelve proposals are forwarded on various aspects of the porper functioning of the public libraries.

In conclusion the following recommendations were made. (1) Promulgation of library legislation (2) Separate Directorate for the public library. (3) Services security of the library personnel (4) Establishment of the libraries per 2 thousand population. (5) engagement of libraries in eradicating illiteracy (6) Development of the library science education and research etc. Lastly, some organizational reforms in the Library movement platform were suggested.

A Free library system for people's education by RAMRANJAN BHATTCHARYYA.

The Author pointed out the need for library system in developing a country. In the changed perspective, reformation in library scene is important. Laid down an outline of the National Library System. Failures of the present library functioning in the 2nd and Third Five year plans were mentioned. Assumed that govt has shifted from the set up established for cultural development in early Fifties. Reasons for failure as enumerated are financial grant which was remain unchanged during last twenty years. Proposed audio-visual equipments to be provided in the libraries. Voluntary Endeavours of the rural people in advancing rural libraries were found unviable and subsequently inability to get recognition from the state govt lead o their destruction. Emphasized the need for National Library

System with the aid of both central and State Government grant.

Problems of Services in College Libraries of West Bengal : a Sample Survey by—ASHOK BASU and TUSHAR SANYAL.

The College Libraries are encountered with various problems, among them problems of services are important. Sought a comprehensive survey. The sample size of the survey is Information was collected through personal contact. Area covered, the type of management, level of education, working hours, reading room, library stack, library grant/Expenditure, number of users, and their categories, accessibilty, number of documents, use of documents in reading room and lending, number of staff and their qualifications, status, library committee etc. Found that the college libraries are suffering from the problem, of space, number of staff and disparity in their pay scale difference and uncertainity in grant, problems of books, bank, short working hours and inadequate documents. Few suggestions are made to redress.

ভ্রম-সংশোধন

[বিগত অগ্রহায়ণ সংখ্যায় (২৬ বর্ষ সংখ্যা ৮, ১৩৮৩ সন) কাউন্সিল সদস্যদের নাম এবং বিভিন্ন উপ-সমিতির নামে কয়েকটি ভুল ছাপা রয়েছে। তালিকার সংশোধিত অংশ নীচে দেওয়া হলো। অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত।—সম্পাদক]

প্রতিষ্ঠানগত কাউন্সিল সদস্য

বাঁকুড়া : শ্রুব সংঘাত, বালসী

বীরভূম : নেতাজী সাহিত্য পাঠাগার, পাঁচসারা, পোঃ বাহিরি।

বর্ধমান : সজ্জাময় সাধারণ পাঠাগার (অগ্রগামী দল) কালনা।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ উপসমিতি

বাদ যাবে : শ্রীপ্রবীর রায় চৌধুরী

যোগ হবে : মদন প্রসাদ সিংহ এবং সুনীল বিহারী ঘোষ।

সাধারণ গ্রন্থাগার উপসমিতি

যোগ হবে : তপন সেন

ডাইরেক্টরী উপসমিতি

যোগ হবে : বাণী চক্রবর্তী

সংবিধান ভাষান্তর এবং সংশোধন উপসমিতি

সদস্য : প্রদীপ চৌধুরী

কর্মচারী সার্ভিস রুলস্

সম্পাদক, সহ-সম্পাদক এবং অর্থ সচিব নিয়ে গঠিত।

—•—

বিগত পৌষ সংখ্যায় গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগার দিবসের প্রস্তাবে আরেকটি প্রস্তাব যুক্ত হবে। সেটি হলো নিরক্ষরতা দূরীকরণ সম্পর্কিত প্রস্তাব সেটি উত্থাপন করেন শ্রীনীরেন কাঞ্জীলাল এবং সমর্থন করেন শ্রীসত্যব্রত সেন।—[সম্পাদক]

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় পরিসেবা (Services) বৈচিত্র্য

তুষার সান্যাল · অশোক বসু

১ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্মের মূল উদ্দেশ্য

বিশ্ববিদ্যালয় হোল প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির উচ্চতর সোপান। স্বভাবতই শিক্ষাপদ্ধতির সামগ্রিক কাজকর্মের বিভিন্ন গতি প্রকৃতি সম্পর্কে ওয়াকেবহাল থাকা এবং সে বিষয়ে যথাযথ কর্তব্য নির্দেশ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্মের একটা উল্লেখযোগ্য দিক বলে বিবেচিত হতে পারে। কলা, বিজ্ঞান এবং কারিগরি শাখার বিভিন্ন বিষয়ের উপর গবেষণার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় ঐসব শাখার অগ্রগতির সংগে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলতে প্রয়াসী।

সুতরাং উপযোক্ত বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্মকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যায়:

১ বিশের জ্ঞানভাণ্ডারকে রক্ষা করা (Conservation of knowledge

২ শিক্ষণ

৩ গবেষণা

৪ গবেষণালব্ধ জ্ঞানের প্রকাশন

৫ লব্ধ জ্ঞান সাধারণের হিতার্থে প্রয়োগের জন্য প্রাসঙ্গিক বক্তৃতা, প্রদর্শনী ইত্যাদির আয়োজন করা।

২ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের কাজ

বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক কাজের যে পরিচয় পাওয়া গেল, সেগুলি থেকেই বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের কাজকর্মের একটা ইংগিত পাওয়া যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি কাজকে যদি সাফল্যমণ্ডিত করতে হয় তবে, তার গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে এমনভাবে সংগঠিত করা প্রয়োজন যাতে সার্থকতার সংগে যোগ্য সহযোগী ভূমিকা পালন করতে পারে। বৃটেনের বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিটি তাঁদের রিপোর্টে যথার্থভাবেই বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন এবং এই সুপারিশ করেছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়কে যদি তার কাজকর্মকে সাফল্যের সংগে পরিচালিত করতে হয়, তবে আবশ্যিকভাবে একটি সুপরিকল্পিত, গতিশীল গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে।

আমাদের দেশের বিভিন্ন কমিশন (রাধাকৃষ্ণাণ, কোঠারী কমিশন ইত্যাদি) দ্ব্যর্থহীন ভাষায় শিক্ষাব্যবস্থায় গ্রন্থাগারের, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন এবং কতকগুলি প্রাসঙ্গিক সুপারিশ করেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক কাজকর্মের দিকে লক্ষ্য রেখে, বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা নিম্নলিখিত কাজকর্মকে তালিকাভুক্ত করতে পারে।

১ জ্ঞানভাণ্ডারকে রক্ষার জন্য বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রকাশিত বিভিন্ন বিষয়ের গ্রন্থ এবং পত্র-পত্রিকার সংগ্রহের সুপরিকল্পিত কার্যক্রম—এক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে;

২ গ্রন্থাগার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন—এর জন্য প্রয়োজনীয় পঠীকরণের ব্যবস্থা, শিক্ষকদের জন্য বিশেষ পাঠকক্ষের ব্যবস্থা এবং পুস্তক লেনদেন ব্যবস্থার সরলীকরণ ইত্যাদি।

৩ গবেষণা কাজ অব্যাহত রাখতে গ্রন্থাগারের প্রাসঙ্গিক কর্মসূচী

গ্রন্থাগারকে এই কাজে ব্রতী হতে হলে এ বিষয়ে সদাই সচেতন থাকতে হবে যে, বিভিন্ন বিষয়ে কী কী ধরনের গবেষণার কাজ হয়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্র আছে—যেখানে আরও নিবিড় গবেষণা প্রয়োজন। এর জন্য বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারকর্মীদের বিভিন্ন বিষয়ের উপর যে সব গবেষণা হচ্ছে সে সম্পর্কে অবহিত থাকতে হবে এবং গবেষণার বিষয়গুলি বিশ্লেষণের মাধ্যমে কোন কোন ক্ষেত্রে গবেষণার প্রয়োজন আছে, সে বিষয়ে প্রাসঙ্গিক বিভাগগুলিকে অবহিত করতে হবে।

এছাড়াও গ্রন্থাগারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন বিষয়ের গবেষকদের সাহায্য করার জন্য প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ এবং পত্র-

পত্রিকা সংগ্রহের জন্য সুপরিকল্পিত কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে যাতে করে প্রতিটি গবেষক বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রকাশিত গ্রন্থ এবং পত্র-পত্রিকা সম্পর্কে অবহিত থাকেন এবং নিজের গ্রন্থাগারে কোন কোন গ্রন্থ এবং পত্র-পত্রিকা সংযোজিত হচ্ছে সে সম্পর্কেও অবহিত থাকবেন।

৪ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশনের সামগ্রিক কর্মসূচীকে সফল করতে গ্রন্থাগারের ভূমিকা

প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়েরই একটি করে প্রকাশন বিভাগ থাকে যার মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ের গবেষণার ফল প্রকাশিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার প্রকাশন কাজে সহযোগিতা করার জন্য কোন কোন বিষয়ে প্রকাশন প্রয়োজন সে বিষয়ে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে এবং প্রকাশনের ক্ষেত্রে সাফল্যজনক ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে।

৫ লব্ধ জ্ঞান প্রয়োগের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার একটি উল্লেখযোগ্য মাধ্যম হিসেবে ভূমিকা পালন করতে পারে

গ্রন্থাগারের মাধ্যমে বিভিন্ন বক্তৃতামালার আয়োজন, বিতর্ক সভা এবং প্রদর্শনীর আয়োজনের মাধ্যমে গ্রন্থাগার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন গবেষণামূলক বিষয় জনসাধারণের দৃষ্টিগোচরের ব্যবস্থা করতে পারে। এই বিষয়গুলি জনসাধারণের দৃষ্টিগোচর করার ফলে গবেষণালব্ধ জ্ঞান প্রাত্যহিক জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজন মেটাতে পারে। তত্ত্ব এবং প্রয়োগের (Theory and practice) মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। সমাজবিজ্ঞান, কলা ও বিজ্ঞান শাখার গবেষণা আবশ্যিকভাবে জনজীবনের বিভিন্ন প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্যেই পরিচালিত হয়ে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এবিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করলে জনকল্যাণ সাধিত হয়।

৬ গ্রন্থাগার পরিসেবার বৈচিত্র্য

বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্মের বিভিন্ন দিকের সংগেই গ্রন্থাগারের কাজকর্মের গতিপ্রকৃতি নির্ধারিত হয়। আমরা দেখেছি যে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি লব্ধ জ্ঞান রক্ষা, গবেষণার মাধ্যমে নতুন নতুন বিষয়ের উদ্ঘাটন শিক্ষণ কর্মসূচীর মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞান উত্তরসূরীদের মধ্যে বিতরণ, লব্ধ জ্ঞান প্রকাশন এবং জনজীবনে প্রয়োগের জন্য বহুমুখী কর্মকাণ্ডে ব্যাপৃত থাকে। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলিকেও উপরোক্ত কর্মসূচী সফল করার জন্য যোগ্য ভূমিকা পালন করতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা নির্বাচন, সেগুলির সংগ্রহ, ব্যবহারোপযোগী করার জন্য প্রয়োজনীয় সূচী ও বর্গীকরণ বিন্যাস এবং রক্ষণ এর জন্য সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যিক বলে বিবেচিত হয়। সমগ্র পরিকল্পনাটাই শুধুমাত্র বর্তমান প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে করতে হবে তা নয়, আগামী দিনের (বিশেষ করে আগামী ২০ বছরের) প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখেই গ্রন্থাগারের বিভিন্ন (স্থান ও কর্মীর সংখ্যাসহ) পরিকল্পনা করতে হবে।

বর্তমানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির বাস্তব অবস্থার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে অধিকাংশের ক্ষেত্রেই সুপরিকল্পনার কোনও চিহ্নমাত্র নেই, এলোমেলোভাবে গ্রন্থাগারগুলি গড়ে উঠেছে, এবং তাদের কাজকর্মকে উন্নত করার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের আগ্রহের পরিবর্তে অনীহাই লক্ষ করা যায় বেশী। এ অবস্থার আশু পরিবর্তন প্রয়োজন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক কাজকর্মকে সফল করার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার পরিসেবা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। পরিসেবা সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। শুধুমাত্র পুস্তক লেনদেনই নয় শিক্ষণ ও গবেষণার কাজে গ্রন্থাগারকে যদি উপযুক্ত ভূমিকা পালন করতে হয় তবে, পরিসেবার উন্নতি ঘটাতে হবে। গ্রন্থাগারের বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারকর্মীদের প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্যের সংগে একাত্ম হতে হবে এবং পরিসেবার উন্নতি ঘটানোর জন্য এ বিষয়ে সর্বশেষ লব্ধ জ্ঞান বাস্তবে প্রয়োগ করতে হবে। স্বভাবতই গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলিকে শিক্ষণ ব্যবস্থাকে এমন বাস্তবমুখী করে ঢেলে সাজাতে হবে যাতে করে পরিসেবার সর্বশেষ লব্ধ জ্ঞান সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা অবগত থাকেন এবং তাকে প্রয়োগ করতে পারেন।

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষকেও প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক প্রয়োজনের পরিমাণ এবং সেইমত বৃদ্ধি। অধ্যুক্তিকুশলী কর্মী নিয়োগের যথাযথ ব্যবস্থা করতে হবে যাতে করে গ্রন্থাগার সঠিকভাবে এবং সাফল্যের সংগে চাহিদা ও ও যোগানের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে পারেন। যুগন্তিকল্পিতভাবে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মীর মধ্যে যদি দায়িত্ব ও কর্তব্য বণ্টিত থাকে তবে পরিসেবায় সামগ্রিক উন্নতি আশা করা সম্ভব। বিষয়গুলি পরস্পরের সংগে এমন ভাবে সংযুক্ত যে, বিচ্ছিন্ন ভাবে কোনটাকেই ভাবা যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য এবং কর্মসূচীর মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে যে ধরণের পরিসেবা আশা করা যায় সেগুলি নিয়ে উল্লেখ করা হোল। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যদি সুপরিকল্পিত গ্রন্থাগার পরিসেবার চিন্তা করেন এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক বৃদ্ধি ও অধ্যুক্তিকুশলী গ্রন্থাগার কর্মী গ্রন্থাগারের বর্তমানের এবং ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে করেন তবে পরিসেবার যথেষ্ট উন্নতি ঘটানো সম্ভব। একথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে, বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সার্থকতা বা সফলতা নির্ভর করে প্রধানত সেটা কী পরিমাণে উন্নত ধরণের পরিসেবা দিতে পারছে—যাতে করে পঠন পাঠনের এবং গবেষণার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার যোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে।

৭ **বিভিন্ন ধরণের তথ্যায়ন পরিসেবা** (Documentation Services)

১ **অগ্রিম তথ্যায়ন তালিকা (সংক্ষিপ্তসার ছাড়া)** (Advance/Anticipated Documentation list)

গবেষণাকারী, শিক্ষক, প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষকে নির্দিষ্ট বিষয়ে সর্বশেষ জ্ঞান সম্পর্কে অবহিত রাখা এই তালিকার উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট বিষয়ের পত্রপত্রিকার প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধের বর্গীকৃত তালিকা, সূচীসহ পক্ষকাল অন্তর প্রকাশ করা যেতে পারে।

২ **কোনও বিষয়ের সংক্ষিপ্তসারাবলী** (Abstracts on request)

মূল তথ্যের বিষয় সংক্ষেপ এই পদ্ধতিতে থাকে। তথ্যায়ন তালিকায় উল্লিখিত প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তসারই প্রকাশ হয়। মূল প্রবন্ধের লেখকদের নামানুসারে সংক্ষিপ্তসারের বিন্যাস। পক্ষকাল অন্তর প্রকাশিত হতে পারে। ব্যবহারকারীর প্রয়োজন অনুসারে সংক্ষিপ্তসার শুধুমাত্র বিষয় নির্দেশক (Indicative) কিংবা বিশদ (Informative) হতে পারে।

৩ **পেটেন্ট-এর সংক্ষিপ্তসার** (Patent Abstracts)

নতুন পেটেন্ট সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়ার জন্য এ ধরণের পরিসেবা প্রয়োজন। প্রধান অংশ বর্গীকৃত, সূচী বর্ণানুক্রমিক। পক্ষকাল অন্তর প্রকাশ হতে পারে। ইঞ্জিনিয়ার, কারিগরি বিদ্যাবিশারদ ও গবেষকদের প্রয়োজনে লাগে।

৪ **গ্রন্থপঞ্জী (সামগ্রিক)** (Retrospective bibliography)

নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ, পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ ইত্যাদির সামগ্রিক গ্রন্থপঞ্জী। বর্ণানুক্রমিক সূচীসহ বর্গীকৃত প্রধান অংশ। প্রয়োজন অনুসারে বছরে ২-৩টি প্রকাশিত হতে পারে।

৪ **বিষয়ের অগ্রগতির গতিপ্রকৃতি পর্যালোচনা** (Trend Report)

বিভিন্ন গ্রন্থ পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাদির বিশ্লেষণের মাধ্যমে নির্দিষ্ট বিষয়ের অগ্রগতির গতিপ্রকৃতি পর্যালোচনা করে যথাযথ পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। সাধারণ বিজ্ঞান, কারিগরি, অর্থনৈতিক এবং সমাজ বিজ্ঞানের বিষয়ের উপর এই পর্যালোচনা চলতে পারে। পরিবেশনের ক্ষেত্রে সাধারণের গ্রহণযোগ্য নীতিগুলি অনুসরণ করা হয়।

৫ **তথ্য সংকলন** (Data Compilation)

কারিগরি, বাণিজ্যিক, অর্থনৈতিক বিষয়ে প্রাসঙ্গিক তথ্য সংকলন করে পাঠকের দৃষ্টিগোচর করা এর উদ্দেশ্য সাধারণ।

মূল উৎস থেকেই তথ্যাদি সংগ্রহ করা বাঞ্ছনীয়। পরিবেশনের ক্ষেত্রে টেবল গ্রাফ ডায়াগ্রামের সংযোজন বাঞ্ছনীয়।

৬ সংযোজনের তালিকা (List of Additions)

নির্দিষ্ট গ্রন্থাগারে নির্দিষ্ট সময়ে কোন কোন গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা সংযোজিত হোল সে সম্পর্কে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। বর্ণানুক্রমিক সূচীসহ বর্গীকৃত প্রধান অংশ। প্রধানতঃ মাসিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। অন্ততঃ ১০০টি গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকার তালিকা হওয়া বিধেয়।

৭ নির্বাচিত গ্রন্থের তালিকা (Select List of Books)

যে পাঠক নির্দিষ্ট কোনও বিষয়ে পাঠক্রম গ্রহণ করেছেন, স্বনিযুক্ত শিক্ষাক্রম গ্রহণ করেছেন তাঁদের জন্যই এইরূপ তালিকা প্রয়োজনীয়। তালিকাটি বর্গীকৃত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তালিকাটির ষান্মাসিক প্রকাশ বিধেয়।

৮ সংবাদ সংক্ষেপ (News brief)

গবেষণার বিভিন্ন বিভাগের কাজকর্ম সম্পর্কে সংবাদ সংক্ষেপ। এতে থাকে সংবাদপত্র, সাময়িকী প্রভৃতি থেকে সংবাদ চয়ন করা হয়ে থাকে। মাসিক প্রকাশ বাঞ্ছনীয়।

৯ সংবাদপত্রের সংকলন (Newspaper clippings)

কোনও স্থানীয় বিষয় সম্পর্কে সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদের সার সংকলন। বার্ষিক পুঞ্জীভূত সংকলনের ব্যবস্থা পাঠকের প্রয়োজন সাধন করে।

৮ উপসংহার

একটি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের পক্ষ থেকে পরিসেবাকে উন্নত করার জন্য উপরোক্ত বিষয়গুলি চালু করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য গ্রন্থাগার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। এই বিষয়ের শুধুমাত্র সূচনা করা হোল—বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের বর্তমান বাস্তব অবস্থার ব্যাপক সমীক্ষার মাধ্যমে বিষয়টি আরও গুরুত্ব পাবে বলে বর্তমান প্রবন্ধকারেরা মনে করেন।

'গ্রন্থাগার' পত্রিকার মালিকানা ও প্রকাশন সংক্রান্ত বিবরণী

(ফর্ম ৪, নিয়মাবলী নং ৮)

প্রকাশনার স্থান : কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রকাশ কাল : মাসিক

মুদ্রাকরের নাম : শ্রীসৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়

জাতি : ভারতীয়

ঠিকানা : ১০২/১, ভূপেন্দ্র বসু এ্যাভিনিউ, কলিকাতা-৭০০ ০০৪

প্রকাশকের নাম : শ্রীসৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়

জাতি : ভারতীয়

ঠিকানা : ১০০ ২, ভূপেন্দ্র বসু এ্যাভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০ ০০৪

সম্পাদকের নাম : রামকৃষ্ণ সাহা

জাতি : ভারতীয়

ঠিকানা : ৩৩/২/এইচ, রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০ ০০৫

পত্রিকার স্বত্বাধিকারী : বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

ঠিকানা : কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-৭০০০ ০৭৩

আমি শ্রীসৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়, এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উপরিউক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

১।৩।৭৭

স্বাক্ষর : সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়
প্রকাশক

গ্র ন্থা গা র

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মাসিক মুখপত্র

গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রতি

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সংবাদ প্রকাশে আমরা আগ্রহী। গ্রন্থাগারের বিভিন্ন সংবাদ কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্টভাবে লিখে সম্পাদকের নামে পাঠান।

পাঠকদের প্রতি

'গ্রন্থাগার' পত্রিকা আপনাদের কেমন লাগছে, কোথায় তার ত্রুটি-বিচ্যুতি, কেমন হলে ভালো হতো নিঃসংকোচে জানান। আপনাদের পরামর্শ যতটা সম্ভব গ্রহণের জন্য চেষ্টা করা হবে।

লেখকদের প্রতি

বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগার আন্দোলন, গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান এবং গ্রন্থাগারের সংগে সংশ্লিষ্ট বিবিধ বিষয়ে রচিত প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য আমরা খুবই আগ্রহান্বিত। প্রতিষ্ঠিত লেখক বিবেচ্য নয়, মূল্যবান লেখা-ই আমরা প্রকাশ করতে চাই। পত্রিকায় প্রকাশের জন্য প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্টরূপে লিখে সম্পাদকীয় দপ্তরে পাঠান। আপনার লেখার সাথে সংক্ষিপ্তাকারে English abstract পাঠালে ভালো হয়। কারণ প্রতিটি লেখার English Abstract আমরা প্রকাশ করে থাকি।

প্রকাশকদের প্রতি

'গ্রন্থাগার' পত্রিকা পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সমস্ত গ্রন্থাগারে, ভারতের কয়েকটি বিশিষ্ট গ্রন্থাগারে—এমন কি বিদেশের কয়েকটি গ্রন্থাগারেও নিয়মিত পৌঁছায়। সুতরাং 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া আপনাদের পক্ষে লাভজনক। বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী মলাটের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন।

আমরা গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্পর্কিত এবং বিভিন্ন রেফারেন্স বইয়ের (Encyclopaedia, Dictionary, Directory, Guide Book etc.) সমালোচনা নিয়মিতভাবে প্রকাশ করবার ইচ্ছা রাখি। আপনাদের প্রকাশিত বইয়ের প্রচারের জন্য **পুস্তক আলোচনা** বিভাগে দু'কপি পাঠান।

সম্পাদক, গ্রন্থাগার
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
পি-১৩৪, সি. আই. টি, স্কীম ৫২
কলিকাতা-৭০০০১৪
(ফোন : ৩৫-৮৫৬৬)

Annual Price Rs. 15.00
Single issue Re. 1·50

Licensed to post without prepaymen:
LICENCE No. WB/CC-CL-2
Postal Regd No. WB/CC—145
Regd No. RN/2674/57

Volume 26 : No. 10-12 Jan-March. 1977

GRANTHAGAR

(The monthly organ of the Bengal Library Association devoted to the advancement of Library Science & Library Movement in West Bengal)

All payments should be sent to :
The Secretary
Bengal Library Association
Central Library,
Calcutta University
Calcutta-700073

All correspondence and papers for publication should be addressed to :
The Editor, Granthagar
Bengal Library Association
P-134, CIT Scheme No. 52
Calcutta-700014
Phone : 44-8566

Published by : Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University, Cal-73

Printed by : Sourendramohan Gangopadhyay at the MUDRANEE 151B, Bipin Behari Ganguly Street, Calcutta-700012

Editor : Ramkrishna Saha

Associate Editor : Achintya Mullick

If undelivered please return to :
Bengal Library Association
P-134, C. I. T. Scheme 52
Calcutta-700014

২৬ বর্ষ, সংখ্যা ১২ চৈত্র, ১৩৮৩

সূচী

বার্ষিক চাঁদা—১৫·০০ সম্পাদক : রামকৃষ্ণ সাহা প্রতি সংখ্যা ১·৫০

॥ গ্রন্থাগার পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন ॥

'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া আপনার পক্ষে লাভজনক। কারণ পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে, গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগারানুরাগীদের কাছে পত্রিকা নিয়মিত পৌঁছায়। এ পত্রিকার মাধ্যমে গ্রন্থাগারিকরা পুস্তক নির্বাচন করে থাকেন।

বিজ্ঞাপনের হার

ছাপা অংশের সাইজ	কোন পৃষ্ঠায় কতটা	সাধারণ সংখ্যা টাকা	বিশেষ সংখ্যা টাকা
৮×৬ ইঞ্চি	পূর্ণ পৃষ্ঠা ৪র্থ মলাট	২৫০	৪০০
৮×৬ ইঞ্চি	পূর্ণ পৃষ্ঠা ২য় ও ৩য় মলাট	২০০	৩৫০
৪×৬ ইঞ্চি বা ৮×৩ ইঞ্চি	অর্ধ পৃষ্ঠা ঐ	১২৫	২০০
৮×৬ ইঞ্চি	সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১২৫	৩০০
৪×৬ ইঞ্চি বা ৮×৩ ইঞ্চি	ঐ অর্ধ পৃষ্ঠা	৭০	১৭৫
৪×৩ ইঞ্চি	সাধারণ এক চতুর্থাংশ পৃষ্ঠা	৪০	—

সম্পাদক, গ্রন্থাগার পত্রিকা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি ১৩৪, সি আই টি স্কীম ৫২

কলিকাতা ৭০০০১৪

ফোন : ৪৪-৮৫৬৬

॥ পরিষদ প্রকাশিত কয়েকটি বই ॥

West Bengal Library Directory
(1963 edition) মূল্য ২০.০০

বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগার সম্বন্ধে সর্বাধিক তথ্য সম্বলিত একমাত্র প্রামাণ্য গ্রন্থ।

Library Personality & Library Bill for West Bengal
By Dr. Ranganathan মূল্য ২.০০

পশ্চিমবঙ্গে সুসংগঠিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে গ্রন্থাগার আইনের খসড়া করেছিলেন বিশ্ববিশ্রুত গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানী ড. রঙ্গনাথন।

Library Service in India To-day
মূল্য ৩.০০

মার্কিন সংবাদ প্রতিষ্ঠান ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যুক্ত প্রচেষ্টায় আয়োজিত আলোচনা চক্রের বিবরণ।

নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা
(১৯৬৪ সংস্করণ) মূল্য ৫.০০

আড়াই হাজারের বেশী সুনির্বাচিত বাংলা বইয়ের তালিকা।

রবীন্দ্র সাহিত্যে গ্রন্থাগার
ডঃ বিমল দত্ত প্রণীত মূল্য ১.০০

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের একটি বিশেষ দিক সম্পর্কে আলোকপাত।

গ্রন্থবিদ্যা
ডঃ আদিত্যকুমার ওহদেদার প্রণীত মূল্য ৪.০০

বাংলা শিশু সাহিত্য : গ্রন্থপঞ্জী
বাণী বসু সঙ্কলিত মূল্য ৭.০০

১৮১৮ থেকে ১৯৬২ পর্যন্ত প্রকাশিত প্রায় ৩,৫০০ গ্রন্থ ও ১৫০ সাময়িক পত্রের প্রামাণ্য তালিকা।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি-১৩৪ সি. আই. টি. স্কীম ৫২

কলিকাতা-৭০০০১৪

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

পি-১৩৪, সি. আই. টি. স্কীম ৫২, কলিকাতা-১৪

(ফোন : ৪৪-৮৫৬৬)

সম্পাদক—রামকৃষ্ণ সাহা | সহযোগী সম্পাদক—অচিন্ত্য মল্লিক

বর্ষ ২৬, সংখ্যা ১২ | চৈত্র, ১৩৮০

সম্পাদকীয়

এবারের সম্মেলন

৩৩ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো ৮-১০ই এপ্রিল ১৯৭৪ চুঁচুড়ায় জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ভবনে। সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হবার কথা ছিল গত বছর কিন্তু জরুরী অবস্থা ও অন্যান্য কারণে এটা সে সময় অনুষ্ঠিত হতে পারে নি। এ সম্মেলনের উদ্যোক্তা ছিলেন হুগলী জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার পরিষদ। একই সাথে অনুষ্ঠিত হলো জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব; পশ্চিমবঙ্গ সরকারী গ্রন্থাগার কর্মচারী সমিতির বার্ষিক সম্মেলন; আর যা হবার কথা ছিল সেটা সময়াভাব ও প্রস্তুতির অভাবে হতে পারলো না সেটা হলো ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পূর্বাঞ্চল শাখার সম্মেলনটি।

হুগলী জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ স্থাপিত হয় ১৯২৫ সালে, এটিই সবচাইতে পুরাতন। পশ্চিমবাংলার গ্রন্থাগার আন্দোলনে হুগলী জেলার অবদান সর্বাধিক বলা যায়—এই জেলাতেই এর সূত্রপাত বলা যেতে পারে।

এই জেলার পুরানো সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে ১৮৫৪ সালে স্থাপিত হুগলী পাবলিক লাইব্রেরী সর্বপ্রাচীন; বিগত শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাগারের সংখ্যা ৮ (আট)।

সম্মেলনে আলোচনার বিষয় বস্তু ছিল দুটি। এক—সাধারণ গ্রন্থাগারে পরিসেবা, দুই—শিক্ষায়তন গ্রন্থাগারে পরিসেবা। প্রথমটির মূল প্রবন্ধ রচনার দায়িত্ব পরিষদের কার্যকরী সমিতি অর্পণ করে সত্যব্রত সেনের উপর; দ্বিতীয় প্রসঙ্গের মূল প্রবন্ধের দায়িত্ব অর্পিত হয় কুমার কান্তি সান্যাল ও অশোক বসু-র উপর। এছাড়া প্রথম বিষয়ে আলোচনার জন্য আরও কয়েকটি প্রবন্ধ আসে সেগুলির লেখকবৃন্দ হচ্ছেন-রামরঞ্জন ভট্টাচার্য সুভাষচন্দ্র সাহু ও চৈতালী দত্ত; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আর একটি প্রবন্ধ আসে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার প্রসঙ্গে যার লেখক অমীয় কুমার দত্ত।

সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন বিমলেন্দু মজুমদার। বৈদ্যনাথ ব্যানার্জী চৌধুরী সম্মেলনে প্রধান অতিথি এবং অধ্যাপক চন্দ্রশেখর দেবনাথ সম্মেলনটির উদ্বোধক ছিলেন। অরুণকান্তি দাশগুপ্ত ও শান্তিপদ ভট্টাচার্য যথাক্রমে অধিবেশনগুলির পরিচালক ছিলেন। সাধারণ গ্রন্থাগারে

পরিষেবা প্রসঙ্গ দিয়ে সম্মেলনের কার্যকরী অধিবেশন শুরু হয়। আলোচনার মধ্যে যে কয়টি বিষয় প্রাধান্য লাভ করে তার মধ্যে সাধারণ গ্রন্থাগারে পরিষেবার মান প্রসঙ্গের অনুপস্থিতি; নিরক্ষরতা দূরীকরণে ব্যর্থতা এবং এই ব্যর্থতার অবসানে গ্রন্থাগারের ভূমিকা; পরিষেবার মান নির্ণয়ে সমীক্ষার প্রয়োজনীয়তা; গ্রন্থাগার কর্মীদের চাকুরীগত নিরাপত্তা ও চাকুরীর সর্তাবলী, রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউণ্ডেশনের কর্মধারা; শ্রমিকদের গ্রন্থাগার ব্যবহার; চাঁদার বাধা; গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিভিন্ন ধাপ যথা গণ আন্দোলনের পর্যায়ে উন্নয়ন, ও সাধারণ মানুষকে গ্রন্থাগার সম্পর্কে সচেতন করা এবং গ্রন্থাগারের পুস্তক কেন্দ্রিকতা থেকে তথ্য কেন্দ্রিকতায় নিয়ে যাওয়া। আরও যে প্রশ্ন সামনে আসে সেটা হলো সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবাবলী সম্পর্কে-যথা প্রতি বৎসরই প্রস্তাব গৃহীত হচ্ছে এবং অধিকাংশ একই প্রস্তাব কিন্তু সেগুলি কার্যকর হচ্ছে না সুতরাং এ সম্পর্কে কি করণীয় এ প্রশ্ন অনেকের মনেই দেখা দিচ্ছে—এটা অবশ্যই আনন্দের কথা।

শিক্ষায়তন গ্রন্থাগারে পরিষেবা বিষয়ে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের প্রবন্ধকারেরা বক্তব্য উপস্থাপিত করার পর যে কয়েকটি বিষয় প্রাধান্য পায় সেগুলি হল সমীক্ষায় মফঃস্বল কলেজগুলির অন্তর্ভুক্তি করণ; Retrospective Bibliography (সামগ্রিক গ্রন্থপঞ্জী) বাংলা জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশনে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা; গ্রন্থাগারে পাঠকের বই না পাওয়া জনিত সমস্যা, গ্রন্থাগারিকের পদমর্যাদা ও চাকুরীর নিরাপত্তা, শিক্ষায়তন গ্রন্থাগারে পরিষেবার মান নির্ধারণ, বই কেনার cost benefit: গ্রন্থাগারে contract service এর যৌক্তিকতা প্রভৃতি।

বিদ্যালয় গ্রন্থাগার প্রসঙ্গে একটিই প্রবন্ধ এসেছে। এতে বিদ্যালয়ে আবশ্যিকভাবে গ্রন্থাগার দাবী করা হয়েছে; পূর্ণ সময়ের জন্য গ্রন্থাগারিক নিয়োগ; নতুন ১১-১২ ক্লাস জনিত পরিস্থিতির উদ্ভব এবং গ্রন্থাগারে এর প্রভাব; বিদ্যালয়ে carrier planning centre প্রবর্তন; বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সম্পর্কিত আন্দোলনের উদ্যোগবিহীনতা; শিক্ষাপদ্ধতির আমূল পরিবর্তন যথা পরীক্ষা কেন্দ্রিক বা বক্তৃতা কেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা হতে গ্রন্থাগার কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন।

সম্মেলনের সমাপ্তি অধিবেশনে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এ অধিবেশনের পরিচালক ছিলেন ফণি ভূষণ রায়. প্রস্তাবগুলির মধ্যে কতগুলি সাধারণ প্রস্তাব পেশ করা হয় সেগুলিকে ন্যূনতম কর্মসূচী বলা যেতে পারে এবং সেগুলি নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলা যাবে। এগুলি পরিষদের কর্ম সচিব উপস্থাপন করেন। সাধারণ গ্রন্থাগার সম্পর্কিত প্রস্তাব উত্থাপন করেন সত্যব্রত সেন, রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউণ্ডেশন সম্পর্কিত প্রস্তাব পেশ করেন সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়; নিরক্ষরতা দূরীকরণ সম্পর্কিত প্রস্তাব যা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয় সেটির প্রস্তাবক ছিলেন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়; জাতীয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে প্রস্তাব পাঠ করেন হিরণ কুমার দত্ত, কর্মচ্যুত গ্রন্থাগারিকদের পুনর্নিয়োগ সংক্রান্ত প্রস্তাব করেন রামকৃষ্ণ সাহা—আর শিক্ষায়তন গ্রন্থাগার সংক্রান্ত প্রস্তাবগুলি অশোক বসু পেশ করেন। প্রস্তাবগুলি প্রয়োজনীয় সংশোধনান্তে গৃহীত হয়।

এবারকার সম্মেলনে যে কয়েকটি বিষয়কে কেন্দ্রকরে আলোচনাগুলি হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম বিষয় হলো গ্রন্থাগারে পরিষেবার (services) উপর গুরুত্ব; নিরক্ষরতা দূরীকরণে গ্রন্থাগারের ভূমিকাকে খাটো করে দেখানোর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এবং এ সম্পর্কে গ্রন্থাগারের ভূমিকার প্রাধান্য; গ্রন্থাগারগুলির তথ্যভিত্তিক পরিষেবা এবং কর্মচ্যুত গ্রন্থাগার কর্মীদের পুনর্নিয়োগের দাবী।

মোট কথায় বলা যায় এবারের সম্মেলনে বক্তাদের বিষয়গুলি গভীরভাবে পর্যালোচনা করতে দেখা গেছে—এবং এটা খুবই আনন্দের বিষয়। সবশেষে বলা যায় যে উদ্যোক্তাদের সুষ্ঠু ব্যবস্থা সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে—এবং তাঁরা সবিশেষ প্রশংসিত হয়েছেন।

শোনার জগতের বাইরের ঠিকানা এনে দেওয়া। যে উদ্দেশ্য নিয়ে স্কুল স্থাপিত হয় তাকে সফল করতে হলে প্রাথমিক স্কুলে দরকার শিশু পড়ুয়াদের উপযোগী গল্প, কবিতা, ছড়ার বই। সচ্ছল পরিবারের শিশু বাড়ীতে সেই সুযোগ পায়। কিন্তু অন্যরা বাড়ী এবং স্কুল দুই জায়গায়ই বঞ্চিত, কারণ আমাদের সাধারণ পাঠশালায় বই কেনার রীতি নেই, এবং এর জন্য সরকারী অনুদানও নেই। যে শিশুর মন রূপকথার জগতে বিচরণ করেছে সে আরেকটু বড় হয়ে বাস্তবের ভিত্তিতে গড়া গল্প বা বাস্তব সত্যের বর্ণনা, যেমন ভ্রমণ কাহিনী বা জীবনী পড়ার জন্য কাঙ্খিত হয়। সে এমন সব বইয়ের সমজদারও হয়ে উঠে। বিমল আর কুমার যে যখের ধন আনতে গেল বা রবিনসন ক্রুসো নির্জন দ্বীপে জীবন কাটাবার সকল সম্ভাব্য ব্যবস্থা করল, বা লিভিংস্টোন পাহাড় জঙ্গল ডিঙ্গিয়ে আফ্রিকার এপার থেকে ওপারে গিয়ে পৌছলেন, এমন সব কাহিনী না পড়লে তার ভূগোল ইতিহাসের পাঠকে পূর্ণ ফলপ্রসূ করার মত মনের শক্তি জন্মায় না। সাহিত্যের রস আস্বাদনের ক্ষমতা বা প্রবৃত্তি কোনটাই মনে আসে না। এমন শিশুর কাছে পাঠ্য বইয়ের তথ্য হয়ে দাঁড়ায় মুখস্থ করার জন্য কিছু নীরস বাক্য সমষ্টি। সে River-এর সংজ্ঞা গড়গড় করে মুখস্থ বলতে পারে কিন্তু জানেনা River কি বস্তু, এমনকি যদিও বা গঙ্গা যমুনার সঙ্গমে প্রয়াগ নগরীরও সে বাসিন্দা হয়। ইতিহাস তার কাছে সন তারিখের বিভীষিকা, ভূগোলের কর্কট ক্রান্তি মকর ক্রান্তি নিয়ে মন ভয় ও ভ্রান্তি ভরে ওঠে। "আশি দিনে ভূ প্রদক্ষিণ" পড়া থাকলে ভূগোল শেখার জন্য যে উৎসাহ তার মনে জাগতে পারত সেই সুযোগ আর আসতে পারলোনা। কিছু সংজ্ঞা, কিছু তালিকা মুখস্থ করে সে একদিন পরীক্ষা পাশ করে বা ফেল করে ভূগোল পড়া সাঙ্গ করে দেবে চারপাশের ভৌগোলিক জগৎ সারাজীবন তার মনের দৃষ্টির অগোচরে থেকে যাবে। বিজ্ঞান পড়ার বেলাও যে সব কিশোরের আবিষ্কারের কাহিনী বা বিজ্ঞান ভিত্তিক গল্প পড়া নেই তারা মুখস্থ করেই পাঠ্যক্রম সাঙ্গ করবে, স্কুল জগতের পিছনে যে অদৃশ্য এক যাদুতে ভরা জগৎ আছে সেখানে প্রবেশ করার ছাড়পত্র তাদের হাতে পৌছুবেনা। শিক্ষায় বাস্তীকরণে কৌতূহল অনুসন্ধিৎসা, চিন্তাশক্তির চালনা দরকার। তার সূচনার সময় শৈশব ও কৈশোর। সাহিত্যের রস আস্বাদন করতে হলে চাই কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করার ইচ্ছা। তার সূত্রপাত কচি বয়সে না হলে পরে সাহিত্যের ক্লাসও ত্রাসের সৃষ্টি করে। এমন ছাত্র পরীক্ষা কোন রকমে তরে যাওয়ার জন্য নির্ভর করে এর তার লেখা তৈরী গৎবাঁধা উত্তর মুখস্থ করে নেওয়ার উপর। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় "রচনার" অর্থ দাঁড়িয়েছে অন্যের লেখা বাক্য সমষ্টি মুখস্থ করে পরীক্ষার খাতায় লিখে দেওয়াতে। যে ব্যক্তি শৈশবে কৈশোরে পাঁচ সাতশ' গল্প বই পড়েনি সে কখনও মনের ভাব গুছিয়ে বলার কৌশল আয়ত্ত করতে পারেনা, স্বকীয় প্রকাশভঙ্গী আয়ত্ত করা ত দূরের কথা।

স্কুলের গ্রন্থাগারে গল্প বইয়ের স্থান সবার উচ্চে। শিশুদের গ্রন্থাগারও শুধু গল্প বইয়ের সংগ্রহ নিয়েই হবে। বাংলায় শিশুদের জন্য লেখা অমূল্য সম্পদ কিছু আছে। কিন্তু আমাদের শিশু সাহিত্য বা কিশোর সাহিত্য তেমন সমৃদ্ধ নয়। উপযুক্ত বা সুখপাঠ্য বইয়ের সংখ্যা খুব কম। কিশোরদের যে ইতিহাস-ভূগোল-বিজ্ঞানের পাঠ্যবস্তু আছে তার বিষয়বস্তু ও আনুষঙ্গিক প্রসঙ্গকে রসপুষ্ট করে তুলতে পারে এমন ধরনের ভ্রমণ বিবরণ, জীবনী এসব বাংলাতে বিশেষ নেই। যোগ্য বই সংখ্যায় কম বলে বলা চলে যে স্কুলের গ্রন্থাগার গড়ে তুলতে বইয়ের জন্য বেশী টাকা লাগেনা। সরকারের শিক্ষা বিভাগ বা স্কুল পরিচালনা সমিতি বা কখনও বা প্রধান শিক্ষক শঙ্কিত হন যে স্কুলে গ্রন্থাগার স্থাপন করতে গেলে অনেক টাকার দরকার। ভীতিটা অমূলক।

অনেক কলেজে দেখা যায় গ্রন্থাগার ঠিক ততখানি সময় খোলা আছে যতক্ষণ কলেজে ক্লাস চলে। এমন অবস্থায় একটি ছাত্রের পক্ষে গ্রন্থাগার থেকে বই ধার-করে আনার বা ওখানে বসে পড়ার সুযোগ পাওয়ার কথা নয়।

কিন্তু যেহেতু আমাদের কলেজীয় প্রথায় আর্টসের ছাত্রদের ক্লাসের মাঝখানে কিছু কিছু ফাঁক থাকে তাই তাদের ক্ষেত্রে এ তেমন বাধার সৃষ্টি করেনা। বিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারি এসব কলেজে দেখা যায় যে ছাত্রদের দিন ক্লাসের ঠাস বুনুনিতে ভরা। ফলে ছাত্ররা গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ কম পায়। স্কুলের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার থাকলেও অনেক সময় ছাত্ররা কখন বই নিতে আসতে পারবে তার কথা ভাবা হয়না বলে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয় যে গ্রন্থাগার থেকেও তা ছাত্রদের কাজে লাগেনা। ইস্কুলের যখন "রুটিন" তৈরী হয় তখন ব্যবস্থা করতে হবে যে প্রত্যেক ক্লাসের জন্য সপ্তাহে অন্ততঃ একটি "পিরিয়ড" যেন থাকে গ্রন্থাগার ব্যবহারের জন্য। এই ব্যাপারে প্রধান দায়িত্ব হওয়া উচিত গ্রন্থাগারিকের। কিশোরদের জন্য গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব আরেকটু বেশী। তারা যাতে গল্প, ভ্রমণ কাহিনী, জীবনী বিজ্ঞানের আলোচনা, এসব বইয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয় এই চেষ্টাতে গ্রন্থাগারিককে জড়িত হতে হবে। এ তার একার দায়িত্ব নয়। এখানে মুখ্য দায়িত্ব শিক্ষকদের। এ প্রচেষ্টা সফল হতে পারে তখনই যখন শিক্ষাদানের পদ্ধতি এমন ধরণের হয় যার ফলস্বরূপ ছাত্ররা পাঠ্যপুস্তকের চৌহদ্দির বাইরে চারদিকে তাকাতে উৎসাহিত বোধ করে। এর জন্য গ্রন্থাগারিককে শিক্ষকদের কাজের সঙ্গে কিছুটা জড়িয়ে পড়া দরকার। গ্রন্থাগারিককে যে শিক্ষকের সমান মর্যাদা, সমান দক্ষিণা দেওয়ার দাবী হয় তার আসল ভিত্তি হল যে ছাত্রদের শিক্ষিত করার প্রচেষ্টায় গ্রন্থাগারিকেরও শিক্ষকের তুল্য সেবা দেবার দায়িত্ব রয়েছে।

কিশোরদের কেন পাঠ্যপুস্তকের বাইরে নানান বইয়ের সঙ্গে পরিচিত হওয়া দরকার সেই যুক্তির আরেকটা দিক এখানে উত্থাপন করা যায়। যে কোনও দেশে সারা ছাত্র জীবনের পাঠ্যক্রমে কতখানি সাহিত্যের বই ঢোকান থাকে?—গোটা কয় কবিতা, কিছু প্রবন্ধ, অল্প কিছু গল্প হয়ত একটা-দুটো নাটক আর উপন্যাস। সাহিত্যের জগৎ যত বড় তার কতখানি অংশ সারাজীবনের পাঠ্যপুস্তকে আঁটান যায়?—খুবই ছোট অংশ, হয়ত এক শতাংশের একটা ভগ্নাংশ। কিন্তু আমরা চাই যে শিক্ষা সে পেয়েছে এমন লোক সারাজীবন নিজের পছন্দ মত সাহিত্যের নানান বই পড়বে, এবং সে গান, নাটক, ফিল্মের রসজ্ঞ সমঝদার হবে। যে জাতির লোক তা করেনা বা করতে পারেনা সেই জাতির সাংস্কৃতিক জীবন ক্ষীণ ধারায় বয়। অর্থাৎ, তার শিক্ষা পদ্ধতি ব্যর্থ হয়েছে। আমাদের দেশে এখনও শতকরা সত্তর জন লোক লিখন পঠনে অক্ষম। জাতির যে ক্ষুদ্র অংশ কেতাবী শিক্ষা লাভের সুযোগ পায় তাদের মধ্যে একটা খুব ছোট ভাগ সাহিত্যের আগ্রহী পাঠক হয়। বেশির ভাগই নিজে উদ্যোগী হয়ে বই পড়তে এগোয় না। এবং খুব সুক্ষ রসের না হলে গান, নাটক, ফিল্ম উপভোগ করতে পারেনা। সেই অবস্থায় জাতির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বহন করে নিয়ে যাওয়ার ভার পড়ে এক অতি ক্ষুদ্রকায় গোষ্ঠীর উপর। তাতে সংস্কৃতির পরিপুষ্টির অভাব ঘটে। তার দ্বারা আমাদের মৌলিক শিল্পীদের কলিগোষ্ঠার ভয় থাকে। বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও অনুরূপ ফল ঘটে। এ পর্যন্ত আমরা বিদেশের বিজ্ঞানী-দের উপর নির্ভর করে চলে আসছি। তারা রেলগাড়ী, মোটর গাড়ী, উড়োজাহাজ, রেডিয়ো, রাডার, পেনিসিলিন আবিষ্কার করে চলেছেন—আমরা হয় বিদেশী তৈরী মাল কিনছি বা নকলমূলা ধার করছি। যদি নিজেদের সমস্যা সমাধানের জন্য আমরা নিজেরাই বিজ্ঞানের প্রয়োগ করতে চাই তবে আমাদের কিশোর ছাত্রদের মনে কৌতুহলের বীজ ঢুকিয়ে দিতে হবে। শুধু পাঠ্যবস্তু দিয়ে তা হয়না। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তকে যতখানি বিষয়বস্তু আছে তার শত শত গুণ আলোচ্য বিষয় ছড়িয়ে আছে নানান বইয়ের পত্র পত্রিকায়। যে ছাত্র পাঠ্য তালিকার বাইরে তাকায় না সে নূতন ধারায় কখনও চিন্তা করতে পারবে না। শিক্ষাপদ্ধতি এমন হওয়া চাই যাতে মনের জগৎ প্রসারিত হয় ও চিন্তাশক্তি বেড়ে যায়। এই কাজের দায়িত্ব শিক্ষকের যিনি উৎসাহ জাগাবেন, লেখকের যিনি সেই ক্ষুধা তৃপ্তির ও আগ্রহ চির-জাগরুক রাখার উপযুক্ত বই লিখে যাবেন। আর গ্রন্থাগারিকের যিনি ছাত্র ও শিক্ষক উভয়কে যথাযোগ্য

বইয়ের জোগান দেবেন। শিশু-কিশোর বয়স থেকে মনের জগৎ প্রসারিত না হলে আর চিন্তা শক্তি না জাগলে জাতির আর্থিক, সাংস্কৃতিক কোন উন্নতি সম্ভব হয় না। স্কুল কলেজ যে উদ্দেশ্যে স্থাপন করা হয় তাকে সফল করতে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব অনেকখানি।

বক্তব্যের সংক্ষিপ্ত সার হল— (১) জাতির স্বার্থে ও শিক্ষার লক্ষ্য অর্জন করতে প্রত্যেক স্কুলে যোগাযোগের গ্রন্থাগার ও তার পরিচালনার জন্য সুদক্ষ কুশলী গ্রন্থাগারিকের ব্যবস্থা করতে হয়। (২) শিক্ষকবৃন্দ ও গ্রন্থাগারিকের কর্তব্য হল ছাত্ররা যাতে গ্রন্থাগার ব্যবহারের উচিত সুযোগ পায় তেমন "রুটিন" করা। (৩) গ্রন্থাগারিকের কর্তব্য প্রত্যেক স্তরের ছাত্রদের জন্য উপযুক্ত বই সংগ্রহ করে আনা। (৪) তাঁর দায়িত্ব ছাত্রদের গ্রন্থাগার ব্যবহারের পূর্ণ সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া। (৫) শিক্ষকবৃন্দ ও গ্রন্থাগারিকের যৌথ দায়িত্ব ছাত্রদের উৎসাহিত করা যাতে তারা পাঠ্যপুস্তকের গণ্ডীর বাইরে গল্প, ভ্রমণ কাহিনী, জীবনী, বিজ্ঞানের আলোচনা, কবিতা এসব বই পড়ে, তথা সেই আগ্রহ জীবন্ত রাখা।

৩৩তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন, হুগলীজেলা গ্রন্থাগার, চুঁচুড়া

সমবেত সজ্জন মণ্ডলী, অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যবৃন্দ ও গ্রন্থাগারিক বন্ধুগণ—

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বার্ষিক সম্মেলনের অধিবেশনে সভাপতির পদে আপনারা আমাকে নির্বাচন করেছেন তার জন্য আমি সত্যই কৃতজ্ঞ। তার কারণ—যদিও আমি এই পরিষদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে ১৯৫৩ সাল থেকেই জড়িত আছি, কিন্তু গত কয়েক বৎসর নানা কারণে ঠিক অন্যান্য কর্মীদের মত এর সেবা করতে পারিনি আন্তরিক ইচ্ছা থাকা সত্বেও। কিন্তু তথাপি আমার সে অক্ষমতা মার্জনা করে আমাকে সাদর নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন, এই সম্মান দিয়েছেন তার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখেছি সাধারণ ভাবে আজ যাঁরা পরিষদের কর্মী ও কর্ণধার তাঁদের অনেকেরই শিক্ষক হবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে এবং অন্যান্য অনেকের অকৃত্রিম বন্ধুত্ব লাভ করেছি। যদিও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মী হিসাবে ১৯৫৩ থেকে ১৯৬৬ অবধি কাজ করেছি, ১৯৬০ থেকে ১৯৬৪ অবধি সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সেক্রেটারি হিসাবে কর্ম করবার এবং সেই সূত্রে বহু ভারতীয় গ্রন্থাগারিকের বন্ধুত্ব লাভ করবার সৌভাগ্যও আমার হ'য়েছে। কিন্তু সর্বোপরি যে কাজের জন্য নিজেকে ধন্য মনে করছি সেটা হ'চ্ছে—গ্রন্থাগার বিজ্ঞান প্রশিক্ষণে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদে ১০ বৎসর এবং যাদবপুর ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান প্রশিক্ষণ বিভাগে বহু বৎসর শিক্ষকতা করেছি এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনও করছি। যদিও আমি ব্যক্তিগত কারণে পরিষদের সক্রিয় কর্মী হিসাবে আর তেমন কাজ করতে পারিনা কিন্তু তৎসত্বেও আমার মন, প্রাণ ও শুভেচ্ছা এঁদের সঙ্গেই থাকে। পরিষদের কর্মীদের সঙ্গে সব সময়ে যোগাযোগ রেখেও চলি। আমার বহু ছাত্র-ছাত্রী আজ ভারতবর্ষের নানা সব প্রতিষ্ঠ গ্রন্থাগারের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত এঁদের কর্মকুশলতার খ্যাতি যখনই শুনি আমি আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়ি। প্রশিক্ষণ বিভাগেও এঁদের অনেকে এখন কৃতী। আমার এ উচ্ছ্বাস এ সভায় প্রকাশ করা উপযুক্ত কিনা জানিনা; কিন্তু কেন জানিনা ছাত্রদের কৃতিত্ব লাভ যখনই শুনতে পাই আমি নিজে অত্যন্ত আনন্দ ও তৃপ্তি পাই। আত্ম কাহিনী হিসাবে এসব বলার উদ্দেশ্য—আবার মনে হয় বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতি হওয়ার এই সম্মান পশ্চিমবঙ্গের যে কোন গ্রন্থাগারিকের পক্ষে সমধর্মীদের নিকট থেকে নিজের কর্মজীবনের ও সাধারণের সেবার স্বীকৃতি প্রাপ্তি, এবং সে জন্য পরিষদকে আমি ধন্যবাদ জানাই।

এখন কিছু কাজের কথায় আসা যাক। আমার কাছে যখন কোন যুবক উপদেশ চাইতে আসেন যে গ্রন্থাগারিক বৃত্তি গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় কিনা—আমি প্রথমেই বলি, যদি অর্থ, ক্ষমতা, Glamour ইত্যাদি আপনার কাম্য হয় এ পথ এ বৃত্তি আপনার জন্য নয়। এ পথে শুধু একটি মাত্র লাভ তা হল জনসেবার আনন্দ। আর বহু জ্ঞানী, গুণী, বিদগ্ধ-জনের সান্নিধ্য লাভ, বন্ধুত্ব লাভ। এ ছাড়া গ্রন্থাগারিকদের সমস্ত জগতের জ্ঞানের ভাণ্ডারের সান্নিধ্যে প্রতি কর্ম মুহূর্তে আসতে হয়, সেজন্য নিজের ইচ্ছা থাকলে প্রচুর জ্ঞান লাভের সুযোগও আছে। নূতন পুরাতন ভাবধারার সংস্পর্শে আসা'য় তরুণ মনের পরিধি উদার ও উচ্চ হওয়ার সম্ভাবনা।

আমি গ্রন্থাগার পত্রিকা নিয়মিত পাঠ করি এবং লেখক ও কর্মীদের অনেকের অসাধারণ কর্মদক্ষতারও নিত্য পরিচয় পাই। বিগত অর্ধশতাব্দিক বছরের অসংখ্য সভাতে গ্রন্থাগার ও আনুষঙ্গিক নানা ব্যাপারের উপর

মূল্যবান আলোচনা নানাভাবে হয়েছে দেখতে পাই ; যদিও সবগুলি প্রস্তাব ও প্রচেষ্টা এখনও ফলবতী হয়নি। কিন্তু আমি মনে করি সে সব বিষয়ে আমার অপেক্ষা অনেক জ্ঞানী, গুণী ও কুশলী ব্যক্তি অনেক কিছু সারগর্ভ কথা বলে গেছেন। সেজন্য আমি কতকগুলি সাধারণ কথা যার অভাব আমি নিজে একজন গ্রন্থাগারিক হিসাবে প্রতিনিয়ত অনুভব করি সেগুলির বিষয়ে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখব।

গ্রন্থাগারের কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতীচ্যের সাথে তাল রেখে চলার প্রচেষ্টা যদিও আমাদের পক্ষে খুবই সময়োপযোগী কেননা আজকের পৃথিবী সর্ব্ব বিষয়ে এগিয়ে যাচ্ছে ; প্রতীচ্যের দেশগুলির অপেক্ষা আমরা যাতে পিছিয়ে না পড়ি সে চেষ্টা খুবই প্রশংসনীয়। তা সত্ত্বেও অর্থাভাবে আমরা মত অনেক কিছুই করতে পারি না। গত কয়েক বছরে গ্রন্থাগারবিদ্যায় বহুল অগ্রগতি হয়েছে। Mechanised services ভারতীয় গ্রন্থাগারে চালু করা কোন কোন ক্ষেত্রে সফল হয়েছে সত্য, কিন্তু এই প্রচেষ্টা ছাড়াও আর একটা দিক আছে। আমাদের দেখতে হবে আমরা যেন শুধু অনুকরণ প্রিয় হয়ে না পড়ি। অর্থাৎ দেশের আর্থিক ও সামাজিক ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যেন চলার চেষ্টা করি। অর্থাৎ পিছনের দিকে আশে পাশে তাকান প্রয়োজন। যেমন ধরুন মাতৃভাষায় Technical Books ছাপার কাজ তেমন এগিয়েছে কি? এর কারণ অবশ্য অনেক আছে— যেমন মাতৃভাষায় বই বিক্রী হবার সম্ভাবনা কম—লেখকের ও অর্থের অভাব। তাছাড়া ইংরাজী ভাষার সঙ্গে শিক্ষিত সমাজের প্রায় ২০০ বছরের সম্পর্ক। কিন্তু মনে হয় পরিষদ অগ্রণী হ'লে সরকারের কাছ থেকে বা U.G.C. থেকে কিছু অর্থ নিশ্চয়ই পাবেন। অবশ্য আশা করি উপযুক্ত কর্ম্মীর অভাব হয়ত হবেনা। যেমন ধরুণ Dictionary Catalogue তৈরীর ব্যাপারে বাংলা ভাষায় List of Subject Headings বই এর অভাব প্রতিনিয়তই অনুভব করি। বাংলায় Glossary of Library Terms এর অত্যন্ত প্রয়োজন। হয়ত বা বাংলায় Catalogue Code হ'লে ভাল হয়—অবশ্য আন্তর্জাতিক Code গুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে।

শিক্ষক হিসাবে গ্রন্থাগার প্রশিক্ষণে আমি যে ত্রুটি দেখতে পাই সেটি হল প্রশিক্ষণের সময় আমরা সমস্ত উদাহরণ, সমস্ত সূত্র—ইংরাজী ভাষায় এবং ওদেশের নজির থেকে বলে যাই। কিন্তু আমরা যখন দেখি মাঝারি ধরণের গ্রন্থাগারে শতকরা ১০%—১৫% পুস্তকই বাংলা ভাষায় লেখা তখন প্রশিক্ষণের সময় উদাহরণগুলো এমনকি লেখকের নামগুলো বাংলায় বা ভারতীয় লেখকদের—হ'লে ভাল হয় না কি? কিন্তু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রশ্নপত্র নিরীক্ষণ করে দেখলে দেখবেন এ বিষয়ে আমরা কত উদাসীন।

এছাড়া সকলেই জানেন অন্য কয়েকটি প্রদেশে National Book Trust এর মত সেখানকার প্রাদেশিক ভাষায় বই সুলভ মূল্যে ছাপান ও বিক্রয় করা বা কিছু কিছু গ্রন্থাগারে বিতরণ করার জন্য Provincial Book Trust আছে। আমার মনে হয়—গ্রন্থাগার পরিষদ ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ যুক্তভাবে অথবা পৃথকভাবে এ বিষয়ে একটা আন্দোলন বা অন্য উপায়ে সরকারকে এ ব্যাপারে যত শীঘ্র সম্ভব ব্যবস্থার জন্য সক্রিয় করে তোলার চেষ্টা করলে ভাল হয়। অর্থাৎ বাংলা ভাষায় লেখা ও বাংলাদেশ ও ভাষার উপরে লেখা উপযুক্ত পুরাতন ও দুষ্প্রাপ্য বই বা পত্রিকা পুনর্মুদ্রণের দায়িত্ব সরকারের নেওয়া উচিত। আর বেশী দেরী হলে হয়ত ছাপানোর জন্য যে কপিগুলি দরকার তাও আর দেশে পাওয়া যাবে না।

উদাহরণ :—বাংলা বিশ্বকোষ, বঙ্গীয় শব্দকোষ, চারুচন্দ্রের Eng/Bengali অভিধান, চণ্ডালিকা, রবীন্দ্রনাথ পরিচালিত মাসিক পত্রিকা বালক, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বামাবোধিনী পত্রিকা, আর্য্য, ব্রহ্মবাদীন্ ইত্যাদি। এছাড়া জগদীশচন্দ্র বসুর লেখা ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর লেখা বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান পুস্তক ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমি মনে করি সরকারের যদি উপযুক্ত লোকের অভাব থাকে কিছু কিছু কাজ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ বা অনুরূপ বিশস্ত প্রতিষ্ঠানকে দিতে পারেন। এমনকি কোন বিখ্যাত দায়িত্বশীল পুস্তক প্রকাশন সংস্থাকেও নিম্নতম মূল্যে কাগজ ইত্যাদি সাহায্য করে একাজ করা সম্ভব। সবই নির্ভর করে জনসাধারণের এবিষয়ে আন্দোলন, আবেদন, নিবেদন ও ইচ্ছাশক্তির উপরে।

সকলেই জানেন সরকারের স্থাপিত Antiquities Collection Committee মধ্যে মধ্যে খবরের কাগজে দুষ্প্রাপ্য ও পুরাতন জিনিষ দান গ্রহণ করবার বা কেনার ইচ্ছা প্রকাশ করে বিজ্ঞাপন দেন। সরকারের এই প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। এইরূপ সংগ্রহ হওয়ায় দেশের দুর্লভ ও দুর্মূল্য সম্পত্তি বিদেশে চালান হওয়া বা নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা পায়। তেমনি আমি মনে করি হয় কেন্দ্রীয় সরকার বা বাংলা সরকার একটি Rare Books & Documents Collection সংস্থা বা West Bengal Book Trust মারফত বহু দুষ্প্রাপ্য বই বা পত্রিকা সংগ্রহ ও রক্ষণ করতে পারেন। হয় দানের দ্বারা বা উপযুক্ত মূল্যে ক্রয় করলে বহু মূল্যবান বই, পত্রিকা, চিঠিপত্র বা দলিল ইত্যাদি ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষিত ও মুদ্রিত হওয়া সম্ভব। আপনারা জানেন ইংরাজ আমলে বহু মণীষী যাঁরা রাজনৈতিক অপরাধে ধৃত হয়েছেন ও বিচারের সম্মুখীন হয়েছেন তাঁদের লেখা চিঠি পত্র পুলিশের ও সরকারের হেফাজতে বা কোন কোন ব্যক্তির কাছে এখনও খুঁজলে পাওয়া যায় ও রক্ষা করা যায়। এখনও হয়ত সেগুলো সংগ্রহ করা ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে এখনও রক্ষা করার চেষ্টা সফল হবে বেশী বিলম্ব হলে পাওয়া যাবে না।

উদাহরণ :—১। শ্রীঅরবিন্দের বিচারের বহু দলিল পত্র

—২। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার মামলায় আসামীদের বিচারের দলিল ও চিঠিপত্র ইত্যাদি

এরূপ বহু উদাহরণ দেওয়া যায়।

এছাড়া গ্রন্থাগারগুলির বইএর অভাব মেটানোর জন্য বাংলা ভাষায় Reference Books লেখা ও ছাপানো পরিষদের পক্ষে আশু প্রয়োজন। আপনারা জানেন ইংলণ্ড ও আমেরিকায় গ্রন্থাগারিকদের সুনামের একটি মুখ্য কারণ ভাল ভাল Reference বই; যা থেকে গ্রন্থাগারিকরা অনুসন্ধিৎসু পাঠককে তাঁর প্রয়োজনীয় তথ্য তড়িৎ গতিতে দিতে পারেন। বাংলা ভাষায় বহু বহু Reference বই এর আশু প্রয়োজন। হয় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ বা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ যদি এবিষয়ে আরও নজর দেন আমাদের সকলের অনেক সমস্যার সমাধান হতে পারে। যেমন ধরুন Who's Who of Authors of Bengal। বিখ্যাত লেখকদের Concordance যেমন রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র বা নজরুলের। তাছাড়া রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদির line by line reference book সম্পাদন ও ছাপানো দরকার। বাংলা ভাষায় শিশুদের উপযোগী আরও Encyclopoedia সম্পাদন করা দরকার এসব কাজ শুধু Volantary workers দিয়ে করা অত্যন্ত সময় সাপেক্ষ ও ব্যয় সাধ্য। সেজন্য পরিষদ সরকারের কাছে আবেদন করে কয়েকটি Research Scholarship অথবা Project Scheme এর খরচ আদায় করে এই সকল কাজে নামতে পারেন।

বলা বাহুল্য এক সময়ে বসুমতী সাহিত্য-মন্দির সুলভ মূল্যে উৎকৃষ্ট বই জোগানোর দুরূহ কর্তব্য অভূতপূর্ব সাফল্যের সঙ্গে পালন করেছেন। গত দুই চার বৎসর থেকে দেখছি এক পুস্তক প্রকাশক প্রতিষ্ঠান সামান্য অগ্রিম অর্থানয়ে বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট—বইগুলি সুলভ মূল্যে প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন। এতে বহু গ্রন্থাগার ও সাধারণ মধ্যবিত্ত কিছু কিছু দুষ্প্রাপ্য বই সহজে পাঠ করতে ও সংগ্রহ করতে পারছেন। এরূপ আরও বেশী প্রচেষ্টা হওয়া দরকার এবং আশাকরি সরকার এঁদের নিম্নতম মূল্যে কাগজ ইত্যাদি দিয়ে সাহায্য করবেন যা দিল্লী, বেনারস প্রভৃতি স্থানের প্রকাশকদের—সরকার সব দুষ্প্রাপ্য বই ছাপানোর জন্য গত কয়েক বৎসর থেকে দিচ্ছেন।

সম্প্রতি দুইখানি ইংরাজী Dictionary সরকারের আনুকূল্যে বাজারে দেখা যাচ্ছে। এতে ছাত্রদের ও সকলের সুলভ মূল্যে সেগুলি পাওয়া সম্ভব হয়েছে। তেমনি যথাশীঘ্র সম্ভব বাংলা অভিধানগুলি ও Eng-Bengali বা Bengali English অভিধানগুলি অতি সুলভ মূল্যে ছাপা ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

এই সূত্রে একটি জিনিষের কথা না উল্লেখ করলে আমার আজকের বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এ বিষয়ে বহু আলোচনা হয়েছে—তবুও আমি আবার পুনরাবৃত্তি না করে পারছি না। ১৯৬৩/৬৪ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় সরকারের শিক্ষা বিভাগ ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে একটি Model Public Libraries Bill ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মারফত ও অন্যান্য ভাবে প্রচার করেন। ভারতীয় ও বঙ্গীয় পরিষদ তাঁদের সুচিন্তিত অভিমত শিক্ষা বিভাগকে সময় মত পাঠান। কিন্তু প্রায় ১৪ বৎসর পরেও আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরে। এ বিষয়ে গ্রন্থাগার পরিষদগুলি অগ্রণী হয়ে শিক্ষা বিভাগকে এবিষয়ে অবহিত করতে পারেন। দেশে গ্রন্থাগারের স্বল্পতা দূরীকরণের জন্য শীঘ্রই একটি গ্রন্থাগার আইন প্রয়োজন করা চাই যাতে দেশের সর্বত্র শীঘ্রই গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত ও সুপরিচালিত হয়। গ্রন্থাগারের স্বল্পতা মোচনের জন্য গ্রন্থাগার পরিষদের উচিত অবিলম্বে জনমত গঠন ও পরিকল্পনা পেশ। দৈনিক, সাপ্তাহিক মাসিক পত্রিকাগুলিকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করুন তাঁরা যেন গ্রন্থাগার পরিষদকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন।

আর একটি কথা, কয়েক বৎসর আগে আমরা কয়েকজন গ্রন্থাগারিক Govt. of India-র Planning Commission থেকে Working Group for Libraries নামে একটি কমিটির সভ্য মনোনীত হই। এতে সারা ভারতের ১৪/১৫ সভ্য ছিলেন।

আমাদের সকলের সমবেত সিদ্ধান্ত হয় যে ভারতবর্ষের প্রতিটি অঞ্চলে বহু বহু শিশু গ্রন্থাগারের প্রচলন হওয়া উচিত। Working group এর জন্য কয়েকটি প্রস্তাব বা Scheme Planning Commission এর কাছে পাঠিয়ে দেন। জানিনা এ প্রস্তাবের কতটা পরবর্তী পরিকল্পনায় সংযোজিত হয়েছে এবং এর কতটা কার্য্যকরী হয়েছে। কারণ শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ। আজকের শিশু আগামী কালের দায়িত্বশীল নাগরিক।

সম্প্রতি—ভারত সরকারের শিক্ষা বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর সহিত আলাপে জানলাম সরকার শিশু সাহিত্যের জন্য নানা ভারতীয় ভাষায় ভাল ভাল বই ছাপতে চান। এবং এগুলি তাঁরা লক্ষ লক্ষ কপি ছাপাবার ব্যবস্থা করে সারা দেশে বিক্রয়ের বা দানের ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু এই শিশু গ্রন্থগুলির উপযুক্ততা বিচারের যা মান তিনি নির্দিষ্ট করেছেন তা Summary form এ নীচে দেওয়া হল।

Stories of Children which will have the following features :—

(i) Written in a delightful & chaste language ;

ii) depicting deep human interest with themes of greatness, heroism, and noble attributes of personality ;

iii) plots of deep and convincing situations, which however wou'd avoid

a) Perversity of human cunning, mischief and trickery ;

b) Cheapness or vulgarity—either of presentation or theme ;

and c) Ordinary conceptions of commercialism and utilitarian way of life.

যারা এ বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু তাঁরা ভারত সরকারের শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

সরকারের এই প্রচেষ্টা যদি ফলবতী ও কার্য্যকরী হয় তাহলে এটি শিশু গ্রন্থাগার সর্বত্র হওয়ার খুবই সাহায্য

করবে। বই হল গ্রন্থাগারের জীবনী শক্তি। নূতন নূতন আদর্শবাদী বা জ্ঞানলাভের উপযুক্ত বা এমন কি সৎ উপদেশ পূর্ণ গল্পের বই মারফত শিশু শিক্ষার যে এই প্রচেষ্টা আশাকরি সরকার শীঘ্রই তা পূরণ করবেন।

এই প্রসঙ্গে গ্রন্থাগার পরিষদকে অনুরোধ করি Planning Commission এর Working group for Libraries যে প্রস্তাব করেছিলেন তার কাজ তাঁরা কি কি, কোথায় এবং কতটা করেছেন তার Report চেয়ে পাঠান।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে সম্ভবত ১৯৬২ সালে ন্যাশনাল লাইব্রেরীর তদানীন্তন অধ্যক্ষ শ্রী বি, এস কেশবন ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে একটি শিশু গ্রন্থাগার প্রচলন করেন। অনেককে এর বিরুদ্ধ সমালোচনা করতে শুনেছি। কিন্তু তিনি এর জবাবে বলেছিলেন যে "আমি এই শিশু গ্রন্থাগার করছি দেশের জনসাধারণ, নানা প্রতিষ্ঠান ও সরকারকে দেখাতে ও শেখাতে এবং এটি আমি একটি Model Children Library হিসাবে দেখাতে চাই।" ঠিক এই সময়ে দক্ষিণ কলিকাতার কোন নামী প্রতিষ্ঠানে আমি তখন গ্রন্থাগারিক ছিলাম এবং সেখানেও একটি সুন্দর সুপরিচালিত গ্রন্থাগার চালু করা হয়। সেটিও একটি আদর্শ শিশু গ্রন্থাগার হিসাবে আজও নিপুণতার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে।

এর কয়েক বৎসর পরে বঙ্গীয় সরকার কলিকাতার কোন একটি স্থানে একটি শিশু গ্রন্থাগার চালু করেছেন, তার জন্ম তাঁদের ধন্যবাদ। কিন্তু শিশুদের জন্য যে স্থানটি পছন্দ করেছেন সেটি শিশুদের অবাধভাবে যাওয়া আমার পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক।

এই প্রসঙ্গে স্কুল গ্রন্থাগারগুলি বিবেচনা করলে দেখা যায় এর শতকরা ৯০টি গ্রন্থাগার নামের অযোগ্য। School Code অনুযায়ী স্কুলে উপযুক্ত গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক থাকা affiliation পাবার পক্ষে অপরিহার্য। Class XI ও XII স্কুলে চালু হওয়ার পর এই দায়িত্ব আরও বেড়েছে। কিন্তু School Board এই গুরু দায়িত্ব কতটুকু পালন করেছেন? এবিষয়ে School Board এর মধ্যে মধ্যে inspection ও enquiry করা অবশ্য কর্তব্য এবং স্কুলগুলির যথেষ্ট অর্থ না থাকলে তাদের শুধু এ ব্যাপারে আলাদা গ্রান্ট দেওয়া এবং উপযুক্ত বেতনে শিক্ষণ প্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক নিয়োগ করা কর্তব্য।

পরিশেষে আর একটি বিষয়ে কিছু না বললে আমার বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সেটি হল—গ্রন্থাগারিকদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বীকৃতির জন্ম সরকারের উচিত সারা ভারতে শিক্ষকদের ক্ষেত্রে যেমন বেতনক্রম চালু করছেন সেই মত গ্রন্থাগারিকদেরও অনুরূপ ও সমতুল্য বেতনক্রম ও সামাজিক স্বীকৃতি আবলম্বে দেওয়া যাতে এঁরা আরও উৎসাহিত হয়ে দেশের ও দশের সেবা করতে উৎসাহ পান। বেতন ছাড়াও প্রত্যেক কলেজে এঁদের Teachers Council এর সভ্য করা এবং Library Committeeর সেক্রেটারী করা এখনই দরকার।

সমবেত গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগারপ্রেমীদের কাছে আবেদন উপযুক্ত মানের গ্রন্থ রচনায় উৎসাহী হউন, উপযুক্ত গ্রন্থকারকে উৎসাহ দিন। নিজ নিজ অঞ্চলে জনসাধারণের মধ্যে গ্রন্থাগার সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করুন।

সবশেষে আমি সভায় উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী, অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যবৃন্দ ও সমবেত গ্রন্থাগারিক বন্ধুদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

নমস্কার
বিমলেন্দু মজুমদার

সাধারণের গ্রন্থাগারে পরিসেবা প্রসঙ্গ

সুভাষ চন্দ্র সাহু,
গ্রন্থাগারিক 'ব্যোম-নীলিমা' সারস্বত মন্দির (গ্রামীণ পাঠাগার), গোপীবল্লভপুর, মেদিনীপুর

ক সাধারণ গ্রন্থাগারের "ভূমিকা"

'ভূমিকা'র মাধ্যমেই যখন Plot, Diction, Thought ও Spectacle অর্থাৎ কাহিনী, সংলাপ, ভাবনা বা মনন ও দৃশ্যপট ইত্যাদিকে পরিবেশন করিতে হইবে তখন প্রবন্ধের নিছক ভূমিকা হইতে উপরোক্ত 'ভূমিকা' পৃথকতর এবং catharsis বা conclusion কে লইয়া উল্লিখিত ভূমিকা পঞ্চসন্ধি (Five Stages) সমন্বিত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পঞ্চভূত' প্রবন্ধের একাংশ হইতে ঐ সকল ধারণা (conception) সহজেই করা যায়; যেমন " বোঝা ক্রমেই ভারী এবং শিক্ষা ক্রমেই দুঃসাধ্য হইয়া উঠিতেছে। প্রাচীনকালে যখন জ্ঞান বিজ্ঞান এত স্তরে স্তরে জমা হয় নাই, মানুষের নিতান্ত শিক্ষণীয় বিষয় যখন স্বল্পায়ত্ত ছিল, তখন শৌখিন শিক্ষার অবসর ছিল। কিন্তু এখন আর তো সে অবসর নাই। ছোটো ছেলেকে কেবল বিচিত্র বেশবাস এবং অলংকারে আচ্ছন্ন করিলে কোনো ক্ষতি নাই, তাহার খাইয়া খেলিয়া আর কোনো কর্ম নাই। কিন্তু তাই বলিয়া বয়ঃপ্রাপ্ত লোক, যাহাকে করিয়া কর্মিয়া নড়িয়া-চড়িয়া উঠিয়া হাঁটিয়া ফিরিতে হইবে, তাহাকে পায়ে নূপুর হাতে কঙ্কন, শিখায় ময়ূরপুচ্ছ দিয়া সাজাইলে চলিবে কেন? তাহাকে কেবল মালকোঁচা এবং শিরস্ত্রাণ আঁটিয়া দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে হইবে। এই কারণে সভ্যতা হইতে প্রতিদিন অলংকার খসিয়া পড়িতেছে। উন্নতির অর্থই এই, ক্রমশ আবশ্যকের সঞ্চয় এবং অনাবশ্যকের পরিহার।"—"আবশ্যক অলংকার" যা সভ্যতা হইতে উদ্ভূত এবং যে সভ্যতার চরম ধারক ও বাহক সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সেই সাধারণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা আপন স্বকীয়তায় উজ্জ্বলতাকে কোন কালেই ছাইচাপা দিয়ে রাখা যায় না—যাবে না।

'সভ্যতার চরম ধারক বাহক সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা'—উপরোক্ত মন্তব্যের সুস্পষ্ট প্রতিবেদন পরিস্ফুট করিতে হইলে স্বভাবতই অসংখ্য 'বিভাজক-মান' (Forms) সম্মুখে উপস্থিত হয়। কয়েকটি তত্ত্বভিত্তিক 'বিভাজক-মান' (Forms) দ্বারা সাধারণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা বা সভ্যতার ধারক-বাহকের আভরণ তা বোঝাইবার চেষ্টা করিতেছি।

ক ১. আত্ম প্রতিষ্ঠা (Instinct of self-assertion)

নিজেকে জানা এবং নিজেকে পৃথিবীর যাবতীয় সংস্কারাবলীর দ্বারা ভূষিত করিয়া জীবনযুদ্ধে (freedom for existence) জয়ী হওয়া স্বপ্ন যে প্রতিষ্ঠা এবং যার ফলে "অহং" ভাব দূরীভূত হইয়া "অপরের" অন্ধসংস্কার কু-শিক্ষা, নিরক্ষরতা বিতাড়িত হয়। সাধারণের গ্রন্থাগার যা স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিছক পাঠ্যপুস্তক শিক্ষার অনেক উপরে এই মহান শিক্ষা দান করে, কেননা 'আদর্শ সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা' স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার কেন্দ্রস্থল· তাছাড়াও অতিরিক্ত শিক্ষাদানে সক্ষম।

আমরা, বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গ অধিবাসীরা উক্ত "অহং" ভাবে গর্বিত, পণ্ডিত—অপরের অন্ধ সংস্কার, কু-শিক্ষা, নিরক্ষরতা (যা বিরাট সংখ্যককে ঘুণ ধরিয়ে দিয়েছে) দূর করি কিভাবে? সরকারী প্রশাসন গত বিশ বছরে এই উদ্যোগের সাফল্যের জন্য নামমাত্র চেষ্টা করেছেন কাজ

হয়েছে আরও নামমাত্র। যে ব্যবস্থায় কোনও আইন (Legislation) নেই, দক্ষ প্রশাসন নেই উপযুক্ত কর্মীদের কোনও সামাজিক মর্যাদা (Social status) নেই তাতে অধিক কিছু আশা করাই যায় না।

ক ২ সামাজিক উপযোজন (Social Adaptation)

এই ধরণের উপযোজনের ক্ষেত্রে একটি মূল্যের মানের (Standard of value) প্রশ্ন আসে। ব্যক্তি তার বুদ্ধির সাহায্যে তার পরিবেশকে এমনভাবে তৈরী করে নেয় যাতে ব্যক্তি সেই পরিবেশে তার অভাবগুলিকে আরও ভালভাবে মেটাতে পারে। ব্যক্তির শিক্ষার স্পৃহার অদম্য এবং কামনা বাসনাও বিচিত্র। অন্তঃস্থল যে শিক্ষার স্পৃহার বাসা (Nest); বহিঃ প্রকৃতির অন্তরায় দূরীভূত না হইলে স্পৃহা (Eagerness) একাগ্র হয় কিরূপে ! কাজেই পরিবেশের সঙ্গে উপযোজনের ক্ষেত্রে ব্যক্তি যদি মনে করে উপযোজন সঠিক হচ্ছে না, তাতে বিস্ময়ের কিছুই নেই। কারণ উপযোজন করার 'বুদ্ধিমত্তার যথেষ্ট অভাব' ও পরিবেশ অবচ্ছেদ অবস্থায় টলটলায়মান। সাধারণের গ্রন্থাগার পরিবেশের 'আত্মা'। আত্মাবিহীন পরিবেশ merely an edifice bereft of bricks, cement and concrete. কেমন কথা একটু ভাবুন !

ক ৩ "সমগ্র প্রত্যক্ষ" বা সমগ্রতা মতবাদ (The Insight theory of Learning)

All learning is problem solving 'সমস্যার সমাধান করাই শিক্ষণ', এরই ভিত্তিতে সাধারণের গ্রন্থাগারকে কষ্টিপাথর যাচিক বিচার করা যাক। আচরণকে সহায়তা করা, পরিচালিত করা ও উৎসাহিত করার প্রক্রিয়ার উপর সমগ্রতা মতবাদ দণ্ডায়মান। মনোবিদ Kohler বলেন—Theory of Insight হল একটি সমস্যার বিভিন্ন অংশের সঙ্গে সমগ্রের সম্বন্ধের পরিপূর্ণ উপলব্ধি একটি পরিস্থিতিকে অখণ্ড ও সমগ্ররূপে প্রত্যক্ষণ যার ফলে সমস্যাটির স্বরূপ ও অর্থ সম্পর্কে অবগতি. গ্রন্থাগার উন্নয়নে "ভিউই দশমিক বর্গীকরণ পদ্ধতি" সমগ্র প্রত্যক্ষের (Insight theory of Learning) একটি বিশিষ্ট উদাহরণ। 'জ্ঞানরাজ্যকে' অখণ্ড ও সমগ্ররূপে প্রত্যক্ষণ এবং বিভিন্ন অংশের সহিত সমগ্রের সম্বন্ধের পরিপূর্ণ উপলব্ধি একমাত্র ডিউই বর্গীকরণ পদ্ধতিতে সাধারণের গ্রন্থাগারে দেখতে পাওয়া যায় যে গ্রন্থাগারের শিক্ষাব্যবস্থা স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ছাড়াও অতিরিক্ত শিক্ষাদান করে। 'ডিউই বর্গীকরণ পদ্ধতি' অবশ্য সাধারণের গ্রন্থাগারেই শুধু সীমাবদ্ধ নয় ভাবৎ বিশ্বের প্রায় সব গ্রন্থাগারেই এই পদ্ধতি প্রচলিত তবু বলবো সাধারণের গ্রন্থাগারেই এই পদ্ধতির সম্পূরকতা বেশী—কেননা অধিক সংখ্যকের জন্যই এই গ্রন্থাগার ব্যবস্থা।

অতঃপর সাধারণ গ্রন্থাগারের ভূমিকার কিছু সংলাপ (Diction) ও দৃশ্যপট (Spectacle) বর্ণনা করে Catharsis বা conclusion টানছি। পশ্চিমবঙ্গের সরকারের পরিচালনাধীনে গ্রন্থাগারের যে রূপরেখা পাই তা নিম্নরূপ :

রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার

| |
আঞ্চলিক গ্রন্থাগার　　জেলা, মহকুমা বা শহর গ্রন্থাগার

গ্রামীন গ্রন্থাগার

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রথমে এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল, কিন্তু ব্যবস্থানুযায়ী কাজ আরও অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে। কোন প্রকার আইন বা দক্ষ প্রশাসনকে প্রতিষ্ঠিত সংস্থা প্রতিষ্ঠির আদর্শ প্রভাবান্বিত করবে তা এই রাজ্যে নেই ; অধিকন্তু সেই প্রথম পাদে কর্মসূচী রূপায়ণের যা বার্ষিক বায়বরাদ্দ নির্দিষ্ট ছিল দীর্ঘ দুটি দশক পার হওয়ার পরও তদানীন্তন বায় বরাদ্দের পরিমান অপরিবর্তিত অবস্থায় আছে। ডাঃ এস. আর. রঙ্গনাথনের গ্রন্থাগার সম্পর্কিত পঞ্চনীতির Library is a growing organism—'গ্রন্থাগার ক্রমবর্ধনশীল প্রতিষ্ঠান' তার নৈতিক মৃত্যুর সম্ভাবনা পশ্চিমবঙ্গে দেখা যাইতেছে।

প্রবন্ধ শেষে উপসংহার বা বহু বিতর্কিত ইংরাজী শব্দ catharsis [ক্যাথারসিস্] বলে আখ্যাত। গ্রীক দার্শনিক এরিস্টটল বলেন কথাটি চিকিৎসাশাস্ত্র থেকে নেওয়া। দেহে রক্তাধিক্য হলে চিকিৎসকরা কিছু রক্ত বার করে দিয়ে দেহকে নিরাময় করে তোলেন। কেউ বলেন 'ক্যাথারসিস্' আত্মশোধনের ইঙ্গিতবাহি। 'সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা' যা আজ রক্তাধিক্যে শয্যাগত ও মুমূর্ষু; আশা করি; ভাবীকালের মধ্যে গ্রন্থাগার আইন (Library Legislation), শিক্ষাবাজেটের ২·৫% ভাগ গ্রন্থাগার খাতে ব্যয়; ইত্যাদি দাবী যা আজ বহুদিন ধরে প্রতি গ্রন্থাগার কর্মী বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পঃ বঃ স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী দাবী করে আসছেন পঃ বঃ সরকার মেনে নিয়ে প্রকৃত চিকিৎসকের কাজ করবেন ও আত্মশোধনের পথ সুগম করে দেবেন।

'বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ' ৩৩ তম গ্রন্থাগার সম্মেলনের অধিবেশনে আলোচনার মাধ্যমে যে বিষয়গুলির প্রস্তাব গ্রহণে উৎসুক হয়েছেন এবং গৃহীত প্রস্তাবের রূপায়ণে যে বিরাট আন্দোলনের সম্মুখীন হয়েছেন সেজন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে অসংখ্য আন্তরিক ধন্যবাদ রইল। পরিশেষে পরিষদের 'মুখপত্র' সংখ্যা (১০-১১) প্রকাশিত উক্ত নিবন্ধের জন্য আমার মাষ্টারমশায় মাননীয় সন্তাবাবুকে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাই।

ঘ. সাধারণ গ্রন্থাগারে পরিসেবার "পদ্ধতি" (Service Syatem)

সাধারণ গ্রন্থাগারের ভূমিকায় অনেক 'তত্ত্ব' কথা বলা হলো এবার পদ্ধতি সম্পর্কে দু-চার কথা না বললে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। যে সকল পদ্ধতি অনুসরণ করে সাধারণ গ্রন্থাগার জনহিতকর মহাযজ্ঞ সম্পন্ন করে তাদের গুরুত্ব কম নয়। ঐ সকল পদ্ধতি পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় যতটুকু কাজ করছে তার মূল্যায়ন করা অবশ্য কর্তব্য এবং তার চেষ্টা করছি :—

ঘ ১ পাঠকদের সেবা (Readers' Service)

বই দেওয়া নেওয়া রূপ যে যান্ত্রিক কাজ একটি গ্রন্থাগার সম্পন্ন করে চোখে ঠুলি আঁটলে তাই একমাত্র কাজ বলে অধিকসংখ্যক মনে করেন। কিন্তু 'বই দেওয়া (Book issue) টা কি খুব সোজা কাজ? আমি হলফ করে বলতে পারি একজন অনভিজ্ঞ লোককে গ্রন্থাগারিকের চেয়ারে বসালে কয়েকদিনের মধ্যেই গ্রন্থাগার লাটে উঠে যাবে— পরিণতি অন্ধকার। কেননা জীবন ও অভিজ্ঞতার সমালোচনা (Criticism of Life and Experience) যে প্রতিষ্ঠানের মারফৎ হতে পারলো না, সেটা আবার প্রতিষ্ঠান নাকি! অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান থেকে জীবনের স্বরূপ জানানো ও সত্যকে (Noble Truth) উদ্ঘাটিত করে শিবম্ ও সুন্দরম্ এর প্রকৃত তত্ত্ব বোঝানো গ্রন্থাগারিকের মহান কর্তব্য। যে কঠিন ও পবিত্র দায়িত্ব গ্রন্থাগারিককে পালন করতে হচ্ছে তা নেহাৎ মামুলী কথা নয়। গ্রন্থাগার নীতি 'Every book its reader' and 'Every reader its book'— অনুসরণ করা নিঃসন্দেহে কঠিন কাজ। তারজন্য গ্রন্থাগারিককে অনেক টেকনিক্যাল পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। পুস্তক নির্বাচন, বর্গীকরণ, সূচীকরণ, গ্রন্থপঞ্জীকরণ, ডকুমেন্টেশান সার্ভিস, সংরক্ষণ, প্রভৃতি কাজগুলি দ্বারা পাঠক পাঠিকার সেবা করতে হয়। সর্বোপরি কঠিন কাজ ছাঁচে ঢেলে পাঠক-পাঠিকা তৈরী করা। কারিগরের মত পাঠক-পাঠিকার মননকে দিয়ে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে আকৃষ্ট করানো গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অন্যতম কাজ।

ঘ ২. অ-পাঠকদের প্রতি সেবা (Non-readers Service) :—

পাঠকদের সেবা তবু সোজা, অ-পাঠক যাঁরা, তাঁরা লাইব্রেরীর কাছ থেকে কেমন সেবা পাচ্ছেন দেখুন, মনীষীগণের জন্মবার্ষিকী, কথকথা, গান, সেমিনার, বক্তৃতা, আলোচনা চক্র, বিতর্কের ব্যবস্থা; তথ্য ও জনসংযোগ কর্তৃক নিউজ-রীল প্রদর্শন প্রভৃতি দ্বারা অ-পাঠকদের গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় উপকারিতা বোঝান যায়। অনুসন্ধান-গ্রন্থের (Reference book) মাধ্যমে অগণন সেবার বিরাট যজ্ঞশালা সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় রয়েছে। কৃষি, শিল্প,

রাস্তাঘাট-নির্দেশন প্রভৃতির জন্য অনেক মানচিত্র ও চার্ট এই ব্যবস্থায় আছে।

খ ৩. বয়স্ক সদ্যসাক্ষরদের শিক্ষার প্রতি সেবা :—

আয়ত্ব বিদ্যাকে ধরে রাখার জন্য বড় হরফে লেখা পুস্তক, ফটো, নানাপ্রকার পত্র পত্রিকা ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকে অধিকন্তু বয়স্কদের শিক্ষার জন্যও স্লেট পেনসিল ইত্যাদি আয়োজন ও রাখা হয়।

ঐ সকল সেবামূলক পদ্ধতি ছাড়াও সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় ডকুমেন্টেশন্ ও রিসার্চ ওয়ার্কের ব্যবস্থা থাকে, তবে তা প্রয়োজনের তুলনায় নেহাৎ কম।

উপসংহারে বলি, যে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা জনশিক্ষা প্রচারে ব্রতী রয়েছে তার আজ এত দুর্দশা কেন? শিক্ষা বাজেটের যে ন্যূনতম দাবী, গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন, বৈত্তিক খরচের অনুদান বৃদ্ধি, কর্মীদের প্রাপ্যাঙ্কনের মোটামুটি ব্যবস্থাকরণ প্রভৃতি যে দাবীগুলি দুটি দশকে ও পূরণ হলো না (বিশেষতঃ পশ্চিমবাংলায়) তা আর কতদূর—গড়াবে? শিক্ষামন্ত্রক সব জেনেও চুপচাপ, আমাদের বিশ্বাসহাপ ও এই ব্যবস্থাপনায় মিলছে না। তবু আমরা গ্রন্থাগারকর্মীরা নীরবে কঠিনের সেবা করে যাচ্ছি! সাংগঠনিক শক্তির জোরে বলীয়ান হয়ে আমরাও নিশ্চয় একদিন কঠিন হবো, যে কাঠিন্যের মধ্যে সেবার মনোবৃত্তি থাকবে না উপরন্তু সমাজ মনকে বিষাক্ত করে তুলতে সাহায্য করবে।

'বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ' ৩৩ তম অধিবেশনের মাধ্যমে যে বিরাট আন্দোলনের সম্মুখীন হয়েছেন সেজন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রতি আমার অকুণ্ঠ আনুগত্য রইল।

সাধারণ গ্রন্থাগার পরিসেবা

চৈতালী দত্ত
'জুট টেকনোলজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবোরেটারীজ' কলিকাতা-৪০

১ সূচনা

সার্বজাতিক পুস্তকবর্ষ উপলক্ষে ইউনেস্কো ম্যানিফেস্টোর যে পরিমার্জিত রূপরেখাটি প্রস্তুত হয় তাতে সাধারণ গ্রন্থাগারের সংজ্ঞা নির্ণয় প্রসঙ্গে বলা হয়েছে " a living force for education, culture and information and an essential agent for the fostering of peace and understanding between people and between nations." এই সংজ্ঞাই প্রকৃতপক্ষে একটি সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সঠিক পরিচয় বহন করে। 'সাধারণ গ্রন্থাগার' শব্দটির মধ্যেই এর তাৎপর্য নিহিত আছে অর্থাৎ সাধারণ গ্রন্থাগার হল 'জনগণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, জনগণের জন্য, জনগণের প্রতিষ্ঠান'। ইউনেস্কো ম্যানিফেস্টো থেকে আমরা আরও জানতে পারি যে "...public library must be readily accessible, and its doors open for free and equal use by all members of the community, regardless of race, colour, nationality, age, sex, religion, language, status or educational attainment." এবং 'It should be maintained wholly from public funds and no charge should be made to anyone for its service'.

২ সমস্যাবলী

সঠিক অর্থে সাধারণ গ্রন্থাগার আমাদের দেশে নেই বললেই চলে। সাধারণ গ্রন্থাগার বলতে যেগুলি এখানে আছে, সেগুলি মূলতঃ Subscription Library এছাড়া এইসব গ্রন্থাগারগুলির যা সবচেয়ে বড় ত্রুটি, তা হল 'গ্রন্থাগার পরিসেবা' বলতে আমরা যা বুঝি তার সামান্যতম অংশও এগুলির কাছ থেকে পাওয়া যায় না। সামগ্রিক অবস্থাই এজন্য দায়ী। প্রথম ও প্রধান সমস্যা—অর্থনৈতিক সমস্যা; দ্বিতীয় সমস্যা যুক্তিকুশলী, উদারচেতা, সংগ্রামী গ্রন্থাগার কর্মীর অভাব। তৃতীয় সমস্যা—সরকারী উদাসীনতা এবং চতুর্থ সমস্যা হল—জনগণের মধ্যে গ্রন্থাগারের ব্যবহার এবং উপযোগীতা সম্বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টির অভাব—অর্থাৎ গ্রন্থাগার আন্দোলনের ব্যাপকতার অভাব।

২.১ অর্থনৈতিক সমস্যা

অর্থনৈতিক সমস্যা তো শুধুমাত্র গ্রন্থাগারের সমস্যা নয়, এই চাপ আজ দেশের প্রায় সর্বশ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের উপর পড়ছে। এছাড়া সরকারী ও আমলাতান্ত্রিক ঔদাসীন্য সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির অস্তিত্বকে বিপন্নপ্রায় করে তুলেছে। যে কটি সাধারণ গ্রন্থাগার পশ্চিমবঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে, তাদেরও অর্থভাণ্ডার শূন্য। এগুলির না হয় কোন সংস্কার না হয় পরিবর্ধন এবং না হয় সেবার হাতকে জনসাধারণের মধ্যে প্রসারিত করা। বিশেষতঃ এই রাজ্যে গ্রন্থাগার আইন না থাকায় 'গ্রন্থাগার করের' (Library cess) মাধ্যমে অর্থসংগৃহীত হয় না।

২.২ কর্মী সংগ্রহের সমস্যা

অর্থনৈতিক সমস্যার পরবর্তী পর্যায়ের সমস্যা হল কর্মী সংগ্রহের সমস্যা। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে যুক্তিকুশলী, সৃজনশীল, প্রয়োগ নিপুণ এবং সমাজ সচেতন কর্মীরাই

সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মূল ধারক হিসাবে গণ্য হতে পারেন। অথচ আমাদের রাজ্যের চিত্রটি কী করুণ। শিক্ষিত, উপযুক্ত কর্মীর স্বল্পতা তো আছেই, উপরন্তু যাঁরা আছেন তাঁরাও অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধার দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চিত হবার ফলে 'সাধারণ গ্রন্থাগার পরিষেবা' সম্পর্কে আগ্রহহীন। গতানুগতিকভাবে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি টিমে তালে চলছে। গ্রন্থাগার পরিষেবার প্রধান লক্ষ যেগুলি, সেগুলি থেকে তাই আমরা বহুদূরে।

২.৩ সরকারী ঔদাসীন্য

সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির ক্ষেত্রে সরকারী বদান্যতারও কোন নির্দশন পাওয়া যায় না ফলে সরকারী অনুদান মঞ্জুরী কোন নির্দিষ্ট নীতি নির্ভর নয়—এবং তা অপ্রচুর এবং অনিয়মিত। সরকার সাধারণ গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা কতটা উপলব্ধি করেন বলা কঠিন—কারণ সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি এবং সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মীরা আজ সবচেয়ে অবহেলিত।

এছাড়াও গ্রন্থাগার আন্দোলনের আরও ব্যাপকতার প্রয়োজন রয়েছে। যে রাজ্যে সাক্ষরতার শতকরা হার মাত্র ৩৩·০৫, (আশ্চর্যের কথা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিকল্পনা পর্যদের একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা গেছে এই রাজ্যে সাক্ষরতার হার নিম্নাভিমুখী এবং আগামী ১৯৭৮-৭৯ সালে সাক্ষরতার হার হ্রাস পেয়ে ৩০·৮৯ শতাংশে উপনীত হবে) সেই রাজ্যে সাধারণ গ্রন্থাগার সম্পর্কে সাধারণকে সচেতন করে তোলাও সহজ কাজ নয়। মুখ্যতঃ এই সব সমস্যাগুলিই সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুষ্ঠু রূপায়ণের মূল প্রতিবন্ধক।

৩ সমাধান

এইসব প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই আমাদের সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নত বিকাশ ঘটাতে হবে।

৩·১ পরিকল্পনা

এজন্য প্রথমতঃ প্রয়োজন সাধারণ গ্রন্থাগার পরিকল্পনা এবং অঞ্চলভিত্তিক সমীক্ষা। সাধারণ গ্রন্থাগারটির অবস্থিতি কোথায় ও কোন পরিবেশে হবে, আসবাবপত্র কি থাকবে, গ্রন্থসম্ভার মোটামুটি কত হবে, কি কি শ্রেণীর কর্মীর প্রয়োজন হবে গ্রন্থাগার পরিষেবার কোন্ কোন্ দিকের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপিত হবে—এ সবই পরিকল্পনার অন্তর্গত।

৩.১১ অঞ্চলভিত্তিক সমীক্ষা

পরিকল্পনাটিকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করে তোলার জন্য প্রথম প্রয়োজন—অঞ্চলভিত্তিক সমীক্ষা। যে অঞ্চলে সাধারণ গ্রন্থাগারটি স্থাপিত হবে-সেই এলাকার জন সমীক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। সেই এলাকার জন বসতির মধ্যে কতটা উচ্চশিক্ষিত, মধ্যশিক্ষিত, স্বল্পশিক্ষিত এবং নিরক্ষরের শতকরা অনুপাতসমূহ কত, আঞ্চলিক অর্থনৈতিক কাঠামো কেমন, প্রধান আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য কি কি এবং সামাজিক রূপরেখাটি কি ইত্যাদি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান না থাকলে সাধারণ গ্রন্থাগার পরিষেবা ব্যাহত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় একটি শহরের সাধারণ গ্রন্থাগার একটি গ্রামীণ সাধারণ গ্রন্থাগার থেকে অনেকাংশে ভিন্নতর। গ্রামে নিরক্ষরতার হার বেশী হওয়ায় বয়স্ক শিক্ষা এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণের সক্রিয় কর্মসূচী গ্রহণ করা গ্রামীণ গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রথম কর্তব্য। অন্যথায় গ্রামে সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপনের কোন সার্থকতা থাকে না। শহরাঞ্চলেও বয়স্ক শিক্ষা এবং সাধারণ শিক্ষার কর্মসূচী সাধারণ গ্রন্থাগার পরিষেবার অন্যতম অঙ্গ। তবুও তুলনামূলক বিচারে গ্রামে এর প্রয়োজনের তীব্রতা আরো বেশী। এই ক্ষেত্রে কোন্ কাজটির কতটা গুরুত্ব তা জানার জন্য অঞ্চলভিত্তিক সমীক্ষা অপরিহার্য।

৩.২ অর্থ ও কর্মীসংগ্রহ

এরপর লক্ষ রাখা প্রয়োজন অর্থ ও কর্মীসংগ্রহের দিকে, অর্থ জনসাধারণের নিকট থেকে চাঁদা হিসাবে না নেওয়াই সংগত। কারণ, আমাদের এই দেশে যেখানে অধিকাংশ লোকের আয় দারিদ্র্যসীমার নীচে সেখানে চাঁদা ইত্যাদির কড়াকড়ি সাধারণ মানুষকে গ্রন্থাগার সম্বন্ধে

বীতস্পৃহই করবে। সরকারী অনুদান এবং ব্যক্তিগত ঐচ্ছিক দান সাধারণ গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে উপযুক্ত অর্থাগমের পথ—কিন্তু এজন্য চাই নিরলস প্রচেষ্টা। সরকারী নিস্পৃহতার বেড়াজাল ভেঙে অনুদান আদায় করতে সমষ্টিগত প্রয়াস প্রয়োজন। সাধারণ মানুষের ঐচ্ছিক দান পেতে হলেও গ্রন্থাগারকে জনপ্রিয় করে তুলতে হবে। ব্যক্তিগত ঐচ্ছিক দানগুলি হাসপাতাল এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতেই অর্পিত হয় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই। সে তুলনায় গ্রন্থাগার কতটুকুই বা সাহায্য পায়! এজন্য গ্রন্থাগার সম্বন্ধে মানুষের আগ্রহ এবং ভালবাসার অভাবই দায়ী। এই আগ্রহ আর ভালবাসা মানুষের মনে জাগিয়ে তোলার দায়িত্ব গ্রন্থাগার কর্মীদেরই।

এ পর্যন্ত আমরা গ্রন্থাগারের প্রাথমিক স্তরের সমস্যাগুলির সমাধান সম্বন্ধে আলোচনা করলাম। এছাড়াও বহু সমস্যা রয়েছে যেগুলির সঠিক সমাধানই গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুষ্ঠু রূপায়ণের একমাত্র উপায়।

৪ সাধারণ গ্রন্থাগার পরিসেবা কর্মসূচী

সুষ্ঠু প্রকল্প ও সামাজিক সচেতনতার ভিত্তিতে যে সব সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে তাদের পরিসেবা কর্মসূচী নিম্নরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় :—

৪.১ গ্রন্থ-সংগ্রহ

গ্রন্থ সংগ্রহেও সাধারণ গ্রন্থাগারে বিশেষ যত্নের সাহায্যে করা উচিৎ। এই প্রসঙ্গে ডঃ রঙ্গনাথন বলেছেন—"Do not select books in languages not commonly read in the locality Do not select books on subject fields—on the vocations, technologies and sciences—with few practitioners in the locality"

এছাড়া সাধারণ গ্রন্থাগারে জনপ্রিয় পাঠ্য (popular readings) উপর জোর দেওয়া উচিত। জনপ্রিয় পাঠ্যবস্তু অর্থে দৈনিক সংবাদ-পত্রসমূহ, সাময়িক পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি বোঝায়। জনপ্রিয় পাঠ্য কিন্তু লঘু বা রুচিহীন সাহিত্যকে বোঝাচ্ছে না। সংবাদ পত্র বা সাময়িক পত্রিকাগুলি পাঠকদের মনোযোগ খুব বেশী আকর্ষণ করে।

৪.২ বর্গীকরণ

বর্গীকরণ সরল ও সহজবোধ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ সাধারণ গ্রন্থাগারে বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠক আসেন। এঁদের মধ্যে সকলে জটিল বর্গীকরণ থেকে প্রয়োজনীয় গ্রন্থটিকে চিহ্নিত করতে পারেন না। কারো কারো কাছে জটিল বর্গীকরণ দুর্বোধ্য মনে হতে পারে।

৪.৩ সূচীকরণ

সাধারণ গ্রন্থাগারে সূচীকরণ ব্যবস্থাও এমন হওয়া উচিত যাতে পাঠক সত্বর তার অভীপ্সিত বইটি পেতে পারেন। বিষয়-সূচীটি যথা সম্ভব সহজবোধ্য হওয়া উচিত।

৪.৪ তালিকা ইত্যাদি

প্রতিমাসে গ্রন্থাগারে যে নতুন সংযোজন হচ্ছে তার তালিকা প্রস্তুত করে পাঠকদের অবগতির জন্য প্রকাশ্য স্থানে নোটিশ বোর্ডে টানিয়ে রাখতে হবে।

৪.৫ অনুসন্ধান সেবা

সাধারণ গ্রন্থাগারে অনুসন্ধান সেবা ব্যবস্থারও প্রয়োজন আছে। সাধারণ পাঠক যখন তার জিজ্ঞাস্য বিষয়ের সঠিক উত্তর গ্রন্থাগার থেকে পায় তখনই গ্রন্থাগার সম্পর্কে তার ঔৎসুক্য বাড়ে।

৪.৬ বয়স্ক শিক্ষা

পরিসেবা কর্মসূচীর প্রথম পদক্ষেপ হল বয়স্ক শিক্ষা। যে দেশে সাধারণ শিক্ষার হার শোচনীয়ভাবে নিম্নমুখী সেখানে সাধারণ গ্রন্থাগারের সার্থকতা কতটুকু! এই বয়স্ক শিক্ষা এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য সাধারণ গ্রন্থাগারে পুস্তক পাঠের আসর বসানো যায় যাতে বয়স্ক, নিরক্ষর ব্যক্তিরা উপস্থিত থাকবেন। গ্রন্থাগারের জনৈক কর্মী তাঁদের নিকট নির্বাচিত সহজবোধ্য গ্রন্থ থেকে কিছু পাঠ করে শোনাবেন। প্রয়োজনবোধে পাঠ্যবস্তুর তাৎপর্যও

বুঝাবেন। যদি সাধারণ পাঠাগারটি গ্রামীণ এলাকায় স্থাপিত হয়ে তাহলে এই ধরণের আসর আরো কার্যকরী হবে। এইসব আসরে সংবাদপত্র ও পত্রিকাপাঠও চলতে পারে এবং মানুষের সাধারণ জ্ঞানের পরিধিকে বিস্তৃত করবে। এছাড়া একটি বেতার যন্ত্র বা দূরদর্শন যন্ত্র গ্রন্থাগারে থাকা ভাল এগুলিও বয়স্ক শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গণ্য।

৪ ৭ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

সাধারণ শিক্ষার এও একটি মাধ্যম। এছাড়া যদি সাধারণ মানুষকে সমাজ সচেতন করে তুলতে হয়, যদি তাদের রুচি ও শিক্ষার মনেকে উন্নততর করতে হয় তবে এর প্রয়োজন অনস্বীকার্য্য। আগে যাত্রা, তরজা, কবিগান ইত্যাদি নিরক্ষর মানুষের মনে সংস্কৃতির প্রদীপ জ্বালাত। এগুলির প্রয়োজন আজও ফুরায় নি। এগুলির কিছু সংস্কার করে এবং আধুনিকতার স্পর্শ দিয়ে সাধারণ গ্রন্থাগার সাধারণ মানুষের মধ্যে এর প্রচার ঘটাতে পারে।

৪ ৮ পাঠ চক্র

শিক্ষিত ব্যক্তিদের সংগঠিত করে একটি পাঠ চক্রের আয়োজন সাধারণ গ্রন্থাগার করতে পারে। এই ধরণের পাঠচক্র অঞ্চলের সংস্কৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে গ্রন্থাগার সম্বন্ধে আগ্রহ সৃষ্টি করবে।

৪.৯ গল্পের আসর

বয়স্ক শিক্ষার সাথে সাথে শিশু-শিক্ষারও প্রয়োজন আছে। এরাই জাতির ভবিষ্যত। শৈশব থেকে যদি গ্রন্থাগারের সংগে একটি নিবিড় একাত্মবোধ গড়ে ওঠে তবেই শিশুটি গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার প্রেমী, সমাজ সচেতন সং-সামাজিক হিসাবে তৈরী হবে। তা না হলে গ্রন্থাগার ভীতি তার কোনদিনও কাটবে না।

৪ ১১ বক্তৃতামালা

মাঝে মাঝে সাধারণ গ্রন্থাগারে কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির ভাষণের আয়োজন করা উচিত। তবে বিষয়বস্তু যেন সর্বদাই সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়।

৪.১২ ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার

ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা আমাদের দেশে খুবই বেশী, বিশেষতঃ যেখানে বিরাট অঞ্চলের চাহিদা মেটাচ্ছে একটিমাত্র সাধারণ গ্রন্থাগার সেসব স্থানে ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার কিয়দংশে সাধারণ গ্রন্থাগারের পরিপূরক। গ্রাম গঞ্জের দূরতম প্রান্তের মানুষগুলি যাঁরা সাধারণ গ্রন্থাগার দূরে থাকায় সাধারণ গ্রন্থাগারের পরিষেবার আওতার বাইরে থাকেন তাঁদের জন্য ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার নিয়ে আসে আলোর স্পর্শ।

৪.১৩ পাঠকসংঘ

সাধারণ গ্রন্থাগারে একটি পাঠক সংঘ গঠন করা উচিত। শিক্ষিত, সেবাব্রতী উদার পাঠকদের সংগঠিত করে এই ধরণের সংঘ স্থাপন করলে তা গ্রন্থাগারের উন্নতি সাধনে সহায়ক হয়।

এইভাবে বিভিন্ন পরিষেবা কর্মসূচীকে যদি সার্থকতায় রূপায়িত করা সম্ভব হয় তবে এই রাজ্যে একটি সর্বাঙ্গসুন্দর সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলা যাবে।

শিক্ষায়তনের গ্রন্থাগারের পরিসেবা

অনিলচন্দ্র পাল
রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

সক্রেটিসকে একবার একজন জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আপনি কোথাকার লোক?' তার উত্তরে সক্রেটিস বলেছিলেন, 'এথেন্সের' তারপরই বলে উঠলেন, 'আমি এই পৃথিবীর লোক'। তারপর অনেকদিন কেটে গেছে, বিশ্বের জ্ঞানের ভাণ্ডারের বহর ক্রমশই বেড়ে উঠছে, তাই আমরা ইচ্ছায় অনিচ্ছায় ব্যক্তিগত চিন্তার অবসরে দেশের চিন্তা, দশের চিন্তা এবং সেই সঙ্গে বিশ্বের চিন্তাও করে থাকি। হয়তো সক্রেটিসের বিশ্বচিন্তার মধ্যে ছিল তাঁর সহজাত মমত্ব বোধ। অন্যদের ক্ষেত্রে হয়েছে তা প্রয়োজনভিত্তিক। যেমন কোন একটি প্রকল্পের রূপায়ণের জন্য চাই পরিসংখ্যানের (Statistics) সাহায্য। তেমনি প্রকল্পটির যথার্থ রূপায়ণের জন্য পরিবেশ (Environment) পরিচিতির প্রয়োজনও আছে। একজন সুচিকিৎসক হতে গেলে একজন চিকিৎসকের অধিগত বিদ্যা ও প্রশিক্ষণগত যোগ্যতার সঙ্গে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, অন্যের অভিজ্ঞতা এবং পারিপার্শ্বিক ও বিশ্বের পরিবেশের জ্ঞানের সংযোজনও প্রয়োজন। পরিবেশবাদীরা (Environmentalist) তাই লব্ধ জ্ঞান আহরণের জন্য পরিবেশ ও পরিস্থিতির উপর জোর দেন বেশী।

পরিসেবা শব্দটির চয়ন তাৎপর্যপূর্ণ, যেমন রোগীর পরিচর্যার জন্য প্রয়োজন সেবা এবং সেবকের মধ্যে এক মধুর সম্পর্ক; তেমনি জ্ঞানপিপাসুদের সেবার জন্যও চাই গ্রন্থাগার পরিসেবক এবং গ্রাহকদের মধ্যে এক আত্মিক যোগ। কিন্তু পরিবেশ সব সময় গ্রন্থাগারের অনুকূলে যায় না। সেবার ব্রতে ব্রত সর্বস্তরের কর্মীদের অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। কর্তৃপক্ষের অসহযোগিতা এবং গ্রাহক বা পাঠকদের মধ্যে একটা অতৃপ্তির ভাব মধুময় পরিবেশকে অনেক সময় বিষময় ও দুর্বিসহ করে তোলে। তাই এই অবস্থা থেকে নিজেদের মুক্ত করতে হলে এবং সেবাধর্মের উন্নতির প্রয়োজনে একটি নতুন কর্মপদ্ধতির সংযোজন একান্ত প্রয়োজন। তাই বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে প্রয়োগরীতির ক্ষেত্রে Library Tutor এর প্রয়োজন। Library Tutor এর প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই। বিদ্যালয়ের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকদের এইরকমই নিয়মমাফিক কাজ অপেক্ষা শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করতে হয় বেশী। প্রশিক্ষণের সুযোগ দিতে পারেন কর্তৃপক্ষ। তাই তাকে অঙ্কুরেই পরিত্যাগ করতে হবে। পশ্চিম দেশেও Library Tutor (L.T) আদর্শটি গৃহীত হচ্ছে।

১ শিক্ষক পৃথক পৃথক ছাত্রের প্রয়োজন অনুসারে বই দেওয়ার ব্যাপারে L. T সঙ্গে আলাপ আলোচনা করবেন। প্রয়োজনবোধে বিকল্প পুস্তক দেওয়ার ব্যবস্থা করা, ধার করে বই অবিলম্বে দেওয়ার ব্যবস্থা করা এবং নতুন বই ক্রয়ের জন্য যথাবিহিত ব্যবস্থা করবেন।

২ শ্রেণী শিক্ষক তাঁর পড়াবার বিষয়বস্তুটিকে আরো উন্নত, সহজতর এবং হৃদয়গ্রাহী করে তোলার জন্য, নতুন বস্তু (Material) জন্য L. T সঙ্গে আলোচনা করবেন। আর উৎসাহী ছাত্রদের আরো অধ্যয়নের সুযোগদান করবেন।

৩ প্রত্যেকটি ছাত্র যাতে এককভাবে তার পঠন-পাঠন এবং রচনাদির ক্রমোন্নতির পর্যায় সৃষ্টি করতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। উৎসাহের যোগান দিতে হবে।

৪ বিষয়ীভূত বস্তুর উৎকর্ষ সাধনের জন্য সময়ের সীমা দু'সপ্তাহ থেকে তিন সপ্তাহ পর্যন্ত বাড়াবার সুযোগদান করতে হবে। যাতে ছাত্রের অধীত বিদ্যার সঙ্গে নিজের মননশীলতার সংযোগ ঘটতে পারে।

৫ সভপ্রসূত কোনো বিষয়বস্তুর current information জন্য Reference book/tools, Report, Brochure প্রভৃতির সংগ্রহ ও সংরক্ষণ বিশেষ প্রয়োজন।

৬ কবিতা মুখস্থ, প্রবাদ প্রবচনের সংগ্রহ, লোককথা, উপকথার সঙ্গে পরিচয়দানের সুযোগদান একান্ত আবশ্যক।

৭ পর্বত অভিযান, সমুদ্র অভিযান, অরণ্য অভিযানের ঐতিহাসিক কাহিনী তাদের মধ্যে উপস্থাপিত করা দরকার।

৮ যাঁরা ত্যাগের মন্ত্রে সঞ্জীবিত হয়ে দেশ এবং দশের কল্যাণের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন তাঁদের জীবনীপাঠের উৎসাহদান করতে হবে। সাহায্যকারী পুস্তকগুলিকে সেইভাবে সংগ্রহ ও বিন্যস্ত করতে হবে। সংগ্রহের উৎকর্ষ সাধনও প্রয়োজন।

৯ বিদ্যালয় পর্যায়ের ছাত্রদের মধ্যে কল্পনা জগতের একটা সীমারেখা টেনে অধিক উপন্যাস অধ্যয়নের ঝোঁককে পরিমিত করতে হবে। তার বদলে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণের গল্প, পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ ঈশপের গল্প, নানান দেশের গাথা ও কাহিনী পাঠের জন্য দেওয়া উচিত।

১. বারো থেকে পনেরো পর্যন্ত ছাত্রদের প্রবণতা হল অন্যায়ের প্রতিবাদ করা, পরোপকার করা ইত্যাদি, সেগুলির যাতে সদ্ব্যবহার হয় সেইরকম পাঠনপাঠনের সুযোগ দিতে হবে।

২. লাজুক, মুখচোরা ছেলেদের মধ্যে Rapportation পারস্পরিক ভাবের আদানপ্রদানের মাধ্যমে দেখে নিতে হবে তাদের অসুবিধা রয়েছে কোথায়? এক কথায় Career Teacher এর ভূমিকা নিতে হবে। এই বয়সের ছেলেমেয়েদের স্নেহমমতা দিলে তারা বশীভূত হয়।

৩. স্বাস্থ্য সংক্রান্ত, রোগসংক্রান্ত, First Aid দানের প্রণালী, আরো পাঠ্যবহির্ভূত অনেক বিষয় আছে যা জীবনগঠনের প্রয়োজনে নিয়োজিত হয় সেগুলির ব্যবহারের দিকে নজর দিতে হবে।

১১ বিভিন্ন ভাষার অভিধানের সংগ্রহ ও ব্যবহারের মাধ্যমে Reference Section টিকে বলিষ্ঠ করে তুলতে হবে। এবং সামান্য information খোঁজার জন্য বড় বড় Conventional Refernce tool এর ব্যবহার নিষিদ্ধ করে দিতে হবে। আর সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জন্য উপযুক্ত শিক্ষকের কাছে প্রেরণ করতে হবে এবং শিক্ষকের প্রতি অহেতুক ভীতি দূর হয়ে একটি পূর্ণ ব্যক্তিত্বের উন্মেষের সুযোগ ঘটবে।

১২ স্থানীয় পরিবেশ ও পরিচিতির সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্বের ইতিহাস ও ভূগোলের সঙ্গে পরিচয়দানের যথেষ্ট যোগ স্থাপন করতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষার উত্থান পতনের যে যুগ চলেছে তারই পরিপ্রেক্ষিতে এই পরিসেবার বিশেষ প্রয়োজন আছে। এইভাবে পরিসেবা চললে গ্রন্থাগারিকের আত্মতৃপ্তি ঘটবে। কর্তৃপক্ষের হৃদয়ের পরিবর্তনও ঘটবে।

মহাবিদ্যালয়ের স্তরে

বিদ্যালয় জীবন উত্তরণের পর মহাবিদ্যালয়ের দ্বারে যখন ছাত্ররা উপস্থিত, তখন তাদের কৈশোর উত্তীর্ণ (Adolescent poriod) হয়েছে। এবং তাদের পূর্ণ ব্যক্তিত্বের বিকাশের সুযোগ ঘটতে শুরু করেছে। আগে অনেক কিছু জানার অপরিসীম আগ্রহ তাদের মনকে অধিকৃত করেছিল। এবারের আগ্রহ কিন্তু বিষয়বস্তুর অন্তস্থল স্পর্শ করার আগ্রহ। তাই প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত গ্রন্থাগার পরিসেবকদের সে ভাবেই পরিবেশের সঙ্গে একাত্ম হয়ে কাজ

করতে হবে। তাই তাঁদের একটি প্রস্তুতিপর্বের আয়োজন করতে হবে এবং আত্মরক্ষার্থেও বহুজনহিতার্থে তাঁদের জানতে হবে—

১ বিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞানের পরিধি প্রচণ্ডরকম বেড়ে গেছে। পুরানো Documentative informationগুলি পরিহার করে যথাসম্ভব প্রগতির সঙ্গে সম্পর্ক অবহিত হতে হবে এবং Media Technologyর ও পরিবর্তন করতে হবে। কোয়ান্টাম্ পদার্থবিদ্যা (Quantum Physics), নিউক্লিয়ার পদার্থ বিদ্যা (Nnclear Physics). জৈব রসায়ন (Bio-Chemisty), মনোবিদ্যা (Psychology), দর্শন ও তর্কবিদ্যার ক্ষেত্রে নতুন নতুন ভাবনার উদয় হয়েছে। সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

২ যুদ্ধোত্তর জীবনে এবং প্রাক্ যুদ্ধজীবনের জীবন সচেতন ও চিন্তারাজ্যের অবক্ষয় এবং উত্তরণের ক্ষেত্রে পরিবর্তনের লক্ষ্যমাত্রার দিকে নজর দিতে হবে। মানুষের আশা আকাঙ্খা, নিরাশা, অর্থনৈতিক পটভূমিকার প বর্তন ভাষা ও ভাষা সমস্যা, জাতীয় সংস্কৃতির প্রশ্ন, ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান শোষণ ব্যবস্থা ও মানুষের মুক্তি আন্দোলনের বিভিন্ন দিকগুলির সম্পর্কেও অবধান করতে হবে।

৩ যে সব যুগান্তকারী ঘটনা মানুষ ও বিশ্বের মধ্যে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক জীবনের বিবর্তন ঘটিয়েছে সে গুলোর ইতিবৃত্ত সাগ্রহে গ্রহণ করতে হবে।

৪ প্রাকৃতিক সম্পদ সর্বক্ষেত্রে অবক্ষয়ের পথে এগিয়ে চলেছে, সেই বিষয়ে অনটনে পারস্পরিক মানবিক গুণগুলির অবনমন ঘটছে, তাতে সামাজিক জীব হিসেবে আমাদের ভাবনা কী হওয়া উচিত? নতুন শক্তির অনুসন্ধানের জন্য আমরা কতটা সহায়তা ও ছাত্রদের উদ্বুদ্ধ করতে পারি সেটিরও প্রয়োজন আছে।

৫ বিশ্বের চরম বৈজ্ঞানিক গবেষণায় মানব সমাজ কতটুকু লাভবান হয়েছে, কতটুকু হারিয়েছে, তার একটা করতে হবে এবং তা ছাত্রদের প্রয়োজনে লাগিয়ে দিতে হবে।

মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারগুলির সর্বতোভাবে উন্নীত করার জন্য নানারকম বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবস্থা, নতুন ভাবনার উদ্ভাবন, যথাস্থানে Automationএর ব্যবহার আরম্ভ হয়েছে। তবু উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের গ্রন্থাগারগুলো তখনো Informative documents এর অভাব অনুভব করে পুরানো বিশ্ববিদ্যালয় অপেক্ষা নতুন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিই একে ভুগছে বেশী। তাই নতুন ও পুরানো বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পারস্পরিক সহযোগিতা, Union Catalogue এবং আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ঋণ প্রদানের [Inter Library loan] ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। সারা পৃথিবী জুড়ে যে রাজনৈতিক, সামাজিক এবং মানসিকতার পরিবর্তনের পর্ব শুরু হয়েছে তারই ফলে মেধাবী ছাত্ররাও সমাজ ও পৃথিবীর অস্তিত্ব সম্পর্কে নানারকম প্রশ্ন তুলছে। তাদের এই অসহনীয় মানসিক অবস্থার পরিবর্তনের জন্য গ্রন্থাগার পরিসেবকদেরও সহায়তার প্রয়োজন। বিজ্ঞান শিক্ষার উপর অতিরিক্ত ঝোঁক তাদের একটা বড় বৈজ্ঞানিক করে তুলতে পারে কিন্তু তারই সঙ্গে তারা তাদের মানবিক গুণ এবং মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলতে পারে। তাই Ernest Raymond নামে জনৈক দুঃস্থ প্রবক্তার বলেছেন—

"To be a Science master is terribly dangerous thing, and therefore an honorable; for look through a Science master may say to a literary enthusiastic.

* * * *

What awful untruths the science master must have taught their pupils in the hegemony of Victorian materialism……Where as the spiritual value-the goodness, truth and beauty the something that lies behind Homer, Aesch-

ylas, Isaiah, Virgil, Dante, Shakespeare, Wordsworth, Keats, Goethe and the rest has suffrages of all time'

যেখানে যাপবিকবোমা, হাইড্রোজেন বোমা স্থান অধিকার করে রয়েছে, সেখানে মনস্বীদের কাছে উপরোক্ত জীবনরসবেত্তাদের আবেদন নিষ্ফল। তাই মহাবিদ্যালয়ের পর্যায় থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পর্যায় পর্যন্ত ছাত্রদের মানসিক গঠন, জীবনের মূল্যবোধ, বৈজ্ঞানিক চেতনাবৃদ্ধির জন্য বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে নিয়ে গিয়ে নিজস্বচিন্তাধারাকে পরিস্ফুট করার জন্য গ্রন্থাগার পরিষেবকদের সচেতন হতে হবে। বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে উপন্যাস পাঠের প্রবণতাকে পরিমিত করতে বলা হয়েছে। এখানে কিন্তু সাহিত্য-গ্রন্থপাঠের দুয়ার খুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে এই ভেবে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মানসিকগঠনের দৃঢ়তা অনেকখানি। তাই :

১ যুদ্ধের নিরর্থক দামামা বাজানোর পর A farewell to arms বা Trouble Air তাদের কাছে Bible হয়ে উঠবে। শান্তি ও সাম্যের বাণী তাদের স্নায়ুতন্ত্রীকে উজ্জীবিত করে তুলবে।

২ যেগুলি উপন্যাস নয় অথচ যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতির কথা বলেছে, দুটো মহাযুদ্ধের সর্বধ্বংসীরূপকে তুলে ধরেছে সেগুলির মধ্যে : The price of glory, Verdum 1916, 1918, The wooden Horse, The struggle for Europe, The longest Day, The Dam Busters প্রথম শ্রেণীর বই। এগুলিতে মানুষ মানুষকে কীভাবে শোষণ করেছে, হত্যা ও ধ্বংসলীলার খেলায় মানুষ কোথায় নেমেছে তার সব চিত্র অঙ্কিত রয়েছে। এগুলি তাদের হাতে তুলে দেওয়ার সুযোগ করে দিতে হবে।

৩ এবং তাই তাদের মানবিকগুণগুলির উন্মেষের জন্য Emile Zola, Simone de Beauwir, Sarira, Ernest Hemingway, John Steinbeck, Irwin Show রচিত উপন্যাস ও রচনাগুলিকে তাদের হৃদয়বৃত্তির উন্মেষের জন্য পঠন পাঠনের জন্য দেওয়া উচিত।

গ্রন্থাগার পরিষেবকদের দায়িত্ব শুধু Information Documents এর উপর নির্ভরশীল হলে দেশে দেশে শিক্ষার মান বাড়বে কিন্তু প্রকৃত মানুষ দেশে আর পাওয়া যাবে না। তাই গ্রন্থাগার পরিষেবকদের সেবা যাতে বহুমুখী হয়ে উঠতে পারে সেদিকে সমাজ ও সরকারের লক্ষ্য দিতে হবে। শিক্ষার রাজ্যে যে দ্বৈত ব্যবস্থা চালু আছে তার পরিসমাপ্তি না ঘটলে আলোচনা কেবলমাত্র কল্পনার খোরাক হয়েই থাকবে।

ব্যক্তিগত নির্দেশনা :

১। R. S. TAYLOR : In making of a Library : the academic library in transition

২। GORDON N. WRIGHT, Ed : The Library in Colleges of Commerce & Technology

৩। Donald DARSON : Academicc and Legal deposit Libraries.

৪। The Induring qnestion : Main problms of Philosophy.

৫। J. M. BROWN and others ; Applied Peychology.

৬। Tloyd L. RUCH : Pryshology and life : Including ilhnstrated reference manual : The Crain and Nerrows system.

৭। দীনেশচন্দ্র শাস্ত্রী : প্রাচীন ভারতীয় মনোবিদ্যা—[মনস্তত্ত্ব' অধ্যায়]

অন্ধ্র প্রদেশে 'গ্রন্থাগার কর' ছয় পয়সা হবে

সম্প্রতি জানা গেল, অন্ধ্র প্রদেশে 'গ্রন্থাগার কর' টাকা প্রতি চার পয়সা থেকে বেড়ে ছয় পয়সা হবে। আরও জানা গেছে যে অন্ধ্র সরকার জেলা গ্রন্থাগার সংস্থার কর্মীদের প্রাদেশিক সরকারের কর্মীরূপে গণ্য না করে তাদের স্থানীয় সংস্থা সমূহের প্রাপ্য সুবিধাগুলি দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। উক্ত সরকার এ জন্য ৫৭ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ মঞ্জুর করেছে।

নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হল

কলকাতায় বাগবাজার উৎকল যুব সমাজের উদ্যোগে একটি নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার সংবাদ জানা গেছে। রাজ্যের খাদ্য ও ক্রীড়া মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল কান্তি ঘোষ এই গ্রন্থাগারটি উদ্বোধন করেছেন। বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার কলকাতায় সম্ভবতঃ আর নেই।

২৪ পরগণা জেলার বনগাঁতে সাধু জন গ্রন্থাগারটি "চাঁদা বিহীন" গ্রন্থাগার হিসেবে দীর্ঘদিন পরিচালিত হচ্ছে।

আইন সভার গ্রন্থাগারিকবৃন্দ প্রশিক্ষণ নিলেন

সম্প্রতি জানা গেছে যে ভারতের আইন সভা সমূহের গ্রন্থাগারিকবৃন্দ গত অক্টোবর (১৯৭৬) মাসে দিল্লির ব্যুরো অব পার্লামেন্টারী স্টাডিজ এণ্ড ট্রেনিং-এর ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। ভারতের লোকসভার সেক্রেটারী জেনারেল শ্রী এস. এল. সাকধের উক্ত শিক্ষণ উদ্বোধন করেন।

রাজ্য আইন সভাগুলি থেকে ২০ জন এবং লোকসভা সচিবালয়ের ৩ জন এই প্রশিক্ষণ নেন। প্রশিক্ষণটি গত ১৮ই অক্টোবর শুরু হয়ে ৫ই নভেম্বর, ১৯৭৬ অবধি চলে।

ভারতে এধরণের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা পূর্বে হয়েছে বলে জানা নেই।

ডঃ রঙ্গনাথন পুরস্কারে ইংরাজ গ্রন্থাগারিক সম্মানিত

গ্রন্থাদি বর্গীকরণ বিষয়ে গবেষণাধর্মী কাজের জন্য প্রদেয় ডঃ রঙ্গনাথন স্মারক পুরস্কার (প্রথম বর্ষ) লণ্ডনের বৃটিশ গ্রন্থাগারের সাবজেক্ট সিস্টেম অফিসের প্রধান মিঃ ডেরেক অস্টিনকে দেয়া হয়েছে। পুরস্কার প্রদান কমিটি আধেয় বিষয় সমূহের বিশ্লেষণ এবং সূচীকরণ বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, প্রিজার্ভড কনটেক্সট ইনডেক্সিং সিস্টেম (Precis)-এর উপর মিঃ অস্টিনের গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য তাঁকে এই পুরস্কার দিয়েছে বলে জানা গেছে।

হরিণঘাটাতে 'বুক ব্যাঙ্ক' স্থাপিত হল

সম্প্রতি জানা গেছে নদীয়া জেলার হরিণঘাটাতে স্থানীয় কৃষি বিদ্যালয়ের উদ্যোগে ছাত্রদের জন্য একটি 'বুক ব্যাঙ্ক' স্থাপিত হয়েছে। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অনুরূপ আরও দুটি 'বুক ব্যাঙ্ক' বেলগাছিয়া এবং কল্যাণীতে স্থাপন করবেন বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। হরিণঘাটার 'বুক ব্যাঙ্ক'টি বিধান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ এস. বি. চট্টোপাধ্যায় উদ্বোধন করেছেন বলে সংবাদ পাওয়া গেছে।

ইউ জি সি নির্ধারিত নতুন শিক্ষাগত যোগ্যতা কর্মরত অধ্যাপকদের ক্ষেত্রে বিচার্য হবে না

গত ৭ই মার্চ নয়াদিল্লি থেকে 'সমাচার' পরিবেশিত একটি সংবাদ থেকে জানা গেছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন বিশ্লেষণ করে বলেছে যে, সংশোধিত বেতন-হারে নতুন অধ্যাপক নিয়োগের ক্ষেত্রে নির্ধারিত শিক্ষাগত যোগ্যতা নতুন নিয়োগের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। যাঁরা বর্তমানে কাজ করছেন তাঁরা এই নতুন আইনের আওতায় আসবেন না। [দৈনিক বসুমতী, ৮ই মার্চ]

গ্রন্থাগারে চুরির দায়ে সশ্রম কারাদণ্ড

গত ১লা মার্চ পাটনা থেকে 'সমাচার' পরিবেশিত এক সংবাদে জানা যায়—অমৃতপুর লাইব্রেরী থেকে মোঘল যুগের চার খণ্ড পাণ্ডুলিপি চুরির মামলায় অভিযুক্ত পাঁচ জন আসামী ছয় থেকে সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছে। এদের দুজনকে ছয় বছর এবং বাকী তিনজনকে সাত বছর দণ্ড দেয়া হয়। উক্ত আসামী দল বিগত ১৯৭৩ সালের ৮ই জানুয়ারী রাত্রে অমৃতপুর লাইব্রেরী থেকে পাণ্ডুলিপিগুলি চুরি করে। হৃত পাণ্ডুলিপি সমূহের তিনটি খণ্ড অনুসন্ধান দ্বারা পাওয়া গেছে বলে জানা যায়। [দৈনিক বসুমতী, ২রা মার্চ]

সঙ্কলনে শশাঙ্ক বাগচী, ৮।৩।৭৭

১০০ তম ইয়াসলিক ষ্টাডি সার্কল

গত ২৬শে-২৭শে ফেব্রুয়ারী ইয়াসলিক এর ষ্টাডি সার্কলের ১০০ তম অধিবেশনটির উদ্বোধন হয় জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার, ক্লাব হলে। দুদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সুশীল কুমার মুখোপাধ্যায়। সভাপতির আসনে ছিলেন সেণ্টার ফর ষ্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্স এর প্রধান ডঃ বরুণ দে। ডঃ মুখোপাধ্যায় এর মতে বিশ্ববিদ্যালয় এবং গ্রন্থাগার সমার্থক। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকদের নিজ সংস্থায় পাঠকরা কিরূপ হারে গ্রন্থাগার ব্যবহার করেন তার তালিকা রাখা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন। গ্রন্থাগার অন্ততঃ সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা খোলা রাখা উচিত। স্কুল গ্রন্থাগার ও গ্রামীণ গ্রন্থাগারের দুরবস্থায় তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। কলকাতায় গবেষণার স্বার্থে ইউনিয়ন ক্যাটালগ প্রবর্তন করা উচিত। ব্রিটিশ কাউন্সিল গ্রন্থাগারের মৃদুলা মজুমদার মনে করেন কয়েকটি গ্রন্থাগার ছাড়া গ্রন্থাগার পরিসেবা খুবই নিম্নমানের। বিভিন্ন সংস্থার কর্তৃপক্ষরা এখনও গ্রন্থাগারকে খুব প্রয়োজনীয় অঙ্গ বলে মনে করেন না। বহু গ্রন্থাগার গ্রন্থাগারিক ছাড়া চালানো হচ্ছে। অনেকের মনের মনে অমূলক ধারণা জন্মেছে যে গ্রন্থাগারিকরা গ্রাহকের তথ্য প্রয়োজন মেটাতে পারবে না। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণকেন্দ্রগুলি শিক্ষকবিহীনতায় ভুগছে। একদিকে যেমন আমাদের বৃত্তি উপযুক্ত জ্যেষ্ঠ গ্রন্থাগারিকের অভাবে ক্লিষ্ট অপর দিকে তরুণ গ্রন্থাগারিকরা তাঁদের মিশনকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরার প্রাণপণ প্রচেষ্টা করে যাচ্ছে।

ডঃ বরুণ দে মনে করেন যে গ্রন্থাগার এখনও পর্যন্ত মনোহারী দোকানের মূল্যহীন অঙ্গ বলে বিবেচিত। গ্রামাঞ্চলে দুই একটি পাঠ্য পুস্তক ছাড়া আর কিছুই ব্যবহৃত হয় না। গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে সহযোগিতা আরও বাড়ানো প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির মধ্যেও নেট ওয়ার্ক থাকা উচিত।

সভাপতিকে ধন্যবাদান্তে সভা শেষ হয়।

২৭শে ফেব্রুয়ারী জাতীয় গ্রন্থাগারে দ্বিতীয় অধিবেশন বসে। নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর বিভিন্ন বক্তা প্রবন্ধগুলি পাঠ করেন। ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগার—এম এন নাগরাজ; যাদুঘরের গ্রন্থাগার—ডি টি মুখার্জী; চিকিৎসা বিজ্ঞানের গ্রন্থাগার—নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়; গ্রন্থাগার আন্দোলন ও গ্রন্থাগার পরিষদ - সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়; বিদ্যালয় গ্রন্থাগার—চঞ্চল কুমার সেন; গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ— প্রবীর রায় চৌধুরী; ব্যবসায় ও শিল্প সংস্থার গ্রন্থাগার—ফণিভূষণ রায়, সুখেন্দু ভূষণ বন্দোপাধ্যায়; হিরণ কুমার দত্ত; গ্রন্থাগার সহযোগিতা—বিমল কুমার বন্দোপাধ্যায়; মিউনিসিপ্যালিটি গ্রন্থাগার ব্যবস্থা—প্রবীর রায়চৌধুরী ও ফণিভূষণ রায়; কলেজ গ্রন্থাগার—রামকৃষ্ণ সাহা ও গোপিকা প্রসাদ ঘোষ।

ENGLISH ABSTRACTS

Vol. 26, No. 10-11 Jan.-March 1977

Varieties of library services in the University libraries by TUSHAR SANYAL AND ASHOK BASU

Identified the five objectives of the Universities such as, Conservation of knowledge, Teaching, Researching, Publication of new knowledge and application of those knowledge for common people through various channels of communication. Types of services suggested are 1 Advanced/Anticipated Documentation list 2 Abstracts on request 3 Patent Abstracts 4 Retrospective bibliography 5 Trend Report 6 Data Compilation Service 7 List of Additions 7 Select List of Book 8 Newsbrief 9 Newspaper clippings Before introduction these Services, surveying of the users' need is essential.

Vol. 26, No. 12 March-April 1977

Role of libraries in learning of the School Children by ASHIM KUMAR DATTA.

—In school the there is very little association developed between teaching and School libraries ; very little attempt has been made so far resulting absence of libraries in majority of Schools. Suggested, Picture books to be used in developing imaginative power of the children those are receiving primary education. Children those are able to read also to be allowed to read books those outside text books. These books will help the boys to become interested in their curricular studies. Place of story books in School libraries to be highest. In many School, lack of allotted periods to use libraries, the students have little access to the documents meant for them. Suggested, at least one period to be incorporated in class routine ; the librarian concern should take responsibility in this rgard. School teaching can be made successful by adopting helpful methods so that the students feel interested to consult books beyond their syllabus. To make a child inquisitive, textbooks only are not sufficient. To ensure this the educational system should be such that a student can develop its own individual ideas ; and this responsibility has fallen on the shoulders of teachers, the writers and the persons these who make them interested in this regard. Concluded with a five points programme such as to serve national interest and to fulfil national objective each school should have a standard library managed by professionally qualfied librarian etc.

Library Services in the public library by SUBHAS CHANDRA SAHU.

—Deals with philosophical aspects of education and role of public libraries. Outlines the method of service systems in the public libraries such as readers service, and services to the non readers, and services to the neoliterates.

Public library service by CHAITALI DATTA.

—Refers UNESCO Manifesto on public library and defines it as an institution established by the people, for the people and of the people. In the truest sense there is no public library in this country and very little services can be obtained from them. Problems are many such as, economic problems, personnel problems, apathy of the Govt

toward the libraries and the fourth one is problem of less library consciousness among the people, developed due to nonextensive library movement. Proposes library planning based on objective evaluation of the regional condition and enviromment is needed. Emphasis on the services depends on the people whom to be served. Government grants voluntary donations are needed. Library Collection to be build up on popular readings. Reference and Referral services adult education, study circle, story-telling, lectures, mobile libraries, etc are required. Readers association in the public library may be found helpful in developing public libraies.

Library services in educational institution *by* ANIL CAANDRA PAL.

Outlines the objectives of needed library services for Schools and Colleges. In Schools concept of Librory Tutors is introduced, and the Librarians will act as Library Tutor. Twelve codes of conduct were outlined for helpful functioning of the School libraries reckoning the developmental aspects of students. In the colleges, new subjects those are developing very recently to be brought into notice to the Students. Five points theoretical propositions were made. Attention of the students to be drawn to the classics to implant values in their lives.

গ্র ন্থা গা র

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মাসিক মুখপত্র

গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রতি

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সংবাদ প্রকাশে আমরা আগ্রহী। গ্রন্থাগারের বিভিন্ন সংবাদ কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্টভাবে লিখে সম্পাদকের নামে পাঠান।

পাঠকদের প্রতি

'গ্রন্থাগার' পত্রিকা আপনাদের কেমন লাগছে, কোথায় তার ত্রুটি বিচ্যুতি, কেমন হলে ভালো হতো নিঃসংকোচে জানান। আপনাদের পরামর্শ যতটা সম্ভব গ্রহণের জন্য চেষ্টা করা হবে।

লেখকদের প্রতি

বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগার আন্দোলন, গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান এবং গ্রন্থাগারের সংগে সংশ্লিষ্ট বিবিধ বিষয়ে রচিত প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য আমরা খুবই আগ্রহান্বিত। প্রতিষ্ঠিত লেখক বিবেচ্য নয়, মূল্যবান লেখা-ই আমরা প্রকাশ করতে চাই। পত্রিকায় প্রকাশের জন্য প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্টরূপে লিখে সম্পাদকীয় দপ্তরে পাঠান। আপনার লেখার সাথে সংক্ষিপ্তাকারে English abstract পাঠালে ভালো হয়। কারণ প্রতিটি লেখার English Abstract আমরা প্রকাশ করে থাকি।

প্রকাশকদের প্রতি

'গ্রন্থাগার' পত্রিকা পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সমস্ত গ্রন্থাগারে, ভারতের কয়েকটি বিশিষ্ট গ্রন্থাগারে—এমন কি বিদেশের কয়েকটি গ্রন্থাগারেও নিয়মিত পৌঁছায়। সুতরাং 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া আপনাদের পক্ষে লাভজনক। বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী মলাটের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন।

আমরা গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্পর্কিত এবং বিভিন্ন রেফারেন্স বইয়ের (Encyclopaedia, Dictionary, Directory, Guide Book etc.) সমালোচনা নিয়মিতভাবে প্রকাশ করবার ইচ্ছা রাখি। আপনাদের প্রকাশিত বইয়ের প্রচারের জন্য পুস্তক আলোচনা বিভাগে দু'কপি পাঠান।

সম্পাদক, গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি-১৩৪, সি, আই, টি, স্কীম ৫২

কলিকাতা-৭০০০১৪

(ফোন : ৪৪-৮৫৩৬)

Annual Price Rs. 15.00
Single issue Re. 1·50

Licensed to post without prepayment
LICENCE No. WB/CC-CL-2
Postal Regd No. WB/CC—145
Regd No. RN/2674/57

Volume 26 : No 12 March-April 1977

GRANTHAGAR

(The monthly organ of the Bengal Library Association devoted to the advancement of Library Science & Library Movement in West Bengal)

All payments should be sent to :
The Secretary
Bengal Library Association
Central Library,
Calcutta University
Calcutta-700073

All correspondence and papers for publication should be addressed to :
The Editor, Granthagar
Bengal Library Association
P-134, CIT Scheme No. 52
Calcutta-700014
Phone : 44-8566

Published by Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University, Cal-73

Printed by Sourendramohan Gangopadhyay at the MUDRANEE 131B, Bipin Behari Ganguly Street, Calcutta-700012

Editor Ramkrishna Saha

Associate Editor : Achintya Mullick

If undelivered please return to :
Bengal Library Association
P-134, C. I. T. Scheme 52
Calcutta-700014.